মহাভারতম্

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

বনপর্ব্ব

১০

দর্শনাচার্য্য-
শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-
সমাখ্যয়া টীকয়া

মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণেন
শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া
ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-
বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

বিশ্ববাণী প্রকাশনী
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩৪০ বঙ্গাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ : ভাদ্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক :
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশকের নিবেদন

'মহাভারতম্' মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের তপস্যালব্ধ অমৃতময় ফল। সে আশ্চর্য্য তপশ্চর্য্যার কাহিনী আজ সকলেই জানেন। প্রায় একুশ বছর তিনি ছিলেন 'মহাভারতম্'-এর তপস্যায় মগ্ন—এবং সে একক ও দুশ্চর তপস্যায় তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল অসীম ধৈর্য্য, অশেষ নিষ্ঠা ও অলৌকিক আয়াস। ফলে তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর 'মহাভারতম্'—এক আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য। 'মহাভারতম্'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার মূলে আছে আমাদের সেই জাতীয় ঐশ্বর্য্য সংরক্ষণের এবং জন্মশতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে ঋষি হরিদাসের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার পুণ্য প্রেরণা ও প্রয়াস। সুধীজনের সানন্দ সমর্থনে আমাদের প্রয়াস সার্থক হোক—এইমাত্র কামনা।

একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ। *

যুধিষ্ঠিরো মহারাজ! পপ্রচ্ছ ভরতর্ষভঃ।
মার্কণ্ডেয়ং তপোবৃদ্ধং দীর্ঘায়ুষমকল্মষম্ ॥১॥
বিদিতাস্তব ধর্ম্মজ্ঞ! দেবদানবরাক্ষসাঃ।
রাজবংশাশ্চ বিবিধা ঋষিবংশাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥২॥
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদস্মিল্লোঁকে দ্বিজোত্তম!।
কথাং বেৎসি মুনে! দিব্যাং মনুষ্যোরগরক্ষসাম্ ॥৩॥
দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং কিন্নরাপ্সরসাং তথা।
ইদমিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তত্ত্বেন দ্বিজসত্তম! ॥৪॥ (যুগ্মকম্)
কুবলাশ্ব ইতি খ্যাত ইক্ষ্বাকুরপরাজিতঃ।
কথং নামবিপর্য্যাসাদ্ধুন্ধুমাবত্বমাগতঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

যুধীতি। তপোবৃদ্ধত্বাদিবশাদেব তং প্রতি প্রশ্ন ইত্যাশয়ঃ ॥১॥
বিদিতা ইতি। দেবাদানাং বৃত্তান্তা ইত্যর্থঃ। শাশ্বতা-নিত্যা অবিচ্ছিন্নাঃ ॥২॥
নেতি। কথামুপাখ্যানম্। দিব্যামুত্তমাম্। তত্ত্বেন যাথার্থ্যেন ॥৩—৪॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্রুত্বেতি। ঋষীণাং রাজ্ঞাঞ্চ লোককণ্টকোদ্ধরণং পরমেশ্বরপ্রীতিকরমিতি ধুন্ধুমারোপাখ্যান-তাৎপর্য্যম্। পদার্থঃ স্পষ্টঃ ॥১—৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির—তপোবৃদ্ধ, দীর্ঘায়ু ও নিষ্পাপ মার্কণ্ডেয়ের নিকট পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—॥১॥

"ধর্ম্মজ্ঞ! দেব, দানব, রাক্ষস, নানাবিধ রাজবংশ এবং অবিচ্ছিন্ন ঋষিবংশের বৃত্তান্ত সকল আপনার জানা আছে ॥২॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! এই জগতে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। মুনি! আপনি—দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, অপ্সরা, নাগ ও মনুষ্যগণের উত্তম উত্তম উপাখ্যান জানেন; অতএব দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই উপাখ্যানটী যথার্থভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি—॥৩—৪॥

---

* ইতঃ পরম্—"শ্রুত্বা তু রাজা রাজর্ষেরিন্দ্রদ্যুম্নস্য তত্তথা। মার্কণ্ডেয়ান্মহাভাগাৎ স্বর্গস্য প্রতিপাদনম্॥" ইতি শ্লোকঃ—বা ব কা পি। (১)…ভরতর্ষভ!—বা ব কা।

এতদিচ্ছামি তত্ত্বেন জ্ঞাতুং ভার্গবসত্তম ! ।
বিপর্য্যস্তং তথা নাম কুবলাশ্বস্য ধীমতঃ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

যুধিষ্ঠিরেণৈবমুক্তো মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ।
ধৌন্ধুমারমুপাখ্যানং কথয়ামাস ভারত ! ॥৭॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু রাজন্ ! যুধিষ্ঠির ! ।
ধর্ম্মিষ্ঠমিদমাখ্যানং ধুন্ধুমারস্য তচ্ছৃণু ॥৮॥
যথা স রাজা ইক্ষ্বাকুঃ কুবলাশ্বো মহীপতিঃ ।
ধুন্ধুমারত্বমগমৎ তচ্ছৃণুষ্ব মহীপতে ! ॥৯॥
মহর্ষির্বিশ্রুতস্তাত ! উতঙ্ক ইতি ভারত ! ।
মরুধন্বস্থ রম্যেষু আশ্রমস্তস্য কৌরব ! ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

কুবলেতি। ইক্ষ্বাকুস্তদ্বংশীয়ঃ। নামবিপর্য্যাসাৎ সংজ্ঞাবৈপরীত্যাৎ ॥৫॥
এতদিতি। বিপর্য্যস্তমন্যথা ভূতম্, তথা ধুন্ধুমার ইত্যানুপূর্ব্ব্যা ॥৬॥
যুধীতি। ধুন্ধুমারস্যেদং ধৌন্ধুমারম্ ॥৭॥
হন্তেতি। হর্ষে হন্তশব্দঃ। হর্ষস্তু সদুপাখ্যানকথনাবসরপ্রাপ্তেরেবেতি বোধ্যম্ ॥৮॥
যথেতি। ইক্ষ্বাকুঃ ইক্ষ্বাকুবংশীয়ঃ। মহীপতিঃ পৃথিবীপালক ইত্যপৌনরুক্ত্যম্ ॥৯॥

'কুবলাশ্ব'-নামে বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিজয়ী রাজা কি কারণে নামের ব্যত্যয় হওয়ায় 'ধুন্ধুমার' হইয়াছিলেন ? ॥৫॥

ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ ! ধীমান্ কুবলাশ্বের নাম সেইরূপ হইয়াছিল কেন, ইহাই আমি যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করি" ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতনন্দন ! যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ধুন্ধুমারের উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৭॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন— "রাজা যুধিষ্ঠির ! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসিত বিষয় বলিব, তুমি শ্রবণ কর। ধুন্ধুমারের এই উপাখ্যান ধর্ম্মসম্বন্ধ ; অতএব তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥৮॥

রাজা ! ইক্ষ্বাকুবংশীয় সেই কুবলাশ্বরাজা যাহাতে ধুন্ধুমার হইয়াছিলেন, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥৯॥

বৎস ভরতনন্দন ! 'উতঙ্ক'-নামে বিখ্যাত এক মহর্ষি ছিলেন এবং মনোহর মরুসন্নিহিত দেশে তাঁহার আশ্রম ছিল ॥১০॥

(১০)...উত্তঙ্ক ইতি—বা, ...উদঙ্ক ইতি—নি।

উতঙ্কস্তু মহারাজ! তপোঽতপ্যৎ সুদুশ্চরম্।
আরিরাধয়িষুর্বিষ্ণুং বহূন্ বর্ষগণান্ বিভুঃ ॥১১॥
তস্য প্রীতঃ স ভগবান্ সাক্ষাদ্দর্শনমীয়িবান্।
দৃষ্ট্বৈব চর্ষিঃ প্রহ্বস্তং তুষ্টাব বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥১২॥

উতঙ্ক উবাচ।

ত্বয়া দেব! প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সসুরাসুরমানবাঃ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি তথৈব চ ॥১৩॥
ব্রহ্ম বেদাশ্চ বেদ্যঞ্চ ত্বয়া সৃষ্টং মহাদ্যুতে!।
শিরস্তে গগনং দেব! নেত্রে শশিদিবাকরৌ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
নিশ্বাসঃ পবনশ্চাপি তেজোঽগ্নিশ্চ তবাচ্যুত!।
বাহবস্তে দিশঃ সর্ব্বাঃ কুক্ষিশ্চাপি মহার্ণবঃ ॥১৫॥
ঊরূ তে পর্ব্বতা দেব! খং জজ্ঞে মধুসূদন!।
পাদৌ তে পৃথিবী দেবী রোমাণ্যোষধয়স্তথা ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

মহর্ষিরিতি। বিশ্রুতো বিখ্যাতঃ। মরুধন্বসু মরুপ্রদেশেষু, আশ্রম আসীৎ ॥১০॥
উতঙ্ক ইতি। আরিরাধয়িষুঃ আরাধয়িতুমিচ্ছুঃ। বিভুঃ প্রভাববান্ ॥১১॥
তস্যেতি। স বিষ্ণুঃ। ঈয়িবান্ প্রাপ্তবান্। প্রহ্বঃ অবনতঃ সন্ ॥১২॥
ত্বয়েতি। ভূতানি প্রাণিনঃ। ব্রহ্ম তপঃ, বেদ্যম্ অন্যৎ সর্ব্বং জ্ঞেয়ম্ ॥১৩—১৪॥
নিশ্বাস ইতি। পবনো বায়ুঃ। কুক্ষিরুদরম্ ॥১৫॥

মহারাজ! প্রভাবশালী সেই উতঙ্ক বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বহু বৎসর যাবৎ অতিদুষ্কর তপস্যা করেন ॥১১॥

তাহাতে ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন দান করেন; তখন উতঙ্কমুনি তাঁহাকে দেখিয়াই অবনত হইয়া নানাবিধ স্তব দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন ॥১২॥

উতঙ্ক বলিলেন—"দেব! আপনি—সমস্ত লোক এবং দেব, দানব, মানব, স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত প্রাণী, তপস্যা, বেদ ও সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন; আর মহাতেজা দেব! আকাশ আপনার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য আপনার নয়নযুগল ॥১৩—১৪॥

নারায়ণ! বায়ু আপনার নিশ্বাস, অগ্নি আপনার তেজ, সমস্ত দিক্ আপনার বাহু এবং মহাসমুদ্র আপনার উদর ॥১৫॥

---

(১২)...দর্শনমেয়িবান্—বা ব কা নি।

ইন্দ্রসোমাগ্নিবরুণা দেবাসুরমহোরগাঃ।
প্রহ্বাস্ত্বামুপতিষ্ঠন্তি স্তুবন্তো বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥১৭॥
ত্বয়া ব্যাপ্তানি সর্ব্বাণি ভূতানি ভুবনেশ্বর!।
যোগিনঃ সুমহাবীর্য্যাঃ স্তুবন্তি ত্বাং মহর্ষয়ঃ ॥১৮॥
ত্বয়ি তুষ্টে জগৎ স্বস্থং ত্বয়ি ক্রুদ্ধে মহদ্ভয়ম্।
ভয়ানামপনেতাসি ত্বমেকঃ পুরুষোত্তম! ॥১৯॥
দেবানাং মানুষাণাঞ্চ সর্ব্বভূতসুখাবহঃ।
ত্রিভির্বিক্রমণৈর্দেব! ত্রয়ো লোকাস্ত্বয়া হৃতাঃ ॥২০॥
অসুরাণাং সমৃদ্ধানাং বিনাশশ্চ ত্বয়া কৃতঃ।
তব বিক্রমণৈর্দেবা নির্ব্বাণমগমন্ পরম্ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

উরু ইতি। খমাকাশম্। ওষধয়ো লতাঃ ॥১৬॥

ইন্দ্রেতি। প্রহ্বা অবনতাঃ সন্তঃ, উপতিষ্ঠন্তি উপাসতে ॥১৭॥

ত্বয়েতি। ভূতানি ক্ষিতিজলতেজোবায়ুগগনানি ॥১৮॥

ত্বয়ীতি। স্বস্থং নির্ভয়ং ভবতি। অপনেতা নাশয়িতা ॥১৯॥

দেবানামিতি। দেবানাং মানুষাণাঞ্চ সুখাবহ ইতি শেষঃ। কিঞ্চ সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রাণিনাঞ্চ সুখাবহঃ সুখজনকঃ। বিক্রমণৈঃ পাদক্ষেপৈঃ, হৃতা আক্রান্তাঃ ॥২০॥

অসুরাণামিতি। বিক্রমণৈঃ পরাক্রমৈঃ, নির্ব্বাণং নির্বৃতিং শান্তিমিতি যাবৎ ॥২১॥

দেব! মধুসূদন! পর্ব্বত সকল আপনার উরু, আকাশ আপনার জঙ্ঘা, পৃথিবী আপনার চরণ এবং লতাসমূহ আপনার লোম ॥১৬॥

ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, অন্যান্য দেবগণ, অসুরগণ ও মহানাগগণ অবনত হইয়া নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা স্তব করিতে থাকিয়া আপনার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥১৭॥

জগদীশ্বর! আপনি সকল ভূতকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। এইজন্যই মহাপ্রভাবশালী যোগী ও মহর্ষিরা আপনার স্তব করিয়া থাকেন ॥১৮॥

পুরুষোত্তম! আপনি সন্তুষ্ট থাকিলে জগৎ সুস্থ থাকে এবং আপনি ক্রুদ্ধ হইলে জগতের গুরুতর ভয় উপস্থিত হয়; আর একক আপনিই সমস্ত ভয়-নাশক ॥১৯॥

দেব! আপনি—দেবগণ, মনুষ্যগণ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর সুখজনক; আর আপনি তিনটা পাদক্ষেপদ্বারাই ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন ॥২০॥

আপনি সমৃদ্ধিশালী অসুরগণের বিনাশ সাধন করিয়াছেন; সুতরাং আপনার বিক্রমেই দেবতারা পরম নির্বৃতি লাভ করিয়াছেন ॥২১॥

পরাভূতাশ্চ দৈত্যেন্দ্রাস্ত্বয়ি ক্রুদ্ধে মহাদ্যুতে!।
ত্বং হি কর্ত্তা বিকর্ত্তা চ ভূতানামিহ সর্ব্বশঃ।
আরাধয়িত্বা ত্বাং দেবাঃ সুখমেধন্তি সর্ব্বশঃ ॥২২॥
এবং স্তুতো হৃষীকেশ উতঙ্কেন মহাত্মনা।
উতঙ্কমব্রবীদ্বিষ্ণুঃ প্রীতস্তেঽহং বরং বৃণু ॥২৩॥

উতঙ্ক উবাচ।

পর্য্যাপ্তো মে বরো হ্যেষ যদহং দৃষ্টবান্ হরিম্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যং স্রষ্টারং জগতঃ প্রভুম্ ॥২৪॥

বিষ্ণুরুবাচ।

প্রীতস্তেঽহমলৌল্যেন ভক্ত্যা চ তব সত্তম!।
অবশ্যং হি ত্বয়া ব্রহ্মন্! মত্তো গ্রাহ্যো বরো দ্বিজ! ॥২৫॥
এবং সংছন্দ্যমানস্তু বরেণ হরিণা তদা।
উতঙ্কঃ প্রাঞ্জলির্বব্রে বরং ভরতসত্তম! ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

পরেতি। বিকর্ত্তা সংহর্ত্তা। সর্ব্বশঃ সর্ব্বেষাম্। এধন্তি বর্দ্ধন্তে। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২২॥
এবমিতি। কিমব্রবীদিত্যাহ—প্রীত ইত্যাদি ॥২৩॥
পর্য্যাপ্ত ইতি। পর্য্যাপ্তো যথেপ্সিতঃ। শাশ্বতং নিত্যম্, দিব্যমলৌকিকম ॥২৪॥
প্রীত ইতি। অলৌল্যেন অচাঞ্চল্যেন। মত্তো মম সকাশাৎ ॥২৫॥
এবমিতি। সংছন্দ্যমানঃ অভ্যর্থ্যমানঃ ॥২৬॥

মহাবল! আপনি ক্রুদ্ধ হওয়ায়ই দৈত্যেন্দ্রগণ পরাভূত হইয়াছিল এবং এই জগতে আপনিই সমস্ত ভূতের কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা; আর দেবতারা আপনার আরাধনা করিয়াই অনায়াসে সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি লাভ করিতেছেন ॥২২॥

মহাত্মা উতঙ্ক এইরূপ স্তব করিলে, হৃষীকেশ নারায়ণ উতঙ্ককে বলিলেন—"আমি তোমার উপরে সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর" ॥২৩॥

উতঙ্ক বলিলেন "এ-ই আমার যথেষ্ট বর হইয়াছে যে, আমি—নিত্য ও অলৌকিক পুরুষ এবং জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রভু নারায়ণকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়াছি" ॥২৪॥

বিষ্ণু বলিলেন—"সাধুশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ! তোমার ভক্তিবশতঃ আমি স্থির চিত্তেই তোমার উপরে সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব ব্রাহ্মণ! আমার নিকট হইতে অবশ্যই তোমার বর গ্রহণ করিতে হইবে" ॥২৫॥

যদি মে ভগবান্ প্রীতঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণ ! ।
ধর্ম্মে সত্যে দমে চৈব বুদ্ধির্ভবতু মে সদা ।
অভ্যাসশ্চ ভবেদ্ভক্ত্যা ত্বয়ি নিত্যং মমেশ্বর ! ॥২৭॥

ভগবানুবাচ । †

সর্ব্বমেতদ্ধি ভবিতা মৎপ্রসাদাত্তব দ্বিজ ! ।
প্রতিভাস্যতি যোগশ্চ যেন যুক্তো দিবৌকসাম্ ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং মহৎ কার্য্যং করিষ্যসি ॥২৮॥
উৎসাদনার্থং লোকানাং ধুন্ধুর্নাম মহাসুরঃ ।
তপস্যতি তপো ঘোরং শৃণু যস্তং হনিষ্যতি ॥২৯॥
বৃহদশ্ব ইতি খ্যাতো ভবিষ্যতি মহীপতিঃ ।
তস্য পুত্রঃ শুচির্দান্তঃ কুবলাশ্ব ইতি শ্রুতঃ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি । দমে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে । অভ্যাসঃ সান্নিধ্যম্ । অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৭॥
সর্ব্বমিতি । প্রতিভাস্যতি আবির্ভবিষ্যতি, যোগো যৌগিকবলম্ । ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥
উৎসাদনেতি । উৎসাদনার্থং সংহারার্থম্ ॥২৯॥
বৃহদিতি । পুত্রো ভবিষ্যতীতি শেষঃ । দান্ত ইন্দ্রিয়দমনশীলঃ ॥৩০॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! নারায়ণ বর দিবার জন্য এইভাবে অনুরোধ করিলে, উতঙ্ক তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া বর গ্রহণ করিলেন—॥২৬॥

"জগদীশ্বর পুণ্ডরীকাক্ষ ! যদি আপনি আমার উপরে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে যেন সর্ব্বদাই ধর্ম্ম, সত্য ও ইন্দ্রিয়দমনের প্রতি মতি হয় এবং সর্ব্বদাই যেন ভক্তিভরে আপনার সান্নিধ্যলাভ হয়" ॥২৭॥

বিষ্ণু বলিলেন—"ব্রাহ্মণ ! আমার অনুগ্রহে তোমার এ সমস্তই হইবে; বিশেষতঃ তোমার যৌগিক শক্তিও জন্মিবে; যে যৌগিকশক্তিযুক্ত হইয়া তুমি দেবগণের এবং ত্রিভুবনের গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিবে ॥২৮॥

'ধুন্ধু'-নামে একটা প্রবল অসুর ত্রিভুবন উৎসন্ন করিবার জন্য দারুণ তপস্যা করিতেছে; তাহাকে যিনি বধ করিবেন, তাঁহার কথা শোন—॥২৯॥

---

† ইতঃ পরম্ 'বাঢ়মেবং ভবেন্নিত্যং তব বুদ্ধিমতাং বরং বর ! । মৎসমীপে চ সততং ভবিষ্যসি দ্বিজোত্তম ! ॥' ইত্যধিকঃ শ্লোকঃ—পি । (২৯) ইতঃ পরম্ 'রাজা হি বীর্য্যবাংস্তাত ! ইক্ষ্বাকুরপরাজিতঃ' ইত্যর্দ্ধমধিকম্—বা ব কা পি ।

স যোগবলমাস্থায় মামকং পার্থিবোত্তমঃ।
শাসনাত্তব বিপ্রর্ষে! ধুন্ধুমারো ভবিষ্যতি।
উতঙ্কমেবমুক্ত্বা তু বিষ্ণুরন্তরধীয়ত ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং ধুন্ধুমারোপাখ্যানে একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইক্ষ্বাকৌ সংস্থিতে রাজন্! শশাদঃ পৃথিবীমিমাম্।
প্রাপ্তঃ পরমধর্ম্মাত্মা সোঽযোধ্যায়াং নৃপোঽভবৎ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। মামকং মৎসম্বন্ধি মৎপ্রদত্তমিত্যর্থঃ। শাসনাদুপদেশাৎ। ধুন্ধুং মারয়তীতি ধুন্ধুমারঃ ধুন্ধোঃ সংহর্ত্তা তদাখ্যশ্চ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়-সমাস্যায়ামেকসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ইক্ষ্বাকাবিতি। সংস্থিতে মৃতে, "পরাসুপ্রাপ্তপঞ্চত্বপরেতপ্রেতসংস্থিতাঃ" ইত্যমরঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

ইক্ষ্বাকাবিতি ॥১—৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭২॥

'বৃহদশ্ব'-নামে এক রাজা হইবেন, তাঁহারও 'কুবলাশ্ব'-নামে এক পুত্র হইবে, সেই পুত্রটীও যথাকালে পবিত্র ও ইন্দ্রিয়দমনশীল হইবে ॥৩০॥

ব্রহ্মর্ষি! রাজশ্রেষ্ঠ সেই কুবলাশ্ব আমার প্রদত্ত যোগবল অবলম্বন করিয়া তোমার আদেশে ধুন্ধুকে সংহার করিয়া 'ধুন্ধুমার' হইবেন"। উতঙ্ককে এইরূপ বলিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন" ॥৩১॥

—:*:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"রাজা! ইক্ষ্বাকুর মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র পরম ধার্ম্মিক শশাদ এই পৃথিবী লাভ করিয়া অযোধ্যায় রাজা হন ॥১॥

* '...সপ্তনবত্যধিক...'—পি, '...দ্বিশত...'—বা ব, '...একাধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...চতুরধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

শশাদস্য তু দায়াদঃ ককুৎস্থো নাম বীর্য্যবান্ ।
অনেনাশ্চাপি কাকুৎস্থঃ পৃথুশ্চানেনসঃ সুতঃ ॥২॥
বিষ্বগশ্বঃ পৃথোঃ পুত্রস্তস্মাদদ্রিশ্চ জজ্ঞিবান্ ।
অদ্রেশ্চ যুবনাশ্বস্তু শ্রাবস্তস্যাত্মজোঽভবৎ ॥৩॥
তস্য শ্রাবস্তকো জ্ঞেয়ঃ শ্রাবস্তী যেন নির্ম্মিতা ।
শ্রাবস্তকস্য দায়াদো বৃহদশ্বো মহাবলঃ ॥৪॥
বৃহদশ্বস্য দায়াদঃ কুবলাশ্ব ইতি স্মৃতঃ ।
কুবলাশ্বস্য পুত্রাণাং সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ ॥৫॥
সর্ব্বে বিদ্যাসু নিষ্ণাতা বলবন্তঃ সুদারুণাঃ ।
কুবলাশ্বশ্চ পিতৃতো গুণৈরভ্যধিকোঽভবৎ ॥৬॥
সময়ে তং পিতা রাজ্যে বৃহদশ্বোঽভ্যষেচয়ৎ ।
কুবলাশ্বং মহারাজ ! শূরমুত্তমধার্ম্মিকম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

শশাদস্যেতি। দায়ং মরণেন ত্যক্তং ধনম্ আদত্ত ইতি দায়াদঃ পুত্রঃ ॥২॥
বিষ্বগিতি। বিষ্বক্ সর্ব্বাসু দিক্ষু অশ্বো যস্য স তদাখ্যঃ ॥৩॥
তস্যেতি। শ্রাবস্তকো নাম। শ্রাবস্তী তদাখ্যা নগরী ॥৪॥
বৃহদিতি। একবিংশতিঃ সহস্রাণি অভবন্নিতি শেষঃ ॥৫॥
সর্ব্ব ইতি। সর্ব্বে কুবলাশ্বপুত্রাঃ, বিদ্যাসু সর্ব্বাসু, নিষ্ণাতা নিপুণাঃ ॥৬॥
সময় ইতি। অভ্যষেচয়ৎ ঋত্বিগাদিভিরিতি শেষঃ ॥৭॥

শশাদের পুত্র ককুৎস্থ, তিনি অত্যন্ত বলবান্ ছিলেন। ককুৎস্থের পুত্র অনেনা; অনেনার পুত্র পৃথু ॥২॥

পৃথুর পুত্র বিষ্বগশ্ব; বিষ্বগশ্ব হইতে অদ্রি জন্মগ্রহণ করেন। অদ্রির পুত্র যুবনাশ্ব; যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাব ॥৩॥

শ্রাবের পুত্র শ্রাবস্তক; যিনি শ্রাবস্তী নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রাবস্তকের পুত্র মহাবল বৃহদশ্ব ॥৪॥

বৃহদশ্বের পুত্র কুবলাশ্ব; কুবলাশ্বের একুশ হাজার পুত্র হইয়াছিল ॥৫॥

সেই কুবলাশ্বের পুত্রেরা সকলেই সমস্ত বিদ্যায় নিপুণ, বলবান্ ও অতিভয়ঙ্কর ছিল; আর কুবলাশ্বও গুণে পিতা হইতে প্রধান হইয়াছিলেন ॥৬॥

মহারাজ! পিতা বৃহদশ্ব, মহাবীর ও মহাধার্ম্মিক পুত্র সেই কুবলাশ্বকে যথাসময়ে রাজ্যে অভিষিক্ত করাইলেন ॥৭॥

পুত্রসংক্রামিতশ্রীস্তু বৃহদশ্বো মহীপতিঃ।
জগাম তপসে ধীমাংস্তপোবনমমিত্রহা ॥৮॥
অথ শুশ্রাব রাজর্ষিং তমুতঙ্কো নরাধিপ!।
বনং সংপ্রস্থিতং রাজন্! বৃহদশ্বং দ্বিজোত্তমঃ ॥৯॥
তমুতঙ্কো মহাতেজাঃ সর্ব্বাস্ত্রবিদুষাং বরম্।
ন্যবারয়দমেয়াত্মা সমাসাদ্য নরোত্তমম্ ॥১০॥

উতঙ্ক উবাচ।

ভবতা রক্ষণং কার্য্যং তত্তাবৎ কর্ত্তুমর্হসি।
নিরুদ্বিগ্না বয়ং রাজংস্ত্বৎপ্রসাদাদ্ভবেমহি ॥১১॥
ত্বয়া হি পৃথিবী রাজন্! রক্ষ্যমাণা মহাত্মনা।
ভবিষ্যতি নিরুদ্বিগ্না নারণ্যং গন্তুমর্হসি ॥১২॥
পালনে হি মহান্ ধর্ম্মঃ প্রজানামিহ দৃশ্যতে।
ন তথা দৃশ্যতেঽরণ্যে মা ভূত্তে বুদ্ধিরীদৃশী ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

পুত্রেতি। পুত্রে সংক্রামিতা সঞ্চারিতা শ্রী রাজলক্ষ্মীর্যেন সঃ ॥৮॥
অথেতি। সংপ্রস্থিতং সংপ্রস্থাস্যমানম্ ॥৯॥
তমিতি। অমেয় ঔদার্য্যে অসাধারণ আত্মা মনো যস্য সঃ ॥১০॥
ভবতেতি। নিরুদ্বিগ্না দুর্জ্জনাদিদমনাদিত্যাশয়ঃ ॥১১॥
ত্বয়েতি। অতএবারণ্যং তপোবনং গন্তুং নার্হসি ॥১২॥

বুদ্ধিমান্ ও শত্রুহন্তা রাজা বৃহদশ্ব পুত্রের উপরে রাজলক্ষ্মী সংস্থাপন করিয়া তপস্যা করিবার জন্য তপোবনে গমন করিবার উদ্‌যোগ করিলেন ॥৮॥

নরনাথ রাজা! তাহার পর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উতঙ্ক শুনিলেন যে, রাজর্ষি বৃহদশ্ব তপোবনে প্রস্থান করিলেন ॥৯॥

তখন মহাতেজা ও অসাধারণ উদারচেতা উতঙ্ক যাইয়া সকল অস্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজা বৃহদশ্বকে বারণ করিলেন ॥১০॥

উতঙ্ক বলিলেন—"রাজা! রাজ্য রক্ষা করা আপনার উচিত; সুতরাং আপনি তাহাই করুন। আপনার অনুগ্রহে আমরা নিরুদ্বেগ হইব ॥১১॥

রাজা! আপনি মহাত্মা; সুতরাং আপনি রক্ষা করিতে থাকিলে পৃথিবীও নিরুদ্বেগ হইবেন; অতএব আপনি বনে যাইতে পারেন না ॥১২॥

(১০)…সমাসাদ্য নরেশ্বরম্—পি। (১১)…ত্বৎপ্রসাদাদ্বসেমহি—নি।

ঈদৃশো নহি রাজেন্দ্র ! ধর্ম্মঃ কশ্চন দৃশ্যতে।
প্রজানাং পালনে যো বৈ পুরা রাজর্ষিভিঃ কৃতঃ ॥১৪॥
রক্ষিতব্যাঃ প্রজা রাজ্ঞা তাস্ত্বং রক্ষিতুমর্হসি।
নিরুদ্বিগ্নস্তপস্তপ্তুং নহি শক্নোমি পার্থিব ! ॥১৫॥
মমাশ্রমসমীপে বৈ সমেষু মরুধন্বসু।
সমুদ্রো বালকাপূর্ণ উজ্জ্বালক ইতি স্মৃতঃ ॥১৬॥
বহুযোজনবিস্তীর্ণো বহুযোজনমায়তঃ।
তত্র রৌদ্রো দানবেন্দ্রো মহাবীর্য্যপরাক্রমঃ ॥১৭॥
মধুকৈটভয়োঃ পুত্রো ধুন্ধুর্নাম সুদারুণঃ।
অন্তর্ভূমিগতো রাজন্ ! বসত্যমিতবিক্রমঃ ॥১৮॥ (বিশেষকম্)
তং নিহত্য মহারাজ ! বনং ত্বং গন্তুমর্হসি।
শেতে লোকবিনাশায় তপ আস্থায় দারুণম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

পালন ইতি। রাজ্ঞাং প্রজাপালনমেব প্রধানধর্ম্ম ইতি ভাবঃ ॥১৩॥

ঈদৃশ ইতি। দৃশ্যতে শাস্ত্র ইতি শেষঃ ॥১৪॥

রক্ষিতব্যা ইতি। নহি শক্নোমি, অন্যথেতি শেষঃ ॥১৫॥

মমেতি। সমেষু সমতলেষু, মরুধন্বসু মরুভূমিসকাশে। উজ্জ্বালকো নাম। রৌদ্রো ভয়ঙ্করঃ। ধুন্ধোর্ধ্যামুষ্যায়ণতয়া মধুকৈটভরোরুভয়োরেব পুত্রত্বম্ ॥১৬—১৮॥

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রজাপালনে যেরূপ গুরুতর ধর্ম্ম দেখা যায়, তপোবনে সেরূপ ধর্ম্ম দেখা যায় না ; অতএব আপনার যেন এরূপ বুদ্ধি হয় না ॥১৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! প্রজাপালনে যে ধর্ম্ম হয় এবং পূর্ব্বকালের রাজর্ষিরা যে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, সে প্রকার অন্য কোন ধর্ম্মই শাস্ত্রে দেখা যায় না ॥১৪॥

রাজা ! প্রজা রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য ; সুতরাং আপনি সেই প্রজা রক্ষা করুন। না হইলে, আমি নিরুদ্বেগে তপস্যা করিতে পারিব না ॥১৫॥

রাজা ! আমার আশ্রমের নিকটে সমতল মরুভূমির সন্নিধানে বালুকাপূর্ণ, বহু যোজনবিস্তীর্ণ এবং বহু যোজনদীর্ঘ 'উজ্জ্বালক'-নামে একটা সমুদ্র আছে ; তাহার নিকটে মধুকৈটভের পুত্র, ভয়ঙ্করমূর্ত্তি, ভয়ঙ্করপ্রকৃতি এবং মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী 'ধুন্ধু'-নামে একটা প্রবল দানব ভূমির ভিতরে শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥১৬—১৮॥

মহারাজ ! আপনি তাহাকে বধ করিয়া তপোবনে যাইতে পারেন। রাজা ! সেই দানব—দেবগণ, মনুষ্যগণ এবং ত্রিভুবন বিনাশ করিবার জন্য

ত্রিদশানাং বিনাশায় লোকানাঞ্চাপি পার্থিব!।
অবধ্যো দেবতানাং হি দৈত্যানামথ রক্ষসাম্ ॥২০॥
নাগানামথ যক্ষাণাং গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
অবাপ্য স বরং রাজন্! সর্ব্বলোকপিতামহাৎ ॥২১॥ (বিশেষকম্)
তং বিনাশয় ভদ্রং তে মা তে বুদ্ধিরতোঽন্যথা।
প্রাপ্স্যসে মহতীং কীর্ত্তিং শাশ্বতীমব্যয়াং ধ্রুবাম্ ॥২২॥
ক্রূরস্য তস্য স্বপতো বালুকান্তর্হিতস্য চ।
সংবৎসরস্য পর্য্যন্তে নিশ্বাসঃ সম্প্রবর্ত্ততে ॥২৩॥
যদা তদা ভূশ্চলতি সশৈলবনকাননা।
তস্য নিশ্বাসবাতেন রজ উদ্ধূয়তে মহৎ ॥২৪॥
আদিত্যপথমাশ্রিত্য সপ্তাহং ভূমিকম্পনম্।
সবিস্ফুলিঙ্গং সজ্বালং ধূমমিশ্রং সুদারুণম্ ॥২৫॥ (বিশেষকম্)
তেন রাজন্! ন শক্নোমি তস্মিন্ স্থাতুং স্ব আশ্রমে।
তং বিনাশয় রাজেন্দ্র! লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। ত্রিদশানাং দেবানাম্। সর্ব্বশঃ সর্ব্বেষাম্ ॥১৯—২১॥

তমিতি। তে তব, ভদ্রং মঙ্গলং ভবেৎ। শাশ্বতীং চিরস্থায়িনীম্ ॥২২॥

ক্রূরস্যেতি। পর্য্যন্তে অবসানে। আদিত্যপথমাশ্রিত্য মহৎ রজো ধূলিজালম্, উদ্ধূয়তে উত্থাপ্যতে। সপ্তাহং যাবৎ ভূমিকম্পনঞ্চ জায়তে ॥২৩—২৫॥

তেনেতি। তং ধুন্ধুনামকং দানবম্ ॥২৬॥

পূর্ব্বে অতিভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়াছিল। রাজা! সে দানব ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া দেবগণ, দৈত্যগণ, রাক্ষসগণ, নাগগণ, যক্ষগণ এবং সমস্ত গন্ধর্ব্বগণের অবধ্য হইয়াছে ॥১৯—২১॥

অতএব আপনি তাহাকে বধ করুন, আপনার বুদ্ধি যেন ইহার অন্যরূপ হয় না; আপনার মঙ্গল হইবে এবং আপনি চিরস্থায়ী, অক্ষয় ও নিশ্চিত মহাকীর্ত্তি লাভ করিবেন ॥২২॥

একটী বৎসর হইলে, বালুকার অভ্যন্তরে নিদ্রিত সেই ক্রূর মহাসুরের যখন নিশ্বাস বহিতে আরম্ভ হয়, তখন পর্ব্বত, বন ও উপবনের সহিত পৃথিবী কাঁপিতে থাকে এবং তাহার নিশ্বাসবায়ুতে সূর্য্যমণ্ডলপর্য্যন্ত ধূলিরাশি উত্থিত হয়; আর সপ্তাহ পর্য্যন্ত ভূমিকম্প হইতে থাকে; তখন অগ্নির ভয়ঙ্কর স্ফুলিঙ্গ, শিখা ও ধূম উঠিতে থাকে ॥২৩—২৫॥

লোকাঃ স্বস্থা ভবিষ্যন্তি তস্মিন্ বিনিহতেঽসুরে।
ত্বং হি তস্য বিনাশায় পর্য্যাপ্ত ইতি মে মতিঃ ॥২৭॥
তেজসা তব তেজশ্চ বিষ্ণুরাপ্যায়য়িষ্যতি।
বিষ্ণুনা চ বরো দত্তঃ পূর্ব্বং মম মহীপতে! ॥২৮॥
যস্তং মহাসুরং রৌদ্রং বধিষ্যতি মহীপতিঃ।
তেজস্তং বৈষ্ণবমিতি প্রবেক্ষ্যতি দুরাসদম্ ॥২৯॥
তত্তেজস্ত্বং সমাধায় রাজেন্দ্র! ভুবি দুঃসহম্।
তং নিসূদয় রাজেন্দ্র! দৈত্যং রৌদ্রপরাক্রমম্ ॥৩০॥
নহি ধুন্ধুর্মহাতেজাস্তেজসাল্পেন শক্যতে।
নির্দগ্ধুং পৃথিবীপাল! স হি বর্ষশতৈরপি ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

লোকা ইতি। স্বস্থাঃ সুস্থচিত্তাঃ। পর্য্যাপ্তঃ সমর্থঃ ॥২৭॥
তেজসেতি। আপ্যায়য়িষ্যতি বর্দ্ধয়িষ্যতি। তত্র হেতুমাহ—বিষ্ণুনেতি ॥২৮॥
কোঽসৌ বর ইত্যাহ—য ইতি। দুরাসদং বৈষ্ণবং তেজস্তং প্রবেক্ষ্যতি ॥২৯॥
তদিতি। সমাধায় আত্মনি নিধায়। নিসূদয় বিনাশয় ॥৩০॥
নহীতি। মহাতেজস্ত্বাদেব অল্পেন তেজসা নির্দগ্ধুং নহি শক্যত ইত্যাশয়ঃ ॥৩১॥

রাজা! সেই জন্যই আমি নিজের সেই আশ্রমেও থাকিতে পারি না; অতএব রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি ত্রিভুবনের হিতের জন্য সেই অসুরকে বিনাশ করুন ॥২৬॥

সেই অসুরকে বিনাশ করিলে, সমস্ত লোক সুস্থ হইবে এবং আপনি তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন, ইহাও আমার ধারণা আছে ॥২৭॥

বিশেষতঃ, বিষ্ণু তাঁহার তেজদ্বারা আপনার তেজ বর্দ্ধিত করিবেন। কারণ, রাজা! বিষ্ণু আমাকে পূর্ব্বে এইরূপ বরই দিয়াছিলেন—॥২৮॥

'যে রাজা সেই ভয়ঙ্কর মহাসুরকে বধ করিবেন, দুর্দ্ধর্ষ বৈষ্ণব তেজ সেই রাজার শরীরে প্রবেশ করিবে' ॥২৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি সেই ভূতলদুঃসহ বৈষ্ণব তেজ ধারণ করিয়া ভয়ঙ্করপরাক্রমশালী সেই দৈত্যকে সংহার করুন ॥৩০॥

রাজা! অল্প তেজদ্বারা মহাতেজা সেই ধুন্ধুকে শতবৎসরেও কেহ দগ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না" ॥৩১॥

(৩১) শ্লোকাৎ পরম্ '.. একাধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...দ্ব্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...পঞ্চাধিকদ্বিশততমঃ...'—নি, পি অধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স এবমুক্তো রাজর্ষিরুতঙ্কেনাপরাজিতঃ।
উতঙ্কং কৌরবশ্রেষ্ঠ! কৃতাঞ্জলিরথাব্রবীৎ ॥৩২॥
ন তেঽভিগমনং ব্রহ্মন্! মোঘমেতদ্ভবিষ্যতি।
পুত্রো মমায়ং ভগবন্! কুবলাশ্ব ইতি স্মৃতঃ ॥৩৩॥
ধৃতিমান্ ক্ষিপ্রকারী চ বীর্য্যেণাপ্রতিমো ভুবি।
প্রিয়ঞ্চ তে সর্ব্বমেতৎ করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩৪॥
পুত্রৈঃ পরিবৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ শূরৈঃ পরিঘবাহুভিঃ।
বিসর্জ্জয়স্ব মাং ব্রহ্মন্! ন্যস্তশস্ত্রোঽস্মি সাম্প্রতম্ ॥৩৫॥ (বিশেষকম্)
তথাস্ত্বিতি চ তেনোক্তো মুনিনাঽমিততেজসা।
স তমাদিশ্য তনয়মুতঙ্কায় মহাত্মনে।
ক্রিয়তামিতি রাজর্ষির্জগাম বনমুত্তমম্ ॥৩৬॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ক এষ ভগবন্! দৈত্যো মহাবীর্য্যস্তপোধন!।
কস্য পুত্রোঽথ নপ্তা বাঽপ্যেতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স রাজর্ষির্বৃহদশ্বঃ ॥৩২॥

নেতি। মোঘং ব্যর্থম। ধৃতিমান্ ধৈর্য্যশালী। পরিঘা অস্ত্রবিশেষা ইব দীর্ঘা বাহবো যেষাং তৈঃ। ন্যস্তশস্ত্রত্বাদেব পুনঃ শস্ত্রং গ্রহীতুং নেচ্ছামীতি ভাবঃ ॥৩৩—৩৫॥

তথেতি। স বৃহদশ্বঃ, তং কুবলাশ্বম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৬॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন - "কৌরবশ্রেষ্ঠ! উতঙ্ক এইরূপ বলিলে, সর্ব্ববিজয়ী রাজর্ষি বৃহদশ্ব কৃতাঞ্জলি হইয়া উতঙ্ককে বলিলেন—॥৩২॥

"ভগবন্ ব্রাহ্মণ! আপনার এই আগমন ব্যর্থ হইবে না। কারণ, আমার পুত্র এই কুবলাশ্ব ধৈর্য্যশালী, ক্ষিপ্রকারী এবং বলে ভূতলে অতুলনীয়; ইনি, পরিঘতুল্য-বাহুশালী মহাবীর আপন পুত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনার এই প্রিয় কার্য্য করিবেন; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; সুতরাং ব্রাহ্মণ! আপনি আমাকে বিদায় দিন; কারণ আমি এখন অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি" ॥৩৩—৩৫॥

তখন অমিততেজা উতঙ্কমুনি 'তাহাই হউক' এইরূপ বলিলে, রাজর্ষি বৃহদশ্ব মহাত্মা উতঙ্কের নিকটেই 'এইরূপই কর' এইভাবে পুত্র কুবলাশ্বকে আদেশ করিয়া উত্তম তপোবনে গমন করিলেন ॥৩৬॥

এবং মহাবলো দৈত্যো ন শ্রুতো মে তপোধন ! ।
এতদিচ্ছামি ভগবন্ ! যাথাতথ্যেন বেদিতুম্ ।
সর্ব্বমেব মহাপ্রাজ্ঞ ! বিস্তরেণ তপোধন ! ॥৩৮॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্নিদং সর্ব্বং যথাবৃত্তং নরাধিপ ! ।
কথ্যমানং মহাপ্রাজ্ঞ ! বিস্তরেণ যথাতথম্ ॥৩৯॥
একার্ণবে তদা লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ।
প্রনষ্টেষু চ ভূতেষু সর্ব্বেষু ভরতর্ষভ ! ॥৪০॥
প্রভবং লোককর্ত্তারং বিষ্ণুং শাশ্বতমব্যয়ম্ ।
যমাহুর্মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্ ॥৪১॥
সুষ্বাপ ভগবান্ বিষ্ণুরপ্সু যোগত এব সঃ ।
নাগস্য ভোগে মহতি শেষস্যামিততেজসঃ ॥৪২॥
লোককর্ত্তা মহাভাগ ! ভগবানচ্যুতো হরিঃ ।
নাগভোগেন মহতা পরিরভ্য মহীমিমাম্ ॥৪৩॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

ক ইতি । নপ্তা পৌত্রঃ, তদংশ এব চ প্রশ্নঃ "মধুকৈটভয়োঃ পুত্রঃ" ইতি পূর্ব্বমুক্তত্বাৎ ॥৩৭॥

এবমিতি । মে ময়া । অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৮॥

শৃণ্বিতি । কথ্যমানং ময়েতি শেষঃ ॥৩৯॥

একেতি । একার্ণবে কেবলসমুদ্রময়ে, স্থাবরজঙ্গমে প্রাণিনি । ভূতেষু ক্ষিত্যাদিষু । প্রভবত্যস্মাদিতি প্রভব উৎপত্তিকারণং তম্ । শাশ্বতং চিরস্থায়িনম্, অতএব অব্যয়মক্ষয়ম্ । অপ্সু অর্ণবজলে, যোগতো যোগাবলম্বনাৎ । ভোগে শরীরে । শেষস্য অনন্তস্য । মহতা নাগভোগেন শয্যাং কৃত্বেতি শেষঃ, পরিরভ্য আশ্রিত্য ॥৪০—৪৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"ভগবন্ তপোধন ! এই মহাবীর দৈত্যটা কে ? কাহার পুত্র ? কিংবা কাহার পৌত্র ? ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি ॥৩৭॥

ভগবন্ তপোধন ! এইরূপ মহাবল দৈত্যের বিষয় আমি আর শুনি নাই । অতএব ভগবন্ মহাপ্রাজ্ঞ তপোধন ! ইহার সমস্ত বিষয়ই আমি যথাযথভাবে ও বিস্তরক্রমে জানিতে ইচ্ছা করি" ॥৩৮॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"মহাপ্রাজ্ঞ নরনাথ রাজা ! আমি যথাযথভাবে ও বিস্তরক্রমে ইহার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥৩৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! সমগ্র জগৎ কেবল সমুদ্রময় হইয়া গেলে, স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিসমূহ এবং সমস্ত ভূত বিনষ্ট হইলে—সিদ্ধ মুনিরা যে বিষ্ণুকে জগতের

স্বপতস্তস্য দেবস্য পদ্মং সূর্য্যসমপ্রভম্।
নাভ্যা বিনিঃসৃতং দিব্যং তত্রোৎপন্নঃ পিতামহঃ ॥৪৪॥
সাক্ষাল্লোকগুরুর্ব্রহ্মা পদ্মে সূর্য্যসমপ্রভে।
চতুর্ব্বেদশ্চতুর্মূর্ত্তিশ্চতুর্বর্গশ্চতুর্মুখঃ।
স্বপ্রভাবাদ্দুরাধর্ষো মহাবলপরাক্রমঃ ॥৪৫॥ (যুগ্মকম্)
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য দানবৌ বীর্য্যবত্তমৌ।
মধুশ্চ কৈটভশ্চৈব দৃষ্টবন্তৌ হরিং প্রভুম্ ॥৪৬॥
শয়ানং শয়নে দিব্যে নাগভোগে মহাদ্যুতিম্।
বহুযোজনবিস্তীর্ণে বহুযোজনমায়তে ॥৪৭॥
কিরীটকৌস্তুভধরং পীতকৌশেয়বাসসম্।
দীপ্যমানং শ্রিয়া রাজন্! তেজসা বপুষা তথা।
সহস্রসূর্য্যপ্রতিমমদ্ভুতোপমদর্শনম্ ॥৪৮॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

স্বপত ইতি। নাভ্যা নাভিতঃ। কশ্যপপ্রজাপতেঃ পিতামহত্বাদেব পিতামহঃ। লোকানাং গুরুঃ শিক্ষয়িতা। চত্বারো বেদা যত্র সঃ, অতএব চতস্রঃ সামাদিরূপা মূর্ত্তয়ো যস্য সঃ, চতুর্ণাং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বর্গো যত্র সঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৪—৪৫॥

কস্যচিদিতি। কালস্য অতিক্রমে সতীতি শেষঃ। মধুকৈটভৌ বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতাবিতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে। নাগভোগে অনন্তনাগশরীরে। শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৬—৪৮॥

উৎপত্তির কারণ, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, চিরস্থায়ী, অক্ষয় ও সমগ্র জগতের মহেশ্বর বলিয়া থাকেন, সেই লোককর্ত্তা, মাহাত্ম্যশালী এবং অচ্যুত ও হরিনামধারী বিষ্ণু অনন্তনাগের বিশাল শরীরদ্বারা শয্যা রচনা করিয়া এই পৃথিবী ধারণপূর্ব্বক অমিততেজা সেই অনন্তনাগের বিশাল শরীরের উপরে যোগাবলম্বন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন ॥৪০—৪৩॥

নিদ্রিত অবস্থায় সেই বিষ্ণুর নাভি হইতে সূর্য্যের তুল্য উজ্জ্বল দিব্য একটী পদ্ম নির্গত হইয়াছিল; তাহাতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। জগতের শিক্ষক, চতুর্বেদবিৎ, চতুর্বেদময়শরীর, চতুর্বর্গশালী চতুর্মুখসম্পন্ন, আপন প্রভাবেই দুর্দ্ধর্ষ এবং মহাবলপরাক্রমশালী সেই ব্রহ্মা সেই সূর্য্যতুল্য পদ্মেই সাক্ষাৎ অবস্থান করিতেছিলেন ॥৪৪—৪৫॥

রাজা! তাহার পর কিছু কাল অতীত হইলে, মধু ও কৈটভনামক অতি

---

(৪৪)...নাভ্যা বিনিঃসৃতং—বা ব কা পি। (৪৫)...তথৈব চ চতুর্মুখঃ—বা ব কা পি।

বিস্ময়ঃ সুমহানাসীন্মধুকৈটভয়োস্তদা।
দৃষ্ট্বা পিতামহঞ্চাপি পদ্মে পদ্মনিভেক্ষণম্ ॥৪৯॥
বিত্রাসয়েতামথ তৌ ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।
বিত্রাস্যমানো বহুশো ব্রহ্মা তাভ্যাং মহাযশাঃ ॥৫০॥
অকম্পয়ৎ পদ্মনালং ততোঽবুধ্যত কেশবঃ।
অথাপশ্যত গোবিন্দো দানবৌ বীর্য্যবত্তরৌ ॥৫১॥ (যুগ্মকম্)
দৃষ্ট্বা তাবব্রবীদ্দেবঃ স্বাগতং বাং মহাবলৌ!।
দদামি বাং বরং শ্রেষ্ঠং প্রীতির্হি মম জায়তে ॥৫২॥
তৌ প্রহস্য হৃষীকেশং মহাদর্পৌ মহাবলৌ।
প্রত্যব্রূতাং মহারাজ! সহিতৌ মধুসূদনম্ ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

বিস্ময় ইতি। পিতামহং ব্রহ্মাণম্। পদ্মে বৃহৎপ্রাণিস্থিতেরেব বিস্ময়ঃ ॥৪৯॥

বীতি। বিত্রাসয়েতাং ভক্ষণোদ্যমেন বিশেষেণ ত্রাসিতবন্তৌ। অবুধ্যত জাগরিতোঽভবৎ। অথ মার্কণ্ডেয়পুরাণীয়দেবীমাহাত্ম্যে বিভ্যতো ব্রহ্মণঃ স্তবেন নিদ্রারূপায়া দেব্যা অপসরণাদ্বিষ্ণোর্জাগরণমুক্তম্, অত্র তু পদ্মনালকম্পনেনেতি বিরোধ ইতি চেন্ন, স্তবকালে ব্রহ্মণো ভয়াকুলতয়া স্বদেহকম্পনেনৈব পদ্মনালকম্পনোপস্থিতেঃ কল্পভেদে ঘটনাদ্বৈবিধ্যাদ্বা ॥৫০—৫১॥

দৃষ্ট্বেতি। দেবো বিষ্ণুঃ। বাং যুবয়োঃ ॥৫২॥

মহাবীর দুইটা দানব দেখিল মহাতেজা জগদীশ্বর নারায়ণ, বহু যোজন-বিস্তীর্ণ এবং বহু যোজনদীর্ঘ অনন্তনাগের শরীররূপ দিব্য শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার মস্তকে কিরীট, বক্ষে কৌস্তুভমণি এবং পরিধানে পীতবর্ণ পট্টবস্ত্র রহিয়াছে এবং তিনি শোভা, তেজ ও দেহদ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন; আর তিনি সহস্র সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং অদ্ভুতদৃশ্য হইয়া রহিয়াছেন ॥৪৬—৪৮॥

এহেন নারায়ণকে এবং পদ্মে পদ্মনয়ন ব্রহ্মাকে দেখিয়া মধু ও কৈটভের অত্যন্ত বিস্ময় হইল ॥৪৯॥

তাহার পর তাহারা ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিবার উদ্যম করিয়া তাঁহাকে সন্ত্রস্ত করিল; তখন ব্রহ্মা তাহাদের দ্বারা সন্ত্রস্ত হইতে থাকিয়া পদ্মের নাল কম্পিত করিলেন; তৎপরে বিষ্ণু জাগরিত হইলেন এবং জাগরিত হইয়া মহাবল দানব দুইটাকে দেখিতে পাইলেন ॥৫০—৫১॥

তাহাদিগকে দেখিয়া বিষ্ণু বলিলেন—"মহাবল দানবযুগল! তোমাদের সুখে আগমন হইয়াছে ত? তোমাদের উপরে আমার প্রীতি জন্মিয়াছে; সুতরাং আমি তোমাদিগকে উৎকৃষ্ট বর দান করিব" ॥৫২॥

আবাং বরয় দেব! ত্বং বরদৌ স্বঃ সুরোত্তম!।
দাতারৌ স্বো বরং তুভ্যং তদ্ব্রবীহ্যবিচারয়ন্ ॥৫৪॥

ভগবানুবাচ।

প্রতিগৃহ্ণে বরং বীরাবীপ্সিতশ্চ বরো মম।
যুবাং হি বীর্য্যসম্পন্নৌ ন বামস্তি সমঃ পুমান্ ॥৫৫॥
বধ্যত্বমুপগচ্ছেতাং মম সত্যপরাক্রমৌ!।
এতদিচ্ছাম্যহং কামং প্রাপ্তুং লোকহিতায় বৈ ॥৫৬॥

মধুকৈটভাবূচতুঃ।

অনৃতং নোক্তপূর্ব্বং নৌ স্বৈরেষ্বপি কুতোঽন্যথা।
সত্যে ধর্ম্মে চ নিরতৌ বিদ্ধ্যাবাং পুরুষোত্তম! ॥৫৭॥
বলে রূপে চ শৌর্য্যে চ শমে চ ন সমোঽস্তি নৌ।
ধর্ম্মে তপসি দানে চ শীলসত্ত্বদমেষু চ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি। সহিতৌ মিলিতৌ সন্তৌ ॥৫৩॥
আবামিতি। বরয় যাচস্ব। স্বো ভবাবঃ ॥৫৪॥
প্রতীতি। হে বীরৌ!। বাং যুবয়োঃ, সমো বলবত্ত্বে সমানঃ ॥৫৫॥
বধ্যত্বমিতি। উপগচ্ছেতাং প্রাপ্নুতম্। কামম্ অভীষ্টম্ ॥৫৬॥
অনৃতমিতি। নৌ আবাভ্যাম্, স্বৈরেষ্বপি স্বচ্ছন্দব্যবহারেষ্বপি ॥৫৭॥
বল ইতি। শমে অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহে। সত্ত্বং সাধুত্বম্, দমো বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ॥৫৮॥

মহারাজ! তখন মহাদর্প ও মহাবল সেই দানবেরা হাস্য করিয়া সম্মিলিতভাবে বিষ্ণুকে বলিল—॥৫৩॥

"দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু! তুমিই আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর; আমরা বরদাতা; সুতরাং তোমাকে বর দান করিব। তুমি বিশেষ বিবেচনা না করিয়া তাহা বল" ॥৫৪॥

বিষ্ণু বলিলেন—"বীরদ্বয়! আমিই বর গ্রহণ করিব, বর আমার অভীষ্ট। তোমরা বলবান্, বলে তোমাদের তুল্য পুরুষ নাই ॥৫৫॥

হে সত্যপরাক্রম বীরদ্বয়! আমি জগতের হিতের জন্য এই বর লাভ করিতে ইচ্ছা করি যে, তোমরা আমার বধ্য হও" ॥৫৬॥

তখন মধু ও কৈটভ বলিল—"পুরুষোত্তম! আমরা পূর্ব্বে ইচ্ছানুরূপ ব্যবহারের সময়েও মিথ্যা বলি নাই; অন্য সময়ে কি করিয়া বলিব; সুতরাং তুমি আমাদিগকে সত্যধর্ম্মে নিরত বলিয়া মনে কর ॥৫৭॥

উপপ্লবো মহানস্মানুপাবর্ত্তত কেশব ! ।
উক্তং প্রতিকুরুষ্ব ত্বং কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥৫৯॥
আবামিচ্ছাবহে দেব ! কৃতমেকং ত্বয়া বিভো ! ।
অনাবৃতেঽবকাশে ত্বং জহ্যাবাং সুরসত্তম ! ॥৬০॥
পুত্রত্বমধিগচ্ছাবস্তব চাপি সুলোচন ! ।
বর এষ বৃতো দেব ! তদ্বিদ্ধি সুরসত্তম ! ॥৬১॥
অনৃতং মা ভবেদ্দেব ! যদ্ধি নৌ সংশ্রুতং তদা ।

ভগবানুবাচ ।

বাঢ়মেবং করিষ্যামি সর্ব্বমেতদ্ভবিষ্যতি ॥৬২॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

বিচিন্ত্য ত্বথ গোবিন্দো নাপশ্যদ্‌যদনাবৃতম্ ।
অবকাশং পৃথিব্যাং বা দিবি বা মধুসূদনঃ ॥৬৩॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি। উপপ্লবো বাসস্থানাভাবরূপ উৎপাতঃ। উক্তম্ আবয়োর্বধম্ ॥৫৯॥

আবামিতি। অবকাশে স্থলে। তদানীঞ্চ স্থলাভাবাদিদং তয়োশ্চাতুর্য্যং বোধ্যম্ ॥৬০॥

পুত্রত্বমিতি। বিষ্ণুনাপি বরদানেচ্ছাপ্রকাশাত্তয়োরিয়ং প্রার্থনেতি জ্ঞেয়ম্ ॥৬১॥

অনৃতমিতি। তদা নৌ আবয়োঃ সম্বন্ধে, যদ্ধি সংশ্রুতং ত্বয়া প্রতিশ্রুতম্, তদাবয়োর্হননম্, অনৃতং মিথ্যা মা ভবেৎ, অনাবৃতে স্থল এবাবাং জহীত্যর্থঃ। বাঢ়মবশ্যম্ ॥৬২॥

বল, রূপ, বীরত্ব, মনঃসংযম, ধর্ম্ম, তপস্যা, দান, সচ্চরিত্র, সাধুতা ও বহিরিন্দ্রিয় সংযমে আমাদের সমান অন্য কেহই নাই ॥৫৮॥

কিন্তু কেশব! আমাদের গুরুতর উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা (আমাদের বধ) সত্বর কর। কারণ, কালের অতিক্রম করা দুষ্কর ॥৫৯॥

দেব! প্রভু! আমরা ইচ্ছা করি—তুমি একটা কার্য্য কর; হে সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমাদিগকে কোন অনাবৃতস্থানে বধ কর ॥৬০॥

পদ্মনয়ন দেব! আমরাও এই বর প্রার্থনা করি যে, আমরা তোমার পুত্র হইব; দেবশ্রেষ্ঠ! তুমি ইহা জানিয়া রাখ ॥৬১॥

আর, দেব! তুমি তখন আমাদের নিকট যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছ, তাহা যেন মিথ্যা হয় না"। বিষ্ণু বলিলেন—"নিশ্চয়ই এইরূপ করিব এবং এ সমস্তই হইবে" ॥৬২॥

---

(৬০)...অনাবৃতেঽস্মিন্নাকাশে বধং সুরবরোত্তম!—বা ব কা পি।

স্বকাবনাবৃতাবূরূ দৃষ্ট্বা দেববরস্তদা।
মধুকৈটভয়ো রাজন্! শিরসী মধুসূদনঃ।
চক্রেণ শিতধারেণ ন্যকৃন্তত মহাযশাঃ ॥৬৪॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয় সমাস্যায়াং ধুন্ধুমারোপাখ্যানে দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ধুন্ধুর্নাম মহারাজ! তয়োঃ পুত্রো মহাদ্যুতিঃ।
স তপোঽতপ্যত মহন্মহাবীর্য্যপরাক্রমঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

বিচিন্ত্যেতি। যৎ যদা। অবকাশং স্থলং নাপশ্যৎ, একার্ণবরূপত্বাৎ। ঊরূ ঊরুযুগলম্, তয়োশ্চ পার্থিবত্বাৎ স্থলত্বম্। ন্যকৃন্তত অচ্ছিনৎ। অত্র দেবীমাহাত্ম্যেন সামঞ্জস্যমুন্নেয়ম্। ষট্-পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬৩—৬৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ধুন্ধুরিতি। তয়োর্মধুকৈটভয়োঃ। একস্য দ্বয়োঃ পুত্রত্বানুপপত্তেরয়ং দ্ব্যামুষ্যায়ণো নাম পুত্র ইতি মন্তব্যম্। তথা চ 'তব ক্ষেত্রং মম বীজম, অত্র যদপত্যং তদাবয়োরুভয়োরেব ভবিষ্যতি' ইতি নির্দ্ধারণপূর্ব্বকমুৎপাদিতঃ পুত্রো দ্ব্যামুষ্যায়ণঃ। এতদ্বিস্তরস্তু দত্তকচন্দ্রিকাদৌ দ্রষ্টব্যঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

ধুন্ধুরিতি ॥১—৪৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৩॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"রাজা! তাহার পর মহাযশা বিষ্ণু চিন্তা করিয়াও যখন পৃথিবীতে বা স্বর্গে অনাবৃত স্থান দেখিলেন না, তখন নিজের ঊরুযুগলকে অনাবৃত দেখিয়া (তাহার উপরে রাখিয়া) শিতধার চক্রদ্বারা মধু ও কৈটভের মস্তকদ্বয় ছেদন করিলেন" ॥৬৩—৬৪॥

---

* '...অষ্টনবত্যধিকশততমঃ...'—পি, '...দ্ব্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...ত্র্যধিক-দ্বিশততমঃ...'—কা, '...ষড়ধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

অতিষ্ঠদেকপাদেন কৃশো ধমনিসন্ততঃ।
তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ প্রীতো বরং বব্রে স চ প্রভুম্ ॥২॥
দেবদানবযক্ষাণাং সর্পগন্ধর্ব্বরক্ষসাম্।
অবধ্যোঽহং ভবেয়ং বৈ বর এষ বৃতো ময়া ॥৩॥
এবং ভবতু গচ্ছেতি তমুবাচ পিতামহঃ।
স এবমুক্তস্তৎপাদৌ মূর্দ্ধ্না স্পৃশ্য জগাম হ ॥৪॥
স তু ধুন্ধুর্বরং লব্ধা মহাবীর্য্যপরাক্রমঃ।
অনুস্মরন্ পিতৃবধং দ্রুতং বিষ্ণুমুপাগমৎ ॥৫॥
স তু দেবান্ সগন্ধর্ব্বান্ জিত্বা ধুন্ধুরমর্ষণঃ।
ববাধ সর্ব্বানসকৃদ্বিষ্ণুং দেবাংশ্চ বৈ ভৃশম্ ॥৬॥
সমুদ্রে বালুকাপূর্ণ উজ্জ্বালক ইতি স্মৃতে।
আগম্য চ স দুষ্টাত্মা ত্বং দেশং ভরতর্ষভ!।
বাধতে স্ম পরং শক্ত্যা তমুতঙ্কাশ্রমং বিভো! ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

অতিষ্ঠদিতি। ধমনিসন্তত উপবাসেন মাংসক্ষয়াৎ শিরাব্যাপ্তদেহঃ ॥২॥
কোঽসৌ বর ইত্যাহ—দেবেতি। সর্পা নাগাঃ। বৃতো যাচিতঃ ॥৩॥
এবমিতি। পিতামহো ব্রহ্মা। তস্য পিতামহস্য পাদৌ ॥৪॥
স ইতি। উপাগমৎ তং হন্তুমিতি শেষঃ ॥৫॥
স ইতি। অমর্ষণঃ ক্ষমারহিতঃ। ববাধ পীড়য়ামাস ॥৬॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"মহারাজ! সেই মধু ও কৈটভের পুত্র, মহাতেজ, মহাবীর্য্য ও মহাপরাক্রমশালী ধুন্ধু গুরুতর তপস্যা করিয়াছিল ॥১॥

সে কৃশ ও শিরাব্যাপ্তদেহ হইয়া একচরণে অবস্থান করিয়াছিল; তখন ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিয়াছিলেন, সেও প্রার্থনা করিয়াছিল—॥২॥

"আমি—দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও রাক্ষসগণের অবধ্য হইব; এই বর প্রার্থনা করিলাম" ॥৩॥

তখন ব্রহ্মা বলিলেন—"এইরূপই হইবে, যাও"। ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে, ধুন্ধু মস্তকদ্বারা তাঁহার চরণস্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল ॥৪॥

মহাবল-পরাক্রমশালী ধুন্ধু বর পাইয়া পিতৃবধ স্মরণ করিয়া সত্বরই বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইল ॥৫॥

ক্রমে ক্ষমাহীন ধুন্ধু গন্ধর্ব্বগণের সহিত দেবগণকে জয় করিয়া সকল দেবতা ও বিষ্ণুকে বার বার অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতে লাগিল ॥৬॥

অন্তর্ভূমিগতস্তত্র বালুকান্তর্হিতস্তথা।
মধুকৈটভয়োঃ পুত্রো ধুন্ধুর্ভীমপরাক্রমঃ ॥৮॥
শেতে লোকবিনাশায় তপোবলমুপাশ্রিতঃ।
উতঙ্কস্যাশ্রমাভ্যাসে নিশ্বসন্ পাবকার্চ্চিষঃ ॥৯॥ (যুগ্মকম্)
এতস্মিন্নেব কালে তু রাজা সবলবাহনঃ।
কুবলাশ্বো নরপতিরন্বিতো বলশালিনাম্ ॥১০॥
সহস্রৈরেকবিংশত্যা পুত্রাণামরিমর্দ্দনঃ।
প্রায়াদুতঙ্কসহিতো ধুন্ধোস্তস্য বধায় বৈ ॥১১॥ (যুগ্মকম্)
তমাবিশত্ততো বিষ্ণুর্ভগবাংস্তেজসা প্রভুঃ।
উতঙ্কস্য নিয়োগেন লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

সমুদ্র ইতি। উজ্জালক ইতি নাম্না। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭॥

অন্তরিতি। বালুকান্তর্হিতত্বেনৈব অন্তর্ভূমিগতো ভূম্যভ্যন্তরস্থিতঃ। তপোবলোপাশ্রয়াদেব তাদৃশশয়নসম্ভব ইতি ভাবঃ। পাবকার্চ্চিষো নিশ্বসন্ নিশ্বাসেনোদ্‌গিরন্ ॥৮—৯॥

এতস্মিন্নিতি। বলবাহনৈঃ সহেতি সবলবাহনঃ। আত্মন এব পুত্রাণাম্ ॥১০—১১॥

তমিতি। তমাবিশৎ কুবলাশ্বদেহে প্রাবিশৎ। নিয়োগেনানুরোধেন ॥১২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! দুরাত্মা ধুন্ধু ক্রমে 'উজ্জালক'-নামক বালুকাপূর্ণ সমুদ্রে আসিয়া সেই দেশ এবং সেই উতঙ্কের আশ্রমকে বলপূর্ব্বক অত্যন্ত উৎপীড়িত করিতে থাকিল ॥৭॥

মধু ও কৈটভের পুত্র ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ধুন্ধু তপস্যার প্রভাবে সেই দেশে উতঙ্কের আশ্রমের নিকটে ভূমির ভিতরে বালুকায় অন্তর্হিত হইয়া লোকবিনাশের জন্য নিশ্বাসবায়ুদ্বারা অগ্নিশিখা নিঃসারণ করিতে থাকিয়া শয়ন করিয়া রহিল ॥৮—৯

এই সময়েই শত্রুদমনকারী কুবলাশ্বরাজা বলশালী স্বকীয় একবিংশতিসহস্র পুত্র এবং অন্যান্য বল-বাহনের সহিত মিলিত হইয়া উতঙ্ককে সঙ্গে লইয়া সেই ধুন্ধুর বধের জন্য প্রস্থান করিলেন ॥১০—১১॥

তাহার পর ভগবান্ প্রভু নারায়ণ উতঙ্কের অনুরোধে জগতের হিতের জন্য কুবলাশ্বের দেহে প্রবেশ করিলেন ॥১২॥

---

(১০) অত্র 'এতস্মিন্নেব কালে তু রাজা সবলবাহনঃ। উতঙ্কবিপ্রসহিতঃ কুবলাশ্বো মহীপতিঃ। পুত্রৈঃ সহ মহীপাল! প্রযযৌ ভরতর্ষভ!॥ সহস্রৈরেকবিংশত্যা পুত্রাণামরিমর্দ্দনঃ। কুবলাশ্বো নরপতিরন্বিতো বলশালিনাম্॥'—বা ব কা পি।

তস্মিন্ প্রয়াতে দুর্দ্ধর্ষে দিবি শব্দো মহানভূৎ।
এষ শ্রীমান্ নৃপসুতো ধুন্ধুমারো ভবিষ্যতি ॥১৩॥
দিব্যৈশ্চ পুষ্পৈস্তং দেবাঃ সমন্তাৎ পর্য্যবাকিরন্।
দেবদুন্দুভয়শ্চাপি নেদুঃ স্বয়মনীরিতাঃ ॥১৪॥
শীতশ্চ বায়ুঃ প্রববৌ প্রয়াণে তস্য ধীমতঃ।
বিপাংসুলাং মহীং কুর্ব্বন্ বর্ষ চ সুরেশ্বরঃ ॥১৫॥
অন্তরীক্ষে বিমানানি দেবতানাং যুধিষ্ঠির!।
তত্রৈব সমদৃশ্যন্ত ধুন্ধুর্যত্র মহাসুরঃ ॥১৬॥
কুবলাশ্বস্য ধুন্ধোশ্চ যুদ্ধং কৌতূহলান্বিতাঃ।
দেবগন্ধর্ব্বসহিতাঃ সমবৈক্ষন্ মহর্ষয়ঃ ॥১৭॥
নারায়ণেন কৌরব্য! তেজসাপ্যায়িতস্তদা।
স গতো নৃপতিঃ ক্ষিপ্রং পুত্রৈস্তৈঃ সর্ব্বতো দিশম্।
অর্ণবং খানয়ামাস কুবলাশ্বো মহীপতিঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্নিতি। ধুন্ধুং মারয়তীতি সঃ, ধুন্ধুহন্তা তন্নামকশ্চ তস্মাদেব ॥১৩॥
দিব্যৈরিতি। স্বয়ং নেদুঃ শব্দিতবন্তঃ, অনীরিতাঃ কেনাপ্যবাদিতাঃ ॥১৪॥
শীত ইতি। বিপাংসুলাং প্রচুরবর্ষণেনৈব ধূলিশূন্যাম্ ॥১৫॥
অন্তরীক্ষ ইতি। সমদৃশ্যন্ত তত্রত্যৈর্লোকৈরিতি শেষঃ ॥১৬॥
কুবলেতি। সমবৈক্ষন্ সমবেক্ষিতুমাগচ্ছন্ ॥১৭॥
নারেতি। আপ্যায়িতো বর্দ্ধিতঃ। অর্ণবং বালুকাসমুদ্রম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥

দুর্দ্ধর্ষ কুবলাশ্বরাজা প্রস্থান করিলে, আকাশে এইরূপ বিশাল শব্দ হইল যে, "এই কুবলাশ্বরাজা ধুন্ধুমার (ধুন্ধুহন্তা ও ধুন্ধুমারনামা) হইবেন" ॥১৩॥

এবং দেবতারা কুবলাশ্বরাজার সকল দিকেই স্বর্গীয় পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কেহ না বাজাইলেও আপনা-আপনিই দেবদুন্দুভিগুলি বাজিয়া উঠিল ॥১৪॥

আর কুবলাশ্বরাজার প্রস্থানের সময়ে শীতল বায়ু বহিত হইতে থাকিল এবং দেবরাজ পৃথিবীকে ধূলিশূন্য করিয়া বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

যুধিষ্ঠির! মহাসুর ধুন্ধু যেখানে ছিল, সেইখানে আকাশে দেবগণের বিমান সকল দেখা যাইতে লাগিল ॥১৬॥

মহর্ষিরা কুবলাশ্ব ও ধুন্ধুর যুদ্ধ দেখিবার জন্য কৌতুকান্বিত হইয়া দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত আগমন করিলেন ॥১৭॥

কুবলাশ্বস্য পুত্রৈশ্চ তস্মিন্ বৈ বালুকার্ণবে।
সপ্তভির্দিবসৈঃ খাত্বা দৃষ্টো ধুন্ধুর্মহাবলঃ ॥১৯॥
আসীদ্‌ঘোরং বপুস্তস্য বালুকান্তর্হিতং মহৎ।
দীপ্যমানং যথা সূর্য্যস্তেজসা ভরতর্ষভ! ॥২০॥
ততো ধুন্ধুর্মহারাজ! দিশমাবৃত্য পশ্চিমাম্।
সুপ্তোঽভূদ্রাজশার্দ্দূল! কালানলসমদ্যুতিঃ ॥২১॥
কুবলাশ্বস্য পুত্রৈস্তু সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ।
অভিদ্রুতঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্গদাভির্মুসলৈরপি ॥২২॥
পট্টিশৈঃ পরিঘৈঃ প্রাসৈঃ খড়্গৈশ্চ বিমলৈঃ শিতৈঃ।
স বধ্যমানঃ সংক্রুদ্ধঃ সমুত্তস্থৌ মহাবলঃ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)
ক্রুদ্ধশ্চাভক্ষয়ত্তেষাং শস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
আস্যাদ্বমন্ পাবকং স সংবর্ত্তকসমং তদা ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

কুবলেতি। খাত্বা বালুকাঃ খনিত্বা অপসার্য্যেত্যর্থঃ ॥১৯॥
আসীদিতি। যথা সূর্য্যস্তথা তেজসা দীপ্যমানমাসীদিতি সম্বন্ধঃ ॥২০॥
তত ইতি। বালুকার্ণবস্য পশ্চিমাং দিশমাবৃত্য ব্যাপ্য। অভূদাসীৎ ॥২১॥
কুবলেতি। পরিবারিতঃ পরিবেষ্টিতঃ। বধ্যমানঃ প্রহ্রিয়মাণঃ ॥২২—২৩॥

কুরুনন্দন! তখন কুবলাশ্বরাজা নারায়ণের তেজে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সত্বর সে স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই পুত্রগণদ্বারা বালুকাসমুদ্রের সকল দিক্ খনন করাইতে লাগিলেন ॥১৮॥

কুবলাশ্বরাজার পুত্রেরা সপ্তাহ যাবৎ খনন করিয়া সেই বালুকাসমুদ্রের ভিতরে মহাবল ধুন্ধুকে দেখিতে পাইল ॥১৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! ধুন্ধুর ভয়ঙ্কর ও বিশাল শরীর বালুকার ভিতরে তেজ দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ ছিল ॥২০॥

মহারাজ! প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ ধুন্ধু তখন সেই বালুকাসমুদ্রের পশ্চিম দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া নিদ্রিত ছিল ॥২১॥

তখন কুবলাশ্বের পুত্রেরা তাহার সকল দিক্ পরিবেষ্টনপূর্ব্বক ধাবিত হইয়া যাইয়া তীক্ষ্ণ বাণ, গদা, মুসল, পট্টিশ, পরিঘ, প্রাস এবং নির্ম্মল ও সুধার তরবারিদ্বারা আঘাত করিতে লাগিল; তখন মহাবল ধুন্ধু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গাত্রোত্থান করিল ॥২২—২৩॥

(২০)…দীপ্যমানং যথা সূর্য্যম্—বা ব কা।

তান্ সর্ব্বান্ নৃপতেঃ পুত্রানদহৎ স্বেন তেজসা।
মুখজেনাগ্নিনা ক্রুদ্ধো লোকান্নুদ্বর্ত্তয়ন্নিব ॥২৫॥
ক্ষণেন রাজশার্দ্দূল! পুরেব কপিলঃ প্রভুঃ।
সগরস্যাত্মজান্ ক্রুদ্ধস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)
তেষু ক্রোধাগ্নিদগ্ধেষু তদা ভরতসত্তম!।
তং প্রবুদ্ধং মহাত্মানং কুম্ভকর্ণমিবাপরম্।
আসসাদ মহাতেজাঃ কুবলাশ্বো মহীপতিঃ ॥২৭॥
তস্য বারি মহারাজ! সুস্রাব বহু দেহতঃ।
তদাঽপীয়ত তত্তেজো রাজা বারিময়ং নৃপ! ॥২৮॥
যোগী যোগেন বহ্নিঞ্চ শময়ামাস বারিণা।
ব্রহ্মাস্ত্রেণ চ রাজেন্দ্র! দৈত্যং ক্রূরপরাক্রমম্।
দদাহ ভরতশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বলোকাভয়ায় বৈ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

ক্রুদ্ধ ইতি। আস্যাদ্বদনাৎ, পাবকমগ্নিম্, সংবর্ত্তকসমং প্রলয়াগ্নিতুল্যম্ ॥২৪॥
তানিতি। উদ্বর্ত্তয়ন্ উৎসাদয়ন্। প্রভুঃ তপঃপ্রভাবশালী ॥২৫—২৬॥
তেষ্বিতি। প্রবুদ্ধং জাগরিতম্। আসসাদ প্রাপ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৭॥
তস্যেতি। তস্য ধুন্ধোঃ। অপীয়তেতি "পীঙ্ পানে" ইতি দৈবাদিকাত্মনেপদিনঃ পীধাতোর্ণ্যন্তাৎ প্রয়োগঃ। রাজা কুবলাশ্বঃ, বারিময়ং তত্তেজো ধুন্ধোস্তেজঃ ॥২৮॥

এবং তখনই ধুন্ধু ক্রুদ্ধ হইয়া মুখ হইতে প্রলয়াগ্নির তুল্য অগ্নি উদ্গার করিতে থাকিয়া কুবলাশ্বের পুত্রগণের নানাবিধ অস্ত্র ভক্ষণ করিয়া ফেলিল ॥২৪॥

এবং পূর্ব্বকালে তপঃপ্রভাবশালী মহর্ষি কপিল ক্রুদ্ধ হইয়া সগরের পুত্রগণকে যেমন দগ্ধ করিয়াছিলেন, তেমন ক্রুদ্ধ ধুন্ধু আপন প্রভাবে সমস্ত জগৎ উৎসন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই যেন মুখনির্গত অগ্নিদ্বারা কুবলাশ্বের সকল পুত্রকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। তাহা যেন অদ্ভুতের ন্যায় হইল ॥২৫—২৬॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! কুবলাশ্বের পুত্রেরা ধুন্ধুর ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হইলে মহাতেজা কুবলাশ্বরাজা অপর কুম্ভকর্ণের ন্যায় জাগরিত ধুন্ধুর নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥২৭॥

মহারাজ! তখন ধুন্ধুর দেহ হইতে প্রচুর জলস্রাব হইতে লাগিল; কিন্তু কুবলাশ্বরাজা সেই জলময় ধুন্ধুর তেজ পান করিয়া ফেলিলেন ॥২৮॥

সোঽস্ত্রেণ দগ্ধ্বা রাজর্ষিঃ কুবলাশ্বো মহাসুরম্।
সুরশত্রুমমিত্রঘ্নং ত্রৈলোক্যেশ ইবাপরঃ ॥৩০॥
ধুন্ধোর্বধাত্তদা রাজা কুবলাশ্বো মহামনাঃ।
ধুন্ধুমার ইতি খ্যাতো নাম্নাঽপ্রতিরথোঽভবৎ ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)
প্রীতৈশ্চ ত্রিদশৈঃ সর্ব্বৈর্মহর্ষিসহিতৈস্তদা।
বরং বৃণীষ্বেত্যুক্তঃ স প্রাঞ্জলিঃ প্রণতস্তদা ॥৩২॥
অতীবমুদিতো রাজন্নিদং বচনমব্রবীৎ।
দদ্যাং বিত্তং দ্বিজাগ্র্যেভ্যঃ শত্রূণাঞ্চাপি দুর্জ্জয়ঃ ॥৩৩॥
সখ্যঞ্চ বিষ্ণুনা মে স্যাদ্ভূতেষ্বদ্রোহ এব চ।
ধর্ম্মে রতিশ্চ সততং স্বর্গে বাসস্তথাঽক্ষয়ঃ ॥৩৪॥ (বিশেষকম্)
তথাঽস্ত্বিতি ততো দেবৈঃ প্রীতৈরুক্তঃ স পার্থিবঃ।
ঋষিভিশ্চ সগন্ধর্ব্বৈরুতঙ্কেন চ ধীমতা ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

যোগীতি। যোগী যোগপ্রভাবশালী রাজা, বারিণা বারুণাস্ত্রেণ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৯॥
স ইতি। ত্রৈলোক্যেশো নারায়ণঃ। ধুন্ধুং মারয়তীতি সঃ ॥৩০—৩১॥
প্রীতৈরিতি। ত্রিদশৈর্দেবৈঃ। দুর্জ্জয়ো ভবেয়ম্। রতিরনুরাগঃ ॥৩২—৩৪॥
তথেতি। স পার্থিবঃ কুবলাশ্বঃ ॥৩৫॥

এবং যোগপ্রভাবশালী কুবলাশ্বরাজা যোগবলে জলদ্বারা ধুন্ধুর মুখস্থিত অগ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন, আর সমস্ত লোককে নির্ভয় দিবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ধুন্ধুদৈত্যকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥২৯॥

রাজর্ষি কুবলাশ্ব, দেবশত্রু ও শত্রুহন্তা মহাসুর ধুন্ধুকে ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা দগ্ধ করিয়া দ্বিতীয় নারায়ণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং মহামনা কুবলাশ্বরাজা তখন ধুন্ধুকে বধ করায় জগতে 'অপ্রতিরথ' ও 'ধুন্ধুমার'—এই নামদ্বারা বিখ্যাত হইলেন ॥৩০—৩১॥

রাজা! তখন মহর্ষিগণের সহিত দেবতারা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"রাজা! আপনি বর গ্রহণ করুন"। তখন কুবলাশ্বরাজা কৃতাঞ্জলি, অবনত ও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া এই কথা বলিলেন—"আমি যেন ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিতে পারি, শত্রুদের পক্ষে যেন দুর্জ্জয় হই, বিষ্ণুর সহিত যেন আমার সখিত্ব হয়, প্রাণীদের উপর যেন দ্রোহ হয় না, সর্ব্বদা ধর্ম্মে যেন অনুরাগ থাকে এবং অন্তিমে যেন অক্ষয় স্বর্গবাস হয় ॥৩২—৩৪॥

সম্ভাষ্য চৈনং বিবিধৈরাশীর্ব্বাদৈস্ততো নৃপ ! ।
দেবা মহর্ষয়শ্চাপি স্বানি স্থানানি ভেজিরে ॥৩৬॥
তস্য পুত্রাস্ত্রয়ঃ শিষ্টা যুধিষ্ঠির ! তদাঽভবন্ ।
দৃঢ়াশ্বঃ কপিলাশ্বশ্চ চণ্ডাশ্বশ্চৈব ভারত ! ॥৩৭॥
তেভ্যঃ পরম্পরা রাজন্ ! ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্ ।
বংশস্য সুমহাভাগ ! রাজ্ঞামমিততেজসাম্ ॥৩৮॥
এবং স নিহতস্তেন কুবলাশ্বেন সত্তম ! ।
ধুন্ধুর্নাম মহাদৈত্যো মধুকৈটভয়োঃ সুতঃ ॥৩৯॥
কুবলাশ্বশ্চ নৃপতির্ধুন্ধুমার ইতি স্মৃতঃ ।
নাম্না চ গুণসংযুক্তস্তদা প্রভৃতি সোঽভবৎ ॥৪০॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।
ধৌন্ধুমারমুপাখ্যানং প্রথিতং যস্য কর্ম্মণা ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

সম্ভাষ্যেতি। সম্ভাষ্য সম্ভাষয়া সংবর্দ্ধ্য। ভেজিরে জগ্মুঃ ॥৩৬॥
তস্যেতি। তস্য কুবলাশ্বস্য। শিষ্টা অবশিষ্টাঃ ॥৩৭॥
তেভ্য ইতি। তেভ্যো দৃঢ়াশ্বাদিভ্যঃ, ইক্ষ্বাকূণাং বংশস্য পরম্পরা ধারা স্থিতা ॥৩৮॥
এবমিতি। হে সত্তম ! সাধুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ! ॥৩৯॥
কুবলেতি। স্মৃতো লোকে খ্যাতঃ। গুণসংযুক্তঃ শৌর্য্যাদিগুণবান্ ॥৪০॥
এতদিতি। যস্য কুবলাশ্বাদেঃ, কর্ম্মণা যুদ্ধাদিনা ॥৪১॥

তাহার পর দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও জ্ঞানী উতঙ্কমুনি সন্তুষ্ট হইয়া কুবলাশ্বকে বলিলেন—"তাহাই হইবে" ॥৩৫॥

রাজা ! তদনন্তর দেবতারা ও মহর্ষিরা নানাবিধ আশীর্ব্বাদদ্বারা কুবলাশ্ব-রাজাকে সংবর্দ্ধিত করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন ॥৩৬॥

ভরতনন্দন যুধিষ্ঠির ! তখন দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও চণ্ডাশ্বনামে তিনটী পুত্র মাত্র কুবলাশ্বরাজার অবশিষ্ট ছিল ॥৩৭॥

মহাভাগ রাজা ! অমিততেজা ও মহাত্মা ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণের বংশের ধারা সেই দৃঢ়াশ্বপ্রভৃতি হইতেই রহিয়া গিয়াছে ॥৩৮॥

সাধুশ্রেষ্ঠ ! সেই কুবলাশ্বরাজা এইভাবে সেই মধু-কৈটভের পুত্র মহাদৈত্য ধুন্ধুকে বধ করিয়াছিলেন ॥৩৯॥

এবং সেই গুণবান্ কুবলাশ্বরাজা তদবধি 'ধুন্ধুমার'—এই নামে জগতে প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন ॥৪০॥

ইদন্তু পুণ্যমাখ্যানং বিষ্ণোঃ সমনুকীর্ত্তনম্।
শৃণুয়াদ্‌যঃ স ধর্ম্মাত্মা পুত্রবাংশ্চ ভবেন্নরঃ ॥৪২॥
আয়ুষ্মান্ ভূতিমাংশ্চৈব শ্রুত্বা ভবতি পর্ব্বসু।
ন চ ব্যাধিভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি বিগতজ্বরঃ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয় সমাস্যায়াং ধুন্ধুমারোপাখ্যানে ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা মার্কণ্ডেয়ং মহামুনিম্।
পপ্রচ্ছ ভরতশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মপ্রশ্নং সুদুর্বচম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি। পুণ্যং পুণ্যজনকম্। বিষ্ণোঃ সম্যক্ অনুকীর্ত্তনং যত্র তৎ ॥৪২॥

আয়ুষ্মানিতি। ভূতিমান্ ধনাদিসম্পত্তিমান্, পর্ব্বসু সংক্রান্ত্যাদিষু ॥৪৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

যুধিষ্ঠির! তুমি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এবং যাঁহার কার্য্য অনুসারে ধুন্ধুমারের উপাখ্যান প্রসিদ্ধ হইয়াছে, এই তোমার নিকট সেই সমস্ত সন্তাপবৃত্তান্ত বলিলাম ॥৪১॥

যে লোক এই বিষ্ণুচরিত্রসমন্বিত পুণ্য উপাখ্যান শ্রবণ করে, সে লোক ধার্ম্মিক ও পুত্রবান্ হয় ॥৪২॥

মানুষ পর্ব্বকালে এই উপাখ্যান শুনিয়া দীর্ঘায়ু ও ধনসম্পত্তিশালী হয় এবং সন্তাপ বিহীন হইয়া কোন রোগের ভয় পায় না" ॥৪৩॥

—:*:—

* '*...নবনবত্যধিকশততমঃ...'—পি, '...ত্র্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...চতুরধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...সপ্তাধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

• °(১)...মার্কণ্ডেয়ং মহাদ্যুতিম্...ধর্ম্মপ্রশ্নং সুদুর্বিদম্—বা ব কা নি।

শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্! স্ত্রীণাং মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
কথ্যমানং ত্বয়া বিপ্র! সূক্ষ্মধর্ম্মঞ্চ তত্ত্বতঃ ॥২॥
প্রত্যক্ষমিহ বিপ্রর্ষে! দেবা দৃশ্যন্তি সত্তম!।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বায়ুঃ পৃথিবী বহ্নিরেব চ ॥৩॥
পিতা মাতা চ ভগবন্! গুরুরেব চ সত্তম!।
যচ্চান্যদ্দেববিহিতং তচ্চাপি ভৃগুনন্দন! ॥৪॥ (যুগ্মকম্)
মান্যা হি গুরবঃ সর্ব্বে একপত্ন্যস্তথা স্ত্রিয়ঃ।
পতিব্রতানাং শুশ্রূষা দুষ্করা প্রতিভাতি মে ॥৫॥
পতিব্রতানাং মাহাত্ম্যং বক্তুমর্হসি নঃ প্রভো!।
নিরুধ্য চেন্দ্রিয়গ্রামং মনঃ সংরুধ্য চানঘ! ॥৬॥
পতিং দৈবতবচ্চাপি চিন্তয়ন্ত্যঃ স্থিতা হি যাঃ।
ভগবন্! দুষ্করং ত্বেতৎ প্রতিভাতি মম প্রভো! ॥৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। পপ্রচ্ছ চকারেত্যর্থঃ। অতিদুঃখেনোচ্যত ইতি সুদুর্বচস্তম্ ॥১॥
শ্রোতুমিতি। সূক্ষ্মধর্ম্মঞ্চ স্ত্রীণামেব, তত্ত্বতো যাথার্থ্যেন ॥২॥
প্রত্যক্ষমিতি। দৃশ্যন্তি লোকৈর্দৃশ্যন্তে। দেবত্বেন বিহিতং দেববিহিতং বিগ্রহাদি ॥৩—৪॥
মান্যা ইতি। একঃ পতির্যাসাং তা একপত্ন্যঃ। পতিব্রতানাং তৎকর্ত্তৃকা ॥৫॥
পতীতি। নঃ অস্মান্। দৈবতবদ্দেবমিব। এতৎ পতিব্রতাকার্য্যম্ ॥৬—৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! তাহার পর রাজা যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকটে ধর্ম্মবিষয়ে কঠিন প্রশ্ন করিলেন—॥১॥

"ভগবন্! আপনি স্ত্রীলোকদিগের উত্তম মাহাত্ম্য ও সূক্ষ্ম ধর্ম্ম যথার্থরূপে বলুন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥২॥

সাধুশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি! এই জগতে কতকগুলি দেবতাকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় (যথা—) চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, পৃথিবী, অগ্নি, পিতা, মাতা ও আচার্য্য। আর ভগবন্ সাধুশ্রেষ্ঠ ভৃগুনন্দন! দেবতারূপে অন্য যাহা নির্ম্মিত হয়, তাহাও প্রত্যক্ষ দেবতা (দেববিগ্রহ) ॥৩—৪॥

সমস্ত গুরুজন এবং একমাত্র পতিপরায়ণ স্ত্রীলোকগণ—এই উভয়ই পূজনীয়। কারণ, পতিব্রতারা যে পতির পরিচর্য্যা করেন, তাহা আমার নিকট দুষ্কর বলিয়াই বোধ হয় ॥৫॥

নিষ্পাপ প্রভু! যাঁহারা নয়নপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহকে ও মনকে নিরুদ্ধ

মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষা স্ত্রীণাং ভর্ত্তরি চ দ্বিজ!।
স্ত্রীণাং ধর্ম্মাৎ সুঘোরাদ্ধি নান্যং পশ্যামি দুষ্করম্ ॥৮॥
সাধ্বাচারাঃ স্ত্রিয়ো ব্রহ্মন্! যৎ কুর্ব্বন্তি সদাদৃতাঃ।
দুষ্করং খলু কুর্ব্বন্তি পিতরং মাতরঞ্চ বৈ ॥৯॥
একপত্ন্যশ্চ যা নার্য্যো যাশ্চ সত্যং বদন্ত্যত।
কুক্ষিণা দশ মাসাংশ্চ গর্ভং সন্ধারয়ন্তি যাঃ ॥১০॥
নার্য্যঃ কালেন সম্ভূয় কিমদ্ভুততরং ততঃ।
সংশয়ং পরমং প্রাপ্য বেদনামতুলামপি ॥১১॥
প্রজায়ন্তে সুতান্ নার্য্যো দুঃখেন মহতা বিভো!।
পুষ্ণন্তি চাপি মহতা স্নেহেন দ্বিজপুঙ্গব! ॥১২॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

মাতেতি। শুশ্রূষা পুত্রকর্ত্তৃকা, ভর্ত্তরি স্ত্রীণাং শুশ্রূষা। ধর্ম্মাৎ পাতিব্রাত্যাৎ ॥৮॥

সাধ্বিতি। সদা আদৃতা আদরবত্যঃ। পিতরং মাতরঞ্চ প্রতি পুত্রা যৎ কুর্ব্বন্তি ॥৯॥

একেতি। এক এব পতির্যাসাং তা একপত্ন্যঃ। সম্ভূয় রজস্বলা ভূত্বা। সংশয়ং প্রসবকালে জীবনসন্দেহম্। প্রজায়ন্তে জনয়ন্তি। পুষ্ণন্তি সুতান্ ॥১০—১২॥

করিয়া পতিকে দেবতার ন্যায় চিন্তা করিতে থাকিয়া সংসারে অবস্থান করেন, সেই পতিব্রতাদের মাহাত্ম্য আপনি আমাদের নিকট বলুন। ভগবন্ প্রভু! পতিব্রতাদের এই কার্য্যটা কিন্তু আমার নিকট দুষ্কর বলিয়াই বোধ হয় ॥৬—৭॥

ব্রাহ্মণ! পুত্রেরা মাতা ও পিতার যে শুশ্রূষা করে, স্ত্রীলোকেরা ভর্ত্তার যে পরিচর্য্যা করে এবং স্ত্রীলোকদের যে ভয়ঙ্কর পাতিব্রাত্যধর্ম্ম, এই সকল অপেক্ষা অন্য দুষ্কর কর্ম্ম আমি দেখিতে পাই না ॥৮॥

ব্রাহ্মণ! সাধ্বী রমণীরা সর্ব্বদা যত্নপরায়ণ হইয়া যে পতিসেবা করেন এবং পুত্রেরা পিতা ও মাতার যে পরিচর্য্যা করে, তাহা অতি দুষ্কর কার্য্যই করে ॥৯॥

প্রভু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা একমাত্র পতির প্রতিই আসক্ত থাকেন, যাঁহারা সর্ব্বদাই সত্য বাক্য বলেন এবং যাঁহারা যথাকালে রজস্বলা হইয়া দশ মাস যাবৎ উদরে গর্ভ ধারণ করেন, তা'র পর প্রসবের কালে অতুলনীয় বেদনা অনুভব করিয়া জীবনে পর্য্যন্ত গুরুতর সন্দেহাপন্ন হইয়া গুরুতর কষ্টে সন্তান প্রসব করেন, পরে আবার মহাকষ্টে তাহাদের লালন-পালন করেন, সেই সকল নারীদের সেই সকল কার্য্য হইতে গুরুতর অদ্ভুত কার্য্য কি আছে? ॥১০—১২॥

যে চ ক্রূরেষু সর্ব্বেষু বর্ত্তমানা জুগুপ্সিতাঃ।
স্বকর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সদা দুষ্করং তচ্চ মে মতম্ ॥১৩॥
ক্ষত্রধর্ম্মসমাচারং তত্ত্বং ব্যাখ্যাহি মে দ্বিজ!।
ধর্ম্মঃ সুদুর্লভো বিপ্র! নৃশংসেন মহাত্মনাম্ ॥১৪॥
এতদিচ্ছামি ভগবন্! প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর!।
শ্রোতুং ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ! শুশ্রূষে তব সুব্রত! ॥১৫॥
। মার্কণ্ডেয় উবাচ।
হন্ত তে সর্ব্বমাখ্যাস্যে প্রশ্নমেতং সুদুর্ব্বচম্।
তত্ত্বেন ভরতশ্রেষ্ঠ! গদতস্তন্নিবোধ মে ॥১৬॥
মাতৃস্তু গৌরবাদন্যে পিতৄনন্যে তু মেনিরে।
দুষ্করং কুরুতে মাতা বিবর্দ্ধয়তি যা প্রজাঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। যে চ যোদ্ধারঃ, ক্রূরেষু নিষ্ঠুরেষু হত্যাদিকর্ম্মসু ॥১৩॥
ক্ষত্রেতি। তত্ত্বং যথার্থং যথা স্যাত্তথা। নৃশংসেন মহাত্মনাং ধর্ম্মঃ সুদুর্লভঃ ॥১৪॥
এতদিতি। প্রশ্নং প্রশ্নোত্তরম্। শুশ্রূষে অনুনয়েন শুশ্রূষাং করোমি ॥১৫॥
হন্তেতি। প্রশ্নং প্রশ্নোত্তরম্। তত্ত্বেন যাথার্থ্যেন, গদতো বদতঃ ॥১৬॥
মাতৃরিতি। অন্যে পিতৃভ্যো মাতৄঃ গৌরবাদধিকা মেনিরে, "সহস্রন্তু পিতুর্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে" ইতি স্মৃতেঃ। অন্যে তু মাতৃভ্যঃ পিতৄন্ গৌরবাদধিকান্ মেনিরে, "বীজস্য চৈবং যোন্যাশ্চ বীজমুৎকৃষ্টমুচ্যতে" ইতি স্মৃত্যাশয়াদিতি ভাবঃ। ব্যক্তিভেদাদ্বহুবচনম্। মাতুরধিকত্বে যুক্তিমাহ—দুষ্করমিতি। প্রজাঃ সন্তানান্ ॥১৭॥

আর, যে সকল যোদ্ধা সমস্ত নিষ্ঠুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সকলের নিকটেই নিন্দিত হইতে থাকিয়া সর্ব্বদাই আপন কার্য্য করিতে থাকেন, তাহাও দুষ্কর কার্য্য বলিয়াই আমি ধারণা করি ॥১৩॥

ব্রাহ্মণ! আর আপনি আমার নিকট যথাযথভাবে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বলুন। কারণ, নৃশংসের পক্ষে সাধুর ধর্ম্ম লাভ করা অতি দুষ্কর ॥১৪॥

ভগবন্ প্রশ্নজ্ঞশ্রেষ্ঠ! এই সকল প্রশ্নের উত্তর আমি শুনিতে ইচ্ছা করি ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ! দৃঢ়ব্রতপরায়ণ! আমি আপনার শুশ্রূষা করিতেছি" ॥১৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"ভরতশ্রেষ্ঠ! কঠিন হইলেও এই সকল প্রশ্নের উত্তর আমি তোমার নিকট বলিব। এখনই যথাযথভাবে বলিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥১৬॥

অনেকে পিতা অপেক্ষা মাতাকে গৌরবে অধিক মনে করেন; আবার

তপসা দেবতেজ্যাভির্বন্দনেন তিতিক্ষয়া।
অভিচারৈরুপায়ৈশ্চাপীহন্তে পিতরঃ সুতান্ ॥১৮॥
এবং কৃচ্ছ্রেণ মহতা পুত্রং প্রাপ্য সুদুর্লভম্।
চিন্তয়ন্তি সদা বীর! কীদৃশোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥১৯॥
আশংসতে হি পুত্রেষু পিতা মাতা চ ভারত!।
যশঃ কীর্ত্তিমথৈশ্বর্য্যং প্রজা ধর্ম্মং তথৈব চ ॥২০॥
তয়োরাশাস্তু সফলাং যঃ করোতি স ধর্ম্মবিৎ।
পিতা মাতা চ রাজেন্দ্র! তুষ্যতো যস্য নিত্যশঃ।
ইহ প্রেত্য চ তস্যাথ কীর্ত্তির্ধর্ম্মশ্চ শাশ্বতঃ ॥২১॥
ন চ যজ্ঞক্রিয়া কাচিন্ন শ্রাদ্ধং নোপবাসকম্।
যা তু ভর্ত্তরি শুশ্রূষা তয়া স্বর্গং জয়ত্যুত ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

পিতুরধিকত্বে যুক্তিমাহ দ্বাভ্যাং—তপসেতি। তপসা উপবাসাদিনা, দেবতেজ্যাভির্দেবপূজয়া, বন্দনেন দেবতানামেব, তিতিক্ষয়া শীতাদিসহনেন। অভিচারৈঃ পশুবলিদানাদিভিঃ, উপায়ৈর্জলাশয়াদিবিশেষেষু ফলবিশেষদানাদিভিশ্চ, ঈহন্তে লব্ধুং চেষ্টন্তে ॥১৮॥

এবমিতি। চিন্তয়ন্তি পিতর ইত্যনুবৃত্তিঃ। কীদৃশো বিদ্বান্ মূর্খো বা ॥১৯॥

আশংসত ইতি। ঐশ্বর্য্যং ধনাদিসম্পদম্, প্রজাঃ সন্ততীঃ ॥২০॥

তয়োরিতি। ইহ লোকে, প্রেত্য পরলোকে চ। শাশ্বতঃ স্থায়ী। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

অনেকে মাতা অপেক্ষা পিতাকে গৌরবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধারণা করেন। ইহার প্রতি ক্রমিক কারণ এই যে, যে মাতা সন্তানকে বর্দ্ধিত করেন, তিনি দুষ্কর কার্য্যই করেন ॥১৭॥

আবার পিতা—তপস্যা, দেবতার পূজা ও বন্দনা, শীতগ্রীষ্মপ্রভৃতি সহ্য করা, অভিচার এবং অন্যান্য উপায়দ্বারা পুত্রলাভের চেষ্টা করেন ॥১৮॥

এবং তিনি অতি কষ্টে অতি দুর্লভ পুত্র লাভ করিয়া সর্ব্বদাই চিন্তা করেন যে, এ পুত্র কিপ্রকার হইবে ॥১৯॥

ভরতনন্দন! তা'র পর, পিতা ও মাতা দুই জনই পুত্রের যশ, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, সন্তান ও ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা করেন ॥২০॥

রাজশ্রেষ্ঠ! যে লোক পিতা ও মাতার আশা সফল করে, সেই লোকই বাস্তবিক ধর্ম্মজ্ঞ; আর যাঁহার উপরে পিতা ও মাতা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন, তাহার ইহলোকে ও পরলোকে কীর্ত্তি ও ধর্ম্ম স্থায়ী হয় ॥২১॥

এতৎ প্রকরণং রাজন্নধিকৃত্য যুধিষ্ঠির ! ।
পতিব্রতানাং নিয়তং ধর্ম্মঞ্চাবহিতঃ শৃণু ॥২৩॥
কশ্চিদ্দ্বিজাতিপ্রবরো বেদাধ্যায়ী তপোধনঃ ।
তপস্বী ধর্ম্মশীলশ্চ কৌশিকো নাম ভারত ! ॥২৪॥
সাঙ্গোপনিষদো বেদানধীতে দ্বিজসত্তমঃ ।
স বৃক্ষমূলে কস্মিংশ্চিদ্বেদানুচ্চারয়ন্ স্থিতঃ ॥২৫॥
উপরিষ্টাচ্চ বৃক্ষস্য বলাকা সংন্যলীয়ত ।
তয়া পুরীষমুৎসৃষ্টং ব্রাহ্মণস্য তদোপরি ॥২৬॥
তামবেক্ষ্য ততঃ ক্রুদ্ধঃ সমপধ্যায়ত দ্বিজঃ ।
ভৃশং ক্রোধাভিভূতেন বলাকা সা নিরীক্ষিতা ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। ন কাচিৎ পতিব্রতাপক্ষে ন তাদৃশফলজনিকেত্যর্থঃ। এবমন্যত্র ॥২২॥
এতদিতি। এতৎ প্রকরণং ত্বৎপৃষ্টবিষয়সামান্যম্। নিয়তং নির্দ্দিষ্টম্ ॥২৩॥
কশ্চিদিতি। তপ এব ধনং ধনবদাদৃতং যস্য সঃ, অতএব তপস্বী ॥২৪॥
সেতি। অঙ্গৈর্ব্যাকরণাদিভিঃ উপনিষদ্ভিশ্চ সহেতি তান্, অধীতে স্ম ॥২৫॥
উপেতি। বলাকা বকপক্ষিণী, সংন্যলীয়ত গুপ্তভাবেন স্থিতা ॥২৬॥
তামিতি। সমপধ্যায়ত তস্যা অপকারং মৃত্যুমচিন্তয়দিত্যর্থঃ ॥২৭॥

পতিব্রতার পক্ষে যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ বা উপবাস সেরূপ ফল জন্মায় না, ভর্ত্তার শুশ্রূষা যেরূপ ফল জন্মায় ; সুতরাং পতিব্রতা স্ত্রী ভর্ত্তৃশুশ্রূষাদ্বারাই স্বর্গ জয় করেন ॥২২॥

অতএব রাজা যুধিষ্ঠির ! তুমি এই জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলির মধ্যে পতিব্রতার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মই অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ॥২৩॥

ভরতনন্দন ! বেদাধ্যায়ী, তপোধন, তপঃপরায়ণ ও ধর্মশীল 'কৌশিক'-নামে কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন ॥২৪॥

তিনি অঙ্গ ও উপনিষদের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাই তিনি একদা কোন বৃক্ষমূলে বসিয়া বেদ পাঠ করিতেছিলেন ॥২৫॥

ওদিকে সেই বৃক্ষের উপরে একটা বকপক্ষিণী গুপ্তভাবে রহিয়াছিল ; সে তখন কৌশিকের মস্তকের উপরে বিষ্ঠা ত্যাগ করিল ॥২৬॥

তখন কৌশিক তাহার দিকে চাহিয়া তাহার মৃত্যু চিন্তা করিলেন এবং তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ॥২৭॥

(২৩) শ্লোকাৎ পরম্ '...চতুরধিকদ্বিশততমঃ...মার্কণ্ডেয় উবাচ'—বা ব, '...পঞ্চাধিকদ্বিশততমঃ...'—বা, '...অষ্টাধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

অপধ্যাতা চ বিপ্রেণ ন্যপতদ্ধরণীতলে।
বলাকাং পতিতাং দৃষ্ট্বা গতসত্ত্বামচেতনাম্ ॥২৮॥
কারুণ্যাদভিসন্তপ্তঃ পর্য্যশোচত তাং দ্বিজঃ।
অকার্য্যং কৃতবানস্মি রোষরাগবলাৎকৃতঃ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)
ইত্যুক্ত্বা বহুশো বিদ্বান্ গ্রামং ভৈক্ষায় সংশ্রিতঃ।
গ্রামে শুচীনি প্রচরন্ কুলানি ভরতর্ষভ! ॥৩০॥
প্রবিষ্টস্তৎ কুলং যত্র পূর্ব্বং চরিতবাংস্তু সঃ।
দেহীতি যাচমানোঽসৌ তিষ্ঠেত্যুক্তঃ স্ত্রিয়া ততঃ ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)
শৌচন্তু যাবৎ কুরুতে ভাজনস্য কুটুম্বিনী।
এতস্মিন্নন্তরে রাজন্! ক্ষুধাসম্পীড়িতো ভৃশম্।
ভর্ত্তা প্রবিষ্টঃ সহসা তস্যা ভরতসত্তম! ॥৩২॥
সা তু দৃষ্ট্বা পতিং সাধ্বী ব্রাহ্মণং ব্যবহায় তম্।
পাদ্যমাচমনীয়ং বৈ দদৌ ভর্ত্তুস্তথাসনম্ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

অপেতি। গতসত্ত্বাং নির্গতপ্রাণাম্। রোষরাগেণ ক্রোধেন বলাৎকৃত আক্রান্তঃ ॥২৮—২৯॥

ইতীতি। ভৈক্ষায় ভিক্ষাকরণায়, শুচীনি পবিত্রাণি, কুলানি গৃহাণি। স্ত্রিয়া তদ্গৃহস্বামিন্যা। দুষ্টগৃহাৎ প্রতিগ্রহনিষেধেন শুচীনীত্যুক্তম্ ॥৩০—৩১॥

শৌচমিতি। শৌচং পরিষ্কারম্, ভাজনস্য ভিক্ষাদানপাত্রস্য। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩২॥

সেতি। ব্যবহায় বিহায় তস্মৈ ভিক্ষাদানোদ্যোগং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ ॥৩৩॥

ব্রাহ্মণ মৃত্যুচিন্তা করিবামাত্রই সেই বকপক্ষিণী ভূতলে পতিত হইল। তখন ব্রাহ্মণ তাহাকে পতিতা, প্রাণহীনা ও অচেতনা দেখিয়া সর্ব্বপ্রকারে সন্তপ্ত হইয়া দয়াবশতঃ তাহার জন্য শোক করিলেন (বলিলেন—) "আমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া অকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছি" ॥২৮—২৯॥

এইরূপ বলিয়া কৌশিক ভিক্ষা করিবার জন্য অনেক গ্রামে যাইয়া পবিত্র পবিত্র বাড়ীগুলিতে বিচরণ করিতে থাকিয়া সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, যে বাড়ীতে তিনি পূর্ব্বেও আসিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি 'ভিক্ষা দিন' বলিয়া প্রার্থনা করিলে, সেই বাড়ীর গৃহিণী বলিলেন—"দাঁড়ান" ॥৩০—৩১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা! এই বলিয়া গৃহিণী যখন ভিক্ষাদানের পাত্রখানি পরিষ্কার করিতে লাগিলেন, এই সময়েই তাঁহার স্বামী অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া হঠাৎ আসিয়া প্রবেশ করিলেন ॥৩২॥

তখন সাধ্বী সেই গৃহিণী স্বামীকে দেখিয়া, সেই ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ

প্রহ্বা পর্য্যচরচ্চাপি ভর্ত্তারমসিতেক্ষণা।
আহারেণাথ ভক্ষ্যৈশ্চ ভোজ্যৈঃ সুমধুরৈস্তথা ॥৩৪॥
উচ্ছিষ্টং ভাবিতা ভর্ত্তুর্ভুঙ্‌ক্তে নিত্যং যুধিষ্ঠির!।
দৈবতঞ্চ পতিং মেনে ভর্ত্তুশ্চিত্তানুসারিণী ॥৩৫॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা নান্যচিত্তাঽভ্যগাৎ পতিম্।
তং সর্ব্বভাবোপগতা পতিশুশ্রূষণে রতা ॥৩৬॥
সাধ্বাচারা শুচির্দক্ষা কুটুম্বস্য হিতৈষিণী।
ভর্ত্তুশ্চাপি হিতং যত্তৎ সততং সাঽনুবর্ত্ততে ॥৩৭॥
দেবতাঽতিথিভৃত্যানাং শ্বশ্রূশ্বশুরয়োস্তথা।
শুশ্রূষণপরা নিত্যং সততং সংযতেন্দ্রিয়া ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

প্রহ্বেতি। প্রহ্বা নম্রা সতী। ভক্ষ্যৈরন্নাদিভিঃ, ভোজ্যৈঃ পেয়ৈর্জলাদিভিঃ ॥৩৪॥
উচ্ছিষ্টমিতি। ভাবোঽনুরাগোঽস্য সঞ্জাতেতি ভাবিতা ॥৩৫॥
কর্ম্মণেতি। অভ্যগাৎ অন্বগমৎ। সর্ব্বেষু ভাবেষ্ববস্থাসু উপগতা প্রাপ্তা ॥৩৬॥
সাধ্বিতি। দক্ষা গৃহকর্ম্মনিপুণা, কুটুম্বস্য পরিজনবর্গস্য ॥৩৭॥
দেবতেতি। সততং সংযতেন্দ্রিয়া সর্ব্বদৈবাত্মভোগবর্জ্জিতেত্যর্থঃ ॥৩৮॥

করিয়া, স্বামীকে পাদপ্রক্ষালন ও মুখপ্রক্ষালনের জল এবং আসন দান করিলেন ॥৩৩॥

তাহার পর নীলনয়না গৃহিণী নম্র থাকিয়া অতিমধুর ভক্ষ্য ও পেয় দান করিয়া স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥

যুধিষ্ঠির! সেই গৃহিণী নিত্যই অনুরাগের সহিত স্বামীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন এবং তাঁহার চিত্তের অনুসরণ করিতে থাকিয়া তাঁহাকে দেবতা মনে করিতেন ॥৩৫॥

আর, গৃহিণী অনন্যমনা হইয়া বাক্য, মন ও কর্ম্মদ্বারা স্বামীর অনুসরণ করিতেন, সমস্ত অবস্থাতেই তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিতেন এবং তাঁহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত রহিতেন ॥৩৬॥

এবং সদাচারসম্পন্না, পবিত্রা, গৃহকর্ম্মনিপুণা ও পরিজনহিতৈষিণী সেই গৃহিণী স্বামীর যাহা হিত, সর্ব্বদা তাহারই অনুসরণ করিতেন ॥৩৭॥

তা'র পর, তিনি সর্ব্বদাই সংযতেন্দ্রিয় থাকিয়া দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিতেন ॥৩৮॥

সা ব্রাহ্মণং তদা দৃষ্ট্বা সংস্থিতং ভৈক্ষ্যকাঙ্ক্ষিণম্।
কুর্ব্বতী পতিশুশ্রূষাং সস্মারাথ শুভেক্ষণা ॥৩৯॥
ব্রীড়িতা সাঽভবৎ সাধ্বী তদা ভরতসত্তম!।
ভিক্ষামাদায় বিপ্রায় নির্জগাম যশস্বিনী ॥৪০॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কিমিদং ভবতি ত্বং মাং তিষ্ঠেত্যুক্ত্বা বরাঙ্গনে!।
উপরোধং কৃতবতী ন বিসর্জ্জিতবত্যসি ॥৪১॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ব্রাহ্মণং ক্রোধসন্তপ্তং জ্বলন্তমিব তেজসা।
দৃষ্ট্বা সাধ্বী মনুষ্যেন্দ্র! সান্ত্বপূর্ব্বং বচোঽব্রবীৎ ॥৪২॥
ক্ষন্তুমর্হসি মে বিদ্বন্! ভর্ত্তা মে দৈবতং মহৎ।
স চাপি ক্ষুধিতঃ শ্রান্তঃ প্রাপ্তঃ শুশ্রূষিতো ময়া ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা তং ভৈক্ষ্যকাঙ্ক্ষিণং সংস্থিতং সস্মারেতি সম্বন্ধঃ ॥৩৯॥
ব্রীড়িতেতি। ব্রীড়িতা ভিক্ষাদানে বিলম্বকরণাল্লজ্জিতা ॥৪০॥
কিমিতি। উপরোধং গমননিরোধম্। বিসর্জ্জনে তু গৃহান্তরে ভিক্ষাসম্ভব আসীৎ ॥৪১॥
ব্রাহ্মণমিতি। সান্ত্বপূর্ব্বম্ অনুনয়পূর্ব্বকম্ ॥৪২॥
ক্ষন্তুমিতি। প্রাপ্ত উপস্থিতঃ। অতএব ময়া স শুশ্রূষিতঃ ॥৪৩॥

ক্রমে সুলোচনা সেই গৃহিণী স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে করিতে ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইয়া—তিনি যে ভিক্ষার জন্য রহিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলেন ॥৩৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন সাধ্বী ও যশস্বিনী গৃহিণী লজ্জিতা হইলেন এবং ব্রাহ্মণের জন্য ভিক্ষা লইয়া নির্গত হইলেন ॥৪০॥

তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন—"বরবর্ণিনি! এটা কি হইল? আপনি আমাকে 'দাঁড়ান' বলিয়া থামাইলেন; কিন্তু বিদায় করিলেন না!" ॥৪১॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"নরশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ তখন ক্রোধে সন্তপ্ত হইয়া আপন তেজে যেন জ্বলিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া সাধ্বী গৃহিণী অনুনয়পূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন— ॥৪২॥

"জ্ঞানী ব্রাহ্মণ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কারণ, স্বামী আমার নিকট একজন প্রধান দেবতা; তিনিও আবার পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন; তাই আমি আগে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছি" ॥৪৩॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ব্রাহ্মণা ন গরীয়াংসো গরীয়াংস্তে পতিঃ কৃতঃ।
গৃহস্থধর্ম্মে বর্ত্তন্তী ব্রাহ্মণানবমন্যসে।
ইন্দ্রোঽপ্যেষাং প্রণমতে কিং পুনর্মানবো ভুবি ॥৪৪॥
অবলিপ্তে! ন জানাসি বৃদ্ধানাং ন শ্রুতং ত্বয়া।
ব্রাহ্মণা হ্যগ্নিসদৃশা দহেয়ুঃ পৃথিবীমপি ॥৪৫॥

স্ত্র্যুবাচ। *

নাবজানাম্যহং বিপ্রান্ দেবৈস্তুল্যান্ মনস্বিনঃ।
অপরাধমিমং বিপ্র! ক্ষন্তুমর্হসি মেঽনঘ! ॥৪৬॥
জানামি তেজো বিপ্রাণাং মহাভাগ্যঞ্চ ধীমতাম্।
তপেয়ঃ সাগরঃ ক্রোধাৎ কৃতো হি লবণোদকঃ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

ব্রাহ্মণা ইতি। তে ত্বয়া পতির্গরীয়ান্ কৃতঃ, আদৌ তস্যৈব শুশ্রূষণাৎ। বর্ত্তন্তী বর্ত্তমানা। এষাং ব্রাহ্মণানামন্তিকে, প্রণমতে অবনমতি। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৪॥

অবেতি। হে অবলিপ্তে! গর্ব্বিতে! স্বয়ং ন জানাসি, বৃদ্ধানাং সকাশাৎ ॥৪৫॥

নেতি। নাবজানামি নাবজ্ঞাবিষয়ীকরোমি। তত্র হেতুর্দেবৈরিত্যাদিঃ ॥৪৬॥

জানামীতি। মহাভাগ্যং মাহাত্ম্যঞ্চ ॥৪৭॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"ব্রাহ্মণেরা তোমার নিকট শ্রেষ্ঠ হইলেন না, তুমি স্বামীকেই শ্রেষ্ঠ করিলে। ওহে! তুমি গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়া ব্রাহ্মণদের অবমাননা করিতেছ। তুমি জান—ইন্দ্রও ব্রাহ্মণদের নিকট অবনত থাকেন, ভূতলের মানুষের কথা আর কি বলিব ॥৪৪॥

গর্ব্বিতে! তুমি নিজেও জান না, বৃদ্ধদের নিকটেও শোন নাই যে, অগ্নিতুল্য ব্রাহ্মণেরা পৃথিবীকেও দগ্ধ করিতে পারেন" ॥৪৫॥

গৃহিণী বলিলেন—"নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ! মনস্বী ব্রাহ্মণেরা দেবতার তুল্য; সুতরাং আমি তাঁহাদের অবজ্ঞা করি না; অতএব আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন ॥৪৬॥

জ্ঞানী ব্রাহ্মণদের তেজ ও মাহাত্ম্যের বিষয় আমি জানি। যাঁহারা ক্রোধবশতঃ সমুদ্রকে লবণজলপূর্ণ এবং অপেয় করিয়াছেন ॥৪৭॥

---

* ইতঃ পরম্ 'নাহং বলাকা বিপ্রর্ষে! ত্যজ ক্রোধং তপোধন!। অনয়া ক্রুদ্ধয়া দৃষ্ট্যা ক্রুদ্ধঃ কিং মাং করিষ্যসি ॥' অয়মধিকঃ শ্লোকঃ—বা ব কা।

তথৈব দীপ্ততপসাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
যেষাং ক্রোধাগ্নিরদ্যাপি দণ্ডকে নোপশাম্যতি ॥৪৮॥
ব্রাহ্মণানাং পরিভবাদ্বাতাপিঃ সুদুরাত্মবান্।
অগস্ত্যমৃষিমাসাদ্য জীর্ণঃ ক্রূরো মহাসুরঃ ॥৪৯॥
বহুপ্রভাবাঃ শ্রূয়ন্তে ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্।
ক্রোধঃ সুবিপুলো ব্রহ্মন্! প্রসাদশ্চ মহাত্মনাম্।
অস্মিংস্ত্বতিক্রমে ব্রহ্মন্! ক্ষন্তুমর্হসি মেঽনঘ! ॥৫০॥
পতিশুশ্রূষয়া ধর্ম্মো যঃ স মে রোচতে দ্বিজ!।
দৈবতেষ্বপি সর্ব্বেষু ভর্ত্তা মে দৈবতং পরম্।
অবিশেষেণ তস্যাহং কুর্য্যাং ধর্ম্মং দ্বিজোত্তম! ॥৫১॥
শুশ্রূষায়াঃ ফলং পশ্য পত্যুর্ব্রাহ্মণ! যাদৃশম্।
বলাকা হি ত্বয়া দগ্ধা রোষাত্তদ্বিদিতং ময়া ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। ভাবিতাত্মনাং মৈত্র্যাদিভাবনয়া শোধিতচিত্তানাম্। দণ্ডকে অরণ্যে ॥৪৮॥
ব্রাহ্মণানামিতি। পরিভবাদবজ্ঞাতঃ। ক্রূরো নিষ্ঠুরচিত্তঃ ॥৪৯॥
বহ্বিতি। অতিক্রমে যোগ্যকারণেন কৃতে পরিভবে। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫০॥
পতীতি। ন বিদ্যতে বিশেষো যস্মাত্তেন। ধর্ম্মং শুশ্রূষারূপম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫১॥
শুশ্রূষায়া ইতি। পতিশুশ্রূষাবশাদেব ময়া সর্ব্বজ্ঞতা লব্ধেতি ভাবঃ ॥৫২॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি। পতিব্রতাখ্যানমিতঃ স্ত্রীমাহাত্ম্যাদীনাং পৃষ্টানাং নির্ণয়ার্থম্। তত্রাপি "নাহং বলাকা বিপ্রর্ষে!" ইত্যতঃ প্রাক্তনো গ্রন্থঃ স্পষ্টার্থঃ ॥১—৪৭॥ দণ্ডকে দণ্ডকারণ্যে

এবং উজ্জ্বলতপা ও নির্ম্মলচিত্ত যে সকল মুনির ক্রোধাগ্নি অদ্যাপি দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাণ পায় নাই ॥৪৮॥

আর, অতিদুরাত্মা ও নিষ্ঠুরচিত্ত মহাসুর বাতাপি ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করিয়াই অগস্ত্যমুনির উদরে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে ॥৪৯॥

ব্রাহ্মণ! এইরূপ মহাত্মা ব্রাহ্মণদের বহুতর প্রভাবের কথা শুনিতে পাই; আর, মহাত্মা ব্রাহ্মণদের ক্রোধও গুরুতর এবং অনুগ্রহও গুরুতর হইয়া থাকে; অতএব নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ! আপনি এই অতিক্রমে আমাকে ক্ষমা করুন ॥৫০॥

তবে, ব্রাহ্মণ! পতিশুশ্রূষায় যে ধর্ম্ম হয়, তাহাই আমার ভাল লাগে। কারণ, সমস্ত দেবতার মধ্যে পতিই আমার নিকট পরম দেবতা। তাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকভাবে পতিশুশ্রূষারূপ ধর্ম্ম আমি করিয়া থাকি ॥৫১॥

ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্যাণাং দ্বিজোত্তম ! ।
যঃ ক্রোধমোহৌ ত্যজতি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥৫৩॥
যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ ।
হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥৫৪॥
জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ ।
কামক্রোধৌ বশৌ যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥৫৫॥
যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চরতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥৫৬॥
যোঽধ্যাপয়েদধীয়ীত যজেদ্বা যাজয়ীত বা ।
দদ্যাদ্বাপি যথাশক্তি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥৫৭॥

ভারতকৌমুদী

ক্রোধ ইতি। তং ব্রাহ্মণেতরমপি। এতেন ক্রোধস্ত্বয়া ন কার্য্য ইতি সূচিতম্ ॥৫৩॥
য ইতি। সন্তোষয়েত শুশ্রূষাদিনা। হিংসেত হিংস্যাৎ ॥৫৪॥
জিতেতি। স্বাধ্যায়নিরতো বেদপাঠাসক্তঃ, শুচিঃ কায়ে মনসি চ পবিত্রঃ ॥৫৫॥
যস্যেতি। আত্মসমঃ সুখে দুঃখে চ স্বসদৃশঃ, লোকোঽন্যো জনঃ ॥৫৬॥
য ইতি। অধ্যাপয়েদধীয়ীত চ বেদম্। যাজয়ীত পরং যাজয়েৎ ॥৫৭॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৪৮—৫১॥ শুশ্রূষায়া ইতি। ভর্ত্তৃশুশ্রূষায়াঃ সার্ব্বজ্ঞ্যপ্রাপ্তির্দর্শিতা ॥৫২॥ সা চ ব্রাহ্মণানাং ব্রহ্মবিদামেবাস্তীতি তল্লক্ষণান্যাহ—ক্রোধ ইতি ॥৫৩॥ অত্র লক্ষণকথনং নিষ্প্রয়োজনমিতি যান্যেব বিদ্বল্লক্ষণানি তানি বিদ্যাসাধনানীতি ন্যায়েন ব্রাহ্মণ্যকামস্য ক্রোধাদিত্যাগো

ব্রাহ্মণ ! পতিশুশ্রূষা করায় আমার যেরূপ ফল হইয়াছে, তাহা আপনি দেখুন —আপনি ক্রোধবশতঃ বকপক্ষিণীটাকে যে দগ্ধ করিয়াছেন, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি ॥৫২॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! ক্রোধ মানুষের শরীরস্থ শত্রু ; অতএব যিনি সেই ক্রোধ ও মোহকে ত্যাগ করেন, দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ মনে করেন ॥৫৩॥

যিনি সত্য বাক্য বলেন, গুরুকে সন্তুষ্ট রাখেন এবং পরে হিংসা করিলেও পরের হিংসা করেন না, দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ মনে করেন ॥৫৪॥

যিনি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, বেদপাঠনিরত ও পবিত্র এবং কাম ও ক্রোধ যাঁহার বশীভূত, দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ মনে করেন ॥৫৫॥

সর্ব্বধর্ম্মসেবী ও মনস্বী যে ধার্ম্মিকের নিকটে অন্য লোকও নিজের মতই বিবেচিত হয়, দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ মনে করেন ॥৫৬॥

ব্রহ্মচারী বদান্যো যোঽপ্যধীয়াদ্দ্বিজপুঙ্গবঃ।
স্বাধ্যায়বানপ্রমত্তস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥৫৮॥
যদ্‌ব্রাহ্মণানাং কুশলং তদেষাং পরিকীর্ত্তয়েৎ।
সত্যং তথা ব্যাহরতাং নানৃতে রমতে মনঃ ॥৫৯॥
ধর্ম্মন্তু ব্রাহ্মণস্যাহুঃ স্বাধ্যায়ং দমমার্জ্জবম্।
ইন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহঞ্চ শাশ্বতং দ্বিজসত্তম!।
সত্যার্জ্জবং ধর্ম্মমাহুঃ পরং ধর্ম্মবিদো জনাঃ ॥৬০॥
দুর্জ্ঞেয়ঃ শাশ্বতো ধর্ম্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
শ্রুতিপ্রমাণো ধর্ম্মঃ স্যাদিতি বৃদ্ধানুশাসনম্ ॥৬১॥

ভারতকৌমুদী

ব্রহ্মেতি। অধীয়াৎ অঙ্গশাস্ত্রাণি। অপ্রমত্তো ধর্ম্মে অবহিতঃ ॥৫৮॥

যদিতি। পরিকীর্ত্তয়েৎ ব্রাহ্মণ এব। ব্যাহরতাং বদতাম্ ॥৫৯॥

ধর্ম্মমিতি। স্বাধ্যায়ং বেদপাঠম্। শাশ্বতং চিরন্তনম্। পরং প্রধানম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬০॥

ভারতভাবদীপঃ

গুর্ব্বারাধনাদি চ কর্ত্তব্যত্বেন বিধীয়তে—য ইতি। সত্যবাক্ গুরুভক্তঃ ক্ষমাবাংশ্চ ভবেদিত্যর্থঃ ॥৫৪—৫৯॥ শাশ্বতো ধর্ম্ম আত্মদর্শনম্। যদাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"ইজ্যাচারদমাহিংসাদানস্বাধ্যায়কর্ম্মণাম্। অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্॥" ইতি। সত্যে ত্রৈকালিক-

যিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, যজন ও যাজন এবং শক্তি অনুসারে দান করেন, দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ মনে করেন ॥৫৭॥

যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী ও বদান্য থাকিয়া ব্যাকরণপ্রভৃতি অঙ্গশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং বেদপাঠে নিরত ও ধর্ম্মে অবহিত থাকেন, দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করেন ॥৫৮॥

ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণদিগের যাহা মঙ্গল, তাহাই তাঁহাদের নিকট বলিবেন। আর সত্যবাদীদিগের মন মিথ্যায় প্রবৃত্ত হয় না ॥৫৯॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মজ্ঞ লোকেরা—বেদপাঠ, অন্তরিন্দ্রিয়দমন, বহিরিন্দ্রিয়সংযম এবং সরলতা—এই কয়টীকে ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন; তাহার মধ্যে আবার সত্য ও সরলতাকে প্রধান ধর্ম্ম বলেন ॥৬০॥

বৃদ্ধবর্গের এই উপদেশ যে, সনাতন ধর্ম্ম দুর্জ্ঞেয়; তবে তাহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং বেদই তাহার প্রমাণ ॥৬১॥

(৫৮)' ব্রহ্মচারী চ বেদান্ যোঽপ্যধীয়ীত দ্বিজোত্তমঃ—পি।

বহুধা দৃশ্যতে ধর্ম্মঃ সূক্ষ্ম এব দ্বিজোত্তম ! ।
ভগবানপি ধর্ম্মজ্ঞঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ ।
ন তু তত্ত্বেন ভগবন্ ! ধর্ম্মং বেৎসীতি মে মতিঃ ॥৬২॥
যদি বিপ্র ! ন জানীষে ধর্ম্মং পরমকং দ্বিজ ! ।
ধর্ম্মব্যাধং ততঃ পৃচ্ছ গত্বা তু মিথিলাং পুরীম্ ॥৬৩॥
মাতাপিতৃভ্যাং শুশ্রূষুঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
মিথিলায়াং বসেদ্ব্যাধঃ স তে ধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যতি ।
তত্র গচ্ছস্ব ভদ্রং তে যথাকামং দ্বিজোত্তম ! ॥৬৪॥
অত্যুক্তমপি মে সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হস্যনিন্দিত ! ।
স্ত্রিয়ো হ্যবধ্যাঃ সর্ব্বেষাং যে ধর্ম্মমভিবিন্দতে ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

দুর্জ্ঞেয় ইতি। শ্রুতিরেব প্রমাণং যস্য সঃ ॥৬১॥

বহুধেতি। ভগবান্ ভবানপি। তত্ত্বেন যাথার্থ্যেন। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬২॥

যদীতি। পরমকং যথার্থভূতম্। ধর্ম্মব্যাধং তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধম্ ॥৬৩॥

মাতেতি। মাতাপিতৃভ্যাং মাতাপিত্রোঃ। যথাকামমিচ্ছানুসারেণ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬৪॥

অত্যুক্তমিতি। অভিবিন্দতে বিচারয়ন্তি। "বিদ বিচারণে" ইত্যস্য রূপম্ ॥৬৫॥

হে মাহাত্ম্যশালী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! ধর্ম্ম বহুবিধ হইলেও তাহা সূক্ষ্ম বলিয়াই ধারণা হয়। তবে, আপনিও ধর্ম্মজ্ঞ, বেদপাঠনিরত এবং পবিত্র বটেন ; কিন্তু তথাপি আপনি যথার্থরূপে ধর্ম্ম জানেন বলিয়া আমার ধারণা হয় না ॥৬২॥

ব্রাহ্মণ ! আপনি যদি যথার্থরূপে ধর্ম্ম না জানিয়া থাকেন, তবে মিথিলানগরীতে যাইয়া ধর্ম্মব্যাধের নিকট জিজ্ঞাসা করুন ॥৬৩॥

পিতা ও মাতার শুশ্রূষাকারী, সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় এক ব্যাধ মিথিলা-নগরীতে বাস করেন, তিনি আপনার নিকটে ধর্ম্ম বলিবেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনার ইচ্ছা হইলে আপনি সেখানে যাইতে পারেন ; তাহাতে আপনার মঙ্গল হইবে ॥৬৪॥

ব্রাহ্মণ ! আমি আপনার সম্বন্ধে সমস্তই অত্যুক্তি করিয়াছি ; আপনি সে বিষয়ে ক্ষমা করুন। কারণ, যাঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে বিচার করেন, তাঁহাদের পক্ষে সকল স্ত্রীই অবধ্য" ॥৬৫॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

প্রীতোঽস্মি তব ভদ্রং তে গতঃ ক্রোধশ্চ শোভনে!।
উপালম্ভস্ত্বয়া প্রোক্তো মম নিঃশ্রেয়সং পরম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি সাধয়িষ্যামি শোভনে! ॥৬৬॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তয়া বিসৃষ্টো নির্গম্য স্বমেব ভবনং যযৌ।
বিনিন্দন্ স স্বমাত্মানং কৌশিকো দ্বিজসত্তমঃ ॥৬৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়-সমাস্যায়াং পতিব্রতোপাখ্যানে চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

প্রীত ইতি। ত্বয়া প্রোক্ত উপালম্ভ এব তিরস্কারঃ, মম পরং নিঃশ্রেয়সং মঙ্গলং জনয়িষ্যতীতি শেষঃ। স্বস্তি মঙ্গলম্। সাধয়িষ্যামি তদ্ধর্ম্মজ্ঞানম্ ॥৬৬॥

তয়েতি। তয়া গৃহিণ্যা, বিসৃষ্টো ভিক্ষাদানপূর্ব্বকং ত্যক্তঃ ॥৬৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

বাধশূন্যে বস্তুনি প্রতিষ্ঠিতঃ পর্য্যবসিতঃ অন্যোঽধর্ম্মস্ত্বসত্যে প্রতিষ্ঠিত ইত্যর্থাৎ সিদ্ধম্ ॥৬০—৬৫॥ সাধয়িষ্যামি স্বকার্য্যমিতি শেষঃ ॥৬৬—৬৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৪॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"শোভনে! আমি তোমার উপরে সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক; আমার ক্রোধ গিয়াছে। আর শোভনে! তুমি যে আমাকে তিরস্কার করিয়াছ, তাহা আমার পরম মঙ্গল জন্মাইবে। তোমার মঙ্গল হউক, আমি মিথিলায় যাইব এবং সে কার্য্য সাধন করিব" ॥৬৬॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"সেই গৃহিণী ভিক্ষা দিয়া বিদায় করিলে, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কৌশিক সে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া আপনাকে নিন্দা করিতে করিতে আপন ভবনে চলিয়া গেলেন" ॥৬৭॥

---

(৬৬) ইতঃ পরম্ 'যত্র চাসৌ নিবসতে ধর্ম্মব্যাধো মহামতিঃ' ইত্যধিকঃ—পি।

* '...একাধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...পঞ্চাধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...ষড়ধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...নবাধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

চিন্তয়িত্বা তদাশ্চর্য্যং স্ত্রিয়া প্রোক্তমশেষতঃ।
বিনিন্দন্ স স্বমাত্মানমাগস্কৃত ইবাবভৌ ॥১॥
চিন্তয়ানশ্চ ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাং গতিমথাব্রবীৎ।
শ্রদ্দধানেন বৈ ভাব্যং গচ্ছামি মিথিলামহম্ ॥২॥
কৃতাত্মা ধর্ম্মবিত্তস্যাং ব্যাধো নিবসতে কিল।
তং গচ্ছাম্যহমদ্যৈব ধর্ম্মং প্রষ্টুং তপোধনম্ ॥৩॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা শ্রদ্দধানঃ স্ত্রিয়া বচঃ।
বলাকাপ্রত্যয়েনাসৌ ধর্ম্ম্যৈশ্চ বচনৈঃ শুভৈঃ ॥৪॥
সম্প্রতস্থে স মিথিলাং কৌতূহলসমন্বিতঃ।
অতিক্রামন্নরণ্যানি গ্রামাংশ্চ নগরাণি চ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

চিন্তেতি। আগোঽপরাধঃ কৃতং যেন সঃ, অগ্ন্যাহিতাদিবৎ পরনিপাতঃ ॥১॥

চিন্তেতি। অব্রবীৎ মনসা। শ্রদ্দধানেন স্ত্রীবাক্যে বিশ্বসতা ময়া ভাব্যম্ ॥২॥

কৃতেতি। কৃতাত্মা ধর্ম্মোপদেশলাভেন শিক্ষিতচিত্তঃ। তস্যাং মিথিলায়াম্ ॥৩॥

ইতীতি। বলাকা তন্মারণজ্ঞানং তস্যাঃ প্রত্যয়েন বিশ্বাসেন যন্ময়া বলাকা নিহতা তত্তয়া বিদিতমিতি সা সর্ব্বজ্ঞৈবেতি বিশ্বাসেনেত্যর্থঃ। স কৌশিকঃ ॥৪—৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"সেই স্ত্রীলোকটী যাহা বলিয়াছিল, সেই সকল আশ্চর্য্য বিষয় চিন্তা করিয়া আপনাকে নিন্দা করিতে থাকিয়া কৌশিক যেন অপরাধীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥১॥

তাহার পর তিনি ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতির বিষয় চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিলেন—'আমি স্ত্রীলোকটীর কথায় বিশ্বাস করিব এবং মিথিলায় যাইব ॥২॥

কারণ, সেখানে শিক্ষিত ও ধর্ম্মজ্ঞ ব্যাধ বাস করেন; সুতরাং সেই তপোধনের নিকট ধর্ম্মজিজ্ঞাসা করিবার জন্য অদ্যই আমি তাঁহার নিকট যাইব' ॥৩॥

আমি যে বকপক্ষিণীকে মারিয়াছি, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছেন; সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন; এই বিশ্বাসে এবং তাঁহার ধর্ম্মসঙ্গত শুভ-

ততো জগাম মিথিলাং জনকেন সুরক্ষিতাম্।
ধর্ম্মকেতুসমাকীর্ণাং যজ্ঞোৎসববতীং শুভাম্ ॥৬॥
গোপুরাট্টালকবতীং হর্ম্ম্যপ্রাকারশোভনাম্।
প্রবিশ্য নগরীং রম্যাং বিমানৈর্বহুভির্যুতাম্ ॥৭॥
পণ্যৈশ্চ বহুভির্যুক্তাং সুবিভক্তমহাপথাম্।
অশ্বৈ রথৈস্তথা নাগৈর্যোধৈশ্চ বহুভির্বৃতাম্ ॥৮॥
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণাং নিত্যোৎসবসমাকুলাম্।
সোঽপশ্যদ্বহুবৃত্তান্তাং ব্রাহ্মণঃ সমতিক্রমন্ ॥৯॥ (কলাপকম্)
ধর্ম্মব্যাধমপৃচ্ছচ্চ স চাস্য কথিতো দ্বিজৈঃ।
অপশ্যত্তত্র গত্বা তং সূনামধ্যে ব্যবস্থিতম্ ॥১০॥
মার্গমাহিষমাংসানি বিক্রীণন্তং তপস্বিনম্।
আকুলত্বাচ্চ ক্রেতৄণামেকান্তে সংস্থিতো দ্বিজঃ ॥১১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ধর্ম্মকেতুভির্যজ্ঞাদিধর্ম্মকার্য্যার্থোত্থাপিতৈর্ধ্বজৈঃ সমাকীর্ণাং ব্যাপ্তাম্। গোপুরাণি পুরদ্বারাণি অট্টালকা গৃহবিশেষাশ্চ তদ্বতীম্। বিমানৈর্ব্যোমযানৈঃ সপ্ততল-ভবনৈর্বা। নাগৈর্হস্তিভিঃ। বহুবৃত্তান্তাং বহুব্যাপারাকুলাম্ ॥৬—৯॥

ধর্ম্মেতি। সূনায়াঃ প্রাণিবধস্থানস্য মধ্যে, "সূনা পুত্র্যাং বধস্থানগলশুণ্ডিকরোরপি" ইতি বিশ্বঃ। মৃগণামিমানীতি মার্গাণি মাহিষাণি চ মাংসানি ॥১০—১১॥

জনক বাক্য শ্রবণে তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিতেই হইবে' এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া কৌশিক কৌতুকান্বিত হইয়া বন, গ্রাম ও নগর অতিক্রম করিতে থাকিয়া মিথিলায় গমন করিতে লাগিলেন ॥৪ ৫॥

ক্রমে কৌশিক যাইয়া জনকরাজরক্ষিত মনোহর মিথিলানগরীতে উপস্থিত হইলেন; সেই নগরীতে বহুতর ধর্ম্মধ্বজ, যজ্ঞ, উৎসবকার্য্য, পুরদ্বার, অট্টালিকা, ধনীর ভবন, প্রাচীর ও বহুতর বিমান ছিল। এহেন নগরীতে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন - বহুতর বিক্রেয় দ্রব্য, সুন্দরভাবে বিভক্ত মহাপথ সকল, অশ্ব, রথ, হস্তী, বহুতর যোদ্ধা এবং হৃষ্ট ও পুষ্ট জন তথায় রহিয়াছে; আর সর্ব্বদাই উৎসব ও নানাবিধ ঘটনা চলিতেছে ॥৬—৯॥

'ধর্ম্মব্যাধ কোথায় আছেন' বলিয়া কৌশিক জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন অন্য ব্রাহ্মণেরা উঁহার নিকট তাঁহার কথা বলিয়া দিলেন। তখন কৌশিক সেখানে যাইয়া দেখিলেন—কুৎসিতাকৃতি ধর্ম্মব্যাধ মাংসের দোকানের মধ্যে থাকিয়া

স তু জ্ঞাত্বা দ্বিজং প্রাপ্তং সহসা সম্ভ্রমোত্থিতঃ।
আজগাম যতো বিপ্রঃ স্থিত একান্ত আসনে ॥১২॥

ব্যাধ উবাচ।

অভিবাদয়ে ত্বাং ভগবন্! স্বাগতং তে দ্বিজোত্তম!।
অহং ব্যাধো হি ভদ্রং তে কিং করোমি প্রশাধি মাম্ ॥১৩॥
একপত্ন্যা যদুক্তোঽসি গচ্ছ ত্বং মিথিলামিতি।
জানাম্যেতদহং সর্ব্বং যদর্থং ত্বমিহাগতঃ ॥১৪॥
শ্রুত্বা চ তস্য তদ্বাক্যং স বিপ্রো ভৃশবিস্মিতঃ।
দ্বিতীয়মিদমাশ্চর্য্যমিত্যচিন্তয়ত দ্বিজঃ ॥১৫॥
অদেশস্থং হি তে স্থানমিতি ব্যাধোঽব্রবীদ্দ্বিজম্।
গৃহং গচ্ছাব ভগবন্! যদি তে রোচতেঽনঘ! ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স ধর্ম্মব্যাধঃ। প্রাপ্তমাগতম্। সম্ভ্রমেণ ব্যস্ততয়া উত্থিতঃ ॥১২॥
অভীতি। তে তব, ভদ্রং মঙ্গলং কিম্। প্রশাধি উপদিশ ॥১৩॥
একেতি। এক এব পতির্যস্যাস্তয়া পতিব্রতয়া। এতেনাত্মনঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং সূচিতম্ ॥১৪॥
শ্রুত্বেতি। ভৃশবিস্মিতঃ, আত্মনো বৃত্তান্তজ্ঞানদর্শনেন সর্ব্বজ্ঞত্বানুমানাদিতি ভাবঃ ॥১৫॥
অদেশেতি। তে তব, স্থানম্ ইদমবস্থানম্, অদেশস্থম্ অপ্রশস্তস্থানম্ ॥১৬॥

হরিণ ও মহিষের মাংস বিক্রয় করিতেছেন; সেখানে ক্রেতাদের অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল বলিয়া কৌশিক একপ্রান্তে রহিলেন ॥১০—১১॥

ক্রমে কৌশিক আসিয়াছেন—ইহা জানিয়া ধর্ম্মব্যাধ তৎক্ষণাৎ ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া—কৌশিক একপ্রান্তে যেখানে আসনে অবস্থান করিতেছিলেন, সেইখানে আসিলেন ॥১২॥

ধর্ম্মব্যাধ বলিলেন—"ভগবন্ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি; আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? আপনার মঙ্গল ত? আমিই সেই ব্যাধ; আমি আপনার কি করিব, আপনি আমাকে তাহার উপদেশ দিন ॥১৩॥

'আপনি মিথিলায় যান' এইরূপ আপনাকে যে পতিব্রতা বলিয়াছেন এবং আপনি যে জন্য এখানে আসিয়াছেন, সে সমস্তই আমি জানি" ॥১৪॥

কৌশিক ধর্ম্মব্যাধের সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ভাবিলেন যে, 'ইহা দ্বিতীয় আশ্চর্য্য দেখিলাম' ॥১৫॥

(১২)···স্থিত একান্তদর্শনে—বা ব কা।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বাঢ়মিত্যেব তং বিপ্রো হৃষ্টো বচনমব্রবীৎ।
অগ্রতস্তু দ্বিজং কৃত্বা স জগাম গৃহং প্রতি।
প্রবিশ্য চ গৃহং রম্যমাসনেনাভিপূজিতঃ ॥১৭॥
পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ প্রতিগৃহ্য দ্বিজোত্তমঃ।
ততঃ সুখোবিষ্টস্তং ব্যাধং বচনমব্রবীৎ ॥১৮॥
কর্ম্মৈতদ্বৈ ন সদৃশং ভবতঃ প্রতিভাতি মে।
অনুতপ্যে ভৃশং তাত! তব ঘোরেণ কর্ম্মণা ॥১৯॥

ব্যাধ উবাচ।

কুলোচিতমিদং কর্ম্ম পিতৃপৈতামহং মম।
বর্ত্তমানস্য মে ধর্ম্মে স্বে মন্যুং মা কৃথা দ্বিজ! ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

বাঢ়মিতি। বাঢ়ম্ অবশ্যমেব ময়া ত্বদ্গৃহং গন্তব্যম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥

পাদ্যমিতি। দ্বিজোত্তমঃ কৌশিকঃ ॥১৮॥

কর্ম্মেতি। এতৎ প্রাণিবধরূপং কর্ম্ম, ভবতো ন সদৃশম্, ধার্ম্মিকত্বাৎ ॥১৯॥

কুলেতি। স্বে স্বকীয়ে, মন্যুং দৈন্যম্, "সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয়! সদোষমপি ন ত্যজেৎ" ইতি ন্যায়াদিত্যাশয়ঃ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

চিন্তয়িত্বেতি। আগোঽপরাধকৃতমনেনেত্যাগস্কৃতঃ ॥১—৬॥ বিমানৈঃ সাপ্তভৌমিক-গৃহৈঃ ॥৭—৯॥ স্থূনা বধস্থানং তন্মধ্যে ॥১০—১৫॥ অদেশস্থম্ অযোগ্যদেশস্থম্ ॥১৬—২০॥

তাহার পর ধর্ম্মব্যাধ কৌশিককে বলিলেন—"ভগবন্! আপনার এই অবস্থানটা অযোগ্যস্থানে হইতেছে; অতএব আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তবে চলুন, আমরা আমার বাড়ী যাই" ॥১৬॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তখন কৌশিক আনন্দিত হইয়া ধর্ম্মব্যাধকে কহিলেন—"অবশ্যই যাইব"। তখন ধর্ম্মব্যাধ কৌশিককে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আপন ভবনে গমন করিলেন এবং সুন্দর একখানি গৃহে প্রবেশ করিয়া আসন-দানপূর্ব্বক কৌশিককে সম্মানিত করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর কৌশিক পাদ্য ও আচমনীয় গ্রহণ করিয়া সুখে উপবেশনপূর্ব্বক সেই ব্যাধকে বলিলেন—॥১৮॥

"এই কার্য্য আপনার উপযুক্ত নহে, ইহাই আমার ধারণা; সুতরাং আপনার এই ভয়ঙ্কর কার্য্যে আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত হইতেছি" ॥১৯॥

ধর্ম্মব্যাধ বলিলেন—"ব্রাহ্মণ! ইহা আমার পিতৃপিতামহাদিক্রমে কুলো-

বিধাত্রা বিহিতং পূর্ব্বং কর্ম্ম স্বমনুপালয়ন্।
প্রযত্নাচ্চ গুরূ বৃদ্ধৌ শুশ্রূষেঽহং দ্বিজোত্তম ! ॥২১॥
সত্যং বদে নাভ্যসূয়ে যথাশক্তি দদামি চ।
দেবতাতিথিভৃত্যানামবশিষ্টেন বর্ত্তয়ে ॥২২॥
ন কুৎসয়াম্যহং কিঞ্চিন্ন গর্হে বলবত্তরম্।
কৃতমন্বেতি কর্ত্তারং পুরা কর্ম্ম দ্বিজোত্তম ! ॥২৩॥
কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যমিহ লোকস্য জীবনম্।
দণ্ডনীতিস্ত্রয়ীবিদ্যা তেন লোকো ভবত্যুত ॥২৪॥
কর্ম্ম শূদ্রে কৃষির্বৈশ্যে সংগ্রামঃ ক্ষত্রিয়ে স্মৃতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ সত্যঞ্চ ব্রাহ্মণে সদা ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

বিধাত্রেতি। কর্ম্ম প্রাণিবধরূপম্। গুরূ মাতাপিতরৌ ॥২১॥
সত্যমিতি। নাভ্যসূয়ে পরদোষং নাবিষ্করোমি। বর্ত্তয়ে জীবিকাং নির্ব্বাহয়ামি ॥২২॥
নেতি। কুৎসাদিকর্ম্মণা পরজন্মনি দুঃখং ভবেদিতি ততো নিবর্ত্ত ইত্যাশয়ঃ ॥২৩॥
কৃষীতি। জীবনং জীবিকানির্ব্বাহোপায়ঃ। ত্রয়ীবিদ্যা বেদবিদ্যা। লোকঃ স্বর্গঃ ॥২৪॥
কর্ম্মেতি। কর্ম্ম দ্বিজানাং পরিচর্য্যাকার্য্যম্। তপো বৈধৌপবাসাদি ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

গুরূ মাতাপিতরৌ ॥২১॥ নাভ্যসূয়ে পরগুণেষু দোষং নাবিষ্কুর্ব্বে, বর্ত্তয়ে জীবামি ॥২২॥ কুৎসা বিদ্যমানদোষসংকীর্ত্তনম্, গর্হা অবিদ্যমানদোষারোপঃ। পুরাকৃতং কর্ম্মেতি

চিত কর্ম্ম ; অতএব আমি আপন ধর্ম্মে রহিয়াছি বলিয়া আপনি অনুতাপ করিবেন না ॥২০॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি বিধাতৃবিহিত আপন ধর্ম্ম পালন করিতে থাকিয়া বিশেষ যত্নপূর্ব্বক বৃদ্ধ পিতা-মাতার শুশ্রূষা করিতেছি ॥২১॥

আমি সত্য বলি, কাহারও অসূয়া করি না, শক্তি অনুসারে দান করি এবং দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যবর্গের ভোজনাবশিষ্ট ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করি ॥২২॥

আর আমি কাহারও কুৎসা প্রকাশ করি না এবং বলবান্‌কেও নিন্দা করি না। কারণ, পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম কর্ত্তার অনুসরণ করিয়া থাকে ॥২৩॥

এই জগতে কৃষি, গোপালন, বাণিজ্য, দণ্ডনীতি এবং বেদবিদ্যা—এই কয়টী লোকের জীবিকানির্ব্বাহের উপায় এবং তাহা দ্বারাই স্বর্গ হইয়া থাকে ॥২৪॥

শূদ্রের কার্য্য—দ্বিজাতিসেবা, বৈশ্যের কার্য্য—কৃষি, ক্ষত্রিয়ের কার্য্য—যুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণের কার্য্য—ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, মন্ত্ররক্ষা ও সত্যব্যবহার ॥২৫॥

রাজা প্রশাস্তি ধর্ম্মেণ স্বধর্ম্মনিরতাঃ প্রজাঃ।
বিকর্ম্মাণশ্চ যে কেচিত্তান্ যুনক্তি স্বকর্ম্মসু ॥২৬॥
ভেতব্যং হি সদা রাজ্ঞাং প্রজানামধিপা হি তে।
বারয়ন্তি বিকর্ম্মস্থং নৃপা মৃগমিবেষুভিঃ ॥২৭॥
জনকস্যেহ বিপ্রর্ষে! বিকর্ম্মস্থো ন বিদ্যতে।
স্বধর্ম্মনিরতা বর্ণাশ্চত্বারোঽপি দ্বিজোত্তম! ॥২৮॥
স এষ জনকো রাজা দুর্বৃত্তমপি চেৎ সুতম্।
দণ্ড্যং দণ্ডে নিক্ষিপতি তথা ন গ্লাতি ধার্ম্মিকম্ ॥২৯॥
সুযুক্তচারো নৃপতিঃ সর্ব্বং ধর্ম্মেণ পশ্যতি।
শ্রীশ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডশ্চ ক্ষত্রিয়াণাং দ্বিজোত্তম! ॥৩০॥
রাজানো হি স্বধর্ম্মেণ শ্রিয়মিচ্ছন্তি ভূয়সীম্।
সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং ত্রাতা রাজা ভবত্যুত ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

রাজেতি। বিকর্ম্মাণো বিরুদ্ধকর্ম্মকারিণঃ। যুনক্তি ব্যাপারয়তি ॥২৬॥
ভেতব্যমিতি। বারয়ন্তীত্যতঃ পরোপকারিত্বান্মান্যা অপীতি ভাবঃ ॥২৭॥
জনকস্যেতি। জনকস্য রাজ্ঞ ইহ রাজ্যে ॥২৮॥
স ইতি। নিক্ষিপতি প্রেরয়তি। গ্লাতি অপমানেন গ্লপয়তি ॥২৯॥
স্বিতি। সুষ্ঠু যুক্তাঃ কর্ম্মসু ব্যাপারিতাশ্চারা গূঢ়পুরুষা যেন সঃ ॥৩০॥

রাজা ধর্ম্ম অনুসারে স্বধর্ম্মনিরত প্রজাবর্গকে শাসন করিয়া থাকেন এবং যাহারা বিরুদ্ধকর্ম্মকারী, তাহাদিগকে আপন আপন কর্ম্মে ব্যাপৃত করেন ॥২৬॥

সর্ব্বদাই রাজাদের ভয় করিবে। কারণ, রাজারা প্রজাদের অধিপতি এবং বাণদ্বারা যেরূপ হরিণকে বারণ করে, সেইরূপ তাঁহারা বিরুদ্ধকর্ম্মকারীকে বারণ করেন ॥২৭॥

ব্রহ্মর্ষি! জনকরাজার এই রাজ্যে বিরুদ্ধকর্ম্মকারী কোন লোক নাই; ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি চারিটী বর্ণ ই আপন আপন কর্ম্মে নিরত আছেন ॥২৮॥

তার পর, আপন পুত্রও যদি দুর্বৃত্ত ও দণ্ডার্হ হয়, তবে এই জনকরাজা তাহারও দণ্ড বিধান করেন এবং ধার্ম্মিকের অবমাননা করেন না ॥২৯॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! রাজা নিপুণভাবে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া ধর্ম্ম অনুসারেই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং সম্পদ, রাজ্য ও দণ্ড ক্ষত্রিয়েরই হাতে থাকে ॥৩০॥

রাজারা আপন ধর্ম্ম অনুসারেই প্রচুর সম্পদ লাভ করিবার ইচ্ছা করেন এবং রাজাই সকল বর্ণের রক্ষক হন ॥৩১॥

পরেণ হি হতান্ ব্রহ্মন্ ! বরাহমহিষানহম্ ।
ন স্বয়ং হন্মি বিপ্রর্ষে ! বিক্রীণামি সদাহন্বহম্ ॥৩২॥
ন ভক্ষয়ামি মাংসানি ঋতুগামী সদা হ্যহম্ ।
সদোপবাসী চ তথা নক্তং ভোজী সদা দ্বিজ ! ॥৩৩॥
অশীলশ্চাপি পুরুষো ভূত্বা ভবতি শীলবান্ ।
প্রাণিহিংসারতিশ্চাপি ভবতে ধার্ম্মিকঃ পুনঃ ॥৩৪॥
ব্যভিচারান্নরেন্দ্রাণাং ধর্ম্মঃ সঙ্কীর্য্যতে মহান্ ।
অধর্ম্মো বর্ত্ততে চাপি সঙ্কীর্য্যন্তে ততঃ প্রজাঃ ॥৩৫॥
ভেরুণ্ডা বামনাঃ কুব্জাঃ স্থূলশীর্ষাস্তথৈব চ ।
ক্লীবাশ্চান্ধাশ্চ বধিরা জায়ন্তে স্তব্ধলোচনাঃ ॥৩৬॥
পার্থিবানামধর্ম্মত্বাৎ প্রজানামভবঃ সদা ।
স এষ রাজা জনকঃ প্রজা ধর্ম্মেণ পশ্যতি ।
অনুগৃহ্ণন্ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ স্বধর্ম্মনিরতাঃ সদা ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

রাজান ইতি। শ্রিয়মাত্মনঃ সম্পদম্। উতশব্দঃ পাদপূরণে ॥৩১॥
মাংসবিক্রয়েঽপ্যাত্মনো হিংসায়া অভাবমাহ—পরেণেতি। অন্বহং প্রত্যহম্ ॥৩২॥
নেতি। ঋতুগামী ঋতুকাল এব ভার্য্যাগামী। সদা দিনেষু। নক্তং রাত্রৌ ॥৩৩॥
অশীল ইতি। শীলবান্ ভবতি সৎসংসর্গাৎ। ধার্ম্মিকো ভবতে, স্বধর্ম্মাচরণাৎ ॥৩৪॥
ব্যভীতি। সঙ্কীর্য্যতে পরস্পরমিশ্রিতো ভবতি। পরত্রাপ্যেবম্ ॥৩৫॥
ভেরুণ্ডা ইতি। ভেরুণ্ডা বিকটাকারাঃ, "ভেরুণ্ডো ভীমদর্শনে" ইতি বিশ্বঃ ॥৩৬॥
পার্থিবানামিতি। অধর্ম্মত্বাদধার্ম্মিকত্বাৎ। অভবঃ অমঙ্গলম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৭॥

ব্রহ্মর্ষি ! অন্য লোক যে সকল বরাহ ও মহিষ বধ করে, আমি তাহাই প্রত্যহ বিক্রয় করি ; কিন্তু আমি নিজে কোন প্রাণী বধ করি না ॥৩২॥

আমি মাংস ভক্ষণ করি না, সর্ব্বদা ঋতুকালেই ভার্য্যাগমন করি এবং দিনে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে ভোজন করি ॥৩৩॥

মানুষ অসচ্চরিত্র হইয়াও সৎসংসর্গে সচ্চরিত্র হইতে পারে, আবার প্রাণিহিংসায় রত থাকিয়াও স্বধর্ম্মাচরণে ধার্ম্মিক হইতে পারে ॥৩৪॥

রাজাদের ব্যভিচারেই নির্ম্মল ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ হইয়া যায় এবং অধর্ম্মও চলিতে থাকে ; আবার তাহাতেই প্রজারাও সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে ॥৩৫॥

ক্রমে বিকটাকার, খর্ব্ব, কুব্জ, স্থূলমস্তক, নপুংসক, অন্ধ, বধির ও স্তব্ধনয়ন লোক সকল জন্মিতে থাকে ॥৩৬॥

যে চৈব মাং প্রশংসন্তি যে চ নিন্দন্তি মানবাঃ।
সর্ব্বান্ সুপরিণীতেন কর্ম্মণা তোষয়াম্যহম্ ॥৩৮॥
যে জীবন্তি স্বধর্ম্মেণ সংযুঞ্জন্তি চ পার্থিবাঃ।
ন কিঞ্চিদুপজীবন্তি দান্তা উত্থানশীলিনঃ ॥৩৯॥
শক্ত্যান্নদানং সততং তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা।
যথার্হং প্রতিপূজা চ সর্ব্বভূতেষু বৈ সদা ॥৪০॥
ত্যাগান্নান্যত্র মর্ত্ত্যানাং গুণাস্তিষ্ঠন্তি পূরুষে।
মৃষাবাদং পরিহরেৎ কুর্য্যাৎ প্রিয়মযাচিতঃ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। সুপরিণীতেন সুষ্ঠু কৃতেন তদুপকারজনকেন কর্ম্মণা ॥৩৮॥

য ইতি। যে পার্থিবাঃ পৃথিবীচারিণো জনাঃ, স্বধর্ম্মেণ জীবন্তি, স্বধর্ম্মেণাত্মানং সংযুঞ্জন্তি, দান্তা ইন্দ্রিয়দমনকারিণঃ, উত্থানশীলিন উদ্যমবন্তশ্চ ভবন্তি, তে কিঞ্চিদপি পরসাহায্যম্, নোপজীবন্তি নাশ্রয়ন্তি ॥৩৯॥

শক্ত্যেতি। তিতিক্ষা সহিষ্ণুতা, যথার্হং যথাযোগ্যং কর্ত্তব্যেতি শেষঃ ॥৪০॥

ত্যাগাদিতি। ত্যাগাদন্যত্র ত্যাগং বিনা। প্রিয়ং পরস্য ॥৪১॥

ভারতভাবদীপঃ

সম্বন্ধঃ ॥২৩॥ লোকঃ পরলোকঃ ॥২৪—২৮॥ ন গ্লাতি ন গ্লানিং নয়তি ॥২৯—৩৪॥ অভিচারাৎ স্বৈরগতেঃ ॥৩৫॥ ভেরুণ্ডাঃ ভয়ানকাঃ ॥৩৬—৩৭॥ সুপরিণীতেন সাধুনা যে সংযুঞ্জন্তি সম্যগ্‌যোগং সেনানিবেশং কুর্ব্বন্তি, ত এব পার্থিবা অন্যে চোরা ইত্যর্থঃ ॥৩৮—৪১॥

রাজাদের অধর্ম্মেই সর্ব্বদা প্রজাদের অমঙ্গল হয়; কিন্তু আমাদের এই জনকরাজা স্বধর্ম্মনিরত সকল প্রজার উপরেই অনুগ্রহ করিতে থাকিয়া ধর্ম্ম অনুসারেই তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন ॥৩৭॥

যে সকল লোক আমার প্রশংসা করে, কিংবা যাহারা আমার নিন্দা করে, তাহাদের সকলকেই আমি সৎকর্ম্মদ্বারা সন্তুষ্ট করি ॥৩৮॥

যে সকল লোক স্বধর্ম্ম অনুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং স্বধর্ম্মেই লিপ্ত থাকে এবং ইন্দ্রিয়জয়ী ও উদ্যমশালী হয়, তাহারা পরের সাহায্য গ্রহণ করে না ॥৩৯॥

মানুষ শক্তি অনুসারে অন্নদান, সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতিই যথাযোগ্য আদর করিবে ॥৪০॥

মানুষসম্বন্ধে ত্যাগ ব্যতীত মানুষের গুণসমূহ থাকিতে পারে না। মানুষ মিথ্যা কথা পরিত্যাগ করিবে এবং অযাচিতভাবে পরের প্রিয়কার্য্য করিবে ॥৪১॥

ন চ কামান্ন সংরম্ভান্ন দ্বেষাদ্ধর্ম্মমুৎসৃজেৎ।
প্রিয়ে নাতিভৃশং হৃষ্যেদপ্রিয়ে ন চ সংজ্বরেৎ।
ন মুহ্যেদর্থকৃচ্ছ্রেষু ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ ॥৪২॥
কর্ম্ম চেৎ কিঞ্চিদন্যৎ স্যাদিতরন্ন তদাচরেৎ।
যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েত্তত্রাত্মানং নিযোজয়েৎ ॥৪৩॥
ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ।
আত্মনৈব হতঃ পাপো যঃ পাপং কর্ত্তুমিচ্ছতি ॥৪৪॥
কর্ম্ম চৈতদসাধূনাং বৃজিনানামসাধুকম্।
ন ধর্ম্মোঽস্তীতি মন্বানাঃ শুচীনবহসন্তি যে ॥৪৫॥
অশ্রদ্দধানা ধর্ম্মস্য তে নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
মহাদৃতিরিবাধ্মাতঃ পাপো ভবতি নিত্যদা ॥৪৬॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। সংরম্ভাৎ ক্রোধাৎ। সংজ্বরেৎ সন্তপ্তো ভবেৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪২॥

কর্ম্মেতি। অন্যৎ হিতবিপরীতম্, ইতরং দ্বিতীয়ম্। অভিধ্যায়েদ্‌বুধ্যেত ॥৪৩॥

নেতি। পাপে অনিষ্টকারিণি জনে, প্রতিপাপঃ প্রত্যনিষ্টকারী ॥৪৪॥

কর্ম্মেতি। যে ধর্ম্মো নাস্তীতি মন্বানাঃ, শুচীন্ ধর্ম্মাচরণেন পবিত্রান্ জনানবহসন্তি, তেষামসাধূনাং বৃজিনানাং পাপিনাম্, এতদবহাসাত্মকং কর্ম্মাপি অসাধুকমেব ॥৪৫॥

ভারতভাবদীপঃ

সংরম্ভাদ্ভয়াৎ ॥৪২॥ অন্যৎ বিপরীতং স্যাৎ ইতরত্তাদৃশং দ্বিতীয়ং কল্যাণমেবাত্মনঃ পরস্য চাভিধ্যায়েৎ জানীয়াৎ ॥৪৩॥ পাপে পাপিনি প্রতিপাপঃ প্রতিপাপী ন স্যাৎ ॥৪৪॥ বৃজিনানাং ব্যসনবতাম্ অসাধুশ্চোরাদিস্তদ্বৎ ॥৪৫॥ দৃতির্ভস্ত্রা, আধ্মাতঃ সন্নসারো-

---

ইচ্ছা, দ্বেষ ও ক্রোধবশতঃ ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না, প্রিয় বস্তু পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইবে না, অপ্রিয়সংযোগেও অত্যন্ত সন্তপ্ত হইবে না এবং অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলেও অধীর হইবে না বা ধর্ম্মত্যাগ করিবে না ॥৪২॥

দৈববশতঃ যদি কোন অহিতকর কার্য্য হইয়া থাকে, তবে পুনরায় তাহা করিবে না এবং যে কার্য্য শুভজনক বুঝিবে, তাহাতেই আত্মনিয়োগ করিবে ॥৪৩॥

অপকারীর প্রতি প্রত্যপকারী হইবে না, সর্ব্বদা সাধুই থাকিবে। কারণ, যে অপকার করিতে ইচ্ছা করে, সে নিজেই নিজের অনিষ্ট করে ॥৪৪॥

ধর্ম্ম নাই—এইরূপ মনে করিয়া যাহারা ধার্ম্মিকদিগকে উপহাস করে, সেই অসৎ পাপিষ্ঠদিগের সে উপহাসও অসৎ ॥৪৫॥

---

(৪৫)…বৃজিনানামসাধুবৎ—বা ব কা।

মূঢ়ানামবলিপ্তানামসারং ভাষিতং ভবেৎ।
দর্শয়ত্যন্তরাত্মা তং দিবা রূপমিবাংশুমান্ ॥৪৭॥
ন লোকে রাজতে মূর্খঃ কেবলাত্মপ্রশংসয়া।
অপি চেহ মৃজাহীনঃ কৃতবিদ্যঃ প্রকাশতে ॥৪৮॥
অব্রুবন্ কস্যচিন্নিন্দামাত্মপূজামবর্ণয়ন্।
ন কশ্চিদ্‌গুণসম্পন্নঃ প্রকাশো ভুবি দৃশ্যতে ॥৪৯॥
বিকর্ম্মণা তপ্যমানঃ পাপাদ্বিপরিমুচ্যতে।
ন তৎ কুর্য্যাৎ পুনরিতি দ্বিতীয়াৎ পরিমুচ্যতে ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

অশ্রদ্দধানা ইতি। তে অবহাসকারিণঃ ধর্ম্মস্যোপরি অশ্রদ্দধানা অবিশ্বাসিনঃ সন্ত এব নশ্যন্তি। অত্র সংশয়ো নাস্তি। যেন হি আত্মাতো বায়ুপূর্ণঃ, মহাদৃতিঃ বিশালচর্ম্মপুটমিব, নিত্যদা তেষামাত্মা পাপঃ পাপস্ফীতো ভবতি। "দৃতিশ্চর্ম্মপুটে মৎস্যে" ইতি মেদিনী ॥৪৬॥

মূঢ়ানামিতি। অবলিপ্তানাং গর্ব্বিতানাং মূঢ়ানাং ভাষিতমসারং ভবেৎ। যেন হি অংশুমান্ সূর্য্যঃ, দিবা দিনে রূপমিব, অন্তরাত্মৈব তং তৎস্বরূপং দর্শয়তি ॥৪৭॥

নেতি। মূর্খ উজ্জ্বলমূর্ত্তিরপীতি ভাবঃ। মৃজাহীনঃ শরীরসংস্কারশূন্যঃ ॥৪৮॥

অব্রুবন্নিতি। আত্মনঃ পূজাং গৌরবম্। প্রকাশঃ স্বয়ং প্রকাশিতস্বরূপঃ ॥৪৯॥

বীতি। বিকর্ম্মণা কৃতেন পাপকর্ম্মণা। ইতি সঙ্কল্পেতি শেষঃ ॥৫০॥

ভারতভাবদীপঃ

হপি পুষ্টো ভবেৎ ॥৪৬॥ তদ্বন্মূঢ়ানাং ভাবিতং চিন্তিতম্ অন্তরাত্মৈব তং মূঢ়ং দর্শয়তি মূঢ়স্য মৌঢ্যমেব স্বরূপজ্ঞাপকম্ ॥৪৭॥ মৃজাহীনঃ মলিনদেহঃ। শ্রিয়েতি পাঠান্তরে স্পষ্টোঽর্থঃ ॥৪৮॥ মূঢ়মতমাহ—অব্রুবন্নিতি ॥৪৯॥ পাপাৎ প্রাক্কৃতাৎ দ্বিতীয়াৎ করিষ্যমাণাৎ

তাহারা ধর্ম্মের উপরে অবিশ্বাস করিয়াই বিনষ্ট হয়, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, বায়ুপূর্ণ বিশাল চর্ম্মপুটকের ন্যায় তাহাদের আত্মা সর্ব্বদা পাপে স্ফীত হয় ॥৪৬॥

মূর্খ অথচ গর্ব্বিত লোকের বাক্য অসারই হয়। কারণ, সূর্য্য যেমন দিনে স্বরূপ প্রকাশ করেন, তেমন অন্তরাত্মাই তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয় ॥৪৭॥

উজ্জ্বলমূর্ত্তি মূর্খ কেবল আত্মপ্রশংসাদ্বারা লোকসমাজে প্রকাশ পায় না; কিন্তু কৃতবিদ্য লোক শরীরসংস্কারহীন হইয়াও প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥৪৮॥

গুণবান্ কোন লোকই কাহারও নিন্দা না করিয়া বা আত্মপ্রশংসা না করিয়া প্রকাশ পাইয়াছেন—এরূপ জগতে দেখা যায় না ॥৪৯॥

---

(৪৭)৮ 'অসারং ভাবিতং ভবেৎ—বা ব কা।

কর্ম্মণা যেন তেনেহ পাপাদ্দ্বিজবরোত্তম ! ।
এবং শ্রুতিরিয়ং ব্রহ্মন্ ! ধর্ম্মেষু প্রতিদৃশ্যতে ॥৫১॥
পাপান্যবুদ্ধেহ পুরা কৃতানি প্রাগ্ধর্ম্মশীলোঽপি বিহন্তি পশ্চাৎ ।
ধর্ম্মো রাজন্ নুদতে পুরুষাণাং যৎ কুর্ব্বতে পাপমিহ প্রমাদাৎ ॥৫২॥
পাপং কৃত্বা হি মন্যেত নাহমস্মীতি পূরুষঃ ।
তং তু দেবাঃ প্রপশ্যন্তি স্বস্যৈবান্তরপূরুষঃ ॥৫৩॥
চিকীর্ষেদেব কল্যাণং শ্রদ্দধানোঽনসূয়কঃ ।
বসনস্যেব চ্ছিদ্রাণি সাধূনাং বিবৃণোতি যঃ ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

কর্ম্মণেতি। যেন তেন বৈধেন কর্ম্মণা পাপাৎ পরিমুচ্যত ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥৫১॥

পাপানীতি। প্রাগ্ধর্ম্মশীলোঽপি জনঃ, পুরা পূর্ব্বম্, অবুদ্ধা কৃতানি পাপানি, পশ্চাদিহ প্রায়শ্চিত্তাদিনা বিহন্তি। কিঞ্চ পুরুষাঃ প্রমাদাদনবধানতাবশাৎ ইহ যৎ পাপং কুর্ব্বতে, রাজন্ তীর্থসেবাদিনা প্রকাশমানো ধর্ম্মঃ, পুরুষাণাং নুদতে তৎ পাপং দূরীকরোতি ॥৫২॥

পাপমিতি। পুরুষঃ পাপং কৃত্বা অহং পাপী নাস্মি ইতি মন্যেত চেত্তদা দেবাস্তং পাপিত্বেনৈব প্রপশ্যন্তি, স্বস্য অন্তরপুরুষঃ অন্তরাত্মা চৈব প্রপশ্যতি ॥৫৩॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৫০॥ কর্ম্মণেতি। যেন তেনেতি জপতপস্তীর্থাদ্যন্যতমেন যেন কেনচিদপি পাপাৎ পরিমুচ্যত ইত্যনুষজ্যতে। স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাদ্যেন স্যাত্তেনেদৃশ এব স্যাদিতি শ্রুতির্হি—"ধর্ম্মেষু ধর্ম্মোৎপত্তিবিষয়া জ্ঞানোৎপত্তৌ ত্বেক এব শ্রবণাদিমার্গো নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়ে"তি শ্রূয়তে ॥৫১॥ প্রাক্কৃতানীতি সম্বন্ধঃ ॥৫২—৫৩॥ চিকীর্ষেদিতি। যঃ সাধূনাং চ্ছিদ্রাণি ধনাদিহীনতয়া রিক্তানি শ্রদ্ধাদীনি যঃ বিবৃণোতি ধনাদিদানেন বিবৃণোতি বিশেষতঃ বিদ-

---

মানুষ পাপকার্য্য করিয়া অনুতপ্ত হইলে পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পুনরায় তাহা করিবে না—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া পাপ হইতে মুক্ত থাকে ॥৫০॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যে কোন বৈধ কর্ম্ম দ্বারাই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে; ধর্ম্মবিষয়ে এইরূপ শ্রুতি দেখা যায় ॥৫১॥

মানুষ প্রথমে ধার্ম্মিক হইয়াও না বুঝিয়া যদি পাপ করে, তবে তাহা পরে নষ্ট করিতে পারে; আর যাহারা অনবধানতাবশতঃ যে পাপ করে, তাহাদের ধর্ম্মকার্য্য সে পাপ দূর করিয়া থাকে ॥৫২॥

মানুষ পাপ করিয়া যদি মনে করে যে, আমি পাপী নহি, তবে তাহাকে দেবতারা পাপী বলিয়াই দেখেন এবং তাহার অন্তরাত্মাও তাহাকে পাপী বলিয়াই দেখে ॥৫৩॥

পাপঞ্চেৎ পুরুষঃ কৃত্বা কল্যাণমভিপদ্যতে।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাভ্রেণেব চন্দ্রমাঃ ॥৫৫॥
যথাদিত্যঃ সমুদ্যন্ বৈ তমঃ পূর্ব্বং ব্যপোহতি।
এবং কল্যাণমাতিষ্ঠন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৫৬॥
পাপানাং বিদ্ধ্যধিষ্ঠানং লোভমেব দ্বিজোত্তম!।
লুব্ধাঃ পাপং ব্যবস্যন্তি নরা নাতিবহুশ্রুতাঃ ॥৫৭॥
অধর্ম্মা ধর্ম্মরূপেণ তৃণৈঃ কূপা ইবাবৃতাঃ।
তেষাং দমঃ পবিত্রাণি প্রলাপা ধর্ম্মসংশ্রিতাঃ।
সর্ব্বং হি বিদ্যতে তেষু শিষ্টাচারঃ সুদুর্লভঃ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

চিকীর্ষেদিতি। যঃ, বসনস্যেব সাধূনাং ছিদ্রাণি রন্ধ্রাণি দোষাংশ্চ বিবৃণোতি, স শ্রদ্দধানঃ অনসূয়কশ্চ সন্, কল্যাণং কল্যাণজনকং প্রায়শ্চিত্তং চিকীর্ষেদেব ॥৫৪॥

পাপমিতি। কল্যাণং কল্যাণজনকং প্রায়শ্চিত্তম্। মহাভ্রেণ মহামেঘেন ॥৫৫॥

যথেতি। সমুদ্যন্ সমুদয়মানঃ। কল্যাণং প্রায়শ্চিত্তম্ ॥৫৬॥

পাপানামিতি। ব্যবস্যন্তি যত্নেন কুর্ব্বন্তি, নাতিবহুশ্রুতা অল্পজ্ঞাঃ ॥৫৭॥

অধর্ম্মা ইতি। তৃণৈঃ কূপা ইব, যেষাম্ অধর্ম্মাশ্চৌর্য্যাদয়ঃ, ধর্ম্মরূপেণ গৈরিকবসনাদিনা আবৃতাস্তিষ্ঠন্তি, তেষাং দম ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ, পবিত্রাণি তীর্থস্নানাদীনি, ধর্ম্মসংশ্রিতাঃ প্রলাপাশ্চ ইত্যাদিকং সর্ব্বং বিদ্যত এব। কিন্তু তেষু শিষ্টাচারঃ সুদুর্লভ এব ভবতি। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ধাতি ॥৫৪॥ স কল্যাণং মোক্ষোপায়ং কর্ত্তুমিচ্ছেদেব সাধুসেবনজাৎ পুণ্যান্মুমুক্ষা উদেতীত্যর্থঃ ॥৫৫॥ যথেতি। মুমুক্ষা পাপনাশপূর্ব্বিকৈবোদেতীতি ভাবঃ ॥৫৬—৫৭॥ অধর্ম্মা ইতি লুব্ধাঃ ধর্ম্মশূন্যা অপি ধর্ম্মস্য রূপমিব রূপং যস্য তেন দম্ভেন আবৃতাঃ তেষাং দম্ভিনাম্

যে লোক বস্ত্রের ছিদ্রের ন্যায় সাধুর দোষ প্রকাশ করে, সে লোক বিশ্বাসী ও অসূয়াশূন্য হইয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার ইচ্ছা করিবেই ॥৫৪॥

মানুষ পাপ করিয়া যদি প্রায়শ্চিত্ত করে, তবে চন্দ্র যেমন মহামেঘমুক্ত হন, তেমন সেও সমস্ত পাপমুক্ত হইতে পারে ॥৫৫॥

সূর্য্য উদিত হইতে থাকিয়াই যেমন পূর্ব্বে অন্ধকার নাশ করেন, তেমন মানুষ প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়াই পূর্ব্বে পাপ নষ্ট করে ॥৫৬॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনি লোভকেই পাপের অধিষ্ঠান বলিয়া মনে করুন। কারণ, অল্পজ্ঞ লুব্ধ লোকেরাই পাপ করিয়া থাকে ॥৫৭॥

(৫৮) শ্লোকাৎ পরং…'…দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স তু বিপ্রো মহাপ্রাজ্ঞো ধর্ম্মব্যাধমপৃচ্ছত।
শিষ্টাচারং কথমহং বিদ্যামিতি নরোত্তম! ॥৫৯॥
এতদিচ্ছামি ভদ্রং তে শ্রোতুং ধর্ম্মভৃতাং বর!।
ত্বত্তো মহামতে! ব্যাধ! তদ্‌ব্রবীহি যথাতথম্ ॥৬০॥

ব্যাধ উবাচ।

যজ্ঞো দানং তপো বেদাঃ সত্যঞ্চ দ্বিজসত্তম!।
পঞ্চৈতানি পবিত্রাণি শিষ্টাচারেষু নিত্যদা ॥৬১॥
কামক্রোধৌ বশে কৃত্বা দম্ভং লোভমনার্জ্জবম্।
ধর্ম্মমেত্যেব সন্তুষ্টাস্তে শিষ্টাঃ শিষ্টসম্মতাঃ ॥৬২॥
ন তেষাং বিদ্যতে বৃত্তং যজ্ঞস্বাধ্যায়শীলিনাম্।
আচারপালনঞ্চৈব দ্বিতীয়ং শিষ্টলক্ষণম্ ॥৬৩॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। বিদ্যাং জানীয়াম। নরোত্তমেতি যুধিষ্ঠিরসম্বোধনম্ ॥৫৯॥
এতদিতি। তে তব ভদ্রং মঙ্গলমস্তু। ত্বত্তস্তব সকাশাৎ ॥৬০॥
যজ্ঞ ইতি। তপো বৈধক্লেশকরণম্, বেদা বেদপাঠঃ, সত্যং সত্যব্যবহারঃ ॥৬১॥
কামেতি। বশে কৃত্বা বিজিত্য। অনার্জ্জবং কৌটিল্যম্। ধর্ম্মং করোমীত্যেব ॥৬২॥

ভারতভাবদীপঃ

অতএব দম্ভিনাং সাধূনাঞ্চ বিশেষানবগমাৎ তেষু দম্ভিষু শিষ্টাচারঃ সুদুর্লভঃ দুর্ব্বোধ ইত্যর্থঃ ॥৫৮—৬০॥ শিষ্টাচারমাহ যজ্ঞ ইতি ॥৬১॥ শিষ্টলক্ষণমাহ—কামেতি ॥৬২॥ বৃত্তং বৃত্তং

তৃণদ্বারা কূপ যেমন আবৃত থাকে, সেইরূপ ধার্ম্মিকবেশদ্বারা যাহাদের পাপ আবৃত থাকে, তাহাদের ইন্দ্রিয়দমন, পবিত্র কার্য্য এবং ধর্ম্মসম্বন্ধ আলাপপ্রভৃতি ধার্ম্মিকের লক্ষণ সমস্তই থাকে; কিন্তু তাহাদের শিষ্টাচার অতিদুর্লভ হয়" ॥৫৮॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! মহাপ্রাজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণ (কৌশিক) ধর্ম্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কি প্রকারে শিষ্টাচার জানিব? ॥৫৯॥

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মহামতি ব্যাধ! আপনার মঙ্গল হউক; আমি আপনার নিকট হইতে এই শিষ্টাচারই শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি যথাযথভাবে তাহাই বলুন" ॥৬০॥

ধর্ম্মব্যাধ বলিলেন—"ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদপাঠ ও সত্যব্যবহার—এই পাঁচটী পবিত্র কার্য্য সর্ব্বদাই শিষ্টাচারের মধ্যে গণ্য হয় ॥৬১॥

যাঁহারা—কাম, ক্রোধ, কপটতা, লোভ ও কুটিলতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্ম লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহারাই শিষ্টসম্মত শিষ্ট ॥৬২॥

গুরুশুশ্রূষণং সত্যমক্রোধো দানমেব চ।
এতচ্চতুষ্টয়ং ব্রহ্মন্! শিষ্টাচারেষু নিত্যদা ॥৬৪॥
শিষ্টাচারে মনঃ কৃত্বা প্রতিষ্ঠাপ্য চ সর্ব্বশঃ।
যাময়ং লভতে বৃত্তিং সা ন শক্যা হ্যতোঽন্যথা ॥৬৫॥
বেদস্যোপনিষৎ সত্যং সত্যস্যোপনিষদ্দমঃ।
দমস্যোপনিষত্ত্যাগঃ শিষ্টাচারেষু নিত্যদা ॥৬৬॥
যে তু ধর্ম্মানসূয়ন্তে বুদ্ধিমোহান্বিতা নরাঃ।
অপথা গচ্ছতাং তেষামনুযাতাপি পীড্যতে ॥৬৭॥
যে তু শিষ্টাঃ সুনিয়তাঃ শ্রুতিত্যাগপরায়ণাঃ।
ধর্ম্ম্যং পন্থানমারূঢ়াঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥৬৮॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। বৃত্তং নূতন আচারঃ। আচারস্য চিরন্তনস্য পালনম্ ॥৬৩॥
গুর্ব্বিতি। তৃতীয়শিষ্টলক্ষণে এতচ্চতুষ্টয়মিত্যাশয়ঃ ॥৬৪॥
শিষ্টেতি। মনঃ তৎসঙ্কল্পম্। বৃত্তিং যশঃপ্রতিপত্তিম্। ন শক্যা লব্ধুম্ ॥৬৫॥
বেদস্যেতি। অত্রোপনিষৎপদেন সারো লক্ষ্যতে। নিত্যদা প্রতিষ্ঠিত ইতি শেষঃ ॥৬৬॥
য ইতি। অপথা কুমার্গেণ। অনুযাতা অনুগন্তাপি পীড্যতে দুঃখৈঃ ॥৬৭॥

ভারতভাবদীপঃ

স্বেচ্ছোপাত্তমিতি যাবৎ। "বৃত্তোঽধীতেঽপ্যতীতেঽতিবর্ত্তুলেঽপি মৃতে বৃতে" ইতি মেদিনী ॥৬৩—৬৪॥ অতোঽন্যথা গুরুশুশ্রূষণাদ্যভাবে ॥৬৫॥ বেদস্যেতি। উপনিষদ্রহস্যং সত্যং ব্রহ্ম তদজ্ঞানে বেদো নিষ্ফল ইত্যর্থঃ। এবং দমাভাবে সত্যং নাস্তি ত্যাগাভাবে দমোঽপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥৬৬॥ অপথা অপমার্গেণ অনুযাতা অনুগন্তা ॥৬৭॥ শ্রুতিশ্চ ত্যাগশ্চ

সেই যজ্ঞ ও স্বাধ্যায়শীল ব্যক্তিগণের নূতন কোন আচার থাকে না, প্রাচীন আচার পালন করাই দ্বিতীয় শিষ্টলক্ষণ ॥৬৩॥

ব্রাহ্মণ! গুরুশুশ্রূষা, সত্যব্যবহার, ক্রোধপরিত্যাগ এবং দান—এই চারিটী কার্য্য সর্ব্বদাই শিষ্টাচারে প্রয়োজনীয় ॥৬৪॥

মানুষ শিষ্টাচারে মনকে প্রবৃত্ত ও সংস্থাপিত করিয়া সর্ব্বপ্রকারে যে যশ লাভ করে, তাহা অন্যপ্রকারে লাভ করিতে পারে না ॥৬৫॥

বেদের সার—সত্য, সত্যের সার—ইন্দ্রিয়দমন এবং ইন্দ্রিয়দমনের সার—ত্যাগ; এই তিনটীই সর্ব্বদা শিষ্টাচারে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥৬৬॥

বুদ্ধিমোহযুক্ত যে সকল লোক ধর্ম্মের দোষ আবিষ্কার করে, তাহারা কুপথে গমন করে; সুতরাং তাহাদের অনুগামী লোকও দুঃখে পীড়িত হয় ॥৬৭॥

(৬৮)...ধর্ম্মপন্থানমারূঢ়াঃ—বা ব কা নি।

নিয়চ্ছন্তি পরাং বুদ্ধিং শিষ্টাচারান্বিতা জনাঃ।
উপাধ্যায়মতে যুক্তাঃ স্থিত্যা ধর্ম্মার্থদর্শিনঃ ॥৬৯॥ (যুগ্মকম্)
নাস্তিকান্ ভিন্নমর্য্যাদান্ ক্রূরান্ পাপমতৌ স্থিতান্।
ত্যজ তান্ জ্ঞানমাশ্রিত্য ধার্ম্মিকানুপসেব্য চ ॥৭০॥
কামলোভগ্রহাকীর্ণাং পঞ্চেন্দ্রিয়জলাং নদীম্।
নাবং ধৃতিময়ীং কৃত্বা জন্মদুর্গাণি সন্তর ॥৭১॥
ক্রমেণ সঞ্চিতো ধর্ম্মো বুদ্ধিযোগময়ো মহান্।
শিষ্টাচারে ভবেৎ সাধু রাগঃ শুক্লে ব বাসসি ॥৭২॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। সুনিয়তাঃ সুষ্ঠু বেদোক্তনিয়মবন্তঃ, শ্রুতিশ্চ ত্যাগশ্চ তৌ পরম্ অয়নম্ আশ্রয়ো যেষাং তে। উপাধ্যায়স্য গুরোর্মতে স্থিত্যা যুক্তাঃ সমাহিতাঃ, ধর্ম্মার্থদর্শিনশ্চ ভবন্তি, তে শিষ্টাচারান্বিতা জনাঃ, পরাং মুক্তিবিষয়ামপি বুদ্ধিম্, নিয়চ্ছন্তি নিরুন্ধন্তি নির্বীজসমাধিভাজো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥৬৮—৬৯॥

উপদিশতি নাস্তিকানিতি। ভিন্নমর্য্যাদান্ ত্যক্তধর্ম্মপথস্থিতান্ ॥৭০॥

কামেতি। ধৃতিময়ীং যোগরূপাম্, নাবং তরিং কৃত্বা, কামলোভাবেব গ্রহৌ গ্রাহো হন্তৃত্বাজ্জলজন্তু তাভ্যামাকীর্ণাং ব্যাপ্তাম্, কর্ণাদীনি পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণ্যেব গ্রহসঞ্চরণস্থলত্বাজ্জলানি যস্যাং তাম্, নদীং দেহরূপামিত্যর্থঃ অতীত্যেতি শেষঃ, জন্মান্যেব দুর্নাশত্বাদ্দুর্গাণি, সন্তর উত্তর। "ধৃতির্যোগান্তরে ধৈর্য্যে ধারণাধ্বরতুষ্টিষু" ইতি বিশ্বঃ ॥৭১॥

ক্রমেণেতি। অত্র ইবার্থে ব ইতি নিপাতঃ। তথা চ শুক্লে বাসসি রাগো ব রক্তিমেব শিষ্টাচারে, ক্রমেণ সঞ্চিতঃ বুদ্ধিযোগময়ো জ্ঞানযোগরূপো মহান্ ধর্ম্মঃ, সাধুঃ শোভনো ভবেৎ, উৎকর্ষাধায়কত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৭২॥

আর, যে সকল শিষ্ট লোক বেদবিহিতনিয়মশালী, বেদের আলোচনায় ও ত্যাগে নিরত, ধর্ম্মসঙ্গতপথে আরূঢ়, সত্য-ধর্ম্মপরায়ণ, গুরুর মতে থাকিয়া যোগাভ্যাসী এবং ধর্ম্মার্থদর্শী—সেই সকল শিষ্টাচারান্বিত লোক পরম বুদ্ধিকেও নিরুদ্ধ করেন (অর্থাৎ নির্বীজ সমাধি লাভ করেন) ॥৬৮—৬৯॥

আপনি জ্ঞান অবলম্বন ও ধার্ম্মিকসেবা করিয়া মর্য্যাদাভ্রষ্ট, ক্রূরচিত্ত এবং পাপবুদ্ধিসম্পন্ন নাস্তিকদিগকে পরিত্যাগ করুন ॥৭০॥

আর, আপনি যোগরূপ নৌকা অবলম্বন করিয়া—কাম ও ক্রোধরূপ জলজন্তুপূর্ণ এবং পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ-জলশালী দেহরূপ নদী অতিক্রম করিয়া জন্মরূপ দুর্গ উত্তীর্ণ হউন ॥৭১॥

শুভ্র বস্ত্রে রক্তিমা যেমন মনোহর হয়, তেমন শিষ্টাচারে ক্রমসঞ্চিত বুদ্ধিযোগরূপ গুরুতর ধর্ম্ম মনোহর হইয়া থাকে ॥৭২॥

অহিংসা সত্যবচনং সর্ব্বভূতহিতং পরম্।
অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
সত্যে কৃত্বা প্রতিষ্ঠাস্তু প্রবর্ত্তন্তে প্রবৃত্তয়ঃ ॥৭৩॥
সত্যমেব গরীয়স্তু শিষ্টাচারনিষেবিতম্।
আচারশ্চ সতাং ধর্ম্মঃ সন্তশ্চাচারলক্ষণাঃ ॥৭৪॥
যো যথাপ্রকৃতির্জন্তুঃ স স্বাং প্রকৃতিমশ্নুতে।
পাপাত্মা ক্রোধকামাদীন্ দোষানাপ্নোত্যনাত্মবান্ ॥৭৫॥
আরম্ভো ন্যায়যুক্তো যঃ স হি ধর্ম্ম ইতি স্মৃতঃ।
অনাচারস্ত্বধর্ম্মেতি এতচ্ছিষ্টানুশাসনম্ ॥৭৬॥

ভারতকৌমুদী

অহিংসেতি। প্রতিষ্ঠাং নির্ভরম্। প্রবৃত্তয়ঃ সতামিত্যর্থঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭৩॥
সত্যমিতি। শিষ্টৈঃ স্বাচারে নিষেবিতম্। আচারলক্ষণা আচারেণৈব নিরূপণীয়াঃ ॥৭৪॥
য ইতি। অশ্নুতে সর্ব্বকর্ম্মকালে অনুসরতি। অনাত্মবান্ অসংযতচিত্তঃ ॥৭৫॥
আরম্ভ ইতি। আরম্ভ আচারঃ। শিষ্টানামনুশাসনমুপদেশঃ ॥৭৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তে দ্বে পরম্ অয়নং স্থানং যেষাং তে শ্রুতিত্যাগপরায়ণাঃ ॥৬৮॥ পরাং বুদ্ধিম্, আত্মাকারাং বৃত্তিমপি নিযচ্ছন্তি নিগৃহ্নন্তি পরবৈরাগ্যবন্ত ইত্যর্থঃ ॥৬৯—৭১॥ শিষ্টাচারবতি শুক্লপটোপমে যোগধর্ম্মঃ রাগ ইব সাধুর্ভবেৎ। শুক্লেব বেতি ইবার্থে। "ববাযথাতথৈবৈবম্" ইত্যমরঃ ॥৭২॥ অহিংসাং সত্যঞ্চ স্তৌতি—অহিংসেতি। প্রতিষ্ঠাং স্থৈর্য্যম্ ॥৭৩—৭৪॥ যো যথেত্যর্দ্ধং ব্যাচষ্টে পাপাত্মেত্যাদিনা। অনাত্মবান্ অজিতচিত্তঃ ॥৭৫—৭৬॥ অহঙ্কারে

অহিংসা ও সত্যবাক্য—এই দুইটীই সকল প্রাণীর পরম হিতকর; তাহার মধ্যে অহিংসা—পরম ধর্ম্ম; তাহা আবার সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। আর সত্যের উপরে নির্ভর করিয়াই সাধুলোকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ॥৭৩॥

শিষ্টেরা আপন আপন আচারে সত্যকেই প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া থাকেন; আর সদাচারই সজ্জনের ধর্ম্ম; সুতরাং সদাচারদ্বারাই সজ্জনের নিরূপণ হয় ॥৭৪॥

যে প্রাণীর যেমন স্বভাব, সেই প্রাণী কার্য্যকালে তেমন স্বভাবেরই অনুসরণ করে। যেমন পাপাত্মা ও অসংযতচিত্ত লোক কামক্রোধাদিদোষ পাইয়া থাকে ॥৭৫॥

যে আচার ন্যায়সঙ্গত, তাহাই ধর্ম্ম; আবার যে আচার ন্যায়সঙ্গত নহে, তাহাই অধর্ম্ম; ইহাই শিষ্টদিগের উপদেশ ॥৭৬॥

অক্রুধ্যন্তোঽনসূয়ন্তো নিরহঙ্কারমৎসরাঃ।
ঋজবঃ শমসম্পন্নাঃ শিষ্টাচারা ভবন্তি তে ॥৭৭॥
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধাঃ শুচয়ো বৃত্তবন্তো মনস্বিনঃ।
গুরুশুশ্রূষবো দান্তাঃ শিষ্টাচারা ভবন্ত্যত ॥ ৮॥
তেষামহীনসত্ত্বানাং দুষ্করাচারকর্ম্মণাম্।
স্বৈং কর্ম্মভিঃ সৎকৃতানাং ঘোরত্বং সম্প্রণশ্যতি ॥৭৯॥
তং সদাচারমাস্থায় পুরাণং শাশ্বতং ধ্রুবম্।
ধর্ম্মং ধর্ম্মেণ পশ্যন্তং স্বর্গং যান্তি মনীষিণঃ ॥৮০॥

ভারতকৌমুদী

অক্রুধ্যন্ত ইতি। "মৎসরোঽন্যশুভদ্বেষে" ইত্যমরঃ। ঋজবঃ সরলাঃ ॥৭৭॥
ত্রৈবিদ্যেতি। ত্রৈবিদ্যে ঋগ্‌যজুঃসামবেদবিদ্যাসু বৃদ্ধা উপচিতজ্ঞানাঃ ॥৭৮॥
তেষামিতি। অহীনসত্ত্বানাম্ অনল্পাধ্যবসায়ানাম্। ঘোরত্বং হিংসা ॥৭৯॥
তমিতি। মনীষিণঃ তং সদাচারম্, আস্থায় অবলম্ব্য, ধর্ম্মেণ ধর্ম্মদৃষ্ট্যা, ধর্ম্মম্, পুরাণং প্রাচীনম্, শাশ্বতম্ অবিচ্ছিন্নম্, ধ্রুবম্ অবশ্যকর্ত্তব্যম্, পশ্যন্তঃ. অতএবানুতিষ্ঠন্ত ইত্যাশয়ঃ, তদ্বলেন স্বর্গং যান্তি ॥৮০॥

ভারতভাবদীপঃ

দর্পঃ, মৎসরঃ পরদোষাসহিষ্ণুত্বং তদ্বর্জ্জিতাঃ। শিষ্টং গুরুশাস্ত্রোক্তম্, আচরন্তঃ শিষ্টাচারাঃ ॥৭৭॥ ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধাঃ তিস্রো বিদ্যা ঋগ্‌যজুঃসামাত্মিকা যত্র স ত্রিবিদ্যো যজ্ঞস্তত্র সাধবস্ত্রৈবিদ্যা যাজ্ঞিকাঃ বৃত্তং শীলং তদ্বন্তঃ মনস্বিনঃ জিতচিত্তাঃ ॥৭৮॥ দুষ্করাচারকর্ম্মণাম্ অন্যৈর্দ্দুষ্করঃ আচারঃ শীলং কর্ম্ম যজ্ঞাদি যেষাং তেষাং ঘোরত্বং হিংসাদিদোষবত্ত্বম্ ॥৭৯॥

যাঁহারা—ক্রোধ, অসূয়া, অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করেন এবং সরল ও শমগুণশালী হন, তাঁহারাই শিষ্টাচারী বলিয়া গণ্য হন ॥৭৭॥

এবং যাঁহারা তিনটী বেদেই বিশেষ বিদ্বান্, পবিত্র, সচ্চরিত্র, প্রশস্তচিত্ত, গুরুশুশ্রূষাকারী ও ইন্দ্রিয়জয়ী, তাঁহারাও শিষ্টাচারী বলিয়া গণ্য হন ॥৭৮॥

যাঁহাদের অধ্যবসায় গুরুতর এবং আচার ও কর্ম্ম অন্যের পক্ষে দুষ্কর; আর যাঁহারা আপন কর্ম্মদ্বারাই লোকমধ্যে আদৃত, তাঁহাদের হিংসাপ্রবৃত্তি আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায় ॥৭৯॥

বুদ্ধিমান্ লোকেরা সেই সদাচার অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মদৃষ্টিতে ধর্ম্মকে প্রাচীন, অবিচ্ছিন্ন ও অবশ্য কর্ত্তব্য দেখিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে থাকিয়া স্বর্গে গমন করেন ॥৮০॥

(৮০) তং সদাচারমাশ্চর্য্যম্—বা ব কা নি।

আস্তিকা মানহীনাশ্চ দ্বিজাতিজনপূজকাঃ।
শ্রুতবৃত্তোপসম্পন্নাস্তে সন্তঃ স্বর্গবাসিনঃ ॥৮১॥
বেদোক্তঃ পরমো ধর্ম্মো ধর্ম্মশাস্ত্রেষু চাপরঃ।
শিষ্টাচারশ্চ শিষ্টানাং ত্রিবিধং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥৮২॥
ধারণঞ্চাপি বিদ্যানাং তীর্থানামবগাহনম্।
ক্ষমাসত্যার্জ্জবং শৌচং সতামাচারদর্শনম্ ॥৮৩॥
সর্ব্বভূতদয়াবন্তো হ্যহিংসানিরতাঃ সদা।
পরুষঞ্চ ন ভাষন্তে সদা সন্তো দ্বিজপ্রিয়াঃ ॥৮৪॥
শুভানামশুভানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলসিদ্ধয়ে।
বিপাকমভিজানন্তি তে শিষ্টাঃ শিষ্টসম্মতাঃ ॥৮৫॥

ভারতকৌমুদী

আস্তিকা ইতি। মানহীনা অহঙ্কারশূন্যাঃ। শ্রুতং শাস্ত্রজ্ঞানম্, বৃত্তং সচ্চরিত্রম্ ॥৮১॥

বেদেতি। বেদোক্তো দর্শযাগাদিঃ, ধর্ম্মশাস্ত্রেষু জন্মাষ্টম্যুপবাসাদিঃ, শিষ্টাচারো হোলাকাদিঃ। স্মৃতাবপ্যুক্তম্—"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতম্" ॥৮২॥

ধারণমিতি। আচারদর্শনম্ আচারদর্শনেন তৎপালনম্। এতান্যপি ধর্ম্মলক্ষণানি ॥৮৩॥

সর্ব্বেতি। পরুষং নিষ্ঠুরম্। ঈদৃশাঃ সন্তোঽপি শিষ্টা ইত্যাশয়ঃ ॥৮৪॥

ভারতভাবদীপঃ

আশ্চর্য্যমসতাং দুরনুষ্ঠেয়ত্বাৎ সদাচারং সদ্ভিরাচীর্ণং পুরাণমনাদি, শাশ্বতম্ অনবচ্ছিন্নম্ ধ্রুবং নিত্যম্ অত্যাজ্যমিত্যর্থঃ ॥৮০-৮১॥ বেদোক্তোঽগ্নিহোত্রাদিঃ, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তঃ অষ্টকাশ্রাদ্ধাদিঃ, শিষ্টাচারঃ হোলকাদিঃ শিষ্টানাং তুষ্টিরিতি শেষঃ। তদুক্তমভিযুক্তৈঃ—"সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণস্য বৃত্তয়ঃ" ইতি। অস্যাপি শিষ্টাচারে এবান্তর্ভাবাৎ ত্রিবিধমিত্যুক্তম্, পারণং সমাপনম্ ॥৮২—৮৪॥ বিপাকং ক্রমেণ পুণ্যপাপয়োঃ ক্ষয়ং তেন পুণ্যহ্রাসহেতুঃ সুখং নেষ্টব্যং পাপহ্রাসহেতুর্দুঃখং সোঢ়ব্যমিতি ভাবঃ ॥৮৫॥ ন্যায়ো যুক্তিঃ

যাঁহারা আস্তিক, অহঙ্কারশূন্য, দ্বিজাতিগণের সম্মানকারী এবং শাস্ত্রজ্ঞান ও সচ্চরিত্রসম্পন্ন, সেই সাধু লোকেরাই স্বর্গবাসী হন ॥৮১॥

বেদোক্ত, স্মৃত্যুক্ত ও শিষ্টাচারপ্রাপ্ত এই ত্রিবিধ ধর্ম্ম; সুতরাং শিষ্টলোকের পক্ষে বেদপ্রভৃতি ত্রিবিধ প্রমাণই ধর্ম্মের নিয়ামক ॥৮২॥

বিদ্যাধারণ, তীর্থস্নান, ক্ষমা, সত্য, সরলতা, পবিত্রতা এবং সজ্জনের আচার দেখিয়া তাহার অনুষ্ঠান – এইগুলিও ধর্ম্মের লক্ষণ ॥৮৩॥

সাধুলোকেরা সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতে দয়া করেন, অহিংসায় নিরত থাকেন, কাহাকেও নিষ্ঠুর কথা বলেন না এবং ব্রাহ্মণপ্রিয় হন ॥৮৪॥

---

(৮১)...সন্তঃ স্বর্গনিবাসিনঃ—বা ব কা। (৮৩) পারণঞ্চাপি বিদ্যানাম্—বা ব কা নি।

ন্যায়োপেতা গুণোপেতাঃ সর্ব্বলোকহিতৈষিণঃ।
সন্তঃ স্বর্গজিতঃ শুক্লাঃ সন্নিবিষ্টাশ্চ সৎপথে ॥৮৬॥
দাতারঃ সংবিভক্তারো দীনানুগ্রহকারিণঃ।
সর্ব্বপূজ্যাঃ শ্রুতধানাস্তথৈব চ তপস্বিনঃ ॥৮৭॥
সর্ব্বভূতদয়াবন্তস্তে শিষ্টাঃ শিষ্টসম্মতাঃ।
দাননিষ্ঠাঃ সুখাল্লোকানাপ্নুবন্তীহ চ শ্রিয়ম্ ॥৮৮॥ (বিশেষকম্)
পীড়য়া চ কলত্রস্য ভৃত্যানাঞ্চ সমাহিতাঃ।
অতিশক্ত্যা প্রয়চ্ছন্তি সন্তঃ সদ্ভিঃ সমাগতাঃ ॥৮৯॥
লোকযাত্রাঞ্চ পশ্যন্তো ধর্ম্মমাত্মহিতানি চ।
এবং সন্তো বর্ত্তমানাস্ত্বেধন্তে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥৯০॥
অহিংসা সত্যবচনমানৃশংস্যমথার্জ্জবম্।
অদ্রোহো নাভিমানশ্চ হ্রীস্তিতিক্ষা দমঃ শমঃ ॥৯১॥

ভারতকৌমুদী

শুভানামিতি। বিপাকং পরিণামং সুখং দুঃখঞ্চ ॥৮৫॥

ন্যায়েতি। ন্যায় ঔচিত্যম্, গুণা দয়াদয়ঃ। শুক্লা নির্ম্মলান্তঃকরণাঃ। সংবিভক্তারঃ সম্যগ্-বিভজ্য পরিজনেষু খাদ্যাদিসমর্পয়িতারঃ। শ্রুতং শাস্ত্রজ্ঞানমেব ধনং যেষাং তে। সুখান্ সুখ-জনকান্, লোকান্ স্বর্গান্, ইহ লোকে চ ॥৮৬—৮৮॥

পীড়য়েতি। সদ্ভিঃ প্রার্থিভিঃ সমাগতাঃ সম্মিলিতাঃ সন্তো জনাঃ, সমাহিতা একাগ্রচিত্তাঃ সন্তঃ, কলত্রস্য ভৃত্যানাঞ্চ পীড়য়া পীড়াঙ্গীকারেণাপি অতিশক্ত্যা প্রয়চ্ছন্তি ॥৮৯॥

লোকেতি। এধন্তে বর্দ্ধন্তে, শাশ্বতীঃ সমা বহূন্ বৎসরানিত্যর্থঃ ॥৯০॥

অহিংসেতি। আনৃশংস্যম্ অনিষ্ঠুরতা, আর্জ্জবং সারল্যম্। হ্রীর্লজ্জা, তিতিক্ষা

যাঁহারা ফললাভের জন্য শুভ ও অশুভ কর্ম্মের পরিণাম জানেন, তাঁহারাই শিষ্টসম্মত শিষ্ট ॥৮৫॥

আর, যাঁহারা ন্যায়বান্, গুণবান, সর্ব্বলোকহিতৈষী, সৎপ্রকৃতি, স্বর্গজয়ী, নির্ম্মলচিত্ত, সৎপথগামী, দাতা, পরিজনপালক, দরিদ্রের প্রতি অনুগ্রহকারী, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, তপস্বী এবং সর্ব্বভূতের প্রতি দয়ালু, সর্ব্বজনমান্য শিষ্টসম্মত সেই সকল দাতা শিষ্টগণ ইহলোকে সমৃদ্ধি এবং পরলোকে স্বর্গ লাভ করেন ॥৮৬—৮৮॥

সাধুলোক প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে, সজ্জনেরা মনোযোগী হইয়া ভৃত্য-কলত্রাদির কষ্ট অঙ্গীকার করিয়াও শক্তির অধিক দান করিয়া থাকেন ॥৮৯॥

সংসারযাত্রা, ধর্ম্ম এবং নিজের হিত দেখিতে থাকিয়া এবং এই নিয়মে চলিতে থাকিয়া সজ্জনেরা বহুকাল পর্য্যন্ত সমৃদ্ধ থাকেন ॥৯০॥

ধীমন্তো ধৃতিমন্তশ্চ ভূতানামনুকম্পকাঃ।
অকামদ্বেষসংযুক্তাস্তে সন্তো লোকসাক্ষিণঃ ॥৯২॥ (যুগ্মকম্)
ত্রীণ্যেব তু পদান্যাহুঃ সতাং ব্রতমনুত্তমম্।
ন চৈব দ্রুহ্যেদ্দদ্যাচ্চ সত্যঞ্চৈব সদা বদেৎ ॥৯৩॥
সর্ব্বত্র চ দয়াবন্তঃ সন্তঃ করুণবেদিনঃ।
গচ্ছন্তীহ সুসন্তুষ্টা ধর্ম্মপন্থানমুত্তমম্।
শিষ্টাচারা মহাত্মানো যেষাং ধর্ম্মঃ সুনিশ্চিতঃ ॥৯৪॥
অনসূয়া ক্ষমা শান্তিঃ সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা।
কামক্রোধপরিত্যাগঃ শিষ্টাচারনিষেবণম্ ॥৯৫॥

ভারতকৌমুদী

সহিষ্ণুতা, দমো বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ, শমঃ অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। এভির্গুণৈর্যুক্তা ইত্যর্থঃ। ধৃতিমন্তো ধৈর্য্যশালিনঃ। লোকসাক্ষিণঃ সজ্জননিয়মদ্রষ্টারঃ ॥৯১—৯২॥

ত্রীণীতি। মুনয়ঃ ত্রীণ্যেব পদানি বস্তূনি, অনুত্তমং সতাং ব্রতমাহুঃ ॥৯৩॥

সর্ব্বত্রেতি। করুণং পরস্য করুণরসং শোকমিত্যর্থঃ বিদন্তীতি তে। যেষাং ধর্ম্মঃ সুনিশ্চিতো ধ্রুবো ভবতি, সর্ব্বত্র দয়াদ্যাচরণাদিতি ভাবঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৯৪॥

অনসূয়েতি। এতৎ সর্ব্বং শিষ্টাচারস্য নিষেবণং পালনম্ ॥৯৫॥

ভারতভাবদীপঃ

গুণাঃ শমাদয়স্তদুপেতাঃ, শুক্লাঃ হিংসাশূন্যধর্ম্মবন্তঃ, সৎপথে ব্রহ্মমার্গে ॥৮৬॥ সংবিভক্তারঃ কুটুম্বেষু, শ্রুতধনাঃ বিদ্যাধনাঃ ॥৮৭—৮৯॥ এধন্তে বর্দ্ধন্তে ॥৯০॥ নাভিমানঃ নিরভিমানঃ ॥৯১—৯২॥ সতাং পদং পদনীয়ং প্রার্থনীয়ম্ ॥৯৩॥ করুণাঃ করুণাবন্তশ্চ তে বেদনশীলাশ্চ

অহিংসা, সত্যবাক্য, অনিষ্ঠুরতা, সরলতা, অদ্রোহ, অনভিমান, লজ্জা, সহিষ্ণুতা এবং বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়দমন, যাঁহারা এই সকল গুণসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান্, ধৈর্য্যশালী, প্রাণিগণের প্রতি দয়ালু ও কাম-দ্বেষ-শূন্য, সেই সকল সাধুরাই প্রকৃত সাধুর নিয়মদর্শী ॥৯১—৯২॥

মুনিরা এই তিনটী ব্যাপারকেই সজ্জনের প্রধান ব্রত বলিয়া উল্লেখ করেন। যথা—কাহারও প্রতি দ্রোহ না করা, দয়া করা এবং সর্ব্বদা সত্য বলা ॥৯৩॥

যাঁহাদের আচরণে অবশ্যই ধর্ম্ম হইয়া থাকে, সেই সকল শিষ্টাচারী মহাত্মারা সর্ব্বভূতে দয়ালু, সচ্চরিত্র, পরদুঃখাভিজ্ঞ এবং অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকিয়া উত্তম ধর্ম্মপথে চলিয়া থাকেন ॥৯৪॥

অনসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা এবং কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ—এইগুলি করাকেই শিষ্টাচার রক্ষা করা বলে ॥৯৫॥

---

(৯৩) ত্রীণ্যেব তু সতামাহুঃ সন্তঃ পদমনুত্তমম্—বা ব কা।

কর্ম্ম চ শ্রুতসম্পন্নং সতাং মার্গমনুত্তমম্ ।
শিষ্টাচারং নিষেবন্তে নিত্যং ধর্ম্মমনুব্রতাঃ ॥৯৬॥
প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহ্য মুচ্যন্তে মহতো ভয়াৎ !
প্রেক্ষন্তো লোকবৃত্তানি বিবিধানি দ্বিজোত্তম ! ।
অতিপুণ্যানি পাপানি তানি দ্বিজবরোত্তম ! ॥৯৭॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যথাপ্রজ্ঞং যথাশ্রুতম্ ।
শিষ্টাচারগুণং ব্রহ্মন্ ! পুরস্কৃত্য দ্বিজর্ষভ ! ॥৯৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয় সমাস্যায়াং দ্বিজব্যাধসংবাদে পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

কর্ম্মেতি। ধর্ম্মম্ অনুব্রতা অনুসরন্তো জনাঃ, শ্রুতসম্পন্নং শাস্ত্রজ্ঞানপ্রযুক্তং যাগাদিকং কর্ম্ম চ, অনুত্তমং সর্ব্বোৎকৃষ্টং সতাং মার্গং তদনুসরণঞ্চেত্যর্থঃ, তদুভয়রূপং শিষ্টাচারং নিত্যং নিষেবন্তে ॥৯৬॥

প্রজ্ঞেতি। প্রজ্ঞা তাত্ত্বিকবুদ্ধিরেব প্রাসাদস্তং তচ্ছিখরমারুহ্য। লোকানাং বৃত্তানি চরিত্রাণি। পুণ্যমতিক্রান্তানীতি অতিপুণ্যানি। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৯৭॥

এতদিতি। শিষ্টাচারস্য গুণমুৎকর্ষম্, পুরস্কৃত্য আরভ্যেত্যর্থঃ ॥৯৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

মত্বর্থীয়োঽচ্ ॥৯৪—৯৫॥ কর্ম্ম চ কর্ম্মৈব কর্ম্মণেতি গৌড়পাঠে কর্ম্মণা শ্রুতেন চ সম্পন্নমিত্যর্থঃ ॥৯৬॥ প্রজ্ঞা ঋতম্ভরাখ্যা বস্তুযাথাত্ম্যবিষয়ং জ্ঞানং তদেব উচ্চত্বাৎ প্রাসাদং ভয়াৎ সংসারাৎ লোকানাং বৃত্তানি অতীতানাগতাদীনি ॥৯৭—৯৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৫॥

শাস্ত্রজ্ঞান অনুসারে কার্য্য করা এবং সর্ব্বোত্তম সৎপথে চলা, এতদুভয়রূপ শিষ্টাচারের সেবাই ধার্ম্মিক লোকেরা সর্ব্বদা করিয়া থাকেন ॥৯৬॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! জ্ঞানীরা তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রাসাদের উপরে আরোহণ করিয়া নানাবিধ লোকচরিত্র দেখিতে থাকিয়া সাংসারিক মহাভয় হইতে মুক্ত হন। সে লোকচরিত্রগুলি পুণ্য অতিক্রম করিয়া পাপময়ই হইয়া থাকে ॥৯৭॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! শিষ্টাচারের গুণ হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান অনুসারে এই আমি আপনার নিকট সমস্ত বলিলাম" ॥৯৮॥

* '...দ্ব্যধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...ষড়ধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...সপ্তাধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...একাদশাধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

ষট্সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স তু বিপ্রমথোবাচ ধর্ম্মব্যাধো যুধিষ্ঠির!।
যদহমাচরে কর্ম্ম ঘোরমেতদসংশয়ম্ ॥১॥
বিধিস্তু বলবান্ ব্রহ্মন্! দুস্তরং হি পুরাকৃতম্।
পুরাকৃতস্য পাপস্য কর্ম্মদোষো ভবত্যয়ম্ ॥২॥
দোষস্যৈতস্য বৈ ব্রহ্মন্! বিঘাতে যত্নবানহম্।
বিধিনা হি হতে ব্রহ্মন্! নিমিত্তং ঘাতকো ভবেৎ ॥৩॥
নিমিত্তভূতা হি বয়ং কর্ম্মণোঽস্য দ্বিজোত্তম!।
যেষাং হতানাং মাংসানি বিক্রীণামীহ বৈ দ্বিজ! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। "কর্ম্মৈতদ্বৈ ন সদৃশং ভবতঃ প্রতিভাতি মে" ইত্যাদিনা কৌশিকেন যন্মাংসবিক্রয়স্য দূষণমভিহিতং যচ্চ তত্র পরহতানাং পশূনাং বিক্রয়মাত্রতয়া সমাধানমুক্তং তত্রাপি নিমিত্ততয়া আত্মনো দোষং পশ্যন্নাহ—যদহমিতি। কর্ম্ম মাংসবিক্রয়ম্ ॥১॥

আত্মনো মাংসবিক্রয়স্য দুষ্পরিহার্য্যত্বং দর্শয়তি—বিধিরিতি। বিধির্দৈবম্ ॥২॥

তথাপি পরিহর্ত্তুং কথং ন যতস ইত্যাহ—দোষস্যেতি। এতস্য মাংসবিক্রয়রূপস্য। বিঘাতে পরিত্যাগে। হতে পশৌ। "ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্!" ইতি গীতোক্তন্যায়াদিতি ভাবঃ ॥৩॥

নিমিত্তেতি। অতএবাস্মাকং স্বল্পং পাপমিত্যাশয়ঃ ॥৪॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"যুধিষ্ঠির! তাহার পর সেই ধর্ম্মব্যাধ পুনরায় কৌশিককে বলিলেন—"আমি যাহা করি, তাহা যে ভয়ঙ্কর, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১॥

তবে, ব্রাহ্মণ! দৈব অতি প্রবল; সুতরাং সে দৈবকে অতিক্রম করা দুষ্কর; অতএব পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ফলে আমার এই ঘৃণিত কার্য্য করিতে হইতেছে ॥২॥

তথাপি আমি এই ঘৃণিত কার্য্য পরিত্যাগ করিবার পক্ষে যত্নবান্ আছি। (তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে,) বিধাতাই বধ করেন, তাহাতে ঘাতক হয় কেবল নিমিত্ত ॥৩॥

সুতরাং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যে সকল নিহত পশুর মাংস আমি বিক্রয় করি, সে সকল পশুবধের নিমিত্তমাত্র আমি ॥৪॥

তেষামপি ভবেদ্ধর্ম্ম উপযোগেন ভক্ষণে।
দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৄণাঞ্চাপি পূজনম্ ॥৫॥
ওষধ্যো বীরুধশ্চৈব পশবো মৃগপক্ষিণঃ।
অন্নাদ্যভূতা লোকস্য ইত্যপি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ ॥৬॥
আত্মমাংসপ্রদানেন শিবিরৌশীনরো নৃপঃ।
স্বর্গং সুদুর্লভং প্রাপ্তঃ ক্ষমাবান্ দ্বিজসত্তম! ॥৭॥
রাজ্ঞো মহানসে পূর্ব্বং রন্তিদেবস্য বৈ দ্বিজ!।
অহন্যহনি পচ্যেতে দ্বে সহস্রে গবাং তথা ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

অথ ভক্ষণার্থং নিহতানাং পশূনাং নিরর্থকং জন্মেত্যাহ—তেষামিতি। ভক্ষণে মাংসানামুপযোগেন ভক্ষণার্থং নিহতানামপি তেষাং পশূনাং ধর্ম্মো ভবেৎ, ভক্ষয়িতুস্তৃপ্তিসাধকত্বাৎ। তথাপি হন্তুঃ কিং ফলমিত্যাহ—দেবতেতি। পূজনং তজ্জনিতো ধর্ম্মঃ ॥৫॥

শ্রুত্যুদাহরণেন মাংসস্য ভক্ষ্যত্বং প্রমাণয়তি ওষধ্য ইতি। ওষধ্যো যবাদয়ঃ, বীরুধো লতাঃ, পশবশ্ছাগাদয়ঃ, মৃগা হরিণাঃ, পশুত্বেঽপি মৃগস্য পৃথগুপাদানং তেষু তস্য প্রাধান্যসূচনার্থম্, গোবৃষন্যায়াৎ। অন্নবৎ আদ্যভূতাঃ খাদ্যভূতাঃ। শ্রুতিশ্চ "সর্ব্বমস্যান্নং ভবতি" ইতি নীলকণ্ঠধৃতা। সর্ব্বমোষধিপশ্বাদিকম্ ॥৬॥

আত্মমাংসদানে পশ্বাদীনাং ধর্ম্মো ভবেদিত্যর্থে দৃষ্টান্তমাহ—আত্মেতি। শিবির্নাম ॥৭॥

শিষ্টাচারোঽপি পশুবধ ইত্যাহ দ্বাভ্যাং—রাজ্ঞ ইতি। মহানসে পাকগৃহে ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

স ত্বিতি। এতন্মাংসবিক্রয়াত্মকম্ ॥১—২॥ দোষস্যেতি। যত্নবানপি ন পরিহর্ত্তুং শক্নোমি, বিধেঃ প্রাবল্যাদিত্যর্থঃ ॥৩॥ নিমিত্তেতি। শরবন্নিমিত্তভূতা বয়ং সন্ধাতৃবৎ কর্ত্তা

তা'র পর, ভোজনবিষয়ে মাংসের উপযোগিতা থাকায় সে পশুগুলিরও ধর্ম্ম হয় এবং দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ এবং পিতৃলোকের পূজা হওয়ায় ঘাতকেরও ধর্ম্ম জন্মে ॥৫॥

আর এক কথা—এরূপ শ্রুতিও শুনিতে পাওয়া যায় যে, ওষধি, লতা, পশু ও মৃগপক্ষী—এই সমস্তই মানুষের পক্ষে অন্নের ন্যায়ই খাদ্য ॥৬॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, উশীনরপুত্র ক্ষমাবান্ শিবিরাজা নিজের মাংস দান করিয়া অতিদুর্লভ স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন ॥৭॥

ব্রাহ্মণ! পূর্ব্বকালে রন্তিদেবরাজার পাকগৃহে প্রত্যহ দুই হাজার করিয়া গরু পাক হইত ॥৮॥

(৮) পূর্ব্বার্দ্ধাৎ পরম্ 'দ্বে সহস্রে তু বধ্যেতে পশূনামন্বহং তদা' ইত্যর্দ্ধমধিকং—বা ব কা, ...অহন্যহনি বধ্যেতে—বা ব কা।

সমাংসং দদতো হ্যন্নং রন্তিদেবস্য নিত্যশঃ।
অতুলা কীর্ত্তিরভবন্নৃপস্য দ্বিজসত্তম! ॥৯॥
চাতুর্মাস্যে চ পশবো বধ্যন্ত ইতি নিত্যশঃ।
অগ্নয়ো মাংসকামাশ্চ ইত্যপি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ ॥১০॥
যজ্ঞেষু পশবো ব্রহ্মন্! বধ্যন্তে সততং দ্বিজৈঃ।
সংস্কৃতাঃ কিল মন্ত্রৈশ্চ তেঽপি স্বর্গমবাপ্নুবন্ ॥১১॥
যদি নৈবাগ্নয়ো ব্রহ্মন্! মাংসকামাঽভবন্ পুরা।
ভক্ষ্যং নৈবাভবন্মাংসং কস্যচিদ্দ্বিজসত্তম! ॥১২॥
অত্রাপি বিধিরুক্তশ্চ মুনিভির্মাংসভক্ষণে।
দেবতানাং পিতৄণাঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে দত্ত্বাপি যঃ সদা ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। সমাংসং তদ্‌গোমাংসসহিতম্ ॥৯॥

যাজ্ঞিকসময়মাহ—চাতুর্মাস্য ইতি। চাতুর্মাস্যে যাগে। দেবা অপি মাংসভোজিন ইত্যাহ—অগ্নয় ইতি। "যস্যাগ্নয়ো জুহ্বতো মাংসকামাঃ" ইতি মন্ত্রাত্মিকা শ্রুতিঃ ॥১০॥

ব্রাহ্মণাচারেঽপি পশুবধং দর্শয়তি—যজ্ঞেষ্বিতি। যজ্ঞেষু অগ্নীষোমীয়াদিষু ॥১১॥

যদীতি। মাংসকামাঽভবন্নিতি বিসর্গলোপেঽপি পুনঃ সন্ধিরার্ষঃ ॥১২॥

অত্রেতি। "দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্" ইতি মনূক্তেঃ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

তু বিধিরেবেত্যর্থঃ ॥৪—৫॥ অন্নাদ্যভূতাঃ অন্নঞ্চ তদন্যঞ্চ ভোগ্যং ভক্ষ্যঞ্চেত্যর্থঃ। "সর্ব্বমস্যান্নং ভবতি" ইতি শ্রুতে ॥৬—৯॥ "যেঽস্যাগ্নয়ো জুহ্বতো মাংসকামা" ইতি মন্ত্রলিঙ্গমপি

এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! রন্তিদেবরাজা প্রত্যহ সেই মাংসের সহিত অন্ন দান করিতেন বলিয়া তাঁহার অতুল কীর্ত্তি হইয়াছিল ॥৯॥

তা'র পর, চাতুর্মাস্যযাগে প্রত্যহ পশুবধ করা হইয়া থাকে এবং অগ্নিদেব মাংস কামনা করেন, এইরূপ বেদবাক্যও শোনা যায় ॥১০॥

আর, ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণেরাও যজ্ঞে সর্ব্বদাই পশুবধ করিয়া থাকেন এবং সেই পশুগুলিও মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত হইয়া স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে ॥১১॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে অগ্নি যদি মাংসার্থী না হইতেন, তবে মাংস কাহারও খাদ্য হইত না ॥১২॥

আর এক কথা—যে লোক সর্ব্বদা দেবতা ও পিতৃলোককে দান করিয়া মাংস ভক্ষণ করে, তাহার সে ভক্ষণে মুনিরাই বিধি দিয়াছেন ॥১৩॥

যথাবিধি যথাশ্রদ্ধং ন প্রদুষ্যতি ভক্ষণাৎ।
অমাংসাশী ভবত্যেবমিত্যপি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ ॥১৪॥
ভার্য্যাং গচ্ছন্ ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতি ব্রাহ্মণঃ।
সত্যানৃতে বিনিশ্চিত্য অত্রাপি বিধিরুচ্যতে ॥১৫॥
সৌদাসেন তদা রাজ্ঞা মানুষা ভক্ষিতা দ্বিজ!।
শাপাভিভূতেন ভৃশমত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

ইদানীং ফলিতার্থমাহ—যথেতি। যথাবিধি দেবতাপিত্রর্চ্চনবিধ্যনতিক্রমেণ, যথাশ্রদ্ধং শ্রদ্ধানতিক্রমেণ চ। ভক্ষণান্মাংসস্য, ন প্রদুষ্যতি উক্তমনুবচনাদেব। অমাংসাশী মাংসাশিত্বদোষরহিতঃ। এতত্তু কলীতরপরম্, "মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে" ইতি কলিবর্জ্য-প্রকরণোক্তত্বাৎ ॥১৪॥

উক্তার্থে দৃষ্টান্তমাহ—ভার্য্যামিতি। যথা ব্রাহ্মণ ঋতৌ ভার্য্যাং গচ্ছন্নপি ব্রহ্মচারী ভবতি তিষ্ঠতি, তথা শ্রাদ্ধাদ্যবশিষ্টং মাংসমশ্নন্নপি অমাংসাশী ভবতি, উভয়োরপি নিয়মবিধিবিষয়ত্বাৎ তদতিক্রমে চ দোষাপাতাৎ "ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ" "সর্ব্বস্মাদ্ গ্রাসাবরার্দ্ধমশ্নীয়াৎ" ইত্যেতাভ্যাং স্মৃতিভ্যাং নিয়মজ্ঞাপনাদিতি ভাবঃ। অথ পাপবিষয়ত্বান্মুনিভিরপি তত্র তত্র কথং বিধিরুক্ত ইত্যাহ—সত্যেতি। সত্যং সত্যবদ্ধর্ম্মজনকমৃত্বভিগমনাদিকম্ অনৃতম্ অনৃতবদধর্ম্মজনকম্ ঋত্বিতরত্রাভিগমনাদিকং তে বিনিশ্চিত্য মুনিভিঃ অত্রাপি ঋতৌ ব্রহ্মচারিণোঽপি ভার্য্যাগমনে শ্রাদ্ধাদ্যবশিষ্টমাংসভক্ষণে চ বিধির্নিয়মবিধিরুচ্যতে ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্রুতিরেব ॥১০—১২॥ অত্রাপীত্যাদিসার্দ্ধঃ শ্লোকঃ। কলৌ তু মাংসেন পৈতৃকস্য নিষেধাদ্দেবতাশেষাদ্যজ্ঞিয়মাংসাদন্যত্র মাংসভক্ষণং দুষ্যত্যেবেতি ভাবঃ ॥১৩॥ অমাংসাশীতি। যজ্ঞিয়মাংসভুজোঽপি ঋতুগামিনো ব্রহ্মচর্য্যমিবৌপচারিকমমাংসাশিত্বমিতি ভাবঃ ॥১৪॥ সত্যানৃতে জ্ঞানকর্ম্মমার্গৌ অত্রাপি যজ্ঞিয়মাংসভক্ষণে বিধির্বিশেষঃ ॥১৫॥ তমেবাহ—পরকৃতিমুখেন সৌদাসেনেতি। কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানবতা মূঢ়েন কর্ম্মঠেন যজ্ঞিয়মপি মাংসং ভক্ষণীয়ং ন জ্ঞানমার্গস্থেনেতি ভাবঃ। রন্তিদেবনিদর্শনন্তু যুগান্তরাভিপ্রায়ম্, অত্র কিং প্রতিভাতি মে, কিংশব্দঃ কুৎসায়াম্, অত্র মাংসে ভক্ষণীয়ে মম নিন্দা প্রতিভাতি অতএব ন হন্মি ন ভক্ষয়া-

অতএব মানুষ যথাবিধানে এবং শ্রদ্ধা অনুসারে মাংস ভক্ষণ করিলে দোষভাগী হয় না, প্রত্যুত সে—অমাংসাশীই থাকে; এইরূপ বেদবাক্যও শোনা যায় ॥১৪॥

ব্রাহ্মণ ঋতুকালে ভার্য্যা গমন করিয়াও যেমন ব্রহ্মচারী থাকেন, (তেমন মানুষ শ্রাদ্ধাবশিষ্ট মাংস ভোজন করিয়াও অমাংসভোজীই থাকে)। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়াই মুনিরা এবিষয়ে বিধি দিয়াছেন ॥১৫॥

(১৪) যথাবিধি যথাশ্রাদ্ধম্—বা ব কা। (১৬)…কিং প্রতিভাতি মে—বা ব কা।

স্বধর্ম্ম ইতি কৃত্বা তু ন ত্যজামি দ্বিজোত্তম!।
পুরা কৃতমিতি জ্ঞাত্বা জীবাম্যেতেন কর্ম্মণা ॥১৭॥
স্বধর্ম্মং ত্যজতো ব্রহ্মন্নধর্ম্ম ইতি দৃশ্যতে।
স্বকর্ম্মনিরতো যস্তু ধর্ম্মঃ স ইতি নিশ্চয়ঃ ॥১৮॥
পূর্ব্বং হি বিহিতং কর্ম্ম দেহিনং ন বিমুঞ্চতি।
ধাত্রা বিধিরয়ং দৃষ্টো বহুধা কর্ম্মনির্ণয়ে ॥১৯॥
দ্রষ্টব্যা তু ভবেৎ প্রজ্ঞা ক্রূরে কর্ম্মণি বর্ত্ততা।
কথং কর্ম্ম শুভং কৃত্বা কথং মুচ্যে পরাভবাৎ ॥২০॥
কর্ম্মণস্তস্য ঘোরস্য বহুধা নির্ণয়ো ভবেৎ।
দানে চ সত্যবাক্যে চ গুরুশুশ্রূষণে তথা ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

সৌদাসেনেতি। ভৃশশাপাভিভূতত্বাত্তত্র ন দোষাতিরেক ইত্যাশয়ঃ ॥১৬॥
স্বেতি। ন ত্যজামি মাংসবিক্রয়মিতি শেষঃ। পুরা কৃতং পূর্ব্বকৃতকর্ম্মফলম্ ॥১৭॥
স্বেতি। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" ইতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ। ধর্ম্মো ধার্ম্মিকঃ ॥১৮॥
পূর্ব্বমিতি। দৃষ্টো দর্শিত ইত্যর্থঃ ॥১৯॥
দ্রষ্টব্যেতি। দ্রষ্টব্যা অন্বেষ্টব্যেতি তাৎপর্য্যম্। পরাভবাৎ লোকাপবাদাৎ ॥২০॥
কর্ম্মণ ইতি। তস্য মাংসবিক্রয়রূপস্য। নির্ণয়ঃ ক্ষয়নিশ্চয়ঃ। দানাদৌ কৃতে ॥২১॥

ব্রাহ্মণ! সৌদাসরাজা অত্যন্ত শাপাভিভূত হইয়া তখন মানুষ ভক্ষণ করিতেন। এবিষয়ে (ভাল বা মন্দ) আপনার কি মনে হয় ॥১৬॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! 'ইহা আমার স্বধর্ম্ম' এইরূপ মনে করিয়াই আমি মাংস বিক্রয় ত্যাগ করিতেছি না এবং 'ইহা আমার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল'—ইহা বুঝিয়াই আমি এই মাংস বিক্রয় করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছি ॥১৭॥

ব্রাহ্মণ! স্বধর্ম্মত্যাগীর অধর্ম্ম হয় এবং যে লোক স্বকর্ম্মনিরত, সে-ই ধার্ম্মিক, এই নিশ্চিত বিষয় শাস্ত্রে দেখা যায় ॥১৮॥

কর্ম্মফল নির্ণয় করিবার কালে বিধাতা এই বিধান বহুপ্রকারে দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম প্রাণীকে পরিত্যাগ করে না ॥১৯॥

ঘৃণিতকার্য্যকারী লোকের এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে যে, আমি কি প্রকারে ভাল কার্য্য করিয়া কিপ্রকারে লোকাপবাদ হইতে মুক্ত হইব ॥২০॥

দান, সত্য বাক্য উচ্চারণ ও গুরুশুশ্রূষাপ্রভৃতি করিলে নিশ্চয়ই আমার সেই মাংসবিক্রয় পাপের ক্ষয় হইবে ॥২১॥

(১৮) স্বকর্ম্ম ত্যজ্যতঃ— ঝ ব কা।

দ্বিজাতিপূজনে চাহং ধর্ম্মে চ নিরতঃ সদা।
অভিমানাতিবাদাভ্যাং নিবৃত্তোঽস্মি দ্বিজোত্তম! ॥২২॥
কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে তত্র হিংসা পরা স্মৃতা।
কর্ষন্তো লাঙ্গলৈর্মর্ত্ত্যা ঘ্নন্তি ভূমিশয়ান্ বহূন্।
জীবানন্যাংশ্চ বহুশস্তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥২৩॥
ধান্যবীজানি যান্যাহুর্ব্রীহ্যাদীনি দ্বিজোত্তম!।
সর্ব্বাণ্যেতানি জীবানি তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥২৪॥
অধ্যাক্রম্য পশূংশ্চাপি ঘ্নন্তি বৈ ভক্ষয়ন্তি চ।
বৃক্ষাংস্তথৌষধীশ্চাপি ছিন্দন্তি পুরুষা দ্বিজ! ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

দ্বিজাতীতি। অভিমানো গর্ব্বঃ অভিবাদশ্চাত্যুক্তিঃ কটূক্তিরিত্যর্থস্তাভ্যাম্ ॥২২॥
কৃষিমিতি। সাধু হিংসাশূন্যত্বাৎ সৎকর্ম্ম। ভূমিশয়ান্ ভূমিস্থান্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৩॥
ধান্যেতি। ধান্যানাং শস্যানাং বীজানি। জীবানি জীবান্বিতানি ॥২৪॥
অধীতি। ওষধীর্লতাঃ। পুরুষা ধার্ম্মিকা অপীত্যাশয়ঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

মীতি প্রাগেবোক্তং ময়েত্যর্থঃ ॥১৬॥ কুতস্তর্হি ত্বং মাংসবিক্রয়ং করোষি তৎকর্ত্তুরপি প্রযোজকত্বাদ্ধিংসাদোষোঽস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বেতি। স্বকর্ম্ম ইত্যস্য ব্যাখ্যা পুরাকৃতমিত্যাদি ॥১৭—২২॥ তথাপি হিংসামিশ্রং কর্ম্ম তবাপ্যযোগ্যমিত্যাশঙ্ক্য সর্ব্বত্র হিংসায়া অপরিহার্য্যত্বমাহ—কৃষিং সাধ্বিতীত্যাদিনা। কে নরা জীবান্ন হিংসন্ত্যপি তু সর্ব্বেঽপি হিংসন্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥২৩—৩৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৬॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তা'র পর আমি—সর্ব্বদাই দ্বিজাতিসেবায় ও অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্যে নিরত এবং গর্ব্ব ও কটূক্তি হইতে নিবৃত্ত আছি ॥২২॥

অনেকে কৃষিকার্য্যটাকে ভাল বলিয়া মনে করেন; কিন্তু তাহাতেও গুরুতর হিংসা রহিয়াছে। কারণ, মানুষ লাঙ্গলদ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতে থাকিয়া ভূমিস্থিত বহুতর জীব হত্যা করে; সে বিষয়ে আপনার কি মনে হয়? ॥২৩॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! ধান্যপ্রভৃতি যে সকল বস্তুকে শস্যের বীজ বলে, সে সমস্তও ত জীব; সে বিষয়ে আপনার কি মনে হয়? ॥২৪॥

ব্রাহ্মণ! ধার্ম্মিক লোকেরাও আক্রমণপূর্ব্বক পশু বধ করে ও ভক্ষণ করে এবং বৃক্ষ-লতা ছেদন করিয়া থাকে ॥২৫॥

---

(২৩)…কর্ষন্তো লাঙ্গলৈঃ পুংসঃ—বা ব কা, …কর্ষন্তো লাঙ্গলৈরুর্ব্বীম্—নি।

জীবা হি বহবো ব্রহ্মন্! বৃক্ষেষু চ ফলেষু চ।
উদকে বহবশ্চাপি তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥২৬॥
সর্ব্বং ব্যাপ্তমিদং ব্রহ্মন্! প্রাণিভিঃ প্রাণিজীবনৈঃ।
মৎস্যান্ গ্রসন্তে মৎস্যাশ্চ তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥২৭॥
সত্ত্বৈঃ সত্ত্বানি জীবন্তি বহুধা দ্বিজসত্তম!।
প্রাণিনোঽন্যোন্যভক্ষ্যাশ্চ তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥২৮॥
চংক্রম্যমাণান্ জীবাংশ্চ ধরণীসংশ্রিতান্ বহূন্।
পদ্ভ্যাং ঘ্নন্তি নরা বিপ্র! তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥২৯॥
উপবিষ্টাঃ শয়ানাশ্চ ঘ্নন্তি জীবাননেকশঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানবন্তশ্চ তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥৩০॥
জীবৈর্গ্রস্তমিদং সর্ব্বমাকাশং পৃথিবী তথা।
অবিজ্ঞানাচ্চ হিংসন্তি তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

জীবা ইতি। তত্র ছেদনভক্ষণাদিনা হত্যাসু ॥২৬॥
সর্ব্বমিতি। প্রাণিনাং জীবনৈঃ স্বস্বমাংসাদ্যর্পণেন জীবনরক্ষকৈঃ ॥২৭॥
সত্ত্বৈরিতি। সত্ত্বানি পাষাণাদীনি দ্রব্যাণি, সত্ত্বৈর্মৃত্তিকাদিভির্দ্রব্যৈঃ ॥২৮॥
চংক্রম্যেতি। চংক্রম্যমাণান্ অনবরতং বিচরতঃ, জীবান্ পিপীলিকাদীন্ ॥২৯॥
উপেতি। মোক্ষোপযোগিনী বুদ্ধির্জ্ঞানম্, শিল্পাদিবিষয়া বুদ্ধিশ্চ বিজ্ঞানম্ ॥৩০॥

ব্রাহ্মণ! বৃক্ষ, ফল এবং জলেও বহুতর জীব থাকে, সে বিষয়েই বা আপনার কি মনে হয়? ॥২৬॥

প্রাণিভোজী প্রাণিগণদ্বারাই এই জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং মৎস্যগণ অপর মৎস্যদিগকে ভক্ষণ করে; সে বিষয়েই বা আপনার কি মনে হয়? ॥২৭॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! বহুতর দ্রব্য অপর দ্রব্যসমূহকে আত্মসাৎ করিয়া জীবিত থাকে এবং প্রাণীরা পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে, সে বিষয়েই বা আপনার কি মনে হয়? ॥২৮॥

ব্রাহ্মণ! বহুতর প্রাণী ভূতলে অনবরত বিচরণ করে; কিন্তু মানুষেরা চরণযুগলদ্বারা তাহাদিগকে বধ করিয়া থাকে; সুতরাং সে বিষয়ে আপনার কি মনে হয়? ॥২৯॥

তা'র পর, জ্ঞানবান্ ও বিজ্ঞানবান্ লোকেরাও উপবেশন এবং শয়ন করিয়া অনেক প্রাণী বিনাশ করিয়া থাকেন; সেই বিষয়েই বা আপনার কি মনে হয়? ॥৩০॥

অহিংসেতি যদুক্তং হি পুরুষৈর্বিস্মিতৈঃ পুরা।
কে ন হিংসন্তি জীবান্ বৈ লোকেঽস্মিন্ দ্বিজসত্তম!।
বহু সঞ্চিন্ত্য ইতি বৈ নাস্তি কশ্চিদহিংসকঃ ॥৩২॥
অহিংসায়ান্তু নিরতা যতয়ো দ্বিজসত্তম!।
কুর্ব্বন্ত্যেব হি হিংসাং তে যত্নাদল্পতরা ভবেৎ ॥৩৩॥
আলক্ষ্যাশ্চৈব পুরুষাঃ কুলে জাতা মহাগুণাঃ।
মহাঘোরাণি কর্ম্মাণি কৃত্বা লজ্জন্তি বৈ ন চ ॥৩৪॥
সুহৃদঃ সুহৃদোঽন্যাংশ্চ দুর্হৃদশ্চাপি দুর্হৃদঃ।
সম্যক্ প্রবৃত্তান্ পুরুষান্ ন সম্যগনুপশ্যতি ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

জীবৈরিতি। গ্রস্তং ব্যাপ্তম্। হিংসন্তি তান্ জীবানিতি শেষঃ ॥৩১॥

অহিংসেতি। বিস্মিতৈর্বিস্মিতবদ্গূঢ়ানুসন্ধানশূন্যৈঃ পুরা অহিংসা প্রাণিহিংসা ন কর্ত্তব্যেতি যদুক্তম্, তদসম্ভবত্বাদসঙ্গতমিতি শেষঃ। তত্র হেতুঃ ক ইতি। ইতীত্থং বহু সঞ্চিন্ত্য ব্রবীমীত্যর্থঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩২॥

অহিংসায়ামিতি। যতয়ো জিতেন্দ্রিয়াঃ। যত্নাৎ তেষাং সাবধানত্বাৎ ॥৩৩॥

আলক্ষ্যা ইতি। আলক্ষ্যাঃ প্রাধান্যেন দৃশ্যাঃ। কর্ম্মাণি নরবল্যাদীনি ॥৩৪॥

সুহৃদ ইতি। সুহৃদঃ পুরুষাঃ, স্বহিতকর্ম্মসু সম্যক্ প্রবৃত্তানপি অন্যান্ পুরুষান্, সম্যক্ সুহৃদো ন অনুপশ্যতি সুহৃত্তয়া নাবলোকয়ন্তি। তথা দুর্হৃদঃ শত্রবঃ পুরুষাশ্চাপি স্বাহিতকর্ম্মসু সম্যক্ প্রবৃত্তানপি অন্যান্ পুরুষান্, সম্যক্ দুর্হৃদঃ শত্রূন্ নানুপশ্যতি শত্রুত্বেন নাবলোকয়ন্তি; লোকানাং ভ্রমাকুলত্বাদিত্যাশয়ঃ। অনুপশ্যতীত্যেকবচনমার্ষম্ ॥৩৫॥

এই সমগ্র আকাশ এবং পৃথিবী প্রাণীদ্বারাই ব্যাপ্ত রহিয়াছে, অথচ অজ্ঞানতঃ অপর প্রাণীরা তাহাদিগকে বধ করিতেছে; সে বিষয়েই বা আপনার কি মনে হয়? ॥৩১॥

সুতরাং প্রাচীন লোকেরা গূঢ় অনুসন্ধান না করিয়াই 'হিংসা করিবে না' বলিয়া যে পূর্ব্বে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! এই জগতে কোন্ প্রাণী প্রাণিহত্যা না করে? অতএব আমি এইরূপ বহু চিন্তা করিয়া বলিতেছি যে, কেহই অহিংসক নাই ॥৩২॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! অহিংসানিরত জিতেন্দ্রিয়েরাও হিংসা করিয়া থাকেন; তবে, সাবধানতা অবলম্বন করায় তাঁহাদের হিংসা অত্যন্ত অল্প হয় ॥৩৩॥

তা'র পর সৎকুলজাত, মহাগুণসম্পন্ন প্রধান লোকেরাও অতিভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়া লজ্জিত হন না ॥৩৪॥

(৩৫)…ন সম্যগনুপশ্যতঃ—বা ব কা পি।

সমৃদ্ধৈশ্চ ন নন্দন্তি বান্ধবা বান্ধবৈরপি।
গুরূংশ্চৈব বিনিন্দন্তি মূঢ়াঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥৩৬॥
বহু লোকে বিপর্য্যস্তং দৃশ্যতে দ্বিজসত্তম!।
ধর্ম্মযুক্তমধর্ম্মঞ্চ তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥৩৭॥
বক্তুং বহুবিধং শক্যং ধর্ম্মাধর্ম্মেষু কর্ম্মসু।
স্বকর্ম্মনিরতো যো হি স যশঃ প্রাপ্নুযান্মহৎ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং দ্বিজব্যাধসংবাদে ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

সমৃদ্ধৈরিতি। বান্ধবসমৃদ্ধ্যাপি বান্ধবা নানন্দমনুভবন্তীত্যর্থঃ ॥৩৬॥

বহ্বিতি। বিপর্য্যস্তং বিপরীতম্। ধর্ম্মযুক্তং কর্ম্ম অধর্ম্মম্, অধর্ম্মযুক্তঞ্চ কর্ম্ম ধর্ম্মম্ ॥৩৭॥

বক্তুমিতি। শক্যং ময়েতি শেষঃ। অতো মে মাংসবিক্রয়ে নিন্দা নাস্তীত্যাশয়ঃ ॥৩৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

বন্ধুলোকেরা নিজেদের হিতকার্য্যে যথানিয়মে প্রবৃত্ত হইলেও, অপর বন্ধুলোকেরা তাহাদিগকে খাঁটি বন্ধুভাবে দেখে না এবং শত্রুলোকেরা তাহাদিগকে যথার্থ শত্রু বলিয়া মনে করে না ॥৩৫॥

তা'র পর, বান্ধবেরা বান্ধবদের সমৃদ্ধিতেও আনন্দ অনুভব করে না এবং পণ্ডিতাভিমানী মূর্খেরা গুরুদিগেরও নিন্দা করে ॥৩৬॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! জগতে এইরূপ বহুতরই বিপরীত দেখা যায় এবং ধর্ম্মকার্য্যকে অধর্ম্ম বলিয়া ও অধর্ম্মকার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং সে সকল বিষয়ে আপনার কি মনে হয়? ॥৩৭॥

ধর্ম্মকার্য্য ও অধর্ম্মকার্য্য বিষয়ে এইরূপ বহুবিধ উদাহরণ দেখাইতে পারা যায়; সুতরাং যে লোক আপন কর্ম্মে নিরত থাকে, সে-ই গুরুতর যশ লাভ করে" ॥৩৮॥

—:*:—

* '...দ্ব্যধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...সপ্তাধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...অষ্টাধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...দ্বাদশাধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ধর্ম্মব্যাধস্তু নিপুণঃ পুনরেব যুধিষ্ঠির!।
বিপ্রর্ষভমুবাচেদং সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং বর! ॥১॥

ব্যাধ উবাচ।

শ্রুতিপ্রমাণো ধর্ম্মোঽয়মিতি বৃদ্ধানুশাসনম্।
সূক্ষ্মা গতির্হি ধর্ম্মস্য বহুশাখা হ্যনন্তিকা ॥২॥
প্রাণান্তিকে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
অনৃতেন ভবেৎ সত্যং সত্যেনৈবানৃতং ভবেৎ ॥৩॥
যদ্ভূতহিতমত্যন্তং তৎ সত্যমিতি ধারণা।
বিপর্য্যয়কৃতো ধর্ম্মঃ পশ্য ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মতাম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

ধর্ম্মেতি। নিপুণো ধর্ম্মব্যাখ্যানচতুরঃ। বিপ্রর্ষভং কৌশিকম্ ॥১॥

শ্রুতীতি। শ্রুতির্বেদ এব প্রমাণং যস্য সঃ। হি যস্মাৎ, সূক্ষ্মা দুর্বোধা ॥২॥

ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাং গতিমুদাহরতি দ্বাভ্যাম্, প্রাণেতি। প্রাণান্তিকে প্রাণনাশসম্ভাবনাস্থলে। সত্যং প্রাণরক্ষাত্মকং হিতম্, অনৃতং প্রাণনাশাত্মকমহিতম্ ॥৩॥

নন্থ সত্যানৃতে যথার্থাযথার্থে, তৎ কথমত্র হিতাহিতে ইত্যাহ—যদিতি। এতেন অত্যন্তং যদ্ভূতাহিতম্, তদনৃতমিত্যপি সূচিতম্। তথা চাত্র সত্যপদস্য সত্যবদ্ধর্ম্মজনকতায়াং লক্ষণেতি ভাবঃ। বিপর্য্যয়েণ সত্যবৈপরীত্যেন অনৃতকথনেন কৃতঃ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

শান্ত্যাদয়ো জ্ঞানাঙ্গভূতা ধর্ম্মাঃ প্রোক্তাঃ, সম্প্রতি জ্ঞানং বিনা কৃতকৃত্যতা নাস্তীতি বক্তুং ধর্ম্মতত্ত্বস্য দুরবগাহত্বং প্রপঞ্চস্য নিঃসারত্বং চোচ্যতে ধর্ম্মব্যাধস্ত্বিত্যাদিনা ॥১—৩॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"যুধিষ্ঠির! সমস্ত ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মব্যাখ্যানিপুণ ধর্ম্মব্যাধ পুনরায় কৌশিককে বলিতে লাগিলেন ॥১॥

ধর্ম্মব্যাধ বলিলেন—"বৃদ্ধগণের এই উপদেশ যে, এই ধর্ম্মের একমাত্র প্রমাণ—বেদ। কারণ, ধর্ম্মের গতি—অত্যন্ত দুর্ব্বোধ, বহুবিধ ও অনন্ত ॥২॥

যথা—প্রাণনাশের সম্ভাবনাস্থলে এবং বিবাহে মিথ্যা বলিতে হইবে। কেন না, সে সকল স্থলে মিথ্যাতেই সত্য এবং সত্যতেই মিথ্যা হয় ॥৩॥

---

(১) ধর্ম্মব্যাধস্তু নিপুণম্—বা ব কা নি।

যৎ করোত্যশুভং কর্ম্ম শুভং বা যদি সত্তম !।
অবশ্যং তৎ সমাপ্নোতি পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ ॥৫॥
বিষমাঞ্চ দশাং প্রাপ্য দেবান্ গর্হতি বৈ ভৃশম্।
আত্মনঃ কর্ম্মদোষাণি ন বিজানাত্যপণ্ডিতঃ ॥৬॥
মূঢ়ো নৈকৃতিকশ্চাপি চপলশ্চ দ্বিজোত্তম !।
সুখদুঃখবিপর্য্যাসান্ সদা সমুপপদ্যতে।
নৈনং প্রজ্ঞা সুনীতং বা ত্রায়তে নৈব পৌরুষম্ ॥৭॥
যো যমিচ্ছেদ্‌যথা কামং তং তং কামং স আপ্নুয়াৎ।
যদি স্যাদপরাধীনং পৌরুষস্য ক্রিয়াফলম্ ॥৮॥
সংযতাশ্চাপি দক্ষাশ্চ মতিমন্তশ্চ মানবাঃ।
দৃশ্যন্তে নিষ্ফলাঃ সন্তঃ প্রহীণাঃ স্বস্বকর্ম্মভিঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

প্রাক্তনকর্ম্মবশাদেব মানুষাণাং বৃত্ত্যাদিরিত্যাহ—যদিতি। অত্র জন্মনি ॥৫॥

বিষমামিতি। কর্ম্মদোষাণীতি ক্লীবত্বমার্ষম্। অপণ্ডিতো মূর্খঃ ॥৬॥

মূঢ় ইতি। নৈকৃতিকঃ শঠঃ। সুখদুঃখবিপর্য্যাসান্ সুখে দুঃখং দুঃখে চ সুখম্। সুনীতং নীতিসম্পাদিতং সুকৌশলম্, ত্রায়তে দুঃখাদ্রক্ষতি। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭॥

দৈবং প্রমাণয়তি বহুভিঃ শ্লোকৈঃ। য ইতি। কাম্যত ইতি কামঃ অভীষ্টঃ পদার্থস্তম্। অপরাধীনং দৈবানধীনম্ ॥৮॥

এখানে সত্য ও মিথ্যাশব্দের এইরূপ অর্থ ধরিতে হইবে যে, যাহা প্রাণিগণের অত্যন্ত হিতকর, তাহা সত্য এবং যাহা প্রাণিগণের অত্যন্ত অহিতকর, তাহা মিথ্যা। উক্তস্থলে উল্টা করায় ধর্ম্ম হয়; সুতরাং ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা দেখুন ॥৪॥

সাধুশ্রেষ্ঠ! মানুষ পূর্ব্বজন্মে যে পাপকার্য্য বা পুণ্যকার্য্য করিয়াছিল, ইহজন্মে তাহার ফল অবশ্যই পাইবে; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৫॥

মূর্খলোক বিষম অবস্থায় পড়িয়া দেবগণকে অত্যন্ত নিন্দা করে; কিন্তু নিজের কর্ম্মের দোষ বুঝিতে পারে না ॥৬॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! মূর্খ, শঠ ও চঞ্চল লোক সর্ব্বদা সুখস্থলে দুঃখ এবং দুঃখস্থলে সুখ ভোগ করিয়া থাকে; তখন বুদ্ধি, কৌশল বা পুরুষকার তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না ॥৭॥

পুরুষকারের ফল যদি পরাধীন (দৈবাধীন) না হইত, তবে যে লোক যে ভাবে যে যে বস্তু কামনা করিত, সে লোক সেইভাবে সেই সেই বস্তুই পাইত ॥৮॥

---

(৬) বিষমাঞ্চ দশাং প্রাপ্তঃ—বা ব কা নি।

ভূতানামপরঃ কশ্চিদ্ধিংসায়াং সততোত্থিতঃ।
বঞ্চনায়াঞ্চ লোকস্য স সুখী জীবতে সদা ॥১০॥
অচেষ্টমপি চাসীনং শ্রীঃ কঞ্চিদুপতিষ্ঠতি।
কশ্চিৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ হি ন প্রাপ্যমধিগচ্ছতি ॥১ ॥
দেবানিষ্ট্বা তপস্তপ্ত্বা কৃপণৈঃ পুত্রগৃদ্ধিভিঃ।
দশমাসধৃতা গর্ভে জায়ন্তে কুলপাংসনাঃ ॥১২॥
অপরে ধনধান্যৈশ্চ ভোগৈশ্চ পিতৃসঞ্চিতৈঃ।
বিপুলৈরভিজায়ন্তে লুব্ধাস্তৈরেব মঙ্গলৈঃ ॥১৩॥
কর্ম্মজা হি মনুষ্যাণাং রোগা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
আধিভিশ্চৈব বাধ্যন্তে ব্যাধৈঃ ক্ষুদ্রমৃগা ইব ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

সমিতি। সংযতা নির্লোভাঃ। স্বস্বকর্ম্মভিঃ পুরুষকারৈঃ ॥৯॥
ভূতানামিতি। ভূতানাং প্রাণিনাং হিংসায়াম্, সততোত্থিতঃ সর্ব্বদোদ্যমী ॥১০॥
অচেষ্টমিতি। অচেষ্টং যথা স্যাত্তথা আসীনম্, শ্রীঃ সম্পৎ ॥১১॥
দেবানিতি। পুত্রগৃদ্ধিভিঃ পুত্রার্থিভিঃ, জায়ন্তে জন্যন্তে, কুলস্য পাংসনা দূষকাঃ ॥১২॥
অপর ইতি। ভোগৈর্ভোগসাধকৈর্ভবনাদিভিঃ। লুব্ধা লোভেন ভোগিনঃ ॥১৩॥

সংযতচিত্ত, কার্য্যদক্ষ এবং বুদ্ধিমান্ লোকদিগকেও আপন আপন পুরুষকারচ্যুত হইয়া নিষ্ফল হইতে দেখা যায় ॥৯॥

অপর কোন লোক সর্ব্বদাই প্রাণিহিংসায় ও লোকবঞ্চনায় উদ্যত থাকে ; অথচ সে—সর্ব্বদাই সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে ॥১০॥

কোন লোক নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে, অথচ সম্পদ্ নিজেই তাহার নিকট উপস্থিত হয় ; আবার কোন লোক কর্ম্ম করিতে থাকিয়াও প্রাপ্য পায় না ॥১১॥

দরিদ্র পুত্রার্থীরা দেবপূজা ও তপস্যা করিয়া দশমাস গর্ভে ধারণপূর্ব্বক পুত্র উৎপাদন করিল ; কিন্তু সে পুত্রগুলি কুলকলঙ্ক হইয়া যায় ॥১২॥

অনেকে পিতৃসঞ্চিত প্রচুর ধন, ধান্য ও অন্য ভোগ্য বস্তু পাইয়াই জন্মগ্রহণ করে এবং সেই মাঙ্গলিক বস্তু সকল ভোগ করিতে থাকে ॥১৩॥

মানুষের অসাধ্য রোগ সকল নিশ্চয়ই কর্ম্মজাত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তা'র পর, ব্যাধগণ যেমন ক্ষুদ্র মৃগসমূহকে উৎপীড়িত করে, সেইরূপ নানাবিধ মনঃপীড়া মনুষ্যগণকে উৎপীড়িত করিয়া থাকে ॥১৪॥

(১৪)…ব্যাধয়ো বিনিবাধ্যন্তে—বা ব কা।

তে চাপি কুশলৈর্বৈদ্যৈর্নিপুণৈঃ সংভৃতৌষধৈঃ।
ব্যাধয়ো বিনিবার্য্যন্তে মৃগা ব্যাধৈরিব দ্বিজ ! ॥১৫॥
যেষামস্তি চ ভোক্তব্যং গ্রহণীদোষপীড়িতাঃ।
ন শক্নুবন্তি তে ভোক্তুং পশ্য ধর্ম্মভৃতাং বর ! ॥১৬॥
অপরে বাহুবলিনঃ ক্লিশ্যন্তি বহবো জনাঃ।
দুঃখেন চাধিগচ্ছন্তি ভোজনং দ্বিজসত্তম ! ॥১৭॥
ইতি লোকমনাক্রন্দং মোহশোকপরিপ্লুতম্।
স্রোতসাঽসকৃদাক্ষিপ্তং হ্রিয়মাণং বলীয়সা ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

কর্ম্মজা ইতি। রোগা অচিকিৎস্যাঃ। আধিভির্মনোব্যথাভিঃ ॥১৪॥

ত ইতি। হে দ্বিজ ! ব্যাধৈর্মৃগা ইব, শাস্ত্রেষু কুশলৈঃ, চিকিৎসায়াং নিপুণৈঃ, সংভৃতানি সংগৃহীতানি ঔষধানি যৈস্তৈশ্চ বৈদ্যৈঃ, তে চাপি ব্যাধয়ো বিনিবার্য্যন্তে উপশম্যন্তে। প্রায়শ্চিত্তান্তে ইতি মন্তব্যম্, অন্যথা কর্ম্মজরোগাণামনিবৃত্তিঃ ॥১৫॥

যেষামিতি। ভোক্তব্যম্, অন্নাদি, গ্রহণী রোগবিশেষঃ ॥১৬॥

অপর ইতি। অধিগচ্ছন্তি লভন্তে, ভুজ্যত ইতি ভোজনং খাদ্যম্ ॥১৭॥

ইতীতি। ইতি ইত্থম্, অনাক্রন্দং রক্ষকরহিতম্, "আক্রন্দো দারুণরণে মিত্রে ত্রাতরি রোদনে" ইতি বিশ্বঃ, শোকমোহপরিপ্লুতং লোকম্, বলীয়সা স্রোতসা কর্ম্মপ্রবাহেণ, অসকৃদাক্ষিপ্তমাকৃষ্টং হ্রিয়মাণঞ্চ, পশ্যেতি শেষঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ধারণাবধারণং নিশ্চয় ইত্যর্থঃ ॥৪—৬॥ সুনীতং গুরুশিক্ষা ॥৭—৮॥ প্রহীণাঃ শ্রান্তা অপীত্যর্থঃ ॥৯—১১॥ পুত্রগৃদ্ধিভিঃ পুত্রকামৈঃ ॥১২—১৫॥ গ্রহণী বিষ্টম্ভরোগঃ ॥১৬—১৭॥ অনাক্রন্দম্ অসহায়ম্। "আক্রন্দঃ ক্রন্দনে হ্বানে মিত্রদারুণযুদ্ধয়োঃ" ইতি মেদিনী। স্রোতসা কর্ম্মপ্রবাহেণ, অসকৃৎ আক্ষিপ্তম্ আধিব্যাধিভিস্তাড়িতং হ্রিয়মাণম্ অবশম্ ॥১৮॥ নন্থ

ব্রাহ্মণ ! ব্যাধেরা যেমন হরিণদিগকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ শাস্ত্রজ্ঞ, চিকিৎসা-নিপুণ ও ঔষধশালী বৈদ্যেরা সে রোগগুলিকে বিনষ্টও করেন ॥১৫॥

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ! দেখুন—যাহাদের খাদ্য আছে, তাহারা গ্রহণীরোগে পীড়িত থাকায় খাইতে পারে না ॥১৬॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! বাহুবলশালী অপর বহুতর লোক খাদ্যসংগ্রহের জন্য ক্লেশ ভোগ করে এবং দুঃখেই সে খাদ্য লাভ করে ॥১৭॥

এইভাবে রক্ষকশূন্য এবং শোকে ও মোহে অভিভূত লোক সকলকে প্রবল কর্ম্মপ্রবাহ অনবরত আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে—দেখুন ॥১৮॥

ন ম্রিয়েয়ুর্ন জীর্য্যেয়ুঃ সর্ব্বে স্যুঃ সর্ব্বকামিকাঃ।
নাপ্রিয়ং প্রতিপশ্যেয়ুর্বশিত্বং যদি বৈ ভবেৎ ॥১৯॥
উপর্য্যুপরি লোকস্য সর্ব্বো গন্তুং সমীহতে।
যততে চ যথাশক্তি ন চ তদ্বর্ত্ততে তথা ॥২০॥
বহবঃ সম্প্রদৃশ্যন্তে তুল্যনক্ষত্রমঙ্গলাঃ।
মহত্তু ফলবৈষম্যং দৃশ্যতে কর্ম্মসন্ধিষু ॥২১॥
ন কেচিদীশতে ব্রহ্মন্! স্বয়ং গ্রাহস্য সত্তম!।
কর্ম্মণাং প্রাক্তনানাং বৈ ইহ সিদ্ধিঃ প্রদৃশ্যতে ॥২২॥
তথা শ্রুতিরিয়ং ব্রহ্মন্! জীবঃ কিল সনাতনঃ।
শরীরমধ্রুবং লোকে সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। সর্ব্বকামিকাঃ সফলসর্ব্বকামাঃ। বশিত্বং দৈবানধীনত্বম্ ॥১৯॥

উপরীতি। তৎ উপরিগমনম্, তথা ইচ্ছানুরূপম্, দৈববশাদেবেতি ভাবঃ ॥২০॥

বহব ইতি। জন্মকালে তুল্যং নক্ষত্রং গ্রহসূচিতং মঙ্গলঞ্চ যেষাং তে। কিন্তু কর্ম্মসন্ধিষু পূর্ব্বকর্ম্মণাং বিপাকারম্ভেষু, তেষাং মহৎ ফলবৈষম্যং দৃশ্যতে ॥২১॥

নেতি। ঈশতে শক্নুবন্তি। গ্রাহস্য সুখদুঃখাদ্যাদানস্য তৎ কর্ত্তুমিত্যর্থঃ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

সর্ব্বেঽপি স্ববশা এব দৃশ্যন্তে নেত্যাহ—নেতি ॥১৯—২০॥ বহব ইতি। দৈবজ্ঞশাস্ত্রমপি ব্যভিচারিফলমিত্যাশয়ঃ ॥২১॥ নেতি। স্বীয়মপি বস্তু স্বস্যানধীনং প্রাক্‌কর্ম্মবশাদ্ভবতীত্যর্থঃ। তত্রাপি দৃষ্টসামগ্রীবৈকল্যমিতি লোকায়তমতমাশঙ্ক্যাহ—কর্ম্মণেতি। প্রাকৃতানাং দেহাত্মবাদিনাং কৃতহানাকৃতাভ্যাগমাদিদোষদর্শিনাস্তু প্রাক্‌কর্ম্মৈব প্রধানমিতি ভাবঃ ॥২২॥ এত-

যদি স্বাধীনতা থাকিত, তাহা হইলে মানুষ মরিত না, জরাজীর্ণ হইত না এবং অপ্রিয়ও দেখিত না; আর সকলেরই সকল কামনা সফল হইত ॥১৯॥

সকল লোকই লোকমধ্যেই ক্রমিক শ্রেষ্ঠ হইবার ইচ্ছা করে এবং শক্তি অনুসারে তাহার চেষ্টাও করে; কিন্তু সে শ্রেষ্ঠত্ব সেরূপ হয় না ॥২০॥

জন্মের সময়ে বহু লোকেরই একপ্রকার নক্ষত্র ও গ্রহসূচিত মঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পূর্ব্বকর্ম্মের পরিপাক আরম্ভকালে গুরুতর ফলবৈষম্য হইতে দেখা যায় ॥২১॥

সাধুশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ! কোন লোকই নিজে সুখ বা দুঃখপ্রভৃতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলই ইহজন্মে দেখা যায় ॥২২॥

(২২)…কর্ম্মণা প্রাকৃতানাং বৈ—বা ব কা। (২৩) যথা শ্রুতিরিয়ম্—বা ব কা পি।

বধ্যমানে শরীরে তু দেহনাশো ভবত্যুত।
জীবঃ সংক্রমতেঽন্যত্র কর্ম্মবন্ধনিবন্ধনঃ ॥২৪॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কথং ধর্ম্মবিদাং শ্রেষ্ঠ! জীবো ভবতি শাশ্বতঃ।
এতদিচ্ছাম্যহং জ্ঞাতুং তত্ত্বেন বদতাং বর! ॥২৫॥

ব্যাধ উবাচ।

ন জীবনাশোঽস্তি হি দেহভেদে মিথ্যৈতদাহুর্ম্রিয়তীতি মূঢ়াঃ।
জীবস্তু দেহান্তরিতঃ প্রয়াতি দশার্দ্ধতৈবাস্য শরীরভেদঃ ॥২৬॥
অন্যো হি নাশ্নাতি কৃতং হি কর্ম্ম মনুষ্যলোকে মনুজস্য কশ্চিৎ।
যত্তেন কিঞ্চিদ্ধি কৃতং হি কর্ম্ম তদশ্নুতে নাস্তি কৃতস্য নাশঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। সনাতনো নিত্যঃ। অধ্রুবমনিত্যম্। তথাচ শ্রুতিঃ—"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" ॥২৩॥

বধ্যেতি। অন্যত্র দেহে। বধ্যতে অনেনেতি বন্ধঃ পাশঃ কর্ম্মৈব বন্ধঃ কর্ম্মবন্ধস্তেন নিবন্ধনং নিশ্চয়েন বন্ধনং যস্য সঃ, কর্ম্মবশাদেবেত্যর্থঃ ॥২৪॥

কথমিতি। শাশ্বতো নিত্যঃ। তত্ত্বেন যাথার্থ্যেন জ্ঞাতুমিতি সম্বন্ধঃ ॥২৫॥

নেতি। দেহস্য ভেদে নাশে। ম্রিয়তি জীবো ম্রিয়তে ইত্যেতন্মিথ্যা আহুঃ। দেহান্তরমস্য সঞ্জাতমিতি দেহান্তরিতো দেহান্তরমাশ্রিত ইত্যর্থঃ। অতএবাস্য জীবস্য শরীরভেদঃ শরীরান্তর-গ্রহণমেব, দশার্দ্ধতা পঞ্চত্বং মৃত্যুরিতি যাবৎ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

দেব বক্তুং জীবস্য নিত্যত্বমাহ—যথেতি ॥২৩—২৫॥ দশার্দ্ধতা পঞ্চত্বম্ ॥২৬॥ ননু কৃত-নাশোঽপি কৃষ্যাদিফলেষু দৃশ্যতেঽতঃ কৃতং কর্ম্ম ন দেহান্তরেঽনুবর্ত্তিষ্যতে দেহাদন্যস্যাত্মনো-

আর, ব্রাহ্মণ! এইরূপ শ্রুতি আছে যে, এই জগতে সকল প্রাণীরই জীব নিত্য এবং শরীর অনিত্য ॥২৩॥

অতএব শরীরকে নষ্ট করিতে লাগিলে শরীরই নষ্ট হয়; কিন্তু জীব কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া অন্য দেহে গমন করে" ॥২৪॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"ধর্ম্মজ্ঞ ও বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! জীব কি প্রকারে নিত্য হয়, ইহা আমি যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করি" ॥২৫॥

ধর্ম্মব্যাধ বলিলেন—"শরীরের নাশ হইলেও জীবের নাশ হয় না; সুতরাং মূর্খেরাই এই কথা বলে যে, জীব মরিয়া যায়। বাস্তবিকপক্ষে জীব অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া চলিয়া যায়; সেই শরীর নাশই উহার মৃত্যু ॥২৬॥

(২৫) কথং কর্ম্মবিদাং শ্রেষ্ঠ!—বা ব কা।

সুপুণ্যশীলা হি ভবন্তি পুণ্যা নরাধমাঃ পাপকৃতো ভবন্তি।
নরোঽনুযাতস্ত্বিহ কর্ম্মভিঃ স্বৈস্ততঃ সমুৎপদ্যতি ভাবিতস্তৈঃ ॥২৮॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কথং সম্ভবতে যোনৌ কথং বা পুণ্যপাপয়োঃ।
জাতীঃ পুণ্যাস্ত্বপুণ্যাশ্চ কথং গচ্ছতি সত্তম! ॥২৯॥

ব্যাধ উবাচ।

গর্ভাধানসমাযুক্তং কর্ম্মেদং সম্প্রদৃশ্যতে।
সমাসেন তু তে ক্ষিপ্রং প্রবক্ষ্যামি দ্বিজোত্তম! ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

অন্য ইতি। কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মরূপম্। কৃতস্য কর্ম্মণো নাশো ভোগং বিনা ॥২৭॥

স্বিতি। পূর্ব্বজন্মনি সুপুণ্যশীলাঃ, ইহ জন্মনি পুণ্যাঃ পুণ্যকৃতো ভবন্তি; পূর্ব্বজন্মনি পাপকৃতশ্চ ইহ পাপকরণেন নরাধমা ভবন্তি। ততঃ কারণাদিহ জন্মনি, স্বৈঃ কর্ম্মভির্ধর্ম্মাধর্ম্মৈঃ, অনুযাতোঽনুসৃতো নরঃ, তৈঃ কর্ম্মভির্ভাবিতো বাসিত এব সমুৎপদ্যতি জায়তে ॥২৮॥

কথমিতি। হে সত্তম! প্রাণী কথং সম্ভবতে জায়তে, কথং পুণ্যপাপয়োর্দেবতির্য্যগাদ্যোর্যোনৌ সম্ভবতি। কথঞ্চ পুণ্যা দেবাদীঃ অপুণ্যাস্তির্য্যগাদীশ্চ, জাতীঃ, গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

ঽভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্যো হীতি। ভোজনফলবৎ কৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলমপরিহার্য্যম্। যত্র তু সদ্যঃ ফলং ন দৃষ্টং তত্রাপি জন্মান্তরে ভবিষ্যতীত্যনুমেয়ম্। যত্র চাকৃতমপি ফলং নিধিলাভাদি উপৈতি তত্র জন্মান্তরীয়ং সাধনং কল্প্যমিত্যর্থঃ ॥২৭॥ উৎপদ্যতি জন্মান্তরং লভতে, যতস্তৈঃ প্রাচীনৈঃ কর্ম্মভির্ভাবিতো রঞ্জিতঃ অতএব ক্রমমাণং প্রকৃত্য শ্রূয়তে। তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চেতি। তস্মাৎ স্বকৃতমেব স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে ন ত্বন্যকৃতমন্যোঽতো নাস্তি কৃতস্য নাশ ইত্যুক্তম্ ॥২৮—২৯॥ এবং স্থূলশরীরাদন্যত্বমাত্মনঃ প্রসাধ্য লিঙ্গ-

---

এই জগতে অন্য কোন লোকই অন্য কোন লোকের কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করে না। সে নিজে যে কোন কর্ম্ম করিয়াছিল, সেই কর্ম্মের ফলভোগই সে করে; আর ভোগব্যতীত কর্ম্মের নাশ হয় না ॥২৭॥

পূর্ব্বজন্মে পুণ্যবান্ লোকেরা ইহজন্মেও পুণ্যবান্ হয় এবং পূর্ব্বজন্মে পাপী লোকেরা ইহ জন্মেও পাপী হয়; অতএব আপন কর্ম্ম সকল অনুসরণ করে বলিয়া সেই কর্ম্মসমন্বিত হইয়াই মানুষ এই জগতে জন্মগ্রহণ করে" ॥২৮॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"সাধুশ্রেষ্ঠ! প্রাণী কেন জন্মগ্রহণ করে, কেনই বা পবিত্র ও অপবিত্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করে? এবং কেনই বা পবিত্র ও অপবিত্র জাতি হয়?" ॥২৯॥

যথা সম্ভৃতসম্ভারঃ পুনরেব প্রজায়তে।
শুভকৃচ্ছুভযোনীষু পাপকৃৎ পাপযোনিষু ॥৩১॥
শুভৈঃ প্রয়োগৈর্দেবত্বং ব্যামিশ্রৈর্মানুষো ভবেৎ।
মোহনীয়ৈর্বিযোনীষু ত্বধোগামী চ কিল্বিষী ॥৩২॥
জাতিমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ সততং সমভিদ্রুতঃ।
সংসারে পচ্যমানশ্চ দোষৈরাত্মকৃতৈর্নরঃ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

গর্ভেতি। ইদং পূর্ব্বকৃতং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপং কর্ম্ম, গর্ভাধানে প্রাণিনাং গর্ভজননকাল এব সমাযুক্তং লিঙ্গশরীরে সম্বন্ধং সম্প্রদৃশ্যতে। সমাসেন সংক্ষেপেণ ॥৩০॥

যথেতি। সম্ভৃতো নিয়মেন গৃহীতঃ সম্ভারঃ কর্ম্মবীজরূপা সামগ্রী যেন সঃ ॥৩১॥

শুভৈরিতি। প্রয়োগৈঃ কর্ম্মভিঃ। ব্যামিশ্রৈঃ শুভাশুভোভয়রূপৈঃ। মোহনীয়ৈস্তামসৈঃ, বিযোনীষু তির্য্যক্ষু, কিল্বিষী মহাপাপী, অধোগামী চিরনারকী ॥৩২॥

ভারতভাবদীপঃ

শরীরাদপি ব্যতিরেকং সাধয়িতুং বৈরাগ্যোৎপত্ত্যর্থং জন্মাদীনাং দুঃখরূপত্বমাহ—গর্ভেত্যাদিনা। গর্ভাধানেন পিণ্ডোৎপত্তিপ্রকাশকেন গ্রন্থেন এতৎ সর্ব্বং সমাযুক্তং সমাহিতং তদেব সংক্ষিপ্যাহ—ইদং যৎ সম্প্রদৃশ্যতে স্থূলদেহাদিঘটান্তং তৎসর্ব্বং কর্ম্মৈবেতি। অয়মর্থঃ—ম্রিয়মাণো জন্তুর্বিদ্যাকর্ম্মপূর্ব্বপ্রজ্ঞাভিঃ পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়রূপসপ্তদশকাত্মকেন লিঙ্গেন ইত উৎক্রম্য যথাকর্ম্ম স্বর্গং নরকং বা গত্বা তত্র ভোগান্ ভুক্ত্বা কর্ম্মশেষেণ বৃষ্টিদ্বারেণ পুনর্বীজভাবং প্রাপ্য শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণমতে, বীজে পুনর্লিঙ্গশরীরেণাবিশ্য তৈরেব পূর্ব্বৈর্বিদ্যাদিসংস্কারৈর্যুক্তো জায়তে তৎ কেন কর্ম্মণা কুত্র জায়ত ইত্যেতৎ প্রবক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥৩০॥ সম্ভৃতাঃ সম্ভারাঃ কর্ম্মবীজানি যেন ॥৩১॥ মোহনীয়ৈস্তামসৈঃ অধঃ নরকতির্য্যক্ষু ॥৩২॥

ধর্ম্মব্যাধ বলিলেন—"শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে জানা যায় যে, এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম গর্ভাধানের সময়ই সম্বদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তাহা আপনার নিকট সংক্ষেপে বলিব ॥৩০॥

প্রাণী কর্ম্মবীজ লইয়া পুণ্যবশতঃ পবিত্র যোনিতে এবং পাপবশতঃ অপবিত্র যোনিতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে ॥৩১॥

মহাপুণ্যকর্ম্মের ফলে দেবতা, পাপ-পুণ্য উভয় কর্ম্মের ফলে মানুষ, তামসিক কর্ম্মের ফলে মনুষ্যেতর প্রাণী এবং মহাপাপের ফলে চিরনরকভোগী হয় ॥৩২॥

মানুষ আত্মকৃতদোষবশতঃ জন্ম, মৃত্যু ও জরার দুঃখে সর্ব্বদা উৎপীড়িত হইতে থাকিয়া সংসারে পচিতে থাকে ॥৩৩॥

---

(৩৩)...সংসারে পচ্যমানশ্চ—বা-ব কা।

তির্য্যগ্‌যোনিসহস্রাণি গত্বা নরকমেব চ।
জীবাঃ সম্পরিবর্ত্তন্তে কর্ম্মবন্ধনিবন্ধনাঃ ॥৩৪॥
জন্তুস্তু কর্ম্মভিস্তৈস্তৈঃ স্বকৃতৈঃ প্রেত্য দুঃখিতঃ।
তদ্দুঃখপ্রতিঘাতার্থমপুণ্যাং যোনিমাপ্নুতে ॥৩৫॥
ততঃ কর্ম্ম সমাদত্তে পুনরন্যন্নবং বহু।
পচ্যতে তু পুনস্তেন ভুক্ত্বাঽপথ্যমিবাতুরঃ।
অজস্রমেব দুঃখার্ত্তোঽদুঃখিতঃ সুখিসংজ্ঞিতঃ ॥৩৬॥
ততোঽনিবৃত্তবন্ধত্বাৎ কর্ম্মণামুদয়াদপি।
পরিক্রামতি সংসারে চক্রবদ্বহুবেদনঃ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

জাতীতি। জাতির্জন্ম। সমভিক্রতঃ সর্ব্বথা সম্বন্ধঃ। পচ্যমানো ভবতি ॥৩৩॥

তির্য্যগিতি। সম্পরিবর্ত্তন্তে সংসারে, পূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যানাৎ কর্ম্মবন্ধেন নিবন্ধনং যেষাং তে ॥৩৪॥

জন্তুরিতি। প্রেত্য পরলোকে। তদ্দুঃখস্য যঃ প্রতিঘাতস্তদর্থং তদ্ভোগার্থম্ ॥৩৫॥

তত ইতি। কর্ম্ম পাপরূপম্, সমাদত্তে করোতি। অপথ্যম্ অনিষ্টকরং খাদ্যম্। বস্তুতো দুঃখার্ত্তঃ, কিন্তু অদুঃখিত ইব, লোকে সুখিসংজ্ঞিতশ্চ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৬॥

তত ইতি। অনিবৃত্তবন্ধত্বাৎ অমুক্তত্বাৎ। বহ্বী বেদনা যাতনা যস্য সঃ ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

জাতির্জন্ম, সঙ্করে যোনিসঙ্করে উৎক্রান্ত্যাদিষু চ ॥৩৩—৩৪॥ প্রেত্য মৃত্বা দুঃখাত্মকঃ প্রতীঘাতঃ দুঃখং ভোক্তুমিত্যর্থঃ ॥৩৫॥ অপথ্যমিতি চ্ছেদঃ ॥৩৬॥ অদুঃখিত ইতি চ্ছেদঃ। দুঃখাভাবস্য চ সুখমিতি সংজ্ঞা ন তু সংসারে স্বরূপতঃ সুখমস্তি তথা চাহুঃ—"ভারেঽপনীতে সুখিনঃ সংবৃত্তাঃ স্ম" ইতি। ততঃ অদুঃখে সুখাধ্যাসাৎ। অনিবৃত্তেতি চ্ছেদঃ ॥৩৭॥

কর্ম্মপাশবদ্ধ জীবগণ নরকগমন এবং সহস্র সহস্র তির্য্যগ্‌যোনিতে ভ্রমণ করিয়া সংসারে বিচরণ করিতে থাকে ॥৩৪॥

জীব নিজকৃত সেই সেই দুষ্কর্ম্মদ্বারা পরলোকে দুঃখভোগ করিয়া আবার সেই দুঃখেরই আঘাত সহ্য করিবার জন্য পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥৩৫॥

তাহার পর আবার অন্য নূতন নূতন বহুতর দুষ্কর্ম্ম করে, তাহাতে আবার অপথ্যসেবী রোগীর ন্যায় পচিতে থাকে এবং অনবরতই দুঃখভোগ করে; কিন্তু সে আপনাকে সুখী বলিয়া মনে করে এবং লোকসমাজেও সুখী বলিয়া বিখ্যাত হয় ॥৩৬॥

মুক্তি হয় নাই বলিয়া এবং নূতন নূতন কর্ম্মের উৎপত্তি হইতে থাকায় বহুতর বেদনা ভোগ করিতে থাকিয়া চক্রের ন্যায় সংসারে ঘুরিতে থাকে ॥৩৭॥

---

(৩৬)...সুখসংজ্ঞকঃ—বা ব কা পি।

স চেন্নিবৃত্তবন্ধস্তু বিশুদ্ধশ্চাপি কর্ম্মভিঃ।
তপোযোগসমারম্ভং কুরুতে দ্বিজসত্তম! ॥৩৮॥
কর্ম্মভির্বহুভিশ্চাপি লোকানশ্নাতি মানবঃ।
প্রাপ্নোতি সুকৃতাল্লোকান্ যত্র গত্বা ন শোচতি ॥৩৯॥
পাপং কুর্ব্বন্ পাপবৃত্তঃ পাপস্যান্তং ন গচ্ছতি।
তস্মাৎ পুণ্যং যতেৎ কর্ত্তুং বর্জ্জয়ীত চ পাপকম্ ॥৪০॥
অনসূয়ুঃ কৃতজ্ঞশ্চ কল্যাণানি চ সেবতে।
সুখানি ধর্ম্মমর্থঞ্চ স্বর্গঞ্চ লভতে নরঃ ॥৪১॥
সংস্কৃতস্য চ দান্তস্য নিয়তস্য যতাত্মনঃ।
প্রাজ্ঞস্যানন্তরা বৃত্তিরিহ লোকে পরত্র চ ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। নিবৃত্তবন্ধঃ কর্ম্মবশাৎ পাপসম্বন্ধরহিতঃ। কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈঃ ॥৩৮॥

কর্ম্মভিরিতি। লোকানিতি স্বয়মেব ব্যাচষ্টে প্রাপ্নোতীতি ॥৩৯॥

পাপমিতি। পাপবৃত্তঃ পাপচরিত্রঃ। বর্জ্জয়ীত বর্জ্জয়েৎ ॥৪০॥

অনেতি। কল্যাণানি উভয়লোকে কল্যাণকরাণি ধর্ম্মকার্য্যাণি ॥৪১॥

সমিতি। সংস্কৃতস্য বেদোক্তসংস্কারৈঃ, দান্তস্য জিতবহিরিন্দ্রিয়স্য, নিয়তস্য শুচেঃ, যতাত্মনো জিতচিত্তস্য। অনন্তরা নির্বিঘ্না, বৃত্তির্জীবনম্ ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

নিবৃত্তবন্ধো বীতরাগঃ, তত্র হেতুঃ বিশুদ্ধশ্চেতি। তস্য ফলং তপোযোগয়োঃ আলোচন-ধ্যানয়োঃ সমারম্ভম্ ॥৩৮—৩৯॥ যতেৎ যতেত ॥৪০॥ পুণ্যফলমাহ—অনসূয়ুরিতি ॥৪১॥ সংস্কৃতস্য অষ্টাচত্বারিংশৎসংস্কারযুক্তস্য, দান্তস্য জিতবাহ্যেন্দ্রিয়স্য, নিয়তস্য শৌচাদিপরস্য,

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! সেই জীব যদি পাপকর্ম্মরহিত হয় এবং সৎকর্ম্মদ্বারা পবিত্র হয়, তবে তপস্যা ও যোগ করিতে আরম্ভ করে ॥৩৮॥

মানুষ বহুতর সৎকর্ম্মদ্বারা স্বর্গলাভ করে অর্থাৎ যেস্থানে যাইয়া শোক করে না, সেই পুণ্যলোকে গমন করে ॥৩৯॥

পাপচরিত্র লোক পাপ করিতে থাকিয়া পাপের অবসান পায় না; অতএব পুণ্য করিবার জন্যই যত্ন করিবে এবং পাপ বর্জ্জন করিবে ॥৪০॥

যে লোক অসূয়াশূন্য হইয়া এবং উপকারীর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিয়া ধর্ম্মকার্য্য করে, সে লোক সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ এবং অন্তিমে স্বর্গ লাভ করে ॥৪১॥

বেদোক্ত সংস্কারে সংস্কৃত, জিতেন্দ্রিয়, শৌচপরায়ণ ও চিত্তবিজয়ী প্রাজ্ঞ লোকের জীবিকানির্ব্বাহটা ইহলোকে ও পরলোকে নির্বিঘ্নেই হইয়া থাকে ॥৪২॥

সতাং ধর্ম্মেণ বর্ত্তেত ক্রিয়াং শিষ্টবদাচরেৎ।
অসংক্লেশেন লোকস্য বৃত্তিং লিপ্সেত বৈ দ্বিজ! ॥৪৩॥
সন্তি হ্যাগমবিজ্ঞানাঃ শিষ্টাঃ শাস্ত্রে বিচক্ষণাঃ।
স্বধর্ম্মেণ ক্রিয়া লোকে কর্ম্মণঃ সোঽপ্যসঙ্করঃ।
প্রাজ্ঞো ধর্ম্মেণ রমতে ধর্ম্মঞ্চৈবোপজীবতি ॥৪৪॥
তস্মাদ্ধর্ম্মাদবাপ্তেন ধনেন দ্বিজসত্তম!।
তস্যৈব সিঞ্চতে মূলং গুণান্ পশ্যতি যত্র বৈ ॥৪৫॥
ধর্ম্মাত্মা ভবতি হ্যেবং চিত্তঞ্চাস্য প্রসীদতি।
স মিত্রজনসন্তুষ্ট ইহ প্রেত্য চ নন্দতি ॥৪৬॥

ভারতকৌমুদী

সতামিতি। অসংক্লেশেন ক্লেশো যথা ন স্যাত্তথা, বৃত্তিং জীবিকাম্ ॥৪৩॥

সন্তীতি। আগমবিজ্ঞানা বেদজ্ঞাঃ, শাস্ত্রে স্মৃত্যাদৌ, তেষামুপদেশেনেত্যাশয়ঃ, কর্ম্মণঃ ক্রিয়া কর্ত্তব্যা। তদৈব অসঙ্করো ধর্ম্মস্যাব্যামিশ্রতা। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৪॥

তস্মাদিতি। তস্য ধর্ম্মস্যৈব, মূলং গার্হস্থ্যাদিকম্, সিঞ্চতে পুষ্ণাতি ॥৪৫॥

ধর্ম্মেতি। মিত্রজনাঃ সন্তুষ্টা যস্মিন্ সঃ, প্রেত্য পরলোকে চ ॥৪৬॥

ভারতভাবদীপঃ

যতাত্মনঃ জিতচিত্তস্য, অনন্তরা সুলভা বৃত্তির্জীবনং বিষয়সুখমিতি যাবৎ ॥৪২—৪৩॥ স্বধর্ম্মেণেতি। যতঃ শিষ্টা উপদেষ্টারঃ সন্তি। অতঃ কর্ম্মণঃ কর্ম্মণি ষষ্ঠী। কর্ম্ম স্বধর্ম্মেণ স্বোচিতেনাচারেণ ক্রিয়াঃ কুরুষ্ব, আশীর্লিঙ্ মধ্যমৈকবচনম্। সোঽপি অসঙ্করঃ ধর্ম্মাণা-

---

ব্রাহ্মণ! মানুষ সজ্জনের ধর্ম্ম অনুসারে চলিবে, শিষ্টের ন্যায় কার্য্য করিবে এবং অন্যের যাহাতে কষ্ট না হয়, এমন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করিবে ॥৪৩॥

বেদজ্ঞ ও অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞ অনেক শিষ্ট লোক আছেন, তাঁহাদের উপদেশে আপন ধর্ম্ম অনুসারে কার্য্য করিবে; তাহা হইলে লোকে ধর্ম্ম সঙ্কর হইবে না। আর, প্রাজ্ঞ লোক ধর্ম্মেই আনন্দ অনুভব করেন এবং ধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন ॥৪৪॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! সেই ধর্ম্ম হইতে লব্ধ ধন দ্বারা সেই ধর্ম্মেরই মূল সিক্ত করিবে (গার্হস্থ্যের উন্নতি করিবে), যাহাতে গুণ দেখা যায় ॥৪৫॥

এইরূপ করিলে মানুষ ধর্ম্মাত্মা হয় ও উহার চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং উহার মিত্রবর্গ সন্তুষ্ট থাকে; তাহাতে সেই লোক ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হয় ॥৪৬॥

শব্দং স্পর্শং তথা রূপং গন্ধানিষ্টাংশ্চ সত্তম !।
প্রভুত্বং লভতে চাপি ধর্ম্মস্যৈতৎ ফলং বিদুঃ ॥৪৭॥
ধর্ম্মস্য চ ফলং লব্ধ্বা ন তৃপ্যতি মহাদ্বিজ !।
অতৃপ্যমাণো নির্ব্বেদমাপেদে জ্ঞানচক্ষুষা ॥৪৮॥
প্রজ্ঞাচক্ষুর্নর ইহ দোষং নৈবানুরুধ্যতে।
বিরজ্যতে যথাকামং ন চ ধর্ম্মং বিমুঞ্চতি ॥৪৯॥
সর্ব্বত্যাগে চ যততে দৃষ্ট্বা লোকং ক্ষয়াত্মকম্।
ততো মোক্ষে প্রযততে নানুপায়াদুপায়তঃ ॥৫০॥
এবং নির্ব্বেদমাদত্তে পাপং কর্ম্ম জহাতি চ।
ধার্ম্মিকশ্চাপি ভবতি মোক্ষঞ্চ লভতে পরম্ ॥৫১॥

ভারতকৌমুদী

শব্দমিতি। চকারাৎ রসাংশ্চ। এতদিষ্টশব্দলাভাদিকম্ ॥৪৭॥

ধর্ম্মস্যেতি। নির্ব্বেদং বৈরাগ্যম্, আপেদে লভতে। পরোক্ষাপ্রয়োগ আর্ষঃ ॥৪৮॥

প্রজ্ঞেতি। দোষং কামক্রোধাদিকম্, নৈবানুরুধ্যতে নানুসরতি ॥৪৯॥

সর্ব্বেতি। ক্ষয় এবাত্মা স্বভাবো যস্য তম্। উপায়তো মোক্ষশাস্ত্রোক্তজ্ঞানযোগাদ্যুপায়াবলম্বনাদেব, ন পুনরনুপায়াৎ নাস্তিকমতানুসারেণ নিষ্ক্রিয়াবস্থানাৎ ॥৫০॥

এবমিতি। নির্ব্বেদং বৈরাগ্যম্, আদত্তে আশ্রয়তি। পরং নির্ব্বাণম্ ॥৫১॥

ভারতভাবদীপঃ

মিতি শেষঃ। যত্র ধর্ম্মে ॥৪৫—৪৬॥ প্রভুত্বম্ অপ্রতিহতেচ্ছত্বম্ ॥৪৭॥ ধর্ম্মস্যেতি। চিত্তশুদ্ধ্যা ভোগেচ্ছায়াং ক্ষীণায়াং স্বর্গেঽপি বৈরাগ্যং জায়তে ইত্যর্থঃ। অতৃপ্যমাণঃ প্রীতিমলভমানঃ, নির্ব্বেদং বৈরাগ্যম্, আপেদে আপ্নোতি। লকারব্যত্যয় আর্ষঃ ॥৪৮॥ দোষং রাগদ্বেষাদিকম্, নানুরুধ্যতে তদ্বশো ন ভবতীত্যর্থঃ ॥৪৯॥ উপায়ত এব মোক্ষে প্রযততে

সাধুশ্রেষ্ঠ! মানুষ যে অভীষ্ট শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও প্রভুত্ব লাভ করে, তাহা ধর্ম্মেরই ফল বলিয়া জ্ঞানীরা মনে করেন ॥৪৭॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তিনি ধর্ম্মের সেই সকল ফল লাভ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করেন না, তৃপ্তিলাভ না করিয়া জ্ঞাননয়নে বৈরাগ্যলাভ করেন ॥৪৮॥

জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন লোক কাম-ক্রোধপ্রভৃতি দোষের অনুসরণ করেন না, ইচ্ছানুসারে বিরাগী হন, অথচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না ॥৪৯॥

ক্রমে জগৎটাকে নশ্বর দেখিয়া সর্ব্বত্যাগে যত্ন করিতে থাকেন, তৎপরে শাস্ত্রোক্ত উপায়ে মোক্ষলাভের জন্য চেষ্টা করেন; কিন্তু অশাস্ত্রীয় উপায়ে নহে ॥৫০॥

(৪৮)…ন তৃপ্যতি মহাদ্বিজ !—বা ব কা। (৫০)…লোকং ক্ষমাত্মকম্—কা।

তপো নিঃশ্রেয়সং জন্তোস্তস্য মূলং শমো দমঃ।
তেন সর্ব্বানবাপ্নোতি কামান্ যান্ মনসেচ্ছতি ॥৫২॥
ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন সত্যেন চ দমেন চ।
ব্রহ্মণঃ পদমাপ্নোতি যৎ পরং দ্বিজসত্তম ! ॥৫৩॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইন্দ্রিয়াণি তু যান্যাহুঃ কানি তানি যতব্রত ! ।
নিগ্রহশ্চ কথং কার্য্যো নিগ্রহস্য চ কিং ফলম্ ॥৫৪॥
কথঞ্চ ফলমাপ্নোতি তেষাং ধর্ম্মভৃতাং বর ! ।
এতদিচ্ছামি তত্ত্বেন ধর্ম্মং জ্ঞাতুং সুধার্ম্মিক ! ॥৫৫॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্তস্তু বিপ্রেণ ধর্ম্মব্যাধো যুধিষ্ঠির ! ।
প্রত্যুবাচ যথা বিপ্রং তচ্ছৃণুষ্ব নরাধিপ ! ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

তপ ইতি। নিঃশ্রেয়সং মুক্তিসাধকম্, শমদমৌ জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়নিগ্রহৌ ॥৫২॥
ইন্দ্রিয়াণামিতি। দমেন মনসঃ সংযমেন। পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টম্ ॥৫৩॥
ইন্দ্রিয়াণীতি। কথং কেন প্রকারেণ নিগ্রহ ইন্দ্রিয়াণামেব, কার্য্যঃ কর্ত্তব্যঃ ॥৫৪॥
কথমিতি। কথং কেন প্রকারেণ, তেষামিন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহস্য ॥৫৫॥

এইভাবে তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, পাপের কার্য্য করেন না, ধার্ম্মিক হন এবং পরম মুক্তিও লাভ করেন ॥৫১॥

তপস্যাই মুক্তির কারণ ; সেই তপস্যার কারণ আবার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। মনে যাহা ইচ্ছা করা যায়, সেই তপস্যাদ্বারা সে সমস্ত অভীষ্টই পাওয়া যায় ॥৫২॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! ইন্দ্রিয়নিরোধ, সত্যব্যবহার ও মনঃসংযমদ্বারা যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেই ব্রহ্মপদ লাভ করা যায়" ॥৫৩॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"হে ব্রতপরায়ণ ! যেগুলিকে ইন্দ্রিয় বলা হয়, সেগুলি কি ? কিপ্রকারেই বা সেগুলির নিগ্রহ করিতে হয়, আর সে নিগ্রহের ফলই বা কি ? ॥৫৪॥

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ! কি প্রকারেই বা সেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের ফললাভ করে। যথার্থরূপে এই ধর্ম্ম জানিবার জন্য আমি ইচ্ছা করি" ॥৫৫॥

---

(৫৫)…ধর্ম্মং জ্ঞাতুং নিবোধ মে—বা ব কা। ইতঃ পরম্ '…অষ্টাধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, '…নবাধিকদ্বিশততমঃ…'—কা, '…ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমঃ…'—নি।

ব্যাধ উবাচ।

বিজ্ঞানার্থং মনুষ্যাণাং মনঃ পূর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
তৎ প্রাপ্য কামং ভজতে রোষঞ্চ দ্বিজসত্তম! ॥৫৭॥
ততস্তদর্থং যততে কর্ম্ম চারভতে মহৎ।
ইষ্টানাং রূপগন্ধানামভ্যাসঞ্চ নিষেবতে ॥৫৮॥
ততো রাগঃ প্রভবতি দ্বেষশ্চ তদনন্তরম্।
ততো লোভঃ প্রভবতি মোহশ্চ তদনন্তরম্ ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। বিপ্রেণ কৌশিকেন। যথা যৎ ॥৫৬॥

বিজ্ঞানেতি। বিজ্ঞানার্থং পদার্থস্বরূপাবধারণার্থম্। মনুষ্যাণামিত্যুপলক্ষণং প্রাণিমাত্রস্যৈব। তন্মনঃ, প্রাপ্য বিষয়মিতি শেষঃ, কামং বিষয়ানুভবসঙ্কল্পম্, রোষং তদনুভবপ্রতিবন্ধকং প্রতি ক্রোধম্ ॥৫৭॥

তত ইতি। তদর্থং বিষয়ানুভবার্থম্, কর্ম্ম উদ্যমরূপম্। রূপগন্ধানাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধানাম্, অভ্যাসং পৌনঃপুন্যেনানুভবম্ ॥৫৮॥

তত ইতি। রাগো বিষয়ানুভবে উৎকটেচ্ছা, দ্বেষস্তৎপ্রতিবন্ধকং প্রতি ॥৫৯॥

ভারতভাবদীপঃ

ন ত্বনুপায়াদ্দৈবমাত্রাশ্রয়াদিতি যোজনা ॥৫১॥ তপঃ জ্ঞানম্, নিঃশ্রেয়সং মোক্ষসাধনম্। তেন তপসা ॥৫২—৫৩॥ তেষাং নিগ্রহস্য ফলঞ্চ কিং কথঞ্চ ফলমাপ্নোতীতি সম্বন্ধঃ ॥৫৪—৫৬॥ সূক্ষ্মশরীরাদপ্যাত্মানং বিবেচিতুম্ ইন্দ্রিয়াণামজয়ে দোষমাহ—বিজ্ঞানার্থমিত্যাদিনা। মহান্ধকারে বিদ্যমানানাং ঘটাদীনাং বিজ্ঞানার্থং ঘটছিদ্রাদ্বহির্গতদীপপ্রভেব ব্রহ্মণি বিদ্যমান-রূপাদীনাং বিজ্ঞানার্থম্ ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রদ্বারা বহির্গতং তৈজসং মনঃ প্রথমং প্রবর্ত্ততে, তৎ রূপাদি বিজ্ঞানং প্রাপ্য জাতেঽর্থে কামং রাগং ক্রোধং দ্বেষঞ্চ ভজতে ॥৫৭॥ তত্র রাগকার্য্যমাহ সপাদশ্লোকেন—তত ইতি ॥৫৮॥ প্রভবতি স্বকার্য্যসাধনেন কৃতকৃত্যো ভবতি। দ্বেষকার্য্য-

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"নরনাথ যুধিষ্ঠির! কৌশিক এইরূপ বলিলে, ধর্ম্মব্যাধ তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তুমি শ্রবণ কর" ॥৫৬॥

ধর্ম্মব্যাধ বলিলেন—"ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! প্রাণিগণের মন প্রথমে বস্তুর স্বরূপ জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়; তাহার পর সেই মন সেই বিষয়ের উপরে যাইয়া তাহা অনুভব করিবার সঙ্কল্প করে এবং তাহার প্রতিবন্ধকের প্রতি ক্রোধ করে ॥৫৭॥

পরে প্রাণিগণ সেই বিষয় অনুভব করিবার জন্য চেষ্টা করে এবং গুরুতর উদ্যম আরম্ভ করে; আর তৎকালে বার বার অভীষ্ট শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের অনুভব করিতে থাকে ॥৫৮॥

ততো লোভাভিভূতস্য রাগদ্বেষহতস্য চ।
ন ধর্ম্মে জায়তে বুদ্ধির্ব্যাজাদ্ধর্ম্মং করোতি চ ॥৬০॥
ব্যাজেন চরতে ধর্ম্মম্ অর্থং ব্যাজেন রোচতে।
ব্যাজেন সিধ্যমানেষু ধনেষু দ্বিজসত্তম ! ॥৬১॥
তত্রৈব রমতে বুদ্ধিস্ততঃ পাপং চিকীর্ষতি।
সুহৃদ্ভির্বার্য্যমাণশ্চ পণ্ডিতৈশ্চ দ্বিজোত্তম ! ॥৬২॥ (যুগ্মকম্)
উত্তরং শ্রুতিসম্বদ্ধং ব্রবীত্যশ্রুতিযোজিতম্।
অধর্ম্মস্ত্রিবিধস্তস্য বর্ত্ততে রাগদোষজঃ ॥৬৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। রাগদ্বেষাভ্যাং হতস্য আক্রান্তস্য। ব্যাজাৎ ছলাৎ ॥৬০॥

ব্যাজেনেতি। অর্থং তদর্জ্জনম্। ক্লীবত্বমার্ষম্। তত্রৈব ব্যাজ এব ॥৬১—৬২॥

উত্তরমিতি। কথং ব্যাজেন সর্ব্বত্র ব্যবহরসীতি পৃষ্টে, স শ্রুতিসম্বদ্ধং "অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ" ইতি বেদানুমোদিতম্, অথ চ অশ্রুতিযোজিতং সর্ব্বদা ব্যাজাচরণ এব দৃঢ়সংসর্গাত্তাদৃশশ্রুতি-সম্পর্করহিতম্, উত্তরম্ 'অসঙ্গোঽহম্' ইত্যুত্তরবাক্যং ব্রবীতি ॥৬৩॥

ভারতভাবদীপঃ

মাহ পাদোনশ্লোকেন—দ্বেষশ্চেতি ॥৫৯॥ উভয়োঃ কার্য্যমাহ—ততো লোভেতি। ব্যাজাৎ দম্ভাৎ ॥৬০॥ ব্যাজেন কৌটিল্যেন, অর্থং ধনম্ ॥৬১—৬২॥ শ্রুতিসম্বদ্ধম্ অসঙ্গোঽহমুদাসীনোঽহমিত্যাদি অশ্রুতিযোজিতম্, শ্রুতিপথে শাস্ত্যাদৌ যোজিতং যোগঃ তদ্রহিতং যথা

তাহার পরে রাগ, তৎপরে দ্বেষ, তদনন্তর লোভ এবং উহার পরে মোহ উপস্থিত হয় ॥৫৯॥

তদনন্তর লোভ, রাগ ও দ্বেষে অভিভূত লোকের বাস্তবিক ধর্ম্মাচরণে বুদ্ধি জন্মে না; তাই মানুষ ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করে ॥৬০॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যে লোক কপটতা করিয়া ধর্ম্মাচরণ করে এবং কপটতাদ্বারাই অর্থোপার্জ্জনে তাহার অভিরুচি হয়; আর কপটতাতেই তাহার অর্থ হইতে থাকিলে কপটতাতেই তাহার বুদ্ধি খেলিতে থাকে; তাহার পর সুহৃদ্গণ ও পণ্ডিতগণ বারণ করিলেও সে পাপকার্য্যই করিতে ইচ্ছা করে ॥৬১—৬২॥

'কপটতা কেন করিতেছ?' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বেদানুমোদিত উত্তর করে, অথচ সে উত্তরে বেদার্থের সম্পর্ক থাকে না; ইহাতে তাহার রাগদোষে ত্রিবিধ পাপ হইতে থাকে ॥৬৩॥

---

(৬৩) উত্তরং শ্রুতিসম্বদ্ধম্— বা ব কা পি।

পাপং চিন্তয়তে চৈব ব্রবীতি চ করোতি চ।
তস্যাধর্ম্মপ্রবৃত্তস্য গুণা নশ্যন্তি সাধবঃ ॥৬৪॥
একশীলৈশ্চ মিত্রত্বং ভজন্তে পাপকর্ম্মিণঃ।
স তেন দুঃখমাপ্নোতি পরত্র চ বিপদ্যতে ॥৬৫॥
পাপাত্মা ভবতি হ্যেবং ধর্ম্মলাভস্তু মে শৃণু।
যস্ত্বেতান্ প্রজ্ঞয়া দোষান্ পূর্ব্বমেবানুপশ্যতি ॥৬৬॥
কুশলঃ সুখদুঃখেষু সাধূংশ্চাপ্যুপসেবতে।
তস্য সাধুসমারম্ভাদ্বুদ্ধির্ধর্ম্মেষু জায়তে ॥৬৭॥ (যুগ্মকম্)

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ব্রবীষি সূনৃতং ধর্ম্ম্যং যস্য বক্তা ন বিদ্যতে।
দিব্যপ্রভাবঃ সুমহানৃষিরেব মতোঽসি মে ॥৬৮॥

ভারতকৌমুদী

অধর্ম্মত্রৈবিধ্যং দর্শয়তি—পাপমিতি। গুণা দয়াদাক্ষিণ্যাদয়ঃ ॥৬৪॥
একেতি। একশীলৈঃ তদেকবিধস্বভাবৈর্জনৈঃ সহ। স পাপকর্ম্মী ॥৬৫॥
পাপেতি। এবম্ ঈদৃশঃ। কুশলো নিপুণঃ ॥৬৬—৬৭॥

ভারতভাবদীপঃ

স্যাত্তথা, শমাদিশূন্যোঽপি অসঙ্গত্বং শাস্ত্রীয়ং শব্দেনৈব দর্শয়তীত্যর্থঃ ॥৬৩॥ মনোবাক্কায়জত্বেন ত্রৈবিধ্যমেবাহ—পাপমিতি। সাধবঃ সমাদয়ঃ ॥৬৪॥ পাপকর্ম্মিণঃ ভাবপ্রধানো নির্দ্দেশঃ, পাপকর্ম্মকরত্বাদিত্যর্থঃ ॥৬৫॥ ধর্ম্মলাভোপায়মেবাহ—সার্দ্ধেন যস্ত্বিতি ॥৬৬—৬৭॥ সূনৃতং

সে ব্যক্তি পাপ চিন্তা করে, পাপবাক্য বলে এবং পাপকার্য্য করে; সুতরাং সেই পাপপ্রবৃত্ত ব্যক্তির সকল সদ্‌গুণ নষ্ট হইয়া যায় ॥৬৪॥

আর, সেই পাপকর্ম্মীরা একপ্রকার-স্বভাবসম্পন্ন লোকদের মিত্র হয়; তাহাতে তাহারা ইহলোকে দুঃখ পায়, পরলোকেও বিপন্ন হয় ॥৬৫॥

পাপাত্মারা এইরূপ হইয়া থাকে। এখন আমার নিকট ধর্ম্মলাভের বিষয় শ্রবণ করুন—যিনি আপনার বুদ্ধির প্রভাবে পূর্ব্বেই এই সকল দোষ দেখিতে পান, সুখ ও দুঃখের কারণনির্ব্বাচনে নিপুণ হন এবং সাধুসেবা করেন, তাঁহার সৎকার্য্য করিতে আরম্ভ করায় ধর্ম্মতেই বুদ্ধি জন্মে" ॥৬৬—৬৭॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"যে বাক্যের বক্তা অন্য কেহ নাই, এমন সত্য, প্রিয় ও ধর্ম্ম-সঙ্গত বাক্য আপনি বলিতেছেন; সুতরাং আপনি একজন দিব্যপ্রভাবসম্পন্ন প্রধান মহর্ষি, ইহাই আমার ধারণা হইতেছে" ॥৬৮॥

---

(৬৭)…বুদ্ধির্ধর্ম্মেষু রাজতে—বা ব কা নি ॥

ব্যাধ উবাচ।

ব্রাহ্মণা বৈ মহাভাগাঃ পিতরোঽগ্রভুজঃ সদা।
তেষাং সর্ব্বাত্মনা কার্য্যং প্রিয়ং লোকে মনীষিণা ॥৬৯॥
যত্তেষান্তু প্রিয়ং তত্তে বক্ষ্যামি দ্বিজসত্তম!।
নমস্কৃত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো ব্রাহ্মীং বিদ্যাং নিবোধ মে ॥৭০॥
ইদং বিশ্বং জগৎ সর্ব্বমজগচ্চাপি সর্ব্বশঃ।
মহাভূতাত্মকং ব্রহ্ম নাতঃ পরতরং ভবেৎ ॥৭১॥

ভারতকৌমুদী

ব্রবীষীতি। স্বনৃতং সত্যপ্রিয়ম্, ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং বাক্যম্ ॥৬৮॥

ব্রাহ্মণা ইতি। ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজ্ঞানিনঃ, পিতরঃ অন্যেষাং পিতৃস্বরূপাঃ ॥৬৯॥

যদিতি। নমস্কৃত্বা বক্ষ্যামীতি সম্বন্ধঃ। ব্রাহ্মীং ব্রহ্মসম্বন্ধিনীম্ ॥৭০॥

প্রস্তুতং ব্রহ্ম লক্ষয়তি—ইদমিতি। ইদং দৃশ্যমানম্, বিশ্বং সর্ব্বম্, পুনঃ পুনর্গচ্ছতীতি জগৎ জঙ্গমং বস্তু, সর্ব্বম্, অজগৎ অজঙ্গমং স্থাবরমপি বস্তু চ, মহাভূতানি আকাশাদীনি আত্মানঃ স্বজনিততয়া স্বরূপাণি যস্য তৎ, "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেশ্চ। এতেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি শারীরকসূত্রেণ সহ সামঞ্জস্যং দর্শিতম্। "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" ইতি শারীরকসূত্রেণ "তস্মাদধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবাদাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বমুপাদানান্তরাভাবাচ্চ প্রকৃতিত্বম্" ইতি তত্রত্যশাঙ্করভাষ্যেণ চ ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বং দর্শিতম্। অতো ব্রহ্মণঃ, পরতরম্ উৎকৃষ্টতরং কিঞ্চিদপি ন ভবেৎ, "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥৭১॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রিয়ং ধর্ম্ম্যঞ্চ ॥৬৮—৬৯॥ ব্রাহ্মীং ব্রাহ্মণানাং স্বভূতাম্ ॥৭০॥ বিদ্যামেবাহ—ইদমিত্যাদিনা। ইদং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধং বিশ্বং কৃৎস্নং জগৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মকং সর্ব্বং সর্ব্বমপি অজয্যং কর্ম্মণা ন লভ্যং সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারেণ। ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ সর্ব্বস্যাত্মমাত্রত্বাদিতি ভাবঃ। নন্থ পশুবন্ধযাজী সর্ব্বালোঁকানতিজয়তীতি কর্ম্ম

ধর্ম্মব্যাধ বলিলেন—"মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা অন্য লোকের পিতৃস্বরূপ এবং সর্ব্বদাই অগ্রভুক্; অতএব জগতে জ্ঞানী লোক সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রাহ্মণদিগের প্রিয় কার্য্য করিবেন ॥৬৯॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! সেই ব্রাহ্মণদের যাহা প্রিয়, তাহা আমি সেই ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া আপনার নিকট বলিব, আপনি আমার নিকট সেই ব্রাহ্মী বিদ্যা শ্রবণ করুন ॥৭০॥

এই সকল মঙ্গল পদার্থ এবং সকল স্থাবর পদার্থ, সমস্তই মহাভূতাত্মক ব্রহ্ম; এই ব্রহ্ম হইতে উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছু হইতে পারে না ॥৭১॥

(৭১)…অজয্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ—বা ব কা পি।

মহাভূতানি খং বায়ুরগ্নিরাপস্তথা চ ভূঃ।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্‌গুণাঃ ॥৭২॥
তেষামপি গুণাঃ সর্ব্বে গুণবৃত্তিঃ পরস্পরম্।
পূর্ব্বপূর্ব্বগুণাঃ সর্ব্বে ক্রমশো গুণিষু ত্রিষু ॥৭৩॥

ভারতকৌমুদী

অথ মহাভূতানি কানীত্যাহ—মহেতি। খমাকাশম্। আপো জলম্। তেষাং মহাভূতানাং গুণাস্তদ্‌গুণাঃ। অত্র ন্যায়বৈশেষিকদর্শনসামঞ্জস্যমুন্নেয়ম্ ॥৭২॥

ভারতভাবদীপঃ

জয্যত্বং জগতঃ কথং শ্রূয়তে তত্রাহ—মহাভূতাত্মকমিতি। যতঃ ব্রহ্ম ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্যং বস্তু তদেব মহাভূতানি আকাশাদীনি আত্মা জীবঃ কম্ আনন্দরূপ ঈশ্বর এতত্ত্রিতয়াত্মকম্। তথা চ শ্রুতিঃ—"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ" ইতি নাতঃ পরতরং ভবেৎ অতো ব্রহ্মণোঽন্যৎ শ্রেষ্ঠতরং প্রাপ্যং নাস্তি। জয়শ্রুতিস্তু অবিদ্যাবদ্বিষয়কর্ম্মকাণ্ডাভিপ্রায়া। ননু কেয়ং বিদ্যা নাম আত্মৈকত্বপ্রতিপত্তিরিতি ব্রূমঃ। কিং শালগ্রামে বিষ্ণুত্বমিব প্রত্যগাত্মনি সার্ব্বাত্ম্যং ভাবনাত্মকং কুর্য্যাদিতি বিধিত এব ইহ প্রতিপত্তব্যম্ উত বহ্নাবৌষ্ণমিব তাত্ত্বিকং তত্ত্বমস্যাদিশব্দপ্রমাণাৎ প্রতিপত্তব্যম্। আদ্যেঽজয্যবচনব্যাকোপঃ। দ্বিতীয়ে তাত্ত্বিকাদ্বৈতে কর্ম্মোপাস্তিকাণ্ডয়োরপ্রামাণ্যম্, ন চেষ্টাপত্তিঃ তদ্বদেব জ্ঞানকাণ্ডস্যাপ্যপ্রামাণ্যাপত্তেঃ। ভেদগ্রাহিপ্রত্যক্ষাদিপ্রমাণান্তর-বিরোধস্তু স্পষ্ট এবেত্যাশঙ্ক্যাহ—মহাভূতানীতি। খাদয়ঃ শব্দাদয়শ্চ তদ্‌গুণাঃ তস্মিন্ ব্রহ্মণি আশ্রিতা গুণাঃ, ত্রিগুণাত্মকমায়াকার্য্যত্বাৎ মায়ায়াশ্চাশ্রয়ো ব্রহ্মৈব। "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম।" "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অয়মর্থঃ—চন্দ্রেণাসংস্পৃষ্টমপি জলং চন্দ্রে চঞ্চলত্বানেকত্বাধঃস্থত্বাদ্যারোপহেতুর্ভবতি এবং প্রত্যগাত্মনাসংস্পৃষ্টাপি মায়া তত্র দুঃখিত্বামেকত্বাদ্যারোপহেতুর্ভবতীতি। তথা চ শ্রুতয়ঃ—"এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥" "স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব।" "ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে যথা ঘটে। ঘটো নীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ" ইত্যাদ্যাঃ। সমানঃ বুদ্ধি-তাদাত্ম্যং প্রাপ্তঃ। লেলায়তি লোলুপো ভবতি। ব্রহ্মৈব স্বপ্নাদিষেব স্বাজ্ঞানাৎ স্বস্মিন্ন-নেকভেদভিন্নং প্রপঞ্চং পশ্যতি প্রমাণতশ্চ তদ্বাধে একমেব শিষ্যতে অতো রজ্জুরগন্যায়েন প্রপঞ্চস্যাধিষ্ঠানাদনন্যত্বাদাত্মমাত্রত্বম্। অবিদ্যাবস্থায়াং কর্ম্মোপাস্তিজ্ঞানকাণ্ডানাং প্রামাণ্যম্। উৎপন্নে তু জ্ঞানে "বেদা অবেদাঃ" ইতি শ্রুত্যৈব স্বস্য প্রামাণ্যং নিষিদ্ধমিতি ন কিঞ্চিদ্দুঃস্থম্। যদাহুঃ সম্প্রদায়বিদঃ—"দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ। লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং ত্বাত্মনিশ্চয়াৎ॥" ইতি। আ আত্মনিশ্চয়াদিতি চ্ছেদঃ। তস্মাদ্‌যুক্তমুক্তং খাদয়স্তদ্‌গুণা ইতি

আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী—এই পাঁচটী মহাভূত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটী যথাক্রমে উহাদের গুণ ॥৭২॥

ষষ্ঠস্তু চেতনা নাম মন ইত্যভিধীয়তে।
সপ্তমী তু ভবেদ্‌বুদ্ধিরহঙ্কারস্ততঃ পরম্ ॥৭৪॥

ভারতকৌমুদী

অথাকাশাদ্যেকৈকভূতস্য শব্দাদ্যেকৈকগুণকত্বে ঘনধ্বনিঃ কামিনীস্পর্শ ইত্যাদিব্যবহারঃ কথমুপপদ্যত ইত্যাহ—তেষামিতি। উক্তাঃ সর্ব্বেঽপি শব্দাদয়ো গুণাঃ, তেষামাকাশাদীনাং পঞ্চানামেব ভূতানাং যথাসম্ভবং সন্তি। অতএব পরস্পরং গুণানাং বৃত্তিঃ স্থিতিরনুভূয়তে। যথাগ্নৌ শব্দস্পর্শরূপাণাং জলে চ শব্দস্পর্শরূপরসানাম্। কিঞ্চ সর্ব্ব এব পূর্ব্বপূর্ব্বগুণাঃ শব্দাদয়ঃ, ক্রমশঃ, গুণিষু রূপাদিনিয়তগুণকেষু, ত্রিষু অগ্নিজলক্ষিতিরূপমহাভূতেষু অনুভূয়ন্তে। যথা—অগ্নৌ শব্দস্পর্শরূপাণি, জলে শব্দস্পর্শরূপরসাঃ, ক্ষিতৌ চ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ। অত্র নীলকণ্ঠব্যাখ্যানং সর্ব্বথা হেয়ম্, বক্ষ্যমাণমূলবিরোধাৎ ॥৭৩॥

ষষ্ঠ ইতি। শব্দাদয়ঃ পঞ্চ গুণাঃ, ষষ্ঠো গুণস্তু চেতনা নাম, স চ মন ইত্যভিধীয়তে। গুণেষু বুদ্ধিঃ সপ্তমী ভবেৎ, ততঃ পরম্ অহঙ্কারশ্চাষ্টমঃ ॥৭৪॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৭১—৭২॥ অত্র তার্কিকাঃ খাদয়ঃ শব্দাদিগুণবন্তঃ আত্মা চ গুণবানন্যো ন তু তেষাং পরস্পরং গুণগুণিভাবোঽস্তীত্যাহুস্তন্নিরস্যতি—তেষামপীতি। তেষাম্ অব্যবধানাৎ শব্দাদীনাং খাদি-গুণানামপি সতাং গুণান্তারত্বমন্দত্বাদয়ঃ সন্তি। সর্ব্বে দৃশ্যমানাঃ অনেন সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা গ্রাহ্যমাত্রং পাঞ্চভৌতিকমিত্যুক্তম্, ফলিতমাহ গুণবৃত্তিঃ—পরস্পরমিতি। অয়সি দগ্ধৃত্বং বহ্নৌ চতুষ্কোণত্বমিত্যন্যোন্যসংক্রমো দৃষ্টঃ তদ্বদাত্মানাত্মধর্ম্মাণামপি আত্মন্যপি আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বং চেতি সন্তি ধর্ম্মাস্তে চাপৃথক্ত্বেঽপি চৈতন্যাৎ পৃথগিবাবভাসমানাঃ অন্তঃকরণে দৃশ্যন্তে। এবমন্তঃকরণধর্ম্মা দুঃখিত্বাদয়োঽপীতরত্রেতি তয়োঃ পরস্পরাশ্রিত-ত্বমাবিদ্যকং যুজ্যতেঽতো নাত্মনঃ পৃথগ্‌ভূতাঃ খাদয়ঃ কিন্তু রজ্জুরগবত্তত্রৈবাধ্যস্তা ইতি ভাবঃ। ত্রিষু ঈশসূত্রবিরাট্‌সু, সর্ব্বে ইতি। এতেষাম্ উপর্য্যুপরি পরম্পরাধ্যাসেঽপি পূর্ব্বস্য সর্ব্বে গুণা উত্তরস্মিন্ ভবন্তি উত্তরস্য তু কেচিদেব পূর্ব্বস্মিন্ ভবন্তীত্যুক্তম্। অয়মর্থঃ—যথা শুক্লে স্ফটিকে জবাকুসুমসান্নিধ্যাদ্রক্তত্বাধ্যাসস্তত্রৈব স্ফটিকধীপ্রমোষে সতি পদ্মরাগত্বাধ্যাসস্তত্রৈব চন্দ্রিকায়ামিন্দ্রনীলত্বাধ্যাস ইতি চতুরূপে স্ফটিকে গুণবৎসু সোপাধিকেষু ত্রিষু পূর্ব্বপূর্ব্বগুণস্য সর্ব্বস্যাপ্যুত্তরোত্তরত্রাধ্যাসো দৃশ্যতে। তথাহি—স্ফটিকগতা সত্তানির্ব্বচনীয়ে লৌহিত্যে-ঽধ্যস্তা; নন্থ স্ফটিকে লৌহিত্যধর্ম্মোঽনির্ব্বচনীয়ত্বমধ্যস্তম্ এবং ব্রহ্মধর্ম্মাঃ সচ্চিদানন্দাঃ স্থূলেঽপি কায়ে দৃশ্যন্তে। যথোক্তম্—"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্। আদ্যং ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোঽদ্বয়ম্॥" ইতি। এবঞ্চ রজ্জুসর্পভ্রমে ভীষণত্বাদয় এবং সর্পধর্ম্মাঃ রজ্জ্বামধ্যস্যন্তে, ন তু মিথ্যাত্বাদয়স্তদ্বৎ। নন্থ সর্পেঽপি অভিগম্যত্বাদয়ো রজ্জুধর্ম্মা ন

শব্দপ্রভৃতি উক্ত সমস্ত গুণই মহাভূতগুলিতে যথাসম্ভব রহিয়াছে; এই জন্যই সেই ভূতগুলিতে গুণগুলির পরস্পর স্থিতি অনুভব করা যায়। আর, পূর্ব্বপূর্ব্ব সমস্ত গুণই ক্রমিক অগ্নি, জল ও ক্ষিতিতে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় ॥৭৩॥

ইন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চাত্মা রজঃ সত্ত্বং তমস্তথা।
ইত্যেষ সপ্তদশকো রাশিরব্যক্তসংজ্ঞকঃ ॥৭৫॥
সর্ব্বৈরিহেন্দ্রিয়ার্থৈস্তু ব্যক্তাব্যক্তৈঃ সুসংবৃতৈঃ।
চতুর্বিংশক ইত্যেষ ব্যক্তাব্যক্তময়ো গুণঃ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৭৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং দ্বিজব্যাধসংবাদে সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি পঞ্চ—কর্ণত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বানাসিকারূপাণি। আত্মা জীবঃ। উৎপত্তিস্থিতিনাশানাং রজঃসত্ত্বতমোভির্জায়মানতয়া তৎক্রমেণ নির্দ্দেশঃ ॥৭৫॥

সর্ব্বৈরিতি। ইহ, সর্ব্বৈঃ, ইন্দ্রিয়াণি কর্ণাদীনি পঞ্চ, তেষামর্থা বিষয়াঃ শব্দাদয়শ্চ

ভারতভাবদীপঃ

দৃশ্যন্তে ইতি সর্ব্বে ইত্যুক্তিরসঙ্গতেতি চেৎ সত্যম্, অখণ্ডৈকরসে ব্রহ্মণি সচ্চিদানন্দাঃ স্বরূপানতিরিক্তা অপি অনৃতজড়দুঃখপ্রতিযোগিত্বেন কল্প্যন্তে ন তু রূপরসাদিবদকল্পিতাঃ সন্তি, অতঃ কল্পিতানাং তেষাং কার্য্যেণানুবৃত্তির্নানুপপন্না। যে তু ঈশাদৌ অকল্পিতা ঈশমত্বাদয়ো ন তে সূত্রাদিষ্বনুবর্ত্তন্তে কিন্তু কর্ত্তৃত্বসত্ত্বাদয় এব। তস্মাৎ কল্পিতধর্ম্মাভিপ্রায়েণ সর্ব্বে পূর্ব্বস্য ধর্ম্মা উত্তরস্মিন্ সন্তীত্যুক্তম্, তেন দৃশ্যং সর্ব্বম্। ভৌতিকং তচ্চ ব্রহ্মণ্যভেদেনাধ্যস্তমিতি পূর্ব্বার্দ্ধার্থঃ। তত্রাপি স্থূলং শুদ্ধেশসূত্রৈরনুগতং সূত্রং শুদ্ধেশাভ্যাম্ ঈশঃ শুদ্ধেন শুদ্ধস্তু ন কেনচিদনুগতমিতি উত্তরার্দ্ধেঽর্থাদর্শিতম্। শ্রৌতোঽর্থস্তু তস্য স্পষ্ট এবেতি নিষ্কর্ষঃ। তথা চ ন দ্রব্যাণাং প্রত্যক্‌স্বরূপাৎ পৃথক্ সিদ্ধিরস্তীতি তদ্বিরুদ্ধং তর্কমতং নিরস্তম্ ॥৭৩॥ অত্রানুভবমেব প্রমাণয়তি ষষ্ঠ ইতি। চেতনা ধীবৃত্তিস্তথা কামসঙ্কল্পাদয়োঽপ্যুপলক্ষ্যন্তে ষষ্ঠং শব্দাদিপঞ্চকাপেক্ষয়া। অয়ন্ভাবঃ—মনো বিষয়ং কল্পয়তি স্বপ্নে তথা দর্শনাৎ বুদ্ধিস্তং প্রকাশয়তি অহঙ্কারোঽভিমন্যতে ময়ায়ং জ্ঞাত ইতি, তস্মাৎ মনোমাত্রং জগৎ মনসোঽভাবে তৎসত্ত্বে প্রমাণাভাবাদিতি ॥৭৪॥ ননু প্রত্যক্ষমেব তত্র প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইন্দ্রিয়াণীতি। আত্মা জীবঃ, অব্যক্তং মায়া, তৎসংজ্ঞকঃ প্রমাতা প্রমাণং প্রমেয়ঞ্চ স্বপ্নদৃষ্টান্তেন মায়ামাত্রমিত্যবগন্তব্যমিতি ভাবঃ ॥৭৫॥ ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিভ্যাং সহ সপ্ত, তেষামর্থঃ মন্তব্যবোদ্ধ-

'চেতনা'-নামে ষষ্ঠ গুণ আছে, তাহাকে মন বলা হয়, আর বুদ্ধি সপ্তম গুণ এবং অহঙ্কার অষ্টম গুণ ॥৭৪॥

কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা—এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়; জীব, রজ, সত্ত্ব ও তম—এই সতরটী (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটীকে ধরিয়া) পদার্থকে অব্যক্ত বলা হয় ॥৭৫॥

* '...পঞ্চাধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...নবাধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...দশাধিকদ্বিশততমঃ...'—কা '...চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্তঃ স বিপ্রস্তু ধর্ম্মব্যাধেন ভারত!।
কথামকথয়দ্ভূয়ো মনসঃ প্রীতিবর্দ্ধনীম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

পঞ্চেতি তৈঃ, ব্যক্তনি আকাশাদীনি মহাভূতানি পঞ্চ, অব্যক্তানি ইত্যাদীনি দশ মনো-বুদ্ধ্যহঙ্কার-মন্তব্যবোদ্ধব্যাভিমানরজঃসত্ত্বতমাংসি চ নব তৈঃ, সুসংবৃতৈর্বুদ্ধ্যা অভ্যন্তরীকৃতৈ-র্বিষয়ীকৃতৈঃ অতএব খণ্ডয়িতুমশক্যৈঃ পদার্থৈঃ, এষ চতুর্বিংশকো গণঃ, ব্যক্তাব্যক্তময়ঃ তদুভয়রূপঃ, গুণঃ অপ্রধানো ভোগ্য ইত্যর্থঃ। ভোক্তৃ তু ব্রহ্মেতি প্রাধান্যং তস্য। এতেন প্রশ্নমনুসৃত্য ইন্দ্রিয়াণ্যুক্তানীতি জ্ঞেয়ম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

এবমিতি। প্রীতিবর্দ্ধনীং "সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং বর!" ইতি সম্বোধনাদিতি ভাবঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

ব্যাভ্যাং সহ শব্দাদয়ঃ সপ্ত, ব্যক্তাব্যক্তৈঃ বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্যাঃ ব্যক্তাঃ অন্যেঽব্যক্তাঃ তৈঃ সহ, সুসংবৃতৈরিতি বুদ্ধিগুহায়াং লীনৈরিত্যুক্তম্, তে চতুর্দ্দশ আকাশাদয়ঃ পঞ্চ আত্মা অহঙ্কারো গুণত্রয়ং চেতি চতুর্ব্বিংশতের্গণঃ ব্যক্তাব্যক্তরূপঃ গুণঃ ভোগ্যবর্গঃ এতেভ্যো বিবিক্তং যত্তদেব সর্ব্বং সর্ব্বাত্মত্বাৎ সর্ব্বশব্দাভিধেয়ং ভোক্তৃ ব্রহ্মেত্যর্থঃ ॥৭৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৭॥

কর্ণপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় পাঁচটী, শব্দপ্রভৃতি বিষয় পাঁচটী, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন্তব্য, বোদ্ধব্য, অভিমান, রজ, সত্ত্ব ও তম—এই উনিশটী অব্যক্ত এবং আকাশ-প্রভৃতি মহাভূত পাঁচটী ব্যক্ত—এই চব্বিশটী পদার্থই পরমাত্মার ভোগ্য। এই আপনার নিকট সমস্ত বলিলাম; এখন আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন?" ॥৭৬॥

—:*:—

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"ভরতনন্দন! ধর্ম্মব্যাধ এইরূপ বলিলে, সেই ব্রাহ্মণ পুনরায় তাঁহার মনের আনন্দজনক বাক্য বলিলেন ॥১॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

মহাভূতানি যান্যাহুঃ পঞ্চ ধর্ম্মভৃতাং বর!।
একৈকস্য গুণান্ সম্যক্ পঞ্চানামপি মে বদ ॥২॥

ব্যাধ উবাচ।

ভূমিরাপস্তথা জ্যোতির্বায়ুরাকাশমেব চ।
গুণোত্তরাণি সর্ব্বাণি তেষাং বক্ষ্যামি তে গুণান্ ॥৩॥
ভূমিঃ পঞ্চগুণা ব্রহ্মন্নুদকঞ্চ চতুর্গুণম্।
গুণাস্ত্রয়স্তেজসি চ ত্রয়শ্চাকাশবাতয়োঃ ॥৪॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
এতে গুণাঃ পঞ্চ ভূমেঃ সর্ব্বেভ্যো গুণবত্তরাঃ ॥৫॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসশ্চাপি দ্বিজোত্তম!।
অপামেতে গুণা ব্রহ্মন্! কীর্ত্তিতাস্তব সুব্রত! ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

মহেতি। তেষাং পঞ্চানামপি মহাভূতানাং মধ্যে একৈকস্য ॥২॥
ভূমিরিতি। গুণাঃ পূর্ব্বপূর্ব্বগুণা উত্তরেষু যেষাং তানি। তচ্চ বক্ষ্যতি ॥৩॥
ভূমিরিতি। আকাশে একঃ, বাতে চ দ্বৌ ইতি ত্রয়ঃ ॥৪॥
এতদেব বিবৃণোতি ত্রিভিঃ শব্দ ইতি। গুণবত্তরা অধিকগুণবত্যো ভূময়ঃ ॥৫॥
শব্দ ইতি। অপাং জলস্য, এতে চত্বারঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

এবং পূর্ব্বত্র ইদং জগন্মহাভূতাত্মকং ব্রহ্মেত্যুক্তং তদ্ব্যাখ্যাতুং ভূতগুণান্ বিভজতে, সর্ব্বাত্মকত্বং ব্রহ্মণো ব্যাচষ্টে—এবমুক্তঃ স ইত্যাদিনাধ্যায়েন ।.—২॥ গুণোত্তরাণি উত্তরোত্তরগুণাঃ পূর্ব্বপূর্ব্বস্মিন্ বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥৩॥ এতদেবাহ—ভূমিরিতি। ত্রয় ইতি। আকাশে

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! যে পাঁচটীকে মহাভূত বলা হয়, তাহার প্রত্যেকটীর গুণ যথাযথরূপে আমার নিকট বলুন" ॥২॥

ধর্ম্মব্যাধ বলিলেন—"ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটী মহাভূত; এগুলির মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বের গুণ পরপরে দেখা যায়। আপনার নিকট সেগুলির গুণ বলিব ॥৩॥

ব্রাহ্মণ! ভূমিতে পাঁচটী, জলে চারটি, তেজে তিনটী, বায়ুতে দুইটী এবং আকাশে একটী গুণ আছে ॥৪॥

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটী গুণই ভূমির আছে; সুতরাং ভূমি অন্য সকল ভূত হইতেই অধিক গুণবতী ॥৫॥

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ তেজসোঽথ গুণাস্ত্রয়ঃ।
শব্দ স্পর্শশ্চ বায়ৌ তু শব্দশ্চাকাশ এব তু ॥৭॥
এতে পঞ্চদশ ব্রহ্মন্! গুণা ভূতেষু পঞ্চসু।
বর্ত্তন্তে সর্ব্বভূতেষু যেষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৮॥
অন্যোন্যং নাতিবর্ত্তন্তে সম্যক্ চ ভবতি দ্বিজ!।
যদা তু বিষমীভাবমাচরন্তি চরাচরাঃ ॥৯॥
তদা দেহী দেহমন্যং ব্যতিরোহতি কালতঃ।
আনুপূর্ব্ব্যা বিনশ্যন্তি জায়ন্তে চানুপূর্ব্বশঃ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

শব্দ ইতি। আকাশে তু শব্দ এবৈকো গুণ ইত্যর্থঃ ॥৭॥

এত ইতি। ভূমৌ পঞ্চ, জলে চত্বারঃ, তেজসি ত্রয়ঃ, বায়ৌ দ্বৌ, আকাশে চৈক ইতি ভূতসাকল্যে পঞ্চদশ গুণাঃ। গুণত্বেন তু পঞ্চৈব ॥৮॥

অন্যোন্যমিতি। শব্দাদয়ো গুণা অন্যোন্যং নাতিবর্ত্তন্তে নাভিভবন্তি; অপি তু শব্দাদি-গুণগণঃ সম্যগ্‌ভবতি সামঞ্জস্যেন তিষ্ঠতি। চরাচরা গুণাঃ, যদা বিষমীভাবং রোগাদিনা ধাতুবৈষম্যাৎ পরস্পরাভিভবমাচরন্তি, তদা দেহী জীবঃ, কালতঃ আয়ুষ্কালানুসারেণ, অন্যং

ভারতভাবদীপঃ

একঃ, বাতে দ্বাবিত্যর্থঃ ॥৪—৭॥ সর্ব্বভূতেষু জরায়ুজাদিষু লোকাশ্চিদাত্মোপাধিভূতানি পঞ্চভূতানি ॥৮॥ নাতিবর্ত্তন্তে পঞ্চত্বেকেন বিনা ইতরাণি ভূতানি ন তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। সম্যক্ চ ভবতি একীভাবেন প্রকাশন্তে, একত্বমার্ষম্। সংপূর্ব্বাদন্‌চু গতিপূজনয়োরিত্যস্মাৎ ধাতোঃ ঋত্বিগাদিনা ক্বিনি সমঃ সমিরাদেশঃ সমিত্যেকীভাবে ইতি যাস্কঃ। নন্থ ভূতানাং পরস্পর-মবিয়োগে মরণং ন স্যাৎ তৎসঙ্ঘাতো হি চেতন আত্মেতি লোকায়তমতমাশঙ্ক্যাহ—যদেতি। অবিষয়ং বিষয়মিব যত্র ভাবয়তি স সঙ্কল্পো বিষয়ীভাবঃ; তে জীবাস্তীব্রসঙ্কল্পাবেশাদ্‌ঘং দেহং ভাবয়ন্তি তদভিমানদার্ঢ্যেন পূর্ব্বদেহস্যাত্যন্তবিস্মৃতৌ সত্যাং মৃতা ইত্যুচ্যন্তে। ন তু মৃতদেহেঽপি ভূতানাং মিথো বিয়োগোঽস্তীত্যর্থঃ। পাঠান্তরে ভাবং সঙ্কল্পং বিষমং স্বদেহবিলক্ষণং দেহান্তরবিষয়ম্ ॥৯॥ বিনশ্যন্তি তিরোভবন্তি; জায়ন্তে আবির্ভবন্তি ॥১০॥

ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ! শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস—এই চারিটী জলের গুণ আপনার নিকট বলা হইল ॥৬॥

শব্দ, স্পর্শ ও রূপ—এই তিনটী তেজের গুণ, শব্দ ও স্পর্শ—এই দুইটী বায়ুর গুণ এবং একমাত্র শব্দ আকাশের গুণ ॥৭॥

ব্রাহ্মণ! যে সকল ভূতে সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই পঞ্চভূতে এই পনরটী গুণ রহিয়াছে ॥৮॥

ব্রাহ্মণ! এই গুণগুলি পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে না, প্রত্যুত

তত্র তত্র হি দৃশ্যন্তে ধাতবঃ পাঞ্চভৌতিকাঃ।
যৈরাবৃতমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥১১॥
ইন্দ্রিয়ৈঃ সৃজ্যতে যদ্‌যত্তত্তদ্ব্যক্তমিতি স্মৃতম্।
তদব্যক্তমিতি জ্ঞেয়ং লিঙ্গগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ॥১২॥
যথাস্বং গ্রাহকাণ্যেষাং শব্দাদীনামিমানি তু।
ইন্দ্রিয়াণি যদা দেহী ধারয়ন্নিব তপ্যতে ॥১৩॥
লোকে বিততমাত্মানং লোকঞ্চাত্মনি পশ্যতি।
পরাবরজ্ঞঃ সক্তঃ সন্ স তু ভূতানি পশ্যতি ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

দেহম্, ব্যতিরোহতি—আরোহতি। আনুপূর্ব্ব্যা পূর্ব্বপূর্ব্বক্রমেণ ভূতানি বিনশ্যন্তি, অনুপূর্ব্বশঃ পূর্ব্বপূর্ব্বক্রমেণ চ জায়ন্তে ॥৯—১০॥

তত্রেতি। তত্র তত্র তেষু তেষু প্রাণিষু, ধাতবঃ শুক্রশোণিতাদয়ঃ ॥১১॥

ইন্দ্রিয়ৈরিতি। যদ্‌যদ্বস্তু ইন্দ্রিয়ৈঃ সৃজ্যতে সংসৃজ্যতে, তত্তদ্বস্তু ব্যক্তমিতি স্মৃতম্। যথা মহাভূতপঞ্চকম্। লিঙ্গগ্রাহ্যং হেতুগ্রাহ্যম্ অনুমানজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥১২॥

যথেতি। দেহী জীবো যদা, এষাং শব্দাদীনাম্, স্বং স্বমনতিক্রম্যেতি যথাস্বং গ্রাহকাণি

ভারতভাবদীপঃ

ধাতবো রেত-আদয়ঃ প্রত্যেকং পাঞ্চভৌতিকাঃ সন্তোঽপি ॥১১॥ সৃজ্যতে সংসৃজ্যতে, যদ্বা প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকা ইতি শ্রূয়মাণদৃষ্টিসৃষ্ট্যভিপ্রায়েণ চক্ষুরাদিভিঃ সূর্য্যাদিসৃষ্টিদ্বারা লোকঃ সৃজ্যত ইতি। যথাশ্রুতমেব ব্যক্তং ঘটাদি, অব্যক্তম্ ইন্দ্রিয়াদি লিঙ্গং রূপাদিপ্রকাশস্তেন গ্রাহ্যম্ অনুমেয়ম্ ॥১২॥ যথাস্বং স্ববিষয়ানতিক্রমেণ ইমানি ইন্দ্রিয়াণি ধারয়ন্ নিগৃহ্নন্ তপ্যত ইব আত্মানমবিষয়মপ্যালোচয়ত ইব মনআদীনাং নিগ্রহ এব আত্মা লোচনমিত্যর্থঃ ॥১৩॥ আত্মনঃ সোপাধিকং রূপমপেক্ষ্যাহ—লোকে ইতি। বিততং কুণ্ডলে কনকমিব উপাদানত্বেন ব্যাপকং নিরুপাধিকং রূপমপেক্ষ্যাহ—লোকমিতি। লোকঞ্চ সৈন্ধবখিল্যবদাত্মনি চিদেকরসে বিলীনং পশ্যতি। তথা চ শ্রুতী ব্রহ্মবিদাং দ্বে অবস্থে নিরূপয়তঃ "য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি।

সামঞ্জস্যসহকারেই অবস্থান করে; কিন্তু সকল গুণ যখন বৈষম্য প্রাপ্ত হয়, তখন জীব আয়ু অনুসারে অন্য দেহ অবলম্বন করে। আর ভূতগুলি পূর্ব্বপূর্ব্বক্রমে তিরোহিত ও আবির্ভূত হয় ॥৯—১০॥

পঞ্চভূতারব্ধ শুক্রশোণিতপ্রভৃতি ধাতু সকল সমস্ত প্রাণীতেই দেখা যায়; যে প্রাণিসমূহদ্বারা এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥১১॥

যে যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের সহিত সংসৃষ্ট হয়, সেই সেই বস্তুই ব্যক্ত; আর যে যে বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে—অনুমানজ্ঞেয়, সেই সেই বস্তুই অব্যক্ত ॥১২॥

জীব যখন যথানিয়মে এই শব্দাদির গ্রাহক ইন্দ্রিয়গুলিকে ধারণ করিয়াও

পশ্যতঃ সর্ব্বভূতানি সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
ব্রহ্মভূতস্য সংযোগো নাশুভেনোপপদ্যতে ॥১৫॥
জ্ঞানমূলাত্মকং ক্লেশমতিবৃত্তস্য পৌরুষম্।
লোকবৃত্তিপ্রকাশেন জ্ঞানমার্গেণ গম্যতে ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

ইমানি ইন্দ্রিয়াণি ধারয়ন্নপি, তপ্যতে তত্তদ্বিষয়াগ্রহণাত্তপশ্চরতীব, তদা সঃ, আত্মানং লোকে জগতি বিততং ব্যাপিনম্, আত্মনি চ বিলীনং লোকং পশ্যতি। ইন্দ্রিয়নিরোধাৎ কেবলাত্মদর্শনমেব তদা জায়ত ইত্যর্থঃ। তদ্বিপরীতাবস্থামাহ—পরেতি। পরাবরজ্ঞঃ আত্মনো নিরুপাধিত্বসোপাধিত্বাবস্থাভিজ্ঞোঽপি স জীবঃ, বিষয়েষু ইন্দ্রিয়দ্বারা সক্তঃ সন্ ভূতানি পশ্যতি ॥১৩—১৪॥

পশ্যত ইতি। পশ্যতো মায়িকত্বেন জানতঃ। ব্রহ্মভূতস্য ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রহ্মরূপত্বং প্রাপ্তস্য, "ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। অশুভেন কর্ম্মফলেন, সংযোগঃ সম্বন্ধো নোপপদ্যতে ন সম্ভবতি, ব্রহ্মজ্ঞানেনৈব তন্নাশাদিতি ভাবঃ ॥১৫॥

জ্ঞানেতি। জ্ঞানমূলাদন্তঃকরণবৃত্তেঃ আত্মা স্বরূপং যস্য তম্, পৌরুষং পুরুষসম্বন্ধিনম্,

ভারতভাবদীপঃ

যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইতি। উক্তং চাভিযুক্তৈঃ—"সোপাধির্নিরুপাধিশ্চ দ্বেধা ব্রহ্মবিদুচ্যতে। সোপাধিকঃ স্যাৎ সর্ব্বাত্মা নিরূপাখ্যোঽনুপাধিকঃ॥" ইতি। পরাপরজ্ঞঃ পরং নিরুপাধি, অপরং সোপাধি, সক্তঃ প্রারব্ধকর্ম্মণা বদ্ধঃ সন্ যাবদ্দেহপাতমেব সমাধৌ সোপাধিকাবস্থামনুভবতি, ন তু বিদেহকৈবল্যেঽপীত্যর্থঃ ॥১৪॥ বিদ্যাফলমাহ—পশ্যত ইতি। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইতি শ্রুতের্ব্রহ্মভূতস্য উপাধিত্যাগাদিত্যর্থঃ, অশুভেন পুণ্যপাপয়োঃ ফলেন সম্প্রজ্ঞাতসমাধাবিবৈকাত্মধীদার্ঢ্যাজ্জাগ্রৎস্বপ্নয়োরপি তদেব পশ্যন্ কর্ম্মণা ন লিপ্যত ইত্যর্থঃ ॥১৫॥ জ্ঞানমূলেতি। জ্ঞানং বিদ্যা, তস্যাঃ মূলং মায়া, ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তেরপি মায়াকার্য্যত্বাৎ মায়াত্মকং মিথ্যারূপং ক্লেশম্ অবিদ্যাদিরূপম্ অতিবৃত্তস্য অতিক্রম্য গতস্য যোগিনঃ লোকসম্বন্ধিন্যাঃ বৃত্তের্বর্ত্তনজীবনাত্মিকায়াঃ প্রকাশো যেন তাদৃশেন জ্ঞানরূপেণ জ্ঞানমার্গেণ পৌরুষং পরমপুরুষার্থরূপো মোক্ষো গম্যতে প্রকাশতে মায়িক্যে বা বিদ্যা মায়িক্যৈব বিদ্যয়া নষ্টা চেন্মুচ্যতে ইত্যর্থঃ। যথোক্তং শ্রীভাগবতে—"বিদ্যাবিদ্যে মম তনু বিৎদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্। মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥"

যেন তপস্যা করিতে থাকে, তখন আত্মাকে জগদ্ব্যাপিরূপে এবং জগৎটাকে আত্মবিলীন অবস্থায় দেখিতে থাকে। আর, সর্ব্বজ্ঞ সেই জীব বিষয়ে আসক্ত হইয়া সমস্ত ভূত দর্শন করে ॥১৩—১৪॥

যে লোক সর্ব্বদা সকল অবস্থায় সমস্ত পদার্থকেই মায়াকল্পিত বলিয়া ধারণা করে, সে লোক ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়; সুতরাং তাহার আর কর্ম্মফলের সহিত সম্বন্ধ হয় না ॥১৫॥

অনাদিনিধনং জন্তুমাত্মযোনিং সদাঽব্যয়ম্।
অনৌপম্যমমূর্ত্তঞ্চ ভগবানাহ বুদ্ধিমান্ ॥১৭॥
তপোমূলমিদং সর্ব্বং যন্মাং বিপ্রানুপৃচ্ছসি।
ইন্দ্রিয়াণ্যেব সংযম্য তপো ভবতি নান্যথা ॥১৮॥
ইন্দ্রিয়াণ্যেব তৎ সর্ব্বং যৎ স্বর্গনরকাবুভৌ।
নিগৃহীতবিসৃষ্টানি স্বর্গায় নরকায় চ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

ক্লেশম্ অবিদ্যাদিপঞ্চকম্, অতিবৃত্তস্য অতিক্রান্তস্য জনস্য মনসা, লোকবৃত্তীনাং শমদমাদীনাং প্রকাশো যস্মাত্তেন, জ্ঞানমার্গেণ গম্যতে ॥১৬॥

জীবং লক্ষয়তি—অনাদীতি। বুদ্ধিমান্ জ্ঞানী ভগবান্ প্রজাপতিঃ, জন্তুং জীবম্, অনাদিনিধনম্, আত্মৈব যোনির্যস্য তম্, সদা অব্যয়ম্ অপরিণামিনম্, অনৌপম্যমমূর্ত্তঞ্চাহ—"তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুত্যা জীবস্য ব্রহ্মাভিন্নত্বাৎ ॥১৭॥

তপ ইতি। সর্ব্বং স্বর্গমোক্ষাদিকম্। সংযম্য স্থিতস্যেতি শেষঃ ॥১৮॥

ইন্দ্রিয়াণীতি। তৎ সর্ব্বং তৎসর্ব্বকারণানি। কথমিত্যাহ—নিগৃহীতবিসৃষ্টানি ইন্দ্রিয়াণ্যেব স্বর্গায় নরকায় চ নিগৃহীতানি স্বর্গায়, বিসৃষ্টানি বিষয়েষু মুক্তানি নরকায় ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

ইতি। জ্ঞানপূর্ব্বাত্মকমিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ ॥১৬॥ মুক্তজীবস্য স্বরূপমাহ—অনাদীতি। আত্মবিশেষণেন লোকায়তসম্মতং দেহস্যাত্মত্বং নিরস্তম্, জন্তুং পুত্তিকাদিব্রহ্মান্তং জীবম্, আত্মযোনিং জীবস্যাত্মযোনিত্বং বদতা জীবত্বহেতোরবিদ্যাদেঃ পৃথক্‌সত্তা সাংখ্যাদ্যভিমতা নিরস্তা। অব্যয়মিতি তার্কিকাভিমতং সুখদুঃখাদিবিকারবত্ত্বং নিরস্তম্। সদেতি আগন্তুকবিকারাস্পর্শিত্বমুক্তম্। এতেনৈব ক্ষণিকশূন্যবাদাবপি নিরস্তৌ। অমূর্ত্তমিতি। অতএবাত্মবাদো দেহসম্মিতাত্মবাদশ্চ পরাস্তঃ। অনৌপম্যং তর্কাগম্যমিত্যর্থঃ। ভগবানাহ—"স্বনিঃশ্বসিতরূপেণ বেদেন হেতুদৃষ্টান্তবর্জ্জিতম্। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তে ধীরা॥" ইত্যাদিনা। বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিং নিয়ম্যত্বেনাস্যাস্তীতি স তথা ॥১৭॥ তপো

যে লোক অন্তঃকরণবৃত্তিসম্ভূত অবিদ্যাপ্রভৃতি ক্লেশ অতিক্রম করিয়াছে, তাহার মন, শম-দমাদিসাধক জ্ঞানমার্গেই চলিতে থাকে ॥১৬॥

জ্ঞানী ভগবান্ ব্রহ্মা বলেন—"জীব—অনাদি, অনন্ত, আত্মযোনি, অপরিণামী, নিরুপম ও নিরাকার" ॥১৭॥

ব্রাহ্মণ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সে সমস্তের কারণই তপস্যা; আবার ইন্দ্রিয়সংযমেই সেই তপস্যা হয়, অন্যপ্রকারে হয় না ॥১৮॥

স্বর্গ ও নরকনামে যে দুইটী পদার্থ আছে, ইন্দ্রিয়ই সে সকলের কারণ; নিগৃহীত ইন্দ্রিয় স্বর্গের কারণ, আর বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয় নরকের কারণ ॥১৯॥

এষ যোগবিধিঃ কৃৎস্নো যাবদিন্দ্রিয়ধারণম্।
এতন্মূলং হি তপসঃ কৃৎস্নস্য নরকস্য চ ॥২০॥
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥২১॥
ষণ্ণামাত্মনি নিত্যানামৈশ্বর্য্যং যোঽধিগচ্ছতি।
ন স পাপৈঃ কুতোঽনর্থৈর্যুজ্যতে বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২২॥
রথঃ শরীরং পুরুষস্য দৃষ্টমাত্মা নিয়ন্তেন্দ্রিয়াণ্যাহুরশ্বান্।
তৈরপ্রমত্তঃ কুশলৈঃ সদশ্বৈর্দান্তৈঃ সুখং যাতি রথীব ধীরঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

এষ ইতি। ইন্দ্রিয়াণাং ধারণং নিরোধঃ বিষয়ে প্রত্যর্পণঞ্চ। তত্র ইন্দ্রিয়নিরোধ এব কৃৎস্নো যোগবিধিঃ, কৃৎস্নস্য তপসো মূলঞ্চ। ইন্দ্রিয়প্রত্যর্পণন্তু নরকস্য মূলম্ ॥২০॥

ইন্দ্রিয়াণামিতি। প্রসঙ্গেন বিষয়সংসর্গেণ, দোষং রাগাদিম্, ঋচ্ছতি লভতে ॥২১॥

ষণ্ণামিতি। যঃ, আত্মনি জীবে নিত্যানাম্ আসংসারং স্থিতানাম্, ষণ্ণাং মনসা সহ পঞ্চানাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাম্, ঐশ্বর্য্যম্ ঈশ্বরত্বং স্বেচ্ছয়া নিয়ন্তৃত্বম্, অধিগচ্ছতি, স বিজিতেন্দ্রিয়ঃ, পাপৈর্ন যুজ্যতে, অনর্থৈঃ কুতো যুজ্যেত ॥২২॥

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ" ইত্যাদিকঠোপনিষদমনুবদতি—রথ ইতি। আত্মা জীবঃ, নিয়ন্তা সারথিঃ। অপ্রমত্তঃ সাবধানঃ, দান্তৈঃ শিক্ষিতৈঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ধ্যানম্ ॥১৯॥ ইন্দ্রিয়াণি নিগৃহীতানি স্বর্গায় বিসৃষ্টানি নরকায়েতি যোজনয়া পূর্ব্বার্দ্ধস্যৈব ব্যাখ্যা ॥১৯—২০॥ এতন্মূলমিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—ইন্দ্রিয়াণামিতি। দোষং রাগবিদ্বেষাদিরূপম্, আচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি ॥২১॥ ষণ্ণাং মনঃষষ্ঠানামিন্দ্রিয়াণাং নিত্যানাম্ আত্মনি কল্পিতত্বেন রজ্জুভুজঙ্গবদাদ্যন্তশূন্যানাম্ ঐশ্বর্য্যং নিয়ন্তৃত্বম্ অনর্থৈঃ প্রমাতৃত্বাদিকর্ত্তব্যভোক্তৃত্বরূপৈঃ। ॥২২॥ উক্তেঽর্থে প্রমাণসূচনার্থম্—"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ" ইত্যাদি

এই ইন্দ্রিয়নিরোধই সমস্ত যোগ এবং সমস্ত তপস্যার মূল; আর ইন্দ্রিয়-বিক্ষেপই নরকের কারণ ॥২০॥

ইন্দ্রিয়গুলি আপন আপন বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে, মানুষ নিশ্চয়ই রাগ-দ্বেষাদি দোষভাগী হয়; আর সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়াই সিদ্ধিলাভ করে ॥২১॥

মন ও পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় সর্ব্বদাই জীবাত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে; সুতরাং যে লোক সেই ছয়টী ইন্দ্রিয়কে উপযুক্তভাবে পরিচালিত করিতে পারে, সেই জিতেন্দ্রিয় লোক পাপে লিপ্ত হয় না; অতএব অনর্থে লিপ্ত হইবে কি করিয়া ॥২২॥

ষণ্ণামাত্মনি যুক্তানামিন্দ্রিয়াণাং প্রমাথিনাম্।
যো ধীরো ধারয়েদ্রশ্মীন্ স স্যাৎ পরমসারথিঃ ॥২৪॥
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসৃষ্টানাং হয়ানামিব বর্ত্মসু।
ধৃতিং কুর্ব্বীত সারথ্যে ধৃত্যা তানি জয়েদ্ধ্রুবম্ ॥২৫॥
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতে বুদ্ধিং নাবং বায়ুরিবাম্ভসি ॥২৬॥
যেষু বিপ্রতিপদ্যন্তে ষট্সু মোহাৎ ফলাগমম্।
তেষ্বধ্যবসিতাধ্যায়ী বিন্দতে ধ্যানজং ফলম্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

ষণ্ণামিতি। প্রমাথিনাম্ অনর্থকারিণাম্। রশ্মীন্ প্রগ্রহান্ নিয়মনানি চ ॥২৪॥
ইন্দ্রিয়াণামিতি। প্রসৃষ্টানাং বিষয়েষু বিক্ষিপ্তানাম্। ধৃতিং ধৈর্য্যম্ ॥২৫॥
ইন্দ্রিয়াণামিতি। অনুবিধীয়তে অনুসরতি। কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ। অস্য জীবস্য ॥২৬॥
যেষ্বিতি। অন্যে পুরুষাঃ, মোহাৎ, যেষু ষট্সু সঙ্কল্পিতসহিতেষু শব্দাদিষু পঞ্চসু বিষয়েষু,

ভারতভাবদীপঃ

কঠবল্লীনামর্থং সংগৃহ্ণাতি—রথ ইত্যাদিনা ॥২৩॥ আত্মা বুদ্ধিঃ ॥২৪॥ ইন্দ্রিয়াণামজয়ে শাস্ত্রজাপি প্রজ্ঞা নশ্যতীত্যাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি ॥২৫॥ অনুবিধীয়ত ইতি কর্ম্মকর্ত্তরি লকারঃ। যস্যেন্দ্রিয়স্যাধীনং মনো ভবতি তদেব প্রজ্ঞাং নাশয়তীত্যর্থঃ ॥২৬॥ ষট্সু স্বসঙ্কল্পেষু শব্দাদিষু ফলাগমে তজ্জন্যে সুখাদ্যুপলম্ভে বিষয়ে বিপ্রতিপদ্যন্তে রাগিণঃ সুখমুপাদেয়মিত্যাহুর্বীতরাগা হেয়মিত্যাদিরূপা বিপ্রতিপত্তিঃ। তত্র যস্তেষু অধ্যবসিতং বস্তুদৃষ্ট্যা নিশ্চিতং যদ্ধেয়ত্বং তদেবাধ্যাতুং শীলং যস্য সঃ, বিষয়দোষদর্শনেন বীতরাগ ইত্যর্থঃ ॥২৭॥ পূর্ব্বা-

পুরুষের শরীরটী—রথ, জীব—সারথি এবং ইন্দ্রিয়গুলি—অশ্ব; সুতরাং ধীরস্বভাব রথী যেমন সুখে গমন করে, সেইরূপ সাবধান পুরুষ সুসংযত ও কর্ম্মকুশল সেই ইন্দ্রিয়রূপ উৎকৃষ্ট অশ্বদ্বারা সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন ॥২৩॥

অনর্থকারী মন ও পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় সর্ব্বদা জীবাত্মার সহিত সংযুক্ত আছে; সুতরাং যে লোক ধৈর্য্যশীল হইয়া সেগুলির রশ্মি ধারণ করিতে পারে, সেই লোকই উত্তম সারথি বলিয়া গণ্য হয় ॥২৪॥

পথচারী অশ্বের ন্যায় বিষয়সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলির পরিচালনায় ধৈর্য্য অবলম্বন করিবে; ধৈর্য্যদ্বারা নিশ্চয়ই সেগুলিকে জয় করিতে পারিবে ॥২৫॥

বিষয়চারী ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে মন যে বিষয়ে ধাবিত হয়, সেই বিষয়ই মানুষের বুদ্ধিকে আকর্ষণ করে; যেমন বায়ু জলস্থিত নৌকাকে আকর্ষণ করে ॥২৬॥

(২৭) শ্লোকাৎ পরম্ অধ্যায়সমাপ্তিরনেকেষু পুস্তকেষু দৃশ্যতে।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবন্তু সূক্ষ্মে কথিতে ধর্ম্মব্যাধেন ভারত!।
ব্রাহ্মণঃ স পুনঃ সূক্ষ্মং পপ্রচ্ছ সুসমাহিতঃ ॥২৮॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

সত্ত্বস্য রজসশ্চৈব তমসশ্চ যথাতথম্।
গুণাংস্তত্ত্বেন মে ব্রূহি যথাবদিহ পৃচ্ছতঃ ॥২৯॥

ব্যাধ উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
এষাং গুণান্ পৃথক্ত্বেন নিবোধ গদতো মম ॥৩০॥
মোহাত্মকং তমস্তেষাং রজ এষাং প্রবর্ত্তকম্।
প্রকাশবহুলত্বাচ্চ সত্ত্বং জ্যায় ইহোচ্যতে ॥৩১॥

ভাবতকৌমুদী

ফলাগমং সুখাদিফললাভম্, বিপ্রতিপদ্যন্তে বিপ্রতিপত্ত্যা ইচ্ছন্তি, তেষ্বেব বিষয়েষু, মধ্যে অধ্যবসিতং শ্রুত্যা যুক্ত্যা চ নিশ্চিতং বিষয়ং ব্রহ্মেত্যর্থঃ আধ্যায়তীতি স তাদৃশঃ পুরুষস্তু ধ্যানজং ফলং মুক্তিং বিন্দতে লভতে ॥২৭॥

এবমিতি। সূক্ষ্মে অণীয়সি ব্রহ্মাদৌ। সুসমাহিতঃ অতীবমনোযোগী সন্ ॥২৮॥

সত্ত্বস্যেতি। সত্ত্বাদিত্রয়ং দ্রব্যমেব। যৎপুনরেষু গুণপদপ্রয়োগঃ, তত্তু পুরুষরূপপশোর্বন্ধনসাধনতয়া রজ্জুসাধর্ম্ম্যাৎ। অত এবাং গুণপ্রশ্নোপপত্তিঃ ॥২৯॥

হন্তেতি। হর্ষে হন্তশব্দঃ। তমশ্চ বক্তব্যবিষয়স্য গৌরবাতিরেকাৎ ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

ধ্যায়াস্তোক্তবিপ্রতিপত্তিকারণং গুণত্রয়ং সকার্য্যং বক্তুমারভতে—এবমিতি। সূক্ষ্মে ব্রহ্মণি সূক্ষ্মং তৎপ্রাপ্তিকারণং গুণত্রয়বিভাগং তেনার্থাদ্গুণেভ্যো ব্রহ্ম বিবিক্তমিত্যুক্তং ভবতি

বহু লোকই মোহবশতঃ যে ছয়টী ইন্দ্রিয়বিষয়ের মধ্যে অন্যান্য ফললাভের ইচ্ছা করে, নিশ্চিত বিষয়—(ব্রহ্ম) ধ্যায়ী লোক সেই ছয়টী ইন্দ্রিয়বিষয়ের মধ্যেই ধ্যানের ফল লাভ করে" ॥২৭॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"ভরতনন্দন! ধর্ম্মব্যাধ এইরূপে সূক্ষ্ম বিষয় বলিলে, কৌশিক অত্যন্ত মনোযোগী হইয়া পুনরায় সূক্ষ্ম বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিলেন" ॥২৮॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আমি এখন আবার যথাযথভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার নিকট সত্ত্ব, রজ ও তমের গুণ সকল যথার্থরূপে বলুন" ॥২৯॥

ধর্ম্মব্যাধ বলিলেন—ভাল, আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা আমি আপনার নিকট বলিব। সত্ত্ব, রজ ও তমের গুণ সকল আমি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন ॥৩০॥

অবিদ্যাবহুলো মূঢ়ঃ স্বপ্নশীলো বিচেতনঃ।
দুর্হৃষীকস্তমোধ্বস্তঃ সক্রোধস্তামসোঽলসঃ ॥৩২॥
প্রবৃত্তবাক্যো মন্ত্রী চ যো নরাগ্র্যোঽনসূয়কঃ।
বিধিৎসমানো বিপ্রর্ষে! স্তব্ধো মানী স রাজসঃ ॥৩৩॥
প্রকাশবহুলো ধীরো নির্বিধিৎসোঽনসূয়কঃ।
অক্রোধনো নরো ধীমান্ দান্তশ্চৈব স সাত্ত্বিকঃ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

মোহেতি। মোহস্য আত্মা স্বরূপং যস্মাৎ তৎ। কিঞ্চ গুরুত্বমস্য গুণঃ, আবরণঞ্চ ধর্ম্মঃ। প্রবর্ত্তকং প্রবৃত্তিজনকত্বং ধর্ম্মঃ, চাঞ্চল্যঞ্চ গুণঃ। প্রকাশবহুলত্বাৎ বাহুল্যেন প্রকাশকত্বাৎ, জ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠম্। প্রকাশকত্বং ধর্ম্মঃ, লঘুত্বঞ্চ গুণঃ। এতদ্বিস্তরস্তু সাংখ্যকারিকাতদ্ভাষ্যাদৌ দ্রষ্টব্যঃ ॥৩১॥

অবিদ্যেতি। স্বপ্নশীলো নিদ্রালুঃ, বিচেতনো বিকৃতচিত্তঃ, দুর্হৃষীকো বিকলেন্দ্রিয়ঃ, তমোধ্বস্তঃ অজ্ঞানেন কার্য্যভ্রষ্টঃ। যত্র মোহোদয়ঃ, স ক্রোধস্তমোগুণসমুদ্ভবঃ, যত্র তু উত্তেজনামাত্রং স ক্রোধো রজোগুণসমুদ্ভব ইতি ক্রোধস্য দ্বৈবিধ্যাৎ "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ" ইতি গীতয়া সহ ন বিরোধঃ ॥৩২॥

প্রেতি। প্রকর্ষেণ বৃত্তং বাক্যং যস্য স বহুভাষীত্যর্থঃ, মন্ত্রী মন্ত্রণাপটুঃ। বিধিৎসমানঃ সর্ব্বদৈব কর্ম্মেচ্ছুঃ, স্তব্ধো জড়ঃ, মানী গর্ব্বী ॥৩৩॥

প্রকাশেতি। প্রকাশবহুলঃ অতিশয়েন প্রতিভাশীলঃ, ধীরো ধৈর্য্যশালী, নির্বিধিৎসঃ অবিরতকার্য্যকরণানিচ্ছুঃ। ধীমান্ বুদ্ধিমান্, দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৪॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২৮—৩১॥ দুর্হৃষীকঃ দুঃস্থেন্দ্রিয়ঃ ॥৩২॥ বিধিৎসা বিশেষতৃষ্ণা, ধেট্ পানে অস্য রূপম্। প্রবৃত্তবাক্যঃ প্রবৃত্তিবাক্। অনসূয়কঃ পরদোষাদর্শী। তত্র হেতুঃ বিধিৎসমান ইতি। স্তব্ধো নমস্কারাস্তকরণম্, মানস্তদ্ধেতুমহত্ত্বাভিমানস্তদুভয়বান্ ॥৩৩—৩৪॥ লোকবৃত্তে রজ-

---

তমোগুণের কার্য্য—মোহ, রজোগুণের কার্য্য—প্রবৃত্তি এবং সত্ত্বগুণের কার্য্য—সাতিশয় প্রকাশ; সুতরাং এগুলির মধ্যে সত্ত্বগুণকেই প্রধান বলা হয় ॥৩১॥

তামস লোক—অত্যন্ত অজ্ঞান, মূঢ়, নিদ্রালু, বিকৃতচিত্ত, বিকলেন্দ্রিয়, অজ্ঞানবশতঃ কার্য্যভ্রষ্ট, ক্রোধী ও অলস হয় ॥৩২॥

ব্রহ্মর্ষি! যে লোক রজোগুণবহুল, সে লোক—বহুভাগী, মন্ত্রণানিপুণ, মনুষ্যপ্রধান, অসূয়াশূন্য, সর্ব্বদা কার্য্যকরণেচ্ছু, জড় ও গর্ব্বিত হয় ॥৩৩॥

যে লোক অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন, ধৈর্য্যশীল, সর্ব্বদা কার্য্যকরণে অনিচ্ছু, অসূয়াশূন্য, ক্রোধহীন, বুদ্ধিমান্ ও জিতেন্দ্রিয়, সেই লোক সাত্ত্বিক ॥৩৪॥

সাত্ত্বিকস্ত্বথ সম্বুদ্ধো লোকবৃত্তৈর্ন লিপ্যতে।
যদা বুধ্যতি বোদ্ধব্যং লোকবৃত্তং জুগুপ্সতে ॥৩৫॥
বৈরাগ্যস্য চ রূপন্তু পূর্ব্বমেব প্রবর্ত্ততে।
মৃদুর্ভবত্যহঙ্কারঃ প্রসীদত্যার্জ্জবঞ্চ যৎ ॥৩৬॥
ততোঽস্য সর্ব্বদ্বন্দ্বানি প্রশাম্যন্তি পরস্পরম্।
ন চাস্যাসংযমো নাম ক্বচিদ্ভবতি কশ্চন ॥৩৭॥
শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্‌গুণানুপতিষ্ঠতঃ।
বৈশ্যত্বং ভবতি ব্রহ্মন্! ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈব চ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

সাত্ত্বিক ইতি। সম্বুদ্ধো জ্ঞানবান্, অতএব লোকানাং বৃত্তৈর্ব্যবহারৈর্ন লিপ্যতে। তত্র হেতুমাহ—যদেতি। যদা যতঃ, বোদ্ধব্যং তত্ত্বং বুধ্যতি, অতো লোকবৃত্তং জুগুপ্সতে ॥৩৫॥

বৈরাগ্যস্যেতি। রূপং লক্ষণম্। তীব্রোঽহঙ্কারঃ মৃদুর্ভবতি। আর্জ্জবং সারল্যম্ ॥৩৬॥

তত ইতি। সর্ব্বদ্বন্দ্বানি মানাপমানাদীনি, প্রশাম্যন্তি নিবর্ত্তন্তে ॥৩৭॥

শূদ্রেতি। উপতিষ্ঠতঃ সেবমানস্য। বৈশ্যত্বং বৈশ্যতুল্যত্বম্। এবমন্যত্র ॥৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

স্তমঃকার্য্যে, যদা যতঃ তজ্জুগুপ্সতে নিন্দতি ॥৩৫॥ বিরাগস্য রাগহীনস্য, রূপং লক্ষণম্, মৃদুঃ স্তম্ভাদিহীনঃ, আর্জ্জবমকৌটিল্যম্ ॥৩৬॥ দ্বন্দ্বানি মানাপমানাদীনি ॥৩৭॥ জাতস্যেতি

তা'র পর, সাত্ত্বিক লোক জ্ঞানবান্ হন বলিয়া লোকব্যবহারে লিপ্ত হন না। যেহেতু, তিনি জ্ঞাতব্য তত্ত্ব জানেন বলিয়া লোকব্যবহারের নিন্দাই করেন ॥৩৫॥

সাত্ত্বিক লোকের পূর্ব্বেই বৈরাগ্যের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তীব্র অহঙ্কার কোমল হয় এবং সরলতা উপস্থিত হয় ॥৩৬॥

তাহার পর সাত্ত্বিক লোকের মান ও অপমানপ্রভৃতি সমস্ত দ্বন্দ্ব পরস্পর নিবৃত্তি পায় এবং কোন সময়েও তাঁহার কোনপ্রকার অসংযম উপস্থিত হয় না ॥৩৭॥

ব্রাহ্মণ! মানুষ যদি শূদ্রযোনিতে জন্মিয়াও সদ্‌গুণের সেবা করে, তবে তাহার বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে পারে ॥৩৮॥

---

(৩৫)…লোকবৃত্তে ন ক্লিশ্যতে—বা ব কা পি। (৩৬) বিরাগস্য চ রূপন্তু—বা ব কা পি। (৩৭)…ন চাস্য সংশয়ো নাম—বা ব কা…ন চাস্য সংযমো নাম—পি। (৩৮)… বৈশ্যত্বং লভতে ব্রহ্মন্!—বা ব কা পি।

আর্জ্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে।
গুণাস্তে কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বে কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৩৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়-সমাস্যায়াং দ্বিজব্যাধসংবাদে অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

উনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

ব্রাহ্মণ উবাচ।

পার্থিবং ধাতুমাসাদ্য শারীরোঽগ্নিঃ কথং ভবেৎ।
অবকাশবিশেষেণ কথং বর্ত্তয়তেঽনিলঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

আর্জ্জব ইতি। আর্জ্জবে সারল্যে, বর্ত্তমানস্য শূদ্রযোনৌ জাতস্যেতি সম্বন্ধঃ ॥৩৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়ামষ্টসপ্ত-ত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

পার্থিবমিতি। অগ্নিঃ, পার্থিবং পার্থিববহুলমেব ধাতুং মাংসত্বগাদিমাসাদ্য কথং শারীরঃ শরীরস্থো ভবেৎ, যেনান্নাদিকং পরিপাচয়েৎ। বহিঃপাষাণাদাবিব শারীরে পার্থিবে ধাতৌ অগ্নেঃ স্থিত্যসম্ভব ইতি প্রশ্নাশয়ঃ। কিঞ্চ অনিলঃ শারীরো বায়ুঃ, অবকাশবিশেষেণ কথং বর্ত্তয়তে রসরক্তাদিকং চালয়তি ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

কর্ম্মণি ষষ্ঠী। বৈশ্যত্বং কর্ত্তৃ, সদ্গুণবত্ত্বং বৈশ্যত্বাদয়ঃ স্বয়মায়ান্তীতি গুণকৃত এব বর্ণবিভাগো ন জাতিকৃত ইতি ভাবঃ ॥৩৮॥ ব্রাহ্মণ্যং ব্রহ্মবিত্ত্বম্ ॥৩৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৮॥

—:*:—

আর যদি সে সরল হয়, তবে তাহার ব্রাহ্মণত্বও জন্মিতে পারে। এই আপনার নিকট সমস্ত গুণের বিষয় বলিলাম; এখন আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন?" ॥৩৯॥

—:*:—

---

* '...সপ্তাধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...একাদশাধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...দ্বাদশাধিক-দ্বিশততমঃ...'—কা, অধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি—নি।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

প্রশ্নমেতং সমুদ্দিষ্টং ব্রাহ্মণেন যুধিষ্ঠির!।
ব্যাধস্তু কথয়ামাস ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে ॥২॥

ব্যাধ উবাচ।

মূর্দ্ধানমাশ্রিতো বহ্নিঃ শরীরং পরিপালয়ন্।
প্রাণো মূর্দ্ধনি চাগ্নৌ চ বর্ত্তমানো বিচেষ্টতে ॥৩॥
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্।
শ্রেষ্ঠং তদেব ভূতানাং ব্রহ্মযোনিমুপাস্মহে ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

প্রশ্নমিতি। প্রশ্নং প্রশ্নবিষয়ম্, সমুদ্দিষ্টং সমুল্লিখিতম্ ॥২॥

মূর্দ্ধানমিতি। বায়ুকৃতধাতুসংঘর্ষজাতো বহ্নিঃ, মূর্দ্ধানং তদবধিমবয়বম্ আশ্রিতঃ সন্ শরীরং পরিপালয়ন্ বর্ত্ততে। কিঞ্চ প্রাণো বায়ুঃ, মূর্দ্ধনি চ স্বোৎপাদিতে অগ্নৌ চ বর্ত্তমানঃ, বিচেষ্টতে হৃদাদৌ স্পন্দতে ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমতোর্ধীপ্রাণয়োরাত্মান্যত্বমগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতীতি মন্ত্রপ্রকাশিতং বক্তুমারভতে—পার্থিবমিতি। পার্থিবং পৃথিবী-বাহুল্যাৎ ধাতুং ত্বগাদিময়ং দেহম্, আসাদ্য প্রাপ্য প্রকাশপ্রবৃত্তিমোহাদ্যাশ্রয়েঽগ্নির্বিজ্ঞানাখ্য-স্তেজোধাতুঃ শারীরঃ শরীরাভিমানী কথং ভবেৎ; অবকাশবিশেষেণ নাড়ীমার্গভেদেন বর্ত্তয়তে শরীরং চেষ্টয়তে ॥১—২॥ মূর্দ্ধনি সহস্রারে স্থিতত্বাৎ শ্রেষ্ঠত্বাদ্বা মূর্দ্ধানং চিদাত্মানম্ অগ্নির্বিজ্ঞানাত্মাশ্রিতস্তদুপাধিতাং প্রাপ্তঃ সন্ শরীরং পরিপালয়ন্ চিৎপ্রতিবিম্বং প্রাপ্য ধীধাতুঃ শরীরং চেতয়তীত্যর্থঃ। এতেনাগ্নির্মূর্দ্ধেতি পদদ্বয়ং ব্যাখ্যাতম্। প্রাণস্তু তয়ো-রুভয়োরপ্যুপাধিরিত্যাহ—প্রাণ ইতি। এতেন চিদ্বিজ্ঞানং দ্বয়ং বায়ুশব্দিতং তস্য ককুদিব ককুৎ চালকতয়া শ্রেষ্ঠঃ প্রাণ ইত্যুক্তম্ ॥৩॥ অস্য ককুত্ত্বং ব্যাচষ্টে ভূতমিতি। প্রাণে চিদ্বিজ্ঞানাভ্যাং যুক্তে সূত্রাত্মরূপে ব্রহ্মকার্য্যরূপং যোনিং বিরাড়াদেঃ ॥৪॥ স চিদ্বিজ্ঞান-

---

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"পার্থিববহুল মাংসপ্রভৃতি ধাতু অবলম্বন করিয়া 'অগ্নি' কি প্রকারে শরীরে থাকে? এবং বায়ুই বা কি প্রকারে স্থানবিশেষ দ্বারা রস-রক্তাদি চালনা করে?" ॥১॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"যুধিষ্ঠির! কৌশিক এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ধর্ম্মব্যাধ সেই মহাত্মার নিকট বলিতে লাগিলেন ॥২॥

ধর্ম্মব্যাধ বলিলেন—"বায়ুকৃত ধাতুসংঘর্ষজাত অগ্নি মস্তকপ্রভৃতি অবয়বে থাকিয়া শরীর রক্ষা করিতেছে এবং প্রাণবায়ু মস্তকপ্রভৃতি স্থানে এবং সেই অগ্নিতে থাকিয়া স্পন্দিত হইতেছে ॥৩॥

স জন্তুঃ সর্ব্বভূতাত্মা পুরুষঃ স সনাতনঃ।
মহান্ বুদ্ধিরহঙ্কারো ভূতানাং বিষয়শ্চ সঃ ॥৫॥
এবং ত্বিহ স সর্ব্বত্র প্রাণেন পরিপাল্যতে।
পৃষ্ঠতস্তু সমানেন স্বাং স্বাং গতিমুপাশ্রিতঃ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
বস্তিমূলে গুদে চৈব পাবকং সমুপাশ্রিতঃ।
বহন্ মূত্রং পুরীষঞ্চাপ্যপানঃ পরিবর্ত্ততে ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

প্রাণবায়ুং স্তৌতি—ভূতমিতি। সর্ব্বং কার্য্যং প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্, অসতি প্রাণে তেষামসম্ভাবাৎ। তস্মাদেব হেতোঃ, শরীরস্থানাং ভূতানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠম্, ব্রহ্মণো জীবস্য যোনিং স্থিতিকারণং প্রাণমুপাস্মহে দেবমিব সেবামহে ॥৪॥

স ইতি। স জন্তুস্তদাখ্যঃ সনাতনঃ সাংখ্যসম্মতঃ স পুরুষঃ, স মহান্ ব্যাপী পরমাত্মা "তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুতেস্তদভিন্নঃ, সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মা জীবঃ, বুদ্ধিরহঙ্কারঃ, ভূতানাং ভৌতিকানামিন্দ্রিয়াণাং স বিষয়ঃ শব্দাদিশ্চ, ইত্যাদিঃ স সর্ব্বো গণঃ, সর্ব্বত্র সর্ব্বেষ্বেব ইহ শরীরেষু প্রাণেনৈব পরিপাল্যতে রক্ষ্যতে, অসতি প্রাণে তেষামপ্যসত্ত্বাৎ। কিঞ্চ পৃষ্ঠতঃ পরতঃ সমানেন তদাখ্যেন বায়ুনাপি, স্বাং স্বাং গতিমবস্থাম্, উপাশ্রিতঃ স জীবাদিঃ পরিপাল্যতে, তস্যাপ্যভাবে তদভাবাৎ ॥৫—৬॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রাণানাং সঙ্ঘাতো জন্তুঃ সমষ্টিজীবঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং কার্য্যকারণরূপাণাম্, আত্মা চেতয়িতা সনাতনঃ পুরুষঃ পরং ব্রহ্ম চ স এব নিরস্তোপাধিঃ সন্ স এবোপাধিপক্ষপাতী সন্ মহদাদ্যাত্মা ভবতি, বিষয়শ্চ শব্দাদিঃ স এব। এতেন পতিঃ পৃথিব্যা অয়মিতি দ্বিতীয়ঃ পাদো ব্যাখ্যাতঃ। অয়ং চিদ্বিজ্ঞানপ্রাণসঙ্ঘাতঃ পৃথিব্যাঃ ক্ষেত্রস্যেতি শ্রুতিপদয়োরর্থঃ ॥৫॥ এবমিতি। সর্ব্বত্র অন্তর্বহিশ্চ স্থিতং সর্ব্বং প্রাণেন দেহলীদীপবন্মধ্যস্থেন আন্তরং বিজ্ঞানং বাহ্যং দেহেন্দ্রিয়াদিকঞ্চ পাল্যত ইত্যর্থঃ। অপাং রেতাংসি জিন্বতীত্যস্যপাদং ব্যাচষ্টে—পৃষ্ঠত ইত্যাদিনা। "অন্নময়ং হি সৌম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্" ইতি শ্রুতেঃ। সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা প্রাণমন-ইন্দ্রিয়াণ্যপাং রেতাংসি জিন্বতি তর্পয়তি সঙ্ঘাতাত্মেতি

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—সমস্ত কার্য্যই প্রাণে রহিয়াছে। সেই জন্যই শরীরস্থ ভূতগুলির মধ্যে প্রাণবায়ুই শ্রেষ্ঠ ও জীবস্থিতির কারণ; তাই আমরা প্রাণের উপাসনা করি ॥৪॥

(লোকসমাজে) প্রাণী বলিয়া প্রসিদ্ধ, (সাংখ্যমতে) সনাতন পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত এবং (বেদান্তমতে) পরমাত্মা বলিয়া প্রথিত—সমস্ত প্রাণীর জীব, আর বুদ্ধি, অহঙ্কার ও শব্দপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়বিষয়, সর্ব্বশরীরস্থ এই সমস্তগুলিকেই এক প্রাণ রক্ষা করিতেছে। তা'র পর আপন আপন অবস্থাপ্রাপ্ত ঐ জীবপ্রভৃতিকে সমান বায়ুও রক্ষা করিতেছে ॥৫—৬॥

প্রযত্নে কর্ম্মণি বলে য এষ ত্রিষু বর্ত্ততে।
উদানমিতি তং প্রাহুরধ্যাত্মবিদুষো জনাঃ ॥৮॥
সন্ধৌ সন্ধৌ সন্নিবিষ্টঃ সর্ব্বেষ্বপি তথাঽনিলঃ।
শরীরেষু মনুষ্যাণাং ব্যান ইত্যুপদিশ্যতে ॥৯॥
ধাতুষ্বগ্নিস্তু বিততঃ স তু বায়ুসমীরিতঃ।
রসান্ ধাতূংশ্চ দোষাংশ্চ বর্ত্তয়ন্ পরিধাবতি ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

বস্তীতি। পাবকং জঠরানলং সমুপাশ্রিতঃ অপানো নাম বায়ুঃ, মূত্রং বহন্ বস্তিমূলে নাভেরধোদেশে, পুরীষঞ্চ বহন্ গুদে পায়ুদেশে পরিবর্ত্ততে। স এব চ মূত্রং পুরীষঞ্চ নিঃসারয়তি ॥৭॥

প্রযত্ন ইতি। জনাঃ, অধ্যাত্মবিদুষো জনাদাকর্ণ্যেতি শেষঃ, প্রযত্নে কার্য্যচেষ্টায়াম্, কর্ম্মণি গমনাদৌ, বলে ভারোত্তোলনাদিশক্তৌ চ এষু ত্রিষু য এষ বর্ত্ততে, তং বায়ুম্ উদানং প্রাহুরিতি ॥৮॥

সন্ধাবিতি। তথা যোঽনিলঃ মনুষ্যাণাং সর্ব্বেষু শরীরেষু, সন্ধৌ সন্ধৌ প্রত্যেকসন্ধিস্থানে, সন্নিবিষ্টঃ তত্তদঙ্গচালনায় স্থিতঃ, স ব্যান ইত্যুপদিশ্যতে ॥৯॥

ধাতুষ্বিতি। ধাতুষু মাংসাদিষু, বিততো ব্যাপ্য স্থিতঃ, বায়ুভিঃ প্রাণাদিভিঃ সমীরিতঃ সর্ব্বাঙ্গেষু সঞ্চালিতঃ, সঃ অগ্নিস্তু, রসান্ ভুক্তদ্রব্যদ্রবান্, ধাতূন্ মাংসাদীন্, দোষান্ বাতপিত্তকফাংশ্চ, বর্ত্তয়ন্ পরিণময়ন্, পরিধাবতি ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্রুতিপদানামর্থঃ। পৃষ্ঠতঃ উপাধ্যাবেশাজ্জীবত্বপ্রাপ্ত্যনন্তরং সমানেন ইত্থম্ভাবে তৃতীয়া, স্বাং স্বাং পৃথগ্‌গম্যাং গতিম্ আশ্রিতো ভবতি, সমানবায়ুঃ প্রাপ্তঃ পাবকং জাঠরমাশ্রিতঃ সন্ বস্তিমূলং মূত্রাশয়ং গুদং পুরীষাশয়ঞ্চ জাঠরস্থঃ সমানোঽশিতপীতাদিকং পাচয়িত্বাপানরূপী ভূত্বা স্বং স্বং স্থানং নয়তীত্যর্থঃ। শ্লোকদ্বয়ম্ ॥৬—৭॥ কর্ম্ম গমনাদিপ্রযত্নস্তদনুকূলা চেষ্টা, বলং ভারোত্তমনাদৌ সামর্থ্যম্, বিদুষঃ সকাশাৎ শ্রুত্বেতি শেষঃ ॥৮—৯॥ ধাতুষু ত্বগাদিষু অগ্নির্জাঠরঃ, বিততো ব্যাপ্তঃ, রসাদীন্ পরিবর্ত্তয়ন্ পরিণাময়ন্ রসান্ অন্নাদীন্ ধাতূংস্ত্বগাদীন্

জঠরানলসংশ্রিত অপানবায়ু মূত্র ও বিষ্ঠা বহন করিতে থাকিয়া নাভির নিম্নভাগে এবং মলদ্বারে অবস্থান করিতেছে ॥৭॥

বুদ্ধিমান্ লোকেরা আত্মতত্ত্বজ্ঞ লোকের নিকট শুনিয়া বলিয়া থাকেন যে, যত্ন, ক্রিয়া ও বল—এই তিনটীর উপরে যে বায়ু থাকে, তাহার নাম—'উদান' ॥৮॥

আর, প্রাণিগণের সমস্ত শরীরে প্রত্যেক সন্ধিস্থানে যে বায়ু থাকে, তাহাকে 'ব্যানবায়ু' বলা হয় ॥৯॥

অগ্নি, শরীরের সমস্ত ধাতুতে ব্যাপ্ত থাকিয়া এবং প্রাণাদিবায়ুকর্ত্তৃক

প্রাণানাং সন্নিপাতাচ্চ সন্নিপাতঃ প্রজায়তে।
উষ্মা চাগ্নিরিতি জ্ঞেয়ো যোঽন্নং পচতি দেহিনাম্ ॥১১॥
অপানোদানয়োর্মধ্যে প্রাণব্যানৌ সমাহিতৌ।
সমন্বিতস্ত্বধিষ্ঠানং সম্যক্ পচতি পাবকঃ ॥১২॥
অস্যাপি পায়ুপর্য্যন্তস্তথা স্যাদ্‌গুদসংজ্ঞিতঃ।
স্রোতাংসি তস্মাজ্জায়ন্তে সর্ব্বপ্রাণেষু দেহিনাম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

অথ শরীরে অগ্নিঃ কুত ইত্যাহ--প্রাণানামিতি। প্রাণানাং প্রাণাদীনাং পঞ্চানাং বায়ূনাম্, সন্নিপাতান্মেলনাৎ, সন্নিপাতঃ সংঘর্ষঃ প্রজায়তে। তেন চ উষ্মা প্রজায়তে, কাষ্ঠসংঘর্ষেণ অগ্নিরিবেতি ভাবঃ, স এব চাগ্নিরিতি জ্ঞেয়ঃ। যশ্চাগ্নিঃ, দেহিনামন্নং ভুক্তমন্নাদিকং পচতি ॥১১॥

অপানেতি। "হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ। উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥" ইত্যমরটীকায়াং রঘুনাথধৃতং বচনম্। তথা চ গুদকণ্ঠস্থয়োরপানোদানয়োর্মধ্যে প্রাণব্যানৌ সমাহিতৌ বিধাতা নিহিতৌ। সন্দংশপাতন্যায়াৎ সমানস্যাপি তয়োর্মধ্যে নিধানং জ্ঞেয়ম্। ব্যানস্য সর্ব্বশরীরগতত্বেঽপি তন্মূলস্য তন্মধ্যগতত্বেন তন্মধ্যসমাধানোক্তিঃ সঙ্গচ্ছতে। পাবকো জঠরানলস্তু অধিষ্ঠানং পক্বাশয়ং সমন্বিতঃ প্রাপ্তঃ সন্, অন্নাদিকং সম্যক্ পচতি ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

দোষান্ পিত্তাদীন্ ॥১০॥ কথং বর্ত্তয়তেঽনিল ইতি পৃষ্টং তত্রাহ—প্রাণানামিতি। সন্নিপাতঃ সঙ্ঘর্ষস্তজ্জ উষ্মাগ্নির্জাঠরো ভবতি ॥১১॥ সন্নিপাতং ব্যাকরোতি—সমানেতি। নাভিস্থং সমানং হৃদিস্থঃ প্রাণ এতি গুদস্থোঽপানঃ কণ্ঠস্থমুদানমেতি তেন প্রাণাপানসমানানাং নাভিদেশে সঙ্ঘর্ষেণ সমর্থিতো নিষ্পাদিতঃ অধিষ্ঠানং সপ্তধাতুময়ং শরীরং সম্যক্ পচতি বৃদ্ধ্যাদি-

---

সঞ্চালিত হইয়া রস, ধাতু, বায়ু, পিত্ত ও কফকে পরিণত করিতে থাকিয়া বিচরণ করিতেছে ॥১০॥

প্রাণ, সমান, অপান, উদান ও ব্যান—এই পাঁচটী বায়ুর সম্মেলনে একটী সংঘর্ষ জন্মে; তাহাতে একপ্রকার উষ্মা উৎপন্ন হয়; সেই উষ্মাকেই অগ্নি বলিয়া জানিবেন; যে অগ্নি প্রাণিগণের ভুক্ত অন্নপ্রভৃতিকে পরিপাক করিয়া থাকে ॥১১॥

(অপানবায়ু গুহ্যদেশে, সমানবায়ু নাভিদেশে, প্রাণবায়ু হৃদয়দেশে, উদানবায়ু কণ্ঠদেশে এবং ব্যানবায়ু সমস্ত শরীরে রহিয়াছে) সুতরাং প্রাণবায়ু ও সমানবায়ু এবং ব্যানবায়ুর মূল—অপান ও উদানবায়ুর মধ্যে স্থাপিত আছে। আর, জঠরাগ্নি পাকস্থলীতে থাকিয়া ভুক্ত বস্তুকে যথাযথভাবে পরিপাক করিতেছে ॥১২॥

---

(১২) সমানোদানয়োর্মধ্যে প্রাণাপানৌ সমাহিতৌ—বা ব কা পি।

অগ্নিবেগবহঃ প্রাণো গুদান্তে প্রতিহন্যতে।
স ঊর্দ্ধমাগম্য পুনঃ সমুৎক্ষিপতি পাবকম্ ॥১৪॥
পক্বাশয়স্ত্বধো নাভ্যা ঊর্দ্ধমামাশয়ঃ স্থিতঃ।
নাভিমধ্যে শরীরস্য প্রাণাঃ সর্ব্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

অস্যেতি। অস্যাপি পাবকস্য, পায়ুপর্য্যন্তো দেশঃ অধিষ্ঠানস্থানম্, স চ দেশঃ গুদসংজ্ঞিতঃ স্যাৎ। তস্মাদ্গুদাদারভ্য দেহিনাং সর্ব্বপ্রাণেষু সর্ব্বপ্রাণপ্রসরণস্থানেষু, স্রোতাংসি সূক্ষ্মা রসরক্তপ্রবাহাঃ, জায়ন্তে প্রসৃতানি ভবন্তি ॥১৩॥

অগ্নীতি। অগ্নিনা জনিতং বেগং বহতীতি স তাদৃশঃ প্রাণো বায়ুঃ, গুদান্তে তন্মাংসাদিনা প্রতিহন্যতে। তেন চ স প্রাণঃ পুনরূর্দ্ধমাগম্য, জঠরস্থং পাবকং সমুৎক্ষিপতি। অতএব হৃদয়াদৌ তাপ উপলভ্যত ইত্যাশয়ঃ ॥১৪॥

পক্বেতি। নাভ্যা অধোদেশে পক্বাশয়ঃ পাকস্থলী, নাভ্যা ঊর্দ্ধং দেশং প্রাপ্য চ আমাশয় আমস্থলী স্থিতঃ। সর্ব্বে প্রাণাঃ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ বায়বঃ, শরীরস্য নাভিমধ্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ। মূলপ্রতিষ্ঠয়ৈব তেষাং প্রতিষ্ঠা বেদিতব্যা ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

পরিণামং নয়তি ॥১২॥ অস্য পাবকস্য পায়ুপর্য্যন্তো গুদপ্রবেশো গুদসংজ্ঞিতোঽপানো ভবতি স্রোতাংসি নাড়ীমার্গাঃ তস্মাদপানাৎ প্রাণেষু প্রাণাদিষু পঞ্চসু প্রাণাদিভ্যঃ পাবকোৎপত্তিঃ পাবকাচ্চাপানদ্বারা প্রাণাদ্যুৎপত্তির্ভবতীতি প্রঘট্টকার্থঃ ॥১৩॥ এতদেবোপপাদয়তি—অগ্নীতি। অগ্নিবেগাৎ কন্দুকবদূর্দ্ধমুৎপ্লুতঃ প্রাণো গুদান্তে প্রতিহতঃ পুনরুৎপতন্নগ্নিমপ্যুৎক্ষিপতীত্যর্থঃ। দৃশ্যতে চাগ্নিবেগাৎ বাষ্পবায়ুবৃদ্ধির্বায়ুবেগাচ্চাগ্নিবৃদ্ধিঃ, তথা চ প্রাণরোধে সতি জাঠরং ভয়ং নিবর্ত্ততেঽতঃ প্রাণো রোদ্ধব্য ইতি ভাবঃ ॥১৪॥ জাঠরনিরোধে সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং নিরোধো ভবতীত্যাশয়েনাহ—পক্বেতি। পক্বাশয়ঃ পক্বান্নস্থানম্, আমাশয়ঃ অপক্বান্নস্থানম্। নাভিমধ্যে ইতি তাৎস্থ্যাজ্জাঠরে প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি প্রতিষ্ঠিতা লীনা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥১৫॥ সর্ব্বে রসাঃ হৃদয়াৎ

এই জঠরানলের স্থানও গুহ্যদেশপর্য্যন্ত এবং সেই স্থানটাকেই 'গুদ' বলে, আর সেই স্থান হইতেই দেহস্থ সমস্ত বায়ুর সঞ্চরণস্থানে রস-রক্তাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত বহিয়া থাকে ॥১৩॥

অগ্নির বেগবাহী প্রাণবায়ু গুদের প্রান্তে আসিয়া প্রতিহত হয়; সুতরাং সেই প্রাণবায়ুই আবার উপরের দিকে যাইতে থাকিয়া জঠরাগ্নিকেও উত্তোলন করে ॥১৪॥

নাভির নিম্নে পাকস্থলী এবং উপরে আমাশয় রহিয়াছে; আর প্রাণপ্রভৃতি সকল বায়ুরই মূলভাগ শরীরের নাভিমধ্যে আছে ॥১৫॥

---

(১৫) পক্বাশয়স্ত্বধো নাভ্যাম্—বা ব কা পি।

প্রবৃত্তা হৃদয়াৎ সর্ব্বাস্তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা।
বহন্ত্যন্নরসান্ নাড্যো দশ প্রাণপ্রচোদিতাঃ ॥১৬॥
যোগিনামেষ মার্গস্তু যেন গচ্ছন্তি তৎ পরম্।
জিতক্লমাঃ সমা ধীরা মূর্দ্ধন্যাত্মানমাদধুঃ।
এবং সর্ব্বেষু বিততৌ প্রাণাপানৌ হি দেহিষু ॥১৭॥
একাদশবিকারাত্মা কলাসম্ভারসম্ভৃতঃ।
মূর্ত্তিমন্তং হি তং বিদ্ধি নিত্যং কর্ম্মজিতাত্মকম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

প্রবৃত্তা ইতি। হৃদয়াদ্বক্ষোদেশাৎ তির্য্যক্ ঊর্দ্ধম্ অধশ্চ প্রবৃত্তাঃ প্রসৃতাঃ সর্ব্বা এব দশ নাড্যঃ শিরাঃ, প্রাণৈর্যথাসম্ভবং প্রাণাদিবায়ুপঞ্চকেন প্রচোদিতাঃ পরিচালিতাঃ সত্যঃ, সর্ব্বাঙ্গেষু অন্নরসান্ বহন্তি উঢ্বা নয়ন্তি ॥১৬॥

যোগিনামিতি। জিতক্লমা অভ্যাসেন নিরায়াসাঃ, সমাঃ শত্রুমিত্রয়োঃ সমভাবাপন্নাঃ, যে ধীরা জ্ঞানিনঃ, মূর্দ্ধনি মূর্দ্ধস্থিতসহস্রদলপদ্মগতপরমাত্মনি, আত্মানং জীবম্, আদধুঃ সংস্থাপয়ন্তি, বর্ত্তমানে পরোক্ষাপ্রয়োগ আর্ষঃ, তে ধীরা যেন মার্গেণ, তৎ পরং ব্রহ্ম গচ্ছন্তি, তেষাং যোগিনাম্, এষ পায়ুপ্রভৃতিমূর্দ্ধপর্য্যন্তো মার্গঃ। সর্ব্বেষু দেহিষু, প্রাণাপানৌ উপলক্ষণত্বাৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ বায়বঃ, এবমুক্তক্রমেণ বিততৌ ব্যাপ্তৌ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

হৃদয়ং প্রাপ্য দশভিঃ প্রাণৈঃ প্রেরিতাঃ। তে চ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ নাগকূর্ম্মকৃকলদেবদত্তধনঞ্জয়াশ্চ পঞ্চ ॥১৬॥ এষ মূর্দ্ধাদিপায়ুপর্য্যন্তঃ তৎপরং ব্রহ্ম মূর্দ্ধনি সুষুম্নয়া নাড্যা সহস্রারং প্রাপ্য যে তত্রাত্মানং প্রাণোপাধিমাহিতবন্তস্তে গচ্ছন্তি দেহিষু জীবদ্দেহেষু, সর্ব্বেষামপ্যেষ মার্গো গন্তুং যোগ্য ইতি ভাবঃ ॥১৭॥ ন কেবলং প্রাণরোধ এব পুরুষার্থঃ; কিন্তু তৎসাধ্যং বিজ্ঞানমিত্যাহ—একাদশেত্যাদিনা। "স প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি। বদন্ বাক্, পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃণ্বন্ শ্রোত্রম্, মন্বানো মনঃ" ইতি শ্রুতেরেকাদশবিকারা লিঙ্গশরীরং তদাত্মা তত্তাদাত্ম্যং গতঃ। যদ্যপি "পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্॥" ইতি

বক্ষঃস্থল হইতে ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্ দিকে দশটী শিরা গিয়াছে; সেই শিরাগুলি প্রাণপ্রভৃতি বায়ুকর্ত্তৃক সঞ্চালিত অন্নরসপ্রভৃতি সকল শরীরে বহন করিয়া লইয়া যায় ॥১৬॥

ক্লান্তিশূন্য ও শত্রু-মিত্রে সমভাবাপন্ন যে জ্ঞানীরা মস্তকস্থিত সহস্রদলপদ্মগত পরমাত্মাতে জীবাত্মাকে সংস্থাপিত করেন, সেই জ্ঞানীরা যে পথে যাইয়া পরব্রহ্ম লাভ করেন, যোগিগণের এই সেই (পায়ু হইতে মস্তকপর্য্যন্ত) পথ। সমস্ত জীবদেহেই এইভাবে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু ব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥১৭॥

(১৬)* প্রবৃত্তা হৃদয়াৎ সর্ব্বে—বা ব কা নি।

তস্মিন্ যঃ সংস্থিতো হ্যগ্নির্নিত্যং স্থাল্যামিবাহিতঃ।
আত্মানং তং বিজানীহি নিত্যং যোগজিতাত্মকম্ ॥১৯॥
দেবো যঃ সংস্থিতস্তস্মিন্ অব্বিন্দুরিব পুষ্করে।
ক্ষেত্রজ্ঞং তং বিজানীহি নিত্যং যোগজিতাত্মকম্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

একেতি। একাদশসু মনঃসহিতদশেন্দ্রিয়রূপেষু বিকারেষু আত্মা প্রতিবিম্বিততয়া স্বরূপং যস্য সঃ, তথা কলাসম্ভারেণ পঞ্চমহাভূতাংশসমূহেন সম্ভৃতঃ অন্তর্গতীকৃতো জীবঃ, অয়ঃপিণ্ডেন বহ্নিরিবেতি ভাবঃ। অতএব তং জীবম্, অমূর্ত্তমপি মূর্ত্তিমন্তম্, তথা অকর্ম্মাণমপি দেহ-কর্ম্মভিঃ জিতাত্মকং বিজিতরূপং কর্ম্মবন্তমিত্যর্থঃ, নিত্যং বিদ্ধি জানীহি ॥১৮॥

তস্মিন্নিতি। স্থাল্যাম্ আহিতঃ স্থাপিতঃ অগ্নিরিব, তস্মিন্ একাদশবিকারাত্মকে লিঙ্গদেহে প্রতিবিম্বরূপেণ, কলাসম্ভারাত্মকে স্থূলদেহে চ গৃহস্থদীপরূপেণ যঃ সংস্থিতঃ, তম্, যোগেন লিঙ্গদেহস্থূলদেহসম্বন্ধেন জিতাত্মকং বিজিতস্বরূপং লৌহপিণ্ডগতবহ্নিমিব তদভিন্নী-কৃতমিত্যর্থঃ, আত্মানং জীবং নিত্যং বিজানীহি ॥১৯॥

দেহ ইতি। পুষ্করে পদ্মপত্রে অব্বিন্দুর্জলবিন্দুরিব, তস্মিন্ দেহদ্বয়ে, যো দেবঃ, নির্লিপ্ত-ভাবেন সংস্থিতঃ, তং যোগজিতাত্মকং ব্যাখ্যাতরূপং ক্ষেত্রজ্ঞং জীবম্, নিত্যং বিজানীহি ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

সপ্তদশাত্মকং লিঙ্গং তথাপি মনসি বুদ্ধের্দশেন্দ্রিয়েষু সামান্যা করণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চেতি সাংখ্যমতেন প্রাণপঞ্চকস্য চান্তর্ভাবং বিবক্ষিত্বা একাদশবিকারাত্মেতি জ্ঞেয়ম্। কালা ষোড়শ প্রাণঃ শ্রদ্ধাখ্যং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং মনোঽন্নং বীর্য্যতপোমন্ত্রাঃ কর্ম্ম লোকা নাম চেতি এতাসাং সম্ভারেণ সম্ভৃতঃ কলারূপোপাধিনা মূর্ত্তহীনমপি মূর্ত্তিমন্তং সূক্ষ্মস্থূলদেহ-বন্তম্ আত্মানং বিদ্ধি বিজানীহি। জ্ঞানসাধনমাহ—নিত্যমিতি। যোগেন জিত আত্মা বুদ্ধির্যেন তম্ আত্মানমিত্যুত্তরাদপকৃষ্যতে ॥১৮॥ প্রাণাদিভ্যো জীবং বিবিনক্তি—তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ কলাসম্ভারে অগ্নিবদাত্মা প্রকাশরূপঃ স্থালীবৎ কলা অপ্রকাশাত্মিকাঃ আত্মানং ত্বংপদার্থম্ ॥১৯॥ অস্য তৎপদার্থাভেদমাহ—দেব ইতি। অব্বিন্দুদৃষ্টান্তেনাসঙ্গত্বং দর্শিতম্,

---

একাদশ ইন্দ্রিয় ও পাঞ্চভৌতিক দেহে জীবাত্মা রহিয়াছেন; তিনি কিন্তু নিরাকার ও নিষ্ক্রিয়; তথাপি দেহের আকারে ও ক্রিয়াতে তাঁহাকেও সাকার ও সক্রিয় বলিয়া সর্ব্বদা জানিবেন ॥১৮॥

স্থালীর ভিতরে যেমন অগ্নি থাকে, তেমন সেই দেহে যিনি রহিয়াছেন, তাঁহাকে জীবাত্মা বলিয়া জানিবেন; তিনি নিষ্ক্রিয় হইলেও দেহের ক্রিয়াতেই ক্রিয়াবান্ হন ॥১৯॥

জলবিন্দু যেমন পদ্মপত্রে নির্লিপ্তভাবে থাকে, তেমন যে দেবতা সেই দেহে নির্লিপ্তভাবে আছেন, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবেন। দেহের সম্বন্ধ থাকায় তাঁহার স্বরূপ বোঝা যায় না ॥২০॥

জীবাত্মকানি জানীহি রজঃ সত্ত্বং তমস্তথা।
জীবমাত্মগুণং বিদ্ধি তথাত্মানং পরাত্মকম্ ॥২১॥
অচেতনং জীবগুণং বদন্তি স চেষ্টতে চেষ্টয়তে চ সর্ব্বম্।
ততঃ পরং ক্ষেত্রবিদো বদন্তি প্রাকল্পয়দ্‌যো ভুবনানি সপ্ত ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

জীবেতি। রজঃ সত্ত্বং তমস্তথা এতানি, জীবাত্মকানি জীবস্য প্রতিবিম্বিততয়া তৎস্বরূপাণি জানীহি, চন্দ্রপ্রতিবিম্ববন্তি জলানীবেতি ভাবঃ। জীবম্, আত্মনঃ অংশিরূপস্যেশ্বরস্য গুণমংশং বিদ্ধি, তথা আত্মানং তমীশ্বরঞ্চ, পরাত্মকং পরব্রহ্মাংশস্বরূপং বিদ্ধি ॥২১॥

অচেতনমিতি। ক্ষেত্রবিদঃ শরীরতত্ত্বজ্ঞাঃ, অচেতনং দেহাদিজড়বর্গম্, জীবস্য গুণং ভোগ্যং বদন্তি। স জীবঃ, চেষ্টতে দেহে তিষ্ঠন্ তৎক্রিয়য়া ক্রিয়াং কুরুতে, সর্ব্বং দেহাদিকঞ্চ, চেষ্টয়তে ক্রিয়াং কারয়তি। যঃ সপ্ত ভুবনানি ভূরাদীতি প্রাকল্পয়ৎ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদিশ্রুতেরসৃজৎ, তং পরমাত্মানম্, ততো জীবাৎ, পরমুত্তমং বদন্তি, নিরুপাধিকত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মানম্ ॥২০॥ নন্থ ত্বংপদার্থঃ সঙ্গী তৎপদার্থোঽসঙ্গঃ কথমনয়োরভেদ ইত্যাশঙ্ক্য বিম্বপ্রতিবিম্বয়োরিবেত্যাশয়েনাহ—জীবাত্মকানীতি। রজ আদিনা প্রবৃত্ত্যাদয়ো ধর্ম্মা জীবাত্মকা উপাধিবিশিষ্টাশ্রিতাশ্চাঞ্চল্যাদয় ইব জলচন্দ্রে তং জীবম্ আত্মগুণম্ ঈশ্বরস্য গুণং ভৃত্যবৎ প্রেষ্যম্ আত্মানম্ ঈশ্বরং পরাত্মকং নির্গুণং বিদ্ধি। অয়মর্থঃ - তরঙ্গতটাকপ্রতিবিম্বকল্পৌ ধীমায়োপাধী জীবেশ্বরৌ নিয়ম্যনিয়ামকৌ; তয়োর্জীব ঈশ্বরাত্মা, ঈশ্বরস্তু বিম্বস্থানীয়াসঙ্গচিদ্রূপ ইতি। তথাচ শ্রুতিঃ—"এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥" ইতি। ভূতাত্মা নিত্যসিদ্ধশ্চিদাত্মা, একধেতি ঈশ্বররূপেণ, বহুধেতি জীবরূপেণ ॥২১॥ অচেতনং জড়ং শরীরাদি সচেতনমিতি তদেব গ্রাহ্যং তৎ জীবস্য গুণং ভোগ্যং বদন্তি, স আত্মা চেষ্টত জীবরূপেণ চেষ্টয়তে ঈশ্বররূপেণ, ততস্তাভ্যাং জীবেশ্বরাভ্যাং পরম্ উৎকৃষ্টং তং বদন্তি যো ভুবনানি সপ্ত ভূরাদীনি প্রাকল্পয়ৎ প্রাবর্ত্তয়ৎ। নন্থ কথং নিরুপাধেঃ প্রবর্ত্তকত্বমুচ্যতে অধিষ্ঠানতয়েতি ব্রূমঃ। তথা চ শ্রুতিঃ - "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইতি। ব্রহ্মণো লক্ষণমুক্ত্বা অন্নময়াদিকোশকারণীভূতানামন্নাদিশব্দিতানাং বিরাড়াদীনাং জগৎকারণকত্বম্। "অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদিনা স্থূলারুন্ধতীন্যায়েন বিরাড়াদীনি সোপাধিকানি ব্রহ্মাণি উক্ত্বা প্রজ্ঞানঘন এবানন্দভুক্চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদ এব সর্ব্বেশ্বর ইতি মাণ্ডুক্যশ্রুতিপ্রসিদ্ধস্যানন্দময়স্য ঈশ্বরস্য

সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটা গুণে জীবের প্রতিবিম্ব পতিত হওয়ায় ঐ তিনটা গুণকে জীবস্বরূপ জানিবেন, জীবকে ঈশ্বরের অংশ জানিবেন এবং ঈশ্বরকে পরব্রহ্মের অংশ জানিবেন ॥২১॥

(২২) সচেতনং জীবগুণম্—বা ব কা।

এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মা সম্প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া জ্ঞানবেদিভিঃ ॥২৩॥
চিত্তস্য হি প্রসাদেন হন্তি কর্ম্ম শুভাশুভম্।
প্রসন্নাত্মাত্মনি স্থিত্বা সুখমানন্ত্যমশ্নুতে ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। ভূতাত্মা জীবঃ, সর্ব্বেষু ভূতেষু, এবং সম্প্রকাশতে। কিন্তু জ্ঞানবেদিভিস্তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপিভিঃ "বিদ লাভে" ইত্যস্য প্রয়োগাৎ, সূক্ষ্ময়া, অতএব অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা, স জীবো দৃশ্যতে স্বরূপেণ জ্ঞায়তে, ন ত্বজ্ঞানিভিঃ ॥২৩॥

চিত্তস্যেতি। যোগী চিত্তস্য প্রসাদেন হি মৈত্র্যাদিভাবনয়া রাগদ্বেষাদ্যপগমান্নৈর্ম্মল্যেনৈব প্রাক্তনং শুভাশুভং কর্ম্ম তৎফলং হন্তি নিবর্ত্তয়তি। পরঞ্চ স প্রসন্নাত্মা, আত্মনি স্থিত্বা "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" ইতি যোগসূত্রাৎ যোগেন চিত্তনাশাৎ স্বরূপে স্থিত্বা, সুখমনায়াসং যথা স্যাত্তথা আনন্ত্যং মুক্তিমশ্নুতে ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

কারণীভূতে আনন্দাখ্যে ব্রহ্মণি আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্ত ইতি মুখ্যং কারণত্বং ব্যবস্থাপিতম্; তথা প্রদেশান্তরেঽপি, "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" ইতি শ্রুতিরাকাশাখ্যে কারণে যদ্যানন্দো ন স্যাত্তর্হি তৎকার্য্যে দেহাদৌ কুতঃ প্রাণনাদি স্যাদিতি তত্রৈব মুখ্যং প্রবর্ত্তকত্বং দর্শয়তি ॥২২॥ ননু ঈশ্বরসদ্ভাবে ভুবনপ্রবৃত্তিরেব কারণং দৃশ্যতে, ন তু তদন্যস্য নির্গুণস্য ঈশ্বরেণৈব তস্যান্যথাসিদ্ধত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি। ভূতাত্মা নিত্যসিদ্ধ আত্মা আনন্দাখ্যঃ ঐশ্বর্য্যস্য তু ঈশিতব্যসাপেক্ষত্বান্ন নিত্যসিদ্ধত্বং সুপ্তিপ্রলয়য়োরীশিতব্যাভাবাদনীশ্বরত্বাপত্তেরিত্যানন্দস্যৈব নিত্যমৈশ্বর্য্যং মায়য়াভিব্যজ্যত ইতি ভাবঃ। জ্ঞানং ব্রহ্মাকারাবৃত্তিস্তৎসাক্ষিভিস্তেন বেদ্যাদীশাদন্যস্তৎপ্রকাশক ইতি দর্শিতম্ ॥২৩॥ প্রসন্নাত্মা বৃত্তিজনিতকালুষ্যত্যাগাদ্বিশুদ্ধচিত্তঃ, আত্মনি স্থিত্বা চিত্তসারূপ্যমপি ত্যক্ত্বা সুখম্

শরীরতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা দেহপ্রভৃতি জড়পদার্থসমূহকে জীবের ভোগ্য বলেন; সেই জীব দেহের ক্রিয়াদ্বারা ক্রিয়া করেন এবং দেহপ্রভৃতিকে ক্রিয়া করান। আর যিনি সপ্ত ভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পরমাত্মাকে জীব হইতে শ্রেষ্ঠ বলেন ॥২২॥

এইভাবে জীব সমস্ত ভূতে প্রকাশ পাইতেছেন; কিন্তু জ্ঞানীরাই সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিদ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পান ॥২৩॥

যোগী প্রথমে চিত্তের নির্ম্মলতাদ্বারা প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্ম নষ্ট করেন, পরে সেই প্রসন্নাত্মা স্বরূপে থাকিয়া অনায়াসে মুক্তি লাভ করেন ॥২৪॥

---

(২৩)…ভূতাত্মা ন প্রকাশতে—নি। (২৪)…সুখমানন্ত্যমাপ্নুয়াৎ—পি।

লক্ষণন্তু প্রসাদস্য যথা তৃপ্তঃ সুখং স্বপেৎ।
নিবাতে বা যথা দীপো দীপ্যেৎ কুশলদীপিতঃ ॥২৫॥
পূর্ব্বরাত্রেঽপরে চৈব যুঞ্জানঃ সততং মনঃ।
লঘ্বাহারো বিশুদ্ধাত্মা পশ্যন্নাত্মানমাত্মনি ॥২৬॥
প্রদীপ্তেনেব দীপেন মনোদীপেন পশ্যতি।
দৃষ্ট্বাত্মানং নিরাত্মানং স তদা বিপ্রমুচ্যতে ॥২৭॥ (যুগ্মকম্)
সর্ব্বোপায়ৈস্তু লোভস্য ক্রোধস্য চ বিনিগ্রহঃ।
এতৎ পবিত্রং লোকানাং তপো বৈ সংক্রমো মতঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

লক্ষণমিতি। প্রসাদস্য চিত্তনৈর্ম্মল্যস্য ইদমেব লক্ষণম্, যথা—ভোজনাদিনা তৃপ্তো জনঃ সুখং স্বপেৎ স্বপ্যাৎ সুষুপ্তিকালে চিত্তসত্ত্বেঽপি তদ্বৃত্তিশূন্যস্তিষ্ঠেৎ, যথা বা নিবাতে বায়ুশূন্যে দেশে, কুশলেন পুরুষেণ দীপিতঃ জ্বালিতো দীপো দীপ্যেৎ দীপ্যেত, তাদৃশচিত্ততা চিত্ত প্রসাদঃ ॥২৫॥

পূর্ব্বেতি। বিশুদ্ধাত্মা প্রসন্নচিত্তো লঘ্বাহারশ্চ জনঃ, পূর্ব্বরাত্রে অপরে চ রাত্রিভাগে সততং মনঃ যোগে যুঞ্জানঃ, আত্মনি হৃদয়ে, আত্মানং ব্রহ্ম পশ্যন্, প্রদীপ্তেন দীপেনেব মনোদীপেন সর্ব্বদৈব পশ্যতি, তদা সঃ, নিরাত্মানং নিরাকারম্, আত্মানং দৃষ্ট্বা বিপ্রমুচ্যতে নির্ব্বাণং লভতে ॥২৬—২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

অনায়াসেন আনন্ত্যং মোক্ষম্ ॥২৪॥ যথা জলাদুত্তীর্ণস্য শরীরে সংশ্লিষ্টঃ সূক্ষ্মতমঃ পটঃ সন্নপ্যসন্নিব ভাতি এবং সমাধৌ বিকল্পাভাবাৎ সদপি চিত্তং ন ভাতীতি সুপ্তিতুল্যতাং প্রসাদস্যাহ—লক্ষণমিতি ॥২৫॥ বিশুদ্ধাত্মা শুদ্ধচিত্তঃ, আত্মানং ব্রহ্ম, আত্মনি হৃদয়ে ॥২৬॥ নিরাত্মানং নির্গুণং নিলীনং চিত্তং যস্মিন্ মৃতম্; "তাবন্মনো নিরোদ্ধব্যং হৃদি যাবৎ ক্ষয়ং গতম্। এতজ্জ্ঞানঞ্চ ধ্যানঞ্চ শেষোঽন্যো গ্রন্থবিস্তরঃ॥" ইতি শ্রুতিঃ। চিত্তক্ষয় এবাত্ম-

চিত্তনির্ম্মলতার এই লক্ষণ—তৃপ্ত লোক যেমন চিত্তবৃত্তিশূন্য হইয়া সুখে নিদ্রা যায় এবং বায়ুশূন্য স্থানে নিপুণ লোকের জ্বালিত দীপ যেমন জ্বলিতে থাকে, (তেমন চিত্ত হওয়াই চিত্তনির্ম্মলতা) ॥২৫॥

লঘুভোজী ও নির্ম্মলচিত্ত যোগী রাত্রির প্রথমভাগে ও পরভাগে সর্ব্বদা মনোনিবেশপূর্ব্বক হৃদয়ে আত্মাকে দেখিতে আরম্ভ করিয়া যখন জ্বলিত প্রদীপের ন্যায় মনোদীপ দ্বারা অবিরত আত্মাকে দেখিতে পান, তখন তিনি সেই নিরাকার আত্মাকে দেখিয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন ॥২৬—২৭॥

সমস্ত উপায়ে লোভ ও ক্রোধের দমন করিবে; ইহাই লোকের পবিত্র তপস্যা এবং ইহাই সংসারসাগর পার হইবার সেতু ॥২৮॥

নিত্যং ক্রোধাত্তপো রক্ষেদ্ধর্ম্মং রক্ষেচ্চ মৎসরাৎ।
বিদ্যাং মানাপমানাভ্যামাত্মানন্তু প্রমাদতঃ ॥২৯॥
আনৃশংস্যং পরো ধর্ম্মঃ ক্ষমা চ পরমং বলম্।
আত্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং সত্যং ব্রতপরং ব্রতম্ ॥৩০॥
সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যং জ্ঞানং হিতং ভবেৎ।
যদ্ভূতহিতমত্যন্তং তদ্ধি সত্যং পরং মতম্ ॥৩১॥
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভা নিরাশীর্বন্ধনাঃ সদা।
ত্যাগে যস্য হুতং সর্ব্বং স ত্যাগী স চ বুদ্ধিমান্ ॥৩২॥
যতো ন গুরুরপ্যেনং শ্রাবয়েদুপপাদয়েৎ।
তং বিদ্যাদ্ব্রহ্মণো যোগং বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

সর্ব্বেতি। বিনিগ্রহঃ কর্ত্তব্য ইতি শেষঃ। সংক্রমঃ সংসারপারাবারতরণসেতুঃ ॥২৮॥
নিত্যমিতি। মৎসরাৎ অন্যশুভদ্বেষাৎ। প্রমাদতঃ অনবধানতাতঃ ॥২৯॥
আনৃশংস্যমিতি। আনৃশংস্যম্ অনিষ্ঠুরতা দয়েত্যর্থঃ ॥৩০॥
সত্যস্যেতি। বচনং ভাষণম্। ভূতানাং প্রাণিনাং হিতমিতি পারিভাষিকম্ ॥৩১॥
যস্যেতি। নিরাশীর্বন্ধনা নিষ্কামাঃ। ত্যাগে ফলত্যাগে, হুতং হোমাদি ॥৩২॥
যত ইতি। যতো গুরুরপি এনং যোগং শ্রাবয়েদেব, ন তু উপপাদয়েৎ সম্পাদয়িতুঃ

ভারতভাবদীপঃ

দর্শনমিত্যর্থঃ ॥২৭॥ সংক্রমঃ সেতুঃ, পারপ্রাপকো মার্গঃ ॥২৮—৩০॥ ভূতহিতমনৃতমপি, সত্যমেব ভূতানামহিতকরং সত্যমপ্যনৃতমেবেত্যর্থঃ ॥৩১॥ ত্যাগে ফলত্যাগে, হুতং হোম-যজ্ঞদানাদি, ত্যাগী সন্ন্যাসী ॥৩২॥ এনং ব্রহ্মণা যোগং ন শ্রাবয়েৎ অপদার্থত্বাৎ, কিন্তু উপপাদয়েল্লক্ষণয়া জ্ঞাপয়েৎ। তং চিত্তবিয়োগমেব বিরুদ্ধলক্ষণয়া যোগসংজ্ঞিতং প্রাহুঃ— "তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্" ইত্যাদ্যাগমা ইত্যর্থঃ ॥৩৩॥ মৈত্রং মিত্র-

সর্ব্বদা ক্রোধ হইতে তপস্যাকে, পরের বিদ্বেষ হইতে ধর্ম্মকে, মান ও অপমান হইতে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবে ॥২৯॥

দয়াই পরম ধর্ম্ম, ক্ষমাই পরম বল, আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান এবং সত্যব্রতই পরম ব্রত ॥৩০॥

সত্যবাক্য বলা মঙ্গলজনক, সত্যজ্ঞান হিতকারী এবং প্রাণিগণের যাহা অত্যন্ত হিত, তাহাই পরম সত্য ॥৩১॥

যাঁহার সমস্ত কার্য্যই সর্ব্বদা নিষ্কামভাবে সম্পাদিত হয় এবং যিনি ফলত্যাগী হইয়া হোমাদি সমস্ত কার্য্য করেন, তিনিই বাস্তবিক সন্ন্যাসী এবং তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্ ॥৩২॥

ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি মৈত্রায়ণগতির্ভবেৎ।
নেদং জীবিতমাসাদ্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ ॥৩৪॥
অকিঞ্চনত্বং সন্তোষো নিরাশিত্বমচাপলম্।
এতদেব পরং জ্ঞানং সদাত্মজ্ঞানমুত্তমম্ ॥৩৫॥
পরিগ্রহং পরিত্যজ্য ভবেদ্‌বুদ্ধ্যা যতব্রতঃ।
অশোকং স্থানমাশ্রিত্য নিশ্চলং প্রেত্য চেহ চ ॥৩৬॥
তপোনিত্যেন দান্তেন মুনিনা সংযতাত্মনা।
অজিতং জেতুকামেন ভাব্যং সঙ্গেষ্বসঙ্গিনা ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

শক্নুয়াৎ স্বয়মেব কুর্য্যাদিত্যর্থঃ, অতস্তং বিয়োগং ফলসন্ন্যাসরূপং যোগসংজ্ঞিতং ব্রহ্মণো যোগং বিদ্যাজ্জানীয়াৎ, ন পুনঃ কেবলশ্রবণার্থং গুরুমভিগচ্ছেৎ ॥৩৩॥

নেতি। মৈত্রং মিত্রতৈব অয়নং পন্থাস্তত্র গতির্যস্য সঃ ॥৩৪॥

অকিঞ্চনেতি। অকিঞ্চনত্বং নিস্বত্বম্, অলাভাদাবপি সন্তোষঃ, নিরাশিত্বং নিষ্কামত্বম্, অচাপলং বিষয়েষু অচাঞ্চল্যঞ্চ, এতৎ সর্ব্বমেব পরং জ্ঞানং পরমজ্ঞানসাধকম্। তচ্চ পরং জ্ঞানম্, আত্মজ্ঞানমেব, তদপি চ সদা উত্তমম ॥৩৫॥

পরীতি। প্রেত্য পরলোকে, ইহলোকে চ, অশোকং শোকরহিতং নিশ্চলঞ্চ, স্থানং স্বর্গাদিকং রাজ্যাদিকঞ্চ দেশমাশ্রিত্যাপি, পরিগ্রহং সর্ব্ববিধবিষয়গ্রহণম, পরিত্যজ্য বুদ্ধ্যা যতব্রতঃ সংযমনিষ্ঠো ভবেৎ, মুক্তিলাভায়েত্যাশয়ঃ ॥৩৬॥

তপ ইতি। অজিতম্ অজ্ঞানিভিরনায়ত্তীকৃতং মোক্ষম্, জেতুকামেন লব্ধুমিচ্ছুনা

ভারতভাবদীপঃ

ভাবস্তদেবায়নং মার্গস্তদ্রতশ্চরেৎ ॥৩৪॥ জ্ঞানং জ্ঞানসাধনম্, জ্ঞানমপি স্তৌতি সাধনে প্রবৃত্ত্যর্থং সদাত্মজ্ঞানমুত্তমমিতি ॥৩৫॥ অশোকং স্থানং বৈরাগ্যম্, প্রেত্য মৃত্বা স্বর্গাদৌ ইহ

গুরুও যখন ব্রহ্মযোগের বিষয় কেবল শুনাইতেই পারেন; কিন্তু সম্পাদন করিয়া দিতে পারেন না; তখন ফলসন্ন্যাসকেই যোগনামক প্রসিদ্ধ ব্রহ্মযোগ বলিয়া জানিবে (এবং নিজেই তাহা করিবে) ॥৩৩॥

কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না, সর্ব্বত্র মিত্রভাব অবলম্বন করিবে এবং এই নশ্বর জীবন পাইয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না ॥৩৪॥

দারিদ্র্য, সন্তোষ, নিষ্কামভাব ও অচাঞ্চল্য—এই কয়টী তত্ত্বজ্ঞানের সাধক। ব্রহ্মজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান এবং তাহাই সর্ব্বদা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ॥৩৫॥

ইহলোকে বা পরলোকে শোকবিহীন ও দৃঢ় স্থান আশ্রয় করিয়াও সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া মুক্তির জন্য বুদ্ধি অনুসারে সংযমী হইবে ॥৩৬॥

---

(৩৫)* আকিঞ্চন্যং সুসন্তোষঃ—বা ব কা নি।

গুণাগুণমনাসঙ্গমেকচর্য্যমনন্তরম্ ।
এতত্তু ব্রহ্মণো বৃত্তমাহুরেকপদং সুখম্ ॥৩৮॥
পরিত্যজতি যো দুঃখং সুখং বাপ্যুভয়ং নরঃ ।
ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি সোঽত্যন্তমসঙ্গেন চ গচ্ছতি ॥৩৯॥
যথাশ্রুতমিদং সর্ব্বং সমাসেন দ্বিজোত্তম ! ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং দ্বিজব্যাধসংবাদে ঊনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

মুনিনা, তপো নিত্যং যস্য তেন, দান্তেন ইন্দ্রিয়দমনশীলেন, সংযতাত্মনা সংযতচিত্তেন, সঙ্গেষ্বপি সঙ্গসম্ভবেষ্বপি অসঙ্গিনা, ভাব্যং ভবিতব্যম্ ॥৩৭॥

গুণেতি। গুণা লৌকিকোৎকর্ষা অপি অগুণা দোষা যস্মিন্ তৎ, অনাসঙ্গং সর্ব্বসঙ্গরহিতম্, একেন বৈরাগ্যেণৈব চর্য্যং গম্যম্, অনন্তরম্ অজ্ঞানধ্বংসাৎ পরং গম্যম্, সুখং সুখময়ম্, একপদম্ অদ্বিতীয়বস্তুভূতম্, ব্রহ্মণ এতদ্বৃত্তং স্বরূপমাহুঃ ॥৩৮॥

পরীতি। যো নরঃ দুঃখং সুখম্ উভয়মপি বা তৎসাধনানীত্যর্থঃ, পরিত্যজতি, সঃ, অসঙ্গেন বৈরাগ্যেণ, গচ্ছতি জীবনশেষপর্য্যন্তং যাতি, অত্যন্তমেব ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি মোক্ষং লভতে চ ॥৩৯॥

ভারতভাবদীপঃ

চ রাজ্যাদৌ আশ্রিত্য যতব্রতো ভবেৎ ॥৩৬—৩৭॥ গুণাঃ লোকবেদাদয়ঃ, অগুণা যস্মিন্ তং গুণাগুণম্। অত্র "লোকা, অলোকা বেদা অবেদা" ইত্যাদিশ্রুতেঃ অনাসঙ্গং খাদিসঙ্গহীনম্ অতএব এককার্য্যম্ একেন প্রত্যগাত্মনৈব নিষ্পাদ্যম্ অনন্তরম্ অজ্ঞানমাত্রাপনয়াদ্রম্যং ন তু ক্রিয়াব্যবহিতং স্বর্গাদিসুখবৎ বৃত্তং প্রাক্‌সিদ্ধম্, একমেব পদ্যতে গম্যতে ন তু জ্ঞানজ্ঞেয়বিভাগো যস্মিন্ তৎ একপদম্ ॥৩৮—৫০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৯॥

মুক্তিকামী মুনি সর্ব্বদা তপস্বী, ইন্দ্রিয়দমনশীল, সংযতচিত্ত এবং সঙ্গসম্ভবস্থলেও অসঙ্গ হইবেন ॥৩৭॥

লৌকিক গুণ যাহার বিষয়ে দোষ, যাহাতে কোন আসঙ্গ নাই, একমাত্র বৈরাগ্য দ্বারা যাহাকে পাওয়া যায়, অজ্ঞাননাশের পরই যাহা প্রাপ্য হয় এবং যাহা সুখময়, তাহাই অদ্বিতীয় বস্তু ব্রহ্ম ॥৩৮॥

যে লোক দুঃখ, সুখ ও সেই উভয়ের সাধক সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করে, সে লোক বৈরাগ্যদ্বারাই জীবনের শেষপর্য্যন্ত যাইতে পারে এবং অন্তিমে ব্রহ্ম লাভ করে ॥৩৯॥

(৩৮)…এককার্য্যমনন্তরম্—বা ব কা নি।

* '…অষ্টাধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…দ্বাদশাধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, '…ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমঃ…'—কা, '…ষোড়শাধিকদ্বিশততমঃ…'—নি।

অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং সংকথিতে কৃৎস্নে মোক্ষধর্ম্মে যুধিষ্ঠির!।
দৃঢ়ং প্রীতমনা বিপ্রো ধর্ম্মব্যাধমুবাচ হ ॥১॥
ন্যায়যুক্তমিদং সর্ব্বং ভবতা পরিকীর্ত্তিতম্।
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদ্ধর্ম্মেষ্বিহ হি দৃশ্যতে ॥২॥

ব্যাধ উবাচ।

প্রত্যক্ষং মম যো ধর্ম্মস্তঞ্চ পশ্য দ্বিজোত্তম!।
যেন সিদ্ধিরিয়ং প্রাপ্তা ময়া ব্রাহ্মণপুঙ্গব! ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

যথেতি। ইদং সর্ব্বং ময়া গুরুমুখাৎ যথা শ্রুতম্, তথৈব এতৎ সর্ব্বং তে সমাসেন সংক্ষেপেণ আখ্যাতম্। অতো ব্যাধোক্ততয়া হেয়জ্ঞানং ন কর্ত্তব্যমিত্যাশয়ঃ ॥৪০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াম্ ঊনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

এবমিতি। দৃঢ়ং সাতিশয়ং প্রীতমনাঃ, তস্য প্রাজ্ঞত্বদর্শনাৎ স্বয়ং জ্ঞানলাভাচ্চ ॥১॥

ন্যায়েতি। ন্যায়যুক্তং যুক্তিযুক্তম্। অবিদিতং নাস্তি, সারার্থকথনাদিত্যাশয়ঃ ॥২॥

প্রত্যক্ষমিতি। তং ধর্ম্মঞ্চ প্রত্যক্ষং পশ্যেতি সম্বন্ধঃ। সিদ্ধির্ধর্ম্মজ্ঞানস্য ॥৩॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি গুরুর নিকট এই সকল বিষয় যেমন শুনিয়াছিলাম, তেমন ভাবেই আপনার নিকট এই সকল বলিলাম। এখন আপনি আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন?" ॥৪০॥

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"যুধিষ্ঠির! ধর্ম্মব্যাধ এইভাবে সমস্ত মোক্ষধর্ম্ম বলিলে, কৌশিক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্মব্যাধকে কহিলেন—॥১॥

"আপনি এই সমস্ত বিষয়ই যুক্তিযুক্তভাবে বলিয়াছেন; অতএব দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মবিষয়ে আপনার কিছুই অবিদিত নাই" ॥২॥

ধর্ম্মব্যাধ বলিলেন—"ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমার যে ধর্ম্ম, তাহা আপনি আসিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন করুন; যাহাতে আমি এই সিদ্ধি লাভ করিয়াছি ॥৩॥

উত্তিষ্ঠ ভগবন্ ! ক্ষিপ্রং প্রবিশ্যাভ্যন্তরং গৃহম্ ।
দ্রষ্টুমর্হসি ধর্ম্মজ্ঞ ! মাতরং পিতরঞ্চ মে ॥৪॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ স প্রবিশ্যাথ দদর্শ পরমার্চ্চিতম্ ।
সৌধং হৃদ্যং চতুঃশালমতীব চ মনোরমম্ ॥৫॥
দেবতাগৃহসঙ্কাশং দৈবতৈশ্চ সুপূজিতম্ ।
শয়নাসনসংবাধং গন্ধৈশ্চ পরমৈর্যুতম্ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
তত্র শুক্লাম্বরধরৌ পিতরাবস্য পূজিতৌ ।
কৃতাহারৌ সুসন্তুষ্টাবুপবিষ্টৌ বরাসনে ।
ধর্ম্মব্যাধস্তু তৌ দৃষ্ট্বা পাদেষু শিরসাঽপতৎ ॥৭॥

বৃদ্ধাবূচতুঃ ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ ! ধর্ম্মস্ত্বামভিরক্ষতু ।
প্রীতৌ স্বস্তব শৌচেন দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুহি ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

উত্তিষ্ঠেতি । গৃহং তদভ্যন্তরঞ্চ প্রবিশ্যেত্যর্থঃ ॥৪॥

ইতীতি । পরমার্চ্চিতম্ আদরেণ সুপরিষ্কৃতম । হৃদ্যং প্রিয়ম্, চতসৃষু দিক্ষু শালা যস্য তম্ । শয়নাসনৈর্যোগ্যশয্যাসনৈঃ সংবাধং ব্যাপ্তম ॥৫ - ৬॥

তত্রেতি । পিতরৌ মাতাপিতরৌ, অস্য ধর্ম্মব্যাধস্য । ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭॥

উত্তিষ্ঠেতি । স্ব আবাম্, শৌচেন বহিরন্তরে চ পবিত্রতয়া ॥৮॥

ভগবন্ ! ধর্ম্মজ্ঞ ! আপনি উঠুন, আমার বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমার মাতা ও পিতাকে দর্শন করুন" ॥৪॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"ধর্ম্মব্যাধ এইরূপ বলিলে, কৌশিক তাঁহার বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—সুপরিষ্কৃত, চিত্তাকর্ষক, পরমসুন্দর, দেবগৃহতুল্য, দেবগণেরও পরম আদৃত এবং মনোহর সৌরভযুক্ত চতুঃশালাময় অট্টালিকা রহিয়াছে এবং তাহার ভিতরে যথাস্থানে উপযুক্ত শয্যা ও আসন সংস্থাপিত আছে ॥৫—৬॥

এবং ধর্ম্মব্যাধের পিতা ও মাতা আহার করিয়া, আদৃত হইয়া শুক্লবস্ত্রপরিধান-পূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে উৎকৃষ্ট আসনে সেখানে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন ধর্ম্মব্যাধ তাঁহাদিগকে দেখিয়াই মস্তকদ্বারা তাঁহাদের চরণে নমস্কার করিলেন ॥৭॥

গতিমিষ্টাং তপো জ্ঞানং মেধাঞ্চ পরমাং গতঃ।
সৎপুত্রেণ ত্বয়া পুত্র! নিত্যং কালে সুপূজিতৌ ॥৯॥
ন তেঽন্যদ্দৈবতং কিঞ্চিদ্দৈবতেষ্বপি বর্ত্ততে।
প্রয়তত্বাদ্দ্বিজাতীনাং দমেনাসি সমন্বিতঃ ॥১০॥
পিতুঃ পিতামহা যে চ তথৈব প্রপিতামহাঃ।
প্রীতাস্তে সততং পুত্র! দমেনাবাঞ্চ পূজয়া ॥১১॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা শুশ্রূষা নৈব হীয়তে।
ন চান্যা হি তথা বুদ্ধির্দৃশ্যতে সাম্প্রতং তব ॥১২॥
জামদগ্ন্যেন রামেণ যথা বৃদ্ধৌ সুপূজিতৌ।
তথা ত্বয়া কৃতং সর্ব্বং তদ্বিশিষ্টঞ্চ পুত্রক! ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

গতিমিতি। ইষ্টাং গতিং চরমে স্বর্গলাভযোগ্যতাম্। সুপূজিতাবাবাম্ ॥৯॥
নেতি। দ্বিজাতীনাং দমেন ব্রাহ্মণতুল্যেন্দ্রিয়নিগ্রহেণ ॥১০॥
পিতুরিতি। পূজয়া তব পরিচর্য্যয়া, আবাঞ্চ প্রীতৌ স্বঃ ॥১১॥
মনসেতি। অন্যা আবয়োঃ শুশ্রূষাভিন্নবিষয়া ॥১২॥
জামেতি। বৃদ্ধৌ মাতাপিতরৌ। তদ্বিশিষ্টং ততোঽতিরিক্তম্ ॥১৩॥

তখন বৃদ্ধেরা বলিলেন—"ধর্ম্মজ্ঞ! উঠ উঠ, ধর্ম্ম তোমাকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করুন, তোমার পবিত্রতায় আমরা সন্তুষ্ট আছি, তুমি দীর্ঘ আয়ু লাভ কর ॥৮॥

পুত্র! তুমি অভীষ্ট গতিলাভের যোগ্যতা, তপস্যা, জ্ঞান ও পরম মেধা লাভ করিয়াছ এবং তুমি আমাদের সৎপুত্র বলিয়া প্রত্যহই যথাকালে আমাদের পূজা করিতেছ ॥৯॥

বৎস! দেবতাদের মধ্যেও অন্য কোন দেবতা তোমার নাই। আর তুমি সংযত বলিয়া ব্রাহ্মণতুল্য ইন্দ্রিয়সংযমী হইয়াছ ॥১০॥

পুত্র! আমার পিতার যাঁহারা পিতামহ বা প্রপিতামহ, তাঁহারা তোমার এই ইন্দ্রিয়সংযমে সর্ব্বদাই তোমার উপরে সন্তুষ্ট আছেন এবং আমরাও তোমার শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট আছি ॥১১॥

মন, কার্য্য বা বাক্য—ইহার কোনটাদ্বারাই তোমাকর্ত্তৃক আমাদের পরিচর্য্যা ন্যূন হইতেছে না এবং এখন অন্য বিষয়ে তোমার বুদ্ধি দেখিতে পাই না ॥১২॥

পুত্র! পূর্ব্বকালে পরশুরাম যেমন বৃদ্ধ পিতা-মাতার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনই—কিংবা তদপেক্ষা অধিক শুশ্রূষাই করিতেছ" ॥১৩॥

ততস্তং ব্রাহ্মণং তাভ্যাং ধর্ম্মব্যাধো ন্যবেদয়ৎ।
তৌ স্বাগতেন তং বিপ্রমর্চ্চয়ামাসতুস্তদা ॥১৪॥
প্রতিগৃহ্য চ তাং পূজাং দ্বিজঃ পপ্রচ্ছ তাবুভৌ।
সপুত্রাভ্যাং সভৃত্যাভ্যাং কচ্চিদ্বাং কুশলং গৃহে।
অনাময়ঞ্চ বাং কচ্চিৎ সদৈবেহ শরীরয়োঃ ॥১৫॥

বৃদ্ধাবূচতুঃ।

কুশলং নৌ গৃহে বিপ্র! ভৃত্যবর্গে চ সর্ব্বশঃ।
কচ্চিত্ত্বমপ্যবিঘ্নেন সম্প্রাপ্তো ভগবন্নিতি ॥১৬॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বাঢ়মিত্যেব তৌ বিপ্রঃ প্রত্যুবাচ মুদান্বিতঃ।
ধর্ম্মব্যাধো নিরীক্ষ্যাথ ততস্তং বাক্যমব্রবীৎ ॥১৭॥
পিতা মাতা চ ভগবন্নেতৌ মে দৈবতং মহৎ।
যদ্দৈবতেভ্যঃ কর্ত্তব্যং তদেতাভ্যাং করোম্যহম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তাভ্যাং তয়োর্মাতাপিত্রোঃ সমীপে। স্বাগতেন তৎপ্রশ্নেন ॥১৪॥
প্রতীতি। বাং যুবয়োঃ। অনাময়ম্ আরোগ্যম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥
কুশলমিতি। নৌ আবয়োঃ। সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ ॥১৬॥
বাঢ়মিতি। বাঢ়ম্ অবশ্যমেবাবিঘ্নেন সম্প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥১৭॥
পিতেতি। এতাভ্যাম্ এতয়োঃ পিত্রোঃ সম্বন্ধে ॥১৮॥

তাহার পর ধর্ম্মব্যাধ তাঁহাদের নিকটে কৌশিকের পরিচয় জানাইলেন। তখন তাঁহারা স্বাগতপ্রশ্ন করিয়া কৌশিকের সম্মান করিলেন ॥১৪॥

পরে কৌশিক সেই সম্মান গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঘরে পুত্র ও ভৃত্যবর্গের সহিত আপনাদের মঙ্গল ত? এবং আপনাদের এই শরীর দুইটীতে সর্ব্বদাই আরোগ্য আছে ত?" ॥১৫॥

বৃদ্ধেরা বলিলেন—"ব্রাহ্মণ! আমাদের ঘরের ও ভৃত্যবর্গের সর্ব্বপ্রকারেই মঙ্গল। ভগবন্! আপনিও নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছেন ত?" ॥১৬॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তখন ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"আমি নিশ্চয়ই নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছি"। পরে ধর্ম্মব্যাধ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—॥১৭॥

---

(১৫) প্রতিপূজ্য চ তাং পূজাম্—বা ব কা। (১৭) শ্লোকাৎ পরং 'ব্যাধ উবাচ' —বা ব কা পি। (১৮)…মদ্দৈবতং পরম—বা ব কা নি।

ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌যথা দেবাঃ সর্ব্বে শক্রপুরোগমাঃ।
সম্পূজ্যাঃ সর্ব্বলোকস্য তথা বৃদ্ধাবিমৌ মম ॥১৯॥
উপহারানাহরন্তো দৈবতানাং যথা দ্বিজাঃ।
কুর্ব্বন্তি তদ্বদেতাভ্যাং করোম্যহমতন্দ্রিতঃ ॥২০॥
এতৌ মে পরমং ব্রহ্মন্! পিতা মাতা চ দৈবতম্।
এতৌ পুষ্পৈঃ ফলৈরত্নৈস্তোষয়ামি সদা দ্বিজ! ॥২১॥
এতাবেবাগ্নয়ো মহ্যং যান্ বদন্তি মনীষিণঃ।
যজ্ঞা বেদাশ্চ চত্বারঃ সর্ব্বমেতৌ মম দ্বিজ! ॥২২॥
এতদর্থং মম প্রাণা ভার্য্যা পুত্রঃ সুহৃজ্জনঃ।
সপুত্রদারঃ শুশ্রূষাং নিত্যমেব করোম্যহম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ত্রয় ইতি। শক্রপুরোগমা ইন্দ্রপ্রভৃতয়ঃ ॥১৯॥
উপেতি। কুর্ব্বন্তি পূজামিতি শেষঃ, এতাভ্যাং এতয়োঃ সম্বন্ধে ॥২০॥
এতাবিতি। পরমং দৈবতং দেবতেতি সম্বন্ধঃ ॥২১॥
এতাবিতি। মহ্যং মম, যান্ দক্ষিণাগ্নিগার্হপত্যাহবনীয়ান্ ॥২২॥
এতদিতি। এতদর্থম্ এতয়োর্নিমিত্তম্। শুশ্রূষামেতয়োঃ পরিচর্য্যাম্ ॥২৩॥

"ভগবন্! আমার এই পিতা ও মাতা—আমার নিকট পরমদেবতা; সুতরাং দেবতাদের সম্বন্ধে যাহা করা উচিত, আমি উঁহাদের সম্বন্ধে তাহাই করি ॥১৮॥

ইন্দ্রপ্রভৃতি তেত্রিশ দেবতা যেমন সকল লোকেরই পূজনীয়, তেমন এই বৃদ্ধেরাও আমার পূজনীয় ॥১৯॥

ব্রাহ্মণেরা যেমন উপহার সংগ্রহ করিয়া দেবগণের পূজা করেন, আমিও তেমন সতর্ক হইয়া ইঁহাদের পূজা করি ॥২০॥

ব্রাহ্মণ! এই পিতা ও মাতা আমার নিকট পরমদেবতা; এই জন্যই আমি সর্ব্বদা ফল, ফুল ও রত্নদ্বারা ইঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করি ॥২১॥

ব্রাহ্মণ! জ্ঞানীরা যে তিনটী অগ্নির কথা বলিয়া থাকেন, ইঁহারাই আমার নিকট সেই তিনটী অগ্নি এবং যজ্ঞ ও চারিটী বেদ ইত্যাদি সমস্ত আদরণীয় বস্তুই আমার নিকট ইঁহারা ॥২২॥

ইঁহাদের জন্যই আমার প্রাণ, পুত্র, কলত্র ও বন্ধুজন; সুতরাং আমি পুত্র ও কলত্রপ্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বদাই ইঁহাদের শুশ্রূষা করি ॥২৩॥

স্বয়ঞ্চ স্নাপয়াম্যেতৌ তথা পাদৌ প্রধাবয়।
আহারং সম্প্রযচ্ছামি স্বয়ঞ্চ দ্বিজসত্তম ! ॥২৪॥
অনুকূলং তথা বচ্মি বিপ্রিয়ং পরিবর্জ্জয়ে।
অধর্ম্মেণাপি সংযুক্তং প্রিয়মাভ্যাং করোম্যহম্ ॥২৫॥
ধর্ম্মমেব গুরুং জ্ঞাত্বা করোমি দ্বিজসত্তম ! ।
অতন্দ্রিতঃ সদা বিপ্র ! শুশ্রূষাং বৈ করোম্যহম্ ॥২৬॥
পঞ্চৈব গুরবো ব্রহ্মন্ ! পুরুষস্য বুভূষতঃ।
পিতা মাতাগ্নিরাত্মা চ গুরুশ্চ দ্বিজসত্তম ! ॥২৭॥
এতেষু যস্তু বর্ত্তেত সম্যগেব দ্বিজোত্তম ! ।
ভবেয়ুরগ্নয়স্তস্য পরিচীর্ণাস্তু নিত্যশঃ।
গার্হস্থ্যে বর্ত্তমানস্য এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

স্বয়মিতি। প্রধাবয়ে প্রক্ষালয়ামি ॥২৪॥
অন্বিতি। বচ্মি ব্রবীমি, বিপ্রিয়মপ্রিয়ম্। আভ্যামনয়োঃ ॥২৫॥
ধর্ম্মমিতি। গুরুং মাতরং পিতরঞ্চ, ধর্ম্মং ধর্ম্মপুরুষমেব জ্ঞাত্বা ॥২৬॥
পঞ্চেতি। বুভূষতঃ কল্যাণার্থিনঃ। গুরুরাচার্য্যশ্চ ॥২৭॥
এতেষ্বিতি। নিত্যশঃ পরিচীর্ণা নিত্যহোমাদিনা শুশ্রূষিতাঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥

আমি নিজেই ইহাদিগকে স্নান করাই, ইঁহাদের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিই এবং নিজেই ইঁহাদিগকে খাদ্য দিয়া থাকি ॥২৪॥

আর, প্রিয়বাক্য বলি, অপ্রিয় করি না এবং পাপযুক্ত হইলেও ইঁহাদের প্রিয়-কার্য্যই করি ॥২৫॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! পিতা ও মাতাকে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম মনে করিয়াই আমি আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদাই ইঁহাদের শুশ্রূষা করি ॥২৬॥

ব্রাহ্মণ ! কল্যাণকামী পুরুষের পক্ষে পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও আচার্য্য এই পাঁচটীই গুরু ॥২৭॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! যে লোক এই গুরুদের বিষয়ে যথানিয়মে চলে, তাহার পক্ষে নিত্যই অগ্নিত্রয়ের সেবা করা হয় এবং গৃহস্থ ব্যক্তির ইহাই সনাতন ধর্ম্ম" ॥২৮॥

(২৮) শ্লোকাৎ পরম্ '...ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমঃ...' —কা, '...সপ্তদশাধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

গুরূ নিবেদ্য বিপ্রায় তৌ মাতাপিতরাবুভৌ।
পুনরেব স ধর্ম্মাত্মা ব্যাধো ব্রাহ্মণমব্রবীৎ ॥২৯॥
প্রবৃত্তচক্ষুর্জাতোঽস্মি সংপশ্য তপসো বলম্।
যদর্থমুক্তোঽসি তয়া গচ্ছস্ব মিথিলামিতি ॥৩০॥
পতিশুশ্রূষপরয়া দান্তয়া সত্যশীলয়া।
মিথিলায়াং বসেদ্ব্যাধঃ স তে ধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যতি ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)

ব্রাহ্মণ উবাচ।

পতিব্রতায়াঃ সত্যায়াঃ শীলাঢ্যায়া যতব্রত!।
সংস্মৃত্য বাক্যং ধর্ম্মজ্ঞ! গুণবানসি মে মতঃ ॥৩২॥

ব্যাধ উবাচ।

যত্তয়া ত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ! নিযুক্তো মাং প্রতি প্রভো!।
দৃষ্টমেব তয়া সম্যগেকপত্ন্যা ন সংশয়ঃ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

গুরূ ইতি। গুরূ নিবেদ্য গুরুত্বেন বিজ্ঞাপ্য ॥২৯॥

প্রবৃত্তেতি। প্রবৃত্তচক্ষুর্দিব্যচক্ষুঃ। তপসঃ পিত্রোঃ শুশ্রূষারূপস্য। যদর্থং যত্তপস্যার্থম্। শুশ্রূষেতি স্ত্রিয়ামাপ্রত্যয়াভাব আর্ষঃ ॥৩০—৩১॥

পতীতি। সত্যায়াঃ সত্যপরায়ণায়াঃ। গুণবান্ তপঃপ্রভাববান্ ॥৩২॥

যদিতি। নিযুক্তঃ প্রেরিতঃ। তৎ তয়া সম্যগেব দৃষ্টং জ্ঞাতম্ ॥৩৩॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"ধর্ম্মব্যাধ কৌশিকের নিকটে সেই মাতা ও পিতাকে গুরু বলিয়া জানাইয়া পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন—॥২৯॥

"আমার দিব্য চক্ষু হইয়াছে; আমার তপস্যার শক্তি দেখুন—যে তপস্যার জন্য সেই পতিশুশ্রূষাপরায়ণা, সত্যবাদিনী ও জিতেন্দ্রিয়া পতিব্রতা আপনাকে বলিয়াছিলেন যে, আপনি মিথিলায় গমন করুন, সেখানে এক ব্যাধ বাস করেন, তিনি আপনার নিকট ধর্ম্ম বলিবেন" ॥৩০—৩১॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"সেই সত্যবাদিনী ও সচ্চরিত্রা পতিব্রতার বাক্য স্মরণ করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, আপনি বাস্তবিকই তপঃপ্রভাবসম্পন্ন" ॥৩২॥

ধর্ম্মব্যাধ বলিলেন—"ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! সেই পতিব্রতা যে আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা তিনি ভালই করিয়াছেন ॥৩৩॥

---

(৩৩) যত্তদা ত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তয়োক্তো মাং প্রতি প্রভো!—বা ব কা পি।

ত্বদনুগ্রহবুদ্ধ্যা তু বিপ্রৈতদ্দর্শিতং ময়া।
বাক্যঞ্চ শৃণু মে তাত! যত্তে বক্ষ্যে হিতং দ্বিজ! ॥৩৪॥
ত্বয়া বিনিকৃতা মাতা পিতা চ দ্বিজসত্তম!।
অনিসৃষ্টোঽসি নিষ্ক্রান্তো গৃহাত্তাভ্যামনিন্দিত!।
বেদোচ্চারণকার্য্যার্থমযুক্তং তত্ত্বয়া কৃতম্ ॥৩৫॥
তব শোকেন বৃদ্ধৌ তাবন্ধীভূতৌ তপস্বিনৌ।
তৌ প্রসাদয়িতুং গচ্ছ মা ত্বাং ধর্ম্মোঽত্যগাদয়ম্ ॥৩৬॥
তপস্বী ত্বং মহাত্মা চ ধর্ম্মে চ নিরতঃ সদা।
সর্ব্বমেতদপার্থং তে ক্ষিপ্রং তৌ সম্প্রসাদয় ॥৩৭॥
শ্রদ্দধস্ব মম ব্রহ্মন্! নান্যথা কর্ত্তুমর্হসি।
গম্যতামদ্য বিপ্রর্ষে! শ্রেয়স্তে কথয়াম্যহম্ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

ত্বদিতি। ত্বয়ি অনুগ্রহবুদ্ধ্যা, এতৎ সর্ব্বজ্ঞত্বরূপং তপোবলম্ ॥৩৪॥
ত্বয়েতি। বিনিকৃতা অবজ্ঞাতা। অনিসৃষ্টঃ অবিসৃষ্টঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৫॥
তবেতি তপস্বিনৌ শোচ্যৌ। মা অত্যগাৎ ন অতিক্রামতু ॥৩৬॥
তপস্বীতি। অপার্থং পিত্রোঃ প্রসাদাভাবে ব্যর্থম্ ॥৩৭॥

ব্রাহ্মণ! আপনার প্রতি অনুগ্রহবুদ্ধিবশতই আমি এই তপোবল দেখাইলাম। বৎস! ব্রাহ্মণ! আমি আপনার পক্ষে যে হিতকর বাক্য বলিব, আপনি তাহা শ্রবণ করুন ॥৩৪॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনি আপনার পিতা ও মাতাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন। কারণ, আপনি তাঁহাদের নিকট বিদায় না লইয়াই বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য গৃহ হইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছেন; ইহা আপনি অসঙ্গত কার্য্য করিয়াছেন ॥৩৫॥

তাহাতে আপনার শোকে সেই শোচনীয় বৃদ্ধ দুই জন অন্ধ হইয়া গিয়াছেন; সুতরাং আপনি তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য সত্বর যান। এই ধর্ম্ম যেন আপনাকে অতিক্রম করে না ॥৩৬॥

আপনি তপস্বী, মহাত্মা এবং সর্ব্বদাই ধর্ম্মে নিরত বটেন; কিন্তু পিতা ও মাতাকে প্রসন্ন না করিলে আপনার এ সমস্তই ব্যর্থ; অতএব আপনি সত্বর যাইয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করুন ॥৩৭॥

ব্রাহ্মণ! আপনি আমার বাক্যে বিশ্বাস করুন, অন্যথা যেন করেন না, অদ্যই গমন করুন; আপনার মঙ্গলের কথাই আমি বলিতেছি" ॥৩৮॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

যদেতদুক্তং ভবতা সর্ব্বং সত্যমসংশয়ম্।
প্রীতোঽস্মি তব ভদ্রং তে ধর্ম্মাচারগুণান্বিত! ॥৩৯॥

ব্যাধ উবাচ।

দৈবতপ্রমিতো হি ত্বং যত্ত্বং ধর্ম্মমনুব্রতঃ।
পুরাণং শাশ্বতং দিব্যং দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ ॥৪০॥
মাতাপিত্রোঃ সকাশং হি গত্বা ত্বং দ্বিজসত্তম!।
অতন্দ্রিতঃ কুরু ক্ষিপ্রং মাতাপিত্রোর্হি পূজনম্।
অতঃ পরমহং ধর্ম্মং নান্যং পশ্যামি কঞ্চন ॥৪১॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইহাহমাগতো দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা মে সঙ্গতং ত্বয়া।
ঈদৃশা দুর্লভা লোকে নরা ধর্ম্মপ্রদর্শকাঃ ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

শ্রদিতি। মম বাক্যং শ্রদ্দধস্ব বিশ্বসিহি। শ্রেয়ো মঙ্গলম্ ॥৩৮॥
যদিতি। তে তব, ভদ্রং মঙ্গলম্, অস্ত্বিতি শেষঃ ॥৩৯॥
দৈবতেতি। দৈবতপ্রতিমো দেবতুল্যঃ। অনুব্রতঃ অনুসৃতঃ ॥৪০॥
মাতেতি। অতন্দ্রিতঃ অনলসঃ। পরমুত্তমং তব ধর্ম্মম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪১॥
ইহেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন। সঙ্গতং সম্মেলনং জাতম্ ॥৪২॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"হে ধর্ম্মাচারগুণান্বিত! আপনি যাহা বলিলেন, এ সমস্তই সত্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; সুতরাং আমি আপনার উপরে সন্তুষ্ট হইয়াছি, আপনার মঙ্গল হউক" ॥৩৯॥

ধর্ম্মব্যাধ বলিলেন—"যে হেতু আপনি—প্রাচীন, নিত্য, অলৌকিক ও অসংযত-চিত্ত লোকের পক্ষে দুর্লভ ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছেন, সেই হেতু আপনি দেবতার তুল্য ॥৪০॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনি সত্বর মাতা-পিতার নিকটে যাইয়া আলস্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদেরই সেবা করুন। আমি ইহা অপেক্ষা অধিক অন্য কোন ধর্ম্মকার্য্যই আপনার দেখিতেছি না" ॥৪১॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আজ ভাগ্যবশতই আমি এখানে আসিয়াছিলাম এবং ভাগ্য-বশতই আপনার সহিত আমার সম্মেলন হইয়াছে। কারণ, এইরূপ ধর্ম্মপ্রদর্শক লোক জগতে দুর্লভ ॥৪২॥

একো নরঃ সহস্রেষু ধর্ম্মবিদ্বিদ্যতে ন বা।
প্রীতোঽস্মি তব সখ্যেন ভদ্রং তে পুরুষর্ষভ ! ॥৪৩॥
পতমানোঽদ্য নরকে ভবতাস্মি সমুদ্ধৃতঃ।
ভবিতব্যমথৈবঞ্চ তদ্দৃষ্টোঽসি ময়ানঘ ! ॥৪৪॥
রাজা যযাতির্দৌহিত্রৈঃ পতিতস্তারিতো যথা।
সদ্ভিঃ পুরুষশার্দ্দূল ! তথাহং ভবতা ত্বিহ ॥৪৫॥
মাতাপিতৃভ্যাং শুশ্রূষাং করিষ্যে বচনাত্তব।
নাকৃতাত্মা বেদয়তি ধর্ম্মাধর্ম্মবিনিশ্চয়ম্ ॥৪৬॥
দুর্জ্ঞেয়ঃ শাশ্বতো ধর্ম্মঃ শূদ্রযোনৌ হি বর্ত্ততে।
ন ত্বাং শূদ্রমহং মন্যে ভবিতব্যং হি কারণম্ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

এক ইতি। সহস্রেষু নরাণাম্। তে তব, ভদ্রং মঙ্গলমস্তু ॥৪৩॥
পতেতি। এবমিত্থম্, ভবিতব্যং মমাদৃষ্টমাসীৎ ॥৪৪॥
রাজেতি। বৃত্তান্তোঽয়মাদিপর্ব্বণি দ্রষ্টব্যঃ। ভবতা নরকাত্তারিতঃ ॥৪৫॥
মাতেতি। মাতাপিতৃভ্যাং মাতাপিত্রোঃ। অকৃতাত্মা অশিক্ষিতচিত্তঃ ॥৪৬॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—৫॥ শয়নাসনসংবাধং শয়নাদিসঙ্কীর্ণানাম্ ॥৬—১৪॥ বাং যুবয়োঃ ॥১৫॥ নৌ আবয়োঃ ॥১৬—২৯॥ প্রবৃত্তচক্ষুর্দিব্যদৃষ্টিঃ। তপসঃ পিত্রোঃ শুশ্রূষাত্মকস্য ॥৩০—৪৭॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ! সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে একটী ধর্ম্মজ্ঞ লোক থাকে কি না সে বিষয়েও সন্দেহ। (সে যাহা হউক,) আপনার সহিত সৌহার্দ্দ হওয়ায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, আপনার মঙ্গল হউক ॥৪৩॥

আমি আজ নরকে পতিত হইতেছিলাম, আপনি উদ্ধার করিলেন। অথবা আমার এইরূপই শুভাদৃষ্ট ছিল, তাই আপনাকে দেখিতে পাইয়াছি ॥৪৪॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! পূর্ব্বকালে যযাতিরাজা পতিত হইতেছিলেন, তখন যেমন তাঁহার ধার্ম্মিক দৌহিত্রেরা তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তেমন আপনিও আমাকে এখন উদ্ধার করিলেন ॥৪৫॥

আমি আপনার উপদেশ অনুসারে মাতা-পিতার শুশ্রূষা করিব। অশিক্ষিত লোক ধর্ম্মাধর্ম্মের নিশ্চয় বলিতে পারে না ॥৪৬॥

শূদ্রজাতির মধ্যেও সনাতন ধর্ম্ম দুর্জ্ঞেয় অবস্থায় থাকে। অথবা আমি আপনাকে শূদ্র বলিয়া মনে করি না; তবে, আপনার এই শূদ্রভাবের মূলে কোন কারণ থাকিবে ॥৪৭॥

যেন কর্ম্মবিশেষেণ প্রাপ্তেয়ং শূদ্রতা ত্বয়া।
এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং তত্ত্বেন হি মহামতে!।
কাময়া ব্রূহি মে সর্ব্বং সত্যেন প্রয়তাত্মবান্ ॥৪৮॥

ব্যাধ উবাচ।

অনতিক্রমণীয়া বৈ ব্রাহ্মণা মে দ্বিজোত্তম!।
শৃণু সর্ব্বমিদং বৃত্তং পূর্ব্বদেহে মমানঘ! ॥৪৯॥
অহং হি ব্রাহ্মণঃ পূর্ব্বমাসং দ্বিজবরাত্মজ!।
বেদাধ্যায়ী সুকুশলো বেদাঙ্গানাঞ্চ পারগঃ।
আত্মদোষকৃতে ব্রহ্মন্নবস্থামাপ্তবানিমাম্ ॥৫০॥
কশ্চিদ্রাজা মম সখা ধনুর্ব্বেদপরায়ণঃ।
সংসর্গাদ্ধনুষি শ্রেষ্ঠস্ততোঽহমভবং দ্বিজ! ॥৫১॥
এতস্মিন্নেব কালে তু মৃগয়াং নির্গতো নৃপঃ।
সহিতো যোধমুখ্যৈশ্চ মন্ত্রিভিশ্চ সুসংবৃতঃ ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

দুরিতি। শাশ্বতো নিত্যঃ। কারণম্ ঈদৃক্‌শূদ্রভাবস্য হেতুঃ ॥৪৭॥
যেনেতি। কাময়া কাম্যয়া। প্রয়তাত্মবান্ শুদ্ধচিত্তবান্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৮॥
অনতীতি। ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণাদেশাঃ। বৃত্তং বৃত্তান্তম্ ॥৪৯॥
অহমিতি। সুকুশলঃ কর্ম্মমাত্রে অতীবনিপুণঃ। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫০॥
কশ্চিদিতি। সখা আসীদিতি শেষঃ। সংসর্গাৎ তস্য সাহচর্য্যাৎ ॥৫১॥

মহামতি! আপনি যে কর্ম্মবশতঃ এই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমি যথার্থভাবে জানিতে ইচ্ছা করি; সুতরাং হে শুদ্ধচিত্ত! আপনি আমার ইচ্ছা অনুসারে সমস্ত বৃত্তান্ত সত্য বলুন" ॥৪৮॥

ধর্ম্মব্যাধ বলিলেন—"নিষ্পাপ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণের আদেশ আমার অলঙ্ঘনীয়; সুতরাং আপনি আমার এই পূর্ব্বজন্মের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন ॥৪৯॥

দ্বিজবরপুত্র! আমি পূর্ব্বজন্মে বেদাধ্যায়ী, বেদাঙ্গপারদর্শী ও সর্ব্বকর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণ ছিলাম; তা'র পর নিজের দোষেই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি ॥৫০॥

ধনুর্ব্বেদপরায়ণ কোন রাজা সেই জন্মে আমার সখা ছিলেন; তাঁহার সংসর্গে আমিও ধনুর্ব্বেদে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলাম ॥৫১॥

---

(৪৮)...ব্যাধতা ময়া—পি, ...প্রয়তাত্মনা—নি। (৫০,...আত্মদোষকৃতৈর্ব্রহ্মন্!—বা ব কা০নি।

ততোঽভ্যহন্ মৃগাংস্তত্র সুবহূনাশ্রমং প্রতি।
অথ ক্ষিপ্তঃ শরো ঘোরো ময়াপি দ্বিজসত্তম ! ॥৫৩॥
তাড়িতশ্চ ঋষিস্তেন শরেণানতপর্ব্বণা।
ভূমৌ নিপতিতো ব্রহ্মন্নুবাচ প্রতিনাদয়ন্ ॥৫৪॥
নাপরাধ্যাম্যহং কিঞ্চিৎ কেন পাপমিদং কৃতম্।
মন্মানস্তং মৃগঞ্চাহং সম্প্রাপ্তঃ সহসা বিভো ! ॥৫৫॥
অপশ্যং তমৃষিং বিদ্ধং শরেণানতপর্ব্বণা।
অকার্য্যকরণাচ্চাপি ভৃশং মে ব্যথিতং মনঃ ॥৫৬॥
তমুগ্রতপসং বিপ্রং নিষ্টনন্তং মহীতলে।
অজানতা কৃতমিদং ময়েত্যহমথাব্রুবম্।
ক্ষন্তুমর্হসি মে সর্ব্বমিতি চোক্তো ময়া মুনিঃ ॥৫৭॥

ভারতকৌমুদী

এতস্মিন্নিতি। যোধমুখ্যৈঃ প্রধানযোদ্ধভিঃ। সুসংবৃতঃ পবিবেষ্টিতঃ ॥৫২॥
তত ইতি। অভ্যহন্ স রাজা নিহতবান্। আশ্রমং প্রতি তৎসমীপে ॥৫৩॥
তাড়িত ইতি। প্রতিনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিনা তং দেশং পূরয়ন্ ॥৫৪॥
নেতি। কেন হেতুনা, কৃতং ত্বয়া। সম্প্রাপ্তস্তদন্তিকং গতঃ ॥৫৫॥
অপশ্যমিতি। আনতম্ ঈষদ্বক্রং পর্ব্ব উপান্তভাগো যস্য তেন ॥৫৬॥
তমিতি। নিষ্টনন্তং যাতনয়া আর্ত্তনাদং কুর্ব্বন্তম্। ষট্পাদোঽযং শ্লোকঃ ॥৫৭॥

এই সময়েই সেই রাজা মন্ত্রিগণে পবিবেষ্টিত হইয়া প্রধান প্রধান যোদ্ধাদেব সহিত মৃগয়া করিতে নির্গত হইয়াছিলেন ॥৫২॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তাহার পব তিনি কোন আশ্রমের নিকটে বহুতর মৃগ বধ করেন। তৎপরে আমিও একটা ভয়ঙ্কর বাণ নিক্ষেপ করি ॥৫৩॥

ব্রাহ্মণ! পরে কোন ঋষি সেই নতপর্ব্ব বাণদ্বারা তাড়িত ও ভূতলপতিত হইয়া সেই স্থান নিনাদিত করিয়া বলিলেন—॥৫৪॥

"আমি কোন অপরাধ করি নাই, তথাপি তুমি কেন এই পাপ করিলে"। ব্রাহ্মণ! আমি পূর্ব্বে তাঁহাকে মৃগ মনে করিয়াছিলাম; তাই তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম ॥৫৫॥

এবং দেখিলাম—এক ঋষি আনতপর্ব্ব বাণদ্বারা বিদ্ধ হইয়াছেন। তখন অকার্য্য করায় আমার মন অত্যন্ত ব্যথিত হইল ॥৫৬॥

সেই উগ্রতপা ব্রাহ্মণ ভূতলে পতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন; তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম—"আমি না জানিয়া এই কার্য্য করিয়াছি। আবার

ততঃ প্রত্যব্রবীদ্বাক্যমৃষির্মাং ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
ব্যাধস্ত্বং ভবিতা ক্রূর! শূদ্রযোনাবিতি দ্বিজ! ॥৫৮॥

ব্যাধ উবাচ।

এবং শপ্তোঽহমৃষিণা তদা দ্বিজবরোত্তম!।
অভিপ্রসাদয়মৃষিং গিরা ত্রাহীতি মাং তদা ॥৫৯॥
অজানতা ময়া কার্য্যমিদমদ্য কৃতং মুনে!।
ক্ষন্তুমর্হসি তৎ সর্ব্বং প্রসীদ ভগবন্নিতি ॥৬০॥

ঋষিরুবাচ।

নান্যথা ভবিতা শাপ এবমেতদসংশয়ম্।
আনৃশংস্যাত্ত্বহং কিঞ্চিৎ কর্ত্তানুগ্রহমদ্য তে ॥৬১॥
শূদ্রযোন্যাং বর্ত্তমানো ধর্ম্মজ্ঞো হি ভবিষ্যসি।
মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষাং করিষ্যসি ন সংশয়ম্ ॥৬২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। হে ক্রূর! নিষ্ঠুর! শূদ্রযোনৌ জাতঃ সন্ ॥৫৮॥
এবমিতি। অভিপ্রসাদয়ং প্রসন্নমকরবম্, অড়াগমাভাব আর্ষঃ ॥৫৯॥
অজানতেতি। কৃষ্ণসারচর্ম্মাবৃতগাত্রতয়া ভবন্তং কৃষ্ণসারং মত্বেত্যর্থঃ ॥৬০॥
নেতি। আনৃশংস্যাৎ ত্বাং প্রতি দয়াবশাৎ। কর্ত্তা করিষ্যামি ॥৬১॥

আমি ইহাও মুনিকে বলিলাম যে আপনি আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করুন" ॥৫৭॥

তাহার পর মুনি ক্রোধে জ্ঞানহীন হইয়া আমাকে এই কথা বলিলেন যে, "নিষ্ঠুর! তুমি শূদ্রযোনিতে জন্মিয়া ব্যাধ হইবে" ॥৫৮॥

ধর্ম্মব্যাধ বলিলেন—"ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি তখন সেই ঋষিকর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া এই বাক্যদ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলাম যে, "আপনি আমাকে রক্ষা করুন ॥৫৯॥

আমি না জানিয়া আজ এই কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছি; অতএব ভগবন্! মুনি! আপনি প্রসন্ন হউন এবং সে সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করুন" ॥৬০॥

মুনি বলিলেন—"এ শাপ অন্যরূপ হইবে না, ইহা নিঃসন্দেহ। তবে আমি দয়া করিয়া তোমার প্রতি কিছু অনুগ্রহ করিব ॥৬১॥

তুমি শূদ্রযোনিতে জন্মিয়াও ধর্ম্মজ্ঞই হইবে এবং নিশ্চয়ই মাতা-পিতার শুশ্রূষা করিবে ॥৬২॥

(৫৮) শ্লোকাৎ পরং কতিপয়পুস্তকে অধ্যায়সমাপ্তির্দৃশ্যতে।

তয়া শুশ্রূষয়া সিদ্ধিং মহতীং ত্বমবাপ্স্যসি।
জাতিস্মরশ্চ ভবিতা স্বর্গঞ্চৈব গমিষ্যসি।
শাপক্ষয়ে তু নির্বৃত্তে ভবিতাসি পুনর্দ্বিজঃ ॥৬৩॥
এবং শপ্তঃ পুরা তেন ঋষিণাস্ম্যুগ্রতেজসা।
প্রসাদশ্চ কৃতস্তেন মমৈবং দ্বিপদাং বর! ॥৬৪॥
শরঞ্চোদ্ধৃতবানস্মি তস্য বৈ দ্বিজসত্তম!।
আশ্রমঞ্চ ময়া নীতো ন চ প্রাণৈর্ব্যযুজ্যত ॥৬৫॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যথা মম পুরাভবৎ।
অভিতশ্চাপি গন্তব্যং ময়া স্বর্গং দ্বিজোত্তম! ॥৬৬॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

এবমেতানি পুরুষা দুঃখানি চ সুখানি চ।
প্রাপ্নুবন্তি মহাবুদ্ধে! নোৎকণ্ঠাং কর্ত্তুমর্হসি ॥৬৭॥

ভারতকৌমুদী

শূদ্রেতি। শূদ্রযোন্যাং জাত ইতি শেষঃ ॥৬২॥
তয়েতি। জাতিং পূর্ব্বজন্ম স্মরতীতি সঃ। নির্বৃত্তে নিষ্পন্নে। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬৩॥
এবমিতি। প্রসাদঃ অনুগ্রহঃ। দ্বিপদাং মনুষ্যাণাম্ ॥৬৪॥
শরমিতি। তস্য ঋষের্গাত্রাৎ। নীতঃ স ঋষিঃ ॥৬৫॥
এতদিতি। স্বর্গম্ অভিতঃ প্রতি। অথবা অভিতঃ সম্মুখকালে ॥৬৬॥
এবমিতি। এতানি এতাদৃশানি। উৎকণ্ঠাং ব্রাহ্মণ্যং প্রত্যোৎসুক্যম্ ॥৬৭॥

সেই শুশ্রূষাদ্বারা তুমি মহাসিদ্ধি লাভ করিবে, জাতিস্মর হইবে এবং স্বর্গে যাইবে; আর শাপক্ষয় হইলে পুনরায় ব্রাহ্মণ হইবে" ॥৬৩॥

মনুষ্যশ্রেষ্ঠ! সেই উগ্রতেজা ঋষি পূর্ব্বজন্মে আমার প্রতি এইরূপ অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, আবার এইরূপ অনুগ্রহও করিয়াছিলেন ॥৬৪॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তাহার পর আমি তাঁহার গাত্র হইতে সেই শর উদ্ধৃত করিলাম এবং তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া গেলাম; কিন্তু তিনি মরিলেন না ॥৬৫॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বজন্মে আমার যেরূপ হইয়াছিল, এই আপনার নিকট সে সমস্তই বলিলাম। ভবিষ্যতে আমি স্বর্গেও যাইব" ॥৬৬॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মহামতি ব্যাধ! এইভাবে মানুষ এইরূপ সুখ ও দুঃখ পাইয়া থাকে; সুতরাং আপনি সে জন্য উৎকণ্ঠা করিতে পারেন না ॥৬৭॥

---

(৬৩)...মহত্ত্বং সমবাপ্স্যসি—বা ব কা, ...মহতীং সমবাপ্স্যসি—নি।

দুষ্করং হি কৃতং কর্ম্ম জানতা জাতিমাত্মনঃ।
কর্ম্মদোষশ্চ বৈ বিদ্বন্নাত্মজাতিকৃতেন তে ॥৬৮॥
কঞ্চিৎ কালং মৃষ্যতাং বৈ ততোঽসি ভবিতা দ্বিজঃ।
সাম্প্রতঞ্চ মতো মেঽসি ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ॥৬৯॥
ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু।
দাম্ভিকো দুষ্কৃতপ্রায়ঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ ॥৭০॥
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ ॥৭১॥
কর্ম্মদোষেণ বিষমাং গতিমাপ্নোতি দারুণাম্।
ক্ষীণদোষমহং মন্যে চাভিতস্ত্বাং নরোত্তম! ॥৭২॥
কর্ত্তুমর্হসি নোৎকণ্ঠাং ত্বদ্বিধা হ্যবিষাদিনঃ।
লোকবৃত্তান্ততত্ত্বজ্ঞা নিত্যং ধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥৭৩॥

ভারতকৌমুদী

দুষ্করমিতি। জানতা স্মরতা, জাতিং পূর্ব্বজন্ম। কর্ম্মদোষো মাংসবিক্রয়ঃ ॥৬৮॥
কঞ্চিদিতি। মৃষ্যতাং সহতাম্। ভবিতা পরজন্মনি মুনিপ্রসাদাৎ ॥৬৯॥
ব্রাহ্মণ ইতি। পতনীয়েষু পাতিত্যজনকেষু। দুষ্কৃতপ্রায়ঃ পাপবহুলঃ ॥৭০॥
য ইতি। দমে ইন্দ্রিয়দমনে। সততোত্থিতঃ সর্ব্বদোদ্যতঃ স্থিত ইত্যর্থঃ ॥৭১॥
কর্ম্মেতি। বিষমাং বিপত্তিজনিকাম্, গতিমবস্থাম্। অভিতঃ সর্ব্বপ্রকারেণ ॥৭২॥

আপনি আপনার পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিয়া দুষ্কর কার্য্যই করিলেন। বিজ্ঞ! আপনার জাতির দোষেই এই কর্ম্মদোষ চলিতেছে ॥৬৮॥

সুতরাং আপনি কিছু কাল অপেক্ষা করুন, তাহার পর ব্রাহ্মণ হইবেন। তবে, আমার মতে আপনি এখনও ব্রাহ্মণই বটেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥৬৯॥

কারণ, ব্রাহ্মণ—পাপজনক দূষিত কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া এবং শঠ ও পাপবহুল হইয়া শূদ্রতুল্যই হন ॥৭০॥

আবার যে শূদ্র সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়দমন, সত্যব্যবহার ও ধর্ম্মকার্য্যে নিরত থাকেন, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে করি। কারণ, মানুষ গুণ দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয় ॥৭১॥

নরশ্রেষ্ঠ! মানুষ কর্ম্মদোষেই বিষম ও দারুণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু আপনার সে কর্ম্মদোষ সর্ব্বপ্রকারেই ক্ষয় পাইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি ॥৭২॥

(৬৮) পূর্ব্বার্দ্ধাৎ পরম্ 'লোকবৃত্তান্ততত্ত্বজ্ঞ! নিত্যং ধর্ম্মপরায়ণ!' ইত্যর্দ্ধমধিকং —বা ব কা পি। (৭৩)…লোকবৃত্তানুবৃত্তজ্ঞাঃ—বা ব কা।

ব্যাধ উবাচ।

প্রজ্ঞয়া মানসং দুঃখং হন্যাচ্ছারীরমৌষধৈঃ।
এতদ্বিজ্ঞানসামর্থ্যং ন বালৈঃ সমতামিয়াৎ ॥৭৪॥
অনিষ্টসম্প্রয়োগাচ্চ বিপ্রয়োগাৎ প্রিয়স্য চ।
মনুষ্যা মানসৈর্দুঃখৈর্যুজ্যন্তে চাল্পবুদ্ধয়ঃ ॥৭৫॥
গুণৈর্ভূতানি যুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথৈব চ।
সর্ব্বাণি নৈতদেকস্য শোকস্থানং হি বিদ্যতে ॥৭৬॥
অনিষ্টঞ্চান্বিতং পশ্যংস্তথা ক্ষিপ্রং বিরজ্যতে।
ততশ্চ প্রতিকুর্ব্বন্তি যদি পশ্যন্ত্যপক্রমাৎ ॥৭৭॥
শোচতো ন ভবেৎ কিঞ্চিৎ কেবলং পরিতপ্যতে।
পরিত্যজন্তি যে দুঃখং সুখঞ্চাপ্যুভয়ং নরাঃ ॥৭৮॥

ভারতকৌমুদী

কর্ত্তুমিতি। লোকবৃত্তান্ততত্ত্বজ্ঞা লোকানাং দশামর্ম্মজ্ঞাঃ ॥৭৩॥
প্রজ্ঞয়েতি। বিজ্ঞানসামর্থ্যং ন্যায্যবিবেককার্য্যম্, বালৈর্মূর্খৈঃ ॥৭৪॥
অনিষ্টেতি। সম্প্রয়োগঃ সংযোগঃ, বিপ্রয়োগশ্চ বিয়োগঃ ॥৭৫॥
গুণৈরিতি। গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিস্তৎকার্য্যৈঃ সুখদুঃখমোহৈঃ ॥৭৬॥
অনিষ্টমিতি। অন্বিতমুপস্থিতম্, বিরজ্যতে ততো নিবর্ত্ততে। উপক্রমাৎ পূর্ব্বম্ ॥৭৭॥

সুতরাং আপনি ব্রাহ্মণ্যের জন্য উৎকণ্ঠা করিতে পারেন না। কারণ, আপনার মত লোকবৃত্তান্তমর্ম্মজ্ঞ লোকেরা বিষাদ করেন না, অথচ সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণই হন” ॥৭৩॥

ধর্ম্মব্যাধ বলিলেন—“মানুষ আপন বুদ্ধিদ্বারা মানসিক দুঃখের এবং ঔষধদ্বারা শারীরিক দুঃখের নিবৃত্তি করিবে; আর পণ্ডিতলোক মূর্খের তুল্য হইবে না; ইহাই ন্যায় বিবেচনার কার্য্য ॥৭৪॥

অল্পবুদ্ধি লোকেরা অপ্রিয়সংযোগ ও প্রিয়বিয়োগ হইলেই মানসিক দুঃখে দুঃখিত হয় ॥৭৫॥

সমস্ত প্রাণীই সুখ-দুঃখ-মোহে আক্রান্ত ও পরিত্যক্ত হইয়া থাকে; সুতরাং একজনের (কাহারও) তাহাতে শোকের কারণ নাই ॥৭৬॥

অনিষ্ট উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া মানুষ তাহা হইতে নিবৃত্তি পায়; আর যদি অনিষ্ট আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই জানিতে পারে, তবে তাহার প্রতীকার করে ॥৭৭॥

শোক করিলে কোন ফলই হয় না, কেবল পরিতাপই হয়। যে সকল লোক

ত এব সুখমেধন্তে জ্ঞানতৃপ্তা মনীষিণঃ।
অসন্তোষপরা মূঢ়াঃ সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ ॥৭৯॥ (যুগ্মকম্)
অসন্তোষস্য নাস্ত্যন্তস্তুষ্টিশ্চ পরমং সুখম্।
ন শোচন্তি গতাধ্বানঃ পশ্যন্তঃ পরমাং গতিম্ ॥৮০॥
ন বিষাদে মনঃ কার্য্যং বিষাদো বিষমুত্তমম্।
মারয়ত্যকৃতপ্রজ্ঞং বালং ক্রুদ্ধ ইবোরগঃ ॥৮১॥
যং বিষাদোঽভিভবতি বিক্রমে সমুপস্থিতে।
তেজসা তস্য হীনস্য পুরুষার্থো ন বিদ্যতে ॥৮২॥
অবশ্যং ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণো দৃশ্যতে ফলম্।
নহি নির্ব্বেদমাগম্য কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি শোভনম্ ॥৮৩॥
অথাপ্যুপায়ং পশ্যেত দুঃখস্য পরিমোক্ষণে।
অশোচন্নারভেতৈবং মুক্তশ্চাব্যসনী ভবেৎ ॥৮৪॥

ভারতকৌমুদী

শোচত ইতি। কিঞ্চিদপি ফলম্। সুখমনায়াসম্, এধন্তে বর্দ্ধন্তে ॥৭৮—৭৯॥
অসন্তোষস্যেতি। অন্তঃ অবসানম্। গতাধ্বানো লব্ধজ্ঞানমার্গাঃ ॥৮০॥
নেতি। বিষং বিষস্বরূপঃ। মারয়তি বিষাদ এব। বালং শিশুম্ ॥৮১॥
যমিতি। বিক্রমে বিক্রমপ্রকাশকালে। পুরুষার্থো জয়াদিঃ ॥৮২॥
অবশ্যমিতি। নির্ব্বেদং কুতশ্চিৎ কারণাদাত্মাবমাননাম্, আগম্য প্রাপ্য ॥৮৩॥
অথেতি। পশ্যেত পর্য্যালোচয়েৎ। আরভেত কার্য্যম্, মুক্তো দুঃখাৎ ॥৮৪॥

সুখ-দুঃখ দুইটাকেই পরিত্যাগ করে, সেই জ্ঞানতৃপ্ত মনীষীরাই অনায়াসে উন্নতি লাভ করেন। মূর্খেরা সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকে এবং পণ্ডিতেরা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন ॥৭৮—৭৯॥

অসন্তোষের অন্ত নাই; সুতরাং সন্তোষই পরম সুখের কারণ। জ্ঞানমার্গগামী লোকেরা উত্তম গতির সম্ভাবনা করিয়া শোক করেন না ॥৮০॥

বিষাদে মনোনিবেশ করিবে না। কারণ, বিষাদটা দারুণ বিষ; সুতরাং ক্রুদ্ধ সর্প যেমন বালককে বিনষ্ট করে, তেমন বিষাদ নির্ব্বোধকে বিনষ্ট করে ॥৮১॥

বিক্রমের সময় উপস্থিত হইলে বিষাদ আসিয়া যাহাকে আক্রমণ করে, তেজহীন সেই লোকের কোন পুরুষার্থই সিদ্ধ হয় না ॥৮২॥

কার্য্য করিতে থাকিলে অবশ্যই তাহার ফল দেখা যায়; কিন্তু কোন কারণে আত্মগ্লানি করিয়া মানুষ কোন মঙ্গল লাভ করে না ॥৮৩॥

ভূতেষ্বভাবং সঞ্চিন্ত্য যে তু বুদ্ধেঃ পরং গতাঃ।
ন শোচন্তি কৃতপ্রজ্ঞাঃ পশ্যন্তঃ পরমাং গতিম্ ॥৮৫॥
ন শোচামি চ বৈ বিদ্বন্! কালাকাঙ্ক্ষী স্থিতো হ্যহম্।
এতৈর্নিদর্শনৈর্ব্রহ্মন্! নাবসীদামি সত্তম! ॥৮৬॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কৃতপ্রজ্ঞোঽসি মেধাবী বুদ্ধিশ্চ বিপুলা তব।
নাহং ভবন্তং শোচামি জ্ঞানতৃপ্তোঽসি ধর্ম্মবিৎ! ॥৮৭॥
আপৃচ্ছে ত্বাং স্বস্তি তেঽস্তু ধর্ম্মস্ত্বাং পরিরক্ষতু।
অপ্রমাদস্তু কর্ত্তব্যো ধর্ম্মে ধর্ম্মভৃতাং বর! ॥৮৮॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বাঢ়মিত্যেব তং ব্যাধঃ কৃতাঞ্জলিরুবাচ হ।
প্রদক্ষিণমথো কৃত্বা প্রস্থিতো দ্বিজসত্তমঃ ॥৮৯॥

ভারতকৌমুদী

ভূতেষ্বিতি। অভাবম অনিত্যতাম্। বুদ্ধেজ্ঞানস্য, পরং পারম্ ॥৮৫॥
নেতি। কালাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ্যলাভে। নিদর্শনৈরুক্তদৃষ্টান্তৈঃ ॥৮৬॥
কৃতেতি। কৃতপ্রজ্ঞো লব্ধজ্ঞানঃ। ন শোচামি ব্যাধত্বেঽপি ভাব্যুন্নতেঃ ॥৮৭॥
আপৃচ্ছ ইতি। আপৃচ্ছে গমনানুমতিং পৃচ্ছামি। অপ্রমাদঃ সাবধানতা ॥৮৮॥
বাঢ়মিতি। বাঢ়ং ভবদুপদেশো ময়াবশ্যমেব গ্রাহ্য ইত্যর্থঃ। প্রদক্ষিণং গুরু-স্থানীয়ত্বাৎ ॥৮৯॥

দুঃখপ্রতীকারের উপায় দেখিলে, অনুতাপ না করিয়া তাহার কার্য্য আরম্ভই করিবে এবং দুঃখমুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার দোষে অনাসক্ত হইবে ॥৮৪॥

যাঁহারা জগতের অনিত্যতা ভাবিয়া জ্ঞানের পরপারে গিয়াছেন, সেই জ্ঞানীরা পরমগতিলাভের সম্ভাবনা করিয়া কোন শোক করেন না ॥৮৫॥

সাধুশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্রাহ্মণ! আমিও কোন শোক করি না, কালের প্রতীক্ষা করিয়াই রহিয়াছি; আর এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া অবসন্নও হই না" ॥৮৬॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি জ্ঞানী, জ্ঞানতৃপ্ত ও মেধাবী এবং আপনার বুদ্ধিও প্রখর; সুতরাং আমি আপনার জন্য কোন শোকই করি না ॥৮৭॥

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার নিকট গমনের অনুমতি চাহিতেছি। আপনার মঙ্গল হউক, ধর্ম্ম আপনাকে রক্ষা করুন, আর আপনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মবিষয়ে সাবধান থাকুন" ॥৮৮॥

স তু গত্বা দ্বিজঃ সর্ব্বাং শুশ্রূষাং কৃতবাংস্তদা।
মাতাপিতৃভ্যাং বৃদ্ধাভ্যাং যথান্যায়ং সুসংশিতঃ ॥৯০॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং নিখিলেন যুধিষ্ঠির!।
পৃষ্টবানসি যং তাত! ধর্ম্মং ধর্ম্মভৃতাং বর! ॥৯১॥
পতিব্রতায়া মাহাত্ম্যং ব্রাহ্মণস্য চ সত্তম!।
মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষা ধর্ম্মব্যাধেন কীর্ত্তিতা ॥৯২॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্! ধর্ম্মাখ্যানমনুত্তমম্।
সর্ব্বধর্ম্মবিদাং শ্রেষ্ঠ! কথিতং মুনিসত্তম! ॥৯৩॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। সর্ব্বাং সর্ব্বপ্রকারাম্। মাতাপিতৃভ্যাং মাতাপিত্রোঃ, সুসংশিতঃ সুসংযতঃ ॥৯০॥
এতদিতি। খিলং শেষঃ নিখিলেন নিঃশেষেণ ॥৯১॥
পতীতি। এতদুভয়াত্মকং সর্ব্বমাখ্যাতমিত্যর্থঃ ॥৯২॥

ভারতভাবদীপঃ

কাময়া ইচ্ছয়া ॥৪৮—৫৬॥ নিষ্টনন্তং শব্দং কুর্ব্বন্তম্ ॥৫৭—৫৮॥ অভিপ্রসাদয়ম্ অড়ভাব আর্ষঃ ॥৫৯—৭৫॥ গুণৈঃ গুণকার্য্যৈঃ সুখদুঃখমোহৈঃ ॥৭৬—৭৯॥ গতাধ্বানঃ প্রাপ্তজ্ঞান-মার্গাঃ ॥৮০—৮৪॥ বুদ্ধেস্তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরম্, ব্রহ্ম গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥৮৫—৮৮॥ প্রদক্ষিণং কৃত্বা উপদেষ্টা গুরুরিতি বুদ্ধ্যা ॥৮৯—৯৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮০॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"তখন ধর্ম্মব্যাধ কৃতাঞ্জলি হইয়া কৌশিককে বলিলেন—"আমি আপনার উপদেশ অবশ্যই পালন করিব"। তাহার পর কৌশিক ধর্ম্মব্যাধকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন" ॥৮৯॥

কৌশিক বাড়ী যাইয়া তখন হইতেই অত্যন্ত সংযত হইয়া যথানিয়মে বৃদ্ধ মাতা-পিতার সর্ব্বপ্রকার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ॥৯০॥

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বৎস যুধিষ্ঠির! তুমি যে ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তোমার নিকট সে সমস্তই নিঃশেষে বলিলাম ॥৯১॥

সাধুশ্রেষ্ঠ! পতিব্রতার মাহাত্ম্য এবং ব্রাহ্মণের নিকটে ধর্ম্মব্যাধোক্ত মাতা-পিতার শুশ্রূষার বিষয় কথিত হইল ॥৯২॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—"সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ মুনিপ্রধান ব্রাহ্মণ! অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মোপাখ্যানই আপনি বলিয়াছেন ॥৯৩॥

---

(৯০)...মাতাপিতৃভ্যামন্ধাভ্যাম্—নি।

সুখশ্রব্যতয়া বিদ্বন্! মুহূর্ত্ত ইব মে গতঃ।
নহি তৃপ্তোঽস্মি ভগবন্! শৃণ্বানো ধর্ম্মমুত্তমম্ ॥৯৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং দ্বিজব্যাধসংবাদে অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বেমাং ধর্ম্মসংযুক্তাং ধর্ম্মরাজঃ শুভাং কথাম্।
পুনঃ পপ্রচ্ছ তমৃষিং মার্কণ্ডেয়মিদং তদা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

অতীতি। অনুত্তমং সর্ব্বোৎকৃষ্টম্, ধর্ম্মাখ্যানং ধর্ম্মোপাখ্যানম্ ॥৯৩॥

সুখেতি। অয়ং দীর্ঘোঽপি শ্রবণকালঃ, সুখশ্রব্যতয়া মুহূর্ত্তঃ কাল ইব গতঃ ॥৯৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়-সমাস্যায়ামশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

শ্রুত্বেতি। ইমাং কথাং পতিব্রতাধর্ম্মব্যাধোপাখ্যানম্ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

ধর্ম্মব্যাধোক্তধর্ম্মেষু "মাতা পিতাগ্নিরাত্মা চ গুরুশ্চ দ্বিজসত্তমে"তি মুমুক্ষূণাং পঞ্চ সেব্যত্বেন প্রোক্তাস্তত্র পতিব্রতোপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধনিদর্শনেন মাতাপিত্রোঃ পতিব্রতানিদর্শনেন গুরোশ্চ শুশ্রূষায়াঃ ফলং দর্শিতম্; তত্রৈব মোক্ষধর্ম্মপ্রস্তাবে আত্মসেবনং ফলং চোক্তম্। পরিশিষ্টস্যাগ্নিসেবনস্য মোক্ষহেতুত্বপ্রকারং বক্তুম্ আঙ্গিরসমারভতে "শ্রুত্বেমাং ধর্ম্মসংযুক্তা"-

---

জ্ঞানী ভগবন্! শ্রুতিসুখকর বলিয়া এই দীর্ঘকালও আমার মুহূর্ত্তের মতই গিয়াছে; কিন্তু উত্তম ধর্ম্মোপাখ্যান শুনিয়াও আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই" ॥৯৪॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির এই ধর্ম্মসম্বন্ধ মাঙ্গলিক উপাখ্যান শুনিয়া পুনরায় তখন সেই মার্কণ্ডেয়মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১॥

---

* '...একাদশাধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...ষোড়শাধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথমগ্নির্বনং যাতঃ কথঞ্চাপ্যঙ্গিরাঃ পুরা।
নষ্টেঽগ্নৌ হব্যমবহদগ্নির্ভূত্বা মহাদ্যুতিঃ ॥২॥
অগ্নির্যদা ত্বেক এব বহুত্বঞ্চাস্য কর্ম্মসু।
দৃশ্যতে ভগবন্! সর্ব্বমেতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥৩॥
কুমারশ্চ যথোৎপন্নো যথা চাগ্নেঃ সুতোঽভবৎ।
যথা রুদ্রাচ্চ সম্ভূতো গঙ্গায়াং কৃত্তিকাসু চ ॥৪॥
এতদিচ্ছাম্যহং ত্বত্তঃ শ্রোতুং ভার্গবসত্তম!।
কৌতূহলসমাবিষ্টো যাথাতথ্যং মহামুনে! ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। বনং জলম্, "বনে সলিলকাননে" ইত্যমরঃ। অগ্নৌ নষ্টে অদর্শনং গতে, হব্যং হবনীয়ং ঘৃতাদিকম্ ॥২॥

অগ্নিরিতি। কর্ম্মসু অগ্নিহোত্রাদিষু, বহুত্বং দক্ষিণাগ্নিগার্হপত্যাদিকত্বম্ ॥৩॥

কুমার ইতি। কুমারঃ কার্ত্তিকেয়ঃ। কৃত্তিকাসু তদাখ্যতারাসু। ত্বত্তস্তব সকাশাৎ। যাথাতথ্যং তত্তদ্বিষয়ম্ ॥৪—৫॥

ভারতভাবদীপঃ

মিত্যাদিনা ॥১॥ কথমিতি। ননু "ত্বমগ্নে প্রথমোঽঙ্গিরা ঋষি"রিতি বেদে বহ্নেরঙ্গিরস্ত্বং শ্রূয়তে, অত্র তু অঙ্গিরসো বহ্নিত্বম্, কথং পৃচ্ছতি-সত্যম্ উভয়োরভেদেন বীজাঙ্কুরবৎ পরম্পরজনকত্বেন বা অদোষঃ। তথা চ—"অগ্নির্বৈ ব্রাহ্মণ" ইতি। "অহং ত্বদস্মি মদসি ত্বমেতন্মমাসি যোনিরস্মি" ইতি চ শ্রুতী ভবতঃ। বনং সলিলম, যাতঃ প্রবিষ্টঃ। "প্রবিবেশিথাপ" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। "জীবনং ভুবনং বনম্' ইত্যমরঃ ॥২॥ অগ্নিরিতি। একস্যাপ্যগ্নেঃ কর্ম্মসু দৃশ্যমানমনেকত্বং কথমুপপদ্যতে; নহি আগ্নেয়োঽষ্টাকপালঃ দর্শপূর্ণমাসচাতুর্ম্মাস্যাদিষু এক এবেতি বক্তুং শক্যম্ অন্যাবয়বত্বাযোগাৎ। অন্যস্য চ গুণস্য দ্রব্যস্য বা যাগভেদকস্যাভাবাদ্দেবতাভেদ এব যাগভেদহেতুরিতি অবশ্যং বাচ্যং স চাগ্নেরেব কথং সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥৩॥ অথ একস্য

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"অগ্নি কি জন্য জলের ভিতরে গিয়াছিলেন? কি জন্যই বা অগ্নি অদৃশ্য হইলে মহাতেজা অঙ্গিরা অগ্নি হইয়া হব্য গ্রহণ করিতেন? ॥২॥

ভগবন্! অগ্নি যখন একই ছিলেন, তখন কি করিয়া কর্ম্মকালে তাঁহার বহুত্ব দেখা যায়? এই সকল আমি জানিতে ইচ্ছা করি ॥৩॥

মহামুনি ভার্গবশ্রেষ্ঠ! কার্ত্তিক যেভাবে জন্মিয়াছিলেন, যেভাবে অগ্নির পুত্র হইয়াছিলেন এবং যেভাবে রুদ্র হইতে গঙ্গাতে ও কৃত্তিকাতে সম্ভূত হইয়াছিলেন, এই সকল বিষয় আমি. কৌতুকান্বিত হইয়া আপনার নিকট হইতে যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি" ॥৪—৫॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যথা ক্রুদ্ধো হুতবহস্তপস্তপ্তুং বনং গতঃ ॥৬॥
যথা চ ভগবানগ্নিঃ স্বয়মেবাঙ্গিরাঽভবৎ।
সন্তাপয়ংশ্চ প্রভয়া নাশয়ংস্তিমিরাণি চ ॥৭॥
পুরাঽঙ্গিরা মহাবাহো! চচার তপ উত্তমম্।
আশ্রমস্থো মহাভাগো হব্যবাহং বিশেষয়ন্।
তথা স ভূত্বা তু তদা জগৎ সর্ব্বং ব্যকাশয়ৎ ॥৮॥
তপশ্চরংস্তু হুতভুক্ সন্তপ্তস্তস্য তেজসা।
ভৃশং গ্লানঞ্চ তেজস্বী ন চ কিঞ্চিৎ প্রজজ্ঞিবান্ ॥৯॥
অথ সঞ্চিন্তয়ামাস ভগবান্ হব্যবাহনঃ।
অন্যোঽগ্নিরিহ লোকানাং ব্রহ্মণা সম্প্রকল্পিতঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অত্রেতি। যদ্যপি ইতিহাস এব পুরাবৃত্তং তথাপ্যতিপুরাতনত্বজ্ঞাপনায় পুরাতনপদম্ ॥৬॥
যথেতি। অঙ্গিরাঽভবদিতি বিসর্গলোপেঽপি পুনঃ সন্ধিরার্ষঃ ॥৭॥
পুরেতি। হব্যবাহমগ্নিম্, বিশেষয়ন্ অতিক্রামন্। তথা তাদৃক্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৮॥
তপ ইতি। হুতভুক্ অগ্নিঃ। কিঞ্চিৎ আত্মনস্তাপকারণম্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

সন্ততৌ অনেকেঽগ্নিনামানঃ সন্তীতি তর্হি আগ্নেয়স্য স্কন্দস্য কথং রুদ্রাদিপুত্রত্বমপি স্মর্য্যতে ইত্যাহ—কুমারশ্চেতি ॥৪—৬॥ অঙ্গিরাঽভবৎ সন্ধিরড়ভাবো বা আর্ষঃ ॥৭॥ তথেতি। অগ্নেরপ্যধিকো ভূত্বা সূর্য্যবৎ জগৎ প্রকাশিতবান্ ॥৮॥ তপশ্চরন্নিতি। "মহত্তত্ত্বং স্থবিরং তদাসীদ্ যেনাবিষ্টিতঃ প্রবিবেশিথাপ" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধেন কেনচিন্নিমিত্তেন জলে প্রবিশ্য

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"এই বিষয়ে মনস্বীরা এই প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখ করেন যে, অগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া তপস্যা করিবার জন্য জলের ভিতরে গিয়াছিলেন ॥৬॥

এবং মাহাত্ম্যশালী মহর্ষি অঙ্গিরাই আপন তেজে সকলকে সন্তপ্ত ও অন্ধকার বিনষ্ট করিতে থাকিয়া সাক্ষাৎ অগ্নি হইয়াছিলেন ॥৭॥

মহাবাহু যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বকালে মহাত্মা অঙ্গিরা আশ্রমে থাকিয়া অগ্নিকে অতিক্রম করতঃ গুরুতর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তিনি তখন সেইরূপ তেজস্বী হইয়া সমস্ত জগৎ আলোকিত করিয়াছিলেন ॥৮॥

তখন তেজস্বী অগ্নিদেবও তপস্যা করিতে থাকিয়া, অঙ্গিরার তেজে সন্তপ্ত এবং অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া তাহার কোন কারণই বুঝিতে পারিলেন না ॥৯॥

অগ্নিত্বং বিপ্রনষ্টং হি তপ্যমানস্য মে তপঃ।
কথমগ্নিঃ পুনরহং ভবেয়মিতি চিন্ত্য সঃ ॥১১॥
অপশ্যদগ্নিবল্লোকাংস্তাপয়ন্তং মহামুনিম্।
সোপাসর্পচ্ছনৈর্ভীতস্তমুবাচ তদাঙ্গিরাঃ ॥১২॥ (যুগ্মকম্)
শীঘ্রমেব ভবস্বাগ্নিস্ত্বং পুনর্লোকভাবনঃ।
বিজ্ঞাতশ্চাসি লোকেষু ত্রিষু সংস্থানচারিষু ॥১৩॥
ত্বমগ্নিঃ প্রথমং সৃষ্টো ব্রহ্মণা তিমিরাপহঃ।
স্বস্থানং প্রতিপদ্যস্ব শীঘ্রমেব তমোনুদ ! ॥১৪॥

অগ্নিরুবাচ।

নষ্টকীর্ত্তিরহং লোকে ভবান্ জাতো হুতাশনঃ।
ভবন্তমেব জ্ঞাস্যন্তি পাবকং ন তু মাং জনাঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। হব্যবাহনঃ অগ্নিঃ। সম্প্রকল্পিতো নিরূপিতঃ ॥১০॥
অগ্নিত্বমিতি। চিন্ত্য চিন্তয়িত্বা। সোপাসর্পদিতি বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ ॥১১—১২॥
শীঘ্রমিতি। ত্রিষু ত্রিজগদ্বাসিষু, সংস্থানচারিষু অঙ্গচারিষু জঙ্গমেষু ॥১৩॥
ত্বমিতি। তিমিরাপহঃ অন্ধকারহন্তা। হে তমোনুদ ! অন্ধকারনাশক ! ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তপশ্চরন্নগ্নিরাঙ্গিরসেন তেজসা সন্তপ্তোঽভূদিত্যর্থঃ। উল্বম্ উল্বণম্, স্থবিরং প্রাচীনম্, আবিশ্য তিষ্ঠতীত্যাবিষ্টং ভয়ং সঞ্জাতমস্য স আবিষ্টিতঃ ॥১—১২॥ সংস্থানচারিষু স্থাবরজঙ্গমেষু সম্যক্ স্থানং গতিনিবৃত্তির্যেষু চরণশীলেষু চেতি যোগাৎ ত্রিষু অন্তর্বহির্দিবি চ উত্তমাধমমধ্যমেষু

তাহার পর ভগবান্ অগ্নিদেব চিন্তা করিলেন—'সম্ভবতঃ ব্রহ্মা লোকের জন্য অন্য কাহাকেও অগ্নি কল্পনা করিয়াছেন ॥১০॥

এবং আমি তপস্যা করিতে থাকায় নিশ্চয়ই আমার অগ্নিত্ব নষ্ট হইয়াছে; সুতরাং আমি পুনরায় কি করিয়া অগ্নি হইতে পারি'। তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া, নিজেরই তুল্য জগৎসন্তাপকারী মহর্ষি অঙ্গিরাকে দেখিলেন এবং ভীত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন অঙ্গিরা তাঁহাকে বলিলেন—॥১১—১২॥

"অগ্নিদেব ! আপনি পুনরায় সত্বরই জগতের মঙ্গলকারী অগ্নি হউন। কারণ, আপনি, ত্রিভুবনবাসী জঙ্গম প্রাণিগণের মধ্যে অগ্নি বলিয়াই পরিচিত আছেন ॥১৩॥

হে অন্ধকারনাশক ! ব্রহ্মা প্রথমে আপনাকেই অন্ধকারনাশক অগ্নিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং সত্বরই আপনি স্বস্থান লাভ করুন" ॥১৪॥

নিক্ষিপাম্যহমগ্নিত্বং ত্বমগ্নিঃ প্রথমো ভব।
ভবিষ্যামি দ্বিতীয়োঽহং প্রাজাপত্যক এব চ ॥১৬॥
অঙ্গিরা উবাচ।
কুরু পুণ্যং প্রজাস্বর্গ্যং ভবাগ্নিস্তিমিরাপহঃ।
মাঞ্চ দেব! কুরুষ্বাগ্নে! প্রথমং পুত্রমঞ্জসা ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

নষ্টেতি। ভবন্তমেব পাবকং জ্ঞাস্যন্তি, ময়ি পুনরগ্নৌ ভূতেঽপীত্যাশয়ঃ ॥১৫॥

নীতি। নিক্ষিপামি ত্যজামি, তবৈবাগ্নিতয়া প্রসিদ্ধত্বাদিত্যাশয়ঃ, অগ্নিত্বং প্রথমম্। প্রাজাপত্যকঃ প্রজাপতিদেবতাকযাগসম্বন্ধী। প্রার্থনেয়মিতি বোধ্যম্ ॥১৬॥

কুর্ব্বিতি। পুণ্যং তজ্জনকং হব্যবহনরূপং কর্ম্ম, প্রজানাং স্বর্গ্যং স্বর্গজনকম্। অঞ্জসা ঝটিতি। পুত্রস্য পিতৃতুল্যত্বদর্শনাৎ মম চ তেজসা ত্বত্তুল্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

বা ॥১৩—১৫॥ নিক্ষিপামীতি। অত্রাগ্নিশব্দেন দিগ্‌দেশকালকর্ত্রাদ্যাত্মা সূত্রসংজ্ঞো হিরণ্যগর্ভ উচ্যতে, তস্য অগ্নিত্বত্যাগঃ কারণাত্মনাবস্থানং প্রথমঃ প্রথমজঃ সূত্রাত্মেত্যর্থঃ। হে প্রাজাপত্য! প্রজাপতিপুত্র! হে অঙ্গিরঃ! অহং দ্বিতীয়ঃ কঃ কসংজ্ঞো বিরাড়াত্মা ভবিষ্যামি ॥১৬॥ কুর্ব্বিতি। পুণ্যং হবির্বহনঃ প্রজানাং স্বর্গ্যং স্বর্গায় হিতং প্রথমং পুত্রং বৃহস্পতিসংজ্ঞম্। অয়ং ভাবঃ—ইশসূত্রবিরাড়্‌পাসনাভিঃ সিদ্ধাঃ ক্রমেণ ব্রহ্মপ্রজাপতিবৃহস্পতিসংজ্ঞাঃ পূর্ব্বপূর্ব্বস্য উত্তর উত্তরঃ শতাংশসংমিতৈশ্বর্য্যঃ। তথাচ শ্রুতিরারোহক্রমেণাহ—"তে যে শতং বৃহস্পতেতরানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ" ইতি। তত্রাপি বীজাঙ্কুরন্যায়েনাগ্নেরঙ্গিরাঃ অঙ্গিরসো বৃহস্পত্যাখ্যোঽগ্নিরিতি বোধ্যম্। তদ্‌যদিদমাহুরমুং যযামুং যযেত্যেতস্যৈব সা বিসৃষ্টিঃ। "সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়োবচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধং সূত্রাত্মনঃ সর্ব্বদেবতারূপত্বমাঙ্গিরসতাৎপর্য্যম্; তদিদং জ্ঞাত্বা যজমানস্যাগ্নিরপি মোক্ষদ্বারং ভবতীত্যর্থঃ ॥১৭॥ তৎশ্রুত্বেতি।

অগ্নি বলিলেন—"আমার কীর্ত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আপনিই জগতে অগ্নি হইয়াছেন; অতএব আমি এখন অগ্নি হইলেও জগতের লোক আপনাকেই অগ্নি বলিয়া জানিবে; কিন্তু আমাকে নহে ॥১৫॥

সুতরাং আমি প্রাথমিক অগ্নিত্ব ত্যাগ করিতেছি, আপনিই সেই প্রথম অগ্নি হউন; আর আমি প্রাজাপত্যযাগে দ্বিতীয় অগ্নি হইব" ॥১৬॥

অঙ্গিরা বলিলেন—"অগ্নিদেব! আপনি লোকের স্বর্গজনক হব্যবহনরূপ পুণ্যকার্য্য করুন, অন্ধকারনাশক অগ্নি হউন; আর আমাকে সত্বর আপনার প্রথম পুত্র করুন" ॥১৭॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বাঽঙ্গিরসো বাক্যং জাতবেদাস্তথাঽকরোৎ।
রাজন্! বৃহস্পতির্নাম তস্যাপ্যঙ্গিরসঃ সুতঃ ॥১৮॥
জ্ঞাত্বা প্রথমজং তন্তু বহ্নেরঙ্গিরসং সুতম্।
উপেত্য দেবাঃ পপ্রচ্ছুঃ কারণং তত্র ভারত! ॥১৯॥
স তু পৃষ্টস্তদা দেবৈস্ততঃ কারণমব্রবীৎ।
প্রত্যগৃহ্ণংস্তু দেবাশ্চ তদ্বচোঽঙ্গিরসস্তদা ॥২০॥
তত্র নানাবিধানগ্নীন্ প্রবক্ষ্যামি মহাপ্রভান্।
কর্ম্মভির্বহুভিঃ খ্যাতান্ নানার্থান্ ব্রাহ্মণেষ্বিহ ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়-সমাস্যায়ামাঙ্গিরসোপাখ্যানে একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তদিতি। জাতবেদা অগ্নিঃ, তথা অঙ্গিরসমাত্মনঃ পুত্রম্ ॥১৮॥

জ্ঞাত্বেতি। তত্র অঙ্গিরসো বহ্নিপুত্রত্বে, কারণং হেতুম্ ॥১৯॥

স ইতি। সঃ অঙ্গিরাঃ। কারণম্—তেজসাগ্নিসাদৃশ্যং তদনন্তরত্বঞ্চ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

অকরোৎ অঙ্গীচকার। জাতবেদাঃ স্বয়ং কারণং গত্বা স্বপুত্রমঙ্গিরসমকরোত্তস্যাপি পুত্রঃ স্বয়ং বৃহস্পতির্নামাভবদিতি ॥১৮॥ তত্র বৃহস্পতেঃ কারণত্বং কারণজ্ঞানাদেব যুজ্যতে "ব্রহ্মবিদ্-ব্রহ্মৈব ভবতী"তি শ্রুতেরতস্তৎপরীক্ষার্থং দেবা বৃহস্পতিং প্রতি কারণং ব্রহ্ম পপ্রচ্ছুঃ ॥১৯॥ তস্মিংশ্চ তেনোক্তে সতি প্রত্যগৃহ্ণন্ অঙ্গিরসো বচঃ অয়ং ভবতাং গুরুরিতি অঙ্গীকৃতবন্তঃ ॥২০॥ নানার্থান্ পৃথক্প্রয়োজনান্, ব্রাহ্মণেষু কর্ম্মবিধিবাক্যেষু ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮১॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"রাজা! অগ্নিদেব অঙ্গিরার সেই বাক্য শুনিয়া তাহাই করিলেন। ক্রমে সেই অঙ্গিরারও 'বৃহস্পতি'-নামে একটী পুত্র হইল ॥১৮॥

ভরতনন্দন! অঙ্গিরা অগ্নির প্রথম পুত্র হইয়াছেন ইহা জানিতে পারিয়া দেবতারা আসিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১৯॥

দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলে, অঙ্গিরা তাহার কারণ বলিলেন এবং দেবতারাও তখন অঙ্গিরার সেই বাক্য বিশ্বাস করিলেন ॥২০॥

ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম অনুসারে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে বেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বিখ্যাত ও মহাপ্রভাবশালী নানাবিধ অগ্নির বিষয় সেই সেই স্থানে বলিব" ॥২১॥

(১৯)…বহ্নেরাঙ্গিরসং সুতম্—বা ব কা।

* '…দ্বাদশাধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…ষোড়শাধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, '…সপ্তদশাধিক-দ্বিশততমঃ…'—কা, '…বিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—নি।

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ব্রহ্মণো যস্তৃতীয়স্তু পুত্রঃ কুরুকুলোদ্বহ!।
তস্যাভবৎ সুভা ভার্য্যা প্রজাস্তস্যাঞ্চ মে শৃণু ॥১॥
বৃহৎকীর্ত্তির্বৃহজ্জ্যোতির্বৃহদ্ব্রহ্মা বৃহন্মনাঃ।
বৃহন্মন্ত্রো বৃহদ্ভাসস্তথা রাজন্! বৃহস্পতিঃ ॥২॥
প্রজাসু তাসু সর্ব্বাসু রূপেণাপ্রতিমাঽভবৎ।
দেবী ভানুমতী নাম প্রথমাঽঙ্গিরসঃ সুতা ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। নানার্থান্ ভিন্নভিন্নপ্রয়োজনান্, ব্রাহ্মণেষু তদাখ্যবেদবাক্যেষু ॥২১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়-সমাস্যায়ামেকাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

ব্রহ্মণ ইতি। তৃতীয়ঃ পুত্রঃ অঙ্গিরাঃ। সুভা নাম, প্রজাঃ সন্ততীঃ ॥১॥

বৃহদিতি। বৃহৎ ব্রহ্ম বেদজ্ঞানং যস্য সঃ। বৃহন্ ভাসো মনোবলং যস্য সঃ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

কালাভিমানিন্যো দেবতা অপি অঙ্গিরঃসংজ্ঞাৎ সূত্রাত্মন এব সকাশাজ্জাতা ইতি বক্তু-মধ্যায়মারভতে ব্রহ্মণ ইতি। ব্রহ্মণঃ কারণাৎ সূত্রং ততস্তদুপাস্তিসিদ্ধোঽঙ্গিরা ইতি। তস্য তৃতীয়ত্বং সুভা কালাভিমানিনী দেবতা সুষ্ঠু সংবৎসরাদ্যাত্মনাহোরাত্রাদ্যাত্মনা বা ভাতীতি সুভা। শুভা ইতি পাঠেঽপি সৈব গ্রাহ্যা ॥১॥ বৃহৎকীর্ত্তিত্বাদীনি বৃহস্পতেরেব বিশেষ-ণানি। কীর্ত্তির্যশঃ, জ্যোতিঃ শারীরস্তেজঃ, ব্রহ্ম বেদাধ্যয়নম্, মনঃসঙ্কল্পাদিরূপম্, মন্ত্রো বিচারঃ, ভাঃ প্রতিভা, বিচার্য্য তত্ত্বস্ফূর্ত্তিঃ, এতানি বৃহন্তি যস্য স তথা, তথাশব্দঃ পাদপূরণার্থঃ ॥২॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"কৌরবশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মার যিনি তৃতীয় পুত্র, সেই অঙ্গিরার সুভানাম্নী ভার্য্যা ছিলেন, তাঁহার গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহাদের নাম শ্রবণ কর ॥১॥

রাজা! অঙ্গিরার পুত্র—বৃহস্পতি; তাঁহার যশ, শরীরের তেজ এবং বেদজ্ঞান বৃহৎ ছিল, হৃদয় উদার ছিল, মন্ত্রণাশক্তি বিশাল ছিল, আর মনের বলও অসাধারণ ছিল; তাই তাঁহার ঐরূপ নাম হইয়াছিল ॥২॥

ভূতানামেব সর্ব্বেষাং যস্যাং রাগস্তদাঽভবৎ।
রাগাদ্রাগেতি যামাহুর্দ্বিতীয়াঙ্গিরসঃ সুতা ॥৪॥
যাং কপর্দ্দিসুতামাহুর্দৃশ্যাদৃশ্যেতি দেহিনঃ।
তনুত্বাৎ সা সিনীবালী তৃতীয়াঙ্গিরসঃ সুতা ॥৫॥
পশ্যত্যর্চ্চিষ্মতী ভাভির্হবির্ভিশ্চ হবিষ্মতী।
ষষ্ঠীমঙ্গিরসঃ কন্যাং পুণ্যামাহুর্মহিষ্মতীম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

প্রজাস্বিতি। প্রজাসু সন্ততিষু মধ্যে ॥৩॥

ভূতানামিতি। রাগঃ সৌন্দর্য্যাদনুরাগঃ। রাগাত্তস্মাদনুরাগাৎ ॥৪॥

যামিতি। কপর্দ্দিসুতাং রুদ্রতনয়াম্। তনুত্বাৎ কৃশদেহত্বাৎ, সা তৎসদৃশী ॥৫॥

পশ্যতীতি। লোকো যস্যা ভাভিস্তেজোভিঃ রাত্রাবপি রূপং পশ্যতি, সা চতুর্থী কন্যা অর্চ্চিষ্মতী নাম। হবির্ভির্হবিঃপ্রদানৈঃ পঞ্চমী কন্যা হবিষ্মতী ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তাসু বক্ষ্যমাণত্বেন বুদ্ধিস্থাসু, ভানুমতী সূর্য্যযুক্তা দিবসাভিমানিনীত্যর্থঃ ॥৩॥ রাত্রিমাহ—ভূতানামিতি। সুষুপ্তিকালত্বেন শ্রমনাশকত্বাত্তস্যাং রাগোঽভবৎ, রাগাৎ রাগহেতুত্বাৎ সন্ধ্যাদ্বয়ে রাগোপেতত্বাদ্বা ॥৪॥ কপর্দ্দিনো রুদ্রস্য সুতামিব সুতাং চন্দ্রকলাং ললাটে ধৃতত্বাৎ দৃশ্যাদৃশ্যরূপাম্, তত্র হেতুঃ তনুত্বাদিতি। তেন সূক্ষ্মচন্দ্রযুক্তত্বম্, লক্ষ্যতে চতুর্দ্দশীযুক্তামাবাস্যা সিনীবালী। "যা পূর্ব্বামাবাস্যা সা সিনিবালী, যোত্তরা সা কুহূ"রিতি শ্রুতেঃ ॥৫॥ অর্চ্চিষ্মতী পূর্ণচন্দ্রোপেতা শুদ্ধপৌর্ণমাসী যস্যাং ভাভির্জনো রাত্রাবপি পশ্যতি রূপাদিকমিতি শেষঃ, সা চতুর্থী যস্যাং হবির্ভির্দেবতা ইজ্যন্তে সা হবিষ্মতী প্রতিপদ্যুক্তা পৌর্ণমাসী রাকা নাম পঞ্চমী পুণ্যাং ব্রতার্হাং মহিষ্মতীং নাম চতুর্দ্দশীযুক্তাং পূর্ব্বাং পৌর্ণমাসীম্ অনুমতীং নাম। "যা পৌর্ণমাসী সানুমতির্যোত্তরা সা রাকা" ইতি শ্রুতেঃ ॥৬॥ শুদ্ধামমাবাস্যামাহ—

অঙ্গিরার সকল সন্তানের মধ্যে অতুলনীয়-রূপ-সম্পন্না 'ভানুমতীদেবী' অঙ্গিরার প্রথমা কন্যা ॥৩॥

তৎকালে যাঁহার প্রতি সকল লোকেরই অনুরাগ জন্মিত এবং সেই অনুরাগবশতই যাঁহাকে 'রাগা' বলিত, তিনি অঙ্গিরার দ্বিতীয়া কন্যা ॥৪॥

শরীর কৃশ বলিয়া লোকে যাঁহাকে দৃশ্যা ও অদৃশ্যা রুদ্রকন্যা বলিত, তাঁহারই তুল্যা 'সিনীবালী' অঙ্গিরার তৃতীয়া কন্যা ॥৫॥

লোক সকল যাঁহার তেজে রাত্রিতেও রূপ দেখিত, সেই 'অর্চ্চিষ্মতী' অঙ্গিরার চতুর্থী কন্যা, হবি দান করায় 'হবিষ্মতী'-নাম্নী অঙ্গিরার পঞ্চমী কন্যা এবং পবিত্রস্বভাবা 'মহিষ্মতী' অঙ্গিরার ষষ্ঠী কন্যা ॥৬॥

মহামখেষ্বাঙ্গিরসী দীপ্তিমৎসু মহামতে ! ।
মহামতীতি বিখ্যাতা সপ্তমী কথ্যতে সুতা ॥৭॥
যাস্তু দৃষ্ট্বা ভগবতীং জনঃ কুহুকুহায়তে ।
একানংশেতি তামাহুঃ কুহূমঙ্গিরসঃসুতাম্ ॥৮॥
বৃহস্পতেশ্চান্দ্রমসী ভার্য্যাভূদ্‌যা যশস্বিনী ।
অগ্নীন্ সাঽজনয়ৎ পুণ্যান্ ষড়েকাঞ্চাপি পুত্রিকাম্ ॥৯॥
আহুতিষ্বেব যস্যাগ্নের্হবিষাদ্যং বিধীয়তে ।
সোঽগ্নির্বৃহস্পতেঃ পুত্রঃ শংযুর্নাম মহাব্রতঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

মহেতি। দীপ্তিমৎসু দীপ্যমানবহ্নিকেষু স্থিতা ॥৭॥

যামিতি। কুহুকুহায়তে বিস্ময়েন কুহুকুহরবং করোতি। একা একতমিস্রমাত্রাক্রান্তা, অতএব অনংশা ন বিদ্যতে চন্দ্রস্য একোঽপ্যংশঃ, কলা যস্যাং সা ॥৮॥

বৃহস্পতেরিতি। চান্দ্রমসী চন্দ্রসংগর্গিণী তারা। পুত্রিকাং কন্যাম্ ॥৯॥

আহুতিষ্বিতি। হবিষা আহুতিষ্বিতি সম্বন্ধঃ। আদ্যং হবির্বিধীয়তে, "শংযুং বার্হস্পত্যং দেবা বৈ অব্রুবন্ হব্যং নো বহ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

মহামখেষ্বিতি। সোমযাগাদিষু দীপ্তিমতী অমাবাস্যায়াং হি দীক্ষাং কর্ত্তুর্বর্দ্ধমানশ্চন্দ্রোঽগ্রে দৃশ্যতে, পৌর্ণমাস্যান্তু ক্ষীয়মাণঃ, অতো দীপ্তিমৎসু দিনেষু এষা মহামতীত্যুচ্যতে ; যতোঽত্র মহৎ মহস্বান্ বা অন্তর্হিতো বিদ্যতেঽস্যামিতি যোগাৎ পূর্ব্বপদস্যাকারোঽন্তাদেশ আর্ষঃ ॥৭॥ কুহুকুহায়তে বিস্মিতো ভবতি, একা কলা অনংশা অল্পাংশবতী অলবণা যথাগূরিতিবদল্পার্থে নঞ্। "যোত্তরা সা কুহূ"রিতি শ্রুতেঃ। প্রতিপদ্‌যুক্তা অমাবাস্যা কুহূরিতি প্রসিদ্ধম্ ॥৮॥ তত্র ক্রত্বঙ্গভূতঃ কালঃ প্রাগুক্তঃ, অথ ক্রত্বঙ্গভূতা দেবতাঃ প্রপঞ্চয়িতুং বিরাড়্‌পাস্তিফলাবস্থস্য বৃহস্পতের্বিভূতিরূপাং সন্ততিং বক্তুমুপক্রমতে বৃহস্পতেরিতি। চান্দ্রমসী চন্দ্রমসা আক্রান্তা তারা নাম, ষড়গ্নীন্ শংযুপ্রভৃতীন্ বক্ষ্যমাণান্, একাং পুত্রিকাং স্বাহাখ্যাম্ ॥৯॥ আহুতিষু প্রধানা-

মহামতি রাজা ! উজ্জ্বল মহাযজ্ঞে যিনি উপস্থিত থাকিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, সেই 'মহামতী' অঙ্গিরার সপ্তমী কন্যা ॥৭॥

লোক সকল যে মাহাত্ম্যবতীকে দেখিয়া বিস্ময়ে 'কুহুকুহ'-রব করিয়া থাকে এবং তখন চন্দ্রের একটী কলাও থাকে না বলিয়া যিনি কেবল অন্ধকারময়ী, অঙ্গিরার সেই অষ্টমী কন্যাকে লোকে 'কুহু' বলে ॥৮॥

বৃহস্পতির যে ভার্য্যা চন্দ্রোপভুক্তা হইয়াও যশস্বিনী ছিলেন, সেই তারাদেবী অগ্নিরূপ ছয়টী পুণ্যময় পুত্র এবং একটী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন ॥৯॥

(৮) শ্লোকাৎ পরং কতিপয়পুস্তকে অধ্যায়সমাপ্তির্দৃশ্যতে, কতিপয়ে চ ন।

চাতুর্মাস্যেষু যস্যেষ্ট্যামশ্বমেধেঽগ্রজঃ পশুঃ।
দীপ্তো জ্বালৈরনেকাভৈরগ্নিরেকোঽথ বীর্য্যবান্ ॥১১॥
শংযোরপ্রতিমা ভার্য্যা সত্যা সত্যাথ ধর্ম্মজা।
অগ্নিস্তস্য সুতো দীপ্তস্তিস্রঃ কন্যাশ্চ সুব্রতাঃ ॥১২॥
প্রথমেনাজ্যভাগেন পূজ্যতে যোঽগ্নিরধ্বরে।
অগ্নিস্তস্য ভরদ্বাজঃ প্রথমঃ পুত্র উচ্যতে ॥১৩॥
পৌর্ণমাস্যেষু সর্ব্বেষু হবিষাজ্যং স্রুচোদ্যতম্।
ভরতো নামতঃ সোঽগ্নির্দ্বিতীয়ঃ শংযুতঃ সুতঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

শংযুং বিশিনষ্টি চাতুরিতি। চাতুর্মাস্যেষু বৈশ্বদেবাদিষু যাগেষু, অশ্বমেধে ইষ্ট্যাং যাগে চ, যস্য শংযোঃ, অগ্রজঃ প্রথমঃ পশুর্বিহিতঃ। জ্বালৈঃ শিখাভিঃ ॥১১॥

শংযোরিতি। সত্যা সত্যপরায়ণা, অতএব সত্যা নাম, ধর্ম্মজা ধর্ম্মকন্যা ॥১২॥

প্রথমেতি। স ভরদ্বাজো নাম অগ্নিঃ, তস্য শংযোঃ প্রথমঃ পুত্র উচ্যতে ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

হুতিষু দর্শে পৌর্ণমাসে চ যস্য আদ্যং হবিঃ, হবিষেতি তৃতীয়া, প্রথমার্থে প্রথমং হবির্বিধীয়তে। "যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াঞ্চ পৌর্ণমাস্যাং চাচ্যুতো ভবতি" ইত্যাদি শ্রুত্যা চোদ্যতে স শংযুর্নাম ॥১০॥ চাতুর্মাস্যেষু চতুর্ষু মাসেষু কর্ত্তব্যেষু বৈশ্বদেব-বরুণ-প্রঘাস-শাকমেধ-শুনাসীরীয়াখ্যপর্ব্বচতুষ্টয়েষু। আগ্নেয়মষ্টাকপালং নির্ব্বপতি সৌম্যং চরুমিতি প্রতিপর্ব্বতুল্যবদগ্নিরাম্নায়তে। তথাশ্বমেধে চ—"যস্য ইষ্ট্যাম্ ইষ্টিসমীপে অগ্রজঃ প্রথমঃ পশুর্ভবতি। তত্র যা পশাবিষ্টিরুভয়তোঽন্যতরো বাগ্নেয়ী বাগ্নাবৈষ্ণবী চ" ইতি আশ্বলায়নাদ্যুক্তা। তথা চ দর্শপূর্ণমাসচাতুর্মাস্যপশ্বশ্বমেধাঃ যৎপূর্ব্বকাঃ সোঽগ্নির্বার্হস্পত্যঃ শংযুর্নামেত্যর্থঃ ॥১১॥ শংযুসন্ততিমাহ—শংযোরিতি। অপ্রতিমা অতিসুন্দরী, ধর্ম্মজা ধর্ম্মকন্যা সত্যা নাম, দীপ্তো দীপ্তিমান্ ॥১২॥ তস্য নামাহ—প্রথমেনেতি। অধ্বরে দর্শাদৌ, প্রথমাজ্যভাগদেবতা যোঽগ্নিঃ স ভরদ্বাজ

যজ্ঞীয় আহুতির মধ্যে প্রথম আহুতিটী যে অগ্নির জন্য বিহিত আছে, 'শংযু'-নামক সেই অগ্নি বৃহস্পতির প্রথম পুত্র ॥১০॥

চাতুর্মাস্যযাগে ও অশ্বমেধযাগে যাঁহার জন্য প্রথম পশুটী বিহিত আছে এবং যিনি নানাবর্ণের শিখাদ্বারা জ্বলিতে থাকেন, সেই অদ্বিতীয় বীর্য্যবান্ অগ্নিই শংযু ॥১১॥

রূপে অনুপমা এবং সত্যপরায়ণা ধর্ম্মকন্যা সত্যাদেবী শংযুর ভার্য্যা ছিলেন, তাঁহার গর্ভে শংযুর একটী পুত্র এবং তিনটী কন্যা জন্মিয়াছিল ॥১২॥

যজ্ঞে প্রথম আজ্যভাগদ্বারা যে অগ্নির পূজা করা হয়, সেই 'ভরদ্বাজ'-নামক অগ্নি শংযুর প্রথম পুত্র ॥১৩॥

তিস্রঃ কন্যা ভবন্ত্যন্যা যাসাং স ভরতঃ পতিঃ।
ভারতস্তু সুতস্তস্য ভারত্যেকা চ পুত্রিকা ॥১৫॥
ভারতো ভরতস্যাগ্নেঃ পাবকস্তু প্রজায়তে।
মহানত্যর্থমহিতস্তথা ভরতসত্তম! ॥১৬॥
ভরদ্বাজস্য ভার্য্যা তু বীরা বীরস্য পিণ্ডদা।
প্রাহুরাজ্যেন তস্যেজ্যাং সোমস্যেব দ্বিজাঃ শনৈঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

পৌর্ণেতি। পৌর্ণমাসেষু আগ্নেয়াষ্টকপালাদিষু যাগেষু। হবিষা ধান্যাদিনা সহ স্রুচা হোমপাত্রেণ উদ্যতমুত্তোল্য প্রক্ষিপ্তমাজ্যং যো গৃহ্লাতীতি শেষঃ ॥১৪॥

তিস্র ইতি। ভবন্তি শংযুত ইত্যনুকৃষ্যতে। পতির্জ্যেষ্ঠতয়া পালয়িতাসীৎ ॥১৫॥

নামান্তরং বক্তুং পুনরাহ—ভারত ইতি। অত্যর্থমহিতো লোকৈরতিপূজিতঃ, মহান্ নাম ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ইত্যর্থঃ। তস্য শংযোঃ ॥১৩॥ পৌর্ণমাসেষ্বিতি। স্রুচোদ্যতং হবিঃ প্রথমাঘারস্তস্য দেবতা ভরতো নাম শংযোঃ পুত্রঃ। পূর্ণমাসপদং পর্ব্বতদ্বিকারপরম্, তেন দর্শোঽপি গৃহ্যতে। "পৌর্ণমাসেনেষ্টিপশুসোমা উপদিষ্টা" ইত্যাশ্বলায়নবচনাৎ। যদ্যপি স্রৌবাধারঃ প্রাজাপত্যস্তথাপি স ভরতসংজ্ঞ এব প্রজাপতিরিতি জ্ঞেয়ম্ ॥১৪॥ ভবন্তি সংযুত ইত্যনুকৃষ্যতে, পতির্জ্যেষ্ঠঃ, অত্র কন্যানাং নামধেয়ানি সন্তি চাপ্যুক্তাপি অত্রৈবাঙ্গপ্রত্যঙ্গদেবতাত্বেন তা বোধ্যাঃ, বিস্তরভয়াত্তু মুনিনা ন প্রদর্শিতাঃ। তস্য ভরতস্যোর্জ্জসংজ্ঞস্য পুত্রো ভরতঃ উর্জ্জঃ পুত্রং ভরতং স্বপ্রদানুমিতি মন্ত্রবর্ণাৎ ॥১৫॥ ভরতঃ ভরণং কুর্ব্বতঃ, তেন ভরতশব্দস্য নির্ব্বচনং দর্শিতম্। ভরতস্য প্রজাপতেঃ পাবকঃ সুতঃ স অত্যর্থং মহিতত্বাৎ মহান্ মহিতত্বং মহাফলপ্রদাতৃত্বং যত্র কর্ম্মণি আগ্রয়ণাদৌ প্রথমোঽগ্নির্নাস্তি তত্রাপি অয়ং মহত্ত্বাৎ কর্ত্তব্য এবেত্যর্থঃ। পাবকঃ ইত্যগ্নিপর্য্যায়মাত্রং ন গুণঃ, অগ্নিসংজ্ঞোঽগ্নিরিত্যর্থঃ। তথাচ যেন যজ্ঞেনেৎসেৎ কুর্য্যাদেব তত্রাগ্নেয়মষ্টাকপালমিতি আপস্তম্বোক্তিঃ সঙ্গচ্ছতে। ইৎসেৎ

সমস্ত পৌর্ণমাসযাগে হোমপাত্র দ্বারা নিক্ষিপ্ত ঘৃতপ্রভৃতি হবি যিনি গ্রহণ করেন, সেই 'ভরত'-নামক অগ্নি শংযুর দ্বিতীয় পুত্র ॥১৪॥

এবং শংযুর আর তিনটী কন্যা জন্মিয়াছিল, যাহাদিগকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভরত পালন করিতেন। সেই ভরতের আবার 'ভারত'-নামে একটী পুত্র এবং 'ভারতী'-নামে একটী কন্যা জন্মিয়াছিল ॥১৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভরত—অগ্নির পুত্র বলিয়া তাঁহার এক নাম ছিল—'ভারত' এবং জগতের লোক অধিক পূজা করায় আর এক নাম ছিল—'মহান্' ॥১৬॥

(১৫)...ভরতস্তু সুতস্তস্য ভরত্যেকা চ পুত্রিকা—বা ব কা পি।

হবিষা যো দ্বিতীয়েন সোমেন সহ যুজ্যতে।
রথপ্রভূ রথধ্বানঃ কুম্ভরেতাঃ স উচ্যতে ॥১৮॥
সরয্বাং জনয়ৎ সিদ্ধিং ভানুং ভাভিঃ সমাবৃণোৎ।
আগ্নেয়ং মানয়ন্ নিত্যমাহ্বানে হ্যেষ সূয়তে ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

ইদানীং ভরদ্বাজাগ্নের্বংশমাহ—ভরেতি। বীরা নাম, বীরস্য তদাখ্যস্য পুত্রস্য, পিণ্ডদা দেহদাত্রী জনন্যাসীদিত্যর্থঃ। "পিণ্ডো বোলে বলে সান্দ্রে দেহাগারৈকদেশয়োঃ" ইতি মেদিনী ॥১৭॥

হবিষেতি। যো বীরঃ, সোমেন সহ যুজ্যতে সোমযাগাদৌ।১৮॥

সরয্বামিতি। স বীরঃ, সরয্বাং ভার্য্যায়াং সিদ্ধিং নাম পুত্রম্, জনয়ৎ অজনয়ৎ। অড়াগমাভাব আর্ষঃ। স চ সিদ্ধিঃ ভাভিঃ কিরণৈঃ, ভানুং সূর্য্যমপি, সমাবৃণোৎ। অতএব আগ্নেয়মগ্নিবংশসম্ভূতং পিতরং বীরম্, মানয়ন্ লোকে সম্মানাস্পদং কুর্ব্বন্, যজ্ঞাদাবাহ্বানে, এষ সিদ্ধিঃ, নিত্যং সূয়তে নিযোজ্যতে ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

বর্দ্ধিতুমিচ্ছেৎ ॥১৬॥ শংযোঃ কনিষ্ঠপুত্রসন্ততিমুক্ত্বা জ্যেষ্ঠসন্ততিমাহ—ভরদ্বাজস্যেতি। বীরা নামতঃ, বীরস্য বহ্নেঃ, পিণ্ডদা শরীরকর্ত্রী মাতেত্যর্থঃ। ভরদ্বাজাৎ বীরায়াং বীরো জাত ইত্যর্থঃ। তস্য আজ্যেন ইজ্যাং প্রাহুঃ। শনৈঃ উপাংশু, সোমস্যেবেতি তৎসাহিত্যমুচ্যতে। "তথাগ্নীষোমাবুপাংশু যষ্টব্যাবজামিত্বায়ে"তি শ্রুতয়োরগ্নীসোময়োর্মধ্যস্থোঽগ্নিঃ স ইত্যর্থঃ ॥১৭॥ এতদেবাহ—হবিষেতি। দ্বিতীয়েন আগ্নেয়ানন্তরেণ অস্যৈব নামান্তরাণি রথেত্যাদীনি ॥১৮॥ স রথপ্রভ্বাদিনামা শরয্বাং ভার্য্যায়াং সিদ্ধিং নাম পুত্রং জনয়ৎ, যঃ ভানুং সূর্য্যং ভাভির্দীপ্তিভিঃ, আবৃণোৎ সূর্য্য আবৃতে, আগ্নেয়ম্ অগ্নিদৈবত্যং যাগং মানয়ন্। অগ্নিমগ্ন আবহেত্যত্র মন্ত্রেঽগ্নিযুক্তে সম্বুদ্ধ্যা এষ সূয়তে সুষ্ঠু উয়তে কীর্ত্ত্যতে, 'উঙ্ শব্দে' ইতি ধাতুঃ ॥১৯॥ বৃহস্পতে-

---

ভরদ্বাজনামক অগ্নির ভার্য্যা বীরা 'বীর'-নামক একটী পুত্র প্রসব করেন; ব্রাহ্মণেরা চন্দ্রের ন্যায় ঐ বীরের পক্ষে ঘৃতদ্বারা যজ্ঞের কথা বলিয়া থাকেন ॥১৭॥

যে বীর যজ্ঞে চন্দ্রের সহিত দ্বিতীয় হবি গ্রহণ করেন, তাঁহার আরও এই তিনটী নাম কথিত হইয়া থাকে—'রথপ্রভু', 'রথধ্বান' এবং 'কুম্ভরেতা' ॥১৮॥

সেই বীর 'সরযূ'-নামক ভার্য্যার গর্ভে 'সিদ্ধি'-নামে একটী পুত্র উৎপাদন করেন; সেই সিদ্ধি আপন কিরণদ্বারা সূর্য্যকে পর্য্যন্ত আবৃত করিয়াছিলেন; তাহাতেই অগ্নিবংশসম্ভূত পিতাকে সম্মানিত করায় তাঁহাকে যজ্ঞপ্রভৃতি কার্য্যে সর্ব্বদা আহ্বান করিবার জন্য মুনিরা উপদেশ দিয়া থাকেন ॥ ৯॥

---

(১৮)···রসাধ্বানঃ—বা ব।

যস্তু ন চ্যবতে নিত্যং যশসা বর্চ্চসা শ্রিয়া।
অগ্নির্নিশ্চ্যবনো নাম পৃথিবীং স্তৌতি কেবলম্ ॥২০॥
বিপাপ্মা কলুষৈর্মুক্তো বিশুদ্ধশ্চার্চ্চিষা জ্বলন্।
বিপাপোঽগ্নিঃ সুতস্তস্য সত্যঃ সময়ধর্ম্মকৃৎ ॥২১॥
আক্রোশতাস্তু ভূতানাং যঃ করোতীহ নিষ্কৃতিম্।
অগ্নিঃ স নিষ্কৃতির্নাম শোভয়ত্যভিসেবিতঃ ॥২২॥
অনুকূজন্তি যেনেহ বেদনার্ত্তাঃ স্বয়ং জনাঃ।
তস্য পুত্রঃ স্বনো নাম পাবকঃ স রুজাকরঃ ॥২৩॥
যস্তু বিশ্বস্য জগতো বুদ্ধিমাক্রম্য তিষ্ঠতি।
তং প্রাহুরধ্যাত্মবিদো বিশ্বজিন্নাম পাবকম্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

বৃহস্পতের্দ্বিতীয়ং পুত্রমাহ—য ইতি। নেত্যাদিকন্তু নামার্থং প্রতি হেতুঃ ॥২০॥

নিশ্চ্যবনং বিশিনষ্টি বিপাপ্মেতি। কলুষৈরাধিভিঃ, বিশুদ্ধঃ পবিত্রঃ। সত্যো নাম, সময়-ধর্ম্মকৃৎ গ্রীষ্মাদীনাং কালানাম্ ঔষ্ণ্যাদিবিধাতা ॥২১॥

সত্যস্য নামান্তরমাহ—আক্রোশতামিতি। আক্রোশতামার্ত্তনাদং কুর্ব্বতাম্ ॥২২॥

অন্বিতি। অনুকূজন্তি শান্তিধ্বনিং কুর্ব্বন্তি, যেন সত্যনাম্না অগ্নিনা ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

দ্বিতীয়ঃ পুত্রো নিশ্চ্যবনঃ পৃথিবীং স্তৌতীতি পৃথিবীসাহচর্য্যমুচ্যতে, তেন বাগভিমানি-দেবতারূপঃ স ইত্যর্থঃ। "তস্য বাচা সৃষ্টা পৃথিবী চাগ্নিশ্চে"তি শ্রুতেঃ ॥২০॥ নিশ্চ্যবনপুত্রঃ সত্যঃ, সময়ধর্ম্মো বাচকসম্বন্ধস্তৎকর্ত্তা ॥২১॥ সত্যস্যৈব নামান্তরং নিষ্কৃতিঃ, অভিসেবিতে গৃহারাদাদৌ শোভয়তি শোভাং করোতি ॥২২॥ রুজস্করঃ পীড়াকরঃ, স্বনো নাম সত্যপুত্রঃ ॥২৩॥

যিনি—যশ, তেজ ও শোভা হইতে কখনও বিচ্যুত হন না, বৃহস্পতির সেই দ্বিতীয় পুত্রের নাম—'নিশ্চ্যবন অগ্নি'; তিনি কেবলই পৃথিবীর স্তব করেন ॥২০॥

আর তিনি সর্ব্বদাই নিষ্পাপ, নির্ম্মল, পবিত্র এবং তেজদ্বারা উজ্জ্বল থাকেন। 'সত্য'-নামে তাঁহার একটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তিনিও নিষ্পাপ এবং কালধর্ম্মের নিয়ন্তা হন ॥২১॥

যিনি, বেদনাবশতঃ আর্ত্তনাদকারী প্রাণিগণের বেদনা নাশ করিয়া নিষ্কৃতি বিধান করেন এবং যিনি পূজিত হইয়া পূজকের শোভা সম্পাদন করেন, সেই 'সত্য'-নামক অগ্নির আর একটি নাম—'নিষ্কৃতি' ॥২২॥

প্রাণিগণ বেদনায় পীড়িত হইয়া যাঁহার প্রভাবে নিজেরাই শান্তিসূচক শব্দ করে, সেই সত্য অগ্নির পুত্রের নাম—'স্বন'; তিনি রোগ উৎপাদন করেন ॥২৩॥

অন্তরগ্নিঃ স্মৃতো যস্তু ভুক্তং পচতি দেহিনাম্।
স জজ্ঞে বিশ্বভুঙ্ নাম সর্ব্বলোকেষু ভারত! ॥২৫॥
ব্রহ্মচারী যতাত্মা চ সততং বিপুলব্রতঃ।
ব্রাহ্মণাঃ পূজয়ন্ত্যেনং পাকযজ্ঞেষু পাবকম্ ॥২৬॥
পবিত্রা গোমতী নাম নদী যস্যাভবৎ প্রিয়া।
তস্মিন্ কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি ক্রিয়ন্তে ধর্ম্মকর্ত্তৃভিঃ ॥২৭॥
বড়বাগ্নিঃ পিবত্যম্ভো যোঽসৌ পরমদারুণঃ।
ঊর্দ্ধভাগূর্দ্ধভাঙ্ নাম কবিঃ প্রাণাশ্রিতস্তু যঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

তৃতীয়ং বৃহস্পতিপুত্রমগ্নিমাহ—য ইতি। আক্রম্য আশ্রিত্য ॥২৪॥
চতুর্থং বার্হস্পত্যমগ্নিমাহ—অন্তরিতি। অন্তর্জঠরাভ্যন্তরে। জজ্ঞে জাতঃ ॥২৫॥
বিশ্বভুজং বিশিনষ্টি ব্রহ্মেতি। এনং বিশ্বভুজম্, পাকযজ্ঞেষু শ্রাদ্ধাদিষু ॥২৬॥
পুনরপি বিশ্বভুজমেব বর্ণয়তি পবিত্রেতি। কর্ম্মাণি হোমকর্ম্মাণি ॥২৭॥
বৃহস্পতেঃ পঞ্চমং পুত্রমগ্নিমাহ—বড়বেতি। পরমদারুণো যোঽসৌ বড়বাগ্নিঃ অম্ভঃ সমুদ্রজলং পিবতি, যশ্চ কবির্ব্রহ্মিষ্ঠঃ, তথা ঊর্দ্ধভাক্ নাভিত ঊর্দ্ধদেশগামী সন্ প্রাণাশ্রিতঃ প্রাণবায়ুস্পর্শী, স ঊর্দ্ধভাঙ্ নাম পঞ্চমো বার্হস্পত্যঃ ॥২৮॥

ভারতভাবদীপঃ

এবং দ্বয়োর্বার্হস্পত্যয়োঃ কর্ম্ম কর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপিত্বমুক্তং তৃতীয়স্য বুদ্ধিব্যাপকত্বমাহ—যস্ত্বিতি ॥২৪॥ চতুর্থমাহ—অন্তরিতি ॥২৫॥ এনং বিশ্বভুজং পাকযজ্ঞেষু স্মার্ত্তকর্ম্মসু ॥২৬॥ কর্ম্মাণি গৃহ্যাণি ॥২৭॥ পঞ্চমং বার্হস্পত্যমাহ—বড়বাগ্নিরিতি। স এবাধ্যাত্মম্ ঊর্দ্ধভাগূর্দ্ধগতিরুদানসংজ্ঞঃ; অতএবোর্দ্ধভাঙ্ নাম কবির্ব্রহ্মণঃ, প্রাণাশ্রিতঃ প্রাণবায়ুভিমানী ॥২৮॥ ষষ্ঠং বার্হস্পত্যমাহ—

যিনি সমস্ত জগতের প্রাণিগণের বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহাকে অধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিতেরা 'বিশ্বজিৎ'-নামক অগ্নি বলেন (ইনি বৃহস্পতির তৃতীয় পুত্র) ॥২৪॥

ভরতনন্দন! যে অগ্নি প্রাণিগণের উদরের ভিতরে থাকিয়া ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করেন, তিনি সমস্ত জগতে 'বিশ্বভুক্'-নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন (ইনি বৃহস্পতির চতুর্থ পুত্র) ॥২৫॥

এই বিশ্বভুক্ অগ্নি—ব্রহ্মচারী, সংযতচিত্ত এবং বহুতর ব্রতচারী। এই জন্যই ব্রাহ্মণেরা পাকযজ্ঞে এই অগ্নির পূজা করেন ॥২৬॥

আর, পবিত্রা গোমতী নদী যাঁহার প্রিয়া হইয়াছিলেন, সেই বিশ্বভুক্ অগ্নিতে ধর্ম্মকার্য্যকারী লোকেরা সকল কার্য্য করিয়া থাকেন ॥২৭॥

পরমদারুণ যে বড়বাগ্নি সমুদ্রের জল পান করেন, যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং যিনি

উদগ্ধারং হবির্যস্য গৃহে নিত্যং প্রদীয়তে।
ততঃ স্বিষ্টং ভবেদাজ্যং স্বিষ্টকৃৎ পরমঃ স্মৃতঃ ॥২৯॥
যঃ প্রশান্তেষু ভূতেষু মন্যুর্ভবতি পাবকঃ।
ক্রুদ্ধস্য তু রসো জজ্ঞে মন্যতী চাথ পুত্রিকা।
স্বাহেতি দারুণা ক্রূরা সর্ব্বভূতেষু তিষ্ঠতি ॥৩০॥
ত্রিদিবে যস্য সদৃশো নাস্তি রূপেণ কশ্চন।
অতুল্যত্বাৎ কৃতো দেবৈর্নাম্না কামস্তু পাবকঃ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

বৃহস্পতেঃ ষষ্ঠং পুত্রমগ্নিমাহ—উদগিতি। গৃহে গৃহস্য মঙ্গলকার্য্যে, নিত্যম্ অবশ্যদেয়ম্, উদীচী উত্তরদিগ্‌গামিনী ধারা যস্য তত্তাদৃশং হবিঃ, যস্যাগ্নেরুপরি, প্রদীয়তে, ততশ্চ প্রদানাদেব, আজ্যং তদ্ধবিঃ, সুষ্ঠু ইষ্টং যস্মাত্তৎ স্বিষ্টং ভবেৎ, স স্বিষ্টকৃন্নাম পরমোঽগ্নিঃ স্মৃতঃ। সুষ্ঠু ইষ্টং করোতীতি স্বিষ্টকৃৎ ॥২৯॥

ইদানীম "একাঞ্চাপি পুত্রিকাম্" ইত্যনেন প্রাক্ প্রস্তুতাং বৃহস্পতেঃ কন্যামাহ—য ইতি। যঃ পাবকো বহ্নিরূপী বৃহস্পতিঃ, প্রশান্তেষু সর্ব্বথা নিষ্ক্রোধেষ্বপি, ভূতেষু প্রাণিষু, মন্যুঃ ক্রোধরূপী ভবতি, ক্রুদ্ধস্য তস্য বৃহস্পতেঃ, রসো ঘর্ম্মঃ, স্বাজয্যত্বমননাৎ মন্যতী নাম পুত্রিকা কন্যা জজ্ঞে। সা চ স্বাহেতি নাম দারুণা ক্রূরা চ সর্ব্বভূতেষু তিষ্ঠতি। অতএব ভূতানি ক্রুধ্যন্তীতি ভাবঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

উদগ্ধারমিতি। "উত্তরার্দ্ধাৎ সৌবিষ্টকৃত"মিতি শ্রুতেঃ, উদগাগমনং গৃহে স্ত্রীসম্বন্ধে কর্ম্মণি ততস্তেন স্বিষ্টং সুষ্ঠু ইষ্টং ভবতি, আজ্যম্ আজ্যাদিদ্রব্যঞ্চ, তত্রোত্তরার্দ্ধাযোগাৎ পৃথক্ গ্রহণং তত্রাপি স্বিষ্টকৃৎ প্রাপণার্থম্ ॥২৯॥ সপ্তমীং কন্যামাহ—য ইতি। পাবকো বৃহস্পতিঃ, মন্যুঃ ক্রোধরূপী ভবতি তদা যোঽস্য রসস্তেজঃ প্রভবঃ প্রস্বেদঃ জজ্ঞে জাতঃ তামেব তজ্জামেব পুত্রিকাং মন্যে। মন্যন্তী চাথ পুত্রিকেতি পাঠে তু স রস এব পুত্রিকা মন্যন্তী দেবতোদ্দেশেন ত্যক্তং হবিরনুজানতী ॥৩০॥ কাসাবিত্যত আহ—স্বাহেত্যর্দ্ধেন। অস্যাস্ত্রিগুণাত্ম-

নাভি হইতে ঊর্দ্ধগামী হইয়া প্রাণবায়ু স্পর্শ করেন, তাঁহার নাম—'ঊর্দ্ধভাক্ অগ্নি' (ইনি বৃহস্পতির পঞ্চম পুত্র) ॥২৮॥

গৃহের মঙ্গলকার্য্যে যে অগ্নির উপরে ঘৃতের ধারা দেওয়া হয় এবং সেই ধারা উত্তরদিকে যাইতে থাকে, তাহাতেই সেই ঘৃত সম্পূর্ণভাবে অভীষ্ট সম্পাদন করে, সেই প্রধান অগ্নির নাম—'স্বিষ্টকৃৎ' (ইনি বৃহস্পতির ষষ্ঠ পুত্র) ॥২৯॥

অগ্নিরূপী যে বৃহস্পতি—ক্রোধহীন প্রাণিগণেরও ক্রোধরূপে প্রকাশ পান, সেই ক্রুদ্ধ বৃহস্পতির ঘর্ম্মই তাঁহার কন্যা হইয়াছিল এবং সেই কন্যার নাম ছিল—'মন্যতী' ও 'স্বাহা'। সেই দারুণা ও ক্রূরা সকল প্রাণীতেই থাকে ॥৩০॥

(৩০)···মন্যে তামেব পুত্রিকাম্—বা ব কা, ···মন্যন্তী চাথ পুত্রিকা—পি।

সংহর্ষাদ্ধারয়ন্ ক্রোধং ধন্বী স্রগ্বী রথে স্থিতঃ।
সমরে নাশয়েচ্ছত্রূন্ অমোঘো নাম পাবকঃ ॥৩২॥
উক্থো নাম মহাভাগস্ত্রিভিরুক্থৈরভিষ্টুতঃ।
মহাবাচন্তুজনয়ৎ সমাশ্বাসং হি যং বিদুঃ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়ামাঙ্গিরসোপাখ্যানে দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

সা চ কন্যা তামসী রাজসী সাত্ত্বিকী চ কালভেদাদ্ভবতীতি তত্র তত্র তস্যাং জাতান্ ত্রীন্ পুত্রান্ ক্রমেণাহ—ত্রিদিব ইতি। কাম্যত ইতি কামঃ, স চ মোহজনকত্বাত্তামসঃ ॥৩১॥

সংহর্ষাদিতি। সংহর্ষাৎ শত্রুজয়োৎসাহাৎ। এষ চ ক্রোধধারণাদেব রাজসঃ ॥৩২॥

উক্থ ইতি। ত্রিভিঃ "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" ইত্যাদিভিঃ, উক্থৈর্মন্ত্রৈরভিষ্টুতঃ, উক্থো নাম মহাভাগঃ পাবকঃ, মহাবাচং প্রণবম্, অজনয়ৎ আবির্ভাবিতবান্। অতএব

ভারতভাবদীপঃ

কত্বাত্তাদৃশীং তৎসন্ততিমাহ—ত্রিদিবে ইতি। এতেন রাজস্যাঃ স্বাহায়াঃ কামরূপা সন্ততিরুক্তা ॥৩১॥ তামস্যাঃ সন্ততিং ক্রোধাভিচারাদ্যাগ্নিকামাহ -সংহর্ষাদিতি। জেষ্যাম্যেবেত্যুৎসাহঃ সংহর্ষঃ ॥৩২॥ সাত্ত্বিক্যাঃ স্বাহায়াঃ সন্ততিমাহ -উক্থ ইতি। উৎ ঊর্দ্ধং মোক্ষপদং নয়ত্যুক্থঃ ত্রিভিরুক্থৈঃ উত্তিষ্ঠৎ যস্মাৎ কর্ম্মফলমিত্যুক্থম্। তত্র শরীরাদুত্থিতং কর্ম্মেতি শরীরমুক্থম্। শরীরোত্থাপকতয়া পরমাত্মাপ্যুক্থম্। স জন্যোঽগ্নিস্ত্রিভিরপ্যুক্থৈরভিষ্টুতস্তদাত্মনা স্থিতঃ মহাবাচং মহতীং বাচং পরাখ্যাং তুর্য্যব্রহ্মকলাম্ অজনয়ৎ আবির্ভাবিতবান্। পূর্ব্বেষামগ্ন্যুপাসকানাং যং সমাশ্বাসং সমাশ্বসিতি বিশ্রামং প্রাপ্নোত্যনেনেতি তং মোক্ষে হেতুং বিদুর্বেদাচার্য্য ইতি শেষঃ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮২॥

স্বর্গলোকে রূপে যাঁহার তুল্য কেহই নাই, তাঁহার নাম—'কামাগ্নি'। (ইনি মন্যতীর তামসিক অবস্থার পুত্র)। ইঁহার তুল্য রূপবান্ কেহ নাই বলিয়াই দেবতারা ঐ নাম করিয়াছেন ॥৩১॥

যিনি শত্রুজয়ের উৎসাহে ক্রুদ্ধ হইয়া, ধনু ও মাল্য ধারণপূর্ব্বক রথে থাকিয়া যুদ্ধে শত্রুসংহার করেন, তাঁহার নাম—'অমোঘাগ্নি'। (ইনি মন্যতীর রাজসিক অবস্থার পুত্র) ॥৩২॥

ব্রাহ্মণেরা তিনটী মন্ত্রদ্বারা যাঁহার স্তব করেন, যিনি প্রণব আবিষ্কার

---

* '...চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...একবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কাশ্যপো হ্যথ বাশিষ্ঠঃ প্রাণশ্চ প্রাণপুত্রকঃ।
অগ্নিরাঙ্গিরসশ্চৈব চ্যবনস্তীব্রবর্চ্চকঃ ॥১॥
অচরৎ স তপস্তীব্রং পুত্রার্থে বহুবার্ষিকম্।
পুত্রং লভেয়ং ধর্ম্মিষ্ঠং যশসা ব্রহ্মণা সমম্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

যমুক্থম, সমাশ্বাসং বিদুর্জ্ঞানিনঃ, মোক্ষাশাজননেন সমাশ্বাসনাদিতি ভাবঃ। উর্দ্ধে স্থাপয়তীতি উক্থঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। এষ সাত্ত্বিকঃ ॥৩৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

"কৃতস্তৈঃ পঞ্চভির্জনৈঃ" ইতি বক্ষ্যমাণানাং পঞ্চানামগ্নীনাং নামানি বোধসৌকার্য্যার্থং প্রাগেবোদ্দিশতি—কাশ্যপ ইতি। প্রাণপুত্রকঃ প্রাণ একঃ, আঙ্গিরসশ্চ্যবনশ্চাপরঃ ॥১॥

অচরদিতি। স পূর্ব্বাধ্যায়শেষোক্ত উক্থঃ। কিমর্থং তপোঽচরদিত্যাহ—পুত্রমিত্যাদি ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

কাশ্যপ ইতি ত্রয়াণাং সম্বন্ধঃ। অত্র পাঠক্রমাদর্থক্রমস্য বলীয়স্ত্বাৎ আদ্যয়োঃ শ্লোকয়োর্ব্যত্যাসেনার্থো গ্রাহ্যঃ। অচরদিতি স পূর্ব্বাধ্যায়ান্তোক্ত উক্থো নাম কাশ্যপঃ বাসিষ্ঠঃ।

করিয়াছেন এবং জ্ঞানীরা যাঁহাকে আশ্বাসদাতা বলিয়া জানেন, সেই মহাভাগ অগ্নির নাম—'উক্থ'। (ইনি মন্যুতীর সাত্ত্বিক অবস্থার পুত্র)" ॥৩৩॥

—:*:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"কশ্যপের পুত্র কাশ্যপ, বশিষ্ঠের পুত্র বাশিষ্ঠ, প্রাণের পুত্র প্রাণ, অঙ্গিরার পুত্র চ্যবন এবং তীব্রবর্চ্চক—এই পাঁচ জন অগ্নি (ইঁহাদের কথা পরে বলা হইবে)" ॥১॥

'আমি ব্রহ্মার তুল্য ধার্ম্মিক ও যশস্বী পুত্র লাভ করিব' এই কামনা করিয়া সেই উক্থ পুত্রের জন্য প্রথমে বহুবৎসরব্যাপক তীব্র তপস্যা করিলেন ॥২॥

---

(১)...ত্রিষুবর্চ্চকঃ—বা ব কা।

মহাব্যাহৃতিভির্ধ্যাতঃ পঞ্চভিস্তৈস্তদা ত্বথ।
জজ্ঞে তেজো মহার্চ্চিষ্মান্ পঞ্চবর্ণঃ প্রভাবনঃ ॥৩॥
সমিদ্ধোঽগ্নিঃ শিরস্তস্য বাহূ সূর্য্যনিভৌ তথা।
ত্বঙ্ নেত্রে চ সুবর্ণাভে কৃষ্ণে জঙ্ঘে চ ভারত! ॥৪॥
পঞ্চবর্ণঃ স তপসা কৃতস্তৈঃ পঞ্চভির্জনৈঃ।
পাঞ্চজন্যঃ শ্রুতো দেবঃ পঞ্চবংশকরস্তু সঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

মহেতি। উক্থেন পঞ্চভির্মহাব্যাহৃতিভিঃ ভূর্ভুবঃস্বর্জনমহরূপৈঃ, ধ্যাতস্তেজস্তেজোময় আত্মা, পঞ্চস্ববয়বেষু পঞ্চবর্ণঃ, প্রভাবনো জগৎস্রষ্টা, মহার্চ্চিষ্মান্ জজ্ঞে ॥৩॥

অথ কুত্র কুত্র কঃ কো বর্ণঃ, যেন পঞ্চ বর্ণাঃ স্যুরিত্যাহ—সমিদ্ধ ইতি। তস্য মহার্চ্চিষ্মতো দেবস্য শিরঃ, সমিদ্ধোঽগ্নিঃ প্রজ্বলিতাগ্নিবৎ পিঙ্গলবর্ণম্; বাহূ সূর্য্যনিভৌ তাম্রবর্ণৌ; ত্বঙ্ নেত্রে চ সুবর্ণয়োঃ স্বর্ণহরিচন্দনয়োরাভে ইব আভে যয়োস্তে ত্বক্ স্বর্ণবর্ণা নেত্রদ্বয়ঞ্চ হরিচন্দনবর্ণমিত্যর্থঃ; জঙ্ঘে চ কৃষ্ণে। "সুবর্ণো না স্বর্ণবর্ণে সুবর্ণাসুমখাস্তরে। স্ত্রী কৃষ্ণাগুরুণি ক্লীবে কাঞ্চনে হরিচন্দনে॥" ইতি মেদিনী ॥৪॥

পঞ্চেতি। তৈঃ প্রাগুক্তৈঃ পঞ্চভির্জনৈরগ্নিভিঃ। পঞ্চানাং জনানামপত্যং পাঞ্চজন্যঃ ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রাণপুত্র ইতি প্রাণস্যৈব বিশেষণম। অগ্নিরাঙ্গিরসশ্চ্যবন ইত্যেকঃ ॥১—২॥ মহাব্যাহৃতিভিঃ ভূরন্নময়ে পৃথিব্যৈ স্বাহেত্যাদিভিঃ। ভূর্ভুবঃস্বর্মহ অগ্নিবায়ুসূর্য্যচন্দ্রপৃথিব্যন্তরিক্ষদ্যুদিগুপলক্ষিতেন সর্ব্বাত্মকেন রূপেণ তং ধ্যাতবন্ত ইত্যর্থঃ। তস্যৈবং বিদুষো যজ্ঞস্যাত্মা যজমানঃ। বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তমিতি শ্রুতিস্মৃত্যোর্বিদুষোঽপি। ধ্যেয়ত্বদর্শনাৎ জজ্ঞে প্রদীপ ইব পুত্ররূপেণাবির্ভূতঃ। অতএব অর্চ্চিষ্মানগ্নিরিবেতি লুপ্তোপমা। প্রভাবনঃ জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা ॥৩॥ পঞ্চবর্ণত্বমেবাহ—সমিদ্ধ ইতি। জ্বালাবর্ণং শিরস্তস্যেত্যর্থঃ। তথা ত্বগিতি ত্বচোঽপি সূর্য্যনিভত্বমুক্তম্ ॥৪॥ তপসা কৃত ইতি তপোনামেত্যর্থঃ। স এব পাঞ্চজন্যশ্চ যৌগিকমস্য

পরে তিনি পঞ্চ মহাব্যাহৃতিরূপে পরমাত্মার ধ্যান করিলেন; তখন জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মা পঞ্চবর্ণ হইয়া তেজঃপুঞ্জরূপে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন ॥৩॥

ভরতনন্দন! তাঁহার মস্তক—প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, বাহুযুগল—সূর্য্যের ন্যায় তাম্রবর্ণ, দেহের চর্ম্ম—স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ, নয়নযুগল—শ্বেতচন্দনের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ এবং জঙ্ঘাদ্বয়—কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল ॥৪॥

কাশ্যপপ্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত পাঁচ জন অগ্নি তপস্যা করিয়া তাঁহাকে পঞ্চবর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'পাঞ্চজন্য'-নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং পাঁচটী বংশের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥৫॥

দশ বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহাতপাঃ।
জনয়ন্ পাবকং ঘোরং পিতৃণাং স প্রজাঃ সৃজন্ ॥৬॥
বৃহদ্রথন্তরং মূর্দ্ধ্নো বক্ত্রাচ্চ তপসা হরিম্।
শিবং নাভ্যাং বলাদিন্দ্রং বায়ুগ্নী প্রাণতোঽসৃজৎ ॥৭॥
বাহুভ্যামনুদাত্তৌ চ বিশ্বে ভূতানি চৈব হ।
এতান্ সৃষ্ট্বা ততঃ পঞ্চ পিতৃণামসৃজৎ সুতান্ ॥৮॥
বৃহদ্রথস্য প্রণিধিঃ কাশ্যপস্য মহত্তরঃ।
ভানুরঙ্গিরসো ধীরঃ পুত্রো বর্চ্চস্য সৌভরঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

দশেতি। স মহাচ্চিত্মান্ দেবঃ ঘোরং পাবকং জনয়ন্নাসীদিতি শেষঃ ॥৬॥

অথ স কুতঃ কমসৃজদিত্যাহ—বৃহদিতি। হরিং বিষ্ণুম্। নাভ্যাং নাভেঃ ॥৭॥

বাহুভ্যামিতি। অনুদাত্তাবিতি দ্বিবচনাদুদাত্তোঽপি গ্রাহ্যঃ। তেন উদাত্তানুদাত্তস্বরবিশিষ্টৌ মন্ত্রাবিত্যর্থঃ। বিশ্বে বিশ্বেদেবান্, ভূতানি ক্ষিত্যাদীনি পঞ্চ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

নামদ্বয়ম্ ॥৫॥ পিতৃণাং পাবকং দক্ষিণাগ্নিম, প্রজাঃ সৃজন্ প্রজাস্রষ্টা ॥৬॥ বৃহৎ মূর্দ্ধ্নঃ রথন্তরং বক্ত্রাৎ বা শব্দশ্চার্থঃ, এতে অহোরাত্রদেবতে। "রায়ন্তরী বৈ রাত্র্যহর্বার্হত"মিতি শ্রুতেঃ। অতএব তরসা বেগেন হরতঃ আয়ুষ্যাদীতি তরসাহরৌ। শিবম অহঙ্কারাভিমানিনং রুদ্রম্, নাভ্যাং নাভিতঃ, প্রাণতঃ প্রাণং সৃষ্ট্বা বায়ুগ্নী অসৃজদিতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে ॥৭॥ অনুদাত্তৌ মন্ত্রে প্রাকৃতোঽনুদাত্তঃ, শতপথব্রাহ্মণে চ বৈকৃতোঽনুদাত্তঃ, উদাত্তমনুদাত্তমন্ত্যমিতি ভাষিকসূত্রেণ প্রকৃতোদাত্তস্য ব্রাহ্মণেঽনুদাত্তত্ববিধানাৎ, তেনাভ্যাঞ্চ তদ্বান্ মন্ত্রব্রাহ্মণভাগাত্মকো বেদো লভ্যতে। বাহুভ্যামিতি হস্তস্বরেণ তয়োরনুদাত্তয়োঃ প্রদর্শনীয়ত্বং সূচিতম্, এতচ্চ বেদান্তরাণামপ্যুপলক্ষণম্, বিশ্বে সমনস্কেন্দ্রিয়দেবতাঃ ভূতানি পঞ্চ এতান্ বিংশতিসংখ্যকান্ ॥৮॥ বৃহদ্রথস্য বাসিষ্ঠস্য প্রণিধিরংশত ইতি শেষঃ। অঙ্গিরসশ্চ্যবনস্য,

সেই দেবতা পিতৃলোকের প্রজা সৃষ্টি করিবেন বলিয়া দশ হাজার বৎসর তপস্যা করিয়া ভয়ঙ্কর অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥৬॥

তৎপরে তিনি তপস্যা করিয়া মস্তক হইতে বৃহদ্রথন্তরকে, মুখ হইতে বিষ্ণুকে, নাভি হইতে শিবকে, বল হইতে ইন্দ্রকে এবং প্রাণ হইতে বায়ু ও অগ্নিকে সৃষ্টি করেন ॥৭॥

তাহার পর তিনি দুই বাহু হইতে উদাত্ত ও অনুদাত্তস্বরযুক্ত মন্ত্র, বিশ্বেদেবগণ এবং পঞ্চ মহাভূত সৃষ্টি করিয়া পিতৃগণের এই পাঁচ পুত্র সৃষ্টি করিলেন ॥৮॥

(৭)···বক্ত্রাদ্বা তরসাহরৌ—বা ব কা।

প্রাণস্য চানুদাত্তস্তু ব্যাখ্যাতাঃ পঞ্চ বংশজাঃ।
দেবান্ যজ্ঞমুষশ্চান্যান্ সৃজৎ পঞ্চদশোত্তরান্ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
সুভীমমতিভীমঞ্চ ভীমং ভীমবলাবলম্।
এতান্ যজ্ঞমুষঃ পঞ্চ দেবানপ্যসৃজত্ততঃ ॥১১॥
সুমিত্রং মিত্রবন্তঞ্চ মিত্রজ্ঞং মিত্রবর্দ্ধনম্।
মিত্রধর্ম্মাণমিত্যেতান্ দেবানভ্যসৃজত্ততঃ ॥১২॥
সুরপ্রবীরং বীরঞ্চ সুরেশঞ্চ সুবর্চ্চসম্।
সুরাণামপি হন্তারং পঞ্চৈতানসৃজত্ততঃ ॥১৩॥
ত্রিবিধং সংস্থিতা হ্যেতে পঞ্চ পঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
মুষ্ণন্ত্যত্র স্থিতা হ্যেতে স্বর্গতো যজ্ঞযাজিনঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

বৃহদিতি। বৃহদ্রথস্য বাশিষ্ঠস্য প্রণিধির্নাম পুত্রঃ, কাশ্যপস্য মহত্তরো নাম পুত্রঃ, অঙ্গিরস আঙ্গিরসস্য চ্যবনস্য ভানুর্নাম ধীরঃ পুত্রঃ, বর্চ্চস্য তীব্রবর্চ্চস্য সৌভরো নাম পুত্রঃ, প্রাণস্য চ অনুদাত্তো নাম পুত্রঃ। এতে প্রাগুদ্দিষ্টাঃ পঞ্চ বংশজাঃ পুত্রা ব্যাখ্যাতাঃ। দশোত্তরান্ দশাধিকান্ পঞ্চ পঞ্চদশেত্যর্থঃ, অন্যান্ যজ্ঞমুষো যজ্ঞাপহারকান্, দেবান্ দেববৎ প্রভাবসম্পন্নান্ অসুরানিত্যর্থঃ, সৃজৎ অসৃজৎ। অড়াগমাভাব আর্ষঃ। স দেব ইতি শেষঃ ॥৯—১০॥

সুভীমমিতি। ভীমবলেন যুক্তঃ অবলঃ ভীমবলাবলস্তম্, মধ্যপদলোপী সমাসঃ। যজ্ঞমুষো যজ্ঞাপহারকান্, দেবান্ দেবপ্রভাবানসুরান্ ॥১১॥

সুমিত্রমিতি। এতানপি পঞ্চ, অভ্যসৃজৎ স দেবঃ ॥১২॥

সুরেতি। এতানপি পঞ্চাসুরান্ ॥১৩॥

বৃহদ্রথের পুত্র প্রণিধি, কাশ্যপের পুত্র মহত্তর, চ্যবনের পুত্র ভানু, বর্চ্চের পুত্র সৌভর এবং প্রাণের পুত্র অনুদাত্ত; এই পিতৃগণের পঞ্চ পুত্রের কথা বলা হইল। আর, পনর জন যজ্ঞাপহারী অসুরও সৃষ্টি করিলেন ॥৯—১০॥

প্রথমে তিনি সুভীম, অতিভীম, ভীম, ভীমবল ও অবল—এই পাঁচ জন যজ্ঞাপহারী অসুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥১১॥

তাহার পর তিনি সুমিত্র, মিত্রবান্, মিত্রজ্ঞ, মিত্রবর্দ্ধন এবং মিত্রধর্ম্মা—এই পাঁচ জন অসুরকে সৃষ্টি করেন ॥১২॥

তৎপরে তিনি সুরপ্রবীর, বীর, সুরেশ, সুবর্চ্চা এবং সুরহন্তা—এই পাঁচ জন অসুরকে সৃষ্টি করেন ॥১৩॥

---

(১০)…ব্যাখ্যাতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ—বা ব কা পি। (১১)…দেবানাং হ্যসৃজত্তপঃ—বা ব কা। (১২)…দেবানভ্যসৃজত্তপঃ—বা ব কা। (১৩)…পঞ্চৈতানসৃজত্তপঃ—বা ব কা।

তেষামিষ্টং হরন্ত্যেতে নিঘ্নন্তি চ মহাহবিঃ।
স্পর্দ্ধয়া হব্যবাহানাং নিঘ্নন্ত্যেতে হরন্তি চ ॥১৫॥
বহির্বেদ্যাং তদাদানং কুশলৈঃ সম্প্রবর্ত্তিতম্।
তত্রৈতে নোপসর্পন্তি যত্র চাগ্নিঃ স্থিতো ভবেৎ ॥১৬॥
চিতোঽগ্নিরুদ্বহন্ যজ্ঞং পক্ষাভ্যাং তান্ প্রবাধতে।
মন্ত্রৈঃ প্রশমিতা হ্যেতে নেষ্টং মুষ্ণন্তি যজ্ঞিয়ম্ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

ত্রিবিধমিতি। এতে সুভীমাদয়ঃ পঞ্চদশাসুরাঃ পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চ পঞ্চ ভূত্বা ত্রিবিধং যথা স্যাত্তথা সংস্থিতাঃ। এতে তত্র পৃথিব্যাং স্থিতা অপি, প্রভাবাতিরেকাৎ স্বর্গতোঽপি যজ্ঞযাজিনো মুষ্ণন্তি যজ্ঞদ্রব্যাণ্যপহরন্তি ॥১৪॥

তেষামিতি। তেষামগ্নীনাম্, এতে সুভীমাদয়োঽসুরাঃ। হব্যবাহানামগ্নীনাম্ ॥১৫॥

বহিরিতি। বহির্বেদ্যাং তদাখ্যে দেশে, তেষামসুরাণাম্ আদানং গ্রহণম্ ॥১৬॥

অথ কথং তে নোপসর্পন্তীত্যাহ—চিত ইতি। চিতঃ সংস্কৃতঃ অগ্নিঃ, যজ্ঞম্, উদ্বহন্ সম্পাদয়ন্, পক্ষাভ্যাং পক্ষবদ্বল্যাভ্যামুভয়পার্শ্ববর্ত্তিনীভ্যাং শিখাভ্যাম্, তানসুরান্, প্রবাধতে

ভারতভাবদীপঃ

বর্চ্চস্য সুবর্চ্চকস্য ॥৯॥ অসুরসৃষ্টিমাহ—দেবানিতি। উত্তরানপাশ্চাতান্ ॥১০॥ ভীমবল-মবলং চেতি সমাহার। তপস্তপঃসংজ্ঞঃ পাঞ্চজন্যঃ ॥১১—১৩॥ যজ্ঞযাজিনঃ ইষ্টমিত্যুত্তর-শ্লোকাদপকৃষ্যতে ॥১৪—১৫॥ তদাদানং তেষামাদেয়ো ভাগঃ। বহির্বেদ্যামুত্তরে দেশে। "তুষৈর্বৈ ফলীকরণৈর্দেবা হবির্যজ্ঞেভ্যো রক্ষাংসি নিরভজন্নস্মা মহাযজ্ঞাৎ" ইতি শ্রুতেঃ; অস্মা লোহিতেন। তত্তস্মাদ্ধেতোঃ যত্র চাগ্নিস্তর্বেদ্যাম্ ॥১৬॥ পক্ষাভ্যামিব চক্রাভ্যামুপ-লক্ষিতে তত্র চয়নে প্রবর্ত্তিতে হবির্দ্ধানে শকটে প্রবর্ত্তিতে সতি চিতাগ্নেশ্চয়নকর্ত্তুর্যজমানস্য আজ্যং তদুপলক্ষিতং হবিঃ এতে উদ্বহন্ত্যুদ্বহন্ত্যপর্য্যবহরন্তীত্যর্থঃ। মন্ত্রৈ রক্ষোঘ্নৈঃ প্রশমিতাঃ

এই সুভীমপ্রভৃতি পনর জন অসুর পাঁচ পাঁচ জন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়া ত্রিবিধভাবে রহিয়াছে। ইহারা পৃথিবীতে থাকিয়াও আপনাদের প্রভাবে স্বর্গ হইতেও যজ্ঞকারীদের যজ্ঞদ্রব্য হরণ করিয়া থাকে ॥১৪॥

এই অসুরেরা অগ্নিগণের অভীষ্ট মহাহবি হরণও করে এবং বিনষ্টও করে। অগ্নিগণের সহিত স্পর্দ্ধাবশতই ইহারা তাহা হরণ ও বিনাশ করে ॥১৫॥

সেই জন্যই যজ্ঞনিপুণ ব্যক্তিরা বহির্বেদীতে তাহাদের প্রাপ্য ভাগ দিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। কারণ, যেখানে অগ্নি থাকেন, সেখানে ইহারা যায় না ॥১৬॥

---

(১৬)...তদেতে নোপসর্পন্তি—বা ব কা। (১৭) চিতাগ্নেরুদ্বহন্নাজ্যং পক্ষাভ্যাং তৎ প্রবর্ত্তিতম্—বা ব কা।

বৃহদুক্থস্তপস্যৈব পুত্রো ভূমিমুপাশ্রিতঃ।
অগ্নিহোত্রে হূয়মানে পৃথিব্যাং সদ্ভিরিজ্যতে ॥১৮॥
রথন্তরশ্চ তপসঃ পুত্রোঽগ্নিঃ পরিপঠ্যতে।
মিত্রবিন্দায় চৈতস্য হবিরধ্বর্য্যবো বিদুঃ।
মুমুদে পরমপ্রীতঃ সহ পুত্রৈর্মহাযশাঃ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়ামাঙ্গিরসোপাখ্যানে ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

নিবারয়তি। তথা যজ্ঞিকানাং মন্ত্রৈরপি প্রশমিতা এতে অসুরাঃ, দেবানামিষ্টং যজ্ঞিয়ং হবিঃ, ন মুষ্ণন্তি ন হরন্তি ॥১৭॥

প্রকৃতপাঞ্চজন্যবংশমুপসংহরতি—বৃহদিতি। পৃথিব্যামগ্নিহোত্রে হূয়মানে সদ্ভিঃ, ভূমিমুপাশ্রিতঃ, তপস্য উক্তপাঞ্চজন্যস্যৈব পুত্রঃ বৃহদুক্থ ইজ্যতে ॥১৮॥

তস্য পুত্রান্তরমাহ—রথেতি। রথন্তরো নাম চ তপসঃ পাঞ্চজন্যস্য পুত্রঃ অগ্নিঃ পরিপঠ্যতে যাজ্ঞিকৈঃ। অধ্বর্য্যবো যজুর্বিদঃ, এতস্য রথন্তরস্য চ হবিঃ, মিত্রবিন্দায় তদাখ্যায় দেবায়, দেয়ত্বেন বিদুঃ। মহাযশাঃ স তপঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

সন্ত ইষ্টং হবির্ন মুষ্ণন্তি ॥১৭॥ এবমসুরাণাং নামানি ভাগধেয়ং নিবৃত্ত্যুপায়ং চোক্ত্বা পুনঃ পাঞ্চজন্য-বংশমনুসন্ধত্তে বৃহদুক্থ ইতি। তপস্য তপসঃ, ভূমিমুপাশ্রিত ইতি তস্যৈব পৃথিব্যভিমানিদেবতাং মুক্তম্ ॥১৮॥ মিত্রবিন্দো মহাবিরাড়্বৃহস্পত্যপেক্ষয়া শ্রেষ্ঠঃ; তস্মৈ তদ্ভাবপ্রাপ্তয়ে। "মিত্রবিন্দো মহা-বৈরাজী"ত্যাশ্বলায়নবচনাদিদমূহনীয়ম্ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৩॥

আর, সেখানে মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত অগ্নিই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে থাকিয়া পক্ষদ্বয়-তুল্য উভয় পার্শ্ববর্ত্তী শিখাদ্বারা সেই অসুরদিগকে নিবারণ করেন এবং যাজ্ঞিকগণের মন্ত্রদ্বারাও নিবারিত হইয়া ইহারা যজ্ঞের হবি হরণ করে না ॥১৭॥

পৃথিবীতে অগ্নিহোত্র হোম চলিতে থাকিলে, তপেরই পুত্র পৃথিবীস্থিত বৃহদুক্থকেও সাধুরা পূজা করিয়া থাকেন ॥১৮॥

যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞপ্রকরণে তপের পুত্র রথন্তর কথাও পাঠ করিয়া থাকেন এবং যজুর্ব্বেদবেত্তারা রথন্তরের হবি মিত্রবিন্দদেবতারই প্রাপ্য হয়

* '...পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...বিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

গুরুভির্নিয়মৈর্যুক্তো ভরতো নাম পার্থিব !।
অগ্নিঃ পুষ্টিমতির্নাম তুষ্টঃ পুষ্টিং প্রয়চ্ছতি।
ভরত্যেষ প্রজাঃ সর্ব্বাস্ততো ভরত উচ্যতে ॥১॥
অগ্নির্যশ্চ শিবো নাম শক্তিপূজাপরশ্চ সঃ।
দুঃখার্ত্তানাঞ্চ সর্ব্বেষাং শিবকৃৎ সততং শিবঃ ॥২॥
তপসস্তু ফলং দৃষ্ট্বা সম্প্রবৃদ্ধং তপো মহৎ।
উদ্ধর্ত্তুকামো মতিমান্ পুত্রো জজ্ঞে পুরন্দরঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

অগ্নিবংশমেব বর্ণয়তি—গুরুভিরিতি। গুরুভির্দুষ্করৈঃ। পুষ্টিমতিরিতি ভরতস্যৈব নামান্তরম্। ভরতনাম্নো ব্যুৎপত্তিমাহ—ভরতীতি। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১॥

অগ্নিরিতি। শিবঃ প্রাগুক্তঃ পাঞ্চজন্যপুত্রঃ, শক্তিপূজাপরশ্চিতিধ্যানাসক্তঃ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

সিংহাবলোকনন্যায়েন শংযোঃ পৌত্রমূর্জ্জপুত্রং ভরতং স্তৌতি সার্দ্ধেন গুরুভিরিতি। পুষ্টিমতিরিত্যেকং নাম ॥১॥ তথৈব তপসস্তৃতীয়ং সুতং শিবং স্তৌতি—অগ্নির্যশ্চেতি। শক্তিশ্চিচ্ছক্তিস্তস্যাঃ পূজা নির্ব্বিকল্পসমাধিরূপা ॥২॥ তপস এব পূর্ব্বোক্তচত্বারিংশতোঽন্যে পুরন্দরঃ উগ্রা মনুঃ শম্ভুরাবসথ্য ইতি পঞ্চ পুত্রানাহ চতুর্ভিঃ—তপস ইতি। তপসোঽগ্নেঃ ফলমৈশ্বর্য্যং সম্প্রবৃদ্ধং দৃষ্ট্বা তদুদ্ধর্ত্তুং পিত্র্যং দায়ং পুত্র এব লভতে ইতি দর্শনাত্তদীয়মৈশ্বর্য্যং

বলিয়া মনে করেন। এইভাবে মহাযশা তপ, পুত্রদের সহিত পরমানন্দে থাকিলেন” ॥১৯॥

—:*:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“রাজা! গুরুতর নিয়মযুক্ত ভরতাগ্নির ‘পুষ্টিমতি’ রূপ আর একটী নাম আছে। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া পুষ্টি দান করেন। ইনি লোকের ভরণ বলিয়া ইঁহাকে ‘ভরত’ বলে ॥১॥

‘শিব’-নামে যে অগ্নি আছেন, তিনি শক্তিপূজাতেই ব্যাপৃত থাকেন; আর তিনি সকল দুঃখার্ত্ত লোকের সর্ব্বদা মঙ্গল করেন বলিয়া তাঁহাকে ‘শিব’ বলে ॥২॥

---

(১)…ভরতো নাম পাবকঃ—বা ব কা পি।

উষ্মা চৈবোষ্মণো জজ্ঞে সোঽগ্নির্ভূতেষু লক্ষ্যতে।
অগ্নিশ্চাপি মনুর্নাম প্রাজাপত্যমকারয়ৎ ॥৪॥
শম্ভুমগ্নিমথ প্রাহুর্ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
আবসথ্যং দ্বিজাঃ প্রাহুর্দীপ্তমগ্নিং মহাপ্রভম্ ॥৫॥
ঊর্জ্জস্করান্ হব্যবাহান্ সুবর্ণসদৃশপ্রভান্।
ততস্তপো হ্যজনয়ৎ পঞ্চ যজ্ঞসুতানিহ ॥৬॥
প্রশান্তোঽগ্নির্মহাভাগঃ পরিশ্রান্তো গবাং পতিঃ।
অসুরান্ জনয়ন্ ঘোরান্ মর্ত্ত্যাংশ্চৈব পৃথগ্বিধান্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

তপস ইতি। তপসঃ পাঞ্চজন্যস্য। তপস্তপোজনিতম্। উদ্ধর্ত্তুকামো লিপ্সুঃ ॥৩॥

উষ্মেতি। ভূতেষু লক্ষ্যতে জঠরানলরূপেণ। প্রাজাপত্যং প্রজাপতিকার্য্যম্ ॥৪॥

শম্ভুমিতি। আবসথে গৃহে ভব ইত্যাবসথ্যস্তম্ ॥৫॥

ঊর্জ্জ ইতি। ঊর্জ্জস্করান্ বলকরান্। তপঃ পাঞ্চজন্যঃ। যজ্ঞানাং সুতাঃ পার্থিবাঃ পতয় ইত্যর্থস্তান্। "সুতস্তু পার্থিবে পুত্রে"ইতি মেদিনী ॥৬॥

প্রশান্ত ইতি। জগদ্বিচরণেন পরিশ্রান্তঃ, মহাভাগঃ, গবাং ত্বিষাং পতিঃ সূর্য্যঃ, প্রশান্ত উপরতঃ অস্তং গচ্ছন্নিত্যর্থঃ, অগ্নির্ভবতি; "আদিত্যো বা অস্তং যন্নগ্নিমনুপ্রবিশতি" ইতি শ্রুতেঃ। স চাগ্নিঃ ঘোরানসুরান্ পৃথগ্বিধান্মর্ত্ত্যান্ মানুষাংশ্চ জনয়ন্নাসীৎ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রাপ্তুং পুরন্দরোঽস্য পুত্রো জাতঃ ॥৩॥ উষ্মা চ তপসঃ সকাশাজ্জজ্ঞে যো ভূতেষূষ্মণো হেতোর্লক্ষ্যতে। অকারয়দকোরৎ। স্বার্থে ণিচ্ ॥৪—৫॥ উপসংহরতি উর্জ্জস্করানিতি। যজ্ঞসুতান্ যজ্ঞেঽভিযুতান্ আদিকর্ম্মণি ক্তঃ, সোমভাগিন ইত্যর্থঃ। যদ্বা যজ্ঞঃ সোমঃ সুতো যেভ্যস্তে ইতি যোগঃ ॥৬॥ প্রশান্তেঽস্তকালে পরিশ্রান্তো গবাং রশ্মীনাং পতিঃ সূর্য্যোঽগ্নির্ভবতি। "আদিত্যো বা অস্তং যন্নগ্নিমনুপ্রবিশতী"তি শ্রুতেঃ। যশ্চ ঘোরানসুরান্ জনয়ৎ

পাঞ্চজন্যের তপস্যার ফল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিয়া তাহা লাভ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার 'পুরন্দর'-নামে একটী বুদ্ধিমান্ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে ॥৩॥

উষ্মা হইতে 'উষ্মা'-নামে যে অগ্নি জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রাণিগণের ভিতরে দেখিতে পাওয়া যায় এবং 'মনু'-নামক অগ্নি প্রজাপতি ছিলেন ॥৪॥

বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণেরা 'শম্ভু'-নামক একটি অগ্নির কথা বলেন এবং তাঁহারা 'আবসথ্য'-নামক অগ্নির বিষয়ও বলিয়া থাকেন ॥৫॥

তাহার পর পাঞ্চজন্য—বলকারী, স্বর্ণকান্তি ও যজ্ঞাধিপতি পাঁচটী অগ্নি উৎপাদন করেন ॥৬॥

তপসশ্চ মনুং পুত্রং ভানুঞ্চাপ্যঙ্গিরাঃ সৃজৎ।
বৃহদ্ভানুস্তু তং প্রাহুর্ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥৮॥
ভানোর্ভার্য্যা সুপ্রজা তু বৃহদ্ভাসা তু সূর্য্যজা।
অসৃজেতান্তু ষট্ পুত্রান্ শৃণু তাসাং প্রজাবিধিম্ ॥৯॥
দুর্ব্বলানান্তু ভূতানামসূন্ যঃ সম্প্রযচ্ছতি।
তমগ্নিং বলদং প্রাহুঃ প্রথমং ভানুতঃ সুতম্ ॥১০॥
যঃ প্রশান্তেষু ভূতেষু মন্যুর্ভবতি দারুণঃ।
অগ্নিঃ স মন্যুমান্ নাম দ্বিতীয়ো ভানুতঃ সুতঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তপস ইতি। তপসঃ পাঞ্চজন্যস্য পুত্রং মনুং ভানুঞ্চ, অঙ্গিরা অপি সৃজৎ অসৃজৎ, স্বপ্রভাবার্পণেনেতি ভাবঃ। বেদপারগা ব্রাহ্মণাস্তু তং ভানুং বৃহদ্ভানুং প্রাহুঃ ॥৮॥

ভানোরিতি। সুপ্রজা সূর্য্যজা বৃহদ্ভাসা চ ভানোর্ভার্য্যা আসীৎ। তে তু ভানুতঃ ষট্ পুত্রান্ অসৃজেতাম্, তাসাং তয়োঃ, প্রজাবিধিং সন্তানসৃষ্টিং শৃণু ॥৯॥

দুর্ব্বলানামিতি। অসূন্ প্রাণান্ বলানীত্যর্থঃ। ভানুতো ভানোঃ ॥১০॥

য ইতি। প্রশান্তেষু নিষ্ক্রোধেষু, মন্যুঃ ক্রোধঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

ভবতি তং তপোঽজনয়দিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥৭॥ তপস ইতি। মনুমিতি প্রাজাপত্যকর্ত্তৃত্ব-মুচ্যতে। ভানুং নামতঃ অঙ্গিরাশ্চ সৃজদিতি সম্বন্ধঃ। তপঃপুত্রস্যাপ্যঙ্গিরঃসৃজ্যত্বোক্তি-র্ভানুং প্রতি কুলালপিতৃবদঙ্গিরসোঽন্যথাসিদ্ধত্বং মা ভূদিতি, তেন মূলকারণমেবাস্ত্যাৎ কার্য্যান্নট ইব তত্তদ্বেষেণ স্ফুরতীতি সিদ্ধম্। অতএব আকাশাদ্বায়ুরিত্যাদাবাকাশভাবমাপন্ন আত্মৈব বায়ুমসৃজন্ন কেবল আকাশ ইতি ব্যাখ্যাতং সম্প্রদায়বিদ্ভিঃ ॥৮॥ এবং বৃহদাদীন্ ভাস্বতান্ তপসঃ পুত্রানুক্ত্বা তৎপৌত্রানাহ—ভানোরিতি ॥৯॥ বলদো মন্যুমান্ বিষ্ণু-

জগদ্বিচরণে পরিশ্রান্ত মহাত্মা সূর্য্য অস্ত যাইবার সময়ে অগ্নি হন; তিনি ভয়ঙ্কর অসুর ও নানাবিধ মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥৭॥

অঙ্গিরা তপের উপরে আপন প্রভাব অর্পণ করায় তপের 'মনু' ও 'ভানু'-নামে দুই পুত্র হইয়াছিল। বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণেরা সেই ভানুকে 'বৃহদ্ভানু' বলেন ॥৮॥

সুপ্রজা ও সূর্য্যকন্যা বৃহদ্ভাসা ভানুর ভার্য্যা ছিলেন; তাঁহারা ছয়টী পুত্র প্রসব করেন; তাঁহাদের সন্তানসৃষ্টির বিষয় শ্রবণ কর ॥৯॥

যে অগ্নি দুর্ব্বল প্রাণিগণের বল দান করেন, তাঁহাকে 'বলদ অগ্নি' বলা হয়। তিনি ভানুর প্রথম পুত্র ॥১০॥

যে অগ্নি, ক্রোধবিহীন প্রাণিগণের দারুণ ক্রোধরূপে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম—'মন্যুমান্'। তিনি ভানুর দ্বিতীয় পুত্র ॥১১॥

দর্শে চ পৌর্ণমাসে চ যস্যেহ হবিরুচ্যতে।
বিষ্ণুর্নামেহ যোঽগ্নিস্তু ধৃতিমান্ নাম সোঽঙ্গিরাঃ ॥১২॥
ইন্দ্রেণ সহিতং যস্য হবিরাগ্রয়ণং স্মৃতম্।
অগ্নিরাগ্রয়ণো নাম ভানোরেবান্বয়স্তু সঃ ॥১৩॥
চাতুর্মাস্যেষু নিত্যানাং হবিষাং যোনিরগ্রহঃ।
চতুর্ভিঃ সহিতঃ পুত্রৈর্ভানোরেবান্বয়স্তুভঃ ॥১৪॥
নিশা ত্বজনয়ৎ কন্যামগ্নীষোমাবুভৌ তথা।
মনোরেষাঽভবদ্ভার্য্যা সুষুবে পঞ্চ পাবকান্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

দর্শ ইতি। দর্শে পৌর্ণমাসে চ যাগে। অঙ্গিরাঃ সাক্ষাদঙ্গিরোরূপঃ ॥১২॥

ইন্দ্রেণেতি। আগ্রয়ণং নবশস্যরূপম্। অন্বয়ঃ পুত্রঃ ॥১৩॥

চাতুরিতি। চাতুর্মাস্যেষু যাগেষু, নিত্যানামবশ্যকর্ত্তব্যানাং হবিষাম্, যোনির্নিমিত্ততয়া কারণীভূতঃ, অগ্রহো নাম ভানোঃ পঞ্চমঃ পুত্রঃ, ন গৃহ্যতে নায়ত্তীক্রিয়তে কেনচিদিতি ব্যুৎপত্তেঃ। প্রাগুক্তৈর্বলদাদিভিশ্চতুর্ভিঃ পুত্রৈঃ অগ্রহেণ চ সহিতঃ, স্তুভশ্চ ভানোরেব অন্বয়ঃ পুত্রঃ। অতএবামী ষট্। স্তোভতে স্তুভত ইতি স্তুভঃ নাম্যুপধত্বাৎ কঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

রিতি ত্রয়ঃ সুপ্রজায়াঃ সুতাঃ ॥১১॥ তত্রোপাংশুযাজদেবতা বিষ্ণুরুভয়ত্র স্মর্য্যমাণস্ত্রয়োদশামাবাস্যায়ামাহুতয়ো হূয়ন্তে। চতুর্দ্দশপৌর্ণমাস্যামিতি লিঙ্গদর্শনমন্যথয়তি, দর্শেঽপি বিষ্ণোঃ স্মরণেন চতুর্দ্দশাহুতিযোগাৎ। অতএবান্তরেণ "হবিষী বিষ্ণুমুপাংশ্বৈতরেয়িন" ইত্যাশ্বলায়নঃ। সপ্রমাণমুভয়ত্রোপাংশুযাজমবগময়তি ॥১২॥ ভানুভার্য্যায়া বৃহদ্ভাসায়াঃ সন্ততিরাগ্রয়ণস্তৈন্দ্রাগ্নাবয়বোঽগ্নিরেকঃ ॥১৩॥ হবিষামাগ্নেয়াদীনামষ্টানাং যোনিরুদ্ভবস্থানং বৈশ্বদেবে পর্ব্বণি মুখ্যো বিশ্বদেবসংজ্ঞকোঽগ্নির্দ্বিতীয়ঃ। স্তুভঃ স্তূয়তে ভাতীতি স্তুভস্তৃতীয়ঃ ॥১৪॥ নিশানাম্নী

দর্শযাগ ও পৌর্ণমাসযাগে যাঁহার হবির কথা বেদে উক্ত আছে এবং যিনি বিষ্ণুনামক অগ্নি, তিনি সাক্ষাৎ অঙ্গিরঃস্বরূপ, তাঁহার নামান্তর—'ধৃতিমান্' (এবং তিনি ভানুর তৃতীয় পুত্র) ॥১২॥

ইন্দ্রের সহিত যাঁহার সম্বন্ধে নবশস্যরূপ হবি বিহিত আছে, সেই অগ্নির নাম—'আগ্রয়ণ' এবং তিনি ভানুর চতুর্থ পুত্র ॥১৩॥

চাতুর্মাস্যযাগে যাঁহার জন্য আবশ্যক হবি নির্ম্মিত হয়, তাঁহার নাম—'অগ্রহ'। ইনি ভানুর পঞ্চম পুত্র। আর 'স্তুভ'-নামক অগ্নি, ভানুর ষষ্ঠ পুত্র; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত চারি পুত্রের সহিত এই দুই জনকে ধরিয়া ভানুর ছয় পুত্র হইল ॥১৪॥

(১৪)…ভানোরেবান্বয়স্তু সঃ—নি পি।

পূজ্যতে হবিষাগ্রেণ চাতুর্মাস্যেষু পাবকঃ।
পর্জ্জন্যসহিতঃ শ্রীমানগ্নির্বৈশ্বানরস্তু সঃ ॥১৬॥
অস্য লোকস্য সর্ব্বস্য যঃ প্রভুঃ পরিপঠ্যতে।
সোঽগ্নির্বিশ্বপতির্নাম দ্বিতীয়ো বৈ মনোঃ সুতঃ।
ততঃ স্বিষ্টং ভবেদাজ্যং স্বিষ্টকৃৎ পরমস্তু সঃ ॥১৭॥
কন্যা সা রোহিণী নাম হিরণ্যকশিপোঃ সুতা।
কর্ম্মণাঽসৌ বভৌ ভার্য্যা স বহ্নিঃ স প্রজাপতিঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

ইদানীং মনোরপত্যান্যাহ—নিশেতি। অগ্নীষোমাবুভৌ পুত্রৌ। এষা নিশা ॥১৫॥

পূজ্যত ইতি। পর্জ্জন্যসহিতো যঃ পাবকঃ পূজ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। অয়ং প্রথমঃ পুত্রঃ ॥১৬॥

অস্যেতি। পরিপঠ্যতে বেদে। ততো বিশ্বপতেরেব, আজ্যম্, শোভনমিষ্টং যস্মাত্তৎ স্বিষ্টং ভবেৎ। অতএব স বিশ্বপতিঃ পরমঃ স্বিষ্টকৃৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥

কন্যেতি। মনোঃ সুতা সাঽসৌ রোহিণী নাম কন্যা, কর্ম্মণা পূর্ব্বকর্ম্মদোষেণৈব হিরণ্যকশিপোর্দৈত্যস্য ভার্য্যা সতী বভৌ। বস্তুতস্তু সা, স প্রসিদ্ধো বহ্নিঃ, স প্রসিদ্ধঃ প্রজাপতিশ্চাসীৎ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ভাস্বপরনাম্নো মনোরপরা তৃতীয়া ভার্য্যাভবৎ কন্যাং বক্ষ্যমাণাং রোহিণীমগ্নিং সোমমন্যান্ পঞ্চেত্যষ্টাবপত্যানি সুষুবে ॥১৫॥ শেষান্ পঞ্চ ক্রমেণাহ—পূজ্যত ইত্যাদিনা। চাতুর্মাস্যানামারম্ভাৎ পূর্ব্বেদ্যুর্বৈশ্বানরপার্জ্জন্যেষ্টিঃ ক্রিয়তে, তত্র বৈশ্বানরঃ প্রথমো মনুপুত্রঃ ॥১৬॥ পরিপচ্যতেঽয়ং যেনেতি শেষঃ। স বিশ্বপতির্দ্বিতীয়ঃ ॥১৭॥ স্বিষ্টকৃদেব কন্যা রোহিণী

'নিশা'-নামে মনুর এক ভার্য্যা ছিলেন; তিনি—একটী কন্যা, 'অগ্নি' ও 'সোম'-নামে দুইটী পুত্র এবং তদ্ভিন্ন পাঁচটী অগ্নিরূপ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন ॥১৫॥

চাতুর্মাস্যযাগে প্রধান হবিদ্বারা পর্জ্জন্যের সহিত যে অগ্নির পূজা করা হয়, সেই কান্তিশালী 'বৈশ্বানর'-নামক অগ্নি মনুর প্রথম পুত্র ॥১৬॥

যিনি, এই সমগ্র জগতের প্রভু বলিয়া বেদে কথিত হইতেছেন, তাঁহার নাম—'বিশ্বপতি'। ইনি মনুর দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার প্রভাবেই হবি সুন্দরভাবে অভীষ্ট সম্পাদন করে বলিয়া তিনি পরম স্বিষ্টকৃৎ ॥১৭॥

প্রসিদ্ধ রোহিণীদেবী পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের দোষে প্রথমে মনুর কন্যা হইয়া, পরে আবার হিরণ্যকশিপুর ভার্য্যা হইয়াছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে তিনি বহ্নি এবং প্রজাপতিই ছিলেন ॥১৮॥

প্রাণানাশ্রিত্য যো দেহং প্রবর্ত্তয়তি দেহিনাম্।
তস্য সন্নিহিতো নাম শব্দরূপস্য সাধনঃ ॥১৯॥
শুক্লং কৃষ্ণং বপুর্দেবো যো বিভর্ত্তি হুতাশনঃ।
অকল্মষঃ কল্মষাণাং কর্ত্তা ক্রোধাশ্রিতস্তু সঃ ॥২০॥
কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যং প্রাহুর্যতয়ঃ সদা।
অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তকঃ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
অগ্রং যচ্ছন্তি ভূতানাং যেন ভূতানি নিত্যদা।
কর্ম্মস্বিহ বিচিত্রেষু সোঽগ্রণীর্বহ্নিরুচ্যতে ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

প্রাণানিতি। প্রবর্ত্তয়তি কর্ম্মসু। তস্যাগ্নেঃ। শব্দেন যুক্তং রূপং শব্দরূপং তস্য আভ্যন্তরিক-শব্দস্য দৈহিকরূপস্য চ সাধনঃ কর্ত্তা। অয়ং মনোস্তৃতীয়ঃ পুত্রঃ ॥১৯॥

শুক্লমিতি। স প্রসিদ্ধো যোঽহুতাশনো দেবঃ, শুক্লং কৃষ্ণঞ্চ বপুর্বিভর্ত্তি, যশ্চ স্বয়মকল্মষো-ঽপি ক্রোধাশ্রিতঃ সন্, কল্মষাণাং হত্যাদিপাপকর্ম্মণাং কর্ত্তা, যঞ্চ সদা যতয়ঃ পরমর্ষিং কপিলং প্রাহুঃ, সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তকঃ সাংখ্যশাস্ত্রপ্রণেতা কপিলো নাম সোঽগ্নির্মনোশ্চতুর্থঃ পুত্রঃ ॥২০—২১॥

অগ্রমিতি। ভূতানি দ্বিজাতয়ঃ, নিত্যদা, বিচিত্রেষু নানাবিধেষু, কর্ম্মসু হোমেষু, যেন

ভারতভাবদীপঃ

পঞ্চভ্যোঽধিকা ॥১৮॥ তস্যাশ্চ কিঞ্চিদ্দোষজং ভার্য্যাত্বং বস্তুতস্তু স বহ্নিঃ প্রজাপতির্মনু-সংজ্ঞৈব কর্ম্মণা মৈথুনতঃ প্রজাজননাখ্যেন নিমিত্তেন। তথা চ শ্রুতিঃ—"স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্" ইতি সন্নিহিতো নাম তৃতীয়ঃ; শব্দরূপস্য শব্দরূপ-গ্রহণস্য সাধনঃ প্রবর্ত্তকঃ ॥১৯॥ চতুর্থমাহ—দ্বাভ্যাং শুক্লেতি। যস্মাদুপাস্ত্যাকর্ম্মণারাধিতাৎ ক্রমেণ শুক্লকৃষ্ণে গতী অর্চ্চিরাদিধূমাদিমার্গাবপুনরাবৃত্তিফলৌ প্রাপ্যেতে। স শুক্লকৃষ্ণগতিঃ অকল্মষঃ শুক্লত্বাৎ, কল্মষাণাং কাম্যকর্ম্মণাম্ ॥২০॥ অতএব কপিলঃ সাংখ্যং নিরীশ্বরশাস্ত্রং

যে অগ্নি প্রাণিগণের প্রাণবায়ু অবলম্বন করিয়া দেহকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহার নাম—'সন্নিহিত অগ্নি।' ইনি মনুর তৃতীয় পুত্র। ইনি প্রাণিগণের দেহের ভিতরে শব্দ ও বাহিরের রূপ সম্পাদন করেন ॥১৯॥

যে অগ্নি শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ দেহ ধারণ করেন এবং যে অগ্নি নিজে নিষ্পাপ হইয়াও প্রাণিগণের ক্রোধকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের পাপ উৎপাদন করেন, আর মুনিরা সর্ব্বদা যাঁহাকে মহর্ষি কপিল বলেন, সাংখ্যশাস্ত্রপ্রণেতা সেই 'কপিল'-নামক অগ্নি মনুর চতুর্থ পুত্র ॥২০—২১॥

---

(২০) শুক্লকৃষ্ণগতির্দেবো যো বিভর্ত্তি হুতাশনম্—বা ব কা পি।

ইমানন্যান্ সমসৃজৎ পাবকান্ প্রথিতান্ ভুবি।
অগ্নিহোত্রস্য দুষ্টস্য প্রায়শ্চিত্তার্থমুল্বণান্ ॥২৩॥
সংস্পৃশেয়ুর্যদাঽন্যোন্যং কথঞ্চিদ্বায়ুনাঽগ্নয়ঃ।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা বৈ শুচয়েঽগ্নয়ে ॥২৪॥
দক্ষিণাগ্নির্যদা দ্বাভ্যাং সংসৃজ্যেত তদা কিল।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা বৈ বীতয়েঽগ্নয়ে ॥২৫॥
যদ্যগ্নয়ো হি স্পৃশ্যেয়ুর্নিবেশস্থা দবাগ্নিনা।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা তু শুচয়েঽগ্নয়ে ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

যদুদ্দেশেন, ভূতানাং সম্পন্নানাং হবিষামগ্রং প্রথমভাগম, যচ্ছন্তি দদতি, স বহ্নিঃ, অগ্রণীরুচ্যতে। অয়ং মনোঃ পঞ্চমঃ পুত্রঃ ॥২২॥

ইমানিতি। ইমান্ বৈশ্বানরাদীন্, অন্যাংশ্চ ভুবি প্রথিতান্, উল্বণান্ ফলসাধনে মহোত্তমান্, পাবকানগ্নীন্, দুষ্টস্য কুতোঽপি বিগুণীভূতস্য, অগ্নিহোত্রস্যেত্যুপলক্ষণং হোমমাত্রস্য, প্রায়শ্চিত্তার্থং তদ্বৈগুণ্যসমাধানার্থম্, সমসৃজৎ মনুরেব প্রকরণাৎ ॥২৩॥

অথ কে তে ইত্যাহ—সমিতি। যদা বায়ুনা করণেন অগ্নয়ঃ কথঞ্চিদন্যোন্যং সংস্পৃশেয়ুঃ, তদা শুচয়ে শুচিনাম্নে অগ্নয়ে, অষ্টাকপালেন অষ্টসু কপালেষু শরাবেষু পক্বেন হবিষা, ইষ্টির্যাগঃ কার্য্যা কর্ত্তব্যা। অয়ং শুচিরেকঃ ॥২৪॥

দক্ষিণেতি। দ্বাভ্যাং গার্হপত্যাহবনীয়াভ্যাম্। বীতয়ে বীতিনাম্নে। অয়ং দ্বিতীয়ঃ ॥২৫॥

যদীতি। নিবেশস্থা গৃহস্থিতাঃ। শুচয়ে তস্মৈ শুচিনাম্নে ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তদ্রূপো যোগস্তস্য প্রবর্ত্তকঃ ॥২১॥ পঞ্চমমাহ—অগ্রমিতি। বৈশ্বদেবান্তে মনুষ্যযজ্ঞার্থং যৎ তদগ্রম্ ॥২২॥ ইমানন্যানিত্যাদিনা প্রোক্তা অষ্টাগ্নয়ো মনোরেব সন্ততিঃ ॥২৩—৩১॥
ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৪॥

দ্বিজাতিরা সর্ব্বদা নানাবিধ কার্য্যে যে অগ্নির উদ্দেশে সম্পন্ন হবির অগ্রভাগ সমর্পণ করেন, সেই অগ্নির নাম—'অগ্রণী'। ইনি মনুর পঞ্চম পুত্র ॥২২॥

মনুই এই সকল অগ্নিকে এবং হোমের বৈগুণ্যসমাধানের জন্য জগৎপ্রসিদ্ধ মহোত্তম অন্যান্য অগ্নিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥২৩॥

যখন অগ্নিসকল বায়ুর বেগে কোন প্রকারে পরস্পর স্পর্শ করিবে, তখন অষ্টশরাবপক্ব চরুদ্বারা 'শুচি'-নামক অগ্নিতে হোম করিবে ॥২৪॥

যখন দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নির সহিত সংসৃষ্ট হইবে, তখন অষ্টশরাবপক্ব চরুদ্বারা 'বীতি'-নামক অগ্নিতে হোম করিবে ॥২৫॥

অগ্নিং রজস্বলা বৈ স্ত্রী সংস্পৃশেদাগ্নিহৌত্রিকম্।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা দস্যুমতেঽগ্নয়ে ॥২৭॥
মৃতঃ শ্রূয়েত যো জীবঃ পরেয়ুঃ পশবো যদা।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা সুরমতেঽগ্নয়ে ॥২৮॥
আর্ত্তো ন জুহুয়াদগ্নিং ত্রিরাত্রং যস্তু ব্রাহ্মণঃ।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা স্যাদুত্তরাগ্নয়ে ॥২৯॥
দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসঞ্চ যস্য তিষ্ঠেৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা পথিকৃতেঽগ্নয়ে ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

অগ্নিমিতি। আগ্নিহৌত্রিকম্ অগ্নিহোত্রসম্বন্ধিনম্। দস্যুমতে দস্যুমন্নাম্নে ॥২৭॥

মৃত ইতি। জীবো জীবন্নপি য আত্মীয়ঃ, মৃতঃ শ্রূয়েত, তস্য তদশুভশান্ত্যর্থমিতি তাৎপর্য্যম্, যদা চ পশবঃ কুক্কুরাদয়ঃ, পরেয়ুঃ অগ্নিহোত্রাগ্নিং স্পৃশেয়ুঃ, তদা চ তদ্বৈগুণ্যসমাধানার্থম্, অষ্টাকপালেন চরুণা, সুরমতে সুরমন্নাম্নে অগ্নয়ে, অগ্নিহোত্রিণা, ইষ্টির্যাগো হোম ইতি যাবৎ কার্য্যা ॥২৮॥

আর্ত্ত ইতি। ত্রিরাত্রং ততঃ অন্যূনং কালম্। উত্তরাগ্নয়ে উত্তরনাম্নে অগ্নয়ে ॥২৯॥

দর্শমিতি। যস্য প্রতিষ্ঠিতং দর্শঞ্চ দর্শযাগসম্বন্ধি চ, পৌর্ণমাসঞ্চ পৌর্ণমাসযাগসম্বন্ধি চ হোমকুণ্ডম্, তিষ্ঠেৎ রোগাদিনা অসামর্থ্যাৎ অকৃতহোমমেব বর্ত্ততে, তেন, তদ্বৈগুণ্যসমাধানার্থম্, অষ্টাকপালেন পথিকৃতে তন্নাম্নে অগ্নয়ে ইষ্টিঃ কার্য্যা ॥৩০॥

দাবাগ্নি আসিয়া যদি গৃহস্থিত অগ্নিকে স্পর্শ করে, তবে অষ্টশরাবপক্ক চরুদ্বারা 'শুচি'-নামক অগ্নিতে হোম করিবে ॥২৬॥

যদি রজস্বলা স্ত্রী অগ্নিহোত্রের অগ্নি স্পর্শ করে, তবে অষ্টশরাবপক্ক চরুদ্বারা 'দস্যুমান্'-নামক অগ্নিতে হোম করিবে ॥২৭॥

জীবিত আত্মীয় ব্যক্তিকে যদি মৃত বলিয়া শুনা যায় এবং কোন পশু যদি অগ্নিহোত্রের অগ্নি স্পর্শ করে, তাহা হইলে অষ্টশরাবপক্ক চরুদ্বারা 'সুরমান্'-নামক অগ্নিতে হোম করিবে ॥২৮॥

যে ব্রাহ্মণ পীড়াবশতঃ তিন দিনের অন্যূন কাল অগ্নিহোত্রের অগ্নিতে হোম না করেন, তিনি অষ্টশরাবপক্ক চরুদ্বারা 'উত্তর'-নামক অগ্নিতে হোম করিবেন ॥২৯॥

যাঁহার প্রতিষ্ঠিত দর্শযাগের কুণ্ড ও পৌর্ণমাসযাগের কুণ্ড অকৃতহোম অবস্থায় থাকে, তিনি অষ্টশরাবপক্ক চরুদ্বারা 'পথিকৃৎ'-নামক অগ্নিতে হোম করিবেন ॥৩০॥

---

(২৭)…অগ্নিহোত্রিকম্—ঋ ব কা পি। (২৮)…স্পৃশেয়ুঃ পশবো যদি—পি।

সূতিকাগ্নির্যদা চাগ্নিং সংস্পৃশেদাগ্নিহৌত্রিকম্।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা চাগ্নিমতেঽগ্নয়ে ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়-সমাস্যায়ামাঙ্গিরসোপাখ্যানে চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

আপস্য মুদিতা ভার্য্যা সহস্য পরমা প্রিয়া।
ভূপতির্ভুবভর্ত্তা সোঽজনয়ৎ পাবকং পরম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

সূতিকেতি। সূতিকাগ্নিঃ প্রসবগৃহস্থাপিতাগ্নিঃ। অগ্নিমতে তন্নাম্নে ॥৩১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

অগ্ন্যন্তরস্য বংশান্তরমাহ—আপস্যেতি। অপ্সু বরুণলোকেষু খ্যাত ইত্যাপস্তস্য, সহস্য সহনাম্নোঽগ্নেঃ, মুদিতা নাম পরমা প্রিয়া ভার্য্যাসীৎ। ভূপতির্ভুবভর্ত্তা ভূলোকভুবলোকয়োরধীশ্বরঃ স সহস্তস্যাং ভার্য্যায়াং পরমন্যং পাবকমজনয়ৎ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

কথমগ্নির্বনং যাত ইতি পৃষ্টমগ্নের্জলপ্রবেশপ্রকারং বক্তুমারভতে—আপস্যেতি। আপস্যাপ্সু বিদিতস্য সহস্য সহসংজ্ঞস্যাগ্নের্মুদিতা নাম পরমা প্রিয়া ভার্য্যা। দুহিতেতি পাঠেঽপি সংজ্ঞাশব্দ এবায়ং ভূপতির্ভুবভর্ত্তা চ সহসংজ্ঞ এব ভূর্ভুবর্লোকয়োঃ স্বামী ন তু স্বর্লোকস্যানাবৃত্তিস্থানস্য; ত্রিধৈবাত্র লোকবিভাগোঽভিপ্রেতঃ তেন ব্রহ্মলোকাদর্ব্বাচীনস্য কৃৎস্নস্য স্বামীত্যর্থঃ। স পরমদ্ভুতাখ্যং পাবকমজনয়ৎ। "সহসম্পুত্রোঽদ্ভুত" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ।

যখন সূতিকাগৃহের অগ্নি, অগ্নিহোত্রের অগ্নিকে স্পর্শ করে, তখন অষ্টশরাবপক্ক চরুদ্বারা 'অগ্নিমান্'-নামক অগ্নিতে হোম করিবে" ॥৩১॥

—:*:—

(৩১)…অগ্নিহোত্রিকম্—বা ব কা পি। * '…ষোড়শাধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…বিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, '…একবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—কা, '…ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—নি।

(১) আর্য্যস্য দুহিতা ভার্য্যা—পি।

ভূতানাঞ্চাপি সর্ব্বেষাং যং প্রাহুঃ পাবকং পতিম্।
আত্মা ভুবনভর্ত্তেতি সাম্বয়েষু দ্বিজাতিষু ॥২॥
মহতাঞ্চৈব ভূতানাং সর্ব্বেষামিহ যঃ পতিঃ।
ভগবান্ স মহাতেজা নিত্যং চরতি পাবকঃ ॥৩॥
অগ্নিগৃহপতির্নাম নিত্যং যজ্ঞেষু পূজ্যতে।
হুতং বহতি যো হব্যমস্য লোকস্য পাবকঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তং জনিতমগ্নিং বিশিনষ্টি চতুর্ভির্ভূতানামিতি। সাম্বয়েষু সবংশেষু দ্বিজাতিষু মধ্যে প্রায়েণ সর্ব্ব এবেতি শেষঃ, আত্মা ভুবনভর্ত্তা চ ইতি রূপেণ, যং পাবকম্, সর্ব্বেষামপি ভূতানাং পতিং প্রাহুঃ ॥২॥

মহতামিতি। ইহ ভূর্ভুর্বর্লোকদ্বয়ে যঃ সর্ব্বেষামেব মহতাং ভূতানাং ক্ষিত্যাদীনাং পতিঃ, ভগবান্ ঐশ্বর্য্যবান্ মহাতেজাশ্চ স পাবকঃ অনয়োর্লোকয়োর্নিত্যং চরতি ॥৩॥

অগ্নিরিতি। গৃহপতির্নাম যোঽগ্নির্যজ্ঞেষু নিত্যং পূজ্যতে, যশ্চ পাবকঃ অস্য লোকস্য সম্বন্ধি হুতং হব্যং বহতি ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

সহশব্দোঽত্র অকারান্তোঽপি বেদে সকারান্তো জ্ঞেয়ঃ ॥১॥ অদ্ভুতমেব স্তৌতি ভূতানামিতি চতুর্ভিঃ। যং পাবকং পতিমভিপ্রেত্য ভুবনভর্ত্তা ভূতানাং চতুর্বিধানামাত্মেতি প্রাহুঃ, সাম্বয়েষূপদেশপরম্পরাবৎসু ॥২॥ ন কেবলং জরায়ুজাদীনামাত্মাপি তু মহতাং ভূতানাং বিয়দাদীনাং পতিঃ স্রষ্টৃত্বাদিনা; অতএব ভগবান্—"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য জ্ঞানস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। বৈরাগ্যস্য চ ধর্ম্মস্য ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥" ইতি স্মৃত্যুক্তগুণবান্ ॥৩॥ গৃহপতিরধিযজ্ঞং ত্রেতাগ্নিরধ্যাত্মং জাঠরঃ উভাবপ্যুভয়ত্র স্থিত্বা পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডস্থান্ দেবানন্নেন হবিষা চ তর্পয়ত

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"বরুণলোকপ্রসিদ্ধ 'সহ'-নামক অগ্নির 'মুদিতা'-নাম্নী পরমপ্রিয়তমা ভার্য্যা ছিলেন। ভূলোক ও ভুবর্লোকের অধীশ্বর সেই সহ সেই ভার্য্যার গর্ভে অন্য একটী অগ্নিরূপ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥১॥

ব্রাহ্মণেরা বংশপরম্পরাক্রমে যে অগ্নিকে 'আত্মা' ও 'ভুবনভর্ত্তা' এইরূপে সমস্ত ভূতের অধিপতি বলিয়া থাকেন ॥২॥

যিনি, ভূলোকে ও ভুবলোকে পৃথিবীপ্রভৃতি মহাভূতের অধিপতি, ঐশ্বর্য্যশালী ও মহাতেজা সেই অগ্নি সর্ব্বদাই মর্ত্ত্যে বিচরণ করিতেছেন ॥৩॥

'গৃহপতি'-নামক যে অগ্নি সর্ব্বদাই যজ্ঞে পূজিত হইতেছেন এবং যে অগ্নি এই জগতের হুত হব্য বহন করিতেছেন ॥৪॥

অপাং গর্ভো মহাভাগঃ সত্ত্বভুগ্ যো মহাদ্ভুতঃ।
ভূপতির্ভূতভর্ত্তা চ মহতঃ পতিরুচ্যতে ॥৫॥
দহন্ মৃতানি ভূতানি তস্যাগ্নির্ভরতোঽভবৎ।
অগ্নিষ্টোমে চ নিয়তঃ ক্রতুশ্রেষ্ঠো ভবত্যুত ॥৬॥
তায়ান্তং নিয়তং দৃষ্ট্বা প্রবিবেশার্ণবং ভয়াৎ।
দেবাস্তং নাধিগচ্ছন্তি মার্গমাণা যথাদিশম্।
দৃষ্ট্বা ত্বগ্নিরথর্ব্বাণং ততো বচনমব্রবীৎ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

অপামিতি। অপাং গর্ভো জলাভ্যন্তরস্থঃ, মহাভাগঃ, সত্ত্বভুক্ আজ্যাদিদ্রব্যভোজী, মহাদ্ভুতঃ ভূপতির্ভূতভর্ত্তা চ, যোঽগ্নিঃ, মহতো বুদ্ধিতত্ত্বস্য পতিরুচ্যতে ॥৫॥

দহন্নিতি। মৃতানি ভূতানি দহন্ ভরতো নামাগ্নিঃ, তস্য গৃহপতিনাম্নোঽগ্নেঃ পুত্রোঽভবৎ। স ভরতঃ অগ্নিষ্টোমে নিরতঃ। অতএবাগ্নিষ্টোমঃ ক্রতুশ্রেষ্ঠো ভবতি ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ইতি হব্যবাহৌ ॥৪॥ অপামিতি। অপ্‌সম্বন্ধাদাপাপরনামা সহ এবাত্র অপ্‌শব্দার্থঃ। তস্য গর্ভঃ পুত্রঃ সত্ত্বভুক্। অধ্যাত্মং বুদ্ধিসংহর্ত্তা, অধিভূতং লোকত্রয়সংহর্ত্তা, মহাংশ্চাসাবদ্ভুতঃ মহত্ত্ব ইতি নামৈকদেশেন তস্যৈব গ্রহণম্। ভামা সত্যভামেতিবৎ। মহতো মহাদ্ভুতস্য পতিঃ পিতা ভূপতির্ভূতভর্ত্তা চেত্যর্থঃ। অত্র মহচ্ছব্দেনাধ্যাত্মং মহত্তত্ত্বং সূক্ষ্মবুদ্ধ্যাখ্যং গ্রাহ্যম্। সহশব্দেন কারণমব্যক্তাখ্যম্। অপ্‌শব্দেন সলিলম্, "একো দ্রষ্টা দ্বৈতো ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতৌ সলিলেনোপমিতং শুদ্ধং ব্রহ্ম গ্রাহ্যম্ ॥৫॥ অস্য সহস্যাপাং প্রবেশে কারণমাহ—দহন্নিতি। অধিভূতং ভরতশ্চিতাগ্নিঃ সহস্য পৌত্রোঽদ্ভুতপুত্রঃ অধ্যাত্মং মহতঃ পুত্রোঽহঙ্কারঃ। ভরতি বিভর্ত্তীতি মৃতান্যচেতনাদি খাদিনী দেহাকারাণি ধারয়তীতি ভরতো নাম তস্যৈব ভূতসংহারস্থানত্বং দহন্নিতি দর্শিতম্, ভরস্য ভরতস্য, তকারলোপ আর্ষঃ। ক্রতুর্নামাধ্যাত্মম্, ক্রতুঃ সঙ্কল্পাত্মকং মনঃ অগ্নিষ্টোমশব্দেন "তস্যৈবং বিদুষো যজ্ঞস্যাত্মা যজমানঃ শ্রদ্ধা পত্নী শরীরমিধ্মমুরো বেদির্লোমানি বর্হি"রিত্যাদিনা তৈত্তিরীয়কে সমাম্নাতো দেহতৎসম্বন্ধিক্রিয়াকলাপাত্মকো মরণরূপাবভৃথান্তঃ সংসার উচ্যতে; নিয়তো নিত্যঃ ॥৬॥ স

এবং জলস্থায়ী, মহাভাগ, ঘৃতাদিদ্রব্যভোজী, মহাদ্ভুত, ভূপতি ও ভূতভর্ত্তা যে অগ্নিকে বুদ্ধিতত্ত্বের অধিপতি বলা হয় ॥৫॥

সেই গৃহপতি অগ্নির 'ভরত'-নামক এক অগ্নিরূপ পুত্র জন্মিয়াছিল, সেই ভরতাগ্নি মৃত প্রাণিগণকে দগ্ধ করেন এবং অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে নিয়ত আছেন। এইজন্যই অগ্নিষ্টোমযজ্ঞ অন্যান্য যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে ॥৬॥

(৫)…ভূপতির্ভূতভর্ত্তা চ—বা ব কা। (৭) আয়ান্তমিত্যতঃ পূর্ব্বম্ 'স বহ্নিঃ প্রথমো নিত্যং দেবৈরন্বিষ্যতে প্রভুঃ'—বা ব কা।

দেবানাং বহ হব্যং ত্বমহং বীর! সুদুর্ব্বলঃ।
অথ ত্বং গচ্ছ মধ্বক্ষং প্রিয়মেতৎ কুরুষ্ব মে ॥৮॥
প্রেষ্য চাগ্নিরথর্ব্বাণমন্যং দেশং ততোঽগমৎ।
মৎস্যাস্তস্য সমাচখ্যুঃ ক্রুদ্ধস্তানগ্নিরব্রবীৎ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

আয়ান্তমিতি। ততঃ কদাচিৎ অগ্নিষ্টোমে নিয়তং তং ভরতমগ্নিমায়ান্তং দৃষ্ট্বা, ভয়াৎ তৎস্পর্শভয়াৎ, অর্ণবং প্রবিবেশ, প্রাধান্যাৎ স সহোঽগ্নিরিতি শেষঃ, ভরতাগ্নেঃ স্বপৌত্রত্বেঽপি মৃতভূতদাহকতয়া অপবিত্রত্বাদিতি ভাবঃ। অতএব দেবা যথাদিশং মার্গমাণা অপি তং সহাগ্নিং নাধিগচ্ছন্তি স্ম। ততঃ অগ্নিঃ স সহঃ, অথর্ব্বাণং মুনিং দৃষ্ট্বা বচনমব্রবীৎ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭॥

দেবানামিতি। সুদুর্ব্বলঃ বার্দ্ধক্যাদতীব দুর্ব্বলো জাতঃ। মধুবৎ অক্ষিণী পিঙ্গলবর্ণে নয়নে যস্য তং মধ্বক্ষমগ্নিম্ অগ্নিত্বমিত্যর্থঃ ॥৮॥

প্রেষ্যেতি। প্রেষ্য তথাদিশ্য। তস্যাগ্নেরুদ্দেশমিতি শেষঃ। সমাচখ্যুরথর্ব্বাণম্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

ইতি। সহ উচ্যতে প্রথম ইতি বিশেষণাৎ। দেবৈঃ সুরৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চান্বিষ্যতে ভোগার্থিভিঃ পরো হি স্বর্গঃ কারণাত্মেতি সংসারক্রতুফলমনিবার্য্য দৃষ্ট্বা সহোঽপি শুদ্ধং ব্রহ্মাবিবেশেত্যুক্তরার্দ্ধার্থঃ। কারণাত্মতাং প্রাপ্তস্যাপি তৎসম্বন্ধানপায়াৎ। অন্যথা সুপ্তির্মূর্চ্ছাদৌ মুচ্যেতাযত্নতো জন ইত্যাপদ্যেত, পক্ষান্তরে শবাগ্নিং পৌত্রং নিয়তাখ্যামায়ান্তং দৃষ্ট্বা স্পর্শভয়াৎ স্ববংশ্যোঽয়ং দুষ্ট ইতি লজ্জয়ার্ণবং বিবেশ। ভৃগুশাপাদ্ধি সর্ব্বভক্ষত্বং প্রাপ্তোঽগ্নিরাত্মানং বহুধা কৃত্বাগ্নিহোত্রাদিষু শ্মশানাদিষু চ স্থিতঃ ইত্যুপাখ্যায়তে। অথর্ব্বাণমঙ্গিরসং তীব্রতপসং দৃষ্ট্বা ॥৭॥ মধ্বক্ষং পিঙ্গাক্ষমগ্নিম্, ভাবপ্রধানো নির্দ্দেশঃ। দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে ইতিবৎ, অন্যথা দ্ব্যেকেষ্বিতি স্যাৎ। দ্বিত্বৈকত্বয়োরিতি ব্যাখ্যানানুপপত্তিশ্চ তেনৈকত্বমেবাগ্নিত্বং গচ্ছেত্যর্থঃ। তথা চ—"নিক্ষিপাম্যহমগ্নিত্বং ত্বমগ্নিঃ প্রথমো ভবে"ত্যুপক্রমস্যোপসংহারেণ সহৈকবাক্যতা ভবতি ॥৮॥ প্রেষ্য আদিশ্য। সার্দ্ধঃ শ্লোকঃ

কোন সময়ে সহ-অগ্নি আপন পৌত্র ভরত-অগ্নিকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার স্পর্শভয়ে সমুদ্রের ভিতরে প্রবেশ করিলেন; তাহাতে দেবতারা সকল দিকে অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে পাইলেন না। তাহার পর সহ-অগ্নি; অথর্ব্বা ঋষিকে দেখিয়া এই কথা বলিলেন—॥৭॥

"বীর! আমি বৃদ্ধ বলিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি; অতএব আপনি অগ্নি হউন এবং দেবগণের হব্য বহন করুন; দেব! আমার এই প্রিয় কার্য্যটা করুন" ॥৮॥

সহ-অগ্নি অথর্ব্বা ঋষিকে এইরূপ আদেশ করিয়া তাহার পর অন্য স্থানে

ভক্ষ্যা বৈ বিবিধৈর্ভাবৈর্ভবিষ্যথ শরীরিণাম্।
অথর্ব্বাণং তথা চাপি হব্যবাহোঽব্রবীদ্বচঃ ॥১০॥
অনুনীয়মানোঽপি ভৃশং দেববাক্যাদ্ধি তেন সঃ।
নৈচ্ছদ্বোঢ়ুং হবিঃ সোঢ়ুং শরীরঞ্চাপি সোঽত্যজৎ ॥১১॥
স তচ্ছরীরং সন্ত্যজ্য প্রবিবেশ ধরাং তদা।
ভূমিং স্পৃষ্ট্বাঽসৃজদ্ধাতূন্ পৃথক্ পৃথগতীব হি ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

ভক্ষ্যা ইতি। অথর্ব্বাণং মুনিম্। হব্যবাহঃ স সহোঽগ্নিঃ ॥১০॥

অন্বিতি। তেন অথর্ব্বণা দেবানাং বাক্যাৎ ভৃশমনুনীয়মানোঽপি হবির্বহনার্থমনুরুধ্যমানোঽপি, স সহোঽগ্নিঃ, হবির্বোঢ়ুং শরীরঞ্চাপি সোঢ়ুং নৈচ্ছৎ, উভয়ত্রাপি বার্দ্ধকাতিশয়াদিতি ভাবঃ। পরঞ্চ স সহঃ, শরীরমত্যজৎ। প্রথমপাদে অক্ষরাধিক্যমার্ষম্ ॥১১॥

স ইতি। সন্ত্যজ্য তস্মিন্নর্ণবে। প্রবিবেশ দেহান্তরধারণেন, ধরাং ভূমিম্ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৯॥ তথা চাপি তথৈব মৎস্যৈরাখ্যাতোঽপি বচস্ত্বং মধ্বক্ষো ভবেতি পূর্ব্বোক্তমেব ॥১০॥ শরীরমাগ্নেয়ং দেহম্, পক্ষে মায়াং ত্যক্ত্বা নির্ব্বিকল্পোঽভূদিত্যর্থঃ ॥১১॥ দেহত্যাগপ্রকারমাহ—স ইতি। তৎ স্থূলং শরীরং সন্ত্যজ্য ধরাং ধারণাৎ ধরা লয়স্থানং লিঙ্গশরীরং প্রবিশ্য তত্রাপি সঙ্কল্পোপনতান্ ভূম্যাদীনসৃজৎ, ভূমিং স্পৃষ্ট্বোপাধাবাবেশং কৃত্বাত্র ধাতূন্ নীলপীতাদীংস্তানিব বাসনাময়ানি নাড়ীরূপাণি দৃশ্যন্তে যোগমার্গে। তথা চ শ্রুতিঃ—"তস্মিন্ শুক্লমুত নীলমাহুঃ পিঙ্গলং হরিতং লোহিতঞ্চ। এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিত্তস্তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃত্তৈজসশ্চ" ইতি। তৈজসো লিঙ্গদেহাভিমানী; পক্ষান্তরে তু ধাতূন্ মনঃশীলাদীন্ ॥১২॥

গমন করিলেন; কিন্তু মৎস্যেরা অথর্ব্বার নিকটে তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিল; তখন সহ-অগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া মৎস্যগণকে বলিলেন—॥৯॥

"তোরা নানাভাবে প্রাণিগণের খাদ্য হইবি"। তাহার পর সহ-অগ্নি, অথর্ব্বা ঋষিকে আবারও সেই কথাই বলিলেন ॥১০॥

তখন দেবতাদের বাক্য অনুসারে অথর্ব্বা ঋষি অত্যন্ত অনুনয় করিতে থাকিলেও সহ-অগ্নি হব্য বহন করিতে কিংবা সেই জীর্ণ শরীর সহ্য করিতে ইচ্ছা করিলেন না; তাই তিনি সে শরীর ত্যাগ করিলেন ॥১১॥

তিনি সমুদ্রের ভিতরে সেই শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য শরীর ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে প্রবেশ করিলেন এবং পৃথিবী স্পর্শ করিয়াই পৃথক্ পৃথক্ ধাতু সৃষ্টি করিলেন ॥১২॥

পূয়াৎ স গন্ধং তেজশ্চ অস্থিভ্যো দেবদারু চ।
শ্লেষ্মণঃ স্ফটিকং তস্য পিত্তাম্মরকতং তথা।
যকৃৎ কৃষ্ণায়সং তস্য ত্রিভিরেভির্বভুঃ প্রজাঃ ॥১৩॥
নখাস্তস্যাভ্রপটলং শিরাজালানি বিদ্রুমম্।
শরীরাদ্বিবিধাশ্চান্যে ধাতবোঽস্যাভবন্নৃপ! ॥১৪॥
এবং ত্যক্ত্বা শরীরঞ্চ পরমে তপসি স্থিতঃ।
ভৃগ্বঙ্গিরাদিভির্ভূয়স্তপসোত্থাপিতস্তদা ॥১৫॥
ভৃশং জজ্বাল তেজস্বী তপসাপ্যায়িতঃ শিখী।
দৃষ্ট্বা ঋষিং ভয়াচ্চাপি প্রবিবেশ মহার্ণবম্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

পূয়াদিতি। স সহাগ্নিঃ, পূয়াদাত্মন এব বিকৃতশোণিতাৎ, গন্ধং তেজশ্চ, অস্থিভ্যো দেবদারু চ, অসৃজদিত্যনুবৃত্তিঃ। কৃষ্ণায়সং কৃষ্ণবর্ণং লৌহং জাতমিতি শেষঃ। এভিস্ত্রিভিঃ স্ফটিকমরকত-কৃষ্ণায়সৈর্ভূষণভূতৈঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৩॥

নখা ইতি। অভ্রাণাং পটলং সমূহঃ। বিদ্রুমং প্রবালম্। অন্যে স্বর্ণাদয়ঃ ॥১৪॥

এবমিতি। তপসোত্থাপিত ইতি বিসর্গলোপেঽপি পুনঃ সন্ধিরার্ষঃ ॥১৫॥

ভৃশমিতি। আপ্যায়িতো বর্দ্ধিতপ্রভাবঃ, শিখী স সহনামা অগ্নিঃ। ঋষিমথর্ব্বাণং দৃষ্ট্বা ভয়াৎ তদনুরোধেন দেবহব্যবহনভয়াৎ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

যকৃৎ শরীরান্তর্বর্ত্ত্যবয়ববিশেষঃ। ত্রিভিঃ কাষ্ঠপাষাণলোহৈঃ ॥১৩॥ অন্যে স্বর্ণপারদাদয়ঃ, শরীরং লিঙ্গম্, পরমে নিরুপাধৌ ॥১৪॥ তপসি আলোচনাত্মকে ধ্যানে, তপসা সামর্থ্যেন,

---

সহ-অগ্নি আপন বিকৃত রক্ত হইতে গন্ধ ও তেজ এবং অস্থি হইতে দেবদারু সৃষ্টি করিলেন; আর তাঁহার শ্লেষ্মা হইতে স্ফটিক, পিত্ত হইতে মরকতমণি এবং যকৃৎ হইতে কৃষ্ণবর্ণ লৌহ জন্মিল। এই তিনটী বস্তুদ্বারাই জনসাধারণ শোভা পাইয়াছিল ॥১৩॥

আর, রাজা! তাঁহার নখগুলি হইতে অভ্রসমূহ, শিরাগুলি হইতে বিদ্রুম এবং শরীর হইতে অন্যান্য নানাবিধ ধাতু উৎপন্ন হইয়াছিল ॥১৪॥

সহ-অগ্নি এইভাবে দেহ ত্যাগ করিয়া গুরুতর তপস্যা করিতে বসিলেন; তখন ভৃগু ও অঙ্গিরাপ্রভৃতি ঋষিরা আসিয়া পুনরায় তাঁহাকে তপস্যা হইতে উঠাইলেন ॥১৫॥

তখন অগ্নিদেব তপস্যার প্রভাবে বর্দ্ধিততেজা হইয়া অত্যন্ত জ্বলিতে

---

(১৩)…পিত্তাম্মারকতং তথা…ত্রিভিরেব প্রভুঃ প্রজাঃ—বা ব কা।

তস্মিন্ নষ্টে জগদ্ভীতমথর্ব্বাণমথাশ্রিতম্ ।
অর্চ্চয়ামাসুরেবৈনমথর্ব্বাণং সুরাদয়ঃ ॥১৭॥
অথর্ব্বা ত্বসৃজল্লোকানাত্মনালোক্য পাবকম্ ।
মিষতাং সর্ব্বভূতানামুন্মমাথ মহার্ণবম্ ॥১৮॥
এবমগ্নির্ভগবতা নষ্টঃ পূর্ব্বমথর্ব্বণা ।
আহৃতঃ সর্ব্বভূতানাং হব্যং বহতি সর্ব্বদা ॥১৯॥
এবং ত্বজনয়দ্ধিষ্ণ্যান্ বেদোক্তান্ বিবিধান্ বহূন্ ।
বিচরন্ বিবিধান্ দেশান্ ভ্রমমাণস্তু তত্র বৈ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্নিতি। নষ্টে মহার্ণবপ্রবেশেনাদর্শনং গতে। ভীতম্ অন্ধকারাৎ ॥১৭॥

অথর্ব্বেতি। অথর্ব্বা ঋষিস্তু মিষতাং পশ্যতামেব সর্ব্বভূতানাং সমক্ষং মহার্ণবমুন্মমাথ, পরঞ্চ পাবকং তমগ্নিমালোক্য, আত্মনৈব লোকানসৃজৎ ॥১৮॥

এবমিতি। নষ্টঃ অদর্শনং গতঃ। আহৃতো মহার্ণবাদুদ্ধৃতঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

উত্থাপিতঃ সমাধেশ্চ্যাবিতঃ ॥১৫॥ ঋষিমথর্ব্বাঙ্গিরসম্, ভয়ং পূর্ব্বোক্তমেব, সার্দ্ধঃ শ্লোকঃ ॥১৬—১৭॥ অথর্ব্বা ত্বিতি। অথর্ব্বাণমুন্মমাথ তেন পাবকমালোক্য লোকানসৃজদিতি ক্রমেণান্বয়ো জ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বোত্তরার্দ্ধয়োর্ব্যত্যাসেন ॥১৮—১৯॥ এবং ত্বিতি। অগ্নেরঙ্গিরাস্ততো বৃহস্পতিস্ততঃ শংযুদিক্রমেণ বেদোক্তান্ ধিষ্ণ্যান্ নানাস্থানান্যজনয়ৎ; অধ্যাত্মপক্ষে তু সমাধেঃ সকাশাদ্ব্যুত্থিতোঽহঙ্কারং পুরস্কৃত্য বৃত্তিনদীষু চিদাত্মা সঞ্চরতীতি। পক্ষান্তরে

লাগিলেন; কিন্তু অথর্ব্বা ঋষিকে দেখিয়া হব্যবাহনের ভয়ে আবার মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিলেন ॥১৬॥

অগ্নি সেইভাবে অদৃশ্য হইলে, জগৎটাই অন্ধকারের ভয়ে ভীত হইয়া অথর্ব্বার আশ্রয় লইল এবং দেবতাপ্রভৃতি প্রাণীরাও অথর্ব্বার সেবা করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তখন অথর্ব্বা ঋষি সমস্ত প্রাণীর সমক্ষেই মহাসমুদ্রকে মন্থন করিলেন এবং অগ্নিকে দেখিতে পাইয়া নিজেই লোক সৃষ্টি করিতে থাকিলেন ॥১৮॥

অগ্নি অদৃশ্য হইলে, ভগবান্ অথর্ব্বা ঋষি পূর্ব্বকালে এইভাবে অগ্নিকে আবার উদ্ধার করিয়াছিলেন; সুতরাং সেই অগ্নি এখন সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতের হব্য বহন করিতেছেন ॥১৯॥

সেই সমুদ্রমধ্যে নানাস্থানে বিচরণ করিতে থাকিয়া সহ-অগ্নি এইভাবে বেদোক্ত নানাবিধ বহুতর অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥২০॥

সিন্ধুং নদং পঞ্চনদং দেবিকাথ সরস্বতী।
গঙ্গা চ শতকুম্ভা চ সরযূর্গণ্ডসাহ্বয়া ॥২১॥
চর্ম্মণ্বতী মহী চৈব মেধ্যা মেধাতিথিস্তথা।
তাম্রবতী বেত্রবতী নদ্যস্তিস্রোঽথ কৌশিকী ॥২২॥
তমসা নর্ম্মদা চৈব নদী গোদাবরী তথা।
বেণোপবেণা ভীমা চ বড়বা চৈব ভারত! ॥২৩॥
ভারতী সুপ্রয়োগা চ কাবেরী মুর্ম্মুরা তথা।
তুঙ্গবেণ্বা কৃষ্ণবেণ্বা কপিলা শোণ এব চ।
এতা নদ্যস্তু ধিষ্ণ্যানাং মাতরো যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥২৪॥ (কলাপকম্)
অদ্ভুতস্য প্রিয়া ভার্য্যা তস্য পুত্রো বিভূরসিঃ।
যাবন্তঃ পাবকাঃ প্রোক্তাঃ সোমাস্তাবন্ত এব তু ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। অজনয়ৎ স সহাগ্নিরিতি শেষঃ, ধিষ্ণ্যান্ অগ্নীন্। তত্র সমুদ্রে ॥২০॥

সিন্ধুমিতি। গণ্ডসাহ্বয়া গণ্ডকী। নবধা তিস্রো নদ্যঃ দেবিকাদয়ঃ সপ্তবিংশতির্নদ্য ইত্যর্থঃ। বড়বা তদাখ্যা কাচিন্নদী। আদৌ সিন্ধুপঞ্চনদবদন্তিমে চ শোণো নদঃ। যা ধিষ্ণ্যানামগ্নীনাং মাতরঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ, তা এতাঃ সপ্তবিংশতির্নদ্যঃ, এতাসু নদীষু সিন্ধুপঞ্চনদশোণেষু চ নদেষু অগ্নীনজনয়দিত্যর্থঃ। চতুর্বিংশঃ শ্লোকঃ ষট্পাদঃ ॥২১—২৪॥

অদ্ভুতস্যেতি। অদ্ভুতস্য অদ্ভুতশক্তেঃ গৃহপতিনাম্নোঽগ্নেঃ। বিভূরসির্নাম পুত্রোঽভূৎ সোমাঃ সোমযাগাঃ, একৈকাগ্নৌ একৈকসোমযাগবিধানাৎ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

স্পষ্ট এবার্থঃ ॥২০॥ সিন্ধুমিতি ॥২১—২৪॥ অদ্ভুতস্যেতি। বিভূরসিরিতি শ্রুতেরনুকরণম্, তেন "বিভূরসি প্রবাহণো বহ্নিরসি হব্যবাহনঃ" ইত্যনুবাক্যোক্তা অন্যে চ ধিষ্ণ্যা অগ্নয়ো দর্শিতাস্তেষাং জ্যেষ্ঠো বিভূরিত্যর্থঃ। যাবন্তঃ পাবকা ধিষ্ণ্যাঃ সন্তি তাবন্তঃ সোমাঃ সোম-

---

দেবিকা, সরস্বতী, গঙ্গা, শতকুম্ভা, সরযূ, গণ্ডকী, চর্ম্মণ্বতী, মহী, মেধ্যা, মেধাতিথি, তাম্রবতী, বেত্রবতী, কৌশিকী, তমসা, নর্ম্মদা, গোদাবরী, বেণা, উপবেণা, ভীমা, বড়বা, ভারতী, সুপ্রয়োগা, কাবেরী, মুর্ম্মুরা, তুঙ্গবেণ্বা, কৃষ্ণবেণ্বা ও কপিলা—এই নদীগুলি অগ্নিসমূহের উৎপত্তি স্থান এবং সিন্ধুনদ, পঞ্চনদ আর শোণনদেও অগ্নিসমূহের উৎপত্তি হইয়াছিল ॥২১—২৪॥

অদ্ভুতশক্তি 'গৃহপতি'-নামক অগ্নির আর একটী প্রিয়তমা ভার্য্যা ছিলেন,

---

(২২)…তাম্রাবতী বেত্রবতী—বা ব কা।

অত্রেশ্চাপ্যন্বয়ে জাতা ব্রহ্মণো মানসাঃ প্রজাঃ।
অত্রিঃ পুত্রান্ স্রষ্টুকামাংস্তানেবাত্মন্যধারয়ৎ।
তস্য তদ্‌ব্রহ্মণঃ কায়ান্নির্হরন্তি হুতাশনাঃ ॥২৬॥
এবমেতে মহাত্মানঃ কীর্ত্তিতাস্তেঽগ্নয়ো ময়া।
অপ্রমেয়া যথোৎপন্নাঃ শ্রীমন্তস্তিমিরাপহাঃ ॥২৭॥
অদ্ভুতস্য তু মাহাত্ম্যং যথা বেদেষু কীর্ত্তিতম্।
তাদৃশং বিদ্ধি সর্ব্বেষামেকো হ্যেষ হুতাশনঃ ॥২৮॥
এক এবৈষ ভগবান্ বিজ্ঞেয়ঃ প্রথমোঽঙ্গিরাঃ।
বহুধা নিঃসৃতঃ কায়াজ্জ্যোতিষ্টোমঃ ক্রতুর্যথা ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

অত্রেরিতি। অত্রের্মুনেরপি অন্বয়ে বংশে, ব্রহ্মণো মানসাঃ সঙ্কল্পমাত্রেণোৎপন্নাঃ প্রজাঃ সন্তানা জাতাঃ। কথং জাতা ইত্যাহ—অত্রিঃ, পুত্রান্ স্রষ্টুকামান্ তানগ্নীন্, আত্মনি চিত্তে, অধারয়ৎ পুত্রত্বেনাচিন্তয়ৎ। তত্তস্মাদেব, তস্যাত্রেঃ পুত্ররূপা হুতাশনাঃ, ব্রহ্মণঃ কায়াৎ, নির্হরন্তি নিঃসরন্তি স্ম। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৬॥

এবমিতি। অপ্রমেয়া অজ্ঞেয়মাহাত্ম্যাঃ। শ্রীমন্তঃ সুন্দরাকৃতয়ঃ ॥২৭॥

অদ্ভুতস্যেতি। অদ্ভুতেতি গৃহপত্যগ্নেরেব নামান্তরম্। সর্ব্বেষামগ্নীনামেব ॥২৮॥

ভারতভাবদীপঃ

যাগঃ; এতচ্চ যাজ্ঞিকেষ্বেব প্রসিদ্ধম্ ॥২৫॥ তানেবাগ্নীনেবাত্মনি চিত্তেঽধারয়ৎ, অগ্নিং ধ্যায়তোঽগ্নেরেব প্রজারূপেণাবির্ভূবেত্যর্থঃ। এবঞ্চ ঋষ্যন্তরাণামপ্যুপলক্ষণম্। তথা চ "সর্ব্বং কর্ম্মাগ্নিদৈবত্যং সর্ব্বে ব্রাহ্মণা অগ্নিসম্ভতি"রিত্যুক্তং ভবতি ॥২৬॥ তত্রাত্রের্ব্রহ্মণো

তাঁহার গর্ভে গৃহপতির 'বিভুরসি'-নামক অপর এক পুত্র জন্মিয়াছিল। যতগুলি অগ্নি বলা হইল, সোমযাগও ততগুলিই ॥২৫॥

ব্রহ্মার সঙ্কল্পমাত্রে উৎপন্ন অগ্নিরূপ সন্তান সকল অত্রিমুনির বংশেও জন্মিয়াছিলেন। সেই অগ্নিরূপ সন্তানগণ নির্গত হইয়া পুত্র সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে, অত্রি তাঁহাদিগকে আপন পুত্ররূপে মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন; তাহাতেই সেই অগ্নিরা অত্রির পুত্ররূপে ব্রহ্মার শরীর হইতে নির্গত হইয়াছিলেন ॥২৬॥

রাজা! অজ্ঞেয় মাহাত্ম্য, পরমসুন্দরাকৃতি ও অন্ধকারনাশক মহাত্মা অগ্নিরা যে ভাবে জন্মিয়াছিলেন, এই তোমার নিকট সেই অগ্নি সকলের ভাব সকল বলিলাম ॥২৭॥

অদ্ভুতপ্রভাব গৃহপতি অগ্নির মাহাত্ম্য বেদে যেরূপ কথিত আছে, সেরূপ মাহাত্ম্য সকল অগ্নিরই জানিবে। কারণ, এই অগ্নি—একই ॥২৮॥

ইত্যেষ বংশঃ সুমহানগ্নীনাং কীর্ত্তিতো ময়া।
যোঽর্চ্চিতো বিবিধৈর্মন্ত্রৈর্হব্যং বহতি দেহিনাম্ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়-সমাস্যায়ামাঙ্গিরসোপাখ্যানে পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

এক ইতি। প্রথমোঽগ্নিঃ। কায়াৎ তত্তৎপিতৃদেহাৎ। ক্রতুঃ প্রজাপতেঃ কায়াৎ ॥২৯॥

ইতীতি। হব্যং হবনীয়ং দ্রব্যং ঘৃতকাষ্ঠাদি, দেহিনাং ব্রাহ্মণাদীনাম্ ॥৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

ব্রাহ্মণস্য কায়াদ্দেহাৎ হুতাশনা নির্হরন্তি নিশ্চরন্তি। সার্দ্ধঃ ॥২৭—২৯॥ কায়াৎ কস্য প্রজাপতেঃ পুত্রোঽঙ্গিরাঃ কায়স্তস্মাৎ। কশব্দাদণ্‌প্রত্যয়ে কস্যেদিতি ইকারোঽন্তাদেশঃ ণিত্বাদাদিবৃদ্ধিঃ। জ্যোতিষ্টোমো যথা উদ্ভিদাদিরূপেণ বহুধা নির্গতস্তদ্বৎ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৫॥

—:*:—

একমাত্র ভগবান্ অঙ্গিরামুনিকেই প্রথম অগ্নি বলিয়া জানিবে। ক্রমে প্রজাপতির দেহ হইতে জ্যোতিষ্টোমযজ্ঞের ন্যায় সেই অগ্নি সেই সেই পিতৃদেহ হইতে বহুপ্রকারে নির্গত হইয়াছিলেন ॥২৯॥

এই আমি অগ্নিগণের বিপুল বংশের বিষয় বলিলাম, যে অগ্নিগণ নানাবিধ মন্ত্রদ্বারা পূজিত হইয়া প্রাণিগণের হব্য বহন করেন" ॥৩০॥

—:*:—

---

* '...সপ্তদশাধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...একবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অগ্নীনাং বিবিধা বংশা কীর্ত্তিতাস্তে ময়াঽনঘ!।
শৃণু জন্ম তু কৌরব্য! কার্ত্তিকেয়স্য ধীমতঃ ॥১॥
অদ্ভুতস্যাদ্ভুতং পুত্রং প্রবক্ষ্যাম্যমিতৌজসম্।
জাতং ব্রহ্মর্ষিভার্য্যাভির্ব্রহ্মণ্যং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্ ॥২॥
দেবাসুরাঃ পুরা যত্তা বিনিঘ্নন্তঃ পরস্পরম্।
তত্রাজয়ন্ সদা দেবান্ দানবা ঘোররূপিণঃ ॥৩॥
বধ্যমানং বলং দৃষ্ট্বা বহুশস্তৈঃ পুরন্দরঃ।
স্বসৈন্যনায়কার্থায় চিন্তামাপ ভৃশং তদা ॥৪॥
দেবসেনাং দানবৈর্যো ভগ্নাং দৃষ্ট্বা মহাবলঃ।
পালয়েদ্বীর্য্যমাশ্রিত্য স জ্ঞেয়ঃ পুরুষো ময়া ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

"কুমারশ্চ যথোৎপন্নো যথা চাগ্নেঃ সুতোঽভবৎ" ইতি যুধিষ্ঠিরপ্রশ্নস্যোত্তরং বক্তুমারভতে—অগ্নীনামিতি। হে অনঘ! নিষ্পাপ! কৌরব্য!॥১॥

অদ্ভুতস্যেতি। অদ্ভুতস্যাগ্নেঃ, অদ্ভুতম্ আশ্চর্য্যমহিমানম্। ব্রহ্মণ্যং বেদহিতম্ ॥২॥

দেবেতি। যত্তা জয়ায় যত্নবন্তঃ ॥৩॥

বধ্যেতি। স্বসৈন্যনায়কার্থায় নিজসেনাপতিনিমিত্তম্ ॥৪॥

চিন্তাপ্রকারমাহ—দেবেতি। ভগ্নাং পরাজিতাম্। জ্ঞেয়ঃ অনুসন্ধাতব্যঃ ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"নিষ্পাপ কুরুনন্দন! আমি তোমার নিকট অগ্নিগণের নানাবিধ বংশের কথা বলিলাম; এখন জ্ঞানী কার্ত্তিকেয়ের জন্মের বিষয় শ্রবণ কর ॥১॥

ব্রহ্মর্ষিগণের ভার্য্যাসমূহে উৎপন্ন, বেদের হিতকারী, দেবগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধক, অমিততেজা এবং অদ্ভুত অগ্নির অদ্ভুত পুত্র কার্ত্তিকেয়ের কথা বলিব ॥২॥

পূর্ব্বকালে দেবগণ ও অসুরগণ জয়ের জন্য যত্নবান্ হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতেন; তাহাতে ভয়ঙ্করমূর্ত্তি দানবেরা সর্ব্বদাই দেবগণকে জয় করিত ॥৩॥

তখন দেবরাজ যুদ্ধে নিজের সৈন্যগণকে দানবকর্ত্তৃক বহুবার নিহত হইতে দেখিয়া আপন সেনাপতিবিষয়ে গুরুতর চিন্তা করিলেন—॥৪॥

যে মহাবল পুরুষ দেবসৈন্যগণকে দানবগণকর্ত্তৃক পরাজিত দেখিয়া আপনার শক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক রক্ষা করিতে পারিবেন, আমার সেই পুরুষের অনুসন্ধান করিতে হইবে ॥৫॥

স শৈলং মানসং গত্বা ধ্যায়ন্নর্থমিমং ভৃশম্।
শুশ্রাবার্ত্তস্বরং ঘোরমথ মুক্তং স্ত্রিয়া তদা ॥৬॥
অভিধাবতু মাং কশ্চিৎ পুরুষস্ত্রাতুমেব হি।
পতিং বা মে প্রদিশতু স্বয়ং বা পতিরস্তু মে ॥৭॥
পুরন্দরস্তু তামাহ মা ভৈর্নাস্তি ভয়ং তব।
এবমুক্ত্বা ততোঽপশ্যৎ কেশিনং স্থিতমগ্রতঃ ॥৮॥
কিরীটিনং গদাপাণিং ধাতুমন্তমিবাচলম্।
হস্তে গৃহীত্বা কন্যাং তামথৈনং বাসবোঽব্রবীৎ ॥৯॥ (যুগ্মকম্)
অনার্য্যকর্ম্মন্! কস্মাত্ত্বমিমাং কন্যাং জিহীর্ষসি।
বজ্রিণং মাং বিজানীহি বিরমাস্যাঃ প্রবাধনাৎ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। মানসং নাম। মুক্তং কণ্ঠান্নিঃসারিতম্ ॥৬॥

আর্ত্তস্বরপ্রকারমাহ—অভীতি। ত্রাতুং রক্ষিতুম্। প্রদিশতু উপদিশতু ॥৭॥

পুরেতি। কেশিনং দানবম্। ধাতুমন্তং গৈরিকযুক্তম্। অতএব কিরীটিসাদৃশ্যম্ ॥৮—৯॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্রমপ্রাপ্তং "কুমারশ্চ যথোৎপন্নো যথা চাগ্নেঃ সুতোঽভবৎ" ইত্যস্যোত্তরমাহ—"অগ্নীনাং বিবিধা বংশা" ইত্যাদিনা ॥১॥ অদ্ভুতস্যাগ্নেঃ, অদ্ভুতমভিনবম্ ॥২—৫॥ স্ত্রিয়া দেবসেনাভিমানিদেবতয়া ॥৬—৫৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৬॥

তাহার পর তিনি এই বিষয়ে গুরুতর চিন্তা করিতে থাকিয়া মানসপর্ব্বতে যাইয়া তখনই কোন স্ত্রীলোকের কণ্ঠনির্গত ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন—॥৬॥

"কোন পুরুষ আমাকে রক্ষা করিবার জন্য এদিকে দৌড়াইয়া আসুন, আসিয়া আমার পতির বিষয়ে উপদেশ দিন, বা নিজেই পতি হউন" ॥৭॥

তখন দেবরাজ সেই কন্যাটীকে বলিলেন—"তুমি ভীত হইও না, তোমার কোন ভয় নাই"। এইরূপ বলিয়া তিনি দেখিলেন—কিরীটধারী ও গদাপাণি কেশী-দানব সেই কন্যাটীর হস্ত ধারণ করিয়া গৈরিকধাতুযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় সম্মুখে রহিয়াছে। তাহার পর ইন্দ্র তাহাকে বলিলেন—॥৮—৯॥

"নিন্দিতকর্ম্মা দানব! তুমি কেন এই কন্যাটীকে হরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? তুমি আমাকে বজ্রধারী ইন্দ্র বলিয়া অবগত হও এবং উহার পীড়ন হইতে নিবৃত্তি পাও" ॥১০॥

(৭)…পুরুষস্ত্রাতু চৈব হ। পতিঞ্চ মে—বা ব কা নি।

কেশ্যুবাচ।

বিসৃজস্ব ত্বমেবৈনাং শক্রৈষা প্রার্থিতা ময়া।
ক্ষমং তে জীবতো গন্তুং স্বপুরং পাকশাসন! ॥১১॥
এবমুক্ত্বা গদাং কেশী চিক্ষেপেন্দ্রবধায় বৈ।
তামাপতন্তীং চিচ্ছেদ মধ্যে বজ্রেণ বাসবঃ ॥১২॥
অথাস্য শৈলশিখরং কেশী ক্রুদ্ধো ব্যবাসৃজৎ।
তদাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য শৈলশৃঙ্গং শতক্রতুঃ।
বিভেদ রাজন্! বজ্রেণ ভুবি তন্নিপপাত হ ॥১৩॥
পততা তু তদা কেশী তেন শৃঙ্গেণ তাড়িতঃ।
হিত্বা কন্যাং মহাভাগাং প্রাদ্রবদ্‌ভৃশপীড়িতঃ ॥১৪॥
অপযাতেঽসুরে তস্মিংস্তাং কন্যাং বাসবোঽব্রবীৎ।
কাসি কস্যাসি কিঞ্চেহ কুরুষে ত্বং শুভাননে! ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

অনার্য্যেতি। জিহীর্ষসি হর্ত্তুমিচ্ছসি। অস্যাঃ কন্যায়াঃ, প্রবাধনাৎ পীড়নাৎ ॥১০॥
বিসৃজস্বেতি। প্রার্থিতা পরিণেতুমিতি শেষঃ। ক্ষমম্ উচিতম্ ॥১১॥
এবমিতি। আপতন্তীম্ আগচ্ছন্তীম্। মধ্যে মধ্যপথে ॥১২॥
অথেতি। অস্য বাসবস্যোপরি। আপতন্তমাগচ্ছন্তম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৩॥
পততেতি। হিত্বা ভয়াৎ পরিত্যজ্য। প্রাদ্রবৎ পলায়ত ॥১৪॥

কেশী-দানব বলিল—"ইন্দ্র! তুমিই ইহাকে পরিত্যাগ কর। কেন না, বিবাহ করিবার জন্য আমি উহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছি। পাকশাসন! তোমারও জীবিত অবস্থায় আপন নগরে যাওয়া উচিত" ॥১১॥

এই কথা বলিয়াই কেশী-দানব ইন্দ্রকে বধ করিবার জন্য গদা নিক্ষেপ করিল; ইন্দ্রও বজ্রদ্বারা আগমনশীল সেই গদাটাকে মধ্যপথে ছেদন করিলেন ॥১২॥

তাহার পর কেশী-দানব ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের উপরে একটা পর্ব্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিল; তখন ইন্দ্র সেই পর্ব্বতশৃঙ্গটাকে আসিতে দেখিয়া বজ্রদ্বারা সেটাকে বিদীর্ণ করিলেন। রাজা! তখন সেই পর্ব্বতশৃঙ্গটা ভূতলে পতিত হইল ॥১৩॥

সেই পর্ব্বতশৃঙ্গটা ভূতলে পতিত হইতে থাকিয়া কেশী দানবকে তাড়ন করিয়াছিল; তাই কেশী-দানব অত্যন্ত পীড়িত হইয়া সেই কন্যাটীকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল ॥১৪॥

---

(১৫) শ্লোকাৎ পরং কতিপয়পুস্তকে অধ্যায়সমাপ্তির্দৃশ্যতে।

কন্যোবাচ।

অহং প্রজাপতেঃ কন্যা দেবসেনেতি বিশ্রুতা।
ভগিনী মে দৈত্যসেনা সা পূর্ব্বং কেশিনা হৃতা ॥১৬॥
সদৈবাবাং ভগিন্যৌ তু সখীভিঃ সহ মানসম্।
আগচ্ছাবেহ রত্যর্থমনুজ্ঞাপ্য প্রজাপতিম্ ॥১৭॥
নিত্যঞ্চাবাং প্রার্থয়তে হর্ত্তুং কেশী মহাসুরঃ।
ইচ্ছত্যেনং দৈত্যসেনা ন চাহং পাকশাসন! ॥১৮॥
সা হৃতানেন ভগবন্! মুক্তাহং ত্বদ্বলেন তু।
ত্বয়া দেবেন্দ্র! নির্দ্দিষ্টং পতিমিচ্ছামি দুর্জ্জয়ম্ ॥১৯॥

ইন্দ্র উবাচ।

মম মাতৃষ্বসেয়ী ত্বং মাতা দাক্ষায়ণী মম।
আখ্যাতং ত্বহমিচ্ছামি স্বয়মাত্মবলং ত্বয়া ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

অপেতি। অপযাতে পলায়িতে। বাসব ইন্দ্রঃ। কস্যেতি স্বামিপ্রশ্নঃ ॥১৫॥
অহমিতি। কন্যেত্যনেন পত্যর্থিত্বমাত্মনঃ সূচিতম্ ॥১৬॥
সদেতি। মানসং নামেমং পর্ব্বতম্। রত্যর্থং সামোদবিচরণার্থম্ ॥১৭॥
নিত্যমিতি। এনং কেশিনম্। ন চ ন তু অহমিচ্ছামীতি শেষঃ ॥১৮॥
সেতি। সা দৈত্যসেনা, অনেন কেশিনা। মুক্তা কেশিনা ত্যক্তা ॥১৯॥

কেশী-দানব পলায়ন করিলে, ইন্দ্র সেই কন্যাটীকে বলিলেন—"কল্যাণি! তুমি কে? কাহার? এবং এখানেই বা কি করিতেছিলে?" ॥১৫॥

কন্যাটী বলিল—"আমি প্রজাপতির কন্যা, আমার নাম—'দেবসেনা' এবং 'দৈত্যসেনা'-নামে আমার একটী ভগিনী আছে, তাহাকে কেশী-দানব হরণ করিয়া নিয়াছে ॥১৬॥

আমরা দুই ভগিনী অন্যান্য সখীদের সহিত মিলিত হইয়া, পিতা প্রজাপতির অনুমতি লইয়া, আমোদের সহিত বিচরণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই এই মানসপর্ব্বতে আসিতাম ॥১৭॥

মহাসুর কেশীও প্রত্যহই আমাদের প্রার্থনা করিত; তাহাতে দৈত্যসেনা উহাকে ইচ্ছা করিয়াছিল; কিন্তু আমি ইচ্ছা করি নাই ॥১৮॥

দেবরাজ! সেই জন্যই কেশী-দানব দৈত্যসেনাকে হরণ করিয়া নিয়াছে, আর আপনার শক্তির প্রভাবে আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন আমি আপনার নির্দ্দেশক্রমে অজেয় পতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি" ॥১৯॥

কন্যোবাচ।

অবলাহং মহাবাহো! পতিস্তু বলবান্ মম।
বরদানাৎ পিতুর্ভাবী সুরাসুরনমস্কৃতঃ ॥২১॥

ইন্দ্র উবাচ।

কীদৃশস্তু বলং দেবি! পত্যুস্তব ভবিষ্যতি।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তব বাক্যমনিন্দিতে! ॥২২॥

কন্যোবাচ।

দেবদানবযক্ষাণাং কিন্নরোরগরক্ষসাম্।
জেতা যো দুষ্টদৈত্যানাং মহাবীর্য্যো মহাবলঃ ॥২৩॥
যস্তু ভূতানি সর্ব্বাণি ত্বয়া সহ বিজেষ্যতি।
স হি মে ভবিতা ভর্ত্তা ব্রহ্মণ্যঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইন্দ্রস্তস্যা বচঃ শ্রুত্বা দুঃখিতোঽচিন্তয়দ্‌ভৃশম্।
অস্যা দেব্যাঃ পতির্নাস্তি যাদৃশং সম্প্রভাষতে ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

মমেতি। মাতৃষ্বসেয়ী মাতৃষ্বসুঃ কন্যা। দাক্ষায়ণী দক্ষসুতা অদিতিঃ ॥২০॥

অবলেতি। পিতুর্বরদানাৎ বলবান্ সুরাসুরনমস্কৃতশ্চ মম পতির্ভাবীতি সম্বন্ধঃ ॥২১॥

তস্য স্বসেনাপতিপদযোগ্যতা স্যান্ন বেতি বিভাব্য পৃচ্ছতি—কীদৃশমিতি। এতৎ এতদ্বিষয়কম্ ॥২২॥

দেবেতি। বীর্য্যং মানসিকী শক্তিঃ, বলঞ্চ দৈহিকী শক্তিরিত্যুভয়োর্ভেদঃ। ত্বয়া সহ মিলিত্বা। ব্রহ্মভ্যো বেদেভ্যো হিত ইতি ব্রহ্মণ্যঃ, কীর্ত্তিবর্দ্ধনো দেবানাম্ ॥২৩—২৪॥

ইন্দ্র বলিলেন—"ভদ্রে! তুমি আমার মাসীর মেয়ে; আমার মাতা অদিতি। আমি ইচ্ছা করি যে, তুমি নিজেই তোমার বলের পরিচয় দাও" ॥২০॥

কন্যাটী বলিল—"মহাবাহু! আমি অবলা; কিন্তু পিতার বরপ্রভাবে বলবান্ ও দেবাসুরনমস্কৃত কোন পুরুষ আমার পতি হইবেন" ॥২১॥

ইন্দ্র বলিলেন—"দেবি! অনিন্দিতে! তোমার পতির কিপ্রকার বল হইবে, এই বিষয়ে আমি তোমার বাক্য শুনিতে ইচ্ছা করি" ॥২২॥

কন্যাটী বলিল—"দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, নাগ ও দুষ্ট দৈত্যগণকে যিনি জয় করিবেন, যাঁহার মানসিক বল ও দৈহিক বল অসাধারণ হইবে এবং যিনি আপনার সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত প্রাণীকে জয় করিবেন, বেদের হিতকারী ও দেবগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধক সেই পুরুষই আমার পতি হইবেন" ॥২৩—২৪॥

অথাপশ্যৎ স উদয়ে ভাস্করং ভাস্করদ্যুতিঃ।
সোমঞ্চৈব মহাভাগং বিশমানং দিবাকরম্ ॥২৬॥
অমাবাস্যাং প্রবৃত্তায়াং মুহূর্ত্তে রৌদ্র এব চ।
দেবাসুরঞ্চ সংগ্রামং সোঽপশ্যদুদয়ে গিরৌ ॥২৭॥
লোহিতৈশ্চ ঘনৈর্যুক্তাং পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং শতক্রতুঃ।
অপশ্যল্লোহিতোদঞ্চ ভগবান্ বরুণালয়ম্ ॥২৮॥
ভৃগুভিশ্চাঙ্গিরোভিশ্চ হুতং মন্ত্রৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ।
হব্যং গৃহীত্বা বহ্নিঞ্চ প্রবিশন্তং দিবাকরম্ ॥২৯॥
পর্ব্ব চৈব চতুর্ব্বিংশং তদা সূর্য্যমুপস্থিতম্।
তথা ধর্ম্মগতং রৌদ্রং সোমং সূর্য্যগতঞ্চ তম্ ॥৩০॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

ইন্দ্র ইতি। তদানীং তাদৃশস্য পুরুষস্যাভাবনিশ্চয়াদেব দুঃখিত ইতি ভাবঃ ॥২৫॥

অথেতি। উদয়ে পর্ব্বতে। ভাস্করদ্যুতিঃ স ইন্দ্রঃ। দিবাকরং বিশমানং রাশিচক্রে সাকল্যেন রবেরধস্তাদ্গচ্ছন্তম্, "সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যঃ পরঃ সন্নিকর্ষঃ সাঽমাবাস্যা" ইতি গোভিলসূত্রেণামাবাস্যায়াং সূর্য্যাচন্দ্রমসোরেকরাশ্যেকাংশাবচ্ছেদেনাবস্থাননিয়মাৎ ॥২৬॥

অতএবাহ—অমেতি। অমাবাস্যাম্ অমাবাস্যায়াম্। রৌদ্রে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তাৎ পরবর্ত্তি রৌদ্রনামকে। দেবাসুরং তদুভয়সম্বন্ধিনম্, স ইন্দ্রঃ অপশ্যৎ সম্ভাবিতবান্ ॥২৭॥

লোহিতৈরিতি। ঘনৈর্মেঘৈঃ। পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং প্রাতঃসন্ধ্যাম্। লোহিতানি লোহিতমেঘচ্ছায়াপাতাৎ রক্তবর্ণানি উদকানি যস্য তম্, বরুণালয়ং পূর্ব্বসমুদ্রম্। "প্রাতর্বাগ্নিঃ সূর্য্যমনুপ্রবিশতি" ইতি শ্রুতের্বহ্নিঞ্চ দিবাকরং প্রবিশন্তমিত্যুক্তম্। পূর্ব্বং যস্মিন্ অমাবস্যারূপে পর্ব্বণি দেবাসুরাণাং যুদ্ধং বৃত্তম্, তদবধি ইদং চতুর্ব্বিংশং পর্ব্ব অমাবস্যা, সূর্য্য-

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"ইন্দ্র কন্যাটীর সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিলেন যে, এ—যেরূপ বলিতেছে, তাহাতে উহার পতি জগতে নাই (বলিয়াই আমার ধারণা হইতেছে।) ॥২৫॥

তাহার পর সূর্য্যতুল্যতেজস্বী ইন্দ্র উদয়পর্ব্বতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন—সূর্য্য উঠিতেছেন এবং মহাভাগ চন্দ্র সেই সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিতেছেন ॥২৬॥

এবং তিনি সম্ভাবনা করিলেন যে, অমাবস্যা আরম্ভ হইলে রৌদ্রমুহূর্ত্তে উদয়পর্ব্বতে দেবাসুরের যুদ্ধ হইবে ॥২৭॥

তিনি আরও দেখিলেন যে, পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তিনী প্রাতঃসন্ধ্যা রক্তবর্ণমেঘযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বসমুদ্রের জলরাশিও রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে; আর ভৃগু ও অঙ্গিরাপ্রভৃতির বংশধরেরা নানাবিধ মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নিতে আহুতি

সমালোক্যৈকতামেবং শশিনো ভাস্করস্য চ।
সমবায়ন্তু তং দৃষ্ট্বা রৌদ্রং শক্রোঽন্বচিন্তয়ৎ ॥৩১॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্ঘোরং দৃশ্যতে পরিবেশনম্।
এতস্মিন্নেব রাত্র্যন্তে মহদ্‌যুদ্ধন্তু শংসতি ॥৩২॥
সরিৎ সিন্ধুরপীয়ন্তু প্রত্যস্রগ্‌বাহিনী ভৃশম্।
শৃগালিন্যপ্যগ্নিবক্ত্রা প্রত্যাদিত্যং বিরাবিণী ॥৩৩॥
এষ রৌদ্রশ্চ সংঘাতো মহান্ যুক্তশ্চ তেজসা।
সোমস্য বহ্নিসূর্য্যাভ্যামদ্ভুতোঽয়ং সমাগমঃ ॥৩৪॥
জনয়েদ্‌যং সুতং সোমঃ সোঽস্যা দেব্যাঃ পতির্ভবেৎ।
অগ্নিশ্চৈতৈর্গুণৈর্যুক্তঃ সর্ব্বৈরগ্নিশ্চ দেবতা ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

মুপস্থিতং প্রাপ্তম্ একো বৎসরঃ পূর্ণ ইত্যর্থঃ। ধর্ম্মগতং হোমসন্ধ্যাদিধর্ম্মকার্য্যপ্রাপ্তং রৌদ্রং মুহূর্ত্তম্, সূর্য্যগতং প্রাগুক্তরীত্যা সূর্য্যপ্রবিষ্টং সোমঞ্চ শতক্রতুরপশ্যদিতি সম্বন্ধঃ ॥২৮—৩০॥

সমেতি। একতাং রাশ্যেকাংশে স্থিতিম্। সমবায়ং সম্মেলনম্ ॥৩১॥

সূর্য্যেতি। পরিবেশনং পরিধিঃ। শংসতি সূচয়তি, এতৎপরিবেশনমেব ॥৩২॥

সরিদিতি। সিন্ধুর্নাম। প্রতি প্রতিকূলভাবেন। অগ্নিবক্ত্রা অগ্নিবদ্রক্তমুখী ॥৩৩॥

এষ ইতি। রৌদ্রো রৌদ্রমুহূর্ত্তসম্বন্ধী, সংঘাতঃ সমবায়ঃ ॥৩৪॥

জনয়েদিতি। অস্মিন্ মুহূর্ত্ত ইতি শেষঃ। অগ্নিশ্চ এতৈঃ সর্ব্বৈর্গুণৈঃ যোগনিবন্ধনোৎ-

---

দিতেছেন, অগ্নিও সেই হব্য গ্রহণ করিয়া সূর্য্যের ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন; আর পূর্ব্বে যে অমাবস্যাতে দেবাসুরযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা হইতে চতুর্ব্বিংশ পর্ব্ব (অমাবস্যা) সূর্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময় রৌদ্রমুহূর্ত্তও আসিয়া পড়িয়াছে এবং চন্দ্রও সূর্য্যের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন ॥২৮—৩০॥

চন্দ্র ও সূর্য্যের এইরূপ একরাশিতে অবস্থান এবং রৌদ্রমুহূর্ত্তে সেইরূপ সম্মেলন দেখিয়া দেবরাজ চিন্তা করিলেন ॥৩১॥

চন্দ্র ও সূর্য্যের ভয়ঙ্কর পরিবেশ (পরিবেষ্টক মণ্ডল) দেখা যাইতেছে; সুতরাং ইহা এই রাত্রিশেষেই মহাযুদ্ধের সূচনা করিতেছে ॥৩২॥

এই সিন্ধুনদীও অত্যন্ত প্রতিকূলভাবে রক্তপ্রবাহ বহন করিতেছে এবং রক্তমুখী শৃগালীও সূর্য্যের অভিমুখে থাকিয়া চীৎকার করিতেছে ॥৩৩॥

রৌদ্রমুহূর্ত্তে এই সম্মেলনটাও মেঘের আলোকে আলোকিত হইয়াছে এবং অগ্নি ও সূর্য্যের সহিত চন্দ্রের এই সমাগমটাও অদ্ভুতই দেখা যাইতেছে ॥৩৪॥

এই সময়ে চন্দ্র যে পুত্র উৎপাদন করিবেন, সেই পুত্রই এই দেবীর পতি

এষ চেজ্জনয়েদ্‌গর্ভং সোঽস্যা দেব্যাঃ পতির্ভবেৎ।
এবং সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ ব্রহ্মলোকং তদা গতঃ ॥৩৬॥ (যুগ্মকম্)
গৃহীত্বা দেবসেনাং তামবন্দৎ স পিতামহম্।
উবাচ চাস্যা দেব্যাস্ত্বং সাধু শূরং পতিং দিশ ॥৩৭॥

ব্রহ্মোবাচ।

যথৈতচ্চিন্তিতং কার্য্যং ত্বয়া দানবসূদন!।
তথা স ভবিতা গর্ভো বলবানুরুবিক্রমঃ ॥৩৮॥
স ভবিষ্যতি সেনানীস্ত্বয়া সহ শতক্রতো!।
অস্যা দেব্যাঃ পতিশ্চৈব স ভবিষ্যতি বীর্য্যবান্ ॥৩৯॥
এতচ্চ শ্রুত্বা নমস্তস্মৈ কৃত্বাসৌ সহ কন্যয়া।
তত্রাভ্যগচ্ছদ্দেবেন্দ্রো যত্র দেবর্ষয়োঽভবন্।
বশিষ্ঠপ্রমুখা মুখ্যা বিপ্রেন্দ্রাঃ সুমহাবলাঃ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

কর্ষৈর্যুক্তো বর্ত্ততে। দেবত এষ অগ্নিশ্চ চেদ্‌গর্ভং জনয়েদিতি সম্বন্ধঃ। ভগবানিন্দ্রঃ। গতো দেবসেনয়া সহেত্যর্থঃ ॥৩৫—৩৬॥

গৃহীত্বেতি। সাধু সম্যক্, শূরং বীরং পতিম্, দিশ উপদিশ ব্রূহীতি যাবৎ ॥৩৭॥

যথেতি। উরুবিক্রমো মহাপরাক্রমঃ। অগ্নেরেব তাদৃশঃ পুত্রো ভবিতেত্যর্থঃ ॥৩৮॥

স ইতি। সেনানীর্দেবসেনাপতিঃ ॥৩৯॥

এতদিতি। কন্যয়া দেবসেনয়া। অভবন্ অতিষ্ঠন্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪০॥

হইবেন, কিংবা অগ্নিও এই সকল গুণযুক্ত রহিয়াছেন; সুতরাং এই অগ্নিদেবও যে পুত্র উৎপাদন করিবেন, সেই পুত্রও এই দেবীর পতি হইতে পারেন—এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ ইন্দ্র দেবসেনাকে লইয়া তখনই ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥৩৫—৩৬॥

এবং তিনি দেবসেনার হস্ত ধারণ করিয়া ব্রহ্মাকে নমস্কার করিলেন ও বলিলেন —"ভগবন্! কোন্ বীর পুরুষ এই কন্যাটীর পতি হইবেন, তাহা আপনি ঠিক করিয়া বলুন" ॥৩৭॥

ব্রহ্মা বলিলেন "দানবসূদন! তুমি এই ব্যাপারটা যেরূপ ভাবিয়াছ, সেই-রূপেই বলবান্ ও মহাবিক্রমশালী সেই পুত্র জন্মিবে ॥৩৮॥

এবং ইন্দ্র! সেই পুরুষ তোমার সহিত দেবসেনার নায়ক হইবে; আর সেই বীর্য্যবান্ পুরুষই এই কন্যাটীরও পতি হইবে" ॥৩৯॥

দেবরাজ এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া সেই কন্যাটীর সহিত

ভাগার্থং তপসোপাত্তং তেষাং সোমং তথাধ্বরে।
পিপাসবো যযুর্দেবাঃ শতক্রতুপুরোগমাঃ ॥৪১॥
ইষ্টিং কৃত্বা যথান্যায়ং সুসমিদ্ধে হুতাশনে।
জুহুবুস্তে মহাত্মানো হব্যং সর্ব্বদিবৌকসাম্ ॥৪২॥
সমাহূতো হুতবহঃ সোঽদ্ভুতঃ সূর্য্যমণ্ডলাৎ।
বিনিঃসৃত্য যযৌ বহ্নির্বাগ্‌যতো বিধিবৎ প্রভুঃ ॥৪৩॥
আগম্যাহবনীয়ং বৈ তৈর্দ্বিজৈর্মন্ত্রতো হুতম্।
স তত্র বিবিধং হব্যং প্রতিগৃহ্য হুতাশনঃ।
ঋষিভ্যো ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রাযচ্ছত দিবৌকসাম্ ॥৪৪॥
নিষ্ক্রামংশ্চাপ্যপশ্যৎ স পত্নীস্তেষাং মহাত্মনাম্।
স্বেষ্বাসনেষূপবিষ্টাঃ স্বপন্তীশ্চ যথাসুখম্ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

ভাগেতি। শতক্রতুপুরোগমা ইন্দ্রপ্রভৃতয়ো দেবাঃ, তেষাং দেবর্ষীণামধ্বরে, ভাগার্থং দেবেষ্বেব বণ্টনার্থম্, তপসা উপাত্তং সংগৃহীতম্, সোমং রসং পিপাসবঃ সন্তো যযুঃ ॥৪১॥

ইষ্টিমিতি। ইষ্টিং দীক্ষণীয়যাগম্। সর্ব্বদিবৌকসাম্ উদ্দেশে ইতি শেষঃ ॥৪২॥

সমিতি। প্রাক্ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশস্যোক্তত্বাদত্র বিনিঃসৃত্যেত্যুক্তিঃ সঙ্গচ্ছতে ॥৪৩॥

আগম্যেতি। আহবনীয়ং নাম স্বমূর্ত্তিবিশেষম্। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪৪॥

সেইখানে আগমন করিলেন, যেখানে বশিষ্ঠপ্রভৃতি মহাপ্রভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ অবস্থান করিতেছিলেন ॥৪০॥

দেবগণকেই ভাগ করিয়া দিবার জন্য তপোবলে যে সোমরস সংগৃহীত হইয়াছিল, সেই সোমরস পান করিবার ইচ্ছায় ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতারা সেই ঋষিদের যজ্ঞে আগমন করিলেন ॥৪১॥

এদিকে মহাত্মা দেবর্ষিরা যথানিয়মে প্রাথমিক যাগ করিয়া সকল দেবতার উদ্দেশে প্রজ্বলিত অগ্নিতে হব্যের আহুতি দিতে লাগিলেন ॥৪২॥

মুনিরা যথাবিধানে আহ্বান করিলে, হব্যবাহী ও অদ্ভুত মূর্ত্তি অগ্নিদেব সূর্য্যমণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া নীরবে আগমন করিলেন ॥৪৩॥

তিনি আসিয়া আহবনীয় অগ্নিতে অধিষ্ঠিত হইয়া—সেই ঋষিরা মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক যে নানাবিধ হব্যের আহুতি দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া দেবগণকে সমর্পণ করিলেন ॥৪৪॥

তাহার পর অগ্নিদেব হোমকুণ্ড হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন—সেই

রুক্মবেদিনিভাস্তাস্তু চন্দ্রলেখা ইবামলাঃ।
হুতাশনার্চ্চিঃপ্রতিমাঃ সর্ব্বাস্তারা ইবাদ্ভুতাঃ ॥৪৬॥ (যুগ্মকম্)
স তদ্গতেন মনসা বভূব ক্ষুভিতেন্দ্রিয়ঃ।
পত্নীর্দৃষ্ট্বা দ্বিজেন্দ্রাণাং বহ্নিঃ কামবশং যযৌ ॥৪৭॥
ভূয়ঃ স চিন্তয়ামাস ন ন্যায্যং ক্ষুভিতো হ্যহম্।
সাধ্ব্যঃ পত্ন্যো দ্বিজেন্দ্রাণামকামাঃ কাময়াম্যহম্ ॥৪৮॥
নৈতাঃ শক্যা ময়া স্প্রষ্টুং দ্রষ্টুং বাপ্যনিমিত্ততঃ।
গার্হপত্যং সমাবিশ্য তস্মাৎ পশ্যাম্যভীক্ষ্ণশঃ ॥৪৯॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
সংস্পৃশন্নিব সর্ব্বাস্তাঃ শিখাভিঃ কাঞ্চনপ্রভাঃ।
পশ্যমানশ্চ মুমুদে গার্হপত্যং সমাশ্রিতঃ ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

নিরিতি। নিষ্ক্রামন্ হোমকুণ্ডাৎ। স্বপন্তীঃ কাশ্চিৎ শয়ানাঃ। রুক্মং স্বর্ণম্ ॥৪৫—৪৬॥
স ইতি। তদ্গতেন দেবর্ষিপত্নীগতেন। ক্ষুভিতেন্দ্রিয়শ্চঞ্চলেন্দ্রিয়ঃ ॥৪৭॥
ভূয় ইতি। অন্যায্যত্বং প্রতি হেতুমাহ—সাধ্ব্য ইত্যাদিনা ॥৪৮॥
নেতি। অনিমিত্তত আসাং কামাদ্রেকরূপং কারণং বিনা। গার্হপত্যং স্বমূর্ত্তিভেদম্ ॥৪৯॥
সমিতি। তা দেবর্ষিণাং পত্নীঃ, শিখাভিঃ হস্তৈরিব স্বার্চ্চিভিঃ ॥৫০॥

মহাত্মা ঋষিগণের পত্নীদের মধ্যে অনেকে আপন আপন আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; আবার অনেকে যথাসুখে শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহারা সকলেই স্বর্ণবেদির ন্যায় পীতবর্ণ, চন্দ্রলেখার ন্যায় নির্ম্মলমূর্ত্তি, অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি এবং তারাদেবীর ন্যায় অদ্ভুত সুন্দরী ছিলেন ॥৪৫—৪৬॥

অগ্নিদেব তদ্গত চিত্তে সেই ঋষিপত্নীদিগকে দেখিয়া চঞ্চলচিত্ত ও কামার্ত্ত হইয়া পড়িলেন ॥৪৭॥

তখন আবার তিনি চিন্তা করিলেন—'আমি যে চঞ্চল হইয়াছি, ইহা সঙ্গত নহে। কারণ, সাধ্বী ঋষিপত্নীরা কামুকী হন নাই, অথচ আমি ইঁহাদিগকে কামনা করিতেছি ॥৪৮॥

ইঁহাদের কামোদ্রেক ব্যতীত আমি এইভাবে ইঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে কিংবা দেখিতেও পারি না; অতএব গার্হপত্য অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া বার বার ইঁহাদিগকে দর্শন করি'" ॥৪৯॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তাহার পর অগ্নিদেব গার্হপত্য অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া সেই স্বর্ণবর্ণা ঋষিপত্নীদিগকে দেখিতে থাকিয়া এবং শিখাদ্বারাই যেন তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে থাকিয়া আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥৫০॥

নিরুষ্য তত্র সুচিরমেবং বহ্নির্বশং গতঃ।
মনস্তাসু বিনিক্ষিপ্য কাময়ানো বরাঙ্গনাঃ ॥৫১॥
কামসন্তপ্তহৃদয়ো দেহত্যাগবিনিশ্চিতঃ।
অলাভে ব্রাহ্মণস্ত্রীণামগ্নির্বনমুপাগমৎ ॥৫২॥
স্বাহা তং দক্ষদুহিতা প্রথমং কাময়ত্তদা।
সা তস্য ছিদ্রমন্বেচ্ছচ্চিরাৎ প্রভৃতি ভাবিনী ॥৫৩॥
অপ্রমত্তস্য দেবস্য ন চাপশ্যদনিন্দিতা।
সা তং জ্ঞাত্বা যথাবত্তু বহ্নিং বনমুপাগতম্ ॥৫৪॥
তত্ত্বতঃ কামসন্তপ্তং চিন্তয়ামাস ভাবিনী।
অহং সপ্তর্ষিপত্নীনাং কৃত্বা রূপাণি পাবকম্ ॥৫৫॥
কাময়িষ্যামি কামার্ত্তা তাসাং রূপেণ মোহিতম্।
এবং কৃতে প্রীতিরস্য কামাবাপ্তিশ্চ মে ভবেৎ ॥৫৬॥ (বিশেষকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াম্ আঙ্গিরসোপাখ্যানে ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

নিরিতি। নিরস্য অবস্থায়, তত্র গার্হপত্যেঽগ্নৌ, বশং কামস্য ॥৫১॥

কামেতি। তাসাং ব্রাহ্মণস্ত্রীণামলাভে, দেহত্যাগে বিনিশ্চিতঃ কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৫২॥

স্বাহেতি। প্রথমং বহ্নেঃ কামাবির্ভাবাদাদিত এব, কাময়দকাময়ৎ ॥৫৩॥

অপ্রেতি। অপ্রমত্তস্য ধৈর্য্যরক্ষায়াং সাবধানস্য, দেবস্য বহ্নেঃ, ন চাপশ্যৎ কামচ্ছিদ্রমিতি শেষঃ। সা স্বাহা। চিন্তাপ্রকারমাহ—অহমিতি। অস্য বহ্নেঃ ॥৫৪—৫৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

এইভাবে অগ্নিদেব সেই গার্হপত্য অগ্নিতে দীর্ঘকাল থাকিয়া সেই ঋষিপত্নীদের প্রতি চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কামনা করিয়া একেবারে কামের বশীভূত হইলেন ॥৫১॥

ক্রমে কামসন্তপ্তচিত্ত অগ্নিদেব সেই ব্রাহ্মণপত্নীদিগকে না পাওয়ায় দেহত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া বনে গমন করিলেন ॥৫২॥

এদিকে দক্ষকন্যা স্বাহাদেবী পূর্ব্ব হইতেই অগ্নিদেবকে কামনা করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়াই তাঁহার ছিদ্রান্বেষণ করিতেছিলেন ॥৫৩॥

কিন্তু অগ্নিদেব সাবধান ছিলেন বলিয়া অনিন্দ্যসুন্দরী স্বাহাদেবী তাঁহার

* '...ঊনবিংশত্যধিক দ্বিশততমঃ...'—পি, '...ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শিবা ভার্য্যা ত্বঙ্গিরসঃ শীলরূপগুণান্বিতা।
তস্যাঃ সা প্রথমং রূপং কৃত্বা দেবী জনাধিপ!।
জগাম পাবকাভ্যাসং তঞ্চোবাচ বরাঙ্গনা ॥১॥
মামগ্নে! কামসন্তপ্তাং ত্বং কাময়িতুমর্হসি।
করিষ্যসি ন চেদেবং মৃতাং মামুপধারয় ॥২॥
অহমঙ্গিরসো ভার্য্যা শিবা নাম হুতাশন!।
শিষ্টাভিঃ প্রহিতা প্রাপ্তা মন্ত্রয়িত্বা বিনিশ্চয়ম্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

শিবেতি। শিবা নাম। সা স্বাহা। পাবকাভ্যাসং বনে অগ্নিসমীপম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১॥
মামিতি। উপধারয় নিশ্চিনু, ত্বৎসঙ্গমাভাবে মরিষ্যাম্যেবেত্যর্থঃ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

শিবেতি ॥১—৩৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৭॥

ছিদ্র দেখিতে পান নাই; পরন্তু তৎকালে অগ্নিদেবকে যথার্থভাবে বনগত জানিতে পারিয়া যথার্থরূপেই তাঁহাকে কামসন্তপ্ত বলিয়া মনে করিলেন এবং এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, আমি কামার্ত্তা, সুতরাং আমি সপ্তর্ষিপত্নীগণের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের রূপে মোহিত অগ্নিদেবকে কামনা করিব। এইরূপ করিলে উঁহারও সন্তোষ জন্মিবে এবং আমারও কামফল লাভ হইবে" ॥৫৪—৫৬॥

—:*:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"রাজা! চরিত্র, রূপ ও অন্যান্য গুণসমন্বিতা 'শিবা'-নাম্নী অঙ্গিরার ভার্য্যা ছিলেন; স্বাহাদেবী প্রথমেই তাঁহার রূপ ধারণ করিয়া বনে অগ্নির নিকটে আগমন করিলেন এবং সেই সুন্দরী অগ্নিকে বলিলেন—॥১॥

"অগ্নিদেব! আমি কামসন্তপ্তা; সুতরাং আপনি আমার সহিত সঙ্গম করুন; আপনি যদি এরূপ না করেন, তবে আমাকে মৃত বলিয়াই নিশ্চয় করুন ॥২॥

অগ্নিরুবাচ।

কথং মাং ত্বং বিজানীষে কামার্ত্তমিতরাঃ কথম্।
যাস্ত্বয়া কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বাঃ সপ্তর্ষীণাং প্রিয়াঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৪॥

শিবোবাচ।

অস্মাকং ত্বং প্রিয়ো নিত্যং বিভীমস্তু বয়ং তব।
ত্বচ্চিত্তমিঙ্গিতৈর্জ্ঞাত্বা প্রেষিতাস্মি তবান্তিকম্ ॥৫॥
মৈথুনায়েহ সম্প্রাপ্তা কামং প্রাপ্তুং দ্রুতং চর।
যাময়ো মাং প্রতীক্ষন্তে গমিষ্যামি হুতাশন! ॥৬॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততোঽগ্নিরুপযেমে তাং শিবাং প্রীতিমুদাযুতঃ।
প্রীত্যা দেবী সমাযুক্তা শুক্রং জগ্রাহ পাণিনা ॥৭॥

ভাবতকৌমুদী

অহমিতি। শিষ্টাভির্মুনিপত্নীভিঃ। প্রাপ্তা অত্রাগতা, বিনিশ্চয়ং কার্য্যস্য ॥৩॥
কথমিতি। ইতরা মুনিপত্ন্যো বা কথং বিজানন্তীতি শেষঃ ॥৪॥
অস্মাকমিতি। তব প্রত্যাখ্যানাৎ বিভীমো ভীতা ভবামঃ। চিত্তং চিত্তবৃত্তিম্ ॥৫॥
মৈথুনায়েতি। চর মামারোহ। যাময়ো ভগিন্যঃ "যামিঃ স্বস্কুলস্ত্রিয়োঃ" ইত্যমবঃ ॥৬॥
তত ইতি। উপযেমে গান্ধর্ব্ববিধানেন সঙ্গম্য পবিণিনায, শিবাম্ অঙ্গিবোভার্য্যাশিবা-

---

হুতাশন! আমি অঙ্গিরার ভার্য্যা, আমাব নাম—'শিবা'; মুনিপত্নীরা আমাকে পাঠাইয়াছেন, আমিও আমার কর্ত্তব্যবিষয়ে স্থির পরামর্শ করিয়া আপনাব নিকট উপস্থিত হইয়াছি" ॥৩॥

অগ্নি বলিলেন—"তুমি আমাকে কামার্ত্ত বলিয়া কিপ্রকাব জানিলে? এবং তুমি যে সকল সপ্তর্ষিপত্নীর কথা বলিলে, তাঁহারাই বা আমাকে কামার্ত্ত বলিয়া কিপ্রকারে জানিলেন?" ॥৪॥

শিবা বলিলেন—"অগ্নিদেব! আপনি সর্ব্বদাই আমাদের প্রিয়; কিন্তু আমরা আপনার প্রত্যাখ্যানের ভয় করিতাম। তা'র পর ঋষিপত্নীরা আপনার ইঙ্গিতে আপনার মনের ভাব জানিতে পারিয়া আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন ॥৫॥

হুতাশন! আমি মৈথুনের জন্যই এখানে আসিয়াছি; অতএব আপনি কামফল লাভ করিবার জন্য সত্বর প্রবৃত্ত হউন। কেন না, ভগিনীরা আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন; সুতরাং আমিও সত্বরই যাইব" ॥৬॥

---

(৬)···জাময়ো মাম্—নি, যাতরো মাম্—পি।

ব্যচিন্তয়ন্মমেদং যে রূপং দ্রক্ষ্যন্তি কাননে।
তে ব্রাহ্মণীনামনৃতং দোষং বক্ষ্যন্তি পাবকে ॥৮॥
তস্মাদেতদ্রক্ষমাণা গরুড়ী সম্ভবাম্যহম্।
বনান্নির্গমনঞ্চৈব সুখং মম ভবিষ্যতি ॥৯॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সুপর্ণী সা তদা ভূত্বা নির্জগাম মহাবনাৎ।
অপশ্যৎ পর্ব্বতং শ্বেতং শরস্তম্বৈঃ সুসংবৃতম্ ॥১০॥
দৃষ্টিবিষৈঃ সপ্তশীর্ষৈর্গুপ্তং ভোগিভিরদ্ভুতৈঃ।
রক্ষোভিশ্চ পিশাচৈশ্চ রৌদ্রৈর্ভূতগণৈস্তদা।
রাক্ষসীভিশ্চ সম্পূর্ণমনেকৈশ্চ মৃগদ্বিজৈঃ ॥১১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

রূপধারিণীম্, প্রীতিঃ প্রেম মুৎ আনন্দশ্চ তাভ্যামাযুতঃ সমন্বিতঃ। দেবী স্বাহা। অত্রেদমবধেয়ম্—স্বাহা কন্যৈবাসীৎ, তস্যাঃ শিবারূপধারণপ্রয়োজনঞ্চ অগ্নেঃ সপ্তর্ষিপত্নীষু কমোদয়েন অঙ্গিরোভার্য্যাং প্রত্যপি কামোদয়াৎ তস্যাশ্চ সৌন্দর্য্যাতিশয়াৎ সঙ্গমঃ সুকর ইতি। এবঞ্চ কন্যয়া স্বাহয়া সহাগ্নেঃ সঙ্গমো গান্ধর্ব্ববিবাহ এবেতি ॥৭॥

অথ স্বাহা কথং পাণিনা অগ্নেঃ শুক্রং জগ্রাহেত্যাহ—ব্যচিন্তয়দিতি। রূপং শিবামূর্ত্তিম্। অনৃতং মিথ্যা, পাবকে অগ্নিদেববিষয়ে, দোষং ব্যভিচারম্। তথা চ শিবামূর্ত্ত্যৈব যোনৌ শুক্রগ্রহণে সম্ভোগৃহীতগর্ভায়াঃ শ্রবণান্যান্যবস্থায়া অবশ্যম্ভাবাৎ তদ্দর্শনেন চ শিবায়া এব ব্যভিচারনিশ্চয়ঃ স্যাৎ, পাণিনা শুক্রধারণে তু তদবস্থায়া অভাবান্ন তন্নিশ্চয় ইতি ভাবঃ ॥৮॥

তস্মাদিতি। এতৎ শুক্রম্। শিবারূপত্বে তু কথমিয়মত্রাগতেত্যাশঙ্কা স্যাদিতি ভাবঃ ॥৯॥

স্বিতি। সুপর্ণী গরুড়ী। ভোগিভিঃ সর্পৈঃ। মৃগদ্বিজৈঃ পশুপক্ষিভিঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১০—১১॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তাহার পর অগ্নিদেব প্রণয় ও আনন্দ সহকারে সেই শিবামূর্ত্তিধারিণী স্বাহাদেবীকে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিলেন; স্বাহাদেবীও তখন আনন্দিত হইয়া হস্তদ্বারা অগ্নিদেবের শুক্র ধারণ করিলেন ॥৭॥

কারণ, তিনি চিন্তা করিলেন যে, 'যাহারা এই বনের ভিতরে আমার এই শিবামূর্ত্তি দর্শন করিবে, তাহারাই অগ্নিদেবের সহিত সপ্তর্ষিপত্নীদের মিথ্যা ব্যভিচার-দোষের কথা বলিবে ॥৮॥

অতএব আমি এই শুক্র রক্ষা করিতে থাকিয়া গরুড়ী পক্ষিণী হই; তাহা হইলে আমি অনায়াসে এই বন হইতেও নির্গত হইতে পারিব" ॥৯॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তখন স্বাহাদেবী গরুড়ী পক্ষিণী হইয়া সেই মহাবন

সা তত্র সহসা গত্বা শৈলপৃষ্ঠং সুদুর্গমম্ ।
প্রাক্ষিপৎ কাঞ্চনে কুণ্ডে শুক্রং সা ত্বরিতা শুভা ॥১২॥
শিষ্টানামপি সা দেবী সপ্তর্ষীণাং মহাত্মনাম্ ।
পত্নীসরূপকং কৃত্বা কাময়ামাস পাবকম্ ॥১৩॥
দিব্যং রূপমরুন্ধত্যাঃ কর্ত্তুং ন শকিতং তয়া ।
তস্যাস্তপঃপ্রভাবেণ ভর্ত্তৃশুশ্রূষণেন চ ॥১৪॥
ষট্‌কৃত্বস্তত্র নিক্ষিপ্তমগ্নে রেতঃ কুরূত্তম ! ।
তস্মিন্ কুণ্ডে প্রতিপদি কামিন্যা স্বাহয়া তদা ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। সা প্রসিদ্ধা, সা স্বাহা, তত্র তদানীমেব, সহসা অবিতর্ক্য ॥১২॥

শিষ্টানামিতি। সা স্বাহা দেবী, শিষ্টানাং শাস্ত্রানুসারিণামপি মহাত্মনাং সপ্তর্ষীণাম্, যাঃ সপ্ত পত্ন্যস্তাসাং প্রত্যেকত এব সরূপকং সমানং সমানং রূপং কৃত্বা পাবকমগ্নিং কাময়ামাস অগ্নিনা সহ রেমে ইত্যর্থঃ ॥১৩॥

অথ তর্হি সপ্তবাররমণৈঃ সপ্তবারশুক্রপাতাৎ কার্ত্তিকেয়ঃ সপ্তানন এব ভবিতুমর্হতি ন পুনঃ ষড়ানন ইত্যাহ—দিব্যমিতি। তয়া স্বাহয়া, অরুন্ধত্যা বশিষ্ঠপত্ন্যাস্তপঃপ্রভাবেণ ভর্ত্তৃশুশ্রূষণেন চ তজ্জনিতধর্ম্মাতিশয়েন চেত্যর্থঃ, তস্যা দিব্যং রূপং কর্ত্তুং ন শকিতং ন পারিতম্। অতএবাবশিষ্টানাং ষণ্ণামৃষিপত্নীনাং প্রত্যেকতো রূপধারণেন ষড়্‌বাররমণাৎ ষড়্‌বারশুক্রপাতেন ষড়ানন এব কার্ত্তিকেয়ঃ সঞ্জাত ইতি ভাবঃ ॥১৪॥

এতদেবাহ—ষড়িতি। ষট্‌কৃত্বঃ ষড়্‌বারান্। রেতঃ শুক্রম্। কামিন্যা কামুক্যা ॥১৫॥

হইতে নির্গত হইলেন এবং কৈলাসপর্ব্বত দর্শন করিলেন ; সে পর্ব্বত তখন শরস্তম্ব-সমূহে আবৃত, দৃষ্টিবিষ ও সপ্তমস্তক অদ্ভুত সর্পগণে রক্ষিত এবং রাক্ষসগণ, পিশাচগণ, শিবানুচর ভূতগণ, রাক্ষসীগণ ও বহুতর পশু-পক্ষিগণে পরিপূর্ণ ছিল ॥১০—১১॥

স্বাহাদেবী কোন বিষয় বিবেচনা না করিয়া তখনই সত্বর সেই অতিদুর্গম পর্ব্বতের উপরে যাইয়া কোন স্বর্ণকুণ্ডে সেই শুক্র নিক্ষেপ করিলেন ॥১২॥

শাস্ত্রানুসারী ও মহাত্মা সপ্তর্ষিগণের পত্নীদের মধ্যে প্রত্যেকের রূপ ধারণ করিয়াই স্বাহাদেবী অগ্নিদেবের সহিত রমণ করিয়াছিলেন ॥১৩॥

কিন্তু বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীদেবীর তপস্যার প্রভাবে এবং ভর্ত্তৃশুশ্রূষাধর্ম্মের বলে তাঁহার রূপ ধারণ করিতে স্বাহাদেবী পারেন নাই ॥১৪॥

কুরুশ্রেষ্ঠ ! কামুকী স্বাহাদেবী প্রতিপৎ তিথিতে সেই স্বর্ণকুণ্ডে ছয় বার অগ্নিদেবের শুক্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥১৫॥

তৎ স্কন্নং তেজসা তত্র সংবৃতং জনয়ৎ সুতম্।
ঋষিভিঃ পূজিতং স্কন্নমনয়ৎ স্কন্দতাং ততঃ ॥১৬॥
ষট্‌শিরা দ্বিগুণশ্রোত্রো দ্বিনাসাক্ষিভুজক্রমঃ।
একগ্রীবৈকজঠরঃ কুমারঃ সমপদ্যত ॥১৭॥
দ্বিতীয়ায়ামভিব্যক্তস্তৃতীয়ায়াং শিশুর্বভৌ।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্নশ্চতুর্থ্যামভবদ্‌গুহঃ ॥১৮॥
লোহিতাভ্রেণ মহতা সংবৃতঃ সহ বিদ্যুতা।
লোহিতাভ্রে সুমহতি ভাতি সূর্য্য ইবোদিতঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। তত্র কুণ্ডে, স্কন্নং স্খলিতম্, তেজসা সংবৃতম্, অতএব ঋষিভিঃ পূজিতমাদৃতম্, তৎ অগ্নে রেতঃ কর্ত্তৃ, কঞ্চিৎ সুতম্, জনয়ৎ অজনয়ৎ। অড়াগমাভাব আর্ষঃ। অতএব চ স্কন্নং রেতঃ কর্ত্তৃ, স্কন্দতাং জাতস্য সুতস্য স্কন্দনামকত্বমনয়ৎ ॥১৬॥

সুতস্যাকৃতিমাহ—ষড়িতি। ষট্ শিরাংসি যস্য সঃ, তদ্দ্বিগুণানি দ্বাদশেত্যর্থঃ শ্রোত্রাণি কর্ণা যস্য সঃ, দ্বৌ ষড়্‌দ্বিগুণা এব নাসা নাসারন্ধ্রাণি অক্ষীণি ভুজক্রমা বাহুপর্য্যায়াশ্চ যস্য সঃ। তথা একা গ্রীবা যস্য স চাসৌ একং জঠরং যস্য স চেতি একগ্রীবৈকজঠরঃ, কুমারঃ শিশুঃ, সমপদ্যত নিষ্পন্নোঽভবৎ ॥১৭॥

তস্যাঃ সম্পন্নতায়াঃ ক্রমমাহ—দ্বিতীয়ায়ামিতি। অভিব্যক্তঃ ষণ্ণাং শুক্রভাগানাং মিশ্রণান্মাংসপিণ্ডতয়া স্পষ্টীভূতঃ। গুহঃ কার্ত্তিকেয়ঃ ॥১৮॥

লোহিতেতি। বিদ্যুতা সহ বিদ্যমানেন, মহতা লোহিতাভ্রেণ রক্তমেঘেন সংবৃতঃ কিয়দাবৃত উদিতঃ সূর্য্য ইব, স কুমারঃ, সুমহতি লোহিতাভ্রে পার্ব্বত্যরক্তাভ্রধাতুভিত্তিসমীপে ভাতি স্ম ॥১৯॥

সেই শুক্র তেজে আবৃত ছিল, তাই ঋষিরা তাহার আদর করিয়াছিলেন; ক্রমে সেই শুক্র একটী পুত্ররূপে পরিণত হইল; স্কন্ন—অর্থাৎ স্খলিত শুক্র হইতে জন্মিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হইল—'স্কন্দ' ॥১৬॥

সেই বালকটীর ছয়টী মাথা, বারখানি কাণ, ছয়টী নাক, বারটী চোখ, বারখানি হাত, একটী গ্রীবা এবং একটী উদর হইয়াছিল ॥১৭॥

প্রথমে দ্বিতীয়াতিথিতে সেই শুক্রগুলি সম্মিলিত হইয়া একটী মাংসপিণ্ড হইয়াছিল, তৃতীয়াতিথিতে তাহা বালকরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল এবং চতুর্থীতিথিতে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জন্মিয়াছিল ॥১৮॥

ঐ বালকটীর নিকটে অতিবিশাল ও রক্তবর্ণ অভ্রময় পর্ব্বতের ভিত্তি ছিল; তাহাতে বিদ্যুৎসমন্বিত, বিশাল ও রক্তবর্ণ মেঘের নিকটবর্ত্তী উদিত সূর্য্যের ন্যায় সেই বালকটী শোভা পাইতেছিল ॥১৯॥

গৃহীতন্তু ধনুস্তেন বিপুলং লোমহর্ষণম্ ।
ন্যস্তং যত্রিপুরঘ্নেন সুরারিবিনিকৃন্তনম্ ॥২০॥
তদ্‌গৃহীত্বা ধনুঃশ্রেষ্ঠং ননর্দ্দ বলবাংস্তদা ।
সম্মোহয়ন্নিবেমান্ স ত্রীল্লোঁকান্ সচরাচরান্ ॥২১॥
তস্য তং নিনদং শ্রুত্বা মহামেঘৌঘনিস্বনম্ ।
উৎপেততুর্মহানাগৌ চিত্রশ্চৈরাবতশ্চ হ ॥২২॥
তাবাপতন্তৌ সংপ্রেক্ষ্য স বালোঽকসমদ্যুতিঃ ।
দ্বাভ্যাং গৃহীত্বা পাণিভ্যাং শক্তিঞ্চান্যেন পাণিনা ।
অপরেণাগ্নিদায়াদস্তাম্রচূড়ং ভুজেন সঃ ॥২৩॥
মহাকায়মুপশ্লিষ্টং কুক্কুটং বলিনাং বরম্ ।
গৃহীত্বা ব্যনদদ্ভীমং চিক্রীড় চ মহাভুজঃ ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)
দ্বাভ্যাং ভুজাভ্যাং বলবান্ গৃহীত্বা শঙ্খমুত্তমম্ ।
প্রাধ্মাপয়ত ভূতানাং ত্রাসনং বলিনামপি ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

গৃহীতমিতি। ত্রিপুরঘ্নেন শিবেন। বিনিকৃন্তনমিত্যার্ষত্বাদ্যুটি নকারাগমঃ ॥২০॥

তদিতি। ননর্দ্দ জগর্জ্জ। সচরাচরান্ স্থাবরজঙ্গমসহিতান্ ॥২১॥

তস্যেতি। মহামেঘৌঘস্য নিস্বনং তৎসদৃশম্। উৎপেততুঃ স্বস্বস্থানাদুত্তস্থতুঃ ॥২২॥

তাবিতি। আপতন্তৌ আগচ্ছন্তৌ। শক্তিম্ অস্ত্রবিশেষম্। আগ্নের্দায়াদঃ পুত্রঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ। উপশ্লিষ্টং সন্নিহিতম্, কুক্কুটং পক্ষিবিশেষম্ ॥২৩—২৪॥

পূর্ব্বকালে মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়া অসুরনাশক যে ধনু রাখিয়া দিয়াছিলেন, সেই বিশাল ও লোমহর্ষণ ধনু সেই বালক ধারণ করিল ॥২০॥

সেই বলবান্ বালক সেই শ্রেষ্ঠ ধনু ধারণ করিয়া স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থের সহিত এই ত্রিভুবনটাকেই যেন সম্মোহন করিতে থাকিয়া গর্জ্জন করিতে থাকিল ॥২১॥

মহামেঘগর্জ্জনের ন্যায় স্কন্দের সেই গর্জ্জন শুনিয়া মহাহস্তী চিত্র ও ঐরাবত আপন আপন স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিল ॥২২॥

সেই হাতী দুইটা আসিতেছে দেখিয়া সূর্য্যতুল্য তেজস্বী অগ্নিপুত্র মহাবাহু স্কন্দ দুই হাতে সেই হাতী দুইটাকে, অপর হাতে শক্তি অস্ত্র এবং অন্য হাতে বিশাল দেহ, মহাবল ও তাম্রবর্ণচূড়াযুক্ত একটা নিকটবর্ত্তী কুক্কুটপক্ষীকে ধারণ করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন ও ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥২৩—২৪॥

দ্বাভ্যাং ভুজাভ্যামাকাশং বহুশোঽভিজঘান হ।
ক্রীড়ন্ ভাতি মহাসেনস্ত্রীল্লোঁকান্ বদনৈঃ পিবন্ ॥২৬॥
পর্ব্বতাগ্রেঽপ্রমেয়াত্মা রশ্মিবানুদয়ে যথা।
স তস্য পর্ব্বতস্যাগ্রে নিষণ্ণোঽদ্ভুতবিক্রমঃ ॥২৭॥
ব্যলোকয়দমেয়াত্মা মুখৈর্নানাবিধৈর্দিশঃ।
স পশ্যন্ বিবিধান্ ভাবাংশ্চকার নিনদং পুনঃ ॥২৮॥
তস্য তং নিনদং শ্রুত্বা ন্যপতন্ বহুধা জনাঃ।
ভীতাশ্চোদ্বিগ্নমনসস্তমেব শরণং যযুঃ ॥২৯॥
যে তু তং সংশ্রিতা দেবং নানাবর্ণাস্তদা জনাঃ।
তানস্যাহুঃ পারিষদান্ ব্রাহ্মণাঃ সুমহাবলান্ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

দ্বাভ্যামিতি। বলবান্ দেবপ্রভাবাদুপচিতদেহতয়া ক্রমেণ মহাবলীভূতঃ স্কন্দঃ ॥২৫॥
দ্বাভ্যামিতি। আকাশম্ আকাশস্থাং শৈলভিত্তিম্। পিবন্নিব ॥২৬॥
পর্ব্বতেতি। রশ্মিবান্ সূর্য্যঃ, মোপধত্বাদ্বন্তঃ। উদয়ে উদয়াখ্যে। নিষণ্ণঃ স্থিতঃ ॥২৭॥
ব্যলোকয়দিতি। নানাবিধৈর্নানাবিধভঙ্গীযুক্তৈঃ। ভাবান্ পদার্থান্ ॥২৮॥
তস্যেতি। ন্যপতন্ আগচ্ছন্। উদ্বিগ্নমনসঃ অস্থিরচিত্তাঃ ॥২৯॥
য ইতি। জনা দেবযোনয় এব ॥৩০॥

বলবান্ স্কন্দ দুই হস্তদ্বারা একটা উত্তম শঙ্খ ধারণ করিয়া বলবান্ প্রাণিগণেরও ভয়জনক শব্দ করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

এবং দুই হস্তদ্বারা আকাশস্থ পর্ব্বতভিত্তিতে বহুবার আঘাত করিলেন; পরে মুখদ্বারা ত্রিভুবনই যেন পান করিতে থাকিয়া খেলা করতঃ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৬॥

অচিন্তনীয় স্বভাব সূর্য্য যেমন উদয়পর্ব্বতের উপরে অবস্থান করেন, তেমন অদ্ভুতবিক্রম স্কন্দ সেই কৈলাসপর্ব্বতের উপরে উপবেশন করিলেন ॥২৭॥

অচিন্তনীয় স্বভাব স্কন্দ মুখদ্বারা নানাবিধ ভঙ্গীতে সমস্ত দিক্ দর্শন করিলেন এবং নানাবিধ পদার্থ দেখিতে থাকিয়া আবার গর্জ্জন করিলেন ॥২৮॥

তাঁহার সেই গর্জ্জন শুনিয়া নানাবিধ লোক উপস্থিত হইল এবং ভীত ও অস্থির-চিত্ত হইয়া স্কন্দেরই শরণাপন্ন হইল ॥২৯॥

তখন নানাবর্ণের যে সকল লোক স্কন্দদেবের আশ্রয় লইয়াছিল, সেই অতি-মহাবল লোকদিগকে ব্রাহ্মণেরা তাঁহারই পারিষদ বলিয়া থাকেন ॥৩০॥

(২৭)…রশ্মিমানুদয়ে যথা—বা ব কা নি। (৩০)…ব্রাহ্মণান্ সুমহাবলান্—বা ব কা।

স তূত্থায় মহাবাহুরুপসান্ত্ব্য চ তান্ জনান্।
ধনুর্বিকৃষ্য ব্যসৃজদ্বাণান্ শ্বেতে মহাগিরৌ ॥৩১॥
বিভেদ স শরৈঃ শৈলং ক্রৌঞ্চং হিমবতঃ সুতম্।
তেন হংসাশ্চ গৃধ্রাশ্চ মেরুং গচ্ছন্তি পর্ব্বতম্ ॥৩২॥
স বিশীর্ণোঽপতচ্ছৈলো ভৃশমার্ত্তস্বরান্ রুবন্।
তস্মিন্ নিপতিতে ত্বন্যে নেদুঃ শৈলা ভৃশং তদা ॥৩৩॥
স তং নাদং ভৃশার্ত্তানাং শ্রুত্বাপি বলিনাং বরঃ।
ন প্রাব্যথদমেয়াত্মা শক্তিমুদ্যম্য চানদৎ ॥৩৪॥
সা তদা বিমলা শক্তিঃ ক্ষিপ্তা তেন মহাত্মনা।
বিভেদ শিখরং ঘোরং শ্বেতস্য তরসা গিরেঃ ॥৩৫॥
স তেনাভিহতো দীর্ণো গিরিঃ শ্বেতোঽচলৈঃ সহ।
উৎপপাত মহীং ত্যক্ত্বা ভীতঃ স সুমহাত্মনঃ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। উপসান্ত্ব্য আশ্বাস্য। শ্বেতে কৈলাসাখ্যে তিষ্ঠন্নেব ॥৩১॥
বিভেদেতি। বিভেদ বিদারয়ামাস। তেন রন্ধ্রেণ ॥৩২॥
স ইতি। স শৈলঃ ক্রৌঞ্চঃ। রুবন্ কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। নেদুঃ নাদং চক্রুঃ ॥৩৩॥
স ইতি। স স্কন্দঃ। অমেয়াত্মা অজ্ঞেয়স্বভাবঃ, উদ্যম্য উত্তোল্য ॥৩৪॥
সেতি। শিখরং শৃঙ্গম্, তরসা বেগেন ॥৩৫॥

তার পর, মহাবাহু স্কন্দ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সেই লোকগুলিকে আশ্বস্ত করিয়া মহাপর্ব্বত কৈলাসে থাকিয়াই ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক বহুতর বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥৩১॥

ক্রমে তিনি সেই বাণসমূহদ্বারা হিমালয়ের পুত্র ক্রৌঞ্চপর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিলেন; সেই রন্ধ্র দিয়াই হংসগণ ও গৃধ্রগণ সুমেরুপর্ব্বতে যাইয়া থাকে ॥৩২॥

ক্রৌঞ্চপর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া অত্যন্ত আর্ত্তনাদ করিয়া নিপতিত হইল। ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বত নিপতিত হইলে, অন্যান্য পর্ব্বতও গুরুতর আর্ত্তনাদ করিল ॥৩৩॥

বলিশ্রেষ্ঠ ও অনির্ব্বচনীয়স্বভাব স্কন্দ অত্যন্ত পীড়িতগণের আর্ত্তনাদ শুনিয়াও ব্যথিত হইলেন না, বরং শক্তি উত্তোলন করিয়া গর্জ্জনই করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥

মহাত্মা স্কন্দ সেই নির্ম্মল শক্তি নিক্ষেপ করিলেন; তখন সেই শক্তি যাইয়া বেগে কৈলাসপর্ব্বতের ভয়ঙ্কর শৃঙ্গ ভেদ করিল ॥৩৫॥

স্কন্দকর্ত্তৃক আহত ও বিদীর্ণ কৈলাসপর্ব্বত স্কন্দ হইতে ভীত হইয়া অন্যান্য পর্ব্বতের সহিত পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া উপরে উঠিল ॥৩৬॥

ততঃ প্রব্যথিতা ভূমির্ব্যশীর্য্যত সমন্ততঃ।
আর্ত্তা স্কন্দং সমাসাদ্য পুনর্বলবতী বভৌ ॥৩৭॥
পর্ব্বতাশ্চ নমস্কৃত্য তমেব পৃথিবীং গতাঃ।
অথৈনমভজল্লোকঃ স্কন্দং শুক্লস্য পঞ্চমীম্ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং স্কন্দোৎপত্তৌ সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তস্মিন্ জাতে মহাসত্ত্বে মহাসেনে মহাবলে।
সমুত্তস্থুর্মহোৎপাতা ঘোররূপাঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। অচলৈঃ অপরৈর্গিরিভিঃ। উৎপপাত উত্তস্থৌ ॥৩৬॥

তত ইতি। ব্যশীর্য্যত গিরীণামুৎপতনাদিতি ভাবঃ। বলবতী স্কন্দবরাদেব ॥৩৭॥

পর্ব্বতা ইতি। তং স্কন্দম্। শুক্লস্য পক্ষস্য, পঞ্চমীং প্রাপ্যেতি শেষঃ ॥৩৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তস্মিন্নিতি। মহাসত্ত্বে মহাধ্যবসায়ে, মহাসেনে তদাখ্যে স্কন্দে ॥১॥

তাহার পর পৃথিবী সকল দিকে বিশীর্ণ ও ব্যথিত হইয়া আর্ত্তভাবেই স্কন্দের নিকট যাইয়া পুনরায় তাঁহার বরে সবল হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩৭॥

এবং পর্ব্বতগুলিও স্কন্দকে নমস্কার করিয়াই ভূতলে গমন করিল। তাহার পর, বহুতর লোক আসিয়া শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে স্কন্দের সেবা করিল" ॥৩৮॥

—:*:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"অত্যন্ত বল ও অধ্যবসায়শালী স্কন্দ জন্মিলে পর নানাবিধ ভয়ঙ্কর মহোৎপাত উপস্থিত হইল ॥১॥

---

* '...ত্রিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

স্ত্রীপুংসোর্বিপরীতঞ্চ তথা দ্বন্দ্বানি যানি চ।
গ্রহা দীপ্তা দিশঃ খঞ্চ ররাস চ মহী ভৃশম্ ॥২॥
ঋষয়শ্চ মহাঘোরান্ দৃষ্ট্বোৎপাতান্ সমন্ততঃ।
অকুর্ব্বন্ শান্তিমুদ্বিগ্না লোকানাং লোকভাবনাঃ ॥৩॥
নিবসন্তি বনে যে তু তস্মিংশ্চৈত্ররথে জনাঃ।
তেঽব্রুবন্নেষ নোঽনর্থঃ পাবকেনাহিতো মহান্।
সঙ্গম্য ষড়্ভিঃ পত্নীভিঃ সপ্তর্ষীণামিতি স্ম হ ॥৪॥
অপরে গরুড়ীমাহুস্তয়াঽনর্থোঽয়মাহৃতঃ।
যৈর্দৃষ্টা সা তদা দেবী তস্যা রূপেণ গচ্ছতী।
ন তু তৎ স্বাহয়া কর্ম্ম কৃতং জানাতি বৈ জনঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

স্ত্রীতি। যানি দ্বন্দ্বানি রাত্রিদিবসাদীনাং শীতগ্রীষ্মাদীনি তেষাং স্ত্রীপুংসোশ্চ বিপরীতং স্বভাববৈপরীত্যং জাতম্। স্ত্রিয়ঃ খরাঃ, পুরুষাশ্চ কোমলাঃ, রাত্রৌ গ্রীষ্মঃ, দিবসে চ শীতমিত্যাদি। দীপ্তাঃ প্রজ্বলিতাঃ, খমাকাশঞ্চ দীপ্তম্, ররাস জগর্জ্জ ॥২॥

ঋষয় ইতি। অকুর্ব্বন্ হোমাদিকর্ম্মণা। লোকভাবনা লোকানাং শুভকরাঃ ॥৩॥

নিবসন্তীতি। নঃ অস্মাকম্। পাবকেন অগ্নিনা, আহিতঃ কৃতঃ। ষড়্ভিঃ অরুন্ধতীং বিনা। স্বাহায়া অপরষড়্ঋষিপত্নীরূপেণ দর্শনাদিতি ভাবঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪॥

অপর ইতি। আহুর্নিনিন্দুঃ। সা স্বাহা। তস্যা গরুড্যাঃ, গচ্ছতী গচ্ছন্তী। জনঃ সঃ অপরজনবর্গঃ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫॥

স্ত্রী ও পুরুষের স্বভাব বিপরীত হইল; শীত ও গ্রীষ্মপ্রভৃতি অবস্থার বৈপরীত্য দেখা দিল; গ্রহগণ, দিক্‌সকল ও আকাশ জ্বলিতে লাগিল এবং পৃথিবী মহাগর্জ্জন করিতে থাকিল ॥২॥

তখন জগতের মঙ্গলকারী ঋষিরা সকল দিকেই অতিদারুণ উৎপাত দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া জগতের শান্তি বিধান করিতে লাগিলেন ॥৩॥

সেই চৈত্ররথবনে যে সকল লোক বাস করিত, তাহারা বলিতে লাগিল যে, অগ্নিদেব সপ্তর্ষিগণের ছয়টী পত্নীর সহিত সঙ্গম করিয়া আমাদের এই অনর্থ আনয়ন করিয়াছেন ॥৪॥

যাহারা তখন স্বাহাদেবীকে গরুড়ীর রূপ ধারণ করিয়া যাইতে দেখিয়াছিল, তাহারা গরুড়ীকেই নিন্দা করিতে লাগিল যে, গরুড়ীই এই অনর্থ আনয়ন করিয়াছে। কারণ, তাহারা জানিত না যে, স্বাহাদেবী সেই কার্য্য করিয়াছেন ॥৫॥

সুপর্ণী তু বচঃ শ্রুত্বা মমায়ং তনয়স্ত্বিতি।
উপগম্য শনৈঃ স্কন্দমাহাহং জননী তব ॥৬॥
অথ সপ্তর্ষয়ঃ শ্রুত্বা জাতং পুত্রং মহৌজসম্।
তত্যজুঃ ষট্ তদা পত্নীর্বিনা দেবীমরুন্ধতীম্।
ষড়্ভিরেব তদা জাতমাহুস্তদ্বনবাসিনঃ ॥৭॥
সপ্তর্ষীনাহ চ স্বাহা মম পুত্রোঽয়মিত্যুত।
অহং জানে নৈতদেবমিতি রাজন্! পুনঃ পুনঃ ॥৮॥
বিশ্বামিত্রস্তু কৃত্বেষ্টিং সপ্তর্ষীণাং মহামুনিঃ।
পাবকং কামসন্তপ্তমদৃষ্টঃ পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।
তত্তেন নিখিলং সর্ব্বমববুদ্ধং যথাতথম্ ॥৯॥
বিশ্বামিত্রস্তু প্রথমং কুমারং শরণং গতঃ।
স্তবং দিব্যং সম্প্রচক্রে মহাসেনস্য চাপি সঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

সুপর্ণীতি। সুপর্ণী বাস্তবিকী গরুড়ী। বচঃ—তেষামপরজনানাম্ ॥৬॥

অথেতি। জাতং ষড়্ভিরাত্মপত্নীভিরেব করণৈরুৎপন্নম্। অথ কুতঃ শ্রুত্বেত্যাহ—ষড়্ভিরিতি। অহো! নিতান্তপ্রাকৃতবদ্ব্যবহারোঽয়ং সপ্তর্ষীণাম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭॥

সপ্তেতি। ঈদৃশং স্বাহাবাক্যং সপ্তর্ষয়ো ন বিশ্বস্থুরিতি ভাবঃ ॥৮॥

বিশ্বেতি। ইষ্টিং যাগম্। অদৃষ্টঃ পাবকেনালক্ষিতঃ, পৃষ্ঠতঃ পাবকস্যৈব। তেন বিশ্বামিত্রেণ, নিখিলম্ অপ্রতিবন্ধম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৯॥

এইরূপ বাক্য শুনিয়া এবং 'এটী আমার পুত্র' এইরূপ ধারণা করিয়া গরুড়ী ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়া স্কন্দকে বলিল যে, "আমি তোমার জননী" ॥৬॥

তাহার পর আপনাদের ছয় পত্নীদ্বারাই সেই মহাতেজা পুত্র জন্মিয়াছে ইহা শুনিয়া সপ্তর্ষিরা অরুন্ধতী ব্যতীত অবশিষ্ট ছয় পত্নীকেই ত্যাগ করিলেন। কারণ, সেই বনবাসীরা তাঁহাদের নিকট বলিয়াছিল যে, "আপনাদের ছয় পত্নীদ্বারাই এই পুত্র জন্মিয়াছে" ॥৭॥

রাজা! স্বাহাদেবী কিন্তু সপ্তর্ষিদের নিকট ইহা বার বার বলিয়াছিলেন যে, "এটী আমারই পুত্র; কিন্তু আপনারা যেরূপ শুনিয়াছেন, এঘটনা সেরূপ নহে" ॥৮॥

তৎকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র সপ্তর্ষিগণের যাগ সমাপ্ত করিয়া অলক্ষিতভাবে কাম-সন্তপ্ত অগ্নিদেবের পিছনে পিছনে বনে গিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি অবাধে ও যথাযথভাবে সমস্ত ঘটনা দেখিয়াছিলেন ॥৯॥

মঙ্গলানি চ সর্ব্বাণি কৌমারাণি ত্রয়োদশ।
জাতকর্ম্মাদিকাস্তস্য ক্রিয়াশ্চক্রে মহামুনিঃ ॥১১॥
ষড়্বক্ত্রস্য তু মাহাত্ম্যং কুক্কুটস্য তু সাধনম্।
শক্ত্যা দেব্যাঃ সাধনঞ্চ তথা পরিষদামপি ॥১২॥
বিশ্বামিত্রশ্চকারৈতৎ কর্ম্ম লোকহিতায় বৈ।
তস্মাদৃষিঃ কুমারস্য বিশ্বামিত্রোঽভবৎ প্রিয়ঃ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
অন্বজানাচ্চ স্বাহায়া রূপান্যত্বং মহামুনিঃ।
অব্রবীচ্চ মুনীন্ সর্ব্বান্ নাপরাধ্যন্তি বৈ স্ত্রিয়ঃ।
শ্রুত্বা তু তত্ত্বতস্তস্মাত্তে পত্নীঃ সর্ব্বতোঽত্যজন্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

বিশ্বেতি। প্রথমম্ ঋষিমধ্যে। মহাসেনস্য স্কন্দস্য ॥১০॥

মঙ্গলানীতি। কৌমারাণি কুমারসম্বন্ধীনি, ত্রয়োদশ রক্ষালতাবন্ধনাদীনি ॥১১॥

ষড়িতি। ষড়্বক্ত্রস্য স্কন্দস্য, মাহাত্ম্যং ক্রৌঞ্চভেদনাদিকম্, কুক্কুটস্য পক্ষিণঃ সাধনং ধারণম্, দেব্যা দেবীবৎ প্রভাববত্যাঃ শক্ত্যাঃ শক্ত্যস্ত্রস্য সাধনমায়ত্তীকরণম্, পরিষদাং প্রাগুক্তানাং পারিষদানাং সাধনমপি চ, এতৎ কর্ম্ম তত্তৎপ্রকাশমিত্যর্থঃ ॥১২—১৩॥

অন্বিতি। মহামুনির্বিশ্বামিত্রঃ, অনু—অলক্ষিতভাবেনাগ্নেঃ পৃষ্ঠতো বনে গমনানন্তরম্, স্বাহায়া রূপান্যত্বং ষড়্ঋষিপত্নীরূপত্বম্, অজানাৎ প্রত্যক্ষমেব দৃষ্টবান্। শ্রুত্বা তু শ্রুত্বাপি। অত্যজন্, বিশ্বামিত্রবাক্যাবিশ্বাসাদিতি ভাবঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্মিন্নিতি ॥১॥ বিপরীতং বৈরম্, দ্বন্দ্বান্যতিশীতাত্যুষ্ণাদীনি ॥২—১০॥ জাতকর্ম্মাদিকা বিবাহাৎ প্রাচীনাস্ত্রয়োদশ ক্রিয়াঃ ॥১১—১৩॥ শ্রুত্বা তু শ্রুত্বাঽপি, সর্ব্বতো লোকাপবাদ-ভয়াদ্রামবৎ পত্নীস্ত্যক্তবন্ত ইত্যর্থঃ ॥১৪—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৮॥

পরে বিশ্বামিত্র সকলের আগে স্কন্দের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার দিব্য স্তব করিলেন ॥১০॥

আর, মহর্ষি বিশ্বামিত্রই স্কন্দের ত্রয়োদশপ্রকার মঙ্গলকার্য্য সমস্ত এবং জাত-কর্ম্মাদি সকল ক্রিয়া করিলেন ॥১১॥

স্কন্দের মাহাত্ম্য, কুক্কুটধারণ, শক্তি অস্ত্র গ্রহণ এবং পারিষাদপ্রাপ্তি—এই সমস্ত কার্য্যের প্রচারই লোকহিতের জন্য বিশ্বামিত্র করিয়াছিলেন। এই জন্যই বিশ্বামিত্র-মুনি স্কন্দের প্রিয় হইয়াছিলেন ॥১২—১৩॥

---

(১২)…তথা পারিষদামপি—বা ব কা নি। (১৪)…সর্ব্বতোঽভজন্—পি, ইতঃপরম্ 'মার্কণ্ডেয় উবাচ'—বা ব কা নি।

স্কন্দং শ্রুত্বা তদা দেবা বাসবং সহিতাঽব্রুবন্।
অবিষহ্যবলং স্কন্দং জহি শক্রাশু মা চিরম্ ॥১৫॥
যদি বা ন নিহংস্যেনং দেবেন্দ্রোঽয়ং ভবিষ্যতি।
ত্রৈলোক্যং সন্নিগৃহ্যাস্মাংস্ত্বাঞ্চ শক্র! মহাবলঃ ॥১৬॥
স তানুবাচ ব্যথিতো বালোঽয়ং সুমহাবলঃ।
স্রষ্টারমপি লোকানাং যুধি বিক্রম্য নাশয়েৎ।
ন বালমুৎসহে হন্তুমিতি শক্রঃ প্রভাষতে ॥১৭॥
তেঽব্রুবন্ নাস্তি তে বীর্য্যং যত এবং প্রভাষসে।
সর্ব্বাস্ত্বদ্যাভিগচ্ছন্তু স্কন্দং লোকস্য মাতরঃ ॥১৮॥
কামবীর্য্যা ঘ্নন্তু চৈনং তথেত্যুক্ত্বা চ তা যযুঃ।
তমপ্রতিবলং দৃষ্ট্বা বিষণ্ণবদনাস্তু তাঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

স্কন্দমিতি। সহিতাঽব্রুবন্নিতি বিসর্গলোপেঽপি পুনঃ সন্ধিরার্ষঃ ॥১৫॥
যদীতি। দেবেন্দ্রো দেবরাজঃ। সন্নিগৃহ্য দময়িত্বা পরাজিত্যেত্যর্থঃ ॥১৬॥
স ইতি। স শক্রঃ। উৎসহে ইচ্ছামি। প্রভাষতে স্ম। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥

অগ্নিদেবের সহিত সঙ্গমের সময়ে স্বাহাদেবী যে অরুন্ধতী ব্যতীত অপর সপ্তর্ষি-পত্নীদের প্রত্যেকের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বামিত্র প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি সপ্তর্ষিগণকে বলিলেন—"আপনাদের ভার্য্যারা অপরাধিনী নহেন"। তখন ঋষিরা বিশ্বামিত্রের নিকট যথার্থ ঘটনা শুনিয়াও তাহা বিশ্বাস না করিয়া সর্ব্বপ্রকারেই পত্নীগণকে পরিত্যাগ করিলেন ॥১৪॥

এদিকে দেবতারা স্কন্দের বৃত্তান্ত শুনিয়া সম্মিলিত হইয়া যাইয়া দেবরাজকে বলিলেন—"দেবরাজ! স্কন্দের বল অসহ্য হইবে; সুতরাং আপনি উহাকে সত্বর বধ করুন, বিলম্ব করিবেন না ॥১৫॥

আপনি যদি ইহাকে বধ না করেন, তবে এই মহাবল বালক ত্রিভুবনকে, আমাদিগকে এবং আপনাকে পরাজয় করিয়া দেবরাজ হইবে" ॥১৬॥

তখন দেবরাজ দুঃখিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—"দেবগণ! অত্যন্ত বলশালী এই বালক যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিয়া ত্রিভুবনের সৃষ্টিকর্ত্তাকেও বিনাশ করিতে পারে; অতএব আমি এই বালককে বধ করিতে ইচ্ছা করি না"। ইন্দ্র এই কথা বলিয়াছিলেন ॥১৭॥

তখন দেবতারা বলিলেন—"দেবরাজ! আপনার শক্তিই নাই; যেহেতু আপনি এইরূপ বলিতেছেন। (সে যাহা হউক.) আজ ইচ্ছানুরূপ বল-

অশক্যোঽয়ং বিচিন্ত্যৈবং তমেব শরণং যযুঃ।
ঊচুশ্চৈনং ত্বমস্মাকং পুত্রো ভব মহাবল ! ॥২০॥ (বিশেষকম্)
অভিনন্দস্ব নঃ সর্ব্বাঃ প্রস্নুতাঃ স্নেহবিক্লবাঃ।
তাসাং তদ্বচনং শ্রুত্বা পাতুকামঃ স্তনান্ প্রভুঃ ॥২১॥
তাঃ সম্পূজ্য মহাসেনঃ কামাংশ্চাসাং প্রদায় সঃ।
অপশ্যদগ্নিমায়ান্তং পিতরং বলিনাং বলী ॥২২॥ (যুগ্মকম্)
স তু সম্পূজিতস্তেন সহ মাতৃগণেন হ।
পরিবার্য্য মহাসেনং রক্ষমাণঃ স্থিতঃ শিবঃ ॥২৩॥
সর্ব্বাসাং যা তু মাতৃণাং নারী ক্রোধসমুদ্ভবা।
ধাত্রী স্বপুত্রবৎ স্কন্দং শূলহস্তাঽভ্যরক্ষত ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। তে দেবাঃ। তা মাতরঃ, যযুঃ স্কন্দসমীপম্। তং স্কন্দম্ ॥১৮—২০॥
অভীতি। প্রস্নুতাঃ ক্ষরদ্দুগ্ধাঃ। কামান্ অঙ্কারোহণাদীন্ ॥২১—২২॥
স ইতি। সোঽগ্নিঃ, তেন স্কন্দেন। পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য, শিবো মঙ্গলকরঃ ॥২৩॥
সর্ব্বাসামিতি। ক্রোধসমুদ্ভবা নাম। ধাত্রী উপমাতা ॥২৪॥

শালিনী লোকমাতারা সকলে স্কন্দের নিকট গমন করুন এবং উহাকে বধ করুন"। তাহার পর লোকমাতারা 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া স্কন্দের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অধিক বল দেখিয়া বিষণ্ণবদনা হইলেন, আর 'ইহাকে বধ করা আমাদের শক্তিসাধ্য নহে' এইরূপ চিন্তা করিয়া স্কন্দেরই শরণাপন্ন হইলেন এবং উঁহাকে বলিলেন—"মহাবল বালক! তুমি আমাদের পুত্র হও ॥১৮—২০॥

আর আমাদের স্তন্য দুগ্ধ নিঃসৃত হইতেছে এবং আমরা স্নেহে আকুল হইয়াছি; সুতরাং তুমি আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে আনন্দিত কর"। তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া প্রভাবশালী ও বলিশ্রেষ্ঠ স্কন্দ তাঁহাদের স্তন্য পান করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদের আদর ও অভীষ্ট সম্পাদনপূর্ব্বক পিতা অগ্নিদেবকে আসিতে দেখিলেন ॥২১—২২॥

তখন স্কন্দ অগ্নিদেবকে নমস্কার করিয়া সম্মানিত করিলেন; পরে মঙ্গলকারী অগ্নিদেব মাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া পরিবেষ্টনপূর্ব্বক স্কন্দকে রক্ষা করিতে থাকিলেন ॥২৩॥

মাতৃগণের মধ্যে যে নারীর নাম ছিল—'ক্রোধসমুদ্ভবা', তিনি শূল ধারণ করিয়া—ধাত্রী যেমন আপন পুত্রকে রক্ষা করে, সেইরূপ স্কন্দকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

লোহিতস্যোদধেঃ কন্যা ক্রূরা লোহিতভোজনা।
পরিষ্বজ্য মহাসেনং পুত্রবৎ পর্য্যরক্ষত ॥২৫॥
অগ্নির্ভূত্বা নৈগমেয়শ্ছাগবক্ত্রো বহুপ্রজঃ।
রময়ামাস শৈলস্থং বালং ক্রীড়নকৈরিব ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়-সমাস্যায়াং স্কন্দোৎপত্তৌ অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

উননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

গ্রহাঃ সোপগ্রহাশ্চৈব ঋষয়ো মাতরস্তথা।
হুতাশনমুখাশ্চৈব দীপ্তাঃ পরিষদাং গণাঃ ॥১॥
এতে চান্যে চ বহবো ঘোরাস্ত্রিদিববাসিনঃ।
পরিবার্য্য মহাসেনং স্থিতা মাতৃগণৈঃ সহ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

লোহিতস্যেতি। লোহিতস্য তদাখ্যস্য, লোহিতভোজনা রক্তপায়িনী ॥২৫॥

অগ্নিরিতি। ছাগবক্ত্রঃ, বহুপ্রজঃ বহুসন্তানশ্চ, অগ্নির্দেবঃ, নৈগমেয়ো নাগরিক ইব ভূত্বা, ক্রীড়নকৈঃ খেলাসামগ্রীভিঃ পুত্তলিকাদিভিঃ, শৈলস্থং বালং স্কন্দম্, রময়ামাস আমোদয়ামাস। "নাগরো বণিক্। নৈগমৌ দ্বৌ" ইত্যমরঃ ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়-সমাস্যায়ামষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

গ্রহা ইতি। হুতাশনমুখা অগ্নিপ্রভৃতয়ঃ। মহাসেনং স্কন্দম ॥১—২॥

লোহিতসাগরকন্যা ক্রোধসমুদ্ভবা ক্রূরস্বভাবা এবং রক্তপায়িনী হইয়াও পুত্রের ন্যায় স্কন্দকে আলিঙ্গন করিয়া রক্ষা করিতে থাকিলেন ॥২৫॥

আর, ছাগমুখ ও বহুসন্তানশালী অগ্নিদেব নাগরিকের ন্যায় হইয়া খেলার সামগ্রী দ্বারা পর্ব্বতের উপরেই বালক স্কন্দকে আমোদিত করিতে লাগিলেন" ॥২৬॥

—:*:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"গ্রহগণ, উপগ্রহগণ, ঋষিগণ, মাতৃগণ এবং অগ্নিদেবকে

---

* '...একবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'— পি, '...পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, নি অধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি।

সন্দিগ্ধং বিজয়ং দৃষ্ট্বা বিজয়েপ্সুঃ সুরেশ্বরঃ।
আরুহ্যৈরাবতং স্কন্দং প্রযযৌ দৈবতৈঃ সহ ॥৩॥
আদায় বজ্রং বলবান্ সর্ব্বৈর্দেবগণৈর্বৃতঃ।
বিজিঘাংসুর্মহাসেনমিন্দ্রস্তূর্ণতরং যযৌ ॥৪॥
প্রবরাম্বরসংবীতং শ্রিয়া জুষ্টমলঙ্কৃতম্।
বিজিঘাংসুং তমায়ান্তং কুমারঃ শক্রমন্বয়াৎ ॥৫॥
বিনদন্ পথি দেবেশো দ্রুতং যাতি মহাবলঃ।
সংহর্ষয়ন্ দেবসেনাং জিঘাংসুঃ পাবকাত্মজম্ ॥৬॥
সম্পূজ্যমানস্ত্রিদশৈস্তথৈব পরমর্ষিভিঃ।
সমীপমথ সম্প্রাপ্তঃ কার্ত্তিকেয়স্য বাসবঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

সন্দিগ্ধমিতি। বিজয়েপ্সুঃ—পূর্ব্বং বাঞ্ছিতমপি স্কন্দং দেবগণপ্ররোচনাদ্বিজিগীষুঃ সুরেশ্বরঃ, স্কন্দস্য বিজয়ম্, সন্দিগ্ধম্ অগ্নিপ্রভৃতিভিঃ পরিরক্ষণাৎ সংশয়াপন্নম্, দৃষ্ট্বা সম্ভাব্য, ঐরাবতমারুহ্য, দৈবতৈঃ সহ, স্কন্দং তৎসমীপং প্রযযৌ ॥৩॥

আদায়েতি। মহাসেনং স্কন্দম্ ॥৪॥

প্রবরেতি। প্রবরাম্বরসংবীতং পরিহিতোত্তমবস্ত্রম্। অন্বয়াৎ অবগতবান্ ॥৫॥

বিনদন্নিতি। যাতি স্ম। পাবকাত্মজং স্কন্দম্ ॥৬॥

অগ্রবর্ত্তী করিয়া তাঁহার উজ্জ্বলাকৃতি পারিষদগণ, ইঁহারা এবং ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অন্যান্য বহুতর স্বর্গবাসীরা মাতৃগণের সহিত স্কন্দকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছিলেন ॥১—২॥

অতএব বিজয়ার্থী দেবরাজ স্কন্দকে জয় করা সন্দেহের বিষয় মনে করিয়া ঐরাবতহস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক দেবগণের সহিত স্কন্দের নিকটে প্রস্থান করিলেন ॥৩॥

বলবান্ ইন্দ্র বজ্র ধারণ করিয়া সমস্ত দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্কন্দকে বধ করিবার ইচ্ছায় অতি দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন ॥৪॥

উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং অলঙ্কৃত ও শোভাযুক্ত হইয়া জিঘাংসু দেবরাজ আসিতেছেন, ইহা স্কন্দ বুঝিতে পারিলেন ॥৫॥

মহাবল দেবরাজ স্কন্দকে বধ করিবার ইচ্ছায় পথে সিংহনাদ করতঃ দেবসৈন্য-গণকে আনন্দিত করিতে থাকিয়া দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন ॥৬॥

---

(৪) শ্লোকাৎ পরম্ 'উগ্রং তচ্চ মহানাদং দেবানীকং মহাপ্রভম্। বিচিত্রধ্বজসন্নাহং নানাবাহনকার্ম্মুকম্॥' ইতি শ্লোকোঽধিকঃ—বা ব কা পি। (৬) বিনদন্ পার্থ! দেবেশঃ—বা ব কা।

সিংহনাদং ততশ্চক্রে দেবেশঃ সহিতঃ সুরৈঃ।
গুহোঽপি শব্দং তং শ্রুত্বা ব্যনদৎ সাগরো যথা ॥৮॥
তস্য শব্দেন মহতা সমুদ্ধূতোদধিপ্রভম্।
বভ্রাম তত্র তত্রৈব দেবসৈন্যমচেতনম্ ॥৯॥
জিঘাংসূনুপসংপ্রাপ্তান্ দেবান্ দৃষ্ট্বা স পাবকিঃ।
বিসসর্জ্জ মুখাৎ ক্রুদ্ধঃ প্রবৃদ্ধাঃ পাবকার্চ্চিষঃ।
অদহদ্দেবসৈন্যানি বেপমানানি ভূতলে ॥১০॥
তে প্রদীপ্তশিরোদেহাঃ প্রদীপ্তায়ুধবাহনাঃ।
প্রচ্যুতাঃ সহসা ভান্তি ব্যস্তাস্তারাগণা ইব ॥১১॥
দহ্যমানাঃ প্রপন্নাস্তে শরণং পাবকাত্মজম্।
দেবা বজ্রধরং ত্যক্ত্বা ততঃ শান্তিমুপাগতাঃ।
ত্যক্তো দেবৈস্ততঃ স্কন্দে বজ্রং শক্রো ন্যপাতয়ৎ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

সম্পূজ্যেতি। সম্প্রাপ্ত আগতঃ। বাসব ইন্দ্রঃ ॥৭॥
সিংহেতি। দেবেশ ইন্দ্রঃ। গুহোঽপি কার্ত্তিকেয়োঽপি ॥৮॥
তস্যেতি। সমুদ্ধূতোদধিপ্রভম্ উদ্বেলিতসমুদ্রতুল্যম্। অচেতনং তৎপ্রায়ম্ ॥৯॥
জিঘাংসূনিতি। পাবকিঃ স্কন্দঃ। অদহৎ পাবকিরেব। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১০॥
ত ইতি। প্রদীপ্তাঃ প্রজ্বলিতাঃ শিরোদেহা যেষাং তে। প্রচ্যুতাঃ সংঘাৎ ॥১১॥
দহ্যেতি। প্রপন্নাঃ প্রাপ্তাঃ। পাবকাত্মজং স্কন্দম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১২॥

তাহার পর দেবরাজ, দেবগণ ও মহর্ষিগণের নিকট সম্মান লাভ করিতে থাকিয়া কার্ত্তিকের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৭॥

তদনন্তর দেবরাজ দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া সিংহনাদ করিলেন ; কার্ত্তিকও সেই শব্দ শুনিয়া সমুদ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিলেন ॥৮॥

কার্ত্তিকের সেই বিশাল শব্দে দেবসৈন্য অচেতনপ্রায় হইয়া উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় সেই সেই স্থানে ঘুরিত লাগিল ॥৯॥

অগ্নিনন্দন কার্ত্তিক দেবগণকে জিঘাংসুভাবে উপস্থিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মুখ হইতে বিশাল অগ্নিশিখা নিঃসারিত করিলেন এবং তাহা দ্বারা ভূতলে কম্পমান দেবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১০॥

তখন দেবসৈন্যগণের মস্তক, দেহ, অস্ত্র ও বাহন সকল জ্বলিতে লাগিল এবং তাহারা হঠাৎ শ্রেণীভ্রষ্ট হইয়া স্থানচ্যুত নক্ষত্রগণের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিল ॥১১॥

ক্রমে দেবতারা দগ্ধ হইতে থাকিয়া দেবরাজকে পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকের

তদ্বিসৃষ্টং জঘানাশু পার্শ্বং স্কন্দস্য দক্ষিণম্ ।
বিভেদ চ মহারাজ ! পার্শ্বং তস্য মহাত্মনঃ ॥১৩॥
বজ্রপ্রহারাৎ স্কন্দস্য সঞ্জাতঃ পুরুষোঽপরঃ ।
যুবা কাঞ্চনসন্নাহঃ শক্তিধৃগ্ দিব্যকুণ্ডলঃ ।
যদ্বজ্রবিশনাজ্জাতো বিশাখস্তেন সোঽভবৎ ॥১৪॥
সঞ্জাতমপরং দৃষ্ট্বা কালানলসমদ্যুতিম্ ।
ভয়াদিন্দ্রস্তু তং স্কন্দং প্রাঞ্জলিঃ শরণং গতঃ ॥১৫॥
তস্যাভয়ং দদৌ স্কন্দঃ সহসৈন্যস্য সত্তমঃ ।
ততঃ প্রহৃষ্টাস্ত্রিদশা বাদিত্রাণ্যভ্যবাদয়ন্ ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয় সমাস্যায়াং স্কন্দশক্রসমাগমে ঊননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তদিতি। বিসৃষ্টং নিক্ষিপ্তম, তৎ বজ্রং কর্ত্তৃ, জঘান আজঘান ॥১৩॥

বজ্রেতি। স্কন্দস্য দক্ষিণাৎ পার্শ্বাদিতি শেষঃ। কাঞ্চনসন্নাহঃ স্বর্ণময়কবচঃ। বজ্রস্য বিশনাৎ প্রবেশাদাখননাচ্চ বিশাখঃ পৃষোদরাদিত্বান্নিপাতঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥

সঞ্জাতমিতি। কালানলসমদ্যুতিং প্রলয়কালীনবহ্নিবত্তেজস্বিনম্ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

গ্রহা ইতি। উপগ্রহা রাহুপ্রভৃতয়ঃ ॥১—১৩॥ বজ্রস্য বিশনাৎ বাহোরাখননাচ্চ বিশাখ ইত্যর্থঃ ॥১৪—১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৯॥

শরণাপন্ন হইলেন, তাহার পর তাঁহারা শান্তিলাভ করিলেন। তখন দেবরাজ দেবগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কার্ত্তিকের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন ॥১১॥

মহারাজ! ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত সেই বজ্র যাইয়া কার্ত্তিকের দক্ষিণ পার্শ্বে আঘাত করিল এবং সেই মহাত্মার দক্ষিণপার্শ্ব বিদীর্ণই করিল ॥১৩॥

সেই বজ্রপ্রহারে কার্ত্তিকের দক্ষিণপার্শ্ব হইতে অপর একটী যুবা পুরুষ উৎপন্ন হইল; তাহার শরীরে স্বর্ণবর্ম্ম, হস্তে শক্তি ও কর্ণযুগলে দিব্য কুণ্ডল ছিল এবং বজ্রপ্রবেশনিবন্ধন জন্মিয়াছিল বলিয়া সেই পুরুষটীর নাম হইয়াছিল—'বিশাখ' ॥১৪॥

প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় তেজস্বী অপর একটী পুরুষ জন্মিয়াছে দেখিয়া দেবরাজ ভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই কার্ত্তিকের শরণাপন্ন হইলেন ॥১৫॥

---

* '...দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, নি অধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি।

নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স্কন্দপারিষদান্ ঘোরান্ শৃণুষ্বাদ্ভুতদর্শনান্।
বজ্রপ্রহারাৎ স্কন্দস্য জজ্ঞুস্তত্র কুমারকাঃ।
যে হরন্তি শিশূন্ জাতান্ গর্ভস্থাংশ্চৈব দারুণাঃ ॥১॥
বজ্রপ্রহারাৎ কন্যাশ্চ জজ্ঞিরেঽস্য মহাবলাঃ।
কুমারাস্তে বিশাখঞ্চ পিতৃত্বে সমকল্পয়ন্ ॥২॥
স ভূত্বা ভগবান্ সংখ্যে রক্ষংশ্ছাগমুখস্তদা।
বৃতঃ কন্যাগণৈঃ সর্ব্বৈরাত্মীয়ৈঃ সহ পুত্রকৈঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। সৈন্যৈঃ সহেতি সহসৈন্যস্তস্য, সত্তমঃ শরণাগতবাৎসল্যাৎ সৎস্বভাবঃ ॥১৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়-সমাস্যায়ামুননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

স্কন্দেতি। স্কন্দস্য দেহাদিতি শেষঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১॥

বজ্রেতি। বিশাখং স্কন্দমেব, ন পুনস্তজ্জাতং পুরুষম্, ততোঽনুৎপত্তেঃ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

স্কন্দেতি ॥১—১৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯০॥

তখন উত্তমস্বভাব কার্ত্তিক সৈন্যগণের সহিত দেবরাজকে অভয় দান করিলেন। তাহার পর দেবতারা আনন্দিত হইয়া বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন” ॥১৬॥

—:*:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“মহারাজ! আপনি—ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত মূর্ত্তি কার্ত্তিক-পারিষদবর্গের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে কার্ত্তিকের দেহ হইতে তখন বহুতর কুমার জন্মিয়াছিল; যে দারুণপ্রকৃতি কুমারেরা উৎপন্ন ও গর্ভস্থ শিশুদিগকে হরণ করিয়া থাকে ॥১॥

সেই বজ্রপ্রহারে কার্ত্তিকের দেহ হইতে কতকগুলি মহাবল কন্যাও জন্মিয়াছিল। ক্রমে সেই কুমারগণ কার্ত্তিককে পিতৃরূপে কল্পনা করিয়াছিল ॥২॥

মাতৃণাং প্রেক্ষতীনাঞ্চ ভদ্রশাখশ্চ কৌশলঃ।
ততঃ কুমারপিতরং স্কন্দমাহুর্জনা ভুবি ॥৪॥
রুদ্রমগ্নিমুখং স্বাহাং প্রদেশেষু মহাবলম্।
যজন্তি পুত্রকামাশ্চ পুত্রিণশ্চ সদা জনাঃ ॥৫॥
যাস্তাস্ত্বজনয়ৎ কন্যাস্তপো নাম হুতাশনঃ।
কিং করোমীতি তাঃ স্কন্দঃ সম্প্রাপ্তাঃ সমভাষত ॥৬॥

কুমার্য্য ঊচুঃ।

ভবেম সর্ব্বলোকস্য মাতরো বয়মুত্তমাঃ।
প্রসাদাত্তব পূজ্যাশ্চ প্রিয়মেতৎ কুরুষ্ব নঃ ॥৭॥
সোঽব্রবীদ্বাঢ়মিত্যেবং ভবিষ্যধ্বং পৃথগ্বিধাঃ।
অশিবাশ্চ শিবাশ্চৈব পুনঃ পুনরুদারধীঃ।
ততঃ সঙ্কল্প্য পুত্রত্বে স্কন্দং মাতৃগণোঽগমৎ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স স্কন্দঃ, ছাগমুখো ভূত্বা, সংখ্যে যুদ্ধে স্বপক্ষং রক্ষন্ রক্ষিষ্যন্ ॥৩॥

মাতৃণামিতি। কৌশলঃ স্বার্থে অণ্ প্রত্যয়াদ্যুদ্ধনিপুণঃ স্কন্দঃ, প্রেক্ষতীনামাত্মানং পর্য্যবেক্ষমাণানাং মাতৃণামন্তিকে, ভদ্রশাখস্তন্নামাভূৎ। কুমারাণাং স্বজাতানাং পিতরম্ ॥৪॥

রুদ্রমিতি। অগ্নিষু মুখং প্রধানম্, রুদ্রং তদাখ্যমগ্নিম্। প্রদেশেষু ভিত্তিষু ॥৫॥

যা ইতি। সম্প্রাপ্তাঃ স্বান্তিকমাগতাঃ ॥৬॥

ভবেমেতি। মাতরো মাতৃনাম্ন্যঃ। প্রভাবদর্শনাদিয়ং প্রার্থনা ॥৭॥

ভগবান্ কার্ত্তিক ছাগমুখ হইয়া যুদ্ধে পুত্রগণের সহিত আপন পক্ষ রক্ষা করিবেন বলিয়া তখন স্বকীয় কন্যাগণে পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন ॥৩॥

যুদ্ধনিপুণ কার্ত্তিক মাতৃগণের সমক্ষে 'ভদ্রশাখ'-নাম ধারণ করিয়াছিলেন এবং কুমারেরা পিতৃত্বে কল্পনা করিয়াছিল বলিয়া জগতের লোক কার্ত্তিককে 'কুমারপিতা' বলিয়া থাকে ॥৪॥

পুত্রার্থী ও পুত্রবান্ লোকেরা গৃহভিত্তিতে অগ্নিপ্রধান ও মহাবল রুদ্রনামক অগ্নিকে এবং স্বাহাকে পূজা করিয়া থাকে ॥৫॥

'তপ'-নামক অগ্নি যে কন্যাগণকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহারা উপস্থিত হইলে কার্ত্তিক বলিলেন—"আমি আপনাদের কি করিব ?" ॥৬॥

কুমারীগণ বলিল—"দেব! আমরা আপনার অনুগ্রহে সমস্ত জগতের প্রধান মাতা ও পূজনীয়া হইতে চাই ; আপনি আমাদের এই প্রিয় কার্য্য করুন" ॥৭॥

---

(৮) দ্বিতীয়ার্দ্ধাৎ পরম্ '...অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

কাকী চ হলিমা চৈব মালিনী বৃংহিলা তথা।
আর্য্যা পলালা বৈমিত্রা সপ্তৈতাঃ শিশুমাতরঃ ॥৯॥
এতাসাং বীর্য্যসম্পন্নঃ শিশুর্নামাতিদারুণঃ।
স্কন্দপ্রসাদজঃ পুত্রো লোহিতাক্ষো ভয়ঙ্করঃ ॥১০॥
এষ বীরাষ্টকঃ প্রোক্তঃ স্কন্দমাতৃগণোদ্ভবঃ।
ছাগবক্ত্রেণ সহিতো নবকঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥১১॥
ষষ্ঠং ছাগময়ং বক্ত্রং স্কন্দস্যৈবেতি বিদ্ধি তৎ।
ষট্‌শিরোঽভ্যন্তরং রাজন্! নিত্যং মাতৃগণার্চ্চিতম্ ॥১২॥
ষণ্ণান্তু প্রবরং তস্য শীর্ষাণামিহ শব্দ্যতে।
শক্তিং যেনাসৃজদ্দিব্যাং রুদ্রশাখ ইতি স্ম হ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। উদারধীঃ স স্কন্দঃ, বাঢ়ম্, যূয়ম্, পৃথগ্বিধাঃ, অশিবা অমঙ্গলকারিণ্যঃ, শিবা মঙ্গলকারিণ্যশ্চ মাতরো ভবিষ্যধ্বম্, ইত্যেবং পুনঃ পুনরব্রবীৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৮॥

অথ কানি তাসাং নামানীত্যাহ—কাকীতি। এষাং নাম্নাং ব্যুৎপত্তয় উন্নেয়াঃ ॥৯॥

এতাসামিতি। অতিদারুণো নিতান্তনিষ্ঠুরপ্রকৃতিরিত্যপৌনরুক্ত্যম্ ॥১০॥

এষ ইতি। সপ্তানাং মাতৃণাং সপ্ত পুত্রা বীরাস্তেষু অষ্টকঃ অষ্টমঃ ॥১১॥

নন্থ কোঽসৌ ছাগবক্ত্র ইত্যাহ—ষষ্ঠমিতি। ষণ্ণাং শিরসামভ্যন্তরং মধ্যবর্ত্ত্যেকম্ ॥১২॥

ষণ্ণামিতি। প্রবরং শ্রেষ্ঠং শীর্ষং ছাগমুখমিত্যর্থঃ। শক্তিং তদাখ্যমস্ত্রম্ ॥১৩॥

উদারবুদ্ধি কার্ত্তিক তখন বার বার এইরূপ বলিলেন যে, "অবশ্যই হইবেন; আপনারা মঙ্গলকারিণী ও অমঙ্গলকারিণী নানাবিধ লোকমাতা হইবেন"। তাহার পর মাতৃগণ কার্ত্তিককে পুত্র কল্পনা করিয়া চলিয়া গেলেন ॥৮॥

কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহিলা, আর্য্যা, পলালা ও বৈমিত্রা—এই সাত জন শিশুমাতা ॥৯॥

কার্ত্তিকের অনুগ্রহে ইঁহাদের বলবান্, অত্যন্ত নিষ্ঠুরস্বভাব, রক্তনয়ন ও ভয়ঙ্করাকৃতি 'শিশু'-নামে এক পুত্র হইয়াছিল ॥১০॥

কার্ত্তিক ও মাতৃগণ হইতে উৎপন্ন এই পুত্রই সাত জন বীরের মধ্যে অষ্টম এবং ছাগমুখের সহিত নবম বলা যায় ॥১১॥

রাজা! সেই ছাগময় ষষ্ঠ মুখ কার্ত্তিকেরই জানিবে। মাতৃগণ তাঁহার ছয়টী মস্তকের মধ্যে ছাগময় মস্তকটীরই আদর করিতেন ॥১২॥

কারণ, কার্ত্তিকের ছয়টী মস্তকের মধ্যে সেই ছাগময় মস্তকটীকেই প্রধান বলা হয়; রুদ্রশাখ (কার্ত্তিক) যাহাদ্বারা দিব্য শক্তি সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥১৩॥

ইত্যেতদ্বিবিধাকারং বৃত্তং শুক্লস্য পঞ্চমীম্।
তত্র যুদ্ধং মহাঘোরং বৃত্তং ষষ্ঠ্যাং জনাধিপ ! ॥১৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়-সমাস্যায়াং স্কন্দোপাখ্যানে নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

উপবিষ্টন্তু তং স্কন্দং হিরণ্যকবচস্রজম্।
হিরণ্যচূড়মুকুটং হিরণ্যাক্ষং মহাপ্রভম্ ॥১॥
লোহিতাম্বরসংবীতং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং মনোরমম্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণং ত্রৈলোক্যস্যাপি সুপ্রিয়ম্ ॥২॥
ততস্তং বরদং শূরং যুবানং মৃষ্টকুণ্ডলম্।
অভজৎ পদ্মরূপা শ্রীঃ স্বয়মেব শরীরিণী ॥৩॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। বৃত্তং বৃত্তান্তঃ। পঞ্চমীং তিথিং প্রাপ্যেতি শেষঃ। বৃত্তং জাতম্ ॥১৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

উপেতি। হিরণ্যকবচস্রজং স্বর্ণবর্ম্মমাল্যধারিণম্, হিরণ্যচূড়মুকুটং স্বর্ণশেখরকিরীটশালিনম্, হিরণ্যাক্ষং স্বর্ণকেয়ূরান্বিতহস্তম্, লোহিতাম্বরসংবীতং পরিহিতরক্তবস্ত্রম্, তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং সূক্ষ্মাগ্র-দশনম্। শ্রীর্লক্ষ্মীরভজৎ পদ্মধারণেন শোভামকরোদিত্যর্থঃ ॥১—৩॥

শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতিথিতে এইরূপ নানাবিধ ঘটনা ঘটিয়াছিল ; আর সেই ষষ্ঠী-তিথিতে দেবতাদের সহিত কার্ত্তিকের সেই ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল" ॥১৪॥

—:*:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"সমস্ত সুলক্ষণ-যুক্ত, অত্যন্ত কান্তিসম্পন্ন সূক্ষ্ম দন্ত-সমন্বিত, মনোহরমূর্ত্তি, ত্রিভুবনেরই প্রীতির পাত্র, বরদাতা, মহাবীর ও যুবা

---

* '...ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা।

শ্রিয়া জুষ্টঃ পৃথুযশাঃ সুকুমারবরস্তদা।
নিষণ্ণো দৃশ্যতে ভূতৈঃ পৌর্ণমাস্যাং যথা শশী ॥৪॥
অপূজয়ন্ মহাত্মানো ব্রাহ্মণাস্তং মহাবলম্।
ইদমাহুস্তদা চৈব স্কন্দং তত্র মহর্ষয়ঃ ॥৫॥
হিরণ্যগর্ভ! ভদ্রং তে লোকানাং শঙ্করো ভব।
ত্বয়া ষড়্রাত্রজাতেন সর্ব্বলোকা বশীকৃতাঃ ॥৬॥
অভয়ঞ্চ পুনর্দত্তং ত্বয়ৈবৈষাং সুরোত্তম!।
তস্মাদিন্দ্রো ভবানস্তু ত্রৈলোক্যস্যাভয়ঙ্করঃ ॥৭॥

স্কন্দ উবাচ।

কিমিন্দ্রঃ সর্ব্বলোকানাং করোতীহ তপোধনাঃ!।
কথং দেবগণাংশ্চৈব পাতি নিত্যং সুরেশ্বরঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

শ্রিয়েতি। শ্রিয়া কান্ত্যা, জুষ্টঃ সেবিতঃ, পৃথুযশা বিশালকীর্ত্তিঃ ॥৪॥
অপূজয়ন্নিতি। প্রভাবাতিশয়দর্শনাদেবেত্যুভয়ত্রাপি ভাবঃ ॥৫॥
হিরণ্যেতি। হে হিরণ্যগর্ভ! ব্রহ্মসদৃশ!। শঙ্করো মঙ্গলকরঃ ॥৬॥
অভয়মিতি। এষাং সুরাণাম্। ইন্দ্রো দেবানাং রাজা ॥৭॥
কার্য্যাজ্ঞানে তদঙ্গীকারো নোপপদ্যত ইতি পৃচ্ছতি—কিমিতি। কথং কেন প্রকারেণ ॥৮॥

কার্ত্তিক স্বর্ণময় বর্ম্ম ও মাল্য, স্বর্ণময় চূড়া ও মুকুট, স্বর্ণময় কেয়ূর, পরিষ্কৃত কুণ্ডল এবং রক্তবর্ণ বস্ত্র ধারণ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন; তখন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-দেবী নিজেই আসিয়া পদ্মরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন ॥১—৩॥

সুন্দরমূর্ত্তি, বিশালকীর্ত্তি ও অত্যন্ত কোমলাঙ্গ কার্ত্তিককে সকল প্রাণীই পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উপবিষ্ট দেখিতে লাগিল ॥৪॥

মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা মহাবল কার্ত্তিকের পূজা করিলেন এবং মহর্ষিরা তখন তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—॥৫॥

"হে ব্রহ্মতুল্য! আপনার মঙ্গল হউক এবং আপনি ত্রিভুবনেরই মঙ্গল-কারী হউন। আপনি ছয় দিনমাত্র জন্মিয়াছেন, ইতোমধ্যেই সমস্ত লোককে বশীভূত করিয়াছেন ॥৬॥

দেবশ্রেষ্ঠ! আপনিই আবার ইঁহাদিগকে অভয় দান করিয়াছেন; অতএব আপনিই ত্রিভুবনের অভয়দাতা ইন্দ্র হউন" ॥৭॥

(৫) শ্লোকাৎ পরম্ 'ঋষয় উচুঃ'—বা ব কা পি।

ঋষয় উচুঃ।

ইন্দ্রো দধাতি ভূতানাং বলং তেজঃ প্রজাঃ সুখম্।
তুষ্টঃ প্রয়চ্ছতি তথা সর্ব্বান্ কামান্ সুরেশ্বরঃ ॥৯॥
দুর্বৃত্তানাং সংহরতি বৃত্তস্থানাং প্রয়চ্ছতি।
অনুশাস্তি চ ভূতানি কার্য্যেষু বলসূদনঃ ॥১০॥
অসূর্য্যে চ ভবেৎ সূর্য্যস্তথাঽচন্দ্রে চ চন্দ্রমাঃ।
ভবত্যগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পৃথিব্যাপশ্চ কারণৈঃ ॥১১॥
এতদিন্দ্রেণ কর্ত্তব্যমিন্দ্রে হি বিপুলং বলম্।
তঞ্চ বীর! বলিশ্রেষ্ঠস্তস্মাদিন্দ্রো ভবস্ব নঃ ॥১২॥

শক্র উবাচ।

ভবস্বেন্দ্রো মহাবাহো! সর্ব্বেষাং নঃ সুখাবহঃ।
অভিষিচ্যস্ব চৈবাদ্য প্রাপ্তরূপোঽসি সত্তম! ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

ইন্দ্র ইতি। দধাতি আদধাতি জনয়তীতি যাবৎ। প্রজাঃ সন্তানান ॥৯॥
দুর্বৃত্তানামিতি। সংহরতি প্রয়চ্ছতি সর্ব্বান্ কামানিত্যনুবৃত্তিঃ। বলসূদন ইন্দ্রঃ ॥১০॥
অসূর্য্য ইতি। অসূর্য্যে অচন্দ্রে চ দেশে। আপো জলম্। কারণৈস্তত্তন্নিমিত্তৈঃ ॥১১॥
এতদিতি। এতৎ ভূতানাং বলাধানাদিকম্। ইন্দ্রো দেবানাং রাজা ॥১২॥
ভবস্বেতি। অভিষিচ্যস্ব দেবরাজ্যে। প্রাপ্তরূপো যোগ্যঃ ॥১৩॥

কার্ত্তিক বলিলেন—"তপস্বিগণ। ইন্দ্র সমস্ত লোকের কি করেন? এবং কি প্রকারই বা তিনি সর্ব্বদা দেবগণকে রক্ষা করেন?" ॥৮॥

ঋষিরা বলিলেন—"দেবরাজ ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত লোকের বল, তেজ, সন্তান ও সুখ উৎপাদন করেন এবং সমস্ত অভীষ্ট দান করেন ॥৯॥

ইন্দ্র দুর্বৃত্তদিগের সমস্ত অভীষ্ট নষ্ট করেন, সদ্বৃত্তদিগের সমস্ত অভীষ্ট দান করেন এবং কর্ত্তব্যবিষয়ে প্রাণিগণকে প্রণোদিত করেন ॥১০॥

এবং তিনি—সেই সেই কারণে সূর্য্যহীন স্থানে সূর্য্য, চন্দ্রহীন স্থানে চন্দ্র, অগ্নিহীন স্থানে অগ্নি, বায়ুহীন স্থানে বায়ু, স্থলহীন স্থানে স্থল এবং জলহীন স্থানে জল হন ॥১১॥

ইন্দ্রের এই সকল কার্য্য। আর, ইন্দ্রে বিপুল বল রহিয়াছে; আপনিও বলিশ্রেষ্ঠ; সুতরাং বীর! আপনি আমাদের ইন্দ্র হউন" ॥১২॥

ইন্দ্র বলিলেন—"সাধুশ্রেষ্ঠ মহাবাহু! আপনি আমাদের সকলের সুখজনক ইন্দ্র হউন এবং অদ্যই দেবরাজ্যে অভিষিক্ত হউন। কারণ, আপনি দেবগণের রাজা হইবার যোগ্য" ॥১৩॥

স্কন্দ উবাচ।

শাধি ত্বমেব ত্রৈলোক্যমব্যগ্রো বিজয়ে রতঃ।
অহং তে কিঙ্করঃ শক্র! ন মমেন্দ্রত্বমীপ্সিতম্ ॥১৪॥

শক্র উবাচ।

বলং তবাদ্ভুতং বীর! ত্বং দেবানামরীন্ জহি।
অবজ্ঞাস্যন্তি মাং লোকা বীর্য্যেণ তব বিস্মিতাঃ।
ইন্দ্রত্বেঽপি স্থিতং বীর! বলহীনং পরাজিতম্ ॥১৫॥
আবয়োশ্চ মিথো ভেদে প্রযতিষ্যন্ত্যতন্দ্রিতাঃ।
ভেদিতে চ ত্বয়ি বিভো! লোকো দ্বৈধমুপৈষ্যতি ॥১৬॥
দ্বিধাভূতেষু লোকেষু নিশ্চিতেষ্বাবয়োস্তথা।
বিগ্রহঃ সম্প্রবর্ত্তেত ভূতভেদান্মহাবল! ॥১৭॥
তত্র ত্বং মাং রণে তাত! যথাশ্রদ্ধং বিজেষ্যসি।
তস্মাদিন্দ্রো ভবানেব ভবিতা মা বিচারয় ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

শাধীতি। শাধি শাসনং কুরু। অব্যগ্রঃ অনাকুলচিত্তঃ ॥১৪॥
বলমিতি। তব বীর্য্যাধিক্যমেব মদবজ্ঞায়া হেতুরিত্যাশয়ঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥
আবয়োরিতি। ভেদে ভেদঘটনে। দ্বৈধং দ্বয়োরেব পক্ষয়োঃ স্থিতিম্ ॥১৬॥
দ্বিধেতি। বিগ্রহো যুদ্ধম্। ভূতভেদাৎ স্বভাববৈষম্যাৎ ॥১৭॥

কার্ত্তিক বলিলেন—"শক্র! আপনিই অনাকুলচিত্তে শত্রুজয়ে রত থাকিয়া ত্রিভুবন শাসন করুন; আমি আপনার দাস: সুতরাং আমার ইন্দ্রত্ব অভীষ্ট নহে" ॥১৪॥

ইন্দ্র বলিলেন—"বীর! আপনার অদ্ভুত বল রহিয়াছে: সুতরাং আপনিই দেবগণের শত্রুগণকে সংহার করুন; কিন্তু বীর! আমি আপনার নিকট হীনবল এবং পরাজিত; সুতরাং আমি ইন্দ্রপদে থাকিলেও আপনার বল দেখিয়া যাহারা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছে, তাহারা আমাকে অবজ্ঞা করিবে ॥১৫॥

এবং লোকেরা উদ্‌যোগী হইয়া আমাদের পরস্পব ভেদ জন্মাইবার চেষ্টা করিবে; ক্রমে আপনি ভিন্ন হইয়া গেলে লোক সকল দুই পক্ষেই যাইবে ॥১৬॥

মহাবল! লোক সকল নিশ্চয় করিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইলে, স্বভাব-বৈষম্যনিবন্ধন আমাদের যুদ্ধারম্ভ হইবে ॥১৭॥

বৎস! সেই যুদ্ধে আপনি আমাকে ইচ্ছানুসারে জয় করিবেন; অতএব আপনিই ইন্দ্র হইবেন; এ বিষয়ে কোন বিচার করিবেন না" ॥১৮॥

স্কন্দ উবাচ।

ত্বমেব রাজা ভদ্রং তে ত্রৈলোক্যস্য মমৈব চ।
করোমি কিঞ্চ তে শক্র! শাসনং তদ্‌ব্রবীহি মে ॥১৯॥

ইন্দ্র উবাচ।

অহমিন্দ্রো ভবিষ্যামি তব বাক্যান্মহাবল!।
যদি সত্যমিদং বাক্যং নিশ্চয়াদ্ভাষিতং ত্বয়া ॥২০॥
যদি বা শাসনং স্কন্দ! কর্ত্তুমিচ্ছসি মে শৃণু।
অভিষিচ্যস্ব দেবানাং সৈনাপত্যে মহাবল! ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

স্কন্দ উবাচ।

দানবানাং বিনাশায় দেবানামর্থসিদ্ধয়ে।
গোব্রাহ্মণহিতার্থায় সৈনাপত্যেঽভিষিঞ্চ মাম্ ॥২২॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সোঽভিষিক্তো মঘবতা সর্ব্বৈর্দেবগণৈঃ সহ।
অতীব শুশুভে তত্র পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। যথাশ্রদ্ধং যথেচ্ছম্। ইন্দ্রো দেবানাং রাজা ॥১৮॥
ত্বমিতি। রাজা স্থিত এবেতি শেষঃ। সিদ্ধনাশনমসিদ্ধসাধনঞ্চান্যায্যম্ ॥১৯॥
অহমিতি। নিশ্চয়াৎ নিশ্চয়ং কৃত্বা। শাসনমাদেশম্ ॥২০—২১॥
দেবানামিতি। অর্থানাং প্রয়োজনানাং সিদ্ধয়ে। সৈনাপত্যে দেবসেনাপতিপদে ॥২২॥
স ইতি। মঘবতা ইন্দ্রেণ। পূজ্যমানঃ স্তূয়মানঃ ॥২৩॥

কার্ত্তিক বলিলেন—"ইন্দ্র! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ত্রিভুবনের এবং আমার রাজা ত আছেনই; সুতরাং আমাকে বলুন—আমি আপনার কোন্ আদেশ পালন করিব" ॥১৯॥

ইন্দ্র বলিলেন—"মহাবল! আমি আপনার বাক্যে ইন্দ্র থাকিব; কিন্তু আপনি যদি নিশ্চয় করিয়া এই বাক্যটা সত্য বলিয়া থাকেন এবং আপনি যদি আমার আদেশ পালন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে মহাবল! আপনি দেবগণের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন" ॥২০—২১॥

কার্ত্তিক বলিলেন—"দানবগণের বিনাশ, দেবগণের কার্য্যসিদ্ধি এবং গোগণ ও ব্রাহ্মণগণের হিতের জন্য আমাকে আপনি দেবগণের সেনাপতিপদেই অভিষিক্ত করুন" ॥২২॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তাহার পর ইন্দ্র সকল দেবগণের সহিত মিলিত

তত্র তৎ কাঞ্চনং ছত্রং ধ্রিয়মাণং ব্যরোচত।
যথৈব সুসমিদ্ধস্য পাবকস্যাত্মমণ্ডলম্ ॥২৪॥
বিশ্বকর্ম্মকৃতা চাস্য দিব্যা মালা হিরণ্ময়ী।
আবদ্ধা ত্রিপুরঘ্নেন স্বয়মেব যশস্বিনা।
আগম্য মনুজব্যাঘ্র! সহ দেব্যা পরন্তপ! ॥২৫॥
অর্চ্চয়ামাস সুপ্রীতো ভগবান্ গোবৃষধ্বজঃ।
রুদ্রমগ্নিং দ্বিজাঃ প্রাহু রুদ্রসূনুস্ততস্তু সঃ ॥২৬॥
রুদ্রেণ শুক্রমুৎসৃষ্টং তচ্ছ্বেতঃ পর্ব্বতোঽভবৎ।
পাবকস্যেন্দ্রিয়ং শ্বেতে কৃত্তিকাভিঃ কৃতং নগে ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। সুসমিদ্ধস্য অতীবজ্বলিতস্য, আত্মমণ্ডলং নিজশিখামণ্ডলম্ ॥২৪॥

বিশ্বেতি। ত্রিপুরঘ্নেন শিবেন, দেব্যা পার্ব্বত্যা সহাগম্য আবদ্ধা। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥

স্কন্দস্য রুদ্রপুত্রত্বপ্রসিদ্ধৌ হেতুমাহ পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ। অর্চ্চয়েতি। অর্চ্চয়ামাস পুত্রবদাদৃতবান্। গোবৃষো গোশ্রেষ্ঠো ধ্বজে যস্য সঃ ॥২৬॥

রুদ্রেণেতি। ইন্দ্রিয়ং শুক্রম্, কৃতম্ অর্পিতম্। উভয়শুক্রস্য সম্মেলনাৎ তজ্জাতঃ স্কন্দ উভয়োরেব পুত্র ইতি ভাবঃ। নগে পর্ব্বতে ॥২৭॥

হইয়া কার্ত্তিককে দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন; তখন মহর্ষিরা কার্ত্তিকের স্তব করিতে লাগিলেন; তাহাতে কার্ত্তিক অত্যন্ত শোভা পাইতে থাকিলেন ॥২৩॥

অত্যন্ত প্রজ্বলিত অগ্নির শিখামণ্ডল যেমন শোভা পায়, তেমন কার্ত্তিকের মস্তকের উপরে ধৃত স্বর্ণময় ছত্র শোভা পাইতে লাগিল ॥২৪॥

পরন্তপ মনুষ্যশ্রেষ্ঠ! তাহার পর যশস্বী মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত সেখানে আসিয়া বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত দিব্য স্বর্ণময়ী মালা নিজেই কার্ত্তিকের গলদেশে পরাইয়া দিলেন ॥২৫॥

ভগবান্ মহাদেব অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া পুত্রের ন্যায় কার্ত্তিকের আদর করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণেরাও মহাদেবকে অগ্নি বলিয়া থাকেন; সুতরাং কার্ত্তিক মহাদেবের পুত্র বলিয়াও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন ॥২৬॥

মহাদেব শুক্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাই কৈলাসপর্ব্বত হইয়াছিল; সেই কৈলাসপর্ব্বতেই কৃত্তিকারা অগ্নির শুক্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন (তাহা হইতেই কার্ত্তিকের উৎপত্তি হওয়ায় তিনি মহাদেবের পুত্র বলিয়াও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন) ॥২৭॥

পূজ্যমানন্তু রুদ্রেণ দৃষ্ট্বা সর্ব্বে দিবৌকসঃ।
রুদ্রসূনুং ততঃ প্রাহুর্গুহং গুণবতাং বরম্ ॥২৮॥
অনুপ্রবিশ্য রুদ্রেণ বহ্নিং জাতো হ্যয়ং শিশুঃ।
তত্র জাতস্ততঃ স্কন্দো রুদ্রসূনুস্ততোঽভবৎ ॥২৯॥
রুদ্রস্য বহ্নেঃ স্বাহায়াঃ ষণ্ণাং স্ত্রীণাঞ্চ ভারত!।
জাতঃ স্কন্দঃ সুরশ্রেষ্ঠো রুদ্রসূনুস্ততোঽভবৎ ॥৩০॥
অরজে বাসসী রক্তে বসানঃ পাবকাত্মজঃ।
ভাতি দীপ্তবপুঃ শ্রীমান্ রক্তাভ্রাভ্যামিবাংশুমান্ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

পূজ্যেতি। পূজ্যমানং পুত্রবদাদ্রিয়মাণম্। গুহং কার্ত্তিকেয়ম্ ॥২৮॥

অন্বিতি। রুদ্রেণ বহ্নিমনুপ্রবিশ্য অয়ং শিশুর্জাতো জনিতঃ, ততশ্চ তত্র শিশৌ স্কন্দো জাতঃ, স শিশুরেব স্কন্দরূপেণ পরিণত ইত্যর্থঃ, তত এব স রুদ্রসূনুঃ প্রসিদ্ধোঽভবৎ ॥২৯॥

রুদ্রস্যেতি। ষণ্ণাং স্ত্রীণাম্ অরুন্ধতীব্যতিরেকেণ ষড়্ঋষিপত্নীনাং রূপৈঃ স্বাহাতঃ ॥৩০॥

অরজে ইতি। দীপ্তবপুঃ শ্রীমান্ পাবকাত্মজঃ স্কন্দঃ, অরজে পরিষ্কৃতে বাসসী বস্ত্রদ্বয়ম্, বসানঃ পরিদধানঃ সন্, রক্তাভ্রাভ্যাং রক্তমেঘাভ্যাম্, অংশুমান্ সূর্য্য ইব ভাতি স্ম ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

উপবিষ্টমিতি ॥১—৫॥ হিরণ্যগর্ভেতি সম্বোধনেন স্কন্দস্য সূত্রাত্মপূত্তিতাং দর্শয়ন্তি ॥৬—২৫॥ রুদ্রমগ্নিমিতি। "রুদ্রো বা এষ যদগ্নিঃ"ইতি শ্রুতিবিদো দ্বিজাঃ প্রাহুঃ ॥২৬—২৮॥ প্রকারান্তরেণ স্কন্দস্য রুদ্রসূনুত্বমাহ—অনুপ্রবিশ্যেতি। অনুপ্রবিশ্য স্থিতেনেতি শেষঃ। ততো বহ্নিদেহে প্রবিষ্টাদ্রুদ্রাজ্জাত ইতি বা রুদ্রসূনুরিত্যর্থঃ ॥২৯—৫০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯১॥

মহাদেব পুত্রের ন্যায় কার্ত্তিকের আদর করিতেছেন, ইহা দেখিয়া দেবতারা সকলে গুণিশ্রেষ্ঠ কার্ত্তিককে রুদ্রপুত্র বলিয়াছিলেন ॥২৮॥

মহাদেব অগ্নির শরীরে প্রবেশ করিয়া এই বালকটীকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই বালকই স্কন্দ হইয়াছিল; তাহাতেই স্কন্দ শিবের পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন ॥২৯॥

ভরতনন্দন! দেবশ্রেষ্ঠ কার্ত্তিক—মহাদেব, অগ্নি, স্বাহা এবং ছয় জন ঋষিপত্নী হইতে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া মহাদেবের পুত্র বলিয়াও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন ॥৩০॥

উজ্জ্বলদেহ ও কান্তিসম্পন্ন কার্ত্তিক পরিষ্কৃত ও রক্তবর্ণ বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া রক্তবর্ণ মেঘদ্বয়সন্নিহিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩১॥

কুক্কুটশ্চাগ্নিনা দত্তস্তস্য কেতুরলঙ্কৃতঃ।
রথে সমুত্থিতো ভাতি কালাগ্নিরিব লোহিতঃ ॥৩২॥
যা চেষ্টা সর্ব্বভূতানাং প্রভা শান্তির্বলং তথা।
অগ্রতস্তস্য সা শক্তির্দেবানাং জয়বর্দ্ধিনী ॥৩৩॥
বিবেশ কবচঞ্চাস্য শরীরে দেহজং ততঃ।
যুধ্যমানস্য দেবস্য প্রাদুর্ভবতি তৎ সদা ॥৩৪॥
শক্তির্ধর্ম্মো বলং তেজঃ কান্তত্বং সত্যমুন্নতিঃ।
ব্রহ্মণ্যত্বমসম্মোহো ভক্তানাং পরিরক্ষণম্ ॥৩৫॥
নিকৃন্তনঞ্চ শত্রূণাং লোকানাঞ্চাভিরক্ষণম্।
স্কন্দেন সহ জাতানি সর্ব্বাণ্যেব জনাধিপ! ॥৩৬॥ (যুগ্মকম্)
এবং দেবগণৈঃ সর্ব্বৈঃ সোঽভিষিক্তঃ স্বলঙ্কৃতঃ।
বভৌ প্রতীতঃ সুমনাঃ পরিপূর্ণেন্দুমণ্ডলঃ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

কুক্কুট ইতি। কুক্কুটঃ কুক্কুটপক্ষিচিহ্নিতঃ, কেতুর্ধ্বজঃ ॥৩২॥

যেতি। ইষ্টা অভিলষিতা। প্রভা কান্তিঃ। অগ্রত আবিরাসীদিতি শেষঃ ॥৩৩॥

বিবেশেতি। দেহজং দেহেন সহ জাতম্। প্রাদুর্ভবতি স্ম ॥৩৪॥

শক্তিরিতি। কান্তত্বং সৌন্দর্য্যম্। ব্রহ্মণ্যত্বং ব্রাহ্মণহিতকারিত্বম্। নিকৃন্তনং ছেদনং সংহার ইত্যর্থঃ। স্কন্দেন স্কন্দশরীরেণ ॥৩৫—৩৬॥

এবমিতি। প্রতীতো হৃষ্টঃ। পরিপূর্ণেন্দুমণ্ডল ইব ॥৩৭॥

অগ্নিদত্ত, কুক্কুটচিহ্নিত ও অলঙ্কৃত একটি ধ্বজ কার্ত্তিকের রথে উত্তোলন করিলে, তাহা —প্রলয়কালীন রক্তবর্ণ অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥৩২॥

যাহা—সমস্ত প্রাণীর অভীষ্ট এবং যাহা —কান্তি, শান্তি ও বলস্বরূপা, দেবগণের জয়বর্দ্ধিনী সেই শক্তি (অস্ত্রবিশেষ) কার্ত্তিকের সম্মুখে আবির্ভূত হইল ॥৩৩॥

তাহার পর কার্ত্তিকের দেহের সহিতই উৎপন্ন একটী কবচ উঁহার দেহের ভিতরেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকিল; কিন্তু যুদ্ধ করিবার সময়ে সর্ব্বদাই তাহা আবির্ভূত হইত ॥৩৪॥

রাজা! শক্তি, ধর্ম্ম, বল, তেজ, সৌন্দর্য্য, সত্য, উদারতা, ব্রাহ্মণহিতকারিতা, ধৈর্য্য, ভক্তরক্ষা, শত্রুসংহার ও লোকরক্ষা—এই সকল গুণ কার্ত্তিকের স্বাভাবিকই ছিল ॥৩৫—৩৬॥

দেবতারা সকলে এইভাবে অভিষিক্ত করিলে, নানা ভূষণে ভূষিত, হৃষ্ট-

ইষ্টৈঃ স্বাধ্যায়ঘোষৈশ্চ দেবতূর্য্যরবৈরপি।
দেবগন্ধর্ব্বগীতৈশ্চ সর্ব্বৈরপ্সরসাং গণৈঃ ॥৩৮॥
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিস্তুষ্টৈর্হৃষ্টৈঃ স্বলঙ্কৃতৈঃ।
সুসংবৃতঃ পিশাচানাং গণৈর্দেবগণৈস্তথা।
ক্রীড়ন্ ভাতি তদা দেবৈরভিষিক্তশ্চ পাবকিঃ ॥৩৯॥ (যুগ্মকম্)
অভিষিক্তং মহাসেনমপশ্যন্ত দিবৌকসঃ।
বিনিহত্য তমঃ সূর্য্যং যথৈবাভ্যুদিতং তথা ॥৪০॥
অথৈনমভ্যয়ুঃ সর্ব্বা দেবসেনাঃ সহস্রশঃ।
অস্মাকং ত্বং পতিরিতি ব্রুবাণাঃ সর্ব্বতো দিশঃ ॥৪১॥
তাঃ সমাসাদ্য ভগবান্ সর্ব্বভূতগণৈর্বৃতঃ।
অর্চ্চিতঃ সংস্তুতশ্চৈব সান্ত্বয়ামাস তা অপি ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

ইষ্টৈরিতি। স্বাধ্যায়ঘোষৈর্বেদধ্বনিভিঃ। পাবকিঃ স্কন্দঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৮—৩৯॥
অভীতি। মহাসেনং কার্ত্তিকেয়ম্। তমো বিনিহত্যাভ্যুদিতমিতি সম্বন্ধঃ ॥৪০॥
অথেতি। দেবানাং সেনাঃ সৈন্যানি। সর্ব্বতো দিশঃ অভ্যয়ুরিত্যন্বয়ঃ ॥৪১॥
তা ইতি। তা দেবসেনাঃ। ভগবান্ মাহাত্ম্যবান্ কার্ত্তিকেয়ঃ ॥৪২॥

চিত্ত ও উদারহৃদয় কার্ত্তিক পরিপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩৭॥

ক্রমে ব্রাহ্মণগণের মনোহর বেদধ্বনি, দেবগণের তূর্য্যরব এবং দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণের মঙ্গলগান হইতে লাগিল; সেই সকল শুনিয়া সমস্ত অপ্সরা ও অন্যান্য বহুতর লোক আনন্দিত হইয়া কার্ত্তিককে পরিবেষ্টন করিল এবং পিশাচগণ ও দেবগণ আসিয়া তাঁহার সকল দিকে অবস্থান করিলেন; তখন দেবগণের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত কার্ত্তিক হৃষ্টচিত্ত হইয়া শোভা পাইতে থাকিলেন ॥৩৮—৩৯॥

তখন দেবতারা, সেনাপতিপদে অভিষিক্ত কার্ত্তিককে—অন্ধকার নাশ করিয়া অভ্যুদিত সূর্য্যের ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন ॥৪০॥

তাহার পর সহস্র সহস্র দেবসৈন্য 'আপনি আমাদের নেতা হইয়াছেন' এই কথা বলিতে বলিতে সকল দিক্ হইতে উঁহার নিকট আগমন করিল ॥৪১॥

এবং তাহারা কার্ত্তিকের পূজা ও স্তব করিল; তখন ভগবান্ কার্ত্তিকও সমস্ত প্রাণিগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া সেই দেবসৈন্যগণকে আশ্বস্ত করিলেন ॥৪২॥

শতক্রতুশ্চাভিষিচ্য স্কন্দং সেনাপতিং তদা।
সস্মার তাং দেবসেনাং যা সা তেন বিমোক্ষিতা ॥৪৩॥
অয়ং তস্যাঃ পতির্নূনং বিহিতো ব্রহ্মণা স্বয়ম্।
ইতি চিন্ত্যানয়ামাস দেবসেনাং স্বলঙ্কৃতাম্ ॥৪৪॥
স্কন্দঞ্চোবাচ বলভিদিয়ং কন্যা সুরোত্তম!।
অজাতে ত্বয়ি নির্দ্দিষ্টা তব পত্নী স্বয়ম্ভুবা ॥৪৫॥
তস্মাত্ত্বমস্যা বিধিবৎ পাণিং মন্ত্রপুরস্কৃতম্।
গৃহাণ দক্ষিণং দেব্যাঃ পাণিনা পদ্মবর্চ্চসম্।
এবমুক্তঃ স জগ্রাহ তস্যাঃ পাণিং যথাবিধি ॥৪৬॥
বৃহস্পতির্মন্ত্রবিদ্ধি জজাপ চ জুহাব চ।
এবং স্কন্দস্য মহিষীং দেবসেনাং বিদুর্জনাঃ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

শতেতি। দেবসেনাং তদাখ্যাং কন্যাম্। তেন শতক্রতুনা, বিমোক্ষিতা কেশিহস্তাৎ ॥৪৩॥

অয়মিতি। চিন্ত্য চিন্তয়িত্বা, আনয়ামাস আনিনায়। আর্ষোঽয়ং প্রয়োগঃ ॥৪৪॥

স্কন্দমিতি। বলভিদিন্দ্রঃ। স্বয়ম্ভুবা ব্রহ্মণা। নির্দ্দেশোঽয়ং প্রাগুক্তঃ ॥৪৫॥

তস্মাদিতি। পদ্মবর্চ্চসমিত্যনেন দেবসেনায়াঃ সৌন্দর্য্যাতিশয়ো ব্যজ্যতে। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৬॥

তখন দেবরাজ কার্ত্তিককে দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া—তিনিই পূর্ব্বে কেশিদানবের হস্ত হইতে সেই যাহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন, সেই দেবসেনাকে স্মরণ করিলেন ॥৪৩॥

'স্বয়ং ব্রহ্মাই এই কার্ত্তিককে সেই দেবসেনার পতিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন' এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবরাজ—নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া দেবসেনাকে আনয়ন করিলেন ॥৪৪॥

এবং তিনি কার্ত্তিককে বলিলেন—"দেবশ্রেষ্ঠ! আপনি জন্মিবার পূর্ব্বেই ব্রহ্মা এই কন্যাটীকে আপনার পত্নী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন ॥৪৫॥

অতএব আপনি হস্তদ্বারা যথাবিধানে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক এই দেবীর পদ্মকান্তি দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করুন"। এই কথা বলিলে, কার্ত্তিক যথাবিধানে দেবসেনার পাণিগ্রহণ করিলেন ॥৪৬॥

তখন মন্ত্রবিৎ বৃহস্পতি মন্ত্রজপ ও হোম করিলেন। সেই কারণেই জগতের লোক দেবসেনাকে কার্ত্তিকের মহিষী বলিয়া জানে ॥৪৭॥

(৪৬)...পদ্মবর্চ্চসা—বা ব কা নি।

ষষ্ঠীং যাং ব্রাহ্মণাঃ প্রাহুর্লক্ষ্মীমাশাং সুখপ্রদাম্ ।
সিনীবালীং কুহূঞ্চৈব সদ্বৃত্তিমপরাজিতাম্ ॥৪৮॥
যদা স্কন্দঃ পতির্লব্ধঃ শাশ্বতো দেবসেনয়া ।
তদা তমাশ্রয়ল্লক্ষ্মীঃ স্বয়ং দেবী শরীরিণী ॥৪৯॥
শ্রীজুষ্টঃ পঞ্চমীং স্কন্দস্তস্মাচ্ছ্রীপঞ্চমী স্মৃতা ।
ষষ্ঠ্যাং কৃতার্থোঽভূদ্‌যস্মাত্তস্মাৎ ষষ্ঠী মহাতিথিঃ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়-সমাস্যায়াং স্কন্দোপাখ্যানে একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

বৃহস্পতিরিতি। এবমিত্থং পাণিগ্রহণেন হেতুনা ॥৪৭॥

ষষ্ঠীমিতি। যাং দেবসেনাম্। সুখপ্রদামিত্যনেন দুঃখপ্রদাশায়া নিরাসঃ ॥৪৮॥

যদেতি। শাশ্বতশ্চিরকালীনঃ। শরীরিণী দেবসেনামূর্ত্তিধারিণী ॥৪৯॥

শ্রীতি। যস্মাৎ স্কন্দঃ পঞ্চমীং তিথিং প্রাপ্য, শ্রীজুষ্টঃ দেবসেনারূপিণ্যা লক্ষ্ম্যা পতিরূপেণ সেবিতঃ, তস্মাৎ সা তিথিঃ শ্রীপঞ্চমী স্মৃতা। এতেন মাঘশুক্লপঞ্চম্যাং দেবসেনায়াঃ পাণি-গ্রহণং জাতমিতি প্রতায়তে। তথা যস্মাৎ ষষ্ঠ্যাং তিথৌ স্কন্দঃ সৈনাপত্যকার্য্যারম্ভেণ কৃতার্থোঽভূৎ, তস্মাৎ সা ষষ্ঠী মহাতিথিঃ স্মৃতা ॥৫০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়ামেকনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ব্রাহ্মণেরা যে দেবসেনাকে ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, সুখপ্রদা আশা, সিনীবালী, কুহূ, সদ্বৃত্তি ও অপরাজিতা বলিয়া থাকেন ॥৪৮॥

দেবসেনা যখন কার্ত্তিককে চিরকালের জন্য পতিরূপে লাভ করিলেন, তখন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া কার্ত্তিককে আশ্রয় করিলেন ॥৪৯॥

কার্ত্তিক পঞ্চমীতিথিতে দেবসেনারূপিণী লক্ষ্মীদেবীর সেবা লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া পঞ্চমীতিথিকে শ্রীপঞ্চমী বলে এবং ষষ্ঠীতিথিতে কার্ত্তিক সেনাপতির কার্য্য আরম্ভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন বলিয়া সেই ষষ্ঠীতিথি মহাতিথি হইয়াছে" ॥৫০॥

—:*:—

* '...চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...অষ্টাবিংশত্যাধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...ঊনত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—কা নি।

দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শ্রিয়া জুষ্টং মহাসেনং দেবসেনাপতিং কৃতম্।
সপ্তর্ষিপত্ন্যঃ ষড়্দেব্যস্তৎসকাশমথাগমন্ ॥১॥
ঋষিভিঃ সংপরিত্যক্তা ধর্ম্মযুক্তা মহাব্রতাঃ।
দ্রুতমাগম্য চোচুস্তা দেবসেনাপতিং প্রভুম্ ॥২॥
বয়ং পুত্র! পরিত্যক্তা ভর্ত্তৃভির্দেবসম্মতৈঃ।
অকারণাদ্রুষা তৈস্তু পুণ্যস্থানাৎ পরিচ্যুতাঃ ॥৩॥
অস্মাভিঃ কিল জাতস্ত্বমিতি কেনাপ্যুদাহৃতম্।
অসত্যমেতৎ সংশ্রুত্য তস্মান্নস্ত্রাতুমর্হসি ॥৪॥ (যুগ্মকম্)
অক্ষয়শ্চ ভবেৎ স্বর্গস্ত্বৎপ্রসাদাদ্ধি নঃ প্রভো!।
ত্বাং পুত্রঞ্চাপ্যভীপ্সামঃ কৃত্বৈতদনৃণো ভব ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

শ্রিয়েতি। মরীচ্যাদীনাং প্রত্যেকমেব সপ্তর্ষিসংজ্ঞা। অতঃ ষণ্ণাং পত্ন্যোঽপি সপ্তর্ষিপত্ন্যঃ অরুন্ধতীব্যতিরিক্তাঃ ষড়্দেব্যঃ, মহাসেনং স্কন্দম্, দেবসেনাপতিং কৃতম্, শ্রিয়া লক্ষ্মীরূপয়া দেবসেনয়া, জুষ্টং পতিরূপেণ সেবিতঞ্চ শ্রুত্বেতি শেষঃ, তৎসকাশমাগমন্ ॥১॥

ঋষিভিরিতি। প্রভুং প্রভাবসম্পন্নম্। অতঃ প্রার্থনার্থং তদন্তিকাগমনমিতি ভাবঃ ॥২॥

বয়মিতি। পরিচ্যুতাঃ পরিচ্যাবিতাঃ। কেনাপি অস্মদ্রূপিণীং স্বাহাং দৃষ্টবতা ॥৩—৪॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"দেবরাজ কার্ত্তিককে দেবসেনাপতি করিয়াছেন এবং লক্ষ্মীরূপিণী দেবসেনা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া সপ্তর্ষি-পত্নীরা ছয় জন তাঁহার নিকট আগমন করিলেন ॥১॥

সপ্তর্ষিগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, ধর্ম্মসমন্বিত ও মহাব্রতচারিণী সেই ঋষিপত্নীরা সত্বর আসিয়া প্রভাবশালী দেবসেনাপতি কার্ত্তিককে বলিলেন—॥২॥

"পুত্র! তুমি আমাদের দ্বারা জন্মিয়াছ, এইরূপ মিথ্যা কথা কেহ বলিয়াছিল, তাহা শুনিয়া দেবতুল্য ভর্ত্তারা অকারণে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহারা ক্রোধবশতঃ আমাদিগকে পবিত্র স্থান হইতেও নামাইয়া দিয়াছেন; অতএব তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর ॥৩—৪॥

---

(৪)...তৎ সত্যমেতৎ সংশ্রুত্য—বা ব কা নি।

স্কন্দ উবাচ।

মাতরো হি ভবত্যো মে সুতো বোঽহমনিন্দিতাঃ!।
যদ্বাপীচ্ছথ তৎ সর্ব্বং সম্ভবিষ্যতি বস্তথা ॥৬॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বিবক্ষন্তং ততঃ শক্রং কিং কার্য্যমিতি সোঽব্রবীৎ।
উক্তঃ স্কন্দেন ব্রূহীতি সোঽব্রবীদ্বাসবস্ততঃ ॥৭॥
অভিজিৎ স্পর্দ্ধমানা তু রোহিণ্যাঃ কন্যসী স্বসা।
ইচ্ছন্তী জ্যেষ্ঠতাং দেবী তপস্তপ্তুং বনং গতা ॥৮॥
তত্র মূঢ়োঽস্মি ভদ্রং তে নক্ষত্রং গগনাচ্চ্যুতম্।
কালং ত্বিমং পরং স্কন্দ! ব্রহ্মণা সহ চিন্তয় ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অক্ষয় ইতি। ত্বদর্থমেবাস্মাকং পবিত্যাগাৎ ত্বমস্মাকমৃণীত্যাশয়ঃ ॥৫॥

মাতর ইতি। যুষ্মাকং রূপধারণেনৈব স্বাহয়া মদুৎপাদনাদিতি ভাবঃ ॥৬॥

বিবক্ষন্তমিতি। বিবক্ষন্তং কিমপি বক্তুমিচ্ছন্তম্। কার্য্যং তব কর্ত্তব্যম্ ॥৭॥

অভিজিদিতি। রোহিণ্যাঃ কন্যসী কনিষ্ঠা স্বসা ভগিনী, অভিজিদ্দেবী, রোহিণ্যৈব সহ স্পর্দ্ধমানা, অতএব তদীয়াং জ্যেষ্ঠতামিচ্ছন্তী, তপস্তপ্তুং বনং গতা ॥৮॥

ভাবতভাবদীপঃ

শ্রিয়েতি ॥১—৬॥ বিবক্ষন্তমভিজিন্নক্ষত্রস্য পতনান্নক্ষত্রসংখ্যা কথং সমা ভবেদিতি প্রষ্টুমিচ্ছন্তং শক্রং স স্কন্দঃ কিং কার্য্যমিত্যব্রবীৎ ॥৭॥ কন্যসী কনিষ্ঠা, বনং গতা অধিকারং ত্যক্তেতি শেষঃ ॥৮॥ সা চ জ্যেষ্ঠতা পদ্ধয়া গগনাচ্চ্যুতাতোঽহং মূঢ়োঽস্মি নক্ষত্রসংখ্যা-

প্রভাবসম্পন্ন। তোমার অনুগ্রহে আমাদের অক্ষয় স্বর্গ হইতে পাবে এবং তোমাকে আমরা পুত্র ইচ্ছা করি, তুমি ইহা করিয়া অনৃণী হও" ॥৫॥

কার্ত্তিক বলিলেন—"হে অনিন্দিত নারীগণ! নিশ্চয়ই আপনারা আমার মাতা এবং আমি আপনাদের পুত্র, সুতরাং আপনারা যাহা যাহা ইচ্ছা করেন, সে সমস্তই সেইরূপ হইবে" ॥৬॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"তাহার পর ইন্দ্র কোন বিষয় বলিতে ইচ্ছা করিলে, কার্ত্তিক বলিলেন—"আপনার কি কার্য্য আছে, বলুন"। কার্ত্তিক এইরূপ বলিলে, ইন্দ্র বলিলেন—॥৭॥

"রোহিণীর কনিষ্ঠা ভগিনী অভিজিৎ দেবী রোহিণীর সহিতই স্পর্দ্ধাবশতঃ জ্যেষ্ঠত্ব লাভ করিবার ইচ্ছায় তপস্যা করিবার জন্য বনে গিয়াছেন ॥৮॥

---

(৬)…যদ্বাপীচ্ছত—বা ব কা।

ধনিষ্ঠাদিস্তথা কালো ব্রহ্মণা পরিকল্পিতঃ।
রোহিণী হ্যভবৎ পূর্ব্বমেবং সংখ্যা সমাঽভবৎ ॥১০॥
এবমুক্তে তু শক্রেণ ত্রিদিবং কৃত্তিকা গতা।
নক্ষত্রং শকটাকারং ভাতি তদ্বহ্নিদৈবতম্ ॥১১॥
বিনতা চাব্রবীৎ স্কন্দং মম ত্বং পিণ্ডদঃ সুতঃ।
ইচ্ছামি নিত্যমেবাহং ত্বয়া পুত্র! সহাসিতুম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। অভিজিন্নাম যন্নক্ষত্রং গগনাচ্চ্যুতম্, তত্র তৎস্থানপূরণে, মূঢ়ঃ কর্ত্তব্যজ্ঞান-হীনোঽস্মি। অতএব হে স্কন্দ! ত্বং ব্রহ্মণা সহ, ইমং পরমুত্তমং কালং চিন্তয় অভিজিতা পূরণীয়স্য কালস্য পূরণোপায়ং ভাবয়েত্যর্থঃ। তে তব ভদ্রমস্তু ॥৯॥

ধনিষ্ঠেতি। সংখ্যা নাক্ষত্রমাসস্য দিবসসংখ্যা, সমা পূর্ব্বতুল্যা ॥১০॥

এবমিতি। ত্রিদিবমাকাশং গতা, অভিজিৎস্থানপূরণায়েতি ভাবঃ ॥১১॥

বিনতেতি। সুতো ভবোক্ত শেষঃ। আসিতুমবস্থাতুম্ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

পূরণপ্রকারস্যাজ্ঞানাদিতি ভাবঃ ॥৯॥ ধনিষ্ঠাদিরিতি। যস্য নক্ষত্রস্যাদ্যক্ষণে চন্দ্রসূর্য্যগুরূণাং যোগস্তদ্যুগাদিনক্ষত্রং তচ্চ পূর্ব্বং রোহিণ্যভূৎ তদাভিজিৎপতনকালে ত্বেকন্যূনৈরহোরাত্রৈ-ভগণস্য ভোগাৎ কৃতযুগাদিনক্ষত্রং ধনিষ্ঠৈবাভবদিত্যর্থঃ। সংখ্যা কলাকাষ্ঠাদীনাম্ ॥১০॥ তথা চ কৃত্তিকাভিরেব নক্ষত্রসংখ্যাপূর্ত্তিং কুর্ব্বিতি শক্রাশয়ং জ্ঞাত্বা তাস্ত্রিদিবং গতাঃ ॥১১॥ নন্বু ষট্ কৃত্তিকাঃ কথং সপ্তর্ষীণামভিমত্যত আহ—বিনতেতি। ঋষিপত্নীনামিব গরুত্মত্যা

সেই অভিজিৎ নক্ষত্র আকাশ হইতে বিচ্যুত হওয়ায় তাহার স্থান কিরূপে পূর্ণ হইবে, সে বিষয়ে আমি কিছুই স্থির করিতে পারি নাই; অতএব কার্ত্তিক! আপনি ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া চিন্তা করুন যে, কিপ্রকারে ঐ কাল পূর্ণ হইবে। আপনার মঙ্গল হউক ॥৯॥

ব্রহ্মা ধনিষ্ঠানক্ষত্রকে আদিকাল কল্পনা করিয়াছিলেন; আর পূর্ব্বে রোহিণী নক্ষত্র আদিকাল ছিল; ইহাতে নাক্ষত্রমাসের দিনসংখ্যা সমান ছিল" ॥১০॥

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, অভিজিতের স্থান পূরণ করিবার জন্য কৃত্তিকানক্ষত্র আকাশে চলিয়া গেল; শকটাকৃতি ও অগ্নিদৈবত সেই কৃত্তিকানক্ষত্রই এখন প্রকাশ পাইতেছে ॥১১॥

তাহার পর বিনতা কার্ত্তিককে বলিলেন—"কার্ত্তিক! তুমি আমার পিণ্ড-দাতা পুত্র হও; আমি তোমার সহিত সর্ব্বদাই অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি" ॥১২॥

(১১)·৮নক্ষত্রং সপ্তর্ষীণামভম্—বা ব কা পি।

স্কন্দ উবাচ।

এবমস্তু নমস্তেঽস্তু পুত্রস্নেহাৎ প্রশাধি মাম্।
স্নুষয়া পূজ্যমানা বৈ দেবি। বৎস্যসি নিত্যদা ॥১৩॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ মাতৃগণঃ সর্ব্বঃ স্কন্দং বচনমব্রবীৎ।
বয়ং সর্ব্বস্য লোকস্য মাতরঃ কবিভিঃ স্তুতাঃ।
ইচ্ছামো মাতরস্তুভ্যং ভবিতুং পূজয়স্ব নঃ ॥১৪॥

স্কন্দ উবাচ।

মাতরো হি ভবত্যো মে ভবতীনামহং সুতঃ।
উচ্যতাং যন্ময়া কার্য্যং ভবতীনামথেপ্সিতম্ ॥১৫॥

মাতর উচুঃ।

যাস্তু তা মাতবঃ পূর্ব্বং লোকস্যাস্য প্রকল্পিতাঃ।
অস্মাকন্তু ভবেৎ স্থানং তাসাঞ্চৈব ন তদ্ভবেৎ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। প্রশাধি উপদিশ। স্নুষয়া পুত্রবধ্বা দেবসেনয়া ॥১৩॥
অথেতি। মাতৃগণঃ সপ্তর্ষিপত্ন্যঃ। স্তুতা উক্তাঃ। তুভ্যং তব। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥
মাতর ইতি। যুষ্মাকং রূপধারণেনৈব স্বাহয়া মজ্জনাদিতি পূর্ব্বার্দ্ধাশয়ঃ ॥১৫॥
যা ইতি। যা ব্রাহ্মীপ্রভৃতয়ঃ। তাসাং স্থানং পদমস্মাকং ভবেৎ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

অপি রূপং স্বাহয়া ধৃতমিতি তৎসাহিত্যাৎ সপ্তশীর্ষাভমিত্যর্থঃ ॥১২॥ স্নুষয়া দেবসেনয়া ॥১৩॥
মাতৃগণো বিনতাদিসমূহঃ ॥১৪—১৫॥ তাঃ প্রসিদ্ধাঃ, মাতরো ব্রাহ্মীমাহেশ্বরীপ্রভৃতয়ঃ ॥১৬॥

কার্ত্তিক বলিলেন—"এইরূপই হউক, আপনাকে নমস্কার করি, আপনি পুত্রস্নেহে আমাকে উপদেশ দিন। দেবি! আপনার পুত্রবধূ আপনার সেবা করিবে, এই অবস্থায় আপনি সর্ব্বদাই আমার সহিত অবস্থান করিবেন" ॥১৩॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তাহার পর সকল মাতৃগণই কার্ত্তিককে বলিলেন—'পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—আমরা সমস্ত লোকের মাতা; অতএব কার্ত্তিক! আমরা তোমারও মাতা হইতে ইচ্ছা করি, তুমি আমাদের পূজা কর" ॥১৪॥

কার্ত্তিক বলিলেন—"আপনারা আমার মাতা হইলেন, আমিও আপনাদের পুত্র হইলাম। এখন আপনাদের যে অভীষ্ট কার্য্য আমার করিতে হইবে, তাহা বলুন" ॥১৫॥

মাতৃগণ কহিলেন—'পূর্ব্বে সেই যাঁহারা এই জগতের মাতা বলিয়া কল্পিত

ভবেম পূজ্যা লোকস্য ন তাঃ পূজ্যাঃ সুরর্ষভ!।
প্রজাঽস্মাকং হৃতাস্তাভিস্ত্বৎকৃতে তাঃ প্রয়চ্ছ নঃ ॥১৭॥

স্কন্দ উবাচ।

বৃত্তাঃ প্রজা ন তাঃ শক্যা ভবতীভির্নিষেবিতুম্।
অন্যাং বঃ কাং প্রয়চ্ছামি প্রজাং যাং মনসেচ্ছথ ॥১৮॥

মাতর ঊচুঃ।

ইচ্ছাম তাসাং মাতৄণাং প্রজা ভোক্তুং প্রয়চ্ছ নঃ।
ত্বয়া সহ পৃথগ্‌ভূতা যে চ তাসামথেশ্বরাঃ ॥১৯॥

স্কন্দ উবাচ।

প্রজা বো দদ্মি কষ্টস্তু ভবতীভিরুদাহৃতম্।
পরিরক্ষত ভদ্রং বঃ প্রজাঃ সাধু নমস্কৃতাঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ভবেমেতি। তাভির্ব্রাহ্মীপ্রভৃতিভির্মাতৃভিঃ, ত্বৎকৃতে ত্বমস্মাকং পুত্রো ভবিষ্যসীতি মত্বেত্যর্থঃ, অস্মাকং প্রজাঃ পূর্ব্বজাতাঃ সন্তানা হৃতাঃ। বিসর্গলোপে পুনঃ সন্ধিবার্ষঃ ॥১৭॥

বৃত্তা ইতি। বৃত্তা মৃতাঃ। নিষেবিতুমনুভবিতুং প্রাপ্তুমিত্যর্থঃ। কাং কাঞ্চিৎ ॥১৮॥

ইচ্ছামেতি। প্রজা ভোক্তুম্, অস্মৎপ্রজাভোজননিষ্ক্রয়ায়েতি ভাবঃ। ঈশ্বরা রক্ষকাঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

ত্বৎকৃতে ত্বদর্থং তাভির্ব্রাহ্ম্যাদিভিরস্মদ্ভর্ত্তৃন মিথ্যাভিশাপদোষেণ কোপয়ন্তীভিঃ প্রজা হৃতাঃ সঙ্গাভাবাদিত্যর্থঃ। সন্ধিরার্ষঃ। নোঽস্মভ্যং প্রয়চ্ছ ভর্ত্তৃণামনুকূলনেনেত্যর্থঃ ॥১৭॥ বৃত্তা ময়া দত্তা, অপি ময়া প্রার্থিতা অপি মুনয়ো যুষ্মান্ নাঙ্গীকরিষ্যন্তীতি ভাবঃ ॥১৮॥ মাতৄণাং

হইয়াছেন, তাঁহাদেব সে পদ আমাদের হইবে; কিন্তু তাঁহাদেব তাহা থাকিতে পারিবে না ॥১৬॥

দেবশ্রেষ্ঠ! এখন আমরাই জগতের পূজনীয় হইব; কিন্তু তাঁহারা আর পূজনীয় থাকিতে পারিবেন না। আর, তাঁহারা তোমার জন্য আমাদের যে সকল সন্তান হরণ করিয়া নিয়াছেন, সেই সন্তানগুলি আমাদিগকে আবার আনিয়া দাও" ॥১৭॥

কার্ত্তিক বলিলেন—"সে সন্তানগুলি মরিয়া গিয়াছে; সুতরাং সেগুলি আর আপনারা পাইবেন না। তবে এখন আপনাবা যেরূপ সন্তান কামনা করেন, সেরূপ অন্য কোন সন্তান আমি আপনাদিগকে দিতে পারি" ॥১৮॥

মাতৃগণ কহিলেন—"সেই মাতৃগণের যে সকল সন্তান আছে এবং তুমি ভিন্ন তাহাদের যাহারা রক্ষক আছে, তাহাদিগকে আমরা ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি; অতএব তুমি তাহাদিগকে আমাদের নিকট আনিয়া দাও" ॥১৯॥

মাতরঃ ঊচুঃ।

পরিরক্ষাম ভদ্রং তে প্রজাঃ স্কন্দ! যথেচ্ছসি।
ত্বয়া নো রোচতে স্কন্দ! সহ বাসশ্চিরং প্রভো! ॥২১॥

স্কন্দ উবাচ।

যাবৎ ষোড়শ বর্ষাণি ভবন্তি তরুণাঃ প্রজাঃ।
প্রবাধত মনুষ্যাণাং তাবদ্রূপৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ ॥২২॥
অহঞ্চ বঃ প্রদাস্যামি রৌদ্রমাত্মানমব্যয়ম্।
পরমং তেন সহিতাঃ সুখং বৎস্যথ পূজিতাঃ ॥২৩॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ শরীরাৎ স্কন্দস্য পুরুষঃ পাবকপ্রভঃ।
ভোক্তুং প্রজাঃ স মর্ত্ত্যানাং নিষ্পপাত মহাপ্রভঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

প্রজা ইতি। কষ্টং কষ্টসাধ্যম্, তাসাং প্রজাভক্ষণানুমোদনম্। নমস্কৃতা যূয়ম্ ॥২০॥
পরীতি। [illegible] ভদ্রমস্তু। প্রজাঃ, ন কেবলং তাসামপি তু সর্ব্বা এবেত্যর্থঃ ॥২১॥
যাবদিতি। তরুণাঃ প্রজাঃ শিশুসন্তানান্। প্রবাধত পীড়য়ত ॥২২॥
অহমিতি। আত্মানম্ আত্মাংশং কঞ্চিৎ পুরুষম্, অব্যয়মবিনশ্বরম্ ॥২৩॥
তত ইতি। প্রজাঃ সন্তানান, মর্ত্ত্যানাং মানুষাণাম্, নিষ্পপাত নির্জগাম ॥২৪॥

কার্ত্তিক বলিলেন—"আপনাদের সন্তান দিব বটে; কিন্তু আপনারা পরে যাহা বলিলেন, তাহা কষ্টসাধ্য। আপনাদের মঙ্গল হউক, সকলেই আপনাদের পূজা করে; সুতরাং আপনারা সকলের সন্তানকেই ভাল করিয়া রক্ষা করুন" ॥২০॥

মাতৃগণ বলিলেন—"কার্ত্তিক! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যেমন ইচ্ছা করিতেছ, তেমন ভাবেই আমরা সন্তান রক্ষা করিব; কিন্তু প্রভাবসম্পন্ন কার্ত্তিক! তোমার সহিত চিরকাল বাস করিতে আমাদের ইচ্ছা হইতেছে" ॥২১॥

কার্ত্তিক বলিলেন—"যে পর্য্যন্ত মনুষ্যশিশুগণের ষোড়শ বৎসর বয়স হয়, সেই পর্য্যন্ত আপনারা নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের পীড়া জন্মাইবেন ॥২২॥

আমিও আপনাদিগকে আমারই অংশ, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, চিরস্থায়ী ও বলবান্ একটী পুরুষ দান করিব; আপনারা সম্মানিত হইয়াই তাহার সহিত সুখে বাস করিবেন" ॥২৩॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তাহার পরই অগ্নিতুল্য পিঙ্গলবর্ণ ও মহাতেজা সেই পুরুষ মনুষ্যসন্তানদিগকে ভক্ষণ করিবার জন্য কার্ত্তিকের দেহ হইতে নির্গত হইল ॥২৪॥

অপতৎ সহসা ভূমৌ বিসংজ্ঞোঽথ ক্ষুধার্দ্দিতঃ।
স্কন্দেন সোঽভ্যনুজ্ঞাতো রৌদ্ররূপোঽভবদ্গ্রহঃ ॥২৫॥
স্কন্দাপস্মারমিত্যাহুর্গ্রহং তং দ্বিজসত্তমাঃ।
বিনতা তু মহারৌদ্রা কথ্যতে শকুনিগ্রহঃ ॥২৬॥
পূতনাং রাক্ষসীং প্রাহুস্তং বিদ্যাৎ পূতনাগ্রহম্।
কষ্টা দারুণরূপেণ ঘোররূপা নিশাচরী ॥২৭॥
পিশাচী দারুণাকারা কথ্যতে শীতপূতনা।
গর্ভান্ সা মানুষীণাস্তু হরতে ঘোরদর্শনা ॥২৮॥
অদিতিং রেবতীং প্রাহুর্গ্রহস্তস্যাস্তু রৈবতঃ।
সোঽপি বালান্ মহাঘোরো বাধতে বৈ মহাগ্রহঃ ॥২৯॥
দৈত্যানাং যা দিতির্মাতা তামাহুর্মুখমণ্ডিকাম্।
অত্যর্থং শিশুমাংসেন সংপ্রহৃষ্টা দুরাসদা ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

অপতদিতি। বিসংজ্ঞঃ ক্ষুধয়ৈবাচেতনপ্রায়ঃ। গৃহ্ণাতি শিশূনিতি গ্রহঃ ॥২৫॥
স্কন্দেতি। স্কন্দমপস্মরতি স্বাপেক্ষয়া অপকৃষ্টং চিন্তয়তীতি স্কন্দাপস্মারঃ ॥২৬॥
পূতনামিতি। কষ্টা মানুষশিশূনাং কষ্টদায়িনী ॥২৭॥
পিশাচীতি। শীতোৎপাদনেন পীড়োৎপাদনাৎ শীতপূতনা নাম ॥২৮॥
অদিতিমিতি। রেবতীতি অদিতের্নামান্তরমিত্যর্থঃ ॥২৯॥
দৈত্যানামিতি। শিশুমাংসেন অত্যর্থং সংপ্রহৃষ্টা ভবতি ॥৩০॥

তদনন্তর ক্ষুধার্ত্ত ও অচেতনপ্রায় সেই পুরুষ তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল এবং কার্ত্তিকের অনুমতিক্রমে সে —রৌদ্রমূর্ত্তি একটা গ্রহ হইল ॥২৫॥

ব্রাহ্মণেরা সেই গ্রহকে 'স্কন্দাপস্মার' বলিয়া থাকেন। আর, মহারৌদ্রা বিনতাকে 'শকুনিগ্রহ' বলা হয় ॥২৬॥

পূতনাকে সকলেই রাক্ষসী বলিয়া থাকে; তাহাকে 'পূতনাগ্রহ' বলিয়া জানিবে। ভয়ঙ্করমূর্ত্তি সেই রাক্ষসী ভয়ঙ্কররূপে শিশুদের কষ্ট দিয়া থাকে ॥২৭॥

আর, ভয়ঙ্করাকৃতি একটা পিশাচী আছে, তাহাকে 'শীতপূতনা' বলে। সেই ঘোরদর্শনা শীতপূতনা মনুষ্যরমণীগণের গর্ভ হরণ করে ॥২৮॥

লোকে অদিতিদেবীকে 'রেবতী' বলিয়া থাকে; তাঁহার গ্রহের নাম—'রৈবত'। অতিভয়ঙ্কর মহাগ্রহ সেই রৈবতও বালকদিগের পীড়া উৎপাদন করে ॥২৯॥

যে দিতিদেবী দৈত্যগণের মাতা, তাঁহাকে 'মুখমণ্ডিকা' বলে। সেই দুর্দ্ধর্ষা শিশুমাংসে অত্যন্ত আনন্দিত হন ॥৩০॥

কুমারাশ্চ কুমার্য্যশ্চ যে প্রোক্তাঃ স্কন্দসম্ভবাঃ।
তেঽপি গর্ভভুজঃ সর্ব্বে কৌরব্য! সুমহাগ্রহাঃ ॥৩১॥
তাসামেব তু পত্নীনাং পতয়স্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অজ্ঞায়মানা গৃহ্ণন্তি বালকান্ রৌদ্রকর্ম্মিণঃ ॥৩২॥
গবাং মাতা তু যা প্রাজ্ঞৈঃ কথ্যতে সুরভির্নৃপ!।
শকুনিস্তামথারুহ্য সহ ভুঙ্‌ক্তে শিশূন্ ভুবি ॥৩৩॥
সরমা নাম যা মাতা শুনাং দেবী জনাধিপ!।
সাপি গর্ভান্ সমাদত্তে মানুষীণাং সদৈব হি ॥৩৪॥
পাদপানাঞ্চ যা মাতা করঞ্জনিলয়া হি সা।
বরদা সা হি সৌম্যা চ নিত্যং ভূতানুকম্পিনী।
করঞ্জে তাং নমস্যন্তি তস্মাৎ পুত্রার্থিনো নরাঃ ॥৩৫॥
ইমে ত্বষ্টাদশান্যে বৈ গ্রহা মাংসমধুপ্রিয়াঃ।
দ্বিপঞ্চরাত্রং তিষ্ঠন্তি সততং সূতিকাগৃহে ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

কুমারা ইতি। প্রোক্তা অস্মিন্নেব প্রকরণে ॥৩১॥
তাসামিতি। তাসাং কুমারীণাম্। তে কুমারাঃ। অজ্ঞায়মানা গৃহস্থৈঃ ॥৩২॥
গবামিতি। শকুনির্নাম গ্রহঃ, সহ তয়া সুরভ্যা সার্দ্ধম্ ॥৩৩॥
সরমেতি। শুনাং কুক্কুরাণাম্। সমাদত্তে গৃহ্ণাতি হরতীত্যর্থঃ ॥৩৪॥
পাদপানামিতি। করঞ্জো বৃক্ষবিশেষো নিলয়ো যস্যাঃ সা। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৫॥

কৌরবনন্দন! কার্ত্তিকের দেহ হইতে যে সকল কুমার ও কুমারী জন্মিয়াছিল, তাহারা সকলেও অতিমহাগ্রহ হইয়া গর্ভ ভক্ষণ করে ॥৩১॥

সেই কুমারীগণের পতি বলিয়া কথিত এবং ভয়ঙ্কর কার্য্যকারী সেই কুমারগণ গৃহস্থগণের অজ্ঞাত থাকিয়া বালকদিগকে হরণ করে ॥৩২॥

রাজা! পণ্ডিতেরা যে সুরভিকে গোমাতা বলিয়া থাকেন, শকুনিগ্রহ তাঁহাতে আরোহণ করিয়া তাঁহারই সহিত ভূতলে শিশুগণকে ভক্ষণ করে ॥৩৩॥

নরনাথ! যে সরমাদেবী কুক্কুরগণের মাতা, তিনিও সর্ব্বদাই মনুষ্যরমণীগণের গর্ভ হরণ করেন ॥৩৪॥

যিনি বৃক্ষসমূহের মাতা, তিনি করঞ্জ-(করমচা) বৃক্ষে বাস করেন এবং তিনি সর্ব্বদাই সৌম্যমূর্ত্তি, বরদাত্রী ও প্রাণিগণের প্রতি দয়াকারিণী; সুতরাং পুত্রার্থী লোকেরা করঞ্জবৃক্ষে তাঁহাকে নমস্কার করে ॥৩৫॥

(৩২)…আজ্ঞায়মানাঃ—পি,…অজায়মানাঃ—নি।

কক্রুঃ সূক্ষ্মবপুর্ভূত্বা গর্ভিণীং প্রবিশত্যথ।
ভুঙ্‌ক্তে সা তত্র তং গর্ভং সা তু নাগং প্রসূয়তে ॥৩৭॥
গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ যা মাতা সা গর্ভং গৃহ্য গচ্ছতি।
ততো বিলীনগর্ভা সা মানুষী ভুবি দৃশ্যতে ॥৩৮॥
যা জনিত্রী ত্বপ্সরসাং গর্ভমাস্তে প্রগৃহ্য সা।
উপনষ্টং ততো গর্ভং কথয়ন্তি মনীষিণঃ ॥৩৯॥
লোহিতস্যোদধেঃ কন্যা ধাত্রী স্কন্দস্য সা স্মৃতা।
লোহিতায়নিরিত্যেবং কদম্বে সা হি পূজ্যতে ॥৪০॥
পুরুষেষু যথা রুদ্রস্তথার্য্যা প্রমদাস্বপি।
আর্য্যা মাতা কুমারস্য পৃথক্‌কামার্থমিজ্যতে ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

ইম ইতি। ইমে পূর্ব্বোক্তাঃ, অন্যে অষ্টাদশ চ। মধু মদ্যম্। দ্বিপঞ্চরাত্রং দশরাত্রম্ ॥৩৬॥
কক্রুরিতি। গর্ভভক্ষণেন গর্ভিণ্যাঃ প্রসবাসম্ভবাৎ সা ত্বিতি কক্রোঃ পরিচয় এব ॥৩৭॥
গন্ধর্ব্বাণামিতি। গৃহ্য গৃহীত্বা। বিলীনো লয়ং প্রাপ্তো গর্ভো যস্যাঃ সা ॥৩৮॥
যেতি। জনিত্রী জনয়িত্রী। আস্তে অদৃশ্যা তত্রৈব তিষ্ঠতি ॥৩৯॥
লোহিতস্যেতি। লোহিতায়নিরিত্যেবং নাম, কদম্বে বৃক্ষে ॥৪০॥
পুরুষেষ্বিতি। পৃথক্‌কামার্থং ভিন্নভিন্নাভিলাষপূরণার্থম্, ইজ্যতে পূজ্যতে ॥৪১॥

মদ্য-মাংসপ্রিয় এই গ্রহগণ এবং অষ্টাদশপ্রকার অন্য গ্রহগণ দশদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই সূতিকাগৃহে অবস্থান করে ॥৩৬॥

কক্রু সূক্ষ্মদেহ হইয়া গর্ভিণীর দেহে প্রবেশ করেন; তাহার পর তিনি সেই গর্ভ ভক্ষণ করেন। সে কক্রু নাগ প্রসব করেন, অর্থাৎ নাগমাতা ॥৩৭॥

যিনি গন্ধর্ব্বগণের মাতা, তিনি গর্ভ হরণ করিয়া চলিয়া যান; তাহার পর দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই নারীর গর্ভ লয় পাইয়াছে ॥৩৮॥

যিনি অপ্সরাদের মাতা, তিনি গর্ভ হরণ করিয়া সেইখানেই থাকেন; তাহার পর বুদ্ধিমানেরা বলেন—উহার গর্ভ নষ্ট হইয়াছে ॥৩৯॥

লোহিতসাগরের কন্যা কার্ত্তিকের ধাত্রী ছিলেন; তাঁহার নাম—'লোহিতায়নি'। কদম্ববৃক্ষে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে ॥৪০॥

পুরুষদের মধ্যে যেমন রুদ্র, স্ত্রীদের মধ্যে তেমন আর্য্যা; তিনি কার্ত্তিকের মাতা; লোকে ভিন্ন ভিন্ন অভীষ্ট লাভের জন্য তাঁহার পূজা করিয়া থাকে ॥৪১॥

---

(৩৭) কক্রুঃ সূক্ষ্ম বপুঃ কৃত্বা…পি।

এবমেতে কুমারাণাং ময়া প্রোক্তা মহাগ্রহাঃ।
যাবৎ ষোড়শ বর্ষাণি শিশূনাং হ্যশিবাস্ততঃ ॥৪২॥
যে চ মাতৃগণাঃ প্রোক্তাঃ পুরুষাশ্চৈব যে গ্রহাঃ।
সর্ব্বে স্কন্দগ্রহা নাম জ্ঞেয়া নিত্যং শরীরিভিঃ ॥৪৩॥
তেষাং প্রশমনং কার্য্যং স্নানং ধূপস্তথাঽঞ্জনম্।
বলিকর্ম্মোপহারাশ্চ স্কন্দস্যেজ্যা বিশেষতঃ ॥৪৪॥
এবমভ্যর্চ্চিতাঃ সর্ব্বে প্রযচ্ছন্তি শুভং নৃণাম্।
আয়ুর্বীর্য্যঞ্চ রাজেন্দ্র! সম্যক্‌পূজানমস্কৃতাঃ ॥৪৫॥ (যুগ্মকম্)
ঊর্দ্ধন্তু ষোড়শাদ্বর্ষাদ্ যে ভবন্তি গ্রহা নৃণাম্।
তানহং সম্প্রবক্ষ্যামি নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ॥৪৬॥
যঃ পশ্যতি নরো দেবান্ জাগ্রদ্বা শয়িতোঽপি বা।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং তং তু দেবগ্রহং বিদুঃ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। কুমারাণাং মনুষ্যশিশূনাম্। অশিবা অমঙ্গলকরাঃ ॥৪২॥
য ইতি। মাতৃগণাঃ ষড়্‌ঋিপত্ন্যাদয়ঃ, পুরুষাঃ স্কন্দদেহোৎপন্নাদয়ঃ ॥৪৩॥
তেষামিতি। বলিকর্ম্ম পশুবলিদানম্। ইজ্যা পূজা। এবমেভিঃ, সর্ব্বে গ্রহাঃ ॥৪৪—৪৫॥
ঊর্দ্ধমিতি। ঊর্দ্ধং পরম্। ভবন্তি অনিষ্টকরা ইতি শেষঃ ॥৪৬॥

এই আমি শিশুদের মহাগ্রহগণের বিষয় বলিলাম। সে পর্য্যন্ত শিশুদের ষোড়শ বৎসর বয়স হয়, সেই পর্য্যন্তই উহারা তাহাদের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকে ॥৪২॥

যে মাতৃগণের কথা বলা হইল এবং যে সকল পুরুষগ্রহ আছে, তাহাদের সকলকেই সর্ব্বদা 'স্কন্দগ্রহ' বলিয়া জানিবে ॥৪৩॥

তাহাদের শান্তি করিতে হয়। স্নানীয় দ্রব্য, ধূপ, কজ্জল, বলিদান এবং অন্যান্য উপহার—এই সকল দ্বারা বিশেষভাবে কার্ত্তিকের পূজা করিবে। আর, রাজশ্রেষ্ঠ! এই সকল দ্রব্যদ্বারা পূজা ও নমস্কার করিলে, সকল গ্রহই মানুষের মঙ্গল, আয়ু ও বল দিয়া থাকে ॥৪৪—৪৫॥

মানুষের ষোড়শ বৎসর বয়সের পর যে সকল গ্রহ অনিষ্টকারী হয়, মহাদেবকে নমস্কার করিয়া আমি তাহাদের কথা বলিব ॥৪৬॥

---

(৪৪)…ধূপং তথাঽঞ্জনম্—বা ব কা

আসীনশ্চ শয়ানশ্চ যঃ পশ্যতি নরঃ পিতৄন্।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং স জ্ঞেয়স্তু পিতৃগ্রহঃ ॥৪৮॥
অবমন্যতি যঃ সিদ্ধান্ ক্রুদ্ধাশ্চাপি শপন্তি যম্।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং জ্ঞেয়ঃ সিদ্ধগ্রহস্তু সঃ ॥৪৯॥
উপাঘ্রাতি চ যো গন্ধান্ রসাংশ্চাপি পৃথগ্বিধান্।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং স জ্ঞেয়ো রাক্ষসগ্রহঃ ॥৫০॥
গন্ধর্ব্বাশ্চাপি যং দিব্যাঃ সংবিশন্তি নরং ভুবি।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং গ্রহো গান্ধর্ব্ব এব সঃ ॥৫১॥
অধিরোহন্তি যং নিত্যং পিশাচাঃ পুরুষং প্রতি।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং গ্রহঃ পৈশাচ এব সঃ ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। শয়িতো নিদ্রিতঃ স্বপ্নে পশ্যতি। দেবশ্চাসৌ গ্রহশ্চেতি সঃ। এবমন্যত্র ॥৪৭॥
আসীন ইতি। আসীন ইতি জাগ্রদুপলক্ষণম্, শয়ানঃ স্বপ্নে পশ্যতি ॥৪৮॥
অবেতি। সিদ্ধান্ দেবযোনিবিশেষান্, ক্রুদ্ধা অবমাননাবশাৎ সিদ্ধা এব ॥৪৯॥
উপেতি। জিহ্বাদেশাভাব আর্ষঃ। পৃথগ্বিধান্ নানাবিধান্ ॥৫০॥
গন্ধর্ব্বা ইতি। সংবিশন্তি অদৃশ্যভাবেনাধিরোহন্তি ॥৫১॥
অধীতি। প্রতিশব্দোঽত্র বীপ্সায়াম্ ॥৫২॥

যে মানুষ জাগরিত অবস্থায় বা নিদ্রিত অবস্থায় (স্বপ্নে) দেবতা দেখে, সে সত্বরই উন্মত্ত হয় এবং সেইটাকে দেবগ্রহ জানিবে ॥৪৭॥

যে লোক জাগরিত অবস্থায় বা নিদ্রিত অবস্থায় পিতৃলোক দর্শন করে, সে সত্বরই উন্মত্ত হয় এবং সেইটাকে পিতৃগ্রহ বলিয়া জানিবে ॥৪৮॥

যে লোক সিদ্ধকে অবজ্ঞা করে এবং সেই অবজ্ঞাবশতই সেই সিদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করে, সে সত্বরই উন্মত্ত হয়, আর সেইটাকে সিদ্ধগ্রহ জানিবে ॥৪৯॥

যে লোক নানাবিধ গন্ধ ও রস অনুভব করে, সে লোক সত্বরই উন্মত্ত হয় এবং সেইটাকে রাক্ষসগ্রহ জানিবে ॥৫০॥

স্বর্গীয় গন্ধর্ব্ব মর্ত্ত্যলোকে যে লোকের উপরে অধিষ্ঠিত হয়, সে লোক সত্বরই উন্মত্ত হয় এবং সেইটাকে গন্ধর্ব্বগ্রহ বলিয়া জানিবে ॥৫১॥

পিশাচ প্রত্যহ বার বার যে লোকের উপরে অধিষ্ঠান করিতে থাকে, সে লোক সত্বরই উন্মত্ত হয় এবং সেইটা পিশাচগ্রহ বলিয়া জানিবে ॥৫২॥

আবিশন্তি চ যং যক্ষাঃ পুরুষং কালপর্য্যয়ে।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং জ্ঞেয়ো যক্ষগ্রহস্তু সঃ ॥৫৩॥
যস্য দোষৈঃ প্রকুপিতং চিত্তং মুহ্যতি দেহিনঃ।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং সাধনং তস্য শাস্ত্রতঃ ॥৫৪॥
বৈক্লব্যাচ্চ ভয়াচ্চৈব ঘোরাণাঞ্চাপি দর্শনাৎ।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং সান্ত্বং তস্য তু সাধনম্ ॥৫৫॥
কশ্চিৎ ক্রীড়িতুকামো বৈ ভোক্তুকামস্তথাঽপরঃ।
অভিকামস্তথৈবান্য ইত্যেষ ত্রিবিধো গ্রহঃ ॥৫৬॥
যাবৎ সপ্ততিবর্ষাণি ভবন্ত্যেতে গ্রহা নৃণাম্।
অতঃ পরং দেহিনান্তু গ্রহতুল্যো ভবেজ্জ্বরঃ ॥৫৭॥
অপ্রকীর্ণেন্দ্রিয়ং দান্তং শুচিং নিত্যমতন্দ্রিতম্।
আস্তিকং শ্রদ্দধানঞ্চ বর্জ্জয়ন্তি সদা গ্রহাঃ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

আবিশন্তীতি। কালপর্য্যয়ে প্রাগুক্তষোড়শবৎসরাতিক্রমে সতি ॥৫৩॥
যস্যেতি। মুহ্যতি বিকলীভবতি। সাধনং চিকিৎসা, শাস্ত্রত আয়ুর্ব্বেদানুসারেণ ॥৫৪॥
বৈক্লব্যাদিতি। বৈক্লব্যাৎ কার্য্যাকুলত্বাৎ। স পুরুষঃ, সান্ত্বং সান্ত্ববাদঃ ॥৫৫॥
অথ কথং গ্রহাঃ পুরুষমাবিশন্তীত্যাহ—কশ্চিদিতি। ভোক্তুকামো ভোগাভিলাষী ॥৫৬॥
যাবদিতি। ভবন্তি উক্তবিধানিষ্টকরা ইতি শেষঃ ॥৫৭॥
অপ্রেতি। অপ্রকীর্ণেন্দ্রিয়ং সংযতচিত্তম্, দান্তং নয়নাদীন্দ্রিয়দমনশীলম্ ॥৫৮॥

ষোড়শ বৎসর অতীত হইলে পর যে মানুষের শরীরে যক্ষ প্রবেশ করে, সে মানুষ সত্বর উন্মত্ত হয় এবং সেইটাকে যক্ষগ্রহ বলিয়া জানিবে ॥৫৩॥

বায়ু, পিত্ত ও কফের দোষে যাহার চিত্ত বিকল হয়, সে লোক সত্বর উন্মত্ত হয়; বৈদ্যশাস্ত্র অনুসারে তাহার চিকিৎসা করা উচিত ॥৫৪॥

কার্য্যবশতঃ আকুলতায়, ভয়ে এবং ভয়ঙ্কর বস্তুদর্শনেও মানুষ সত্বর উন্মত্ত হয়, সান্ত্ববাক্য বলাই তাহার চিকিৎসা ॥৫৫॥

কোন গ্রহ ক্রীড়াভিলাষী, অপর গ্রহ ভোগাভিলাষী এবং অন্য গ্রহ কামাভিলাষী; এই প্রকারে গ্রহগণ ত্রিবিধ হইয়া থাকে ॥৫৬॥

মানুষের সত্তর বৎসর বয়সপর্য্যন্ত এই গ্রহগণ অনিষ্টকারী হইয়া থাকে; ইহার পর মানুষের জ্বরই গ্রহের তুল্য হয় ॥৫৭॥

সংযতচিত্ত, ইন্দ্রিয়দমনশীল, পবিত্র, সর্ব্বদা আলস্যবিহীন, আস্তিক এবং

ইত্যেষ তে গ্রহোদ্দেশো মানুষাণাং প্রকীর্ত্তিতঃ।
ন স্পৃশন্তি গ্রহা ভক্তান্ নরান্ দেবং মহেশ্বরম্ ॥৫৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়-সমাস্যায়াং মনুষ্যগ্রহকথনে দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। গ্রহাণামুদ্দেশো নাম। মহেশ্বরং দেবং প্রতি উক্তান্ ॥৫৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

ব্রাহ্ম্যাদীনাম্, তাসাং প্রজানামীশ্বরাঃ পিত্রাদয়ঃ ॥১৯॥ প্রজাঃ অস্মদাদ্যাঃ নমস্কৃতা যূয়ং ময়েতি শেষঃ ॥২০—৫৭॥ মিথ্যাভিশাপগ্রস্তানামপি স্কন্দমাতৃণাং বালগ্রহত্বাদিনা চাধিকারপ্রাপ্তিঃ কিমুত সাক্ষাদ্দোষকর্ত্তৃণামতঃ সর্ব্বদোষপরিহারার্থং মহেশ্বরঃ পূজ্য ইত্যুপসংহরতি—অপ্রকীর্ণেন্দ্রিয়মিতি ॥৫৮—৫৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯২॥

—:*:—

দেবতায় ও শাস্ত্রে শ্রদ্ধাশীল লোককে সর্ব্বদাই গ্রহগণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥৫৮॥

রাজা! এই তোমার নিকট মানুষের গ্রহগণের নাম বলিলাম; এই গ্রহেরা মহাদেবের ভক্ত লোকদিগকে স্পর্শ করে না" ॥৫৯॥

—:*:—

* '...পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ ..'—বা ব, '...ত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—কা নি।

ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যদা স্কন্দেন মাতৃণামেবমেতৎ প্রিয়ং কৃতম্।
অথৈনমব্রবীৎ স্বাহা মম পুত্রস্ত্বমৌরসঃ ॥১॥
ইচ্ছাম্যহং ত্বয়া দত্তাং প্রীতিং পরমদুর্লভাম্।
তামব্রবীত্ততঃ স্কন্দঃ প্রীতিমিচ্ছসি কীদৃশীম্ ॥২॥

স্বাহোবাচ।

দক্ষস্যাহং প্রিয়া কন্যা স্বাহা নাম মহাভুজ!।
বাল্যাৎ প্রভৃতি নিত্যঞ্চ জাতকামা হুতাশনে ॥৩॥
ন স মাং কামিনীং পুত্র! সম্যগ্‌জানাতি পাবকঃ।
ইচ্ছামি শাশ্বতং বাসমহং বস্তুং সহাগ্নিনা ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

যদেতি। এতৎ পূর্ব্বোক্তরূপম্। ঔরস আত্মজাতঃ। অতো মমৈব ত্বম্ ॥১॥
ইচ্ছামীতি। প্রীতিং প্রীতিকারণম্ ॥২॥
দক্ষস্যেতি। বাল্যাৎ বাল্যকালাতিক্রমাৎ ॥৩॥
নেতি। কামিনীম্ অ্যা ানং প্রতি কামবতীম্। শাশ্বতং নিত্যম্, বস্তুং কর্ত্তুম্ ॥৪॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"কার্ত্তিক যখন এইভাবে মাতৃগণের এইরূপ প্রিয়কার্য্য করিলেন, তখন স্বাহাদেবী তাঁহাকে বলিলেন—"স্কন্দ! তুমি আমার আত্মজাত পুত্র ॥১॥

অতএব তৎপ্রদত্ত পরমদুর্লভ প্রীতি আমি লাভ করিতে ইচ্ছা করি"। তাহার পর কার্ত্তিক তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি কিরূপ প্রীতি ইচ্ছা করেন?" ॥২॥

স্বাহা বলিলেন—"মহাবাহু! আমি দক্ষের প্রিয়তমা কন্যা, আমার নাম—'স্বাহা'। আমি বাল্যকাল অতীত হওয়ার পর হইতেই সর্ব্বদা অগ্নিদেবের প্রতি জাতকামা আছি ॥৩॥

কিন্তু পুত্র! সে অগ্নিদেব আমাকে নিজের প্রতি জাতকামা বলিয়া সম্পূর্ণ জানেন না, অতএব আমি সর্ব্বদাই অগ্নিদেবের সহিত বাস করিতে ইচ্ছা করি" ॥৪॥

(৪) ··বাসং পুত্র। বস্তুম্—বা ব কা নি

স্কন্দ উবাচ।

হব্যং কব্যঞ্চ যৎকিঞ্চিদ্দ্বিজা মন্ত্রসুসংস্কৃতম্।
হোষ্যন্ত্যগ্নৌ সদা দেবি! স্বাহেত্যুক্ত্বা সমুদ্ধৃতম্ ॥৫॥
অদ্য প্রভৃতি দাস্যন্তি সুবৃত্তাঃ সৎপথে স্থিতাঃ।
এবমগ্নিস্ত্বয়া সার্দ্ধং সদা বৎস্যতি শোভনে! ॥৬॥ (যুগ্মকম্)

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্তা ততঃ স্বাহা তুষ্টা স্কন্দেন পূজিতা।
পাবকেন সমাযুক্তা ভর্ত্রা স্কন্দমপূজয়ৎ ॥ ॥
ততো ব্রহ্মা মহাসেনং প্রজাপতিরথাব্রবীৎ।
অভিগচ্ছ মহাদেবং পিতরং ত্রিপুরার্দ্দনম্ ॥৮॥
রুদ্রেণাগ্নিং সমাবিশ্য স্বাহামাবিশ্য চোময়া।
হিতার্থং সর্ব্বলোকানাং জাতস্ত্বমপরাজিতঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

হব্যমিতি। হব্যং দৈবম্, কব্যঞ্চ পৈত্রং দ্রব্যম্। সুবৃত্তাঃ সচ্চরিত্রাঃ ॥৫—৬॥
এবমিতি। ভর্ত্রা পাবকেন সমাযুক্তা ভাবিনাত্যর্থঃ। অপূজয়ৎ আদ্রিয়ত ॥৭॥
তত ইতি। মহাসেনং কার্ত্তিকেয়ম্। ব্রহ্মপদস্য ব্রাহ্মণপরত্বনিরাসার্থং প্রজাপতিপদম্ ॥৮॥
রুদ্রেণেতি। অপরাজিতঃ কৃত্বা জাতো জনিতঃ। সকর্ম্মকত্বমার্ষম্ ॥৯॥

কার্ত্তিক বলিলেন—"দেবি! সচ্চরিত্র ও সৎপথে স্থিত দ্বিজাতিরা মন্ত্রদ্বারা সংস্কার করিয়া যে কিছু হব্য বা কব্য অগ্নিতে হোম করিবেন, সে সমস্তই উত্তোলনপূর্ব্বক 'স্বাহা' বলিয়া সমর্পণ করিবেন। শোভনে! এইরূপ হইলেই অগ্নিদেব সর্ব্বদা আপনার সহিত বাস করিবেন" ॥৫—৬॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"কার্ত্তিক এইরূপ বলিয়া পূজা করিলে, স্বাহাদেবী ভর্ত্তা অগ্নিদেবের সহিত মিলিত হইবেন ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কার্ত্তিকের আদর করিলেন ॥৭॥

তাহার পর প্রজাপতি ব্রহ্মা কার্ত্তিককে বলিলেন—"কার্ত্তিক! তুমি এখন তোমার পিতা ত্রিপুরাসুরহন্তা মহাদেবের নিকট গমন কর ॥৮॥

মহাদেব অগ্নিদেবের শরীরে এবং উমাদেবী স্বাহাদেবীর শরীরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত লোকের হিতের জন্য তোমাকে অপরাজিত করিয়া উৎপাদন করিয়াছেন ॥৯॥

---

(৫)…দ্বিজানাং মন্ত্রসংস্কৃতম্—বা ব কা নি।

উমাযোন্যাঞ্চ রুদ্রেণ শুক্রং সিক্তং মহাত্মনা।
অস্মিন্ গিরৌ নিপতিতং মিঞ্জিকামিঞ্জিকং ততঃ।
সম্ভূতং লোহিতোদে তু শুক্রশেষমথাপতৎ ॥১০॥
সূর্য্যরশ্মিষু চাপ্যন্যদন্যচ্চৈবাপতদ্ভুবি।
আসক্তমন্যদ্‌বৃক্ষেষু তদেবং পঞ্চধাঽপতৎ ॥১১॥
তত্র তে বিবিধাকারা গণা জ্ঞেয়া মনীষিভিঃ।
তত্র পারিষদা ঘোরা য এতে পিশিতাশিনঃ ॥১২॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ। *

এবমস্ত্বিতি চাপ্যুক্ত্বা মহাসেনো মহেশ্বরম্।
অপূজয়দমেয়াত্মা পিতরং পিতৃবৎসলঃ ॥১৩॥
অর্কপুষ্পৈস্তু তে পঞ্চ গণাঃ পূজ্যা ধনার্থিভিঃ।
ব্যাধিপ্রশমনার্থঞ্চ তেষাং পূজাং সমাচরেৎ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

উমেতি। মিঞ্জিকামিঞ্জিকং পারিষদানাং স্ত্রীপুংসযুগলম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১০॥
সূর্য্যেতি। অন্যৎ শুক্রশেষম্। পঞ্চধা বিভক্তমিতি শেষঃ ॥১১॥
তত্রেতি। তত্র গির্য্যাদিষু, গণা অনুচরসমূহাঃ। পিশিতাশিনো মাংসভোজিনঃ ॥১২॥
এবমিতি। মহাসেনঃ কার্ত্তিকেয়ঃ। অমেয়াত্মা অজ্ঞেয়স্বভাবঃ ॥১৩॥
অর্কেতি। পঞ্চ—পঞ্চস্থানজাতত্বাদেব পঞ্চবিধাঃ, গণাঃ কার্ত্তিকানুচরসংঘাঃ ॥১৪॥

মহাত্মা মহাদেব উমাযোনিতে শুক্র সিক্ত করেন; তাহা এই পর্ব্বতে পতিত হইয়াছিল; তাহা হইতে স্ত্রী-পুরুষযুগল উৎপন্ন হয়; আর অবশিষ্ট শুক্রের মধ্যে এক অংশ লোহিতসাগরে পড়িয়াছিল ॥১০॥

আর একভাগ সূর্য্যরশ্মিতে এবং অন্যভাগ ভূতলে পতিত হইয়াছিল; অপর একভাগ বৃক্ষে সংলগ্ন হইয়াছিল; এইভাবে তাহা পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া পতিত হইয়াছিল ॥১১॥

সেই শুক্রভাগগুলিই সেই সকল স্থানে নানাবিধাকৃতি অনুচর হইয়াছে, ইহা জ্ঞানীরা জানিবেন। এই যাহাদিগকে ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ও মাংসভোজী দেখা যাইতেছে, ইহারাই সেই অনুচর এবং এখন ইহারা তোমার পারিষদ হইয়াছে" ॥১২॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—'এইরূপই হউক' এই কথা বলিয়া অজ্ঞেয়স্বভাব ও পিতৃবৎসল কার্ত্তিক, পিতা মহাদেবের পূজা করিলেন ॥১৩॥

---

* (১৩) শ্লোকাৎ পরমন্যং পাঠঃ কতিপয়পুস্তকে দৃশ্যতে।

মিঞ্জিকামিঞ্জিকঞ্চৈব মিথুনং রুদ্রসম্ভবম্।
নমস্কার্য্যং সদৈবেহ বালানাং হিতমিচ্ছতা ॥১৫॥
স্ত্রিয়ো মানুষমাংসাদা বৃদ্ধিকা নাম নামতঃ।
বৃক্ষেষু জাতাস্তা দেব্যো নমস্কার্য্যাঃ প্রজার্থিভিঃ ॥১৬॥
এবমেতে পিশাচানামসংখ্যেয়গণাঃ স্মৃতাঃ।
ঘণ্টায়াঃ সপতাকায়াঃ শৃণু মে সম্ভবং নৃপ! ॥১৭॥
ঐরাবতস্য ঘণ্টে দ্বে বৈজয়ন্ত্যাবিতি শ্রুতে।
গুহস্য তে স্বয়ং দত্তে শক্রেণানায্য ধীমতা ॥১৮॥
একা তত্র বিশাখস্য ঘণ্টা স্কন্দস্য চাপরা।
পতাকা কার্ত্তিকেয়স্য বিশাখস্য চ লোহিতা ॥১৯॥
যানি ক্রীড়নকান্যস্য দেবৈর্দত্তানি বৈ তদা।
তৈরেব রমতে দেবো মহাসেনো মহাবলঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

মিঞ্জিকেতি। মিঞ্জিকামিঞ্জিকং তদাখ্যম্, মিথুনং স্ত্রীপুংসযুগলম্ ॥১৫॥
স্ত্রিয় ইতি। মানুষমাংসানি অদন্তি ভক্ষয়ন্তীতি তাঃ ॥১৬॥
এবমিতি। ঘণ্টায়াঃ কার্ত্তিকেয়স্য, সম্ভবং প্রাপ্তিম্ ॥১৭॥
ঐরেতি। ঐরাবতস্য হস্তিনঃ। শক্রেণ ইন্দ্রেণ ॥১৮॥
একেতি। বিশাখস্য প্রাগুক্তস্য কার্ত্তিকদেহোৎপন্নস্য পুরুষস্য ॥১৯॥

ধনার্থী লোকেরা অর্কপুষ্পদ্বারা সেই (কার্ত্তিকের) পঞ্চবিধ অনুচরগণেরই পূজা করিবে; আর রোগনিবৃত্তির জন্যও তাহাদের পূজা করিতে পারে ॥১৪॥

বালকের হিতার্থী লোক সর্ব্বদাই রুদ্রসম্ভূত 'মিঞ্জিকা মিঞ্জিক' নামক দম্পতিকে নমস্কার করিবে ॥১৫॥

এবং সন্তানার্থী লোকেরা বৃক্ষজাত ও মনুষ্যমাংসভোজী 'বৃদ্ধিকা'-নামক দেবীগণকে নমস্কার করিবে ॥১৬॥

এইরূপ এই পিশাচগণের সংখ্যা করা যায় না। রাজা! এখন কার্ত্তিকের ঘণ্টা ও পতাকাপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ কর ॥১৭॥

ঐরাবতহস্তীর দুইটী প্রসিদ্ধ ঘণ্টা ও দুইটী প্রসিদ্ধ পতাকা ছিল; ধীমান্ ইন্দ্র নিজেই তাহা আনাইয়া কার্ত্তিককে দিয়াছিলেন ॥১৮॥

তাহার মধ্যে বিশাখকে একটী এবং কার্ত্তিককে একটী দিয়াছিলেন; আর পতাকাও নীলবর্ণটী কার্ত্তিককে এবং রক্তবর্ণটী বিশাখকে দিয়াছিলেন ॥১৯॥

(১৮)...ক্রমেণানায্য ধীমতা—বা ব কা।

স সংবৃতঃ পিশাচানাং গণৈর্দেবগণৈস্তথা।
শুশুভে কাঞ্চনে শৈলে দীপ্যমানঃ শ্রিয়া বৃতঃ ॥২১॥
তেন বীবেণ শুশুভে স শৈলঃ শুভকাননঃ।
আদিত্যেনেবাংশুমতা মন্দরশ্চারুকন্দরঃ ॥২২॥
সন্তানকবনৈঃ ফুল্লৈঃ করবীরবনৈরপি।
দিব্যৈঃ পক্ষিগণৈশ্চৈব শুশুভে শ্বেতপর্ব্বতঃ ॥২৩॥
তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে দেবর্ষয়স্তথা।
মেঘতূর্য্যরবাশ্চৈব ক্ষুব্ধোদধিসমস্বনাঃ ॥২৪॥
তত্র দিব্যাশ্চ গন্ধর্ব্বা নৃত্যন্তেঽপ্সরসস্তথা।
হৃষ্টানাং তত্র ভূতানাং শ্রূয়তে নিনদো মহান্ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

যানীতি। ক্রীড়নকানি ক্রীড়াসামগ্র্যঃ। মহাসেনঃ কার্ত্তিকেয়ঃ ॥২০॥
স ইতি। সংবৃতঃ পরিবেষ্টিতঃ। কাঞ্চনে স্বর্ণবহুলে ॥২১॥
তেনেতি। অংশুভি সহ কার্ত্তিকাস্তেঃ সাদৃশ্যসূচনাযাংশুমদ্বিশেষণম্ ॥২২॥
সন্তানকেতি। ফুল্লৈঃ ফুল্লপুষ্পৈঃ। শ্বেতপর্ব্বতঃ স কৈলাসঃ ॥২৩॥
তত্রেতি। মেঘা মেঘবরা হব তূর্য্যবরা মেঘতূর্য্যরবাঃ ॥২৪॥
তত্রেতি। নৃত্যন্তে শ্রূযতে ইত্যভযত্রাপি স্মপদাধ্যাহারাদ্বর্ত্তমানা ॥২৫॥

তখন দেবতাবা যে সকল খেলাব সামগ্রী কার্ত্তিককে দিয়াছিলেন, তাহা দ্বাবাই মহাবল কার্ত্তিক খেলা কবিতেন ॥২০॥

পরমসুন্দব ও উজ্জ্বলমূর্ত্তি কার্ত্তিক পিশাচগণ ও দেবগণে পবিবেষ্টিত হইয়া সেই স্বর্ণময পর্ব্বতে শোভা পাইতেন ॥২১॥

কিবণশালী সূর্য্যদ্বাবা মনোহব গুহাযুক্ত মন্দবপর্ব্বতেব ন্যায় বীর কার্ত্তিক-দ্বাবা সুন্দব বন-সমন্বিত সেই কৈলাসপর্ব্বতও শোভা পাইতে লাগিল ॥২২॥

সন্তানকবৃক্ষের বনে ও কববীববৃক্ষেব বনে পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত ছিল এবং দিব্যপক্ষিগণ বিচবণ করিতেছিল এই কাবণে কৈলাসপর্ব্বতও শোভা পাইতেছিল ॥২৩॥

সেখানে সমস্ত দেবগণ ও সমস্ত দেবর্ষিগণ উপস্থিত ছিলেন এবং মেঘগর্জ্জন ও উদ্বেলিত সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীব তূর্য্যধ্বনি হইতেছিল ॥২৪॥

(২৩) শ্লোকপূর্ব্বার্দ্ধাৎ পরম্ 'পারিজাতবনৈশ্চ জপাশোকবনৈস্তথা। কদম্বতরুষণ্ডৈশ্চ দিব্যৈর্ম্বগণৈরপি ॥' অয়ং পাঠোঽপি দৃশ্যতে—বা ব কা।

এবং সেন্দ্রং জগৎ সর্ব্বং শ্বেতপর্ব্বতসংস্থিতম্।
প্রহৃষ্টং প্রেক্ষতে স্কন্দং ন চ গ্লায়তি দর্শনাৎ ॥২৬॥ *

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়-সমাস্যায়াং স্কন্দক্রীড়ায়াং ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ †

—:*:—

চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যদাভিষিক্তো ভগবান্ সৈনাপত্যে স পাবকিঃ।
তদা সংপ্রস্থিতঃ শ্রীমান্ হৃষ্টো ভদ্রবটং হরঃ।
রথেনাদিত্যবর্ণেন পার্ব্বত্যা সহিতঃ প্রভুঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। স্কন্দস্য দর্শনাৎ কোঽপি ন গ্লায়তি ন বিষীদতি স্ম ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

যদেতি। পাবকিঃ কার্ত্তিকঃ। ভদ্রবটং নাম দেবাসুরবিবাদস্থানম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১॥

দিব্যগন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছিল; আর আনন্দিত প্রাণিগণের মহাকোলাহল শুনা যাইতেছিল ॥২৫॥

এবং ইন্দ্রের সহিত সমস্ত জগতের লোক সেই কৈলাসপর্ব্বতে থাকিয়া হৃষ্টচিত্ত কার্ত্তিককে দেখিতেছিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে দেখিয়া বিষণ্ণ হন নাই" ॥২৬॥

—:*:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"ভগবান্ কার্ত্তিক যখন দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন, তখন মহৈশ্বর্য্য ও মহাপ্রভাবশালী মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত হৃষ্টচিত্তে সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া ভদ্রবটে প্রস্থান করিলেন ॥১॥

---

* অস্মিন্নধ্যায়ে নীলকণ্ঠটীকা নাস্তি। † '...ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...একত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—নি, বা ব কা অধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি। (১)...সৈনাপত্যেন পাবকিঃ—বা ব কা।

সহস্রং তত্র সিংহানাং তস্মিন্ যুক্তং রথোত্তমে।
উৎপপাত দিবং শুভ্রাং কালেনাভিপ্রচোদিতম্ ॥২॥
তে পিবন্ত ইবাকাশং ত্রাসয়ন্তশ্চরাচরান্।
সিংহা নভস্যগচ্ছন্ত নদন্তশ্চারুকেসরাঃ ॥৩॥
তস্মিন্ রথে পশুপতিঃ স্থিতো ভাত্যুময়া সহ।
বিদ্যুতা সহিতঃ সূর্য্যঃ সেন্দ্রচাপে ঘনে যথা ॥৪॥
অগ্রতস্তস্য ভগবান্ ধনেশো গুহ্যকৈঃ সহ।
আস্থায় রুচিরং ভাতি পুষ্পকং নরবাহনঃ ॥৫॥
ঐরাবতং সমাস্থায় শক্রশ্চাপি সুরৈঃ সহ।
পৃষ্ঠতোঽনুযযৌ যান্তং বরদং বৃষভধ্বজম্ ॥৬॥
জৃম্ভকৈর্যক্ষরক্ষোভিঃ স্রগ্বিভিঃ সমলঙ্কৃতঃ।
যাত্যমোঘো মহাযক্ষো দক্ষিণং পক্ষমাশ্রিতঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

সহস্রমিতি। সিংহানাং তদাকারাণাং যন্ত্রাণাম্। কালেন তদাখ্যেন যন্ত্রা ॥২॥
ত ইতি। পিবন্তঃ, ব্যাদত্তমুখত্বাদিতি ভাবঃ। ত্রাসয়ন্তো নাদেনৈব ॥৩॥
তস্মিন্নিতি। রথে বিমানে। সেন্দ্রচাপ ইত্যনেন রথস্য নানাবর্ণত্বং সূচিতম্ ॥৪॥
অগ্রত ইতি। ধনেশঃ কুবেরঃ। আস্থায় আরুহ্য। পুষ্পকং নাম বিমানম্ ॥৫॥
ঐরাবতমিতি। ঐরাবতস্যাকাশগামিত্বং শক্রপ্রভাবাৎ। এবমন্যত্র ॥৬॥

সেই উৎকৃষ্ট বিমানে সিংহাকৃতি বহুসংখ্যক যন্ত্র সংযোজিত ছিল; সেগুলি কালনামক-সারথিকর্ত্তৃক চালিত হইয়া নির্ম্মল আকাশে উঠিল ॥২॥

মনোহর কেসরধারী সেই সিংহাকৃতি যন্ত্রগুলি আকাশকে যেন পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এবং গম্ভীর শব্দে চরাচর সমস্ত প্রাণীর ভয় জন্মাইতে থাকিয়া, আকাশে গমন করিতে লাগিল ॥৩॥

ইন্দ্রধনুসমন্বিত মেঘের উপরে থাকিয়া সূর্য্য যেমন বিদ্যুতের সহিত শোভা পান, সেইরূপ মহাদেব সেই নানাবর্ণ বিমানে থাকিয়া পার্ব্বতীর সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৪॥

ভগবান্ নরবাহন কুবের গুহ্যকগণের সহিত মনোহর পুষ্পকবিমানে আরোহণ করিয়া মহাদেবের অগ্রে অগ্রে যাইতে থাকিয়া শোভা পাইতে থাকিলেন ॥৫॥

ইন্দ্রও ঐরাবতহস্তীতে আরোহণ করিয়া অন্যান্য দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া বরদাতা মহাদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥৬॥

(৭) ...দক্ষিণং পক্ষমাস্থিতঃ—বা ব কা নি।

তস্য দক্ষিণতো দেবা বহবশ্চিত্রযোধিনঃ।
গচ্ছন্তি বসুভিঃ সার্দ্ধং রুদ্রৈশ্চ সহ সঙ্গতাঃ ॥৮॥
যমশ্চ মৃত্যুনা সার্দ্ধং সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ।
ঘোরৈর্ব্যাধিশতৈর্যাতি ঘোররূপবপুস্তথা ॥৯॥
যমস্য পৃষ্ঠতশ্চৈব ঘোরস্ত্রিশিখরঃ শিতঃ।
বিজয়ো নাম রুদ্রস্য যাতি শূলঃ সুলঙ্কৃতঃ ॥১০॥
তমুগ্রপাশো বরুণো ভগবান্ সলিলেশ্বরঃ।
পরিবার্য্য শনৈর্যাতি যাদোভির্বিবিধৈর্বৃতঃ ॥১১॥
পৃষ্ঠতো বিজয়স্যাপি যাতি রুদ্রস্য পট্টিশঃ।
গদামুষলশক্ত্যাদ্যৈর্বৃতঃ প্রহরণোত্তমৈঃ ॥১২॥
পট্টিশং ত্বঙ্গগাদ্রাজংশ্ছত্রং রৌদ্রং মহাপ্রভম্।
কমণ্ডলুশ্চাপ্যনু তং মহর্ষিগণসেবিতঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

জৃম্ভকৈরিতি। জৃম্ভকৈর্মোহজনকৈঃ, স্রগ্বিভির্মালাধারিভিঃ। অমোঘো নাম ॥৭॥
তস্যেতি। তস্য অমোঘস্য। চিত্রযোধিন আশ্চর্য্যযোদ্ধারঃ। সঙ্গতা মিলিতাঃ ॥৮॥
যম ইতি। মৃত্যুনা মূর্ত্তিমতা। ব্যাধিশতৈরপি মূর্ত্তিমদ্ভিঃ ॥৯॥
যমস্যেতি। ত্রিশিখরঃ ত্রিশিখঃ। এতদাদয়োঽস্ত্রাভিমানিনো দেবতাঃ ॥১০॥
তমিতি। তং বিজয়ং পরিবার্য্যেতি সম্বন্ধঃ। যাদোভির্জলজন্তুভিঃ ॥১১॥
পৃষ্ঠত ইতি। বিজয়স্য তদাখ্যস্য শূলস্য। প্রহরণোত্তমৈঃ অস্ত্রশ্রেষ্ঠৈঃ ॥১২॥

'অমোঘ'-নামক মহাযক্ষ সম্মোহজনক ও মালাধারী যক্ষ ও রাক্ষসগণে পরিশোভিত হইয়া দক্ষিণপক্ষ অবলম্বন করিয়া যাইতে লাগিলেন ॥৭॥

বিচিত্রযোদ্ধা বহুতর দেবতা বসুগণ ও রুদ্রগণের সহিত মিলিত হইয়া সেই অমোঘের দক্ষিণদিকে থাকিয়া গমন করিতে থাকিলেন ॥৮॥

ভয়ঙ্করাকৃতি যম, মূর্ত্তিমান্ ও দারুণমূর্ত্তি বহুতর রোগে পরিবেষ্টিত হইয়া মৃত্যুর সহিত গমন করিতে লাগিলেন ॥৯॥

ত্রিশিরা ও সুধার 'বিজয়'-নামক রুদ্রের ভয়ঙ্কর শূল সুশোভিত হইয়া যমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে থাকিলেন ॥১০॥

ভয়ঙ্কর পাশধারী জলাধিপতি ভগবান্ বরুণদেব নানাবিধ জলজন্তুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই শূলকে পরিবেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে থাকিলেন ॥১১॥

রুদ্রের পট্টিশ (অস্ত্র)-গদা, মুষল ও শক্তিপ্রভৃতি উত্তম অস্ত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া 'বিজয়'-নামক শূলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥১২॥

তস্য দক্ষিণতো ভাতি দণ্ডো গচ্ছন্ শ্রিয়া বৃতঃ।
ভৃগ্বঙ্গিরোভিঃ সহিতো দৈবতৈশ্চানুপূজিতঃ ॥১৪॥
এষান্তু পৃষ্ঠতো রুদ্রো বিমলে স্যন্দনে স্থিতঃ।
যাতি সংহর্ষয়ন্ সর্ব্বাংস্তেজসা ত্রিদিবৌকসঃ ॥১৫॥
ঋষয়শ্চাপি দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বা ভুজগাস্তথা।
নদ্যো হ্রদাঃ সমুদ্রাশ্চ তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ।
নক্ষত্রাণি গ্রহাশ্চৈব দেবানাং শিশবশ্চ যে ॥১৬॥
স্ত্রিয়শ্চ বিবিধাকারা যান্তি রুদ্রস্য পৃষ্ঠতঃ।
সৃজন্ত্যঃ পুষ্পবর্ষাণি চারুরূপা বরাঙ্গনাঃ ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)
পর্জ্জন্যশ্চাপ্যনুযযৌ নমস্কৃত্য পিনাকিনম্।
ছত্রঞ্চ পাণ্ডুরং সোমস্তস্য মূর্দ্ধন্যধারয়ৎ ॥১৮॥
চামরে চাপি বায়ুশ্চ গৃহীত্বাগ্নিশ্চ বিষ্ঠিতৌ।
শক্রশ্চ পৃষ্ঠতস্তস্য যাতি রাজন্ ! শ্রিয়া বৃতঃ।
সহ রাজর্ষিভিঃ সর্ব্বৈঃ স্তুবানো বৃষকেতনম্ ॥১৯॥

ভাবতকৌমুদী

পট্টিশমিতি। অনু পশ্চাৎ, রৌদ্রং রুদ্রসম্বন্ধি। তং ছত্রম্, আর্ষত্বাৎ পুংস্ত্বম্ ॥১৩॥
তস্যেতি। ভৃগ্বঙ্গিরোভিঃ তত্তদ্বংশীয়ৈ ঋষিভিঃ, বহুবচনাত্তদাদিভি ঋষিভির্বা ॥১৪॥
এষামিতি। স্যন্দনে রথে। তেজসা কান্ত্যা, ত্রিদিবৌকসো দেবান্ ॥১৫॥
ঋষয় ইতি। ষোড়শঃ শ্লোকঃ ষট্পাদঃ সৃজন্ত্যঃ কুর্ব্বত্যঃ ॥১৬—১৭॥
পর্জ্জন্য ইতি। পর্জ্জন্যো মেঘাভিমানিনা দেবতা। তস্য পিনাকিনঃ ॥১৮॥

মহাপ্রভাবশালী রুদ্রের ছত্র পট্টিশের পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার পশ্চাতে মহর্ষিগণসেবিত কমণ্ডলু যাইতে থাকিলেন ॥১৩॥

সুশোভিত ও দেবগণের আদৃত দণ্ড, ভৃগু ও অঙ্গিরাপ্রভৃতি ঋষিগণের সহিত ছত্রের দক্ষিণদিকে যাইতে থাকিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৪॥

রুদ্রদেব নির্ম্মল রথে অবস্থিত হইয়া আপন কান্তিদ্বারা সকল দেবতাকে আনন্দিত করিতে থাকিয়া ইঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, নাগগণ, নদীগণ, হ্রদগণ, সমুদ্রগণ, অপ্সরোগণ, নক্ষত্রগণ, গ্রহগণ, দেববালকগণ এবং নানাবিধ মূর্ত্তি দেবস্ত্রীগণ রুদ্রদেবের পশ্চাতে যাইতে থাকিলেন; তাঁহাদের মধ্যে মনোহর মূর্ত্তি দেবরমণীরা পুষ্প-বৃষ্টি করিতে করিতে চলিতেছিলেন ॥১৬—১৭॥

(১৯) ...গৃহীত্বাগ্নিশ্চ বিষ্ঠিতৌ...বা ব কা নি।

গৌরী বিদ্যাথ গান্ধারী কেশিনী মিত্রসাহ্বয়া।
সাবিত্র্যা সহ সর্ব্বাস্তাঃ পার্ব্বত্যা যান্তি পৃষ্ঠতঃ ॥২০॥
তত্র বিদ্যাগণাঃ সর্ব্বে যে কেচিৎ কবিভিঃ কৃতাঃ।
তস্য কুর্ব্বন্তি বচনং সেন্দ্রা দেবাশ্চমূমুখে ॥২১॥
গৃহীত্বা তু পতাকাং বৈ যাত্যগ্রে রাক্ষসো গ্রহঃ।
ব্যাপৃতস্তু শ্মশানে যো নিত্যং রুদ্রস্য বৈ সখা।
পিঙ্গলো নাম যক্ষেন্দ্রো লোকস্যানন্দদায়কঃ ॥২২॥
এভিঃ স সহিতো দেবস্তত্র যাতি যথাসুখম্।
অগ্রতঃ পৃষ্ঠতশ্চৈব নহি তস্য গতির্ধ্রুবা ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

চামরে ইতি। চামরে চামরদ্বয়ম্। স্তুবানঃ স্তুবন্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৯॥

গৌরীতি। মিত্রসাহ্বয়া সুমিত্রা। সাবিত্র্যা গায়ত্র্যা ॥২০॥

তত্রেতি। বিদ্যাগণা বিদ্যাজনকগ্রন্থসমূহাঃ তদধিষ্ঠাতারো দেবা ইত্যর্থঃ ॥২১॥

গৃহীত্বেতি। গ্রহঃ প্রাগুক্তঃ কার্ত্তিকানুচরঃ। ব্যাপৃতো রক্ষাপ্রবৃত্তঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ। এভির্দেবসৈন্যৈঃ। তত্র ভদ্রবটস্থানে। তস্য পিঙ্গলস্য, ধ্রুবা নিশ্চিতা ॥২২—২৩॥

পর্জ্জন্যদেব মহাদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহার পশ্চাতে গমন করিতে থাকিলেন এবং চন্দ্রদেব একটী শ্বেতবর্ণ ছত্র তাঁহার মস্তকে ধারণ করিলেন ॥১৮॥

রাজা! বায়ু ও অগ্নি দুইটী চামর ধারণ করিয়া মহাদেবের দুই দিকে রহিলেন; আর কান্তিমান্ দেবরাজ রাজর্ষিদের সহিত মিলিত হইয়া মহাদেবের স্তব করিতে থাকিয়া তাঁহার পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন ॥১৯॥

গৌরী, বিদ্যা, গান্ধারী, কেশিনী ও সুমিত্রা—ইঁহারা সকলে গায়ত্রীদেবীর সহিত মিলিত হইয়া পার্ব্বতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে থাকিলেন ॥২০॥

তখন পণ্ডিতেরা যে কিছু গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তদধিষ্ঠিত দেবতারা এবং সৈন্যসম্মুখস্থ ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতারা মহাদেবের আদেশ পালন করিতে লাগিলেন ॥২১॥

কার্ত্তিকের অনুচর এক রাক্ষস দেবপতাকা ধারণ করিয়া দেবসৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল; আর যিনি সর্ব্বদা শ্মশানরক্ষায় ব্যাপৃত থাকেন এবং মহাদেবের সখা, জগতের আনন্দকারী সেই 'পিঙ্গল'-নামক প্রধান যক্ষ এই দেবসৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া কখনও সৈন্যগণের অগ্রে, কখনও পৃষ্ঠে যথাসুখে ভদ্রবটে গমন করিতে লাগিলেন; তাঁহার গতির স্থিরতা ছিল না ॥২২—২৩॥

রুদ্রং সৎকর্ম্মভির্মর্ত্ত্যাঃ পূজয়ন্তীহ দৈবতম্।
শিবমিত্যেব যং প্রাহুরীশং রুদ্রং পিনাকিনম্।
ভাবৈস্তু বিবিধাকারৈঃ পূজয়ন্তি মহেশ্বরম্ ॥২৪॥
দেবসেনাপতিস্ত্বেবং দেবসেনাভিরাবৃতঃ।
অনুগচ্ছতি দেবেশং ব্রহ্মণ্যঃ কৃত্তিকাসুতঃ ॥২৫॥
অথাব্রবীন্মহাসেনং মহাদেবো বৃহদ্বচঃ।
সপ্তমং মারুতস্কন্ধং রক্ষ নিত্যমতন্দ্রিতঃ ॥২৬॥

স্কন্দ উবাচ।

সপ্তমং মারুতস্কন্ধং পালয়িষ্যাম্যহং প্রভো!।
যদন্যদপি মে কার্য্যং দেব! তদ্বদ মা চিরম্ ॥২৭॥

রুদ্র উবাচ।

কার্য্যেঽহং ত্বয়া পুত্র! সংদ্রষ্টব্যঃ সদৈব হি।
দর্শনান্মম ভক্তা চ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যসি ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

রুদ্রমিতি। ইহ মর্ত্ত্যলোকে। ভাবৈরাদেশপালনাদিভিঃ, পূজয়ন্তি দেবাঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৪॥

দেবেতি। দেবেশং মহাদেবম্, ব্রহ্মণ্যো বেদহিতঃ, কৃত্তিকাসুতঃ কার্ত্তিকঃ ॥২৫॥

অথেতি। মহাসেনং কার্ত্তিকম্। মারুতস্কন্ধং পবনাধিষ্ঠিতসৈন্যাংশম্ ॥২৬॥

সপ্তমমিতি। কার্য্যং কর্ত্তব্যম্। মা চিরং বিলম্বং কুরু, দৈত্যানামাগতপ্রায়ত্বাৎ ॥২৭॥

কার্য্যেঽহিতি। পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যসি, মৎপরামর্শলাভাদিতি ভাবঃ ॥২৮॥

মর্ত্ত্যলোকে মানুষেরা নানাবিধ উপচারে যে মহাদেবের পূজা করে এবং যাঁহাকে শিব, ঈশ্বর, রুদ্র ও পিনাকী বলে, সেই মহাদেবকে দেবতারা তখন নানাপ্রকারে সম্মানিত করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

বেদের হিতকারী দেবসেনাপতি কার্ত্তিক এইভাবে দেবসৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মহাদেবের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

তাহার পর মহাদেব কার্ত্তিককে এই মহাবাক্য বলিলেন—"বৎস! তুমি সর্ব্বদা সাবধান হইয়া পবনাধিষ্ঠিত সপ্তম সৈন্যাংশ রক্ষা কর" ॥২৬॥

কার্ত্তিক বলিলেন—"প্রভু! আমি পবনাধিষ্ঠিত সপ্তম সৈন্যাংশ রক্ষা করিব; এতদ্ভিন্ন আরও যাহা আমার কর্ত্তব্য, তাহাও বলুন, বিলম্ব করিবেন না" ॥২৭॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বিসসর্জ্জেনং পরিষ্বজ্য মহেশ্বরঃ।
বিসর্জ্জিতে ততঃ স্কন্দে বভূবৌৎপাতিকং মহৎ ॥২৯॥
সহসৈব মহারাজ! দেবান্ সর্ব্বান্ প্রমোহয়ৎ।
জজ্বাল খং সনক্ষত্রং প্রমূঢ়ং ভুবনং ভৃশম্।
চচাল ব্যনদচ্চোর্ব্বী তমোভূতং জগদ্ভবৌ ॥৩০॥
ততস্তদ্দারুণং দৃষ্ট্বা ক্ষুভিতঃ শঙ্করস্তদা।
উমা চৈব মহাভাগা দেবাশ্চ সমহর্ষয়ঃ ॥৩১॥
ততস্তেষু প্রমূঢ়েষু পর্ব্বতাম্বুদসন্নিভম্।
নানাপ্রহরণং ঘোরমদৃশ্যত মহদ্বলম্ ॥৩২॥
তদ্ধি ঘোরমসংখ্যেয়ং গর্জ্জচ্চ বিবিধা গিরঃ।
অভ্যদ্রবদ্রণে দেবান্ ভগবন্তঞ্চ শঙ্করম্ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। পরিষ্বজ্য আলিঙ্গ্য। ঔৎপাতিকম্ উৎপাতসূচনম্ ॥২৯॥
সহসেতি। প্রমূঢ়ং বিকলচিত্তং জাতম্। তমোভূতমন্ধকারব্যাপ্তম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩০॥
তত ইতি। ক্ষুভিতো বিচলিতচিত্তঃ অভবৎ। পরয়োর্লিঙ্গবচনব্যত্যয়েনান্বয়ঃ ॥৩১॥
তত ইতি। নানা বহূনি প্রহরণান্যস্ত্রাণি যত্র তৎ। বলং সৈন্যম্ ॥৩২॥
তদিতি। তৎ বলং কর্ত্তৃ। গর্জ্জৎ গম্ভীরস্বরেণ বদৎ ॥৩৩॥

মহাদেব বলিলেন—"পুত্র! তুমি কার্য্যের সময়ে সর্ব্বদাই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও; আমার সহিত সাক্ষাৎ করায় এবং আমার প্রতি শ্রদ্ধা রাখায় তুমি পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে" ॥২৮॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"এই কথা বলিয়া মহাদেব কার্ত্তিককে আলিঙ্গন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন; কার্ত্তিককে ছাড়িয়া দিলে পরই গুরুতর উৎপাতের সূচনা হইল ॥২৯॥

মহারাজ! সহসাই সমস্ত দেবগণকে মোহিত করতঃ নক্ষত্রগণের সহিত আকাশ জ্বলিয়া উঠিল; জগৎটাই বিকল হইয়া পড়িল; পৃথিবী কাঁপিতে ও শব্দ করিতে লাগিল এবং জগৎটাই অন্ধকারাবৃত হইয়া পড়িল ॥৩০॥

সেই দারুণ ঘটনা দেখিয়া মহাদেব, মহাভাগা পার্ব্বতী, দেবগণ ও মহর্ষিগণের চিত্ত বিচলিত হইল ॥৩১॥

তাঁহাদের চিত্ত বিচলিত হইলে পরই দেখা গেল—নানাবিধ শস্ত্রধারী, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি এবং পর্ব্বত ও মেঘের তুল্য বিশাল সৈন্য আসিতেছে ॥৩২॥

তৈর্বিসৃষ্টান্যনীকেষু বাণজালান্যনেকশঃ।
পর্ব্বতাশ্চ শতঘ্ন্যশ্চ প্রাসাসিপরিঘা গদাঃ ॥৩৪॥
নিপতদ্ভিশ্চ তৈর্ঘোরৈর্দেবানীকং মহায়ুধৈঃ।
ক্ষণেন ব্যদ্রবৎ সর্ব্বং বিমুখঞ্চাপ্যদৃশ্যত ॥৩৫॥
নিকৃত্তযোধনাগাশ্বং কৃত্তায়ুধমহারথম্।
দানবৈরর্দ্দিতং সৈন্যং দেবানাং বিমুখং বভৌ ॥৩৬॥
অসুরৈর্বধ্যমানং তৎ পাবকৈরিব কাননম্।
অপতদ্দগ্ধভূয়িষ্ঠং মহাদ্রুমবনং যথা ॥৩৭॥
তে বিভিন্নশিরোদেহাঃ প্রাদ্রবন্তো দিবৌকসঃ।
ন নাথমধিগচ্ছন্তি বধ্যমানা মহারণে ॥৩৮॥
অথ তদ্বিদ্রুতং সৈন্যং দৃষ্ট্বা দেবঃ পুরন্দরঃ।
আশ্বাসয়ন্নুবাচেদং বলভিদ্দানবার্দ্দিতম্ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

তৈরিতি। অনীকেষু দেবসৈন্যেষু। শতঘ্ন্যাদয়স্তদানীন্তনা অস্ত্রবিশেষাঃ ॥৩৪॥
নিপতদ্ভিরিতি। দেবানীকং দেবসৈন্যং কর্ত্তৃ। ব্যদ্রবৎ অপাসরৎ ॥৩৫॥
নিকৃত্তেতি। নিকৃত্তাশ্ছিন্না যোধা যোদ্ধারঃ নাগা হস্তিনঃ অশ্বাশ্চ যস্য তৎ ॥৩৬॥
অসুরৈরিতি। পাবকৈরগ্নিভিঃ। দগ্ধা ভূয়িষ্ঠা বহুলা যত্র তৎ ॥৩৭॥
ত ইতি। প্রাদ্রবন্তঃ পলায়মানাঃ। নাথং রক্ষকম্ ॥৩৮॥

অসংখ্য ও ভয়ঙ্কর সেই সৈন্য যুদ্ধে গম্ভীর স্বরে নানাবিধ বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকিয়া দেবগণ ও ভগবান্ মহাদেবের প্রতি ধাবিত হইল ॥৩৩॥

সেই সৈন্যেরা দেবসৈন্যের উপরে বহুতর বাণ, পর্ব্বত, শতঘ্নী, প্রাস, অসি, পরিঘ ও গদা নিক্ষেপ করিল ॥৩৪॥

ক্ষণকালমধ্যেই দেখা গেল—সেই ভয়ঙ্কর মহাস্ত্র সকল পতিত হইতে থাকায় সমস্ত দেবসৈন্য অপসরণ করিতে লাগিল এবং বিমুখ হইতে থাকিল ॥৩৫॥

যোদ্ধা, হস্তী, অশ্ব, অস্ত্র ও মহারথ সকল ছিন্নভিন্ন হইলে, দানবার্দ্দিত দেবসৈন্য পরাঙ্মুখ হইল ॥৩৬॥

এবং অগ্নি যেমন বন দগ্ধ করে, সেইরূপ অসুরেরা দেবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল; তাহাতে বিশাল বৃক্ষ সকল যেমন পতিত হয়, তেমন অনেক দেবসৈন্য দগ্ধ হইয়া পতিত হইতে থাকিল ॥৩৭॥

আর, মহাযুদ্ধে দেবসৈন্যগণের মস্তক ও দেহ বিদীর্ণ হইতে থাকিল; তখন তাহারা পলায়মান এবং বধ্যমান হইয়াও রক্ষক পাইল না ॥৩৮॥

ভয়ং ত্যজত ভদ্রং বঃ শূরাঃ! শস্ত্রাণিগৃহ্ণত।
কুরুধ্বং বিক্রমে বুদ্ধিং মা বঃ কাচিদ্ব্যথা ভবেৎ ॥৪০॥
জয়তৈতান্ সুদুর্বৃত্তান্ দানবান্ ঘোরদর্শনান্।
অভিদ্রবত ভদ্রং বো ময়া সহ মহাসুরান্ ॥৪১॥
শক্রস্য বচনং শ্রুত্বা সমাশ্বস্তা দিবৌকসঃ।
দানবান্ প্রত্যযুধ্যন্ত শক্রং কৃত্বা ব্যপাশ্রয়ম্ ॥৪২॥
ততস্তে ত্রিদশাঃ সর্ব্বে মরুতশ্চ মহাবলাঃ।
প্রত্যুদ্যযুর্মহাভাগাঃ সাধ্যাশ্চ বসুভিঃ সহ ॥৪৩॥
তৈর্বিসৃষ্টান্যনীকেষু ক্রুদ্ধৈঃ শস্ত্রাণি সংযুগে।
শরাশ্চ দৈত্যকায়েষু পিবন্তি রুধিরং বহু ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। বিদ্রুতং পলায়মানম্। বলভিৎ বলাখ্যদানবহন্তা ॥৩৯॥
ভয়মিতি। বো যুষ্মাকম্, ভদ্রং মঙ্গলমেব ভবিষ্যতীতি শেষঃ ॥৪০॥
জয়তেতি। সুদুর্বৃত্তান্ অতিদুশ্চরিত্রান্। অভিদ্রবত অভিধাবত ॥৪১॥
শক্রস্যেতি। প্রত্যযুধ্যন্ত প্রতিপ্রাহরন্ত। ব্যপাশ্রয়ং বিশেষাবলম্বনম্ ॥৪২॥
তত ইতি। মরুতো বায়বঃ। সাধ্যা দেবযোনিবিশেষাঃ ॥৪৩॥
তৈরিতি। তৈস্ত্রিদশাদিভিঃ, অনীকেষু দৈত্যসেনাসু। দৈত্যকায়েষু পতিত্বেতি শেষঃ ॥৪৪॥

তাহার পর বলদৈত্যহন্তা দেবরাজ দানবার্দ্দিত দেবসৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করতঃ এই কথা বলিলেন—॥৩৯॥

"বীরগণ! তোমাদের মঙ্গলই হইবে; তোমরা ভয় ত্যাগ কর, অস্ত্র ধারণ কর এবং বিক্রম প্রকাশের ইচ্ছা কর, আর তোমাদের যেন কোন উদ্বেগ হয় না ॥৪০॥

অতিদুর্বৃত্ত ও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি এই দানবগণকে জয় কর, আমার সহিত তোমরা এই মহাসুরগণের দিকে ধাবিত হও; তোমাদের মঙ্গল হইবে" ॥৪১॥

দেবসৈন্যেরা ইন্দ্রের বাক্য শুনিয়া আশ্বস্ত হইল এবং ইন্দ্রকেই অবলম্বন করিয়া দানবগণকে প্রতিপ্রহার করিতে লাগিল ॥৪২॥

তাহার পর সেই সমস্ত দেবগণ, মহাবল মরুদ্গণ এবং বসুগণের সহিত মহাভাগ সাধ্যগণ দানবগণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৪৩॥

এবং সেই দেবসৈন্যেরা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে দৈত্যসৈন্যের উপরে যে সকল শস্ত্র ও বাণ নিক্ষেপ করিল, সেগুলি দৈত্যগণের দেহে পতিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে তাহাদের রক্ত পান করিতে লাগিল ॥৪৪॥

তেষাং দেহান্ বিনির্ভিদ্য শরাস্তে নিশিতাস্তদা।
নিপতন্তো হ্যদৃশ্যন্ত নগেভ্য ইব পন্নগাঃ ॥৪৫॥
তানি দৈত্যশরীরাণি নির্ভিন্নানি স্ম সায়কৈঃ।
অপতন্ ভূতলে রাজন্! ছিন্নাভ্রাণীব সর্ব্বশঃ ॥৪৬॥
ততস্তদ্দানবং সৈন্যং সর্ব্বৈর্দেবগণৈর্যুধি।
ত্রাসিতং বিবিধৈর্বাণৈঃ কৃতঞ্চৈব পরাঙ্মুখম্ ॥৪৭॥
অথোৎক্রুষ্টং তদা হৃষ্টৈঃ সর্ব্বৈর্দেবৈরুদায়ুধৈঃ।
সংহতানি চ তূর্য্যাণি প্রাবাদ্যন্ত হ্যনেকশঃ ॥৪৮॥
এবমন্যোন্যসংযুক্তং যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্।
দেবানাং দানবানাঞ্চ মাংসশোণিতকর্দ্দমম্ ॥৪৯॥
অনয়ো দেবলোকস্য সহসৈবাভ্যদৃশ্যত।
তথাহি দানবা ঘোরা বিনিঘ্নন্তি দিবৌকসঃ ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। নগেভ্যঃ পর্ব্বতভিত্তিভ্যঃ, পন্নগাঃ সর্পা ইব ॥৪৫॥
তানীতি। ছিন্নাভ্রাণি ছিন্নমেঘা ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা, মেঘানাং পতনাসম্ভবাৎ ॥৪৬॥
তত ইতি। দানবানামিদং দানবম্। ত্রাসিতং পরাঙ্মুখং কৃতঞ্চাভবৎ ॥৪৭॥
অথেতি। উৎক্রুষ্টম্ উচ্চৈরাহ্বানং কৃতম্। সংহতানি মিলিতানি ॥৪৮॥
এবমিতি। মাংসশোণিতানি কর্দ্দমা ইব যত্র তৎ ॥৪৯॥

তখন দেখা যাইতে লাগিল যে, পর্ব্বত গাত্র হইতে যেমন সর্পগণ পতিত হয়, তেমন সেই সকল সুধার বাণ দৈত্যগণের দেহ বিদীর্ণ করিয়া পতিত হইতেছে ॥৪৫॥

রাজা! ক্রমে সেই দৈত্যগণের দেহগুলি বাণবিদীর্ণ হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় সকল দিকেই ভূতলে পতিত হইতে থাকিল ॥৪৬॥

তদনন্তর দেবতারা সকলে নানাবিধ বাণদ্বারা সেই দানব সৈন্যগণকে যুদ্ধে ভীত ও পরাঙ্মুখ করিয়া ফেলিলেন ॥৪৭॥

তাহার পর দেবতারা সকলেই আনন্দিত হইয়া উচ্চস্বরে দৈত্যগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং সম্মিলিতভাবে অনেক তূর্য্য বাজাইতে থাকিলেন ॥৪৮॥

এইভাবে দেবগণ ও দানবগণের পরস্পর সম্মিলিত অবস্থায় অতি দারুণ যুদ্ধ হইল; তখন যুদ্ধস্থানে রক্ত ও মাংসগুলি যেন কর্দ্দম হইয়া পড়িল ॥৪৯॥

ততস্তূর্য্যপ্রণাদাশ্চ ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনাঃ।
বভূবুর্দানবেন্দ্রাণাং সিংহনাদাশ্চ দারুণাঃ ॥৫১॥
অথ দৈত্যবলাদ্‌ঘোরান্নিষ্পপাত মহাবলঃ।
দানবো মহিষো নাম প্রগৃহ্য বিপুলং গিরিম্ ॥৫২॥
তে তং ঘনৈরিবাদিত্যং দৃষ্ট্বা সংপরিবারিতম্।
তমুদ্যতগিরিং রাজন্! ব্যদ্রবন্ত দিবৌকসঃ ॥৫৩॥
অথাভিদ্রুত্য মহিষো দেবাংশ্চিক্ষেপ তং গিরিম্।
পততা তেন গিরিণা দেবসৈন্যস্য পার্থিব!।
ভীমরূপেণ নিহতমযুতং প্রাপতদ্ভুবি ॥৫৪॥
অথ তৈর্দানবৈঃ সার্দ্ধং মহিষস্ত্রাসয়ন্ সুরান্।
অভ্যদ্রবদ্রণে তূর্ণং সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

অনয় ইতি। অনয়ঃ অমঙ্গলম্। দিবৌকসো দেবান্ ॥৫০॥
তত ইতি। বভূবুঃ, জয়েনানন্দাতিশয়াদিত্যাশয়ঃ ॥৫১॥
অথেতি। দৈত্যবলাৎ দৈত্যসৈন্যশ্রেণীতঃ, নিষ্পপাত নির্জ্জগাম ॥৫২॥
ত ইতি। তং প্রসিদ্ধম্, ঘনৈর্মেঘৈঃ, সংপরিবারিতম্ উপর্য্যাবৃতম্ ॥৫৩॥
অথেতি। দেবান্ প্রতি। ভীমরূপেণ ভয়ঙ্করাকৃতিনা। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫৪॥

হঠাৎ দেবতাপক্ষের গুরুতর অমঙ্গল দেখা গেল। কারণ, ভয়ঙ্কর দানবেরা দেবগণকে বধ করিতে লাগিল ॥৫০॥

তাহার পর দানবশ্রেষ্ঠগণের তূর্য্যধ্বনি, ভেরীর মহাশব্দ এবং ভীষণ সিংহনাদ হইতে লাগিল ॥৫১॥

তদনন্তর 'মহিষ'-নামক মহাবল একটা দানব বিশাল একটা পর্ব্বত লইয়া ভয়ঙ্কর দানবসৈন্য হইতে নির্গত হইল ॥৫২॥

রাজা! তখন উপরি-মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় সেই দানবকে পর্ব্বত উত্তোলনপূর্ব্বক আসিতে দেখিয়া দেবতারা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥৫৩॥

রাজা! তাহার পর মহিষ দ্রুত আসিয়া দেবগণের উপরে সেই পর্ব্বতটা নিক্ষেপ করিল; তখন সেই ভয়ঙ্কর পর্ব্বতটা পতিত হইয়া অযুত দেবসৈন্য নিহত করিল এবং সেই সৈন্য সকল ভূতলে পতিত হইল ॥৫৪॥

তৎপরে মহিষ দেবগণের ভয় জন্মাইতে থাকিয়া—সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগ-সমূহের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ দানবগণকে লইয়া দেবগণের দিকে দ্রুত ধাবিত হইল ॥৫৫॥

তমাপতন্তং মহিষং দৃষ্ট্বা সেন্দ্রা দিবৌকসঃ।
ব্যদ্রবন্ত রণে ভীতা বিকীর্ণায়ুধকেতনাঃ ॥৫৬॥
ততঃ স মহিষঃ ক্রুদ্ধস্তূর্ণং রুদ্ররথং যযৌ।
অভিদ্রুত্য চ জগ্রাহ রুদ্রস্য রথকূবরম্ ॥৫৭॥
যদা রুদ্ররথং ক্রুদ্ধো মহিষঃ সহসা গতঃ।
রেসতূ রোদসী গাঢ়ং মুমুহুশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥৫৮॥
অনদংশ্চ মহাকায়া দৈত্যা জলধরোপমাঃ।
আসীচ্চ নিশ্চিতং তেষাং জিতমস্মাভিরিত্যুত ॥৫৯॥
তথা ভূতে তু ভগবান্ নাহনন্মহিষং রণে।
সস্মার চ তদা স্কন্দং মৃত্যুং তস্য দুরাত্মনঃ ॥৬০॥
মহিষোঽপি রথং দৃষ্ট্বা রৌদ্রং রুদ্রস্য চানদৎ।
দেবান্ সন্ত্রাসয়ংশ্চাপি দৈত্যাংশ্চাপি প্রহর্ষয়ন্ ॥৬১॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। মহিষস্তৈর্দানবৈঃ সার্দ্ধং সুরান্ ত্রাসয়ন্নভ্যদ্রবদিতি সম্বন্ধঃ ॥৫৫॥
তমিতি। বিকীর্ণায়ুধকেতনা বিক্ষিপ্তাস্ত্রধ্বজাঃ ॥৫৬॥
তত ইতি। রুদ্ররথং প্রতি। রথস্য কূবরং তির্য্যক্‌কাষ্ঠবিশেষম্ ॥৫৭॥
যদেতি। গতঃ প্রাপ্তঃ। ন্দা রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ, গাঢ়ং রেসতুর্দধ্বনতুঃ ॥৫৮॥
অনদন্নিতি। জলধরোপমা বর্ণে সজলমেঘতুল্যাঃ। নিশ্চিতং নিশ্চয়ঃ ॥৫৯॥
তথেতি। ভগবান্ রুদ্রঃ, নাহনৎ মহিষং ন হতবান্। বিকরণলোপাভাব আর্ষঃ ॥৬০॥

তখন ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতারা সেই মহিষকে আসিতে দেখিয়া ভীত হইয়া যুদ্ধস্থানে অস্ত্র ও ধ্বজ ফেলিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥৫৬॥

তাহার পর মহিষ ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রুত রুদ্রের রথের দিকে গমন করিল এবং উল্লম্ফন করিয়া রুদ্রের রথকূবর ধারণ করিল ॥৫৭॥

যখন মহিষ ক্রুদ্ধ হইয়া যাইয়া হঠাৎ রুদ্রের রথ ধারণ করিল, তখন আকাশ ও পৃথিবী তীব্র শব্দ করিয়া উঠিল, মহর্ষিরাও মোহিত হইলেন ॥৫৮॥

এবং বিশাল দেহ ও মেঘের তুল্য শ্যামবর্ণ দৈত্যেরা সিংহনাদ করিতে লাগিল। কারণ, তাহাদের নিশ্চয় হইয়াছিল যে, আমরাই জয় করিয়াছি ॥৫৯॥

কিন্তু সে প্রকার হইলেও ভগবান্ মহাদেব যুদ্ধে মহিষকে বধ করিলেন না, তবে সেই দুরাত্মার মৃত্যুর কারণ কার্ত্তিককে স্মরণ করিলেন ॥৬০॥

---

(৬০)…ভগবানহনৎ—বা ব কা নি।

ততস্তস্মিন্ ভয়ে ঘোরে দেবানাং সমুপস্থিতে।
আজগাম মহাসেনঃ ক্রোধাৎ সূর্য্য ইব জ্বলন্ ॥৬২॥
লোহিতাম্বরসংবীতো লোহিতস্রগ্বিভূষণঃ।
লোহিতাশ্বো মহাবাহুর্হিরণ্যকবচঃ প্রভুঃ ॥৬৩॥
রথমাদিত্যসঙ্কাশমাস্থিতঃ কনকপ্রভঃ।
তং দৃষ্ট্বা দৈত্যসেনা সা ব্যদ্রবৎ সহসা রণে ॥৬৪॥ (বিশেষকম্)
স চাপি তাং প্রজ্বলিতাং মহিষস্য বিদারণীম্।
মুমোচ শক্তিং রাজেন্দ্র! মহাসেনো মহাবলঃ ॥৬৫॥
সা মুক্তাঽভ্যহরত্তস্য মহিষস্য শিরো মহৎ।
পপাত ভিন্নে শিরসি মহিষস্ত্যক্তজীবিতঃ ॥৬৬॥
পততা শিরসা তেন দ্বারং ষোড়শযোজনম্।
পর্ব্বতাভেন পিহিতং তদগম্যং ততোঽভবৎ।
উত্তরাঃ কুরবস্তেন গচ্ছন্ত্যন্য যথাসুখম্ ॥৬৭॥

ভারতকৌমুদী

মহিষ ইতি। রৌদ্রং ভয়ঙ্করম্। অনদৎ সিংহনাদমকরোৎ ॥৬১॥

তত ইতি। ঘোরে মহতি। মহাসেনঃ কার্ত্তিকেয়ঃ। লোহিতাম্বরসংবীতঃ পরিহিত-রক্তবস্ত্রঃ। হিরণ্যকবচঃ স্বর্ণবর্ম্মধারী। আস্থিতং আরূঢ়ঃ ॥৬২—৬৪॥

স ইতি। বিদারণীং সংহারিণীমিত্যর্থঃ। মহাসেনঃ কার্ত্তিকেয়ঃ ॥৬৫॥

সেতি। মুক্তা নিক্ষিপ্তা। ভিন্নে দেহাৎ পৃথগ্‌ভূতে ॥৬৬॥

মহিষও মহাদেবের ভয়ঙ্কর রথ দেখিয়া দেবগণকে ভীত এবং দৈত্যগণকে আনন্দিত করিতে থাকিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥৬১॥

তখন দেবগণের সেই প্রকার দারুণ ভয় উপস্থিত হইলে, স্বর্ণবর্ণ শরীর, মহাবাহু ও প্রভাবশালী কার্ত্তিক ক্রোধে সূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতে থাকিয়া সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন; তখন তাঁহার পরিধানে রক্তবস্ত্র, কণ্ঠে রক্ত-মাল্য এবং রথেও রক্তবর্ণ অশ্ব যোজিত ছিল। এহেন কার্ত্তিককে দেখিয়া সেই দৈত্যসৈন্যেরা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে ধাবিত হইল ॥৬২—৬৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ! মহাবল কার্ত্তিকও তখন সেই মহিষনাশিনী উজ্জ্বল শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ॥৬৫॥

নিক্ষেপ করিবামাত্র সেই শক্তি মহিষের বিশাল মস্তক হরণ করিল এবং মস্তক বিচ্ছিন্ন হইলে, প্রাণশূন্য মহিষ ভূতলে পতিত হইল ॥৬৬॥

(৬৪)…কনকপ্রভম্—বা ব কা নি।

ক্ষিপ্তা ক্ষিপ্তা তু সা শক্তির্হত্বা শত্রূন্ সহস্রশঃ।
স্কন্দহস্তমনুপ্রাপ্তা দৃশ্যতে দেবদানবৈঃ ॥৬৮॥
প্রায়ঃ শরৈর্বিনিহতা মহাসেনেন ধীমতা।
শেষা দৈত্যগণা ঘোরা ভীতাস্ত্রস্তা দুরাসদৈঃ।
স্কন্দপারিষদৈর্হত্বা ভক্ষিতাশ্চ সহস্রশঃ ॥৬৯॥
দানবান্ ভক্ষয়ন্তস্তে প্রপিবন্তশ্চ শোণিতম্।
ক্ষণান্নির্দানবং সর্ব্বমকার্ষুর্ভৃশহর্ষিতাঃ ॥৭০॥
তমাংসীব যথা সূর্য্যো বৃক্ষানগ্নির্ঘনান্ খগঃ।
তথা স্কন্দোঽজয়চ্ছত্রূন্ স্বেন বীর্য্যেণ কীর্ত্তিমান্ ॥৭১॥

ভারতকৌমুদী

পততেতি। দ্বারম্ উত্তরকুরুদেশস্য। যোজনমধুনাতনী বিতস্তিরিতি প্রাগপ্যুক্তম্, তস্য দেহশ্চ তৎকালীনো বিশাল ইতি নানুপপত্তিঃ। পিহিতং রুদ্ধম্, অগম্যং তদানীম্। অদ্য ইদানীন্তু উত্তরাঃ কুরবস্তদ্দেশীয়া জনাঃ, তেন দ্বারেণ যথাসুখং গচ্ছন্তি; কালাতিরেকেণ তস্য লুপ্ততয়া রোধাভাবাদিতি ভাবঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬৭॥

ক্ষিপ্তেতি। স্কন্দস্যালৌকিকপ্রভাবেণ শক্তেরপ্যলৌকিকপ্রভাবত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৬৮॥

প্রায় ইতি। ত্রস্তা উদ্বিগ্নাঃ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৬৯॥

দানবানিতি। তে স্কন্দপারিষদাঃ। নির্দানবং দানবশূন্যম্, সর্ব্বং যুদ্ধস্থানম্ ॥৭০॥

তমাংসীতি। সূর্য্যস্তমাংসীব, অগ্নির্যথা বৃক্ষান্, খগো বায়ুশ্চ যথা ঘনান্ মেঘান্ ॥৭১॥

পর্ব্বতপ্রমাণ সেই মস্তক পতিত হইয়া উত্তরকুরুদেশের ষোড়শবিতস্তি-পরিমিত দ্বারদেশ রুদ্ধ করিল; তাহাতেই তখন সেই দ্বারদেশ অগম্য হইয়াছিল; কিন্তু এখন (সেই মস্তক না থাকায়) উত্তরকুরুদেশীয়েরা সেই দ্বার দিয়া যথাসুখে গমন করে ॥৬৭॥

সেই শক্তি কার্ত্তিককর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া সহস্র সহস্র শত্রু সংহার করিয়া করিয়া পুনরায় কার্ত্তিকের হস্তেই আসিতে লাগিল। এই ঘটনা—দেবগণ ও দানবগণের দৃষ্টিগোচর হইল ॥৬৮॥

বুদ্ধিমান্ কার্ত্তিক বাণদ্বারা প্রায় দানবকে সংহার করিলেন; অবশিষ্ট যাহারা থাকিল, সেই ভয়ঙ্কর দানবেরাও ভীত এবং উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল; তখন দুর্দ্ধর্ষ কার্ত্তিকপারিষদেরা তাহাদিগকে বধ করিয়া ভক্ষণ করিল ॥৬৯॥

কার্ত্তিকের সেই পারিষদেরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া দানবগণকে ভক্ষণ ও তাহাদের রক্তপান করিতে থাকিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই সমস্ত যুদ্ধস্থানকে দানবশূন্য করিয়া ফেলিল ॥৭০॥

সূর্য্য যেমন অন্ধকারকে, অগ্নি যেমন বৃক্ষসমূহকে এবং বায়ু যেমন মেঘ-

সম্পূজ্যমানস্ত্রিদশৈরভিবাদ্য মহেশ্বরম্।
শুশুভে কৃত্তিকাপুত্রঃ প্রকীর্ণাংশুরিবাংশুমান্ ॥৭২॥
নষ্টশত্রুর্যদা স্কন্দঃ প্রযাতস্তু মহেশ্বরম্।
তদাব্রবীন্মহাসেনং পরিষ্বজ্য পুরন্দরঃ ॥৭৩॥
ব্রহ্মদত্তবরঃ স্কন্দ! ত্বয়ায়ং মহিষো হতঃ।
দেবাস্তৃণসমা যস্য বভূবুর্জয়তাং বর!।
সোঽয়ং ত্বয়া মহাবাহো! শমিতো দেবকণ্টকঃ ॥৭৪॥
শতং মহিষতুল্যানাং দানবানাং ত্বয়া রণে।
নিহতং দেবশত্রূণাং যৈর্বয়ং পূর্ব্বতাপিতাঃ ॥৭৫॥
তাবকৈর্ভক্ষিতাশ্চান্যে দানবাঃ শতসংঘশঃ।
অজেয়স্ত্বং রণেঽরীণামুমাপতিরিব প্রভুঃ ॥৭৬॥

ভারতকৌমুদী

সম্পূজ্যেতি। কৃত্তিকাপুত্রঃ কার্ত্তিকঃ, প্রকীর্ণাংশুর্বিক্ষিপ্তকিরণঃ অংশুমান্ সূর্য্য ইব ॥৭২॥
নষ্টেতি। নষ্টাঃ শত্রবো যস্মাৎ সঃ। পরিষ্বজ্য আলিঙ্গ্য ॥৭৩॥
ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মণা দত্তো বরো যস্মৈ সঃ। শমিতো নাশিতঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭৪॥
শতমিতি। পূর্ব্বং তাপিতা উৎপীড়িতাঃ ॥৭৫॥
তাবকৈরিতি। তাবকৈস্ত্বদীয়ৈঃ পারিষদৈঃ। প্রভুঃ অলৌকিকপ্রভাবশালী ॥৭৬॥

পুষ্পকে জয় করেন, তেমন কীর্ত্তিমান্ কার্ত্তিক আপন বলেই শত্রুগণকে জয় করিলেন ॥৭১॥

পরে দেবতারা কার্ত্তিকের সম্মান করিতে থাকিলে, কার্ত্তিক মহাদেবকে নমস্কার করিয়া কিরণবিক্ষেপী সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭২॥

কার্ত্তিক শত্রুগণকে সংহার করিয়া যখন মহাদেবের নিকট গমন করিলেন, তখন দেবরাজ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—॥৭৩॥

"বিজয়িশ্রেষ্ঠ মহাবাহু কার্ত্তিক! ব্রহ্মা এই মহিষকে বর দিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি তাহাকে বধ করিয়াছেন এবং দেবগণ যাহার নিকটে তৃণতুল্য ছিলেন, আপনি সেই দেবশত্রুকে সংহার করিয়াছেন ॥৭৪॥

আর, পূর্ব্বে যাহারা আমাদিগকে উৎপীড়িত করিত, সেই দেবশত্রু মহিষতুল্য শত শত দানবকে আপনি যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন ॥৭৫॥

এবং আপনারই পারিষদেরা অন্য শত শত দানবকে ভক্ষণ করিয়াছে; সুতরাং আপনি যুদ্ধে শত্রুগণের অজেয় এবং শিবের ন্যায় প্রতাপশালী ॥৭৬॥

এতত্তে প্রথমং দেব ! খ্যাতং কর্ম্ম ভবিষ্যতি।
ত্রিষু লোকেষু কীর্ত্তিশ্চ তবাক্ষয্যা ভবিষ্যতি।
বশগাশ্চ ভবিষ্যন্তি সুরাস্তব মহাভুজ ! ॥৭৭॥
মহাসেনমেবমুক্ত্বা নিবৃত্তঃ সহ দৈবতৈঃ।
অনুজ্ঞাতো ভগবতা ত্র্যম্বকেন শচীপতিঃ ॥৭৮॥
গতো ভদ্রবটং রুদ্রো নিবৃত্তাশ্চ দিবৌকসঃ।
উক্তাশ্চ দেবা রুদ্রেণ স্কন্দং পশ্যত মামিব ॥৭৯॥
স হত্বা দানবগণান্ পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ।
একাহ্নৈবাজয়ৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং বহ্নিনন্দনঃ ॥৮০॥
স্কন্দস্য য ইদং বিপ্রঃ পঠেজ্জন্ম সমাহিতঃ।
স পুষ্টিমিহ সম্প্রাপ্য স্কন্দসালোক্যমাপ্নুয়াৎ ॥৮১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়-সমাস্যায়াং স্কন্দযুদ্ধে চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

এতদিতি। এতৎ দানববিজয়রূপং কর্ম্ম। অক্ষয্যা ক্ষেতুমশক্যা। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭৭॥

মহেতি। মহাসেনং কার্ত্তিকেয়ম্। নিবৃত্তঃ স্বভবনং প্রস্থিতঃ ॥৭৮॥

গত ইতি। ভদ্রবটং তদাখ্যং স্থানম্। মামিব, স্নেহেন ভক্ত্যা চ ॥৭৯॥

স ইতি। একাহ্নেতি অদন্তত্বাভাব আর্ষঃ। বহ্নিনন্দনঃ কার্ত্তিকেয়ঃ ॥৮০॥

দেব মহাবাহু! আপনার এই প্রথম কার্য্য ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইবে, আপনার কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া থাকিবে এবং দেবতারা আপনার বশীভূত হইবেন" ॥৭৭॥

দেবরাজ কার্ত্তিককে এইরূপ বলিয়া ভগবান্ মহাদেবের অনুমতিক্রমে দেবগণের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥৭৮॥

মহাদেব ভদ্রবটে গমন করিলেন, অন্যান্য দেবতারাও আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং মহাদেব যাইবার সময়ে দেবগণকে বলিলেন—"তোমরা আমারই মত কার্ত্তিককে দেখিও" ॥৭৯॥

অগ্নিনন্দন কার্ত্তিক দানবগণকে বধ করিয়া মহর্ষিগণকর্ত্তৃক পূজিত হইতে থাকিয়া একদিনেই সমস্ত ত্রিভুবন জয় করিলেন ॥৮০॥

* '...সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ—পি, '...ত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...একত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্! শ্রোতুমিচ্ছামি নামান্যস্য মহাত্মনঃ।
ত্রিষু লোকেষু যান্যস্য বিখ্যাতানি দ্বিজোত্তম! ॥১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তঃ পাণ্ডবেয়েন মহাত্মা ঋষিসন্নিধৌ।
উবাচ ভগবাংস্তত্র মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

স্কন্দস্যেতি। সমাহিত একাগ্রচিত্তঃ। স্কন্দস্য সালোক্যং সমানস্থানম্ ॥৮১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভগবন্নিতি। অস্য কার্ত্তিকস্য। মহাপ্রভাবত্বাদেব বহুনামসম্ভাবনয়া প্রশ্নঃ ॥১॥

ইতীতি। পাণ্ডবেয়েন যুধিষ্ঠিরেণ। ঋষীণাং ধৌম্যাদীনাং সন্নিধৌ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

যদেতি ॥১—৬॥ জৃম্ভকৈর্গ্রহবিশেষৈঃ ॥৭—২০॥ বিদ্যাগণাঃ স্তুতিপদ্যসমূহাঃ। বচনং পঠনং সরহস্যব্যাখ্যানং বা ॥২১—৪৯॥ অনয়ো দারহরণাদিঃ ॥৫০—৫৬॥ কুবরং ধূঃপ্রদেশম্ ॥৫৭॥ রেসতুঃ শব্দং চক্রতুঃ, রোদসী দ্যাবাভূমী ॥৫৮—৫৯॥ অহনৎ হতবান্ ॥৬০—৬৬॥ দ্বারমুত্তরকুরূণামিতি শেষঃ। অগম্যমিতি চ্ছেদঃ। তেন দ্বারেণ ॥৬৭—৮১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৪॥

—:*:—

যে ব্রাহ্মণ একাগ্রচিত্ত হইয়া কার্ত্তিকের এই জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করিবেন, তিনি ইহলোকে সম্পদ লাভ করিয়া পরলোকে কার্ত্তিকের সমান স্থান লাভ করিবেন" ॥৮১॥

—:*:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"ভগবন্ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! এই মহাত্মা কার্ত্তিকের যে সকল নাম ত্রিভুবনে বিখ্যাত আছে, সেই সকল নাম আমি শুনিতে ইচ্ছা করি" ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, মহাত্মা ও মহাতপা ভগবান্ মার্কণ্ডেয় তখন ঋষিগণের নিকটে যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন ॥২॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

আগ্নেয়শ্চৈব স্কন্দশ্চ দীপ্তকীর্ত্তিরনাময়ঃ।
ময়ূরকেতুর্ধর্ম্মাত্মা ভূতেশো মহিষার্দ্দনঃ ॥৩॥
কামজিৎ কামদঃ কান্তঃ সত্যবাগ্ ভুবনেশ্বরঃ।
শিশুঃ শীঘ্রঃ শুচিশ্চণ্ডো দীপ্তবর্ণঃ শুভাননঃ ॥৪॥
অমোঘস্ত্বনঘো রৌদ্রঃ প্রিয়শ্চন্দ্রাননস্তথা।
দীপ্তশক্তিঃ প্রশান্তাত্মা ভদ্রকৃৎ কূটমোহনঃ ॥৫॥
ষষ্ঠীপ্রিয়শ্চ ধর্ম্মাত্মা পবিত্রো মাতৃবৎসলঃ।
কন্যাভর্ত্তা বিভক্তশ্চ স্বাহেয়ো রেবতীসুতঃ ॥৬॥
প্রভুর্নেতা বিশাখশ্চ নৈগমেয়ঃ সুদুশ্চরঃ।
সুব্রতো ললিতশ্চৈব বালক্রীড়নকপ্রিয়ঃ ॥৭॥
খচারী ব্রহ্মচারী চ শূরঃ শরবনোদ্ভবঃ।
বিশ্বামিত্রপ্রিয়শ্চৈব দেবসেনাপ্রিয়স্তথা।
বাসুদেবপ্রিয়শ্চৈব প্রিয়ঃ প্রিয়কৃদেব তু ॥৮॥
নামান্যেতানি দিব্যানি কার্ত্তিকেয়স্য যঃ পঠেৎ।
স্বর্গং কীর্ত্তিং ধনঞ্চৈব স লভেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥৯॥ (কুলকম্)

ভারতকৌমুদী

আগ্নেয় ইতি। ভূতানাং প্রাগুক্তপারিষদানামীশঃ। কামজিৎ রূপেণ। চণ্ডঃ ক্রোধনঃ। কূটৈঃ কপটচারিভিঃ প্রাগুক্তৈর্গ্রহৈর্মোহয়তি শিশূনিতি কূটমোহনঃ। রেবতীতি স্বাহায়া এব নামান্তরং তস্যাঃ সুতঃ। নৈগমেয়ো নাগরিকস্তদ্বদ্বেশবিলাসকরণাৎ। ব্রহ্মচারী দেবসেনায়াঃ পরিণয়াৎ প্রাক্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ। দিব্যানি অলৌকিকানি ॥৩—৯॥

ভারতভাবদীপঃ

সর্ব্বেষাং গ্রহাণাং স্কন্দাধীনত্বাত্তচ্ছান্তয়ে স্কন্দং প্রার্থয়িতুকামস্তদীয়ং নামাদিকং পৃচ্ছতি—ভগবন্নিতি ॥১—৩॥ কামজিৎ পূর্ণমনোরথঃ ॥৪॥ কূটং কপটং বালগ্রহাদি তেন মোহয়তীতি কূটমোহনঃ ॥৫॥ কন্যাভর্ত্তা অগ্নিপুত্রত্বেনাগ্নিরূপত্বাৎ "তৃতীয়োঽগ্নিষ্টে পতি"রিতি মন্ত্রবর্ণাচ্চ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"আগ্নেয়, স্কন্দ, দীপ্তকীর্ত্তি, অনাময়, ময়ূরকেতু, ধর্ম্মাত্মা, ভূতেশ, মহিষার্দ্দন, কামজিৎ, কামদ, কান্ত, সত্যবাক্, ভুবনেশ্বর, শিশু, শীঘ্র, শুচি, চণ্ড, দীপ্তবর্ণ, শুভানন, অমোঘ, অনঘ, রৌদ্র, প্রিয়, চন্দ্রানন, দীপ্তশক্তি, প্রশান্তাত্মা, ভদ্রকৃৎ, কূটমোহন, ষষ্ঠীপ্রিয়, ধর্ম্মাত্মা, পবিত্র, মাতৃবৎসল, বিভক্ত, স্বাহেয়, রেবতীসুত, প্রভু, নেতা, বিশাখ, নৈগমেয়, সুদুশ্চর, সুব্রত, ললিত, বালক্রীড়নকপ্রিয়, খচারী, ব্রহ্মচারী, শূর, শরবনোদ্ভব, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, দেবসেনা-

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স্তোষ্যামি দেবৈর্ঋষিভিশ্চ জুষ্টং ভক্ত্যা গুহং নামভিরপ্রমেয়ম্।
ষড়াননং শক্তিধরং সুবীরং নিবোধ চৈতানি কুরুপ্রবীর! ॥১০॥
ব্রহ্মণ্যো বৈ ব্রহ্মজো ব্রহ্মবিচ্চ ব্রহ্মেশয়ো ব্রহ্মবতাং বরিষ্ঠঃ।
ব্রহ্মপ্রিয়ো ব্রাহ্মণসব্রতী ত্বং ত্বং ব্রহ্মণাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ নেতা ॥১১॥
স্বাহা স্বধা ত্বং পরমং পবিত্রং মন্ত্রস্তুতস্ত্বং প্রথিতঃ ষড়র্চ্চিঃ।
সংবৎসরস্ত্বম্ ঋতবশ্চ ষড়্ বৈ মাসার্দ্ধমাসাবয়নং দিশশ্চ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

ভক্ত্যা দয়ান্মার্কণ্ডেয় এব স্তৌতি—স্তোষ্যামীতি। নামভিঃ স্তোষ্যামীতি সম্বন্ধঃ ॥১০॥

ব্রহ্মণ্য ইতি। ব্রহ্মভ্যো বেদেভ্যো হিত ইতি ব্রহ্মণ্যঃ, ব্রহ্মণোঽগ্নেস্তপোরূপাজ্জায়ত ইতি ব্রহ্মজঃ, ব্রহ্মবিৎ আত্মজ্ঞঃ, ব্রহ্মে ব্রহ্মণি শেতে তিষ্ঠতীতি ব্রহ্মেশয়ঃ। অকারান্তত্বমার্ষম্ অলুক্-সমাসশ্চ। ব্রহ্মবতাং ব্রহ্মজ্ঞানবতাং বরিষ্ঠঃ, ব্রহ্মপ্রিয়ো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ, ব্রাহ্মণানাং সমানং ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যাদিকমস্যাস্তীতি ব্রাহ্মণসব্রতী, ব্রহ্মণাং ব্রহ্মজ্ঞানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ নেতা স্বর্গাদিপ্রাপয়িতা। "বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম ব্রহ্মা বিপ্রঃ প্রজাপতিঃ" ইত্যমরঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৬—৯॥ জুষ্টং সেবিতম্ ॥১০॥ ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণেষু সাধুঃ ব্রহ্মজো বেদোক্তেন গর্ভাধানাদি-কর্ম্মণা জাতঃ, অতএব হেতুত্বয়াৎ ব্রহ্মবিদ্বেদার্থজ্ঞাতা তত এব ব্রহ্মে ব্রহ্মণি কর্ম্মব্রহ্মরূপে শেতে ইতি ব্রহ্মেশয়ঃ অদন্তত্বমার্ষম্, কর্ম্মব্রহ্মনিষ্ঠাবানিত্যর্থঃ, ব্রহ্মবতাং কর্ম্মোপাস্তিজ্ঞানবতাং বরিষ্ঠো জ্ঞানীত্যর্থঃ, বরিষ্ঠত্বে হেতুর্ব্রহ্মপ্রিয়স্তৎকর্ম্মোপাস্তিপরঃ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তেন সহ সমানং ব্রত-মন্বেষ্টৃত্বাদিরূপং যস্য স ব্রাহ্মণসব্রতী, অতএব ব্রহ্মজঃ শুদ্ধব্রহ্মবিৎ, ব্রাহ্মণানাং নেতা ব্রহ্মপদপ্রাপকঃ ॥১১॥ ষডর্চ্চিঃ ষণ্মুখত্বাৎ ষড়্জিহ্বঃ ॥১২—২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৫॥

প্রিয়, বাসুদেবপ্রিয়, প্রিয় এবং প্রিয়কৃৎ,—যে লোক কার্ত্তিকের এই সকল অলৌকিক নাম পাঠ করে, সে লোক স্বর্গ, কীর্ত্তি ও ধন লাভ করে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই" ॥৩—৯॥

পুনরায় মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"কৌরবশ্রেষ্ঠ! যিনি দেবগণ ও ঋষিগণের সেবিত, অজ্ঞেয়স্বভাব ষড়ানন, শক্তিধারী ও মহাবীর, সেই কার্ত্তিককে আমি এখন ভক্তিবশতঃ তাঁহারই নামদ্বারা স্তব করিব; তুমি এই নামগুলিও শ্রবণ কর ॥১০॥

হে কার্ত্তিক! আপনি ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মজ, ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণপ্রিয়, ব্রাহ্মণের তুল্য ব্রতচারী এবং ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রাহ্মণগণের ফলদাতা ॥১১॥

---

(১০)…শক্ত্যা গুহম্—বা ব কা নি। (১১)…ব্রহ্মজো বৈ ব্রাহ্মণানাঞ্চ নেতা—বা ব, …ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণানাঞ্চ নেতা—পি।

ত্বং পুষ্করাক্ষস্ত্বরবিন্দবক্ত্রঃ সহস্রবক্ত্রোঽসি সহস্রবাহুঃ।
ত্বং লোকপালঃ পরমং হবিশ্চ ত্বং ভাবনঃ সর্ব্বসুরাসুরাণাম্ ॥১৩॥
ত্বমেব সেনাধিপতিঃ প্রচণ্ডঃ প্রভুর্বিভুশ্চাপ্যথ শক্রজেতা।
সহস্রভূস্ত্বং ধরণী ত্বমেব সহস্রতুষ্টিশ্চ সহস্রভুক্ চ ॥১৪॥
সহস্রশীর্ষস্ত্বমনন্তরূপঃ সহস্রপাত্ত্বং গুরুশক্তিধারী।
গঙ্গাসুতস্ত্বং স্বমতেন দেব! স্বাহা-মহী-কৃত্তিকানাং তথৈব ॥১৫॥
ত্বং ক্রীড়সে ষণ্মুখ! কুক্কুটেন যথেষ্টনানাবিধকামরূপী।
দক্ষোঽসি সোমো মরুতঃ সদৈব ধর্ম্মোঽসি বায়ুরচলেন্দ্র ইন্দ্রঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

স্বাহেতি। স্বাহা তজ্জাতত্বাৎ, "স্বধা বৈ পিতৃণামন্নম্" ইতি শ্রুতেঃ স্বধা পিত্রন্নম্, তদ্বৎ পিতৃপ্রিয় ইত্যর্থঃ। ষডর্চ্চিঃ অর্চ্চির্বহ্নিজ্জ্বলষডাননঃ। অর্দ্ধমাসঃ পক্ষঃ ॥১২॥

বিরাড়্রূপেণ স্তৌতি—ত্বমিতি। পুষ্করাক্ষঃ পদ্মনেত্রঃ। ভাবন উৎপাদকঃ ॥১৩॥

ত্বমিতি। সেনাধিপতির্দেবানাম্। প্রভুঃ শক্তিমান্, বিভুর্ব্যাপকঃ। সহস্রভূঃ সহস্রস্থানগোচরঃ ভক্তানাং সহস্রারপদ্মস্থিতো বা তৈঃ সততং ধ্যায়মানত্বাৎ ॥১৪॥

সহস্রেতি। অনন্তরূপঃ শেষনাগস্বরূপঃ। স্বমতেন আত্মন এবেচ্ছয়া ॥১৫॥

ত্বমিতি। কুক্কুটেন পক্ষিণা, যথেষ্টানি পর্য্যাপ্তানি নানাবিধানি কামরূপাণি ইচ্ছানুরূপমূর্ত্তয়ঃ অস্য সন্তীতি সঃ। দক্ষঃ প্রজাপতিঃ, মরুতো দেবাঃ ॥১৬॥

আপনি স্বাহা, স্বধা, পরম পবিত্র, মন্ত্রদ্বারা স্তুত, ষড়ানন বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং আপনি বৎসর, ছয় ঋতু, বার মাস, চব্বিশ পক্ষ, দুই অয়ন এবং দশ দিক্ ॥১২॥

আপনি পদ্মনয়ন, পদ্মমুখ, সহস্রমুখ এবং সহস্রবাহু; আর আপনি লোকপাল ও পরম হবি এবং আপনি সমস্ত সুরাসুরগণের উৎপাদক ॥১৩॥

আপনি দেবসেনাপতি, দারুণ ক্রোধী, প্রভু, সর্ব্বব্যাপক ও ইন্দ্রবিজয়ী এবং আপনি ভক্তগণের সহস্রারবাসী ও পৃথিবী; আর আপনি সহস্রতুষ্টি ও সহস্রভুক্ ॥১৪॥

আপনি সহস্র শীর্ষ ও সহস্র চরণ অনন্তনাগ এবং বিশাল শক্তিধারী; আর দেব! আপনি নিজের ইচ্ছানুসারেই গঙ্গা, স্বাহা, পৃথিবী ও কৃত্তিকাগণের পুত্র হইয়াছেন ॥১৫॥

হে ষড়ানন! আপনি কুক্কুটদ্বারা খেলা করেন, ইচ্ছানুসারে নানাবিধ বহুতর রূপ ধারণ করিয়া থাকেন এবং আপনি দক্ষ, চন্দ্র, মরুদ্গণ, ধর্ম্ম, বায়ু, গিরীন্দ্র ও ইন্দ্র ॥১৬॥

(১৬)…দীক্ষাসি সোমো মরুতাং সদৈব—পি নি।

সনাতনানামপি শাশ্বতস্ত্বং প্রভুঃ প্রভূণামপি চোগ্রধন্বা।
ঋতস্য কর্ত্তা দিতিজান্তকস্ত্বং জেতা রিপূণাং প্রবরঃ সুরাণাম্ ॥১৭॥
সূক্ষ্মং তপস্তৎ পরমং ত্বমেব পরাবরজ্ঞোঽসি পরাবরস্ত্বম্।
ধর্ম্মস্য কামস্য পরস্য চৈব ত্বত্তেজসা কৃৎস্নমিদং মহাত্মন্! ॥১৮॥
ব্যাপ্তং জগৎ সর্ব্বসুরপ্রবীর! ভক্ত্যা ময়া সংস্তুত! লোকনাথ!।
নমোঽস্তু তে দ্বাদশনেত্রবাহো! অতঃ পরং বেদ্মি গতং ন তেঽহম্ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)
স্কন্দস্য য ইদং বিপ্রঃ পঠেজ্জন্ম সমাহিতঃ।
শ্রাবয়েদ্ব্রাহ্মণেভ্যো যঃ শৃণুয়াদ্বা দ্বিজেরিতম্ ॥২০॥
ধনমায়ুর্যশো দীপ্তং পুত্রান্ শত্রুজয়ং তথা।
স পুষ্টিতুষ্টী সম্প্রাপ্য স্কন্দসালোক্যমাপ্নুয়াৎ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়-সমাস্যায়াং কার্ত্তিকেয়স্তবে পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

সনেতি। সনাতনানাং ব্রহ্মাদীনাং মধ্যেঽপি ত্বং শাশ্বতঃ প্রধানঃ সনাতনঃ, প্রভূণাং ব্রহ্মাদীনামপি ত্বং প্রভুঃ। ঋতস্য সত্যস্য কর্ত্তা প্রবর্ত্তয়িতা, তন্নিয়মস্থাপনাৎ ॥১৭॥

সূক্ষ্মমিতি। তপস্তপোবিষয়ো ব্রহ্ম। পরং পরমাত্মানম্ অবরান্ ব্রহ্মাদীংশ্চ জানাতীতি পরাবরজ্ঞঃ, পরাবরশ্চ ত্বম্, সর্ব্বাত্মকত্বাৎ। ধর্ম্মস্য কামস্য, পরস্য অর্থস্য চ ত্বং হেতুরিতি শেষঃ। ত্বত্তেজসা ইদং কৃৎস্নং জগৎ ব্যাপ্তমিতি সম্বন্ধঃ। অত উক্তাৎ পরং তে তব গতং গতিং মহিমানমিত্যর্থঃ, অহং ন বেদ্মি ॥১৮—১৯॥

স্কন্দস্যেতি। জন্ম জন্মাদিবৃত্তম্। স্কন্দস্য সালোক্যং সমানং লোকম্ ॥২০—২১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়াং পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

আপনি সনাতনদিগের মধ্যেও প্রধান সনাতন, প্রভুদেবও প্রভু, ভীষণ ধনুর্দ্ধর, সত্যের প্রবর্ত্তক, দৈত্যগণের নিহন্তা, শত্রুগণের বিজেতা এবং দেবগণের নেতা ॥১৭॥

আপনিই তপস্যার বিষয় সেই সূক্ষ্ম পরমাত্মা, পরাবরজ্ঞ ও পরাবর এবং আপনিই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের হেতু; আর মহাত্মন্! সর্ব্বদেবপ্রধান! লোকনাথ! আপনার তেজেই এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে দ্বাদশ-নেত্র! আমি আপনার স্তব করিলাম, হে দ্বাদশবাহো! আপনাকে নমস্কার; ইহার পর আর আমি আপনার মহিমা জানি না ॥১৮—১৯॥

---

* '...অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '.. একত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '..ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ..'—নি।

(১৩। দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদপর্ব্ব।)

ষণ্ণবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উপাসীনেষু বিপ্রেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
দ্রৌপদী সত্যভামা চ বিবিশাতে তদা সমম্।
জাহস্যমানে সুপ্রীতে সুখং তত্র নিষীদতুঃ ॥১॥
চিরস্য দৃষ্ট্বা রাজেন্দ্র! তেঽন্যোন্যস্য প্রিয়ংবদে।
কথয়ামাসতুশ্চিত্রাঃ কথাঃ কুরুযদূত্থিতাঃ ॥২॥
অথাব্রবীৎ সত্যভামা কৃষ্ণস্য মহিষী প্রিয়া।
সাত্রাজিতী যাজ্ঞসেনীং রহসীদং সুমধ্যমা ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

প্রকরণান্তরমারভতে—উপেতি। উপ মার্কণ্ডেয়সমীপে আসীনেষু উপবিশৎসু। সমং যুগপৎ। জাহস্যমানে পুনঃ পুনর্মন্দং হসন্ত্যৌ, নিষীদতুঃ একান্তে উপবিবিশতুঃ, পরত্র রহসীত্যভিধানাৎ। আর্ষোঽয়ং প্রয়োগঃ। ষট্পাদশ্চ শ্লোকঃ ॥১॥

চিরস্যেতি। অন্যোন্যস্য মুখমিতি শেষঃ। কুরুযদূত্থিতাঃ কৌরবযাদবব্যাপারোৎপন্নাঃ ॥২॥

অথেতি। সত্রাজিতো রাজ্ঞোঽপত্যং স্ত্রীতি সাত্রাজিতী। রহসি নির্জ্জনে ॥৩॥

যে ব্রাহ্মণ একাগ্রচিত্ত হইয়া কার্ত্তিকের এই জন্মপ্রভৃতি বৃত্তান্ত পাঠ করেন, কিংবা যিনি ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করান, অথবা যিনি ব্রাহ্মণপঠিত এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তাঁহারা সকলেই ধন, আয়ু, উজ্জ্বল যশ, পুত্র, শত্রুজয়, সম্পদ ও আনন্দ লাভ করিয়া অন্তিমে স্কন্দলোক লাভ করেন" ॥২০—২১॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ব্রাহ্মণেরা ও মহাত্মা পাণ্ডবেরা মার্কণ্ডেয়মুনির নিকটে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে প্রফুল্লচিত্ত দ্রৌপদী ও সত্যভামা একদাই সেই সভায় প্রবেশ করিলেন এবং মৃদুহাস্যমুখে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন ॥১॥

রাজশ্রেষ্ঠ! প্রিয়ভাষিণী সেই দ্রৌপদী ও সত্যভামা দীর্ঘকালের পর পরস্পর দর্শন লাভ করিয়া প্রথমে কুরুকুল ও যদুকুলসম্বন্ধে নানা কথা বলিলেন ॥২॥

তাহার পর সত্রাজিৎ রাজার কন্যা এবং কৃষ্ণের প্রিয়তমা মহিষী সুমধ্যমা সত্যভামা নির্জ্জনে দ্রৌপদীকে এই কথা বলিলেন—॥৩॥

কেন দ্রৌপদি! বৃত্তেন পাণ্ডবানধিতিষ্ঠসি।
লোকপালোপমান্ বীরান্ যূনঃ পরমসম্মতান্।
কথঞ্চ বশগাস্তুভ্যং ন কুপ্যন্তি চ তে শুভে! ॥৪॥
তব বশ্যা হি সততং পাণ্ডবাঃ প্রিয়দর্শনে!।
মুখপ্রেক্ষাশ্চ তে সর্ব্বে তত্ত্বমেতদ্‌ব্রবীহি মে ॥৫॥
ব্রতচর্য্যা তপো বাপি স্নানমন্ত্রৌষধানি বা।
বিদ্যাবীর্য্যং মূলবীর্য্যং জপহোমাগদাস্তথা ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

কেনেতি। কেন কীদৃশেন, বৃত্তেন ব্যবহারেণ, অধিতিষ্ঠসি আশ্রয়সি। পরমসম্মতান্ লোকানামতিপ্রিয়ান্। তুভ্যং তব। তে পাণ্ডবাঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪॥

তবেতি। মুখং প্রেক্ষন্তে সর্ব্বেষ্বেব কার্য্যেষু ত্বদভিপ্রায়জ্ঞানার্থং পশ্যন্তীতি তে ॥৫॥

ব্রতেতি। ব্রতস্য শাস্ত্রবিহিতনিয়মবিশেষস্য চর্য্যা আচরণম্, তপ উপবাসাদি, স্নানং গঙ্গাদৌ কাম্যং মন্ত্রা সুন্দরীবীজাদয়ঃ ঔষধানি নীলতন্ত্রোক্তানি ব্রহ্মদণ্ডীবচাদীনি, বিদ্যা ব্যবহারপটুতা তস্যা বীর্য্যং প্রভাবঃ, মূলানাং কুষ্ঠাদীনাং বীর্য্যম্, জপো নীলতন্ত্রোক্তমন্ত্রাদীনাং হোমো নারায়ণাদ্যুদ্দেশে, অগদাঃ শাস্ত্রাদুক্তানি ঔষধানি বা, এষাং সমুদয়েনান্যতমেন বা পাণ্ডবাস্তে বশ্যাস্তদ্‌ব্রূহীতি ভাবঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

পতিব্রতোপাখ্যানে সূচিতান্ স্ত্রীধর্ম্মান্ বিবরীতুং দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদমারভতে "উপাসীনেষু বিপ্রে"ষ্বিত্যাদিনা। সমমেকত্র। জাহ্নমানে পরস্পরমতিশয়েন হসন্ত্যৌ ॥১॥ কুরুযদুস্থিতাঃ কুরুষু যদুষু চোৎপন্নাঃ ॥২—৩॥ সংহতান্ দৃঢ়াঙ্গান্ ॥৪—৫॥ ব্রতং সোমবারব্রতাদি, তপ উপাবাসাদি, স্নানং সঙ্গমাদৌ। মন্ত্রোপেতমৌষধং বশীকরণার্থম্, বিদ্যা কামশাস্ত্রোক্তা। "রতান্তে বামপাদেন ভর্ত্তুর্লিঙ্গমুপস্পৃশেৎ। যাবজ্জীবং পতিস্তস্যা গর্ভদাসো ভবেৎ ধ্রুবম্"। ইত্যাদিকা। তদ্বীর্য্যং মূলম্, অপ্রচ্যুতং তারুণ্যাদি তদ্বীর্য্যং জপহোমাগদা

"দ্রৌপদি! দিক্‌পালতুল্য মহাবীর, যুবক এবং লোকের পরমপ্রিয় পাণ্ডবগণের নিকটে কিপ্রকার ব্যবহারে তুমি চলিতেছ? কল্যাণি! কেনই বা তাঁহারা তোমার বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন? এবং কেনই বা কুপিত হন না? ॥৪॥

প্রিয়দর্শনে! পাণ্ডবেরা সর্ব্বদাই তোমার বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহারা সকলে সকল কার্য্যেই তোমার মুখপ্রেক্ষী হন; ইহার কারণ তুমি আমার নিকটে সত্য বল ॥৫॥

ব্রত, তপস্যা, স্নান, মন্ত্র, শাস্ত্রোক্ত ঔষধ, নিজের পটুতার প্রভাব, কোন

---

(৪)…বীরান্ পুনঃ পরমসংহতান্—বা ব কা,…নূনং পরমসম্মতান্—নি।

মমাদ্যাচক্ষ্ব পাঞ্চালি ! যশস্যং ভগদৈবতম্ ।
যেন কৃষ্ণে ! ভবেন্নিত্যং মম কৃষ্ণো বশানুগঃ ॥৭॥
এবমুক্ত্বা সত্যভামা বিররাম যশস্বিনী ।
পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী প্রত্যুবাচ তাম্ ॥৮॥
অসৎস্ত্রীণাং সমাচারং সত্যে ! মামনুপৃচ্ছসি ।
অসদাচরিতে মার্গে কথং স্যাদনুকীর্ত্তনম্ ॥৯॥
অনুপ্রশ্নঃ সংশয়ো বা নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে ।
তথা হ্যুপেতা বুদ্ধ্যা ত্বং কৃষ্ণস্য মহিষী প্রিয়া ॥১০॥
যদৈব ভর্ত্তা জানীয়ান্মন্ত্রমূলপরাং স্ত্রিয়ম্ ।
উদ্বিজেত তদৈবাস্যাঃ সর্পাদ্বেশ্মগতাদিব ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

মমেতি। ভগং সৌভাগ্যং ভর্ত্তৃপ্রিয়ত্বং তৎসম্বন্ধি দৈবতং দৈবং দৈববত্তীত্রোপায়-মিত্যর্থঃ ॥৭॥

এবমিতি। যশস্বিনী সৌন্দর্য্যচরিত্রাদিভিরিত্যাশয়ঃ ॥৮॥

অসদিতি। সমাচারং ব্যবহারবিষয়ম্, হে সত্যে! সত্যভামে! অনুকীর্ত্তনমুক্তিঃ ॥৯॥

অন্বিতি। সংশয়ঃ ময়া পতিবশীকরণায় ব্রতাদিঃ কৃতো ন বেতি সন্দেহঃ। এতৎ দ্বয়মপি। তথাহি ত্বং বুদ্ধ্যা উপেতা যুক্তা বুদ্ধিমতী, কৃষ্ণস্য প্রিয়া মহিষী চ ॥১০॥

মূলধারণের প্রভাব, জপ, হোম এবং শাস্ত্রে অনুক্ত কোন ঔষধ, ইহার সকল-গুলি দ্বারা বা কোনটা দ্বারা ইঁহারা তোমার বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন ? ॥৬॥

কৃষ্ণে! পাঞ্চালি! তুমি আজ আমার নিকট যশস্কর ও সৌভাগ্যজনক উপায় বল ; যাহাতে কৃষ্ণ সর্ব্বদাই আমার বশীভূত থাকেন" ॥৭॥

এইরূপ বলিয়া যশস্বিনী সত্যভামা বিরত হইলেন। তাহার পর পতিব্রতা ও মহাভাগা দ্রৌপদী তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন—॥৮॥

"সত্যভামা! তুমি অসৎ স্ত্রীলোকদের ব্যবহারের বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ ; সুতরাং অসৎ বিষয়ে কথা বলা কি করিয়া সঙ্গত হয় ? ॥৯॥

এইরূপ প্রশ্ন করা কিংবা আমি ভর্ত্তৃগণকে বশীভূত করিবার কোন উপায় করি কি না—এইরূপ সন্দেহ করা তোমার উচিত নহে। কারণ, তুমি বুদ্ধিমতী এবং কৃষ্ণের প্রিয়তমা মহিষী ॥১০॥

ভর্ত্তা যখনই জানিতে পারেন যে, আপনাকে বশীভূত করিবার জন্য স্ত্রী কোন মন্ত্রপ্রয়োগে বা ঔষধপ্রয়োগে ব্যাপৃত আছে ; তখনই তিনি—গৃহগত সর্পের ন্যায় সেই স্ত্রী হইতে উদ্বিগ্ন হন ॥১১॥

উদ্বিগ্নস্য কুতঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।
ন জাতু বশগো ভর্ত্তা স্ত্রিয়াঃ স্যান্মন্ত্রকর্ম্মণা ॥১২॥
অমিত্রপ্রহিতাংশ্চাপি গদান্ পরমদারুণান্।
মূলপ্রচারৈর্হি বিষং প্রয়চ্ছন্তি জিঘাংসবঃ ॥১৩॥
জিহ্বয়া যানি পুরুষস্ত্বচা বাপ্যুপসেবতে।
তত্র চূর্ণানি দত্তানি হন্যুঃ ক্ষিপ্রমসংশয়ম্ ॥১৪॥
জলোদরসমাযুক্তাঃ শ্বিত্রিণঃ পলিতাস্তথা।
অপুমাংসঃ কৃতাঃ স্ত্রীভির্জড়ান্ধবধিরাস্তথা ॥১৫॥
পাপানুগাস্তু পাপাস্তাঃ পতীনুপসৃজন্ত্যত।
ন জাতু বিপ্রিয়ং ভর্ত্তুঃ স্ত্রিয়া কার্য্যং কথঞ্চন ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

যদেতি। মন্ত্রমূলপরাম্ আত্মনো বশীকরণায় মন্ত্রমূলপ্রয়োগব্যাপৃতাম্ ॥১১॥

উদ্বিগ্নস্যেতি। জাতু কদাচিদপি। মন্ত্রকর্ম্মণা মন্ত্রাদিপ্রয়োগব্যাপারেণ ॥১২॥

প্রত্যুত মন্ত্রাদিপ্রয়োগে দোষমাহ—অমিত্রেতি। অমিত্রৈঃ শত্রুভিরুপপত্যাদিভিঃ প্রহিতান্ স্ত্রীহস্তপ্রদত্তৌষধাদিভির্জনিতান্, পরমদারুণান্, গদান্ পত্যুঃ রোগান্ পশ্যাম ইতি শেষঃ। হি যস্মাৎ, জিঘাংসব উপপত্যাদয়ঃ, মূলপ্রচারৈঃ উপকারকমিদং বৃক্ষাদিমূলমিতি প্রকাশৈঃ বিষং প্রয়চ্ছন্তি। "রোগব্যাধিগদাময়াঃ" ইত্যমরঃ ॥১৩॥

জিহ্বয়েতি। যানি ঔষধানি। তত্র তেষু ঔষধেষু, চূর্ণানি বিষস্য, হন্যুস্তম্ ॥১৪॥

জলোদরেতি। পলিতা জরাজীর্ণাঃ। অপুমাংসঃ ক্লীবাঃ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

বিশকলিতাঃ সমুদিতা বা, অগদোঽঞ্জনাদিরৌষধম্ ॥৬॥ ভগদৈবতং সৌভাগ্যবর্দ্ধকং সৌরব্রতাদিকম্, ভগবেদনমিতি পাঠে সৌভাগ্যসূচকম্; বশানুগ ইচ্ছানুসারী ॥৭—৮॥ হে সত্যে! অনুকীর্ত্তনমুত্তরম্ ॥১—১২॥ ঔষধাদিপ্রয়োগেঽনিষ্টমাহ—অমিত্রেতি। গদান্

উদ্বিগ্নের কোথা হইতে শান্তি আসে এবং শান্তহীনেরই বা কোথা হইতে সুখ হয়? তার পর, ভর্ত্তা কখনও মন্ত্রাদিপ্রয়োগে ভার্য্যার বশীভূত হন না ॥১২॥

প্রত্যুত, শত্রুর প্রেরণায় ভর্ত্তার অতিদারুণ রোগ হইতেই দেখা যায়। কারণ, জিঘাংসু লোকেরা মূল বলিয়া বিষ দিয়া থাকে ॥১৩॥

পুরুষ জিহ্বা ও চর্ম্মদ্বারা যে সকল ঔষধ সেবন করে, তাহাতে প্রদত্ত বিষচূর্ণ সত্বরই সে পুরুষকে নষ্ট করে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১৪॥

(আমি জানি)—বহু স্ত্রীলোকই (আপন আপন পতিকে বশীভূত করিবার ইচ্ছায় ঔষধ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে) জলোদররোগগ্রস্ত, শ্বিত্ররোগী, জরাজীর্ণ, নপুংসক, জড়, অন্ধ বা বধির করিয়া ফেলিয়াছে ॥১৫॥

বর্ত্তাম্যহন্তু যাং বৃত্তিং পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
তাং সর্ব্বাং শৃণু মে সত্যাং সত্যভামে! যশস্বিনি! ॥১৭॥
অহঙ্কারং বিহায়াহং কামক্রোধৌ চ সর্ব্বদা।
সদারান্ পাণ্ডবান্ নিত্যং প্রয়তোপচরাম্যহম্ ॥১৮॥
প্রণয়ং প্রতিসংহৃত্য নিধায়াত্মানমাত্মনি।
শুশ্রূষুর্নিরভীমানা পতীনাং চিত্তরক্ষিণী ॥১৯॥
দুর্ব্যাহৃতাচ্ছঙ্কমানা দুঃস্থিতাদ্দুরবেক্ষিতাৎ।
দুরাসিতাদ্দুর্ব্রজিতাদিঙ্গিতাধ্যাসিতাদপি ॥২০॥
সূর্য্যবৈশ্বানরসমান্ সোমকল্পান্ মহারথান্।
সেবে চক্ষুর্হণঃ পার্থানুগ্রবীর্য্যপ্রতাপিনঃ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

পাপেতি। পাপানুপপত্যাদীননুগচ্ছন্তীতি তাঃ। উপসৃজন্তি উপসর্গং জনয়ন্তি ॥১৬॥
বর্ত্তামীতি। বর্ত্তামি বর্ত্তয়ামি আশ্রয়ামীত্যর্থঃ, বৃত্তিং ব্যবহারম্ ॥১৭॥
অহঙ্কারমিতি। সদারান্ দারান্তরসহিতান্। পতিপ্রীত্যর্থং সপত্নীরপি সেবে ইত্যাশয়ঃ ॥১৮॥
প্রণয়মিতি। প্রণয়ং প্রণয়ের্ষ্যাং মানমিত্যর্থঃ। শুশ্রূষুঃ শুশ্রূষাকারিণী ভবামি ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

রোগান্ ॥১৩—১৪॥ জলোদর উদররোগঃ, বৃকোদর ইতি পাঠে কুক্ষিব্যাধির্ভস্মকনামা, শ্বিত্রিণঃ কুষ্ঠবন্তঃ ॥১৫॥ উপসৃজন্তি দোষৈর্যোজয়ন্তি ॥১৬—১৭॥ সদারানিতি সপত্নীনামপি সেবনং পতিপ্রীত্যর্থং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥১৮॥ প্রণয়মীর্ষ্যা, আত্মানং চিত্তম্, আত্মনি স্বস্মিন্,

পাপিষ্ঠদের অনুবর্ত্তিনী সেই পাপিষ্ঠা রমণীরা এইভাবে ভর্ত্তাদের নানা উপসর্গ জন্মাইয়া থাকে; অতএব স্ত্রীলোক কখনই কোন প্রকারে ভর্ত্তার অপ্রিয় কার্য্য করিবে না ॥১৬॥

যশস্বিনী সত্যভামা! আমি মহাত্মা পাণ্ডবদের উপরে যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, সে সকল তুমি শ্রবণ কর ॥১৭॥

আমি সর্ব্বদাই অহঙ্কার, কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া থাকি এবং সর্ব্বদাই সযত্নে অন্যান্য পত্নীগণের সহিতই পাণ্ডবগণের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি ॥১৮॥

আমি মানশূন্য হইয়া, নিজের উপরেই নিজের ভার রাখিয়া, অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া, পতিদের চিত্ত রক্ষা করিতে থাকিয়া, তাঁহাদের শুশ্রূষা করিয়া থাকি ॥১৯॥

(১৮)··· সদা তান্ পাণ্ডবান্—পি।

দেবো মনুষ্যো গন্ধর্ব্বো যুবা চাপি স্বলঙ্কৃতঃ
দ্রব্যবানভিরূপো বা ন মেঽন্যঃ পুরুষো মতঃ ॥২২॥
ন ভুক্তবতি ন স্নাতে ন সংবিষ্টে চ ভর্ত্তরি।
ন সংবিশামি নাশ্নামি ন স্নায়ে কর্ম্ম কুর্ব্বতী ॥২৩॥
ক্ষেত্রাদ্বনাদ্বা গ্রামাদ্বা ভর্ত্তারং গৃহমাগতম্।
প্রত্যুত্থায়াভিনন্দামি আসনেনোদকেন চ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

দুরিতি। দুর্ব্যাহৃতাৎ পতীনাং কটূক্তিতঃ, দুঃস্থিতাৎ কষ্টকরশয়নাৎ, দুরবেক্ষিতাৎ ক্রোধাদিসূচকদৃষ্টিপাতাৎ, দুরাসিতাৎ কষ্টকরোপবেশনাৎ, দুর্ব্রজিতাৎ দুঃখকরগমনাৎ, ইঙ্গিতং দুঃখসূচিকা ভঙ্গিঃ অধ্যাসিতা অবস্থিতা যত্র তাদৃশাদ্ভাবাদপি চ, শঙ্কমানা অহম্, তেজসি সূর্য্যবৈশ্বানরসমান্ কোমলতায়াঞ্চ সোমকল্পান্, মহারথান্, উগ্রবীর্য্যপ্রতাপিনঃ, অতএব চক্ষুর্ভির্দৃষ্টিমাত্রেরেব ঘ্নন্তি শত্রূনিতি চক্ষুর্হণঃ, পার্থান্ সেবে ॥২০—২১॥

দেব ইতি। দ্রব্যবান্ ধনী, অভিরূপঃ সুন্দরঃ, অন্যঃ পতিভিন্নঃ, মতোঽভিপ্রেতঃ ॥২২॥

নেতি। ন সংবিষ্টে অশয়িতে। ন সংবিশামি ন শয়ে, স্নায়ে স্নামি ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

নিরভিমানা দর্পহীনা ॥১৯॥ ইঙ্গিতমভিপ্রায়ঃ, অধ্যাসিতঃ ক্ষিপ্তো যস্মিন্ কটাক্ষে তস্মাদিঙ্গিতাধ্যাসিতাৎ ॥২০॥ চক্ষুর্হণঃ দৃষ্টৈব রিপূন্ ঘ্নন্তি তাদৃশান্ ॥২১॥ অভিরূপঃ সুন্দরঃ ॥২২॥ নাভুক্তবতীতি ভর্ত্তরি অভুক্তবতি নাশ্নামীত্যপকৃষ্যতে। তথা অস্নাতে ন স্নামীতি শেষঃ। তথা কর্ম্মকরেষু ভৃত্যেষ্বপি অসংবিষ্টেষু ন সংবিশামি, অনাশিতেষু নাশ্নামীতি চ বিপরি-

ভর্ত্তাদের কটুবাক্য, ক্রোধসূচক দৃষ্টি, কষ্টে শয়ন, কষ্টে উপবেশন, কষ্টে গমন এবং মন্দ অভিপ্রায়ে ভয় করিতে থাকিয়া আমি—অগ্নি ও সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী, চন্দ্রের তুল্য কোমল, ভীষণ বল ও প্রতাপশালী এবং দর্শনদ্বারাই শত্রুসংহারকারী পাণ্ডবগণের সেবা করিয়া থাকি ॥২০—২১॥

দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মানুষ, যুবক, ধনী, সম্যক্ অলঙ্কৃত কিংবা সুন্দরাকৃতি হইলেও অন্য পুরুষ আমার অভিমত হয় না ॥২২॥

আমি সর্ব্বদাই গৃহকার্য্য করি এবং ভর্ত্তা স্নান না করিলে আমি স্নান করি না, ভর্ত্তা ভোজন না করিলে আমি ভোজন করি না এবং ভর্ত্তা শয়ন না করিলে আমি শয়ন করি না ॥২৩॥

ভর্ত্তা—ক্ষেত্র, বন বা অন্য গ্রাম হইতে গৃহে আগমন করিলে, আমি উঠিয়া আসন ও জল দান করিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করি ॥২৪॥

(২৩) নাভুক্তবতি নাস্নাতে নাসংবিষ্টে চ ভর্ত্তরি। ন সংবিশামি নাশ্নামি সদা কর্ম্মকরেষ্বপি ॥—বা ব কা পি।

প্রমৃষ্টভাণ্ডা মৃষ্টান্না কালে ভোজনদায়িনী।
সংযতা গুপ্তধান্যা চ সুসংমৃষ্টনিবেশনা ॥২৫॥
অতিরস্কৃতসম্ভাষা দুঃস্ত্রিয়ো নানুসেবতী।
অনুকূলবতী নিত্যং ভবাম্যনলসা সদা ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)
অনর্ম্ম চাপি হসিতং দ্বার স্থানমভীক্ষ্ণশঃ।
অবস্করে চিরং স্থানং নিষ্কুটেষু চ বর্জ্জয়ে।
অতিহাসাতিরেকৌ চ ক্রোধস্থানঞ্চ বর্জ্জয়ে ॥২৭॥
নিরতাহং সদা সত্যে! ভর্ত্তৃণামুপসেবনে।
সর্ব্বথা ভর্ত্তুরহিতং ন মমেষ্টং কথঞ্চন ॥২৮॥

. . . . . .

ভারতকৌমুদী

ক্ষেত্রাদিতি। আসনেনোদকেন চ তয়োরুভয়োর্দানেন ॥২৪॥

প্রমৃষ্টেতি। গুপ্তধান্যা রক্ষিতধান্যাদিদ্রব্যা, সুসংমৃষ্টনিবেশনা সুপরিমার্জ্জিতগৃহা। ন বিদ্যতে তিরস্কৃতং তিরস্কারো যস্যাং সা তাদৃশী সম্ভাষা আলাপো যস্যাঃ সা, নানুসেবতী অসেবমানা, অনুকূলবতী পরিজনানামানুকূল্যকারিণী ॥২৫—২৬॥

অনর্ম্মেতি। ন বিদ্যতে নর্ম্ম পরিহাসো যস্মিন্ তৎ। স্থানং স্থিতিম্, অভীক্ষ্ণশঃ পুনঃ পুনঃ। অবস্করে গুপ্তস্থানে, নিষ্কুটেষু গৃহোদ্যানেষু চ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৭॥

নিরতেতি। উপসেবনে শুশ্রূষায়াম্। অহিতং হিতবিপরীতম্ ॥২৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ণামাপকর্ষণেন যোজ্যম্ ॥২৩—২৪॥ প্রমৃষ্টভাণ্ডা সম্মার্জ্জিতগৃহোপকরণা ॥২৫॥ অতিরস্কৃত-সম্ভাষা তিরস্কারশূন্যবচনা ॥২৬॥ অনর্ম্ম পরিহাসহানম্, হসিতং হাসঃ, স্থানং স্থিতিম্, অবস্করে

ভাণ্ড-বাসন পরিষ্কার করি, খাদ্যবস্তু পরিষ্কার রাখি, বুভুক্ষুকে যথাসময়ে খাদ্য দিই, সংযত হইয়া থাকি, কাহাকেও তিরস্কার করি না, মন্দ স্ত্রীলোকের সংসর্গ করি না, সর্ব্বদাই পরিজনবর্গের অনুকূল থাকি এবং কখনও অলস হই না ॥২৫—২৬॥

পরিহাস ব্যতীত হাস্য করি না, বার বার বাড়ীর দ্বারদেশে যাইয়া অবস্থান করি না এবং গুপ্তস্থান কিংবা গৃহোদ্যানে দীর্ঘ কাল থাকি না; আর অত্যন্ত হাস্য, অত্যন্ত ক্রোধ ও ক্রোধের বিষয় পরিত্যাগ করি ॥২৭॥

সত্যভামা! আমি সর্ব্বদাই পতিশুশ্রূষায় নিরত থাকি এবং ভর্ত্তার কোন প্রকার অহিতই আমার কোন প্রকারেই অভীষ্ট হয় না ॥২৮॥

---

(২৫) প্রমৃষ্টভাণ্ডা মৃষ্টান্না—পি। (২৮,...সর্ব্বথা ভর্ত্তুরহিতম্—বা কা।

যদা প্রবসতে ভর্ত্তা কুটুম্বার্থেন কেনচিৎ।
সুমনোবর্ণকাপেতা ভবামি ব্রতচারিণী ॥২৯॥
যচ্চ ভর্ত্তা ন পিবতি যচ্চ ভর্ত্তা ন সেবতে।
যচ্চ নাশ্নাতি মে ভর্ত্তা সর্ব্বং তদ্বর্জ্জয়াম্যহম্ ॥৩০॥
যথোপদেশং নিয়তা বর্ত্তমানা বরাঙ্গনে!।
স্বলঙ্কৃতা সুপ্রয়তা ভর্ত্তুঃ প্রিয়হিতে রতা ॥৩১॥
যে চ ধর্ম্মাঃ কুটুম্বেষু শ্বশ্র্বা মে কথিতাঃ পুরা।
ভিক্ষা বলিঃ শ্রাদ্ধমিতি স্থালীপাকশ্চ পর্ব্বসু।
মান্যানাং মানসৎকারা যে চান্যে বিদিতা মম ॥৩২॥
তান্ সর্ব্বাননুবর্ত্তামি দিবারাত্রমতন্দ্রিতা।
বিনয়ান্ নিয়মাংশ্চাপি সদা সর্ব্বাত্মনাশ্রিতা ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যদেতি। প্রবসতে প্রবসতি বিদেশং গচ্ছতি, কুটুম্বার্থেন পরিজননিমিত্তেন। সুমনো বর্ণকাপেতা পুষ্পমাল্যানুলেপনরহিতা, ব্রতচারিণী একবেণ্যাদিধারিণী ॥২৯॥

যদিতি। ভর্ত্রনুসরণমেবাত্র সর্ব্বথা হেতুরিত্যাশয়ঃ ॥৩০॥

যথেতি। ভর্ত্তুরুপদেশমনতিক্রম্যেতি যথোপদেশং বর্ত্তমানা, নিয়তা গৃহিণীনিয়মবতী। সুপ্রয়তা অতীবশুদ্ধা। রতা তিষ্ঠামীতি শেষঃ ॥৩১॥

য ইতি। ধর্ম্মা আচরণানি, কুটুম্বেষু পরিজনেষু। বলিরুপহারঃ। পর্ব্বসু অমাবস্যাদিষু, স্থালীপাকঃ হোমাদিনিমিত্তঃ, স্থাল্যামোদনাদিপাকঃ। মানাঃ পূজাঃ সৎকারাশ্চাদরাঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ। অতন্দ্রিতা অনলসা, সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বপ্রযত্নেন ॥৩২—৩৩॥

ভারতভাবদীপঃ

তিরস্করোমি কিরতেরিদং রূপম্। উৎকরে ইতি বা, নিকুটেষু গৃহারামেষু ॥২৭॥ ভর্ত্তৃরহিতং ভর্ত্তৃবিয়োগঃ ॥২৮॥ সুমনোবর্ণকাপেতা পুষ্পৈরনুলেপনৈশ্চ বর্জ্জিতা ॥২৯—৩১॥

ভর্ত্তা যখন কোন পরিজনকার্য্যের জন্য স্থানান্তরে যান, তখন আমি পুষ্প ও অনুলেপন পরিত্যাগ করিয়া ব্রতচারিণী হই ॥২৯॥

ভর্ত্তা যাহা পান করেন না, ভর্ত্তা যাহা ব্যবহার করেন না এবং আমার ভর্ত্তা যাহা ভোজন করেন না, আমি সে সমস্তই বর্জ্জন করি ॥৩০॥

বরাঙ্গনা! আমি ভর্ত্তার উপদেশ অনুসারে ও গৃহিণীর নিয়মে চলি এবং সম্যক্ অলঙ্কৃতা, অত্যন্ত পবিত্রা এবং ভর্ত্তার প্রিয় ও হিতকার্য্যে রতা থাকি ॥৩১॥

শ্বশ্রূদেবী পূর্ব্বে আমার নিকট পরিজনবর্গের বিষয়ে যে সকল আচরণের কথা বলিয়া দিয়াছেন এবং ভিক্ষা, উপহার, শ্রাদ্ধ, পর্ব্বকালে রন্ধন, মান্য

মৃদূন্ সতঃ সত্যশীলান্ সত্যধর্ম্মানুপালিনঃ।
আশীবিষানিব ক্রুদ্ধান্ পতীন্ পরিচরাম্যহম্ ॥৩৪॥
পত্যাশ্রয়ো হি মে ধর্ম্মো মতঃ স্ত্রীণাং সনাতনঃ।
স দেবঃ সা গতির্নার্য্যাস্তস্য কা বিপ্রিয়ং চরেৎ ॥৩৫॥
অহং পতীন্ নাতিশয়ে নাত্যশ্নে নাতিভূষয়ে।
নাপি পরিবদে শ্বশ্রূং সর্ব্বদা পরিযন্ত্রিতা ॥৩৬॥
অবধানেন সুভগে! নিত্যোত্থিততয়ৈব চ।
ভর্ত্তারো বশগা মহ্যং গুরুশুশ্রূষয়ৈব চ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

মৃদূনিতি। সতঃ সাধুস্বভাবান্। আশীবিষান্ তীক্ষ্ণবিষসর্পান্ ॥৩৪॥

পতীতি। পত্যাশ্রয়ো ধর্ম্ম এব স্ত্রীণাং সনাতনো ধর্ম্মো মে মত ইত্যন্বয়ঃ ॥৩৫॥

অহমিতি। নাতিশয়ে কুত্রাপি বিষয়ে নাতিক্রামামি, নাত্যশ্নে অতিক্রম্য ন ভুঞ্জে ॥৩৬॥

অবেতি। অবধানেন গৃহকার্য্যেষ্বেকাগ্র্যেণ, নিত্যোত্থিততয়া গৃহকার্য্যসম্পাদনে সর্ব্বদোদ্যোগেন। মহ্যং মম, ভর্ত্তারো বশগাঃ, ন পুনর্মন্ত্রৌষধাদিনেতি ভাবঃ ॥৩৭॥

লোকের সম্মান ও আদর এবং অন্য যে সকল গৃহিণীর নিয়ম আমার জানা আছে, আমি আলস্যবিহীন হইয়া দিবারাত্রই সেই সমস্তের অনুসরণ করি, আর সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে বিনয় ও গৃহিণীগণের নিয়ম সকল অবলম্বন করিয়া চলি ॥৩২—৩৩॥

যাঁহারা স্বভাবতঃ কোমল, সাধু, সত্যপরায়ণ এবং সত্যধর্ম্মরক্ষক; আবার যাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে তীক্ষ্ণবিষ সর্পের তুল্যই হইয়া থাকেন, সেই পতিগণের পরিচর্য্যা আমি সর্ব্বদাই করিয়া থাকি ॥৩৪॥

কারণ, আমার মতে—পতিসেবাধর্ম্মই স্ত্রীলোকদিগের সনাতন ধর্ম্ম; সুতরাং স্ত্রীলোকের পক্ষে পতিই দেবতা এবং পতিই গতি; অতএব কোন্ স্ত্রীলোক সেই পতির অপ্রিয় আচরণ করে? ॥৩৫॥

আমি কোন বিষয়েই পতিদিগকে অতিক্রম করি না, বিশেষতঃ তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া ভোজন করি না বা অলঙ্কার পরিধান করি না; আর কখনও শ্বশ্রূদেবীর নিন্দা করি না এবং গৃহকার্য্যে সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত থাকি ॥৩৬॥

ভাগ্যবতি! আমার গৃহকার্য্যের প্রতি একাগ্রতা ও সর্ব্বদা উদ্যোগ এবং গুরুশুশ্রূষার গুণেই ভর্ত্তারা আমার বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন ॥৩৭॥

(৩৫)…স দেবঃ সা গতির্নাস্যা—বা ব ক্ষ, …সা গতির্মাস্যা—পি।

নিত্যমার্য্যামহং কুন্তীং বীরসূং সত্যবাদিনীম্।
স্বয়ং পরিচরাম্যেতাং পানাচ্ছাদনভোজনৈঃ ॥৩৮॥
নৈনামতিশয়ে জাতু বস্ত্রভূষণভোজনৈঃ।
নাপি পরিবদে চাহং তাং পৃথাং পৃথিবীসমাম্ ॥৩৯॥
অষ্টাবগ্রে ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি স্ম নিত্যদা।
ভুঞ্জতে রুক্মপাত্রীষু যুধিষ্ঠিরনিবেশনে ॥৪০॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণি স্নাতকা গৃহমেধিনঃ।
ত্রিংশদ্দাসীক একৈকো যান্ বিভর্ত্তি যুধিষ্ঠিরঃ ॥৪১॥
দশান্যানি সহস্রাণি যেষামন্নং সুসংস্কৃতম্।
হ্রিয়তে রুক্মপাত্রীভির্যতীনামূর্দ্ধরেতসাম্ ॥৪২॥
তান্ সর্ব্বানগ্রহারেণ ব্রাহ্মণান্ বেদবাদিনঃ।
যথার্হং পূজয়ামি স্ম পানাচ্ছাদনভোজনৈঃ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

নিত্যমিতি। আর্য্যাং মান্যাম্, বীরসূং বীরপ্রসবিনীম্। স্বয়ং ন পুনরন্যদ্বারা ॥৩৮॥
নেতি। অতিশয়ে অতিক্রামামি, জাতু কদাচিৎ। পরিবদে নিন্দামি ॥৩৯॥
অষ্টাবিতি। অগ্রে অন্যেষাং বুভুক্ষূণাং পূর্ব্বম্। রুক্মপাত্রীষু স্বর্ণভাজনেষু ॥৪০॥
অষ্টেতি। স্নাতকা নিত্যস্নাতব্রতিনঃ, গৃহমেধিনো গৃহস্থাঃ ॥৪১॥
দশেতি। সুসংস্কৃতং সুষ্ঠুপক্বম্। হ্রিয়তে নীয়তে স্ম পরিবেশকৈঃ ॥৪২॥
তানিতি। অগ্রহারেণ সর্ব্বাগ্রভাগোত্থাপনেন। যথার্হং যথাযোগ্যম্ ॥৪৩॥

আমি সর্ব্বদা নিজেই পান, ভোজন ও বসনাদি দ্বারা বীরপ্রসবিনী ও সত্যবাদিনী আর্য্যা কুন্তীদেবীর পরিচর্য্যা করিয়া থাকি ॥৩৮॥

আমি বসন, ভূষণ ও ভোজনাদিদ্বারা কখনও কুন্তীদেবীর অতিক্রম করি না বা তাঁহার নিন্দা করি না। কারণ, তিনি আমার নিকট পৃথিবীর তুল্য মাননীয়া ॥৩৯॥

পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে প্রত্যহ প্রথমে আট হাজার ব্রাহ্মণ স্বর্ণপাত্রে ভোজন করিতেন ॥৪০॥

মহারাজ যুধিষ্ঠির যাঁহাদের ভরণ পোষণ করিতেন, এইরূপ অষ্টাশী হাজার নিত্যস্নায়ী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহাদের আবার প্রত্যেকেরই ত্রিশটী করিয়া দাসী ছিল ॥৪১॥

পরিবেশকেরা স্বর্ণপাত্রে করিয়া যে সকল ব্রহ্মচারীদের জন্য পক্ব অন্ন লইয়া যাইত, সেইরূপ আর দশ হাজার ব্রহ্মচারী ছিলেন ॥৪২॥

শতং দাসীসহস্রাণি কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ।
কম্বুকেয়ূরধারিণ্যো নিষ্ককণ্ঠ্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥৪৪॥
মহার্হমাল্যাভরণাঃ সবর্ণাশ্চন্দনোক্ষিতাঃ।
মণীন্ হেম চ বিভ্রত্যো নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥৪৫॥
তাসাং নাম চ রূপঞ্চ ভোজনাচ্ছাদনানি চ।
সর্ব্বাসামেব বেদাহং কর্ম্ম চৈব কৃতাকৃতম্ ॥৪৬॥
শতং দাসীসহস্রাণি কুন্তীপুত্রস্য ধীমতঃ।
পাত্রীহস্তা দিবারাত্রমতিথীন্ ভোজয়ন্ত্যুত ॥৪৭॥
শতমশ্বসহস্রাণি দশ নাগাযুতানি চ।
যুধিষ্ঠিরস্যানুযাত্রমিন্দ্রপ্রস্থনিবাসিনঃ ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

শতমিতি। কম্ববঃ শঙ্খবলয়ানি। নিষ্কাণি স্বর্ণমাল্যানি কণ্ঠে যাসাং তাঃ ॥৪৪॥
মহেতি। সবর্ণাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ সৈরিন্ধ্রীরূপা আসন্নিতি শেষঃ ॥৪৫॥
তাসামিতি। রূপমাকৃতিম্। বেদ জানামি স্ম ॥৪৬॥
শতমিতি। কুন্তীপুত্রস্য যুধিষ্ঠিরস্য। পাত্রীহস্তাঃ খাদ্যদ্রব্যভাজনহস্তাঃ ॥৪৭॥
শতমিতি। যাত্রামনু লক্ষ্যীকৃত্য গতানাত্যনুযাত্রং বিহারযাত্রায়ামপ্যনুগামীনি ॥৪৮॥

খাদ্য, পেয় ও বস্ত্রের অগ্রভাগ তুলিয়া তুলিয়া তাহাদ্বারা আমি সেই সকল বেদবাদী ব্রাহ্মণগণের যথাযোগ্য পূজা করিতাম ॥৪৩॥

মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের একলক্ষ দাসী ছিল; তাহারা সকলেই হস্তে শঙ্খবলয় ও কেয়ূর এবং কণ্ঠে স্বর্ণহারদ্বারা সম্যক্ অলঙ্কৃত থাকিত ॥৪৪॥

আর যাহারা মহামূল্য মাল্য, অলঙ্কার, মণি ও স্বর্ণ ধারণ করিত, চন্দনে চর্চ্চিত থাকিত এবং নৃত্য ও গীত ভাল জানিত, এইরূপ অনেক ক্ষত্রিয়জাতীয় মহিলা ছিল ॥৪৫॥

আমি তাহাদের সকলেরই নাম, রূপ, কে কি খায়, কে কি পরে এবং কে কোন্ কার্য্য করিয়াছে বা না করিয়াছে, তাহা জানিতাম ॥৪৬॥

ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের একলক্ষ দাসী ছিল; তাহারা খাদ্যবস্তুর পাত্র হাতে লইয়া দিবারাত্র অতিথিদিগকে ভোজন করাইত ॥৪৭॥

মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতেন, তখন তাঁহার বিহারযাত্রার সময়েও লক্ষ অশ্ব এবং লক্ষ হস্তী অনুগমন করিত ॥৪৮॥

(৪৫)…সুবস্ত্রাশ্চন্দনোক্ষিতাঃ—পি,…সুবর্ণাশ্চন্দনোক্ষিতাঃ—নি।

এতদাসীত্তদা রাজ্ঞো যন্মহীং পর্য্যপালয়ৎ।
যেষাং সংখ্যাং বিধিঞ্চৈব প্রদিশামি শৃণোমি চ ॥৪৯॥
অন্তঃপুরাণাং সর্ব্বেষাং ভৃত্যানাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
আগোপালাবিপালেভ্যঃ সর্ব্বং বেদ কৃতাকৃতম্ ॥৫০॥
সর্ব্বং রাজ্ঞঃ সমুদয়মায়ঞ্চ ব্যয়মেব চ।
একাহং বেদ্মি কল্যাণি! পাণ্ডবানাং যশস্বিনি! ॥৫১॥
ময়ি সর্ব্বং সমাসজ্য কুটুম্বং ভরতর্ষভাঃ।
উপাসনরতাঃ সর্ব্বে ঘটন্তি স্ম বরাননে! ॥৫২॥
তমহং ভারমাসক্তমনাধৃষ্যং দুরাত্মভিঃ।
সুখং সর্ব্বং পরিত্যজ্য রাত্র্যহানি ঘটামি বৈ ॥৫৩॥
অধৃষ্যং বরুণস্যেব নিধিপূর্ণমিবোদধিম্।
একাহং বেদ্মি কোষং বৈ পতীনাং ধর্ম্মচারিণাম্ ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

এতদিতি। যদ্যদা। বিধিং কর্ত্তব্যম্, প্রদিশামি নির্দ্দিশামি স্ম ॥৪৯॥
অন্তরিতি। গোপালাশ্চ অবিপালা মেষপালাশ্চ তেভ্য আ আরভ্য, বেদ বেদ্মি স্ম ॥৫০॥
সর্ব্বমিতি। সমুদয়ং সমৃদ্ধিম্। বেদ্মি জানামি স্ম ॥৫১॥
ময়ীতি। সমাসজ্য বিন্যস্য, কুটুম্বং পোষ্যবর্গম্। ঘটন্তি স্ম মিলিতা অভবন্ ॥৫২॥
তমিতি। অনাধৃষ্যং প্রসহ্যানপহার্য্যম্। ঘটামি বহামি স্ম ॥৫৩॥
অধৃষ্যমিতি। এক ইবশব্দো বাক্যালঙ্কারে। কোষং ধনভাণ্ডম্ ॥৫৪॥

মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন পৃথিবী পালন করিতেন, তখন তাঁহার এই সমস্ত ছিল; যেগুলির সংখ্যা ও কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ আমি করিতাম এবং শুনিতাম ॥৪৯॥

অন্তঃপুরবাসী সমস্ত লোক এবং গোরক্ষক ও মেষরক্ষক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ভৃত্য যাহা করিত বা না করিত, সে সমস্তই আমি জানিতাম ॥৫০॥

কল্যাণি! যশস্বিনি! সত্যভামে! রাজার সমস্ত সম্পত্তি, আয় ও ব্যয়ের বিষয় পাণ্ডবগণের মধ্যে একমাত্র আমিই জানিতাম ॥৫১॥

বরাননে! ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা আমার উপরে সমস্ত পোষ্যবর্গের ভার ন্যস্ত করিয়া সকলেই সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্মোপাসনায় ব্যাপৃত হইতেন ॥৫২॥

আমার উপরে যে ভার ন্যস্ত ছিল, তাহা দুরাত্মারা বলপূর্ব্বক লইতে পারিত না; আমি কিন্তু সমস্ত সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র সেই ভার বহন করিতাম ॥৫৩॥

(৫২)...ঘটয়ন্তি বরাননে!—বা ব কা নি।

অনিশায়াং নিশায়াঞ্চ বিহায় ক্ষুৎপিপাসয়োঃ।
আরাধয়ন্ত্যাঃ কৌরব্যাংস্তুল্যা রাত্রিরহশ্চ মে ॥৫৫॥
প্রথমং প্রতিবুধ্যামি চরমং সংবিশামি চ।
নিত্যকালমহং সত্যে! এতৎ সংবননং মম ॥৫৬॥
এতজ্জানাম্যহং কর্ত্তুং ভর্ত্তৃসংবননং মহৎ।
অসৎস্ত্রীণাং সমাচারং নাহং কুর্য্যাং ন কাময়ে ॥৫৭॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
তচ্ছ্রুত্বা ধর্ম্মসহিতং ব্যাহৃতং কৃষ্ণয়া তদা।
উবাচ সত্যা সৎকৃত্য পাঞ্চালীং ধর্ম্মচারিণীম্ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

অনিশায়ামিতি। ক্ষুৎপিপাসয়োর্যাতনাং বিহায়েত্যর্থঃ। কৌরব্যান্ পাণ্ডবান্ ॥৫৫॥

প্রথমমিতি। হে সত্যে! সত্যভামে! অহং নিত্যকালং চিরদিনমেব, প্রথমং সর্ব্বেভ্যঃ পূর্ব্বম্, প্রতিবুধ্যামি প্রভাতে জাগর্ম্মি, চরমং সর্ব্বেভ্যঃ পরম্, সংবিশামি স্বপিমি চ। এতৎ সর্ব্বম্, মম সংবননং পতিবশীকরণোপায়ঃ। "বনু চ নোচ্যতে" ইতি ধাতুঃ। নোচ্যতে অস্যায়মর্থ ইতি নোচ্যত ইত্যর্থঃ। তেন চাত্র মুনিনা বশীকরণার্থে প্রযুক্তঃ ॥৫৬॥

এতদিতি। ভর্ত্তৄণাং সংবননং বশীকরণম্। সমাচারম্ ঔষধপ্রয়োগাদিব্যবহারম্ ॥৫৭॥

তদিতি। ব্যাহৃতমুক্তম্, কৃষ্ণয়া দ্রৌপদ্যা। সত্যা সত্যভামা, সৎকৃত্য আদৃত্য ॥৫৮॥

ভারতভাবদীপঃ

মানঃ পূজা, সৎকার আদরঃ ॥৩২—৩৫॥ নাতিশয়ে নাতিক্রমামি, ন পরিবদে ন নিন্দামি ॥৩৬॥ অবধানেন অপ্রমাদেন, মহ্যং মম ॥৩৭—৪২॥ অগ্রহারেণ বৈশ্বদেবান্তে প্রথমদেয়ে-

---

ভর্ত্তাদের ধনভাণ্ডগুলি বরুণের নিধিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় অধৃষ্য ছিল; সেগুলির বৃত্তান্ত কিন্তু একমাত্র আমিই জানিতাম ॥৫৪॥

আমি দিনে বা রাত্রিতে ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট সহ্য করিয়া পাণ্ডবগণের সেবা করিতাম; তাহাতে রাত্রি ও দিন আমার সমানভাবেই যাইত ॥৫৫॥

সত্যভামা! আমি চিরদিনই সকলের আগে জাগরিত হই এবং সকলের শেষে শয়ন করি; এইগুলিই আমার পতিবশীকরণের উপায় ॥৫৬॥

আমি এই সকল গুরুতর পতিবশীকরণ করিতে জানি; কিন্তু অসৎ স্ত্রীলোকদের ব্যবহার করি না বা তাহা করিবার ইচ্ছাও করি না" ॥৫৭॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—তখন সত্যভামা দ্রৌপদীর সেই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শুনিয়া ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীর বিশেষ আদর করিয়া বলিলেন—॥৫৮॥

---

(৫৫)…সহায়াঃ ক্ষুৎপিপাসয়োঃ—বা,ব কা পি।

অভিপন্নাস্মি পাঞ্চালি! যাজ্ঞসেনি! ক্ষমস্ব মে।
কামকারঃ সখীনাং হি সোপহাসং প্রভাষিতম্ ॥৫৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-সত্যভামাসংবাদে দ্রৌপদীনিজকার্য্যকথনে ষণ্ণবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

দ্রৌপদ্যুবাচ।

ইমস্তু তে মার্গমপেতমোহং বক্ষ্যামি চিত্তগ্রহণায় ভর্ত্তুঃ।
অস্মিন্ যথাবৎ সখি! বর্ত্তমানা ভর্ত্তারমাচ্ছেৎস্যসি কামিনীভ্যঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

অভীতি। অভিপন্নাস্মি শরণাপন্নাস্মি। কামকার ইচ্ছানুবর্ত্তি ॥৫৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদে ষণ্ণবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ইমমিতি। মার্গমুপায়ম্, অপেতমোহং ভ্রমরহিতম্, চিত্তস্য গ্রহণায় বশীকরণায় আচ্ছেৎস্যসি বলাদাকৃষ্যানেষ্যসি, কামিনীভ্যঃ কামুকীভ্যোঽপি সপত্নীভ্যঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

নাম্নেন ॥৪৩—৪৭॥ অনুযাত্রং স্বৈরযাত্রায়ামপি পরিবারভূতম্ ॥৪৮—৪৯॥ বেদ বেদ্মি ॥৫০—৫৫॥ সংবননং বশীকরণম্ ॥৫৬—৫৮॥ অভিপন্না প্রার্থয়ানা ॥৫৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষণ্ণবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৬॥

—:*:—

"পাঞ্চালনন্দিনি! যাজ্ঞসেনি! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কারণ, ইচ্ছানুসারে সখীদের পরস্পর আলাপ উপহাসের সহিতও হইয়া থাকে" ॥৫৯॥

—:*:—

দ্রৌপদী বলিলেন—"সখি! স্বামীর মন আকর্ষণ করিবার জন্য তোমার নিকট এই ভ্রমশূন্য পথের কথা বলিতেছি; তুমি যথানিয়মে এই পথে

* '...ঊনত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

নৈতাদৃশং দৈবতমস্তি কিঞ্চিৎ সর্ব্বেষু লোকেষু সদেবকেষু।
যথা পতিস্তস্য তু সর্ব্বকামা লভ্যাঃ প্রসাদাৎ কুপিতশ্চ হন্যাৎ ॥২॥
তস্মাদপত্যং বিবিধাশ্চ ভোগাঃ শয্যাসনান্যুত্তমদর্শনানি।
বস্ত্রাণি মাল্যানি তথৈব গন্ধাঃ স্বর্গশ্চ লোকে বিপুলা চ কীর্ত্তিঃ ॥৩॥
সুখং সুখেনেহ ন জাতু লভ্যং দুঃখেন সাধ্বী লভতে সুখানি।
সা কৃষ্ণমারাধয় সৌহৃদেন প্রেম্ণা চ নিত্যং প্রতিকর্ম্মণা চ ॥৪॥
তথাশনৈশ্চারুভিরগ্র্যমাল্যৈর্দাক্ষিণ্যযোগৈর্বিবিধৈশ্চ গন্ধৈঃ।
অস্যাঃ প্রিয়োঽস্মীতি যথা বিদিত্বা ত্বামেব সংশ্লিষ্যতি তদ্বিধৎস্ব ॥৫॥
শ্রুত্বা স্বরং দ্বারগতস্য ভর্ত্তুঃ প্রত্যুত্থিতা তিষ্ঠ গৃহস্য মধ্যে।
দৃষ্ট্বা প্রবিষ্টং ত্বরিতাসনেন পাদ্যেন চৈনং প্রতিপূজয়স্ব ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। যথা পতিঃ, এতাদৃশং কিঞ্চিদপি দৈবতং নাস্তি। তস্য পত্যুঃ প্রসাদাৎ ॥২॥
তস্মাদিতি। তস্মাৎ পত্যুঃ। উত্তমানাং বস্তূনাং দর্শনানি ॥৩॥
সুখমিতি। দুঃখেন দুঃখজনকেন পতিসেবনেন। প্রতিকর্ম্মণা প্রসাধনেন ॥৪॥
তথেতি। অশনৈর্ভোজনৈঃ। দাক্ষিণ্যযোগৈরৌদার্য্যকরণৈঃ। সংশ্লিষ্যতি আদত্তে ॥৫॥
শ্রুত্বেতি। স্বরং কণ্ঠধ্বনিম্। আসনেন পাদ্যেন চ তয়োরুভয়োর্দানেন ॥৬॥

থাকিয়া বলপূর্ব্বকই সপত্নীগণের নিকট হইতে স্বামীকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিবে ॥১॥

পতি যেমন, এমন কোন দেবতাই ত্রিভুবনে নাই। কারণ, তাঁহার অনুগ্রহে সমস্ত অভীষ্ট লাভ করা যায়, আবার তিনি কুপিত হইয়া হত্যাও করিতে পারেন ॥২॥

পতি হইতে সন্তান, নানাবিধ ভোগ্যবস্তু, শয্যা, আসন, উত্তম বস্তুদর্শন, বস্ত্র, মাল্য, গন্ধ, স্বর্গ এবং ইহলোকে প্রচুর কীর্ত্তি লাভ করা যায় ॥৩॥

এই জগতে কখনও সুখদ্বারা সুখ লাভ করা যায় না। এই জন্যই সাধ্বী স্ত্রী দুঃখ দ্বারাই সুখ লাভ করেন; অতএব তুমি সর্ব্বদাই স্নেহ ও অনুরাগদ্বারা এবং বেশভূষা করিয়া দিয়া কৃষ্ণের সেবা কর ॥৪॥

আর, তুমি—মনোহর খাদ্য, উত্তম মাল্য ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দান কর এবং উদারতার সহিত চলিতে থাক; যাহাতে কৃষ্ণ—'আমি ইঁহার প্রিয়ই বটি' ইহা বুঝিয়া তোমাকেই গ্রহণ করেন, তাহা কর ॥৫॥

(২) নৈতাদৃশং দৈবতমস্তি সত্যে।·· ·· যথা পতিস্তুষ্যতি—বা ব কা। (৩)···স্বর্গশ্চ লোকঃ—বা ব কা।

সংপ্রেষিতায়ামথ চৈব দাস্যামুত্থায় সর্ব্বং স্বয়মেব কার্য্যম্।
জানাতু কৃষ্ণস্তব ভাবমেতং সর্ব্বাত্মনা মাং ভজতীতি সত্যে! ॥৭॥
ত্বৎসন্নিধৌ যৎ কথয়েৎ পতিস্তে যদ্যপ্যগুহ্যং পরিরক্ষিতব্যম্।
কাচিৎ সপত্নী তব বাসুদেবং প্রত্যাদিশেত্তেন ভবেদ্বিরাগঃ ॥৮॥
প্রিয়াংশ্চ রক্তাংশ্চ হিতাংশ্চ ভর্ত্তুস্তান্ ভোজয়েথা বিবিধৈরুপায়ৈঃ।
দ্বেষ্যৈরুপেক্ষ্যৈরহিতৈশ্চ তস্য ভিন্দস্ব নিত্যং কুহকোদ্যতৈশ্চ ॥৯॥
মদং প্রমাদং পুরুষেষু হিত্বা সংযচ্ছ ভাবং প্রতিগৃহ্য মৌনম্।
প্রত্যুম্নশাম্বাবপি তে কুমারৌ নোপাসিতব্যৌ রহিতে কদাচিৎ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

সমিতি। সর্ব্বং কৃষ্ণস্য প্রয়োজনম্, স্বয়মেব ত্বয়া, কার্য্যং কর্ত্তব্যম্ ॥৭॥

ত্বদিতি। তে তব পতিঃ ত্বৎসন্নিধৌ যৎ কথয়েৎ, তদ্যদ্যপি অগুহ্যম্ অগোপনীয়ং স্যাৎ, তথাপি তৎ পরিরক্ষিতব্যং ত্বয়া গোপয়িতব্যম্। অন্যথা তব কাচিৎ সপত্নী, যদি বাসুদেবং কৃষ্ণম্, প্রত্যাদিশেৎ ত্বৎপ্রকাশিতং প্রতিব্রূয়াৎ, তদা তেন ত্বয়ি তস্য বিরাগো ভবেৎ ॥৮॥

প্রিয়ানিতি। রক্তান্ অনুরক্তান্। অহিতৈঃ অহিতকারিভিঃ, কুহকোদ্যতৈঃ প্রতারণাকরণোদ্যতৈর্জনৈশ্চ সহ, নিত্যং সর্ব্বদা, ভিন্দস্ব পৃথক্ তিষ্ঠ ॥৯॥

মদমিতি। সংযচ্ছ আত্মনি গোপয়, ভাবমভিপ্রায়ম্। রহিতে লোকবিহীনে স্থানে ॥১০॥

দ্বারাগত ভর্ত্তার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই তুমি প্রত্যুত্থান করিয়া গৃহমধ্যে অবস্থান করিবে এবং তাঁহাকে প্রবিষ্ট দেখিয়া সত্বরই পাদপ্রক্ষালনের জল ও আসন দান করিয়া সেবা করিবে ॥৬॥

সত্যভামা! দাসীকে কোন কার্য্যে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিলে পর যদি কৃষ্ণ উপস্থিত হন, তবে নিজেই উঠিয়া তাঁহার সকল কার্য্য করিবে। তাহা হইলেই কৃষ্ণ তোমার এই ভাব জানিতে পারিবেন যে, ইনি সর্ব্বপ্রযত্নে আমার সেবা করিতেছেন ॥৭॥

তোমার পতি তোমার নিকট যাহা বলিবেন, তাহা যদি গোপনীয় নাও হয়, তথাপি তাহা তুমি গোপন করিবে। না হইলে, তোমার কোন সপত্নী যদি তাহা কৃষ্ণকে আবার বলিয়া দেয়, তবে তাহাতে তোমার প্রতি কৃষ্ণের বিরাগ জন্মিতে পারে ॥৮॥

তুমি নানাবিধ উপায়ে পতির প্রীতিভাজন, অনুরক্ত এবং হিতকারী লোকদিগকে ভোজন করাইবে; আর পতির বিদ্বেষের পাত্র, পরিত্যজ্য, অহিতকারী এবং প্রতারক লোক হইতে সর্ব্বদাই পৃথক্ থাকিবে ॥৯॥

পুরুষদের নিকটে মত্ততা ও অনবধানতা পরিত্যাগ করিয়া মৌন অবলম্বন-

মহাকুলীনাভিরূপাপিকাভিঃ স্ত্রীভিঃ সতীভিস্তব সখ্যমস্তু।
চণ্ডাশ্চ শৌণ্ডাশ্চ মহাশনাশ্চ চৌরাশ্চ দুষ্টাশ্চপলাশ্চ বর্জ্জ্যাঃ ॥১১॥
এতদ্‌যশস্যং ভগদৈবতঞ্চ স্বার্থ্যং তথা শত্রুনিবর্হণঞ্চ।
মহার্হমাল্যাভরণাঙ্গরাগা ভর্ত্তারমারাধয় পুণ্যগন্ধা ॥১২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-সত্যভামাসংবাদে দ্রৌপদীকর্ত্তব্যকথনে সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

মহেতি। চণ্ডাঃ কোপনাঃ, শৌণ্ডা মত্তাঃ, মহাশনা অতিভোজিন্যশ্চ স্ত্রিয়ঃ ॥১১॥

এতদিতি। ভগদৈবতং পূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যানাৎ পতিপ্রিয়ত্বজনকম্, স্বার্থ্যং স্বার্থসম্পাদকঞ্চ ॥১২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-সত্যভামাসংবাদে সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

ইমমিতি। আচ্ছেৎস্যসি বলাদ্ধরিষ্যসি, কামিনীভ্যঃ সপত্নীভ্যঃ ॥১—৩॥ প্রতিকর্ম্মণা কায়ক্লেশেন ॥৪—৯॥ রহিতে বিজনে ॥১০॥ চণ্ডাঃ ক্রূরাঃ, শৌণ্ডাঃ পরাভিভবসমর্থাঃ, মহাশনাঃ বহুভুজঃ, দুষ্টাঃ দ্বেষাদ্যাক্রান্তাঃ স্ত্রিয়ো বর্জ্জ্যা ইতি শেষঃ ॥১১॥ ভগদৈবতং ভাগ্যকরম্ ॥১২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৭॥

—:*:—

পূর্ব্বক মনের ভাব গোপন করিবে; আর নির্জ্জনে কখনও পুত্র প্রদ্যুম্নের বা শাম্বেরও সেবা করিবে না ॥১০॥

সৎকুলজাতা, পাপবিহীনা ও সতী স্ত্রীদের সহিতই সখিত্ব করিবে; আর কোপনস্বভাবা, মত্তা, অধিকভোজিনী, চৌরা, দুষ্টা ও চঞ্চলা স্ত্রীদিগকে বর্জ্জন করিবে ॥১১॥

এই কার্য্যগুলি যশ, সৌভাগ্য ও স্বার্থ সম্পাদন করে এবং শত্রুকে পরাভূত করে; অতএব তুমি মহামূল্য মাল্য, অলঙ্কার ও অঙ্গরাগ ধারণ করিয়া এবং পবিত্র গন্ধযুক্ত হইয়া পতির পরিচর্য্যা করিতে থাক" ॥১২॥

—:*:—

(১২)...স্বর্গ্যং তথা—পি,...স্বার্থং তদা—নি। * '...ত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মার্কণ্ডেয়াদিভির্বিপ্রৈঃ পাণ্ডবৈশ্চ মহাত্মভিঃ।
কথাভিরনুকূলাভিঃ সহ স্থিত্বা জনার্দ্দনঃ ॥১॥
ততস্তৈঃ সংবিদং কৃত্বা যথাবন্মধুসূদনঃ।
আরুরুক্ষূ রথং সত্যামাহ্বয়ামাস কেশবঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
সত্যভামা ততস্তত্র স্বজিত্বা দ্রুপদাত্মজাম্।
উবাচ বচনং হৃদ্যং যথাভাবং সমাহিতম্ ॥৩॥
কৃষ্ণে! মা ভূত্তবোৎকণ্ঠা মা ব্যথা মা প্রজাগরঃ।
ভর্ত্তৃভির্দেবসঙ্কাশৈর্জিতাং প্রাপ্স্যসি মেদিনীম্ ॥৪॥
নহ্যেবংশীলসম্পন্না নৈবংপূজিতলক্ষণাঃ।
প্রাপ্নুবন্তি চিরং ক্লেশং যথা ত্বমসিতেক্ষণে! ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

মার্কণ্ডেয়েতি। অনুকূলাভিঃ প্রীতিকারিণীভিঃ। সংবিদং গমনকালীনসম্ভাষণম্। আরুরুক্ষুঃ আরোঢ়ুমিচ্ছুঃ, সত্যাং সত্যভামাম্, আহ্বয়ামাস আজুহাব ॥১—২॥

সত্যেতি। স্বজিত্বা স্বঙ্ক্ত্বা আলিঙ্গ্য। যথাভাবং দ্রৌপদ্যা মনোভাবানুরূপম্ ॥৩॥

কৃষ্ণ ইতি। উৎকণ্ঠা রাজ্যাদিপ্রাপ্তিনিমিত্তমৌৎসুক্যম্। অন্যয়োরপি তথা ॥৪॥

নহীতি। এবংশীলসম্পন্নাঃ ত্বৎসদৃশচরিত্রাঃ, এবংপূজিতলক্ষণাঃ ত্বাদৃশপ্রশস্তাঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৃষ্ণ, মার্কণ্ডেয়প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ এবং মহাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত অনুকূল কথোপকথনে কিয়ৎকাল থাকিয়া তাহার পর তাঁহাদের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া রথে আরোহণ করিবার ইচ্ছায় সত্যভামাকে আহ্বান করিলেন ॥১—২॥

তাহার পর সত্যভামা দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুরূপ, মনোহর ও সঙ্গত বাক্য বলিলেন—॥৩॥

"দ্রৌপদি! রাজ্যপ্রভৃতির জন্য তোমার যেন উৎকণ্ঠা, মনোবেদনা ও রাত্রিজাগরণ হয় না। কারণ, তুমি—দেবতুল্য-পতিগণ-কর্ত্তৃক বিজিত পৃথিবী পুনরায় পাইবে ॥৪॥

নীলনয়নে! তুমি যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতেছ, এরূপ কষ্ট—তোমার তুল্য

অবশ্যঞ্চ ত্বয়া ভূমিরিয়ং নিহতকণ্টকা।
ভর্ত্তৃভিঃ সহ ভোক্তব্যা নির্দ্বন্দ্বেতি শ্রুতং ময়া ॥৬॥
ধার্ত্তরাষ্ট্রবধং কৃত্বা বৈরাণি প্রতিযাত্য চ।
যুধিষ্ঠিরস্থাং পৃথিবীং দ্রক্ষ্যসে দ্রুপদাত্মজে! ॥৭॥
যাস্তাঃ প্রব্রজমানাং ত্বাং প্রাহসন্ দর্পমোহিতাঃ।
তাঃ ক্ষিপ্রং হতসঙ্কল্পা দ্রক্ষ্যসি ত্বং কুরুস্ত্রিয়ঃ ॥৮॥
তব দুঃখোপপন্নায়া যৈরাচরিতমপ্রিয়ম্।
বিদ্ধি সংপ্রস্থিতান্ সর্ব্বাংস্তান্ কৃষ্ণে! যমসাদনম্ ॥৯॥
পুত্রস্তে প্রতিবিন্ধ্যশ্চ সুতসোমস্তথাবিধঃ।
শ্রুতকর্ম্মার্জ্জুনিশ্চৈব শতানীকশ্চ নাকুলিঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অবশ্যমিতি। নির্দ্বন্দ্বা উপদ্রবরহিতা, শ্রুতং ত্রিকালজ্ঞমুনিভ্য ইতি শেষঃ ॥৬॥
ধার্ত্তেতি। কৃত্বা পতিভিঃ করণৈঃ। প্রতিযাত্য প্রতিশোধ্য ॥৭॥
যা ইতি। প্রব্রজমানাং বনে প্রতিষ্ঠমানাম্। হতসঙ্কল্পা লুপ্তাশাঃ ॥৮॥
তবেতি। দুঃখোপপন্নায়া রাজ্যনাশেন দুঃখপ্রাপ্তায়াঃ। যৈর্দুঃশাসনাদিভিঃ ॥৯॥
পুত্র ইতি। প্রতিবিন্ধ্যো যুধিষ্ঠিরাজ্জাতঃ, সুতসোমো ভীমাদুৎপন্নঃ। কৃতাস্ত্রাঃ কৃতাস্ত্রশিক্ষাঃ, অতএব বীরা জাতাঃ। দ্বারবত্যাং দ্বারকায়াং ভৃশং প্রীতা রতা অনুরক্তাশ্চ স্থিতাঃ।

চরিত্রসম্পন্না এবং তোমার তুল্য প্রশস্তলক্ষণা মহিলারা চিরকাল ভোগ করেন না ॥৫॥

আমি ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের মুখে শুনিয়াছি যে, অবশ্যই তুমি ভর্ত্তাদের সহিত মিলিত হইয়া নিষ্কণ্টক ও নিরুপদ্রব এই পৃথিবী পুনরায় ভোগ করিবে ॥৬॥

দ্রৌপদি! তুমি অবশ্যই দেখিতে পাইবে যে, যুধিষ্ঠির সমস্ত শত্রুতার প্রতিশোধ দিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে বধ করিয়া পৃথিবী হস্তগত করিয়াছেন ॥৭॥

বনে আসিবার সময়ে সেই যাহারা দর্পমোহিত হইয়া তোমাকে উপহাস করিয়াছিল, সেই কৌরবস্ত্রীগণকে সত্বরই তুমি নৈরাশ্যপূর্ণ দেখিতে পাইবে ॥৮॥

এবং দ্রুপদনন্দিনি! তুমি দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলে পরও যাহারা তোমার অপ্রিয় আচরণ করিয়াছিল, তাহারা সকলে যমালয়ে গিয়াছে বলিয়াই তুমি ধারণা কর ॥৯॥

তোমার পুত্র যুধিষ্ঠিরজাত প্রতিবিন্ধ্য, ভীমজাত সুতসোম, অর্জ্জুনজাত শ্রুতকর্ম্মা, নকুলজাত শতানীক এবং সহদেবজাত শ্রুতসেন, ইহারা সকলেই কুশলে আছে, অস্ত্রশিক্ষা করিয়া বীর হইয়াছে এবং দ্বারকানগরীতে অভিমন্যুরই

সহদেবাচ্চ যো জাতঃ শ্রুতসেনস্তবাত্মজঃ।
সর্ব্বে কুশলিনো বীরাঃ কৃতাস্ত্রাশ্চ সুতাস্তব ॥১১॥
অভিমন্যুরিব প্রীতা দ্বারবত্যাং রতা ভৃশম্।
ত্বমিবৈষাং সুভদ্রা চ প্রীত্যা সর্ব্বাত্মনা স্থিতা ॥১২॥
প্রীয়তে তব নির্দ্বন্দ্বা তেভ্যশ্চ বিগতজ্বরা।
দুঃখিতা তেন দুঃখেন সুখেন সুখিতা তথা ॥১৩॥ (কলাপকম্)
ভজেৎ সর্ব্বাত্মনা চৈব প্রদ্যুম্নজননী তথা।
ভানুপ্রভৃতিভিশ্চৈনান্ বিশিনষ্টি চ কেশবঃ ॥১৪॥
ভোজনাচ্ছাদনে চৈষাং নিত্যং মে শ্বশুরঃ স্থিতঃ।
রামপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে ভজন্ত্যন্ধকবৃষ্ণয়ঃ।
তুল্যো হি প্রণয়স্তেষাং প্রদ্যুম্নস্য চ ভাবিনি! ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বপ্রযত্নেন পর্য্যবেক্ষণে স্থিতা। তব সম্বন্ধে, নির্দ্বন্দ্বা অবিপক্ষভাবা সা সুভদ্রা, তেভ্যস্তব সুতেভ্যশ্চ, বিগতজ্বরা সন্তাপশূন্যা, তেন ত্বৎসুতসম্বন্ধিনা ॥১০—১৩॥

ভজেদিতি। তথা প্রদ্যুম্নজননী রুক্মিণী, সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বপ্রযত্নেনৈব, এনান্ প্রতিবিন্ধ্যাদীন্, ভজেৎ পরিচরেৎ; কেশবঃ কৃষ্ণশ্চ এনান্ ভানুপ্রভৃতিভিঃ বিশিনষ্টি তেভ্যো বিশেষেণাদ্রিয়ত ইত্যর্থঃ ॥১৪॥

ভোজনেতি। ভোজনাচ্ছাদনে তৎপর্য্যবেক্ষণে, শ্বশুরো বসুদেবঃ। ভজন্তি সেবন্তে আদ্রিয়ন্ত ইত্যর্থঃ। তেষাং প্রতিবিন্ধ্যাদীনাম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥

তুল্য অত্যন্ত প্রীতি ও অনুরাগসহকারে বাস করিতেছে। আর, সুভদ্রাও তোমারই মত প্রীতিসহকারে ও সর্ব্বপ্রযত্নে তোমার পুত্রগণের পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং তোমার প্রতি সুভদ্রার কোন বিপক্ষভাব নাই, বরং বিশেষ প্রীতিই রহিয়াছে; আর তোমার পুত্রগণ হইতেও তাঁহার কোন সন্তাপ হইতেছে না; তাই সুভদ্রা তোমার পুত্রদের দুঃখেই দুঃখ এবং সুখেই সুখ অনুভব করিয়া থাকেন ॥১০—১৩॥

এবং রুক্মিণীদেবী সর্ব্বপ্রযত্নে প্রতিবিন্ধ্যপ্রভৃতির পরিচর্য্যা করেন; আর কৃষ্ণও ভানুপ্রভৃতি অপেক্ষা উহাদের অধিক আদর করেন ॥১৪॥

তা'র পর, আমার শ্বশুরমহাশয় উহাদের খাওয়া-পরার বিষয়ে সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং বলরামপ্রভৃতি অন্ধকবংশীয় ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা সকলেই উহাদের আদর করেন। কারণ, প্রদ্যুম্ন ও প্রতিবিন্ধ্যপ্রভৃতির উপরে তাঁহাদের সমান স্নেহ চলিতেছে" ॥১৫॥

এবমাদি প্রিয়ং সত্যং হৃদ্যমুক্ত্বা মনোঽনুগম্।
গমনায় মনশ্চক্রে বাসুদেবরথং প্রতি ॥১৬॥
তাং কৃষ্ণাং কৃষ্ণমহিষী চকারাভিপ্রদক্ষিণম্।
আরুরোহ রথং শৌরেঃ সত্যভামাথ ভাবিনী ॥১৭॥
স্ময়িত্বা তু যদুশ্রেষ্ঠো দ্রৌপদীং পরিসান্ত্ব্য চ।
উপাবর্ত্ত্য ততঃ শীঘ্রৈর্হয়ৈঃ প্রায়াৎ পুরং স্বকম্ ॥১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-সত্যভামাসংবাদে সত্যভামাকৃষ্ণগমনে অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। হৃদ্যম্ অভীষ্টম্, মনোঽনুগং মনসোঽনুকূলম্। চক্রে সত্যভামা ॥১৬॥
তামিতি। কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্। শৌরেঃ কৃষ্ণস্য ॥১৭॥
স্ময়িত্বেতি। স্ময়িত্বা মৃদু হসিত্বা। উপাবর্ত্ত্য অনুগামিনঃ পাণ্ডবান্ প্রতিনিবর্ত্ত্য ॥১৮॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদে অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

মার্কণ্ডেয়াদিভিরিতি ॥১॥ সংবিদং সম্ভাষাম্ ॥২॥ স্বজিতা আশ্লিষ্য ॥৩॥ কৃষ্ণে। হে দ্রৌপদি! ॥৪—৫॥ নির্দ্বন্দ্বা নিষ্প্রতিপক্ষা ॥৬—১৫॥ প্রণয়ঃ স্নেহঃ ॥১৫—১৭॥ উপাবর্ত্ত্য পাণ্ডবানিতি শেষঃ ॥১৮॥
ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৮॥

—:*:—

এইরূপ প্রিয়, সত্য, অভীষ্ট ও মনের অনুকূল অনেক কথা বলিয়া সত্যভামা কৃষ্ণের রথের দিকে যাইবার ইচ্ছা করিলেন ॥১৬॥

তৎপরে কৃষ্ণমহিষী সত্যভামা দ্রৌপদীকে প্রদক্ষিণ করিলেন, তাহার পরে তিনি যাইয়া কৃষ্ণের রথে আরোহণ করিলেন ॥১৭॥

তখন কৃষ্ণ মৃদু হাস্য করিয়া, দ্রৌপদীকে আশ্বস্ত করিলেন, পরে তিনি পাণ্ডবগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া দ্রুতগামী অশ্বদ্বারা আপন নগরে প্রস্থান করিলেন ॥১৮॥

—:*:—

* '...একত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ ..'—পি, '...চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...' —বা ব, '...পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ ..' —কা, '...ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...' —নি।

নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

জনমেজয় উবাচ।

এবং বনে বর্ত্তমানা নরাগ্র্যাঃ শীতোষ্ণবাতাতপকর্ষিতাঙ্গাঃ।
সরস্তদাসাদ্য বনঞ্চ পুণ্যং ততঃ পরং কিমকুর্ব্বন্ত পার্থাঃ ॥১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সরস্তদাসাদ্য তু পাণ্ডুপুত্রা জনং সমুৎসৃজ্য বিধায় বেশম্।
বনানি রম্যাণ্যথ পর্ব্বতাংশ্চ নদীপ্রদেশাংশ্চ তথা বিচেরুঃ ॥২॥
তথা বনে তান্ বসতঃ প্রবীরান্ স্বাধ্যায়বন্তশ্চ তপোধনাশ্চ।
অভ্যাযযুর্বেদবিদঃ পুরাণাস্তান্ পূজয়ামাসুরথো নরাগ্র্যাঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। নরাগ্র্যা নরশ্রেষ্ঠাঃ। সরো বনঞ্চ দ্বৈতবনং নাম। পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ ॥১॥
সর ইতি। জনং মার্কণ্ডেয়াদ্যাগন্তুকলোকম্। বিশন্ত্যস্মিন্নিতি বেশো গৃহম্ ॥২॥
তথেতি। স্বাধ্যায়বন্তো নিত্যবেদপাঠশীলাঃ। নরাগ্র্যাঃ পাণ্ডবাঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি। "এবং বনে বর্ত্তমানা" ইত্যাদেঃ স্বপুরং বিবিশুস্তদেত্যন্তস্য গ্রন্থস্য ঈর্ষ্যালুর্দুর্য্যোধনবদপমানং প্রাপ্নোতি সাধুশ্চ যুধিষ্ঠিরবচ্ছত্রুনপ্যুপকরোতীতি তাৎপর্য্যম্। সরো দ্বৈতবনস্থম্ ॥১॥ জনং সমুদায়ম্, বেশং গৃহম্, নদীপ্রদেশান্ তৎসমীপস্থানে চ ॥২॥ বনে দ্বৈতবনে ॥৩॥

জনমেজয় বলিলেন—"নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা এইভাবে বনে থাকিয়া শীত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র ও বায়ুতে ক্লিষ্টদেহ হইয়া সেই পবিত্র সরোবর ও দ্বৈতবনে যাইয়া কৃষ্ণ চলিয়া যাওয়ার পরে কি করিয়াছিলেন?" ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৃষ্ণ চলিয়া গেলে পর, পাণ্ডবেরা আগন্তুক লোকদিগকে বিদায় দিয়া, সেই পবিত্র সরোবরের তীরে যাইয়া বাসভবন নির্ম্মাণ করিলেন; তাহার পরে তাঁহারা তাহাতে থাকিতেন এবং অবসরক্রমে মনোহর বন, পর্ব্বত ও নদীতীরে বিচরণ করিতেন ॥২॥

মহাবীর পাণ্ডবেরা সেই ভাবে বনে বাস করিতে থাকিলে, স্বাধ্যায়শীল, বেদবিৎ ও প্রাচীন তপস্বীরা, তাঁহাদের নিকট আসিতেন, তাঁহারাও তাঁহাদের যথোচিত পূজা করিতেন ॥৩॥

ততঃ কদাচিৎ কুশলঃ কথাসু বিপ্রোঽভ্যগচ্ছদ্ভুবি কৌরবেয়ান্।
স তৈঃ সমেত্যাথ যদৃচ্ছয়ৈব বৈচিত্রবীর্য্যং নৃপমভ্যগচ্ছৎ ॥৪॥
অথোপবিষ্টঃ কৃতসৎক্রিয়শ্চ বৃদ্ধেন রাজ্ঞা কুরুসত্তমেন।
প্রচোদিতঃ সংকথয়াম্বভূব ধর্ম্মানিলেন্দ্রপ্রভবান্ যমৌ চ ॥৫॥
কৃশাংশ্চ বাতাতপকর্ষিতাঙ্গান্ দুঃখস্য চোগ্রস্য মুখে প্রপন্নান্।
তাঞ্চাপ্যনাথামিব বীরনাথাং কৃষ্ণাং পরিক্লেশগুণেন যুক্তাম্ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
ততঃ কথাং তস্য নিশম্য রাজা বৈচিত্রবীর্য্যঃ কৃপয়াভিতপ্তঃ।
বনে তথা পার্থিবপুত্রপৌত্রান্ শ্রুত্বা তথা দুঃখনদীং প্রপন্নান্ ॥৭॥
প্রোবাচ দৈন্যাভিহতান্তরাত্মা নিশ্বাসবাতোপহতস্তদানীম্।
বাচং কথঞ্চিৎ স্থিরতামুপেত্য তৎ সর্ব্বমাত্মপ্রভবং বিচিন্ত্য ॥৮॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ভুবি কথাসু কুশল ইতি সম্বন্ধঃ। তৈঃ কৌরবেয়ৈঃ, সমেত্য মিলিত্বা ॥৪॥

অথেতি। রাজ্ঞা ধৃতরাষ্ট্রেণ। প্রচোদিতঃ পাণ্ডববৃত্তান্তং বক্তুং প্রণোদিতঃ। মুখে প্রপন্নান্ প্রবিষ্টান্। বীরনাথামপি অনাথামিব স্থিতাম্, কথয়াম্বভূব।৫—৬॥

তত ইতি। বিচিত্রবীর্য্যস্যাপত্যমিতি বৈচিত্রবীর্য্যো ধৃতরাষ্ট্রঃ। পার্থিবপুত্রপৌত্রান্ পাণ্ডবান্। স্থিরতাং ধৈর্য্যম্। তৎ সর্ব্বং দুঃখম্। বক্ষ্যমাণাং বাচং প্রোবাচ।৭—৮॥

তাহার পর ওদিকে, জগতের মধ্যেই আলাপনিপুণ এক ব্রাহ্মণ কখনও (হস্তিনায়) কৌরবগণের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া পরে যদৃচ্ছাক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৪॥

তিনি উপবেশন করিলে, কুরুশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার উপযুক্ত সংকার করিয়া পাণ্ডবগণের বৃত্তান্ত বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন শীত ও বায়ুপ্রভৃতিদ্বারা ক্লিষ্ট, ভয়ঙ্কর দুঃখমুখে প্রবিষ্ট এবং কৃপণবীর যুধিষ্ঠির ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের কথা, আর বীরনাথা হইলেও অনাথা এবং অত্যন্ত ক্লেশসন্তপ্তা দ্রৌপদীর কথা সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন ॥৫—৬॥

তাহার পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া দয়াবশতঃ অত্যন্ত সন্তপ্ত হইলেন এবং রাজার পুত্র ও রাজারই পৌত্র পাণ্ডবগণকে সেইরূপ বনবাসী এবং দুঃখপ্রবাহে নিপতিত শুনিয়া, একান্ত বিষণ্ণ ও নিশ্বাসবায়ুতাড়িত হইয়া, কোন প্রকারে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, সে সমস্তই আপনা হইতে হইয়াছে ইহা ভাবিয়া এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন—॥৭—৮॥

---

(৫) অথোপবিষ্টঃ প্রতিসৎকৃতশ্চ ··বা ব কা।

কথং নু সত্যঃ শুচিরার্য্যবৃত্তো জ্যেষ্ঠঃ সুতানাং মম ধর্ম্মরাজঃ।
অজাতশত্রুঃ পৃথিবীতলে স্ম শেতে পুরা রাঙ্কবকূটশায়ী ॥৯॥
প্রবোধ্যতে মাগধসূতপূগৈর্নিত্যং স্তুবদ্ভিঃ স্বয়মিন্দ্রকল্পঃ।
পতত্রিসংঘৈঃ স জঘন্যরাত্রে প্রবোধ্যতে নূনমিড়াতলস্থঃ ॥১০॥
কথং নু বাতাতপকর্ষিতাঙ্গো বৃকোদরঃ কোপপরিপ্লুতাঙ্গঃ।
শেতে পৃথিব্যামতথোচিতাঙ্গঃ কৃষ্ণাসমক্ষং বসুধাতলস্থঃ ॥১১॥
তথার্জ্জুনঃ সুকুমারো মনস্বী বশে স্থিতো ধর্ম্মসুতস্য রাজ্ঞঃ।
বিদূয়মানৈরিব সর্ব্বগাত্রৈর্ধ্রুবং ন শেতে বসতীরমর্ষাৎ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। সত্যঃ সত্যপরায়ণঃ, শুচিঃ পবিত্রঃ, আর্য্যবৃত্তঃ সচ্চরিত্রঃ, মম সুতানাং মধ্যে জ্যেষ্ঠঃ, অজাতশত্রুর্ধর্ম্মরাজঃ, পুরা পূর্ব্বম্, রঙ্কূণাং তদাখ্যানাং মৃগাণামিমানীতি রাঙ্কবাণি তল্লোমানি তেষাং কূটে সমূহনির্ম্মিতে তূলপূর্ণে শয়নে শেত ইতি রাঙ্কবকূটশায়ী সন্, ইদানীং কথং নু পৃথিবীতলে শেতে। স্মেতি পাদপূরণে ॥৯॥

প্রেতি। যঃ খলু স্তুবদ্ভিঃ, মাগধসূতানাং চারণবন্দিনাং পূগৈঃ সমূহৈঃ, নিত্যং প্রত্যহম্, প্রবোধ্যতে জাগর্য্যতে স্ম, স ইন্দ্রকল্পঃ স্বয়ং যুধিষ্ঠির এবেদানীম্, নূনং নিশ্চিতম্, ইড়াতলস্থো ভূতলসুপ্তঃ স্থিতঃ, পতত্রিসংঘৈঃ পক্ষিসমূহরবৈঃ, জঘন্যরাত্রে শেষরাত্রে, প্রবোধ্যতে জাগর্য্যতে। "গোভূবাচস্ত্বিড়া ইলাঃ" ইত্যমরঃ ॥১০॥

কথমিতি। কোপেন কোপাগতঘর্ম্মজলেন পরিপ্লুতাঙ্গঃ। কৃষ্ণা দ্রৌপদী ॥১১॥

তথেতি। বিদূয়মানৈর্দুঃখেন সন্তপ্যমানৈঃ, বসতী রাত্রীঃ, "বসতী রাত্রিবেশ্মনোঃ" ইত্যমরঃ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

সূপং ধৃতরাষ্ট্রম্ ॥৪—৮॥ রঙ্কোর্মৃগবিশেষস্য লোমরাশিময়ী তূলিকা রাঙ্কবকূটম্ ॥৯॥ ইড়াতলস্থঃ ভূতলস্থঃ। "ইড়া তু বুধযোষিতি। সৌরভেয্যাঞ্চ বচনে বসুমত্যামপি স্ত্রিয়াম্" ইতি

"সত্যপরায়ণ, পবিত্রস্বভাব, সচ্চরিত্র এবং আমার পুত্রপর্য্যায়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে রঙ্কুমৃগলোমনির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করিয়া এখন কি প্রকারে ভূতলে শয়ন করিতেছেন। ॥৯॥

পূর্ব্বে যিনি প্রত্যহই মাগধ-বন্দিগণের স্তুতিবাদ শুনিয়া জাগরিত হইতেন, এখন নিশ্চয়ই সেই ইন্দ্রতুল্য যুধিষ্ঠির ভূতলে নিদ্রিত থাকিয়া রাত্রিশেষে পক্ষিরব শুনিয়া জাগরিত হন। ॥১০॥

পৃথিবীতে সেইরূপ দুঃখভোগের অযোগ্যদেহ হইয়াও, শীত ও বায়ুতে ক্লিষ্টদেহ এবং ক্রোধবশতঃ ঘর্ম্মাক্তকলেবর ভীমসেন কি করিয়া দ্রৌপদীর সমক্ষে ভূতলে শয়ন করেন। ॥১১॥

যমৌ চ কৃষ্ণাঞ্চ যুধিষ্ঠিরঞ্চ ভীমঞ্চ দৃষ্ট্বা সুখবিপ্রযুক্তম্।
বিনিশ্বসন্ সর্প ইবোগ্রতেজা ধ্রুবং ন শেতে বসতীরমর্ষাৎ ॥১৩॥
তথা যমৌ চাপ্যসুখৌ সুখার্হৌ সমৃদ্ধরূপাবমরৌ দিবীব।
প্রজাগরস্থৌ ধ্রুবমপ্রশান্তৌ ধর্ম্মেণ সত্যেন চ বার্য্যমাণৌ ॥১৪॥
সমীরণেনাথ সমো বলেন সমীরণস্যৈব সুতো বলীয়ান্।
স ধর্ম্মপাশেন সিতোঽগ্রজেন ধ্রুবং বিনিশ্বস্য সহত্যমর্ষম্ ॥১৫॥
স চাপি ভূমৌ পরিবর্ত্তমানো বধং সুতানাং মম কাঙ্ক্ষমাণঃ।
সত্যেন ধর্ম্মেণ চ বার্য্যমাণঃ কালং প্রতীক্ষত্যধিকো রণেঽন্যৈঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

যমাবিতি। সুখবিপ্রযুক্তং সুখবিহীনম্। উগ্রতেজা অর্জ্জুনঃ, অমর্ষাৎ ক্রোধাৎ ॥১৩॥

তথেতি। তথা সুখার্হাবপি অসুখৌ দুঃখভোগিনৌ, দিবি অমরাবিব সমৃদ্ধরূপৌ মহাসুন্দরৌ, ধর্ম্মেণ সত্যেন চ বার্য্যমাণৌ যুদ্ধায়াগমনে নিরুধ্যমানৌ, অতএব অপ্রশান্তৌ অস্থিরচিত্তৌ, যমৌ নকুলসহদেবৌ চ, প্রজাগরস্থৌ জাগরিতৌ তিষ্ঠতঃ ॥১৪॥

সমীরণেনেতি। অগ্রজেন যুধিষ্ঠিরেণ ধর্ম্মপাশেন, সিতো বদ্ধঃ ॥১৫॥

স ইতি। পরিবর্ত্তমানঃ শয়ানঃ। রণে, অন্যৈরন্যেভ্যঃ অধিকঃ প্রবলঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

মেদিনী ॥১০—১২॥ উগ্রতেজা অর্জ্জুনঃ ॥১৩॥ প্রজাগরস্থৌ ভুবি শয়াতে ইতি শেষঃ ॥১৪—১৫॥ অন্যৈঃ অন্যেভ্যোঽধিকঃ, প্রতীক্ষতীত্যপ্যুপপদাভাবেঽপি চ্ছান্দসো গর্হায়াং

আর, কোমলস্বভাব, উদারচেতা এবং ধর্ম্মরাজের বশতাপন্ন অর্জ্জুনেরও সমস্ত অঙ্গই যেন দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে; তাই তিনিও নিশ্চয়ই ক্রোধে রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছেন না ॥১২॥

বিশেষতঃ উগ্রতেজা অর্জ্জুন—যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া, ক্রোধে সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া, নিশ্চয়ই রাত্রিতে নিদ্রা যান না ॥১৩॥

তা'র পর, সুখভোগের যোগ্য হইয়াও দুঃখভোগী, স্বর্গীয় দুইটী দেবতার ন্যায় পরমসুন্দর, ধর্ম্ম ও সত্যপাশে আবদ্ধ এবং অস্থিরচিত্ত নকুল-সহদেবও নিশ্চয়ই রাত্রিজাগরণ করিতেছেন ॥১৪॥

তা'র পর, বলে বায়ুরই তুল্য এবং বায়ুরই পুত্র মহাবল ভীমসেনও যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইয়া, নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া, নিশ্চয়ই ক্রোধের বেগ সহ্য করিতেছেন ॥১৫॥

যুদ্ধে অন্য অপেক্ষা অধিক বলশালী ভীমসেনও ভূতলে শয়ন করিতে

অজাতশত্রৌ তু জিতে নিকৃত্যা দুঃশাসনো যৎ পরুষাণ্যবোচৎ।
তানি প্রবিষ্টা'ন বৃকোদরাঙ্গং দহন্তি কক্ষাগ্নিরিবেন্ধনানি ॥১৭॥
'ন পাপকং ধ্যাস্যতি ধর্ম্মপুত্রো ধনঞ্জয়শ্চাপ্যনুবর্ৎস্যতে তম্।
অরণ্যবাসেন বিবর্দ্ধতে তু ভীমস্য কোপোঽগ্নিরিবানিলেন ॥১৮॥
স তেন কোপেন বিদহ্যমানঃ করং করেণাভিনিপীড্য বীরঃ।
বিনিশ্বসিত্যুষ্ণমতীব ঘোরং দহন্নিবেমান্ মম পুত্রপৌত্রান্ ॥১৯॥
গাণ্ডীবধন্বা চ বৃকোদরশ্চ সংরম্ভিণাবন্তককালকল্পৌ।
ন শেষয়েতাং যুধি শত্রুসেনাং শরান্ কিরন্তাবশনিপ্রকাশান্ ॥২০॥
দুর্য্যোধনঃ শকুনিঃ সূতপুত্রো দুঃশাসনশ্চাপি সুমন্দচেতাঃ।
মধু প্রপশ্যন্তি ন তু প্রপাতং যদ্দ্যূতমালম্ব্য হরন্তি রাজ্যম্ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

অজাতেতি। নিকৃত্যা শাঠ্যেন অক্ষক্রীড়ায়াং জিতে। কক্ষাগ্নিঃ শুষ্কতৃণাগ্নিঃ ॥১৭॥
নেতি। পাপকং মৎপুত্রাণামনিষ্টম্, ধ্যাস্যতি চিন্তয়িষ্যতি। অনুবর্ৎস্যতে অনুযাস্যতি ॥১৮॥
স ইতি। দহন্নিব, তেনাতীবঘোরোষ্ণনিশ্বাসবায়ুনেত্যাশয়ঃ ॥১৯॥
গাণ্ডীবেতি। সংরম্ভিণৌ ক্রুদ্ধৌ। কিরন্তৌ বিক্ষিপন্তৌ, অশনিপ্রকাশান্ বজ্রতুল্যান্ ॥২০॥
দুর্য্যোধন ইতি। মধু প্রপশ্যন্তি বৃক্ষারোহণেন মধু লভ্যমিত্যেব সম্ভাবয়ন্তি, কিন্তু ততঃ প্রপাতং পতনং ন প্রপশ্যন্তি। রাজ্যং হরন্তি, কিন্তু মৃত্যুং ন সম্ভাবয়ন্তি ॥২১॥

থাকিয়া, আমার পুত্রগণের বধ কামনা করিয়া, সত্য ও ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ থাকায় কেবল কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন ॥১৬॥

এবং শকুনি শঠতাপূর্ব্বক অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে জয় করিলে, দুঃশাসন যে সকল রুক্ষ কথা বলিয়াছিল, সেগুলি ভীমের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া—শুষ্ক তৃণাগ্নি যেমন কাষ্ঠ দগ্ধ করে, সেইরূপ তাঁহার অঙ্গ সকল দগ্ধ করিতেছে ॥১৭॥

তবে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির আমার পুত্রগণের অনিষ্টচিন্তা করিবেন না; অর্জ্জুনও তাঁহারই অনুবর্ত্তন করিবেন; কিন্তু বায়ুদ্বারা অগ্নি যেমন বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ বনবাসদ্বারা ভীমের ক্রোধ বৃদ্ধি পাইতেছে ॥১৮॥

সুতরাং মহাবীর ভীমসেন সেই ক্রোধে দগ্ধ হইতে থাকিয়া, হস্তে হস্ত নিপীড়ন করিয়া, আমার পুত্র-পৌত্রগণকে দগ্ধ করতই যেন অতিদারুণ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন ॥১৯॥

অতএব ক্রুদ্ধ ও যমের তুল্য সেই ভীমসেন ও অর্জ্জুন বজ্রতুল্য বাণ নিক্ষেপ করিতে থাকিয়া যুদ্ধে শত্রুসৈন্যের অবশেষ রাখিবেন না ॥২০॥

(১৯)...কথং করেণাভিনিপীড্যমানঃ...পি।

শুভাশুভং কর্ম্ম নরো হি কৃত্বা প্রতীক্ষতে তস্য ফলং স্ম কর্ত্তা।
স তেন যুজ্যত্যবশঃ ফলেন মোক্ষঃ কথং স্যাৎ পুরুষস্য তস্য ॥২২॥
ক্ষেত্রে সুকৃষ্টে হ্যুপিতে চ বীজে দেবে চ বর্ষত্যৃতুকালযুক্তম্।
ন স্যাৎ ফলং তস্য কুতঃ প্রসিদ্ধিরন্যত্র দৈবাদিতি চিন্তয়ামি ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

নন্থ দ্যূতাবলম্বনেন রাজ্যহরণেঽপি যদি বিপন্নঃ স্যাদিত্যাহ—শুভেতি। কর্ত্তা নরঃ শুভাশুভং তদুভয়জনকং কর্ম্ম কৃত্বা, অবশ্যমেব তস্য ফলং প্রাপ্যত্বেন প্রতীক্ষতে। পরঞ্চ অবশঃ তৎফলযোগাযোগবিষয়ে অস্বাধীনঃ স নরঃ, তেন তৎকর্ম্মসম্বন্ধিনা ফলেন শুভেনাশুভেন বা, যুজ্যতি অবশ্যমেব যুজ্যতে। তস্য পুরুষস্য কথং মোক্ষস্তস্মাৎ ফলান্মুক্তিঃ স্যাৎ, কথমপি নেত্যর্থঃ, জগন্নিয়মাদিতি ভাবঃ ॥২২॥

উক্তার্থে দৃষ্টান্তমাহ—ক্ষেত্র ইতি। ক্ষেত্রে ভূমৌ, সুকৃষ্টে সুষ্ঠু কর্ষণাস্পদীকৃতে, বীজে চ উপিতে উপ্তে রোপিতে, ইড়াগম আর্ষঃ, দেবে চ, ঋতুর্বর্ষাদিঃ কালশ্চ রাত্র্যাদিঃ তয়োর্যুক্তং সঙ্গতং যথা স্যাত্তথা বর্ষতি সতি চ, দৈবাৎ কীটপতঙ্গাদিদৈবোপঘাতাদন্যত্র তং বিনেত্যর্থঃ, তস্য সুকর্ষণাদেঃ, ধান্যাদি ফলং কুতো ন স্যাৎ, অপি ত্ববশ্যমেব স্যাদিত্থং লোকে প্রসিদ্ধিরস্তীতি চিন্তয়ামি ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

লট্ ॥১৬—২১॥ শুভেতি। ফলং স্বর্গনরকরূপং তেন মুক্তস্য তস্মান্ন মোক্ষোঽস্তীত্যর্থঃ ॥২২॥ দৃষ্টসামগ্র্যাং সত্যামপি দৈবপ্রাতিকূল্যাৎ ফলং ন জায়ত ইত্যাহ—ক্ষেত্রে ইতি। উপিতে ন্যুপ্তে এবং মচ্চিত্তে দুর্য্যোধনাদীনাঞ্চ চিত্তে বৃদ্ধহিতোপদেশো বৃথা ভবতীতি ভাবঃ ॥২৩॥

হায়! অতিমন্দমতি দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি—ইহারা (বৃক্ষে আরোহণ করার পরে) কেবল মধুলাভের সম্ভাবনাই করে; কিন্তু পতনের সম্ভাবনা করে না। যেহেতু দ্যূত অবলম্বন করিয়া পরের রাজ্য হরণ করে ॥২১॥

মানুষ শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করিয়া তাহার ফললাভের প্রতীক্ষা করে এবং অবশ হইয়া সে ফলের সহিত সংযুক্তও হয়। কেন না, সে ফল হইতে সেই মানুষের কি করিয়া মুক্তি হইবে? ॥২২॥

ভাল করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিলে এবং তাহাতে বীজ বপন করিলে, তা'র পরে আবার যথাকালে দেবতা বর্ষণ করিলে, তাহার ফল কেন হইবে না? অবশ্যই হইবে এইরূপই প্রসিদ্ধি আছে এবং তাহাই আমি চিন্তা করি ॥২৩॥

---

(২২)…প্রতীহতে তস্য ফলং স্ম কর্ত্তা—কা,…প্রতীক্ষতে তস্য ফলং বিপাকে—নি, …স তেন মুহ্যত্যবশঃ ফলেন—বা ব কা,…পুরুষস্য তস্মাৎ—বা ব কা নি।

কৃতং মতাক্ষেণ যথা ন সাধু সাধুপ্রবৃত্তেষু চ পাণ্ডবেষু।
ময়া চ দুষ্পুত্রবশানুগেন যথা কুরূণাময়মন্তকালঃ ॥২৪॥
ধ্রুবং প্রবাস্যত্যসমীরিতোঽপি ধ্রুবং প্রজাস্যত গর্ভিণী যা।
ধ্রুবং দিনাদৌ রজনীপ্রণাশস্তথা ক্ষপাদৌ চ দিনপ্রণাশঃ ॥২৫॥
ক্রিয়েত কস্মাদপরে চ কুর্য্যুর্বিত্তং ন দদ্যুঃ পুরুষাঃ কথঞ্চিৎ।
প্রাপ্যার্থকালঞ্চ ভবেদনর্থঃ কথং নু তৎ স্যাদিতি তৎ কুতঃ স্যাৎ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

ইদানীং দার্ষ্টান্তিকপ্রদর্শনেন সর্ব্বং স্পষ্টয়তি—কৃতমিতি। মতাঃ প্রিয়া অক্ষা দ্যূতানি যস্য তেন শকুনিনা, সাধুপ্রবৃত্তেষু চ সদ্ব্যবহারে বর্ত্তমানেষ্বপি পাণ্ডবেষু, যথা সাধু ন কৃতম্, শঠতয়া জয়েন রাজ্যহরণাদিতি ভাবঃ। এতেন পাণ্ডবানাং হৃদয়রূপে সৎক্ষেত্রে ক্রোধোৎপাদনরূপং কর্ষণং কৃতং বৈররূপং বীজঞ্চোপ্তমিতি দর্শিতম্। দুষ্পুত্রবশানুগেন ময়া চ যথা সাধু ন কৃতম্, তদনুমোদনাদিত্যাশয়ঃ। এতেন মমানুমোদনরূপঞ্চ যথাকালবর্ষণমিতি সূচিতম্। তথা মন্যে ইতি শেষঃ, কুরূণাময়মন্তকালঃ, কুরূণাং ধ্বংস এব তস্য ফলমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥২৪॥

অথ বুদ্ধিমতামপি যুষ্মাকং কথমীদৃশঃ প্রমাদঃ সঞ্জাত ইত্যাহ—ধ্রুবমিতি। অসমীরিতোঽপি কেনচিদসঞ্চালিতোঽপি বায়ুরিতি শেষঃ, ধ্রুবমবশ্যমেব প্রবাস্যতি; যা স্ত্রী গর্ভিণী, সা ধ্রুবমেব প্রজাস্যতি সন্তানং জনয়িষ্যতি। অত্র জনের্জাদেশঃ সকর্ম্মকত্বঞ্চার্থত্বাৎ। দিনাদৌ ধ্রুবমেব রজনীপ্রণাশো ভবতি; ক্ষপাদৌ রাত্র্যাদৌ চ ধ্রুবমেব দিনপ্রণাশো জায়তে। তথা চাস্মাকমীদৃশব্যাপারাভাবেঽপি নিয়তিবশাদেবাস্যথৈব কুরুবংশধ্বংসো ভবেদিত্যাশয়ঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

যথা ন সাধু অশুভং স্যাত্তথা। মতাক্ষেণ শকুনিনা কৃতম্। পাণ্ডবেন চ তদানীমেব তান্ অনিগ্রহতা সাধু কৃতং ময়া চ তথা কৃতং যথায়মন্তকাল উপস্থিত ইতি শেষঃ ॥২৪॥ প্রবাস্যতি বাত ইতি শেষঃ। প্রজাস্যতি অপত্যং জনয়িষ্যতি, ক্ষপাদৌ রাত্র্যাদৌ, এতস্য পাপস্য ফলমপরিহার্য্যমিতি ভাবঃ ॥২৫॥ কথং তর্হি প্রাগেবৈতন্ন চিন্তিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ক্রিয়ে-

দ্যূতপ্রিয় শকুনি, যেহেতু সদ্ব্যবহারকারী পাণ্ডবগণের উপরে সদ্ব্যবহার করে নাই এবং আমিও যেহেতু দুষ্ট পুত্রগণের বশবর্ত্তী হইয়া ভাল কাজ করি নাই; সেই হেতু ধারণা করি যে, ইহাই কুরুকুলের ধ্বংসকাল উপস্থিত হইয়াছে ॥২৪॥

কেহ সঞ্চালন না করিলেও অবশ্যই বায়ু বহিত হইবে; যে নারী গর্ভিণী, সে অবশ্যই প্রসব করিবে; অবশ্যই দিন হইবার পূর্ব্বে রাত্রির অবসান হইবে এবং অবশ্যই রাত্রি আসিবার পূর্ব্বে দিনের শেষ হইবে ॥২৫॥

(২৪)...সাধুপ্রবৃত্তেন চ পাণ্ডবেন—বা ব কা নি।

কথং ন ভিদ্যেত ন চ স্রবেত ন চ প্রসিচ্যেদিতি রক্ষিতব্যম্।
অরক্ষ্যমাণং শতধা প্রকীর্য্যেৎ ধ্রুবং ন নাশোঽস্তি কৃতস্য লোকে ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

নন্থ সম্ভাবিতৈতদনর্থনিবারণার্থং যুধিষ্ঠিরায় রাজ্যাদিপ্রত্যর্পণমেব কথং ন করোষীত্যাহ—ক্রিয়েতেতি। অস্মাভিঃ কস্মাৎ প্রকারাৎ যুধিষ্ঠিরায় রাজ্যাদিপ্রত্যর্পণং ক্রিয়েত; অপরে চেদৃশং কস্মাৎ কুর্য্যুঃ। যেন হি পুরুষাঃ, বিত্তম্ আয়ত্তীকৃতমর্থম্, কথঞ্চিদপি ন দদ্যুঃ পরস্মৈ ন প্রত্যর্পয়েয়ুঃ। কিং তত্র কারণমিত্যাহ—প্রাপ্যেতি। অর্থকালম্ অর্থসাধ্যকার্য্য-কালং প্রাপ্য স্থিতস্য পুরুষস্য, অর্থাভাবে অনর্থো ভবেৎ। অতএব কথং নু তৎ যুধিষ্ঠিরায় রাজ্যাদিপ্রত্যর্পণং স্যাৎ, অপি তু কথমপি নেত্যর্থঃ। ইতি হেতোঃ, তৎ সম্ভাবিতানর্থ-নিবারণঞ্চ কুতঃ স্যাৎ ॥২৬॥

তৎ কিমিদানীং ত্বয়া কর্ত্তব্যমিত্যাহ—কথমিতি। ধনং যথা কথমপি ন ভিদ্যেত বিভজ্য দানেন নান্যহস্তং গচ্ছেৎ, যথা বা ন স্রবেত পাত্ররন্ধ্রাজ্জলমিব কিয়দপি দানাদিনা ন ক্ষরেৎ, যথা বা ন চ প্রসিচ্যেৎ উদ্যানতরুমূলে জলমিব পুত্রাদৌ ভোগার্থদানাদিনা ন ক্ষীয়েত; ইতি তথা, রক্ষিতব্যম্। অরক্ষ্যমাণঞ্চ ধনম্, শতধা প্রকীর্য্যেৎ দানাদিনা ইতস্ততঃ প্রকীর্ণা ভবেৎ। অথ তর্হি কুরুবংশধ্বংস এব ভবেদিত্যাহ—ধ্রুবমিতি। লোকে কৃতস্য কর্ম্মণো ভোগং বিনা ধ্রুবমেব নাশো নাস্তি। অতঃ কৃতকর্ম্মবশাদেব কুরূণাং ধ্বংসো ভবিতা, তত্র বয়ং কিং কুর্ম্ম ইতি ভাবঃ ॥২৭॥

ভাবতভাবদীপঃ

তেতি। যদ্যেবং বিবেকো নৃণাং ভবেত্তর্হি বিত্তং কস্মাদ্ধেতোরস্মদাদিরন্যায়েনাপি ক্রিয়েত সাধয়েৎ। ত্বং মূর্খোঽসীতি চেদপরেঽপি পূর্ব্বে রাজানঃ কস্মাৎ বিত্তং কুর্য্যুরর্জ্জিতং বা বিত্তং পুরুষাঃ সাধবোঽপি কথঞ্চিৎ ধর্ম্মকামাদ্যর্থে বা কস্মান্ন দদ্যুঃ ন পরিত্যজেয়ুঃ। তস্মাৎ প্রাণিনাং বিত্তস্যার্জ্জনে অর্জ্জিতস্য পালনে চ স্বাভাবিকী বুদ্ধিরপরিহার্য্যেতি ভাবঃ। বিত্তে-নেতি গৌড়পাঠে তু বিত্তেন হেতুনা বিত্তার্থং কস্মাৎ ক্রিয়েত যত্ন ইতি যত্নং কুর্য্যুরিতি চাধ্যাহৃত্য যোজ্যম্, কথঞ্চিদদ্যুরিতি দুস্ত্যজত্বঞ্চ তস্যৈবোক্তম্। নন্বর্জ্জনাভাবে এব কো দোষ ইত্যত আহ—প্রাপ্যেতি। অর্থকালম্ অর্থসাধ্যদারক্রিয়াদিকালং যৌবনাদিকং প্রাপ্য অনর্থঃ ব্যাকুলত্বং ভবেৎ; তদেবাহ—তৎ ধনসাধ্যং কার্য্যং কথং নু কেন প্রকারেণ বা মম নিধনস্য স্যাৎ। কুতো বা উপায়াৎ তৎ ধনং মম নিদ্ধৈবস্য স্যাৎ সম্পদ্যেতেতি চিন্তা-রূপোঽনর্থঃ স্যাদেবেত্যর্থঃ ॥২৬॥ নন্বেবমর্থস্য ইদানীমপ্যনর্থকরত্বং জানতা ত্বয়া পাণ্ডবানা-

আমরা কি করিয়া লব্ধ রাজ্য যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যর্পণ করিব? অন্যেই বা তাহা কি করিয়া করিতে পারে? মানুষ কোন প্রকারেই লব্ধ অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে পারে না। কারণ, অর্থ না থাকিলে, অথচ অর্থসাধ্যকার্য্যের কাল উপস্থিত হইলে বিপদই উপস্থিত হয়; অতএব কি করিয়াই বা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যপ্রত্যর্পণ হইবে? কি করিয়াই বা ভাবী বিপদের নিবৃত্তি হইবে? ॥২৬॥

গতো হ্যরণ্যাদপি শক্রলোকং ধনঞ্জয়ঃ পশ্যত বীর্য্যমস্য।
অস্ত্রাণি দিব্যানি চতুর্বিধানি জ্ঞাত্বা পুনর্লোকমিমং প্রপন্নঃ ॥২৮॥
স্বর্গং হি গত্বা সশরীর এব কো মানুষঃ পুনরাগন্তুমিচ্ছেৎ।
অন্যত্র কালোপহতাননেকান্ সমীক্ষমাণস্তু কুরূন্ মুমূর্ষূন্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

কুরুবংশধ্বংসমেবাহ ত্রিভিঃ। গত ইতি। চতুর্বিধানি ছেদক-ভেদক-মোহক-নাশক-ভেদাৎ। তত্র ছেদকানি অসিপ্রভৃতীনি, ভেদকানি বাণাদীনি, মোহকানি জৃম্ভকাদীনি, অবশিষ্টানি চ নাশকানি গদাদীনি। কুরুবংশং ধ্বংসয়িতুমেব প্রপন্ন ইত্যাশয়ঃ ॥২৮॥

স্বর্গমিতি। অন্যত্র পুনরাগন্তুমিচ্ছেদিতি সম্বন্ধঃ। অতঃ অনেকান্ কুরূন্ কালোপহতান্ মুমূর্ষূন্ সমীক্ষমাণ এবাগত ইতি মন্য ইতি শেষঃ। তান্ হন্তুমিতি ভাবঃ ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

মংশঃ সুত্যজস্তত্ত্বং ন নাশশঙ্কাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—কথং নু ইতি। পুত্রবৎ পশুবচ্চ পিণ্ডীভূতঃ প্রিয়তমশ্চার্থঃ কথং নু ভিদ্যেত দ্বিধা ভবেৎ বেণুরিব করপত্রেণ ন কথঞ্চিদ্ভেত্তুং শক্য ইতি ভাবঃ। ন চ স্রবেত আমপাত্রাজ্জলমিব স্তোকং স্তোকমপি ন বহির্গচ্ছেৎ, প্রার্থনায়াং লিঙ্। এবমহং প্রার্থয়ামি তেন পরৈর্গ্রামপঞ্চকমপি যাচিতং চেন্ন দাস্যামীতি দর্শিতম্। ন চ প্রসিচ্যেৎ পাত্রধারয়া বা ন বহির্গচ্ছেত্তেনার্দ্ধরাজ্যদানং সুতরাং ন দেয়মিত্যুক্তম্। ইতি হেতোর্ধনং রক্ষিতব্যমেব ন স্তোকমর্থং বা তেভ্যঃ প্রদেয়মিতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ অরক্ষ্যমাণং শতধা প্রকীর্য্যেদিতি। অর্থনাশ এব মহাননর্থ ইত্যর্থঃ। নন্বর্থেনাপি পুত্রনাশঃ সম্ভাব্যত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ধ্রুবমিতি। তেষাং মরণং দুর্গতির্বা দৈবকৃতা দুর্নিবার্য্যা কিমর্থদানেন প্রত্যক্ষদুঃখেনেতি ভাবঃ ॥২৭॥ কিঞ্চ তুল্যাংশভাগিনো দায়াদস্যোৎকর্ষোঽপি দুঃসহ ইত্যাশয়েনাহ—গত ইত্যাদিনা ॥২৮॥ অন্যত্র স্বর্গে স্থানবিশেষমহিম্না দিব্যজ্ঞান-

---

ধন যাহাতে বিভক্ত হইয়া পরহস্তে না যায়, যাহাতে অল্পব্যয়ও না হয় এবং যাহাতে ক্ষয় পাইয়াও না যায়, সেই ভাবে সে ধন রক্ষা করিতে হইবে। রক্ষা না করিলে সে ধন শতপ্রকারে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে; অতএব জগতে ভোগ-ব্যতীত কৃতকর্ম্মের নাশ হয় না—ইহা সত্য; (তাহাই হউক) ॥২৭॥

অর্জ্জুন বন হইতেও ইন্দ্রলোকে যাইয়া, সেখানে চতুর্বিধ অস্ত্র শিক্ষা করিয়া, আবার এই মর্ত্ত্যলোকে আসিয়াছে; সুতরাং আপনারা অর্জ্জুনের ক্ষমতাটা দেখুন। ॥২৮॥

কোন্ মানুষ সশরীরে স্বর্গে যাইয়া আবার অন্যলোকে আসিতে ইচ্ছা করে? সুতরাং আমি মনে করি—কুরুকুলের অনেক লোকই কালোপহত হইয়া মুমূর্ষু হইয়াছে এবং ইহা জানিয়াই অর্জ্জুন পুনরায় আসিয়াছে ॥২৯॥

ধনুর্গ্রহশ্চার্জ্জুনঃ সব্যসাচী ধনুশ্চ তদ্গাণ্ডিবং ভীমবেগম্।
অস্ত্রাণি দিব্যানি চ তানি তস্য ত্রয়স্য তেজঃ প্রসহেত কোঽত্র ॥৩০॥
নিশম্য তদ্বচনং পার্থিবস্য দুর্য্যোধনং রহিতে সৌবলোঽথ।
অবোধয়ৎ কর্ণমুপেত্য সর্ব্বং স চাপ্যহৃষ্টোঽভবদল্পচেতাঃ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং ধৃতরাষ্ট্রখেদে নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

ধনুরিতি। কঃ প্রসহেত অপি তু কোঽপি নেতি বুরুবংশধ্বংসোঽবশ্যম্ভাবীতি ভাবঃ ॥৩০॥
নিশম্যেতি। রহিতে লোকবিহীনে স্থানে, সৌবলঃ শকুনিঃ। স দুর্য্যোধনঃ ॥৩১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

সম্পন্নোঽর্জ্জুনঃ কুরূন্ মুমূর্ষূন্ সমীক্ষমাণঃ কোঽপি মানুষো নাস্তীত্যর্থঃ ॥২৯—৩০॥ অহৃষ্টো মৃত্যুভয়াৎ। স চাথ হৃষ্ট ইতি পাঠে হৃষ্টঃ পাণ্ডবেভ্যোঽল্পমপি ন দেয়মিতি ধৃতরাষ্ট্রপ্রতিজ্ঞাশ্রবণাৎ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৯॥

—:*:—

সব্যসাচী অর্জ্জুন—ধনুর্দ্ধর, ধনু—সেই ভীমবেগসম্পন্ন গাণ্ডীব এবং তাহার অস্ত্র হইল সেই সকল স্বর্গীয়; সুতরাং এই তিনের তেজ সহ্য করে, এমন লোক জগতে কে আছে?" ॥৩০॥

ধৃতরাষ্ট্রের সেই সকল কথা শুনিয়া শকুনি নির্জ্জনস্থানে দুর্য্যোধন ও কর্ণের নিকট যাইয়া সে সমস্ত কথাই জানাইল; তখন মন্দমতি দুর্য্যোধনও বিষণ্ণ হইলেন ॥৩১॥

—:*:—

(৩০) ধনুর্গ্রহশ্চার্জ্জুনঃ—বা ব কা নি। * '...দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...' —পি, '...পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...' —বা ব, '...ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...' —কা, '...সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...' নি।

দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধৃতরাষ্ট্রস্য তদ্বাক্যং নিশম্য শকুনিস্তদা।
দুর্য্যোধনমিদং কালে কর্ণেন সহিতোঽব্রবীৎ ॥১॥
প্রব্রাজ্য পাণ্ডবান্ বীরান্ স্বেন বীর্য্যেণ ভারত!।
ভুঙ্ক্ষ্ব মাং পৃথিবীমেকো দিবং শম্বরহা যথা ॥২॥
প্রাচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ প্রতীচ্যোদীচ্যবাসিনঃ।
কৃতাঃ করপ্রদাঃ সর্ব্বে রাজানস্তে নরাধিপ! ॥৩॥
যা হি সা দীপ্যমানেব পাণ্ডবানভজৎ পুরা।
সাদ্য লক্ষ্মীস্ত্বয়া রাজন্! অবাপ্তা ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥৪॥
ইন্দ্রপ্রস্থগতে যাং তাং দীপ্যমানাং যুধিষ্ঠিরে।
অপশ্যাম শ্রিয়ং রাজন্! সুচিরং শোককর্ষিতাঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

ধৃতেতি। তদা ধৃতরাষ্ট্রস্য তদ্বাক্যং নিশম্যেতি সম্বন্ধঃ। কালে যোগ্যাবসরে ॥১॥
প্রেতি। বীর্য্যেণ বুদ্ধিবলেন। দিবং স্বর্গম্, শম্বরহা ইন্দ্রঃ ॥২॥
প্রাচ্যা ইতি। প্রতীচ্যাং ভবাঃ প্রতীচ্যাস্তথা উদীচ্যাশ্চ দেশাঃ। তে ত্বয়া ॥৩॥
যেতি। সা প্রসিদ্ধা, যা লক্ষ্মীঃ। লক্ষ্মীঃ রাজশ্রীঃ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তৎকালে ধৃতরাষ্ট্রের সেই কথা শুনিয়া শকুনি কর্ণের সহিত যাইয়া উপযুক্ত সময়ে দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিল—॥১॥

"ভরতনন্দন! তুমি আপন বুদ্ধিবলে বীর পাণ্ডবগণকে নির্ব্বাসিত করিয়া ইন্দ্র যেমন স্বর্গ ভোগ করেন, তেমন একাকী এই পৃথিবী ভোগ কর ॥২॥

নরনাথ! তুমি—পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদেশবাসী সমস্ত রাজাকেই করদাতা করিয়াছ ॥৩॥

রাজা! দীপ্তিমতীর ন্যায় সেই যে রাজলক্ষ্মী পূর্ব্বে পাণ্ডবগণকে ভজন করিতেন, সেই রাজলক্ষ্মীকেই আজ তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত পাইয়াছ ॥৪॥

---

(৫) শ্লোকস্য পূর্ব্বার্দ্ধাৎ পরম্ 'অপশ্যাম শ্রিয়ং রাজন্! দৃশ্যতি সা তবাদ্য বৈ। শত্রবস্তব রাজেন্দ্র! ন চিরং শোককর্ষিতাঃ॥' সা তু বুদ্ধিঃ ··বা ব কা।

সা তু বুদ্ধিবলেনেয়ং রাজ্ঞস্তস্মাদ্‌যুধিষ্ঠিরাৎ।
ত্বয়াক্ষিপ্তা মহাবাহো! দীপ্যমানেব দৃশ্যতে ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
তথৈব তব রাজেন্দ্র! রাজানঃ পরবীরহন্!।
শাসনেঽধিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে কিং কুর্ম্ম ইতিবাদিনঃ ॥৭॥
তবেয়ং পৃথিবী রাজন্! নিখিলা সাগরাম্বরা।
সপর্ব্বতবনা দেবী সগ্রামনগরাকরা।
নানাবনোদ্দেশবতী পত্তনৈরুপশোভিতা ॥৮॥
বন্দ্যমানো দ্বিজৈ রাজন্! পূজ্যমানশ্চ রাজভিঃ।
পৌরুষাদ্দিবি দেবেষু ভ্রাজসে রশ্মিবানিব ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ইন্দ্রেতি। শোকেন তবেয়ং নাস্তীতি কষ্টেন কর্ষিতাঃ পীড়িতাঃ। আক্ষিপ্তা আনীতা ॥৫—৬॥

তথেতি। পরবীরান্ শত্রুশূরান্ হন্তীতি পরবীরহা তৎসম্বোধনম্ ॥৭॥

তবেতি। সাগর এবাম্বরং বসনং যস্যাঃ সা। বনানি সাধারণানি, নানাবনানি বহূদ্যানানি, নগরাণি গ্রামসংসৃষ্টানি, পত্তনানি বিশিষ্টনগরাণি। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৮॥

বন্দ্যেতি। রশ্মিবান্ সূর্য্যঃ, মোপধত্বাদ্বন্তঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

ধৃতরাষ্ট্রস্যেতি ॥১—২॥ প্রতীচ্যা উদীচ্যাশ্চ দেশাস্তদ্বাসিনঃ। তে ত্বয়া ॥৩॥ সান্ত্বাঃ সাদয়িতুং নাশয়িতুং যোগ্যাঃ শত্রবস্তেষাং লক্ষ্মীঃ সাত্বলক্ষ্মীঃ ॥৪—৫॥ (পাঠান্তরে) নচিরমল্পকালং শোককর্শিতাঃ অতস্ত্বৎপ্রতিজ্ঞাতোঽস্মাকং সুখকালো ভূয়ানস্তীতি ভাবঃ। সা তু শ্রীঃ ॥৬—৮॥

মহাবাহু রাজা! আমরা দুঃখপীড়িত হইয়া পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থস্থিত যুধিষ্ঠিরের উপরে সেই যে দীপ্তিমতী রাজলক্ষ্মীকে দীর্ঘকাল দেখিয়াছিলাম, সেই রাজলক্ষ্মীকেই তুমি বুদ্ধিবলে সেই যুধিষ্ঠির রাজা হইতে আনয়ন করিয়াছ এবং এখনও ইহাকে দীপ্তিমতীর ন্যায়ই দেখা যাইতেছে ॥৫—৬॥

বিপক্ষবীরহন্তা রাজশ্রেষ্ঠ! অন্যান্য রাজারা সকলেই তোমার শাসনের অধীনে আছেন এবং 'আমরা কি করিব' এই কথা বলেন ॥৭॥

রাজা! পর্ব্বত, বন, গ্রাম, তৎসংসৃষ্ট নগর, আকর, বহুতর উপবন ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট নগরে পরিশোভিতা এবং সমুদ্রবেষ্টিতা এই সমগ্র পৃথিবীই এখন তোমার ॥৮॥

রাজা! দ্বিজাতিরা স্তব করেন এবং রাজারা গৌরব করেন, এই অবস্থায় তুমি আপন পুরুষকারে স্বর্গে দেবগণের মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছ ॥৯॥

(৮)...পর্ব্বতৈরুপশোভিতা—বা ব কা।

রুদ্রৈরিব যমো রাজা মরুদ্ভিরিব বাসবঃ।
কুরুভিস্ত্বং বৃতো রাজন্! ভাসি নক্ষত্ররাড়িব ॥১০॥
যৈঃ স্ম তে নাদ্রিয়েতাজ্ঞা ন চ তে শাসনে স্থিতাঃ।
পশ্যামস্তান্ শ্রিয়া হীনান্ পাণ্ডবান্ বনবাসিনঃ ॥১১॥
শ্রূয়ন্তে হি মহারাজ! সরো দ্বৈতবনং প্রতি।
বসন্তঃ পাণ্ডবাঃ সার্দ্ধং ব্রাহ্মণৈর্বনবাসিভিঃ ॥১২॥
স প্রয়াহি মহারাজ! শ্রিয়া পরময়া যুতঃ।
তাপয়ন্ পাণ্ডুপুত্রাংস্ত্বং রশ্মিবানিব তেজসা ॥১৩॥
স্থিতো রাজ্যে চ্যুতান্ রাজ্যাৎ শ্রিয়া হীনান্ শ্রিয়া বৃতঃ।
অসমৃদ্ধান্ সমৃদ্ধার্থঃ পশ্য পাণ্ডুসুতান্ নৃপ! ॥১৪॥
মহাভিজনসম্পন্নং ভদ্রে মহতি সংস্থিতম্।
পাণ্ডবাস্ত্বাভিবীক্ষন্তাং যযাতিমিব নাহুষম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

রুদ্রৈরিতি। মরুদ্ভির্দেবৈঃ, বাসব ইন্দ্রঃ। নক্ষত্ররাট্ চন্দ্রঃ ॥১০॥
যৈরিতি। পূর্ব্বার্দ্ধে উভয়ত্রাপি সমকক্ষত্বাভিমানাদিত্যাশয়ঃ ॥১১॥
শ্রূয়ন্ত ইতি। দ্বৈতবনং নাম, দ্বৈতবনাখ্যসরসঃ সমীপ ইত্যর্থঃ ॥১২॥
স ইতি। শ্রিয়া সম্পদনুরূপশোভয়া। রশ্মিবান্ সূর্য্যঃ ॥১৩॥
স্থিত ইতি। শ্রিয়া সম্পন্নিবন্ধনয়া শোভয়া। সমৃদ্ধার্থ উপচিতধনঃ ॥১৭॥

নরনাথ! রুদ্রগণকর্ত্তৃক যমরাজের ন্যায় এবং দেবগণকর্ত্তৃক ইন্দ্রের ন্যায় তুমি কৌরবগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া চন্দ্রের তুল্য দীপ্তি পাইতেছ ॥১০॥

যাহারা তোমার আদেশের আদর করিত না কিংবা তোমার শাসনে থাকিত না, সেই পাণ্ডবগণকে এখন শ্রীহীন ও বনবাসী দেখিতেছি ॥১১॥

মহারাজ! শুনিতে পাই—পাণ্ডবেরা এখন বনবাসী ব্রাহ্মণদের সহিত মিলিত হইয়া দ্বৈতবননামক সরোবরের তীরে বাস করিতেছে ॥১২॥

মহারাজ! সেই তুমি সম্পদের অনুরূপ মহাশোভায় শোভিত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় তেজদ্বারা পাণ্ডবগণকে সন্তপ্ত করিবার জন্য গমন কর ॥১৩॥

তুমি রাজ্যে (রাজার পদে) রহিয়াছ, আর তাহারা রাজ্যচ্যুত; তুমি শোভাসম্পন্ন, আর তাহারা শোভাশূন্য এবং তুমি সমৃদ্ধিশালী, আর তাহারা সমৃদ্ধিবিহীন; এই অবস্থায় রাজা! তুমি একবার পাণ্ডবগণকে দর্শন কর ॥১৪॥

(১২) শ্রূয়তে হি…বা ব কা। (১৫)…পাণ্ডবাস্ত্বাভিবীক্ষন্ত…বা ব কা নি।

যাং শ্রিয়ং সুহৃদশ্চৈব দুর্হৃদশ্চ বিশাংপতে ।।
পশ্যন্তি পুরুষে দীপ্তাং সা সমর্থা ভবত্যুত ॥১৬॥
সমস্থো বিষমস্থান্ হি দুর্হৃদো যোঽভিবীক্ষতে।
জগতীস্থানিবাদ্রিস্থঃ কিমতঃ পরমং সুখম্ ॥১৭॥
ন পুত্রধনলাভেন ন রাজ্যেনাপি বিন্দতি।
প্রীতিং নৃপতিশার্দ্দূল! যামমিত্রাঘদর্শনাৎ ॥১৮॥
কিন্নু তস্য সুখং ন স্যাদাশ্রমে যো ধনঞ্জয়ম্।
অভিবীক্ষেত সিদ্ধার্থো বল্কলাজিনবাসসম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

মহেতি। মহাভিজনসম্পন্নং মহাখ্যাতিযুক্তম, ভদ্রে মঙ্গলে। ত্বা ত্বাম্ ॥১৫॥
যামিতি। সমর্থা—আত্মন আনন্দং শত্রূণাঞ্চ বিষাদং জনয়িতুং শক্তা ॥১৬॥
সমেতি। সমস্থঃ সম্পদযোগ্যদশাস্থিতঃ। জগতীস্থান্ ভূতলস্থান্ ॥১৭॥
নেতি। যাং যাদৃশীম্, অমিত্রাণাং শত্রূণাম্ অঘদর্শনাৎ দুঃখদর্শনাৎ ॥১৮॥
কিমিতি। সিদ্ধার্থস্ত্বেষাং নির্ব্বাসনেন নিষ্পন্নপ্রয়োজনঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

বক্ষ্যমানঃ স্তূয়মানঃ, দ্বিজৈস্তৈর্বর্ণিকৈঃ ॥৯—১০॥ নাদ্রিয়েত নাদৃতা ॥১১—১৪॥ ত্বা ত্বাম্ ॥১৫॥ সমর্থা সুহৃদাং হর্ষং শত্রূণাঞ্চ শোকং দাতুমিতি শেষঃ ॥১৬—১৭॥ অমিত্রেষ্বঘদর্শনাৎ

রাজা! তুমি মহাসুখ্যাতিসম্পন্ন হইয়া মহাকুশলে রহিয়াছ; এই অবস্থায় নহুষনন্দন যযাতির ন্যায় তোমাকে একবার পাণ্ডবেরা দর্শন করুক ॥১৫॥

নরনাথ! মিত্রগণ ও শত্রুগণ মানুষের যে উজ্জ্বল সম্পদ দেখিতে পায়, সেই সম্পদই মিত্রগণের আনন্দ এবং শত্রুগণের বিষাদ জন্মাইতে সমর্থ হয় ॥১৬॥

পর্ব্বতস্থিত লোক যেমন ভূতলস্থিত লোককে দেখে, তেমন যে সুখী লোক দুঃখী শত্রুকে দেখে, তাহার তাহা অপেক্ষা অধিক সুখ আর কি হইতে পারে? ॥১৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ! শত্রুর দুঃখ দর্শন করায় যেরূপ আনন্দ লাভ করা যায়, সেরূপ আনন্দ—পুত্র, ধন ও রাজ্যলাভ করিয়াও লাভ করা যায় না ॥১৮॥

পাণ্ডবগণকে নির্ব্বাসন করায় তোমার পক্ষের প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইয়াছে; সুতরাং তোমার পক্ষের যে লোক তপোবনে অর্জ্জুনকে তরুবল্কল ও মৃগচর্ম্মধারী অবস্থায় দেখিবে, তাহার কি আনন্দ হইবে না? ॥১৯॥

---

(১৮)…ন রাজ্যেনাভিবিন্দতি…বা ব কা পি।

সুবাসসো হি তে ভার্য্যা বল্কলাজিনবাসসম্।
পশ্যন্তু দুঃখিতাং কৃষ্ণাং সা চ নির্বিদ্যতাং পুনঃ।
বিনিন্দতাং তথাত্মানং জীবিতঞ্চ ধনচ্যুতম্ ॥২০॥
ন তথাহি সভামধ্যে তস্যা ভবিতুমর্হতি।
বৈমনস্যং যথা দৃষ্ট্বা তব ভার্য্যাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥২১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু রাজানং কর্ণঃ শকুনিনা সহ।
তূষ্ণীম্বভূবতুরুভৌ বাক্যান্তে জনমেজয়! ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং কর্ণশকুনিবাক্যে দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

সুবাসস ইতি। পুনর্নির্বিদ্যতাং দ্যূতসভায়াং নির্ব্বেদাৎ পরং দ্বিতীয়ো নির্ব্বেদ আত্মাবমাননা ক্রিয়তাম্। জীবিতং জীবনঞ্চ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২০॥

নেতি। বৈমনস্যং দুঃখিতচিত্তত্বম্ ॥২১॥

এবমিতি। রাজানং দুর্য্যোধনম্। উভৌ কর্ণশকুনী ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পয়ভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

অঘং দুঃখম্। "অঘন্তু ব্যসনে দুঃখে দুরিতে চ নপুংসকম্" ইতি মেদিনী ॥১৮—১৯॥ নির্বিদ্যতাং জীবিতাদপি বিরক্তা ভবতু ॥২০—২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০০॥

তোমার ভার্য্যারা উত্তম উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া যাইয়া তরুবল্কল ও মৃগচর্ম্মধারিণী দুঃখিতা দ্রৌপদীকে দর্শন করুক এবং সে—পুনরায় আত্মগ্লানি করিতে থাকুক, আর ধনবিহীন নিজেকে ও নিজের জীবনকে নিন্দা করুক ॥২০॥

তোমার ভার্য্যাদিগকে অত্যন্ত অলঙ্কৃত দেখিয়া দ্রৌপদীর যেরূপ দুঃখ হইবে, সেই দ্যূতসভার মধ্যে তাহার সেরূপ দুঃখ হইতে পারে নাই" ॥২১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ জনমেজয়! কর্ণ শকুনির সহিত মিলিত হইয়া, দুর্য্যোধনকে এইরূপ বলিয়া সেই বাক্যের পরে দুই জনেই নীরব হইলেন ॥২২॥

(২০)…বল্কলাজিনসংবৃতাম্…বা ব কা। * '…ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ…' পি, '…ষট্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ…' বা ব, '…সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ…' কা, '…অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ…' নি।

একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কর্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা দুর্য্যোধনস্ততঃ।
হৃষ্টো ভূত্বা পুনর্দীন ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১॥
ব্রবীষি যদিদং কর্ণ! সর্ব্বং মনসি মে স্থিতম্,
ন ত্বভ্যনুজ্ঞাং লপ্স্যামি গমনে যত্র পাণ্ডবাঃ ॥২॥
পরিদেবতি তান্ বীরান্ ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
মন্যতেঽভ্যধিকাংশ্চাপি তপোযোগেন পাণ্ডবান্ ॥৩॥
অথবাপ্যনুবুধ্যেত নৃপোঽস্মাকং চিকীর্ষিতম্।
এবমপ্যায়তিং রক্ষন্ নাভ্যনুজ্ঞাতুমর্হতি ॥৪॥
নহি দ্বৈতবনে কিঞ্চিদ্বিদ্যতেঽন্যৎ প্রয়োজনম্।
উৎসাদনমৃতে তেষাং বনস্থানাং মহাদ্যুতে। ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কর্ণস্যেতি। তত্র গমনসম্ভবাৎ হৃষ্টঃ, ধৃতরাষ্ট্রানুজ্ঞালাভাসম্ভবাচ্চ দীনঃ ॥১॥
ব্রবীষীতি। লপ্স্যামি ধৃতরাষ্ট্রাৎ লপ্স্যে, যত্র পাণ্ডবাস্তিষ্ঠন্তি, তত্র গমনে ॥২॥
কিং তত্র কারণমিত্যাহ—পরীতি। পরিদেবতি বিলপতি। আর্ষত্বাৎ স্ববিকরণাভাবঃ ॥৩॥
অথবেতি। আয়তিম্ উত্তরকালং তৎকালীনং মঙ্গলমিত্যর্থঃ ॥৪॥
নেতি। হি যস্মাৎ। উৎসাদনং বিনাশম্, ঋতে বিনা, তেষাং পাণ্ডবানাম্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কর্ণের কথা শুনিয়া রাজা দুর্য্যোধন একবার আনন্দিত হইয়া আবার বিষণ্ণ হইলেন; তাহার পর এই কথা বলিলেন—॥১॥

"কর্ণ! তুমি এই যাহা বলিলে, সে সমস্তই আমার মনেও আছে; কিন্তু যেখানে পাণ্ডবেরা আছে, সেখানে যাইবার বিষয়ে অনুমতি পাইব না ॥২॥

কারণ, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই বীরগণকে লক্ষ্য করিয়া বিলাপ করেন; বিশেষতঃ তপস্যার বলে আমাদের অপেক্ষা তাহাদিগকে প্রবল মনে করেন ॥৩॥

অথবা, রাজা যদি আমাদের মনের ভাব বুঝিতে পারেন, তবে ভবিষ্যৎ-কালের মঙ্গল রক্ষা করিবার জন্য অনুমতি দিবেন না ॥৪॥

যে হেতু, সেই বনবাসী পাণ্ডবগণের বিনাশ ব্যতীত দ্বৈতবনে আমাদের অন্য কোন প্রয়োজন নাই ॥৫॥

জানাসি হি যথা ক্ষত্তা দ্যূতকাল উপস্থিতে।
অব্রবীদ্‌যচ্চ মাং ত্বাঞ্চ সৌবলঞ্চ বচস্তদা ॥৬॥
তানি সর্ব্বাণি বাক্যানি যচ্চান্যৎ পরিদেবিতম্।
বিচিন্ত্য নাধিগচ্ছামি গমনায়েতরায় বা ॥৭॥
মমাপি হি মহান্ হর্ষো যদহং ভীমফাল্গুনৌ।
ক্লিষ্টাবরণ্যে পশ্যেয়ং কৃষ্ণয়া সহিতাবিতি ॥৮॥
ন তথা প্রাপ্নুয়াং প্রীতিমবাপ্য বসুধামিমাম্।
দৃষ্ট্বা যথা পাণ্ডুসুতান্ বল্কলাজিনবাসসঃ ॥৯॥
কিন্নু স্যাদধিকং তস্মাদ্‌যদহং দ্রুপদাত্মজাম্।
দ্রৌপদীং কর্ণ! পশ্যেয়ং কাষায়বসনাং বনে ॥১০॥
যদি মাং ধর্ম্মরাজশ্চ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ।
যুক্তং পরময়া লক্ষ্ম্যা পশ্যেতাং জীবিতং ভবেৎ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

জানাসীতি। ক্ষত্তা বিদুরঃ। বিদুরবৈমত্যেন রাজ্ঞোঽপি বৈমত্যসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥৬॥
তানীতি। নাধিগচ্ছামি নিশ্চয়ং ন লভে, ইতরায় অগমনায় অত্রাবস্থানায় ॥৭॥
মমেতি। ফাল্গুনোঽর্জ্জুনঃ। ক্লিষ্টৌ ক্লেশাপন্নৌ, কৃষ্ণয়া দ্রৌপদ্যা ॥৮॥
নেতি। দুর্জ্জনস্য পরদুঃখদর্শনে বিশেষতঃ শত্রুদুঃখদর্শনে প্রীতিঃ স্বাভাবিকীতি ভাবঃ ॥৯॥
কিমিতি। অধিকং সুখমিতি শেষঃ। কাষায়বসনাং গৈরিকরঞ্জিতবস্ত্রাম্ ॥১০॥
যদীতি। লক্ষ্ম্যা সম্পন্নিবন্ধনশোভয়া। জীবিতং মম জীবনং তদা স ফলং ভবেৎ ॥১১॥

তুমি ত জানই যে, সেই দ্যূতক্রীড়ার সময় উপস্থিত হইলে, বিদুর আমাকে, তোমাকে ও মাতুল শকুনিকে যে যে কথা বলিয়াছিলেন ॥৬॥

সেই সমস্ত বাক্য এবং অন্য যে সকল বিলাপ হইয়াছিল, সে সকল চিন্তা করিয়া যাইবার বিষয়ে বা থাকিবার বিষয়ে আমি একটা স্থির করিতে পারিতেছি না ॥৭॥

আমারও গুরুতর আনন্দ হইতেছে যে, আমি যাইয়া বনের ভিতরে দ্রৌপদীর সহিত ভীম ও অর্জ্জুনকে কষ্ট পাইতে দেখিব ॥৮॥

তরুবল্কল ও মৃগচর্ম্মধারী পাণ্ডবগণকে দেখিয়া যেমন আনন্দ পাইব, তেমন আনন্দ—(বোধ হয়) এই পৃথিবীটা পাইয়াও পাইব না ॥৯॥

কর্ণ! আমি যে বনের ভিতরে দ্রুপদরাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে গৈরিকবসন-ধারিণী দেখিব, তাহা হইতে আর অধিক সুখ কি হইতে পারে? ॥১০॥

উপায়ং ন তু পশ্যামি যেন গচ্ছেম তদ্বনম্।
যথা চাপ্যনুজানীয়াদ্‌গচ্ছন্তং মাং মহীপতিঃ ॥১২॥
স সৌবলেন সহিতস্তথা দুঃশাসনেন চ।
উপায়ং পশ্য নিপুণং যেন গচ্ছেম তদ্বনম্ ॥১৩॥
অহমপ্যদ্য নিশ্চিত্য গমনায়েতরায় বা।
কল্যমেব গমিষ্যামি সমীপং পার্থিবস্য হ ॥১৪॥
ময়ি তত্রোপবিষ্টে চ ভীষ্মে চ কুরুসত্তমে।
উপায়ো যো ভবেদ্‌দৃষ্টস্ত্বং ব্রূয়াঃ সহসৌবলঃ ॥১৫॥
বচো ভীষ্মস্য রাজ্ঞশ্চ নিশম্য গমনং প্রতি।
ব্যবসায়ং করিষ্যেঽহমনুনীয় পিতামহম্ ॥১৬॥
তথেত্যুক্ত্বা তু তে সর্ব্বে জগ্মুরাবসথান্ প্রতি।
ব্যুষিতায়াং রজন্যাস্তু কর্ণো রাজানমভ্যয়াৎ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

উপায়মিতি। যথা চ যেন চোপায়েন। মহীপতিধৃতরাষ্ট্রঃ ॥১২॥
স ইতি। স ত্বম্, সৌবলেন শকুনিনা। পশ্য পর্য্যালোচয় ॥১৩॥
অহমিতি। নিশ্চিত্য উপায়মিতি শেষঃ। কল্যং প্রত্যূষং প্রাপ্য ॥১৪॥
ময়ীতি। দৃষ্টো যুষ্মাভিঃ পর্য্যালোচিতঃ। সৌবলেন সহেতি সহসৌবলঃ ॥১৫॥
বচ ইতি। রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য। ব্যবসায়মুদ্‌যোগম্ ॥১৬॥

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ও ভীম আমাকে যদি পরমশোভাসম্পন্ন দেখে, তাহা হইলেই আমার জীবন সফল হইবে ॥১১॥

কিন্তু যাহাতে আমরা সেই বনে যাইতে পারি, কিংবা যাহাতে রাজা আমাকে যাইবার অনুমতি দেন, এমন উপায় ত আমি দেখিতেছি না ॥১২॥

অতএব তুমি, মাতুল শকুনি ও দুঃশাসনের সহিত উপযুক্ত উপায় পর্য্যালোচনা কর, যাহাতে আমরা দ্বৈতবনে যাইতে পারি ॥১৩॥

আমিও আজ যাইবার বা না যাইবার বিষয়ে উপায় স্থির করিয়া কল্য রাজার নিকটে যাইব ॥১৪॥

আমি এবং কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম সেখানে উপবিষ্ট থাকিতে তোমাদের যে উপায়টা পর্য্যালোচিত হইবে, তাহা তুমি শকুনির সহিত মিলিত হইয়া বলিও ॥১৫॥

তাহার পর আমি, ভীষ্মের ও রাজার কথা শুনিয়া এবং অনুনয়পূর্ব্বক ভীষ্মের অনুমতি লইয়া যাইবার বিষয়ে উদ্‌যোগ করিব" ॥১৬॥

ততো দুর্য্যোধনং কর্ণঃ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ।
উপায়ঃ পরিদৃষ্টোঽয়ং তন্নিবোধ জনেশ্বর! ॥১৮॥
ঘোষা দ্বৈতবনে সর্ব্বে ত্বৎপ্রতীক্ষা নরাধিপ!।
ঘোষযাত্রাপদেশেন গমিষ্যামো ন সংশয়ঃ ॥১৯॥
উচিতং হি সদা গন্তুং ঘোষযাত্রাং বিশাংপতে!।
এবঞ্চ ত্বাং পিতা রাজন্! সমনুজ্ঞাতুমর্হতি ॥২০॥
তথা কথয়মানৌ তৌ ঘোষযাত্রাবিনিশ্চয়ম্।
গান্ধাররাজঃ শকুনিঃ প্রত্যুবাচ হসন্নিব ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। আবসথান্ স্বস্বগৃহান্। যুষিতায়াং প্রভাতায়াম্ ॥১৭॥

তত ইতি। উপায়ো দ্বৈতবনগমননিমিত্তম্, পরিদৃষ্টঃ পর্য্যালোচনয়াবধারিতঃ ॥১৮॥

ঘোষা ইতি। হে নরাধিপ! সর্ব্বে ঘোষা গোপালাঃ, "ঘোষস্তু ঘোষকে ধ্বানে গোপালাভীরপল্লিষু" ইতি বিশ্বঃ, দ্বৈতবনে তৎসন্নিধানে, ত্বাং প্রতীক্ষন্তে গবাং সংখ্যাকরণার্থং পরীক্ষার্থঞ্চাপেক্ষন্ত ইতি ত্বৎপ্রতীক্ষা বর্ত্তন্তে। অতএব ঘোষে তত্রাভীরপল্ল্যাং যাত্রায়া অপদেশেন ছলেন, তত্র বয়ং গমিষ্যামঃ, অত্র ন সংশয়োঽস্তি ॥১৯॥

উচিতমিতি। রাজ্ঞঃ সর্ব্বপর্য্যবেক্ষণস্যাবশ্যকত্বাদিতি ভাবঃ ॥২০॥

তথেতি। তৌ কর্ণদুর্য্যোধনৌ, আস্তাম্, অস্মিন্নবসর ইতি শেষ. ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

কর্ণস্যেতি ॥১—৩॥ আয়তিমুত্তরকালম্ ॥৪—৬॥ ইতরায়াবস্থানায় নাধিগচ্ছামি অধিগমং নিশ্চয়ং ন প্রাপ্নোমি ॥৭—১০॥ লক্ষ্যা উপেতং পশ্যেতাং চেজ্জীবিতং যুক্তমিতি সম্বন্ধঃ

'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া তাঁহারা সকলে আপন আপন গৃহে চলিয়া গেলেন। পরে রাত্রিপ্রভাতে কর্ণ দুর্য্যোধনের নিকট গেলেন ॥১৭॥

তাহার পর কর্ণ হাস্য করিয়া দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন—"রাজা! আমরা পর্য্যালোচনা করিয়া এই উপায় স্থির করিয়াছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥১৮॥

রাজা! দ্বৈতবনের নিকটে গোপালেরা সকলেই তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে; (ইহা বলিয়া) গোপপল্লীতে যাইবার ছলে আমরা সেখানে যাইব; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১৯॥

নরনাথ! গোপপল্লীতে যাওয়া রাজাদের সর্ব্বদাই উচিত। এইরূপ বলিলে, তোমার পিতা তোমাকে অবশ্যই যাইবার অনুমতি দিবেন" ॥২০॥

কর্ণ ও দুর্য্যোধন ঘোষযাত্রার বিষয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে গান্ধাররাজ শকুনি আসিয়া হাস্য করিয়াই যেন বলিলেন—॥২১॥

উপায়োঽয়ং ময়া দৃষ্টো গমনায় নিরাময়ঃ।
অনুজ্ঞাস্যতি নো রাজা চোদয়িষ্যতি চাপ্যুত ॥২২॥
ঘোষা দ্বৈতবনে সর্ব্বে ত্বৎপ্রতীক্ষা নরাধিপ!।
ঘোষযাত্রাপদেশেন গমিষ্যামো ন সংশয়ঃ ॥২৩॥
ততঃ প্রহসিতাঃ সর্ব্বে তেঽন্যোন্যস্য তলান্ দদুঃ।
তদেব চ বিনিশ্চিত্য দদৃশুঃ কুরুসত্তমম্ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং ঘোষযাত্রামন্ত্রণে একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

উপায় ইতি। নিরাময়ো নিরুপদ্রবঃ। নঃ অস্মান্, রাজা ধৃতরাষ্ট্রঃ ॥২২॥

ঘোষা ইতি। অস্য বচনস্য কর্ণেনোক্তাবপি শকুনের্ব্যক্তিভেদাদপৌনরুক্ত্যম্ ॥২৩॥

তত ইতি। তলান্ করতলান্, দদুঃ আনন্দেন মর্দ্দনায়ার্পয়ামাসুঃ ॥২৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াম্ একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

॥১১—১৩॥ কল্যং প্রাতঃ ॥১৪—১৮॥ ঘোষা গোব্রজাঃ ॥১৯—২১॥ অয়মুপায়ো ঘোষযাত্রৈব ॥২২—২৩॥ তলান্ হস্ততলানি ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০১॥

"আমিও পর্য্যালোচনা করিয়া দ্বৈতবনে যাইবার জন্য এই নিরুপদ্রব উপায়ই স্থির করিয়াছি। ইহাতে রাজা আমাদিগকে যাইবার অনুমতি ত দিবেনই, এমন কি প্রেরণও করিবেন ॥২২॥

রাজা! দ্বৈতবনের নিকটে গোপালেরা সকলেই তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে; (ইহা বলিয়া) গোপপল্লীতে যাইবার ছলে আমরা সেখানে যাইব; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই" ॥২৩॥

তাহার পর তাঁহারা সকলেই হাস্য করিয়া মর্দ্দন করিবার জন্য পরস্পর পরস্পরকে করতল অর্পণ করিলেন; তৎপরে সেই বিষয়ই স্থির করিয়া যাইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ॥২৪॥

---

(২২)…বোধয়িষ্যতি চাপ্যুত—বা ব কা। * '…চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ…' পি, '…সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ…' বা ব, '…অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ…' কা, '…একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম…' নি।

দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধৃতরাষ্ট্রং ততঃ সর্ব্বে দদৃশুর্জনমেজয়!।
পৃষ্ট্বা সুখমথো রাজ্ঞঃ পৃষ্টা রাজ্ঞা চ ভারত! ॥১॥
ততস্তৈর্বিহিতঃ পূর্ব্বং সমঙ্গো নাম বল্লবঃ।
সমীপস্থাস্তদা গাবো ধৃতরাষ্ট্রে ন্যবেদয়ৎ ॥২॥
অনন্তরঞ্চ রাধেয়ঃ শকুনিশ্চ বিশাংপতে!।
আহতুঃ পার্থিবশ্রেষ্ঠং ধৃতরাষ্ট্রং জনাধিপম্ ॥৩॥
রমণীয়েষু দেশেষু ঘোষাঃ সম্প্রতি কৌরব!।
স্মারণে সময়ঃ প্রাপ্তো বৎসানামপি চাঙ্কনম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

ধৃতেতি। সর্ব্বে কর্ণশকুনিদুর্য্যোধনাঃ। পৃষ্ট্বা স্থিতা ইতি শেষঃ। প্রচ্ছির্দ্বিকর্ম্মকঃ ॥১॥

তত ইতি। তৈঃ কর্ণাদিভিঃ, বিহিতঃ—সভায়াং গত্বা রাজ্ঞঃ সমীপে এবং বক্তব্যমিত্যুপদিশ্য স্থাপিতঃ। বল্লবো গোপঃ। সমীপস্থা দ্বৈতবননিকটস্থা গাব ইতি ন্যবেদয়ৎ ॥২॥

অনন্তরমিতি। রাধেয়ঃ কর্ণঃ। আহতুঃ ক্রতঃ স্ম ॥৩॥

রমেতি। ঘোষা গোপপল্ল্যঃ। স্মারণে গবাং সংখ্যাদিস্মরণসম্পাদনে ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতনন্দন জনমেজয়! তাহার পর কর্ণ, শকুনি ও দুর্য্যোধন যাইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সহিত দেখা করিলেন এবং তাঁহারা রাজার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলে রাজাও তাঁহাদের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১॥

তাহার পর তাঁহাদেরই পূর্ব্বনির্দ্ধারিত 'সমঙ্গ'-নামক একজন গোপাল উপস্থিত হইয়া রাজাকে জানাইল যে, 'তখন রাজার গোসমূহ দ্বৈতবনের নিকট রহিয়াছে' ॥২॥

নরনাথ! তৎপরে কর্ণ ও শকুনি রাজশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—॥৩॥

"কৌরবরাজ! সম্প্রতি গোপপল্লীগুলি অতিমনোহর স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং গোসমূহের সংখ্যাপ্রভৃতি স্মরণ করিবার ও বৎসগুলিকে অঙ্কিত করিবার সময়ও উপস্থিত হইয়াছে ॥৪॥

---

(৪)...স্মারণাসময়ঃ,প্রাপ্তঃ...পি।

মৃগয়া চোচিতা রাজন্! অস্মিন্ কালে সুতস্য তে।
দুর্য্যোধনস্য গমনং সমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৫॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

মৃগয়া শোভনা তাত! গবাং হি সমবেক্ষণম্।
বিশ্রম্ভস্তু ন গন্তব্যো বল্লবানামিতি স্মরে ॥৬॥
তে তু তত্র নরব্যাঘ্রাঃ সমীপ ইতি নঃ শ্রুতম্।
অতো নাভ্যনুজানামি গমনং তত্র বঃ স্বয়ম্ ॥৭॥
ছদ্মনা নির্জ্জিতাস্তে তু কর্ষিতাশ্চ মহাবনে।
তপোনিত্যাশ্চ রাধেয়! সমর্থাশ্চ মহারথাঃ ॥৮॥
ধর্ম্মরাজো ন সংক্রুধ্যেদ্ভীমসেনস্ত্বমর্ষণঃ।
যজ্ঞসেনস্য দুহিতা তেজ এব তু কেবলম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

মৃগয়েতি। অস্মিন্ কালে, তত্র মৃগাণাং সৌলভ্যাদিতি ভাবঃ ॥৫॥

মৃগয়েতি। গবাং সমবেক্ষণঞ্চ শোভনমিতি শেষঃ। কিন্তু বল্লবানাং গোপানামুপরি বিশ্রম্ভো বিশ্বাসো ন গন্তব্যো ন কর্ত্তব্যঃ, তেষাং পাণ্ডবপ্রেরিতত্বসম্ভবাদিত্যাশয়ঃ ॥৬॥

ত ইতি। তে পাণ্ডবাঃ। স্বয়ং বো যুষ্মাকং গমনং নাভ্যনুজানামি, কিন্তু কর্ম্মচারিণাম্ ॥৭॥

ছদ্মনেতি। কর্ষিতা দুঃখেন। সমর্থাস্তপোবলাদ্বৈষ্ট্যাপি দগ্ধুং শক্তাঃ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ধৃতরাষ্ট্রমিতি ॥১—৩॥ স্মারণে স্মরণহেতৌ কর্ম্মণি, গবাং সংখ্যাপূর্ব্বকং বয়োবর্ণজাতিনাম্নাং লেখনে, স্মারণাসময় ইতি গৌড়াঃ পঠন্তি ॥৪—৫॥ বিশ্রম্ভো বিশ্বাসো ন গন্তব্যো ন কর্ত্তব্যঃ, পাণ্ডবৈর্ভেদিতাস্তে কদাচিদ্যুষ্মাংস্তৎপুরতো নিন্দ্যুশ্চেদনিষ্টং স্যাদিতি ভাবঃ ॥৬॥ তদেবাহ—

আর, রাজা! এই সময়ে আপনার পুত্রেরও মৃগয়া করা উচিত; সুতরাং আপনি সেস্থানে দুর্য্যোধনকে যাইবার অনুমতি করুন" ॥৫॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"বৎস! মৃগয়াও ভাল, গরুগুলির পর্য্যবেক্ষণ করাও উচিত; কিন্তু গোপগণের উপরে বিশ্বাস করা উচিত নহে; আমি ইহাই চিন্তা করি ॥৬॥

কারণ, আমাদের শুনা আছে যে, তাহার নিকটে নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা রহিয়াছে; অতএব সেখানে তোমাদের নিজেদের যাইবার অনুমতি আমি দিতে পারি না ॥৭॥

কেন না, কর্ণ! সেই মহারথেরা ছলে পরাজিত হইয়াছে, মহাবনে দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং সর্ব্বদা তপস্যা করিতেছে; সুতরাং তাহারা তোমাদিগকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে ॥৮॥

যূয়ঞ্চাপ্যপরাধ্যেয়ুর্দর্পমোহসমন্বিতাঃ।
ততো বিনির্দ্দহেয়ুস্তে তপসা হি সমন্বিতাঃ ॥১০॥
অথবা সায়ুধা বীরা মন্যুনাভিপরিপ্লুতাঃ।
সহিতা বদ্ধনিস্ত্রিংশা দহেয়ুঃ শস্ত্রতেজসা ॥১১॥
অথ যূয়ং বহুত্বাত্তানভিযাত কথঞ্চন।
অনার্য্যং পরমং তৎ স্যাদশক্যং তচ্চ মে মতম্ ॥১২॥
উষিতো হি মহাবাহুরিন্দ্রলোকে ধনঞ্জয়ঃ।
দিব্যান্যস্ত্রাণ্যবাপ্যাথ ততঃ প্রত্যাগতো বনম্ ॥১৩॥
অকৃতাস্ত্রেণ পৃথিবী জিতা বীভৎসুনা পুরা।
কিং পুনঃ স কৃতাস্ত্রোঽদ্য ন হন্যাদ্বো মহারথঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

ধর্ম্মেতি। ন সংক্রুধ্যেৎ সহিষ্ণুত্বাৎ। অমর্ষণঃ কোপনঃ। তেজো বহ্নিরেব ॥৯॥
নন্বপরাধাভাবে কথং তে অপকুর্য্যুরিত্যাহ—যূয়মিতি। তে পাণ্ডবাঃ ॥১০॥
অথবেতি। মন্যুনা ক্রোধেন। সহিতা মিলিতাঃ, বদ্ধনিস্ত্রিংশা ধৃতকৃপাণাঃ ॥১১॥
অথেতি। অভিযাত আক্রমিতুং গচ্ছত। অনার্য্যং নীচলোকোচিতম্ ॥১২॥
অশক্যত্বে কারণমাহ—উষিত ইতি। উষিতঃ স্থিতঃ। অবাপ্য শিক্ষিত্বা ॥১৩॥
অকৃতেতি। অকৃতাস্ত্রেণ অশিক্ষিতদেবাস্ত্রেণাপি, বীভৎসুনা অর্জ্জুনেন ॥১৪॥

তবে, যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইবেন না; কিন্তু ভীমসেন কোপনস্বভাব এবং দ্রৌপদী ত সাক্ষাৎ অগ্নিই ॥৯॥

তা'র পর, তোমরা দর্প ও মোহশালী; সুতরাং অবশ্যই অপরাধ করিবে; তাহাতে তাহারা তোমাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। কারণ, তাহারা এখন তপস্বী ॥১০॥

অথবা তাহারা বীর এবং ক্রোধে অধীর হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং তাহারা তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্র লইয়া সম্মিলিত হইয়া যাইয়া অস্ত্রতেজেও তোমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারিবে ॥১১॥

পক্ষান্তরে তোমরা সংখ্যায় বহুতর বলিয়া যদি কোন প্রকারে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে যাও, তবে সেটাও অত্যন্ত নীচলোকের কার্য্য হইবে এবং তাহা পারিবে বলিয়াও আমার মনে হয় না ॥১২॥

কারণ, মহাবাহু অর্জ্জুন ইন্দ্রলোকে থাকিয়া স্বর্গীয় অস্ত্র শিক্ষা করিয়া সে স্থান হইতে বনে ফিরিয়া আসিয়াছে ॥১৩॥

—যে অর্জ্জুন পূর্ব্বে দেবাস্ত্র শিক্ষা না করিয়াও পৃথিবী জয় করিয়াছিল, সেই

অথবা মদ্বচঃ শ্রুত্বা তত্র যত্তা ভবিষ্যথ।
উদ্বিগ্নবাসা বিস্রব্ধা দুঃখং তত্র গমিষ্যথ ॥১৫॥
অথবা সৈনিকাঃ কেচিদপকুর্য্যুর্যুধিষ্ঠিরম্।
তদবুদ্ধিকৃতং কর্ম্ম দোষমুৎপাদয়েচ্চ বঃ ॥১৬॥
তস্মাদ্গচ্ছন্তু পুরুষাঃ স্মারণায়াপ্তকারিণঃ।
ন স্বয়ং তত্র গমনং রোচয়ে তব ভারত। ॥১৭॥

শকুনিরুবাচ।

ধর্ম্মজ্ঞঃ পাণ্ডবো জ্যেষ্ঠঃ প্রতিজ্ঞাতঞ্চ সংসদি।
তেন দ্বাদশ বর্ষাণি বস্তব্যানীতি ভারত! ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অথবেতি। যত্তা অবিরোধে যত্নবন্তঃ। উদ্বিগ্ন উদ্বেগসহকৃতো বাসো যেষাং তে, বিস্রব্ধাঃ পাণ্ডবেষু বিশ্বস্তা অপি যূয়ং তত্র দুঃখং গমিষ্যথ প্রাপ্স্যথ উদ্বেগাদেব ॥১৫॥

অথবেতি। দোষম্ অপরাধম্, বো যুষ্মাকম্ ॥১৬॥

তস্মাদিতি। পুরুষা রাজপুরুষাঃ, আপ্তকারিণো বিশ্বস্তাঃ ॥১৭॥

ধর্ম্মজ্ঞ ইতি অপরবনবাসিবৎ হিংসাদিবর্জ্জনেনৈব বস্তব্যানীতি ভাবঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তে দ্বিতি ॥৭—৮॥ তেজোঽগ্নিরেব ॥৯—১২॥ অশক্যত্বমেবাহ—উষিতো হীতি ॥১৩—১৪॥ উদ্বিগ্নবাস ইতি। বনবাসেনোদ্বিগ্নেষু পাণ্ডবেষু বিশ্রব্ধাৎ সত্যব্রতা এতে নাস্মান্ বাধিষ্যন্ত ইতি বিশ্বাসাদ্যো ভবতাং বাসঃ স দুঃখং দুঃখদো ভবিষ্যতি। পূর্ব্বাপরতে বিশ্বাসো ন কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥১৫॥ পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি ॥১৬—১৭॥ স্বয়মপি দূষয়তি—ধর্ম্মজ্ঞ ইত্যাদিনা

অর্জ্জুনই আজ দেবাস্ত্রেও শিক্ষিত হইয়াছে; সুতরাং সে কি তোমাদিগকে সংহার করিতে পারিবে না? ॥১৪॥

তা'র পর, তোমরা আমার কথা শুনিয়া যদি সেখানে বিরোধ না করার পক্ষে যত্নবান্ও থাক এবং পাণ্ডবদের উপরে বিশ্বাসও কর, তথাপি উদ্বেগেই বাস করিবে; সুতরাং দুঃখভোগই করিবে ॥১৫॥

পক্ষান্তরে তোমাদের কোন সৈন্য যদি যুধিষ্ঠিরের কোন অপকার করে, তবে সেই অজ্ঞানকৃত কার্য্যই তোমাদের অপরাধ জন্মাইবে ॥১৬॥

অতএব ভরতনন্দন দুর্য্যোধন! গোসমূহের সংখ্যাপ্রভৃতি করিবার জন্য বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরাই গমন করুক; কিন্তু তোমাদের নিজেদের সেখানে গমন করা আমার অভিপ্রেত নহে" ॥১৭॥

(১৫)...উদ্বিগ্নবাসো বিস্রব্ধাদ্দুঃখং তত্র ভবিষ্যথ—বা ব কা পি।

অনুবৃত্তাশ্চ তং সর্ব্বে পাণ্ডবা ধর্ম্মচারিণঃ।
যুধিষ্ঠিরস্তু কৌন্তেয়ো ন নঃ কোপং করিষ্যতি ॥১৯॥
মৃগয়াঞ্চৈব নো গন্তুমিচ্ছা সংবর্ত্ততে ভৃশম্।
স্মারণান্তু চিকীর্ষামো ন তু পাণ্ডবদর্শনম্ ॥২০॥
ন চানার্য্যসমাচারঃ কশ্চিত্তত্র ভবিষ্যতি।
ন চ তত্র গমিষ্যামো যত্র তেষাং প্রতিশ্রয়ঃ ॥২১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ শকুনিনা ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
দুর্য্যোধনং সহামাত্যমনুজজ্ঞে ন কামতঃ ॥২২॥
অনুজ্ঞাতস্তু গান্ধারিঃ কর্ণেন সহিতস্তদা।
নির্যযৌ ভরতশ্রেষ্ঠো বলেন মহতা বৃতঃ ॥২৩॥
দুঃশাসনেন চ তথা সৌবলেন চ ধীমতা।
সংবৃতো ভ্রাতৃভিশ্চান্যৈঃ স্ত্রীভিশ্চাপি সহস্রশঃ ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অন্বিতি। অনুবৃত্তা অনুসৃতাঃ। নঃ অস্মাকমুপরি ॥১৯॥

মৃগয়ামিতি। নঃ অস্মাকম্। স্মারণাং গবাং সংখ্যাদিম্ ॥২০॥

নেতি। অনার্য্যসমাচারঃ বহুভিরল্পাক্রমণরূপো নীচজনব্যবহারঃ ॥২১॥

এবমিতি। সহামাত্যম্, যেনামাত্যা দুর্য্যবহারান্নিবারয়েয়ুরিতি ভাবঃ ॥২২॥

অন্বিতি। গান্ধার্য্যা অপত্যমিতি গান্ধারির্দুর্য্যোধনঃ, "বাহ্বাদেশ্চ বিধীয়তে" ইতি পাদ্ধারীশব্দাদিণ্। সৌবলেন শকুনিনা। সংবৃতো নির্যযাবিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥২৩—২৪॥

শকুনি বলিল— ভরতনন্দন! যুধিষ্ঠির ধর্ম্মজ্ঞ; বিশেষতঃ তিনি বার বৎসর বনে বাস করিবেন বলিয়া সভার মধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন ॥১৮॥

এবং ধর্ম্মচারী অপর সকল পাণ্ডবও তাঁহার অনুসরণই করিয়া থাকে; কিন্তু কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আমাদের উপরে ক্রোধ করিবেন না ॥১৯॥

তা'র পর, আমাদেরও মৃগয়ায় যাইবার জন্যই বিশেষ ইচ্ছা চলিতেছে এবং আমরা গোসমূহের সংখ্যাপ্রভৃতিই করিতে ইচ্ছা করি; কিন্তু পাণ্ডবদের দর্শন নহে ॥২০॥

আর, নীচলোকের কোন ব্যবহারও সেখানে হইবে না এবং যেখানে পাণ্ডবদের বাস রহিয়াছে, সেখানে আমরা যাইবও না' ॥২১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—শকুনি এইরূপ বলিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র অনিচ্ছাসত্ত্বেই মন্ত্রিবর্গের সহিত দুর্য্যোধনের গমনে অনুমতি দিলেন ॥২২॥

তং নির্যান্তং মহাবাহুং দ্রষ্টুং দ্বৈতবনং সরঃ।
পৌরাশ্চানুযযুঃ সর্ব্বে সহদারা বনঞ্চ তৎ ॥২৫॥
অষ্টৌ রথসহস্রাণি ত্রীণি নাগাযুতানি চ।
পত্তয়ো বহুসাহস্রা হয়াশ্চ নবতিঃ শতাঃ ॥২৬॥
শকটাপণবেশাশ্চ বণিজো বন্দিনস্তথা।
নরাশ্চ মৃগয়াশীলঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥২৭॥ (বিশেষকম্)
ততঃ প্রয়াণে নৃপতেঃ সুমহানভবৎ স্বনঃ।
প্রাবৃষীব মহাবায়োরুদ্ধতস্য বিশাংপতে! ॥২৮॥
গব্যূতিমাত্রে ন্যবসদ্রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
প্রয়াতো বাহনৈঃ সর্ব্বৈস্ততো দ্বৈতবনং সরঃ ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং দুর্য্যোধনদ্বৈতবনগমনে দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

তমিতি। দ্বৈতবনং নাম তৎ সরো বনঞ্চ দ্রষ্টুমিতি সম্বন্ধঃ। দারৈঃ সহেতি সহদারাঃ পৌরাঃ। নাগা হস্তিনঃ, পত্তয়ঃ পদাতয়ঃ, হয়া অশ্বাঃ। শকটানি ভারবাহিনো যানবিশেষাঃ, আপণাঃ ক্রয়বিক্রয়গৃহাণি, বেশা বেশ্যালয়াশ্চ ॥২৫—২৭॥

তত ইতি। প্রাবৃষি বর্ষাকালে, উদ্ধতস্য প্রবলবেগস্য ॥২৮॥

ধৃতরাষ্ট্র অনুমতি করিলে, ভরতশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন—কর্ণ, দুঃশাসন, অন্যান্য ভ্রাতা ও ধীমান্ শকুনির সহিত মিলিত হইয়া, সহস্র সহস্র স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া, বিশাল সৈন্য লইয়া রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন ॥২৩—২৪॥

মহাবাহু দুর্য্যোধন 'দ্বৈতবন'-নামক সেই বন ও সরোবর দেখিবার জন্য নির্গত হইলে, পুরবাসীরা সকলেও আপন আপন ভার্য্যার সহিত তাঁহার অনুগমন করিল এবং আট হাজার রথ, ত্রিশ হাজার হাতী, নয় হাজার ঘোড়া, বহুসহস্র পদাতি, গাড়ী, দোকান, বেশ্যা, বণিক্, স্তুতিপাঠক এবং শত শত ও সহস্র সহস্র মৃগয়াকারী লোক তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল ॥২৫—২৭॥

নরনাথ! তাহার পর, রাজার প্রস্থানের সময়ে বর্ষাকালে উদ্ধত মহাবায়ুর শব্দের ন্যায় অতি গুরুতর কোলাহল হইতে থাকিল ॥২৮॥

রাজা দুর্য্যোধন সেই দিন হস্তিনা হইতে দুই ক্রোশমাত্র দূরে যাইয়া

---

* '...পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ ...' পি, '...অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ ...' বা ব, '...উনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ ...' কা, '...চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ ...' নি।

ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ দুর্য্যোধনো রাজা তত্র তত্র বনে বসন্।
জগাম ঘোষানভিতস্ততশ্চক্রে নিবেশনম্ ॥১॥
রমণীয়ে সমাজ্ঞাতে সোদকে সমহীরুহে।
দেশে সর্ব্বগুণোপেতে চক্রুরাবসথান্ নরাঃ ॥২॥
তথৈব তৎসমীপস্থান্ পৃথগাবসথান্ বহূন্।
কর্ণস্য শকুনেশ্চৈব ভ্রাতৄণাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ ॥৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

গব্যূতীতি। গব্যূতিমাত্রে হস্তিনাতঃ ক্রোশদ্বয়মাত্রব্যবহিতে স্থানে প্রথমদিনে ন্যবসৎ ॥২৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

অথেতি। ঘোষান্ গোপপল্লীঃ, অভিতঃ সমীপে, "তসোভয়াভিপরিসর্ব্বৈঃ" ইতি দ্বিতীয়া ॥১॥

রমণীয় ইতি। সমাজ্ঞাতে সম্যগবগতে, অন্যথা ভূদোষাদ্ব্যাধিসম্ভাবনেতি ভাবঃ। সোদকে সজলে। আবসথান্ বাসভবনানি। সর্ব্বশঃ সর্ব্বেষাম্ ॥২—৩॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১৮—২৬॥ শকটাঃ ভারবাহান্যনাংসি, আপণাঃ পণ্যানি, বেশো বেশ্যাজনাশ্রয়ঃ ॥২৭—২৮॥ গব্যূতিঃ ক্রোশদ্বয়ম্ ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০২॥

অবস্থান করিলেন, তাহার পর সমস্ত বাহনের সহিত দ্বৈতবনে প্রস্থান করিলেন ॥২৯॥

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর রাজা দুর্য্যোধন সেই সেই বনে বাস করিয়া গোপালপল্লীর নিকট গমন করিলেন এবং তথায় বাসভবন নির্ম্মাণ করিলেন ॥১॥

আর ভৃত্যেরা তাঁহার বাসভবনেরই নিকটে মনোহর, সম্যক্ পরীক্ষিত, জল ও বৃক্ষসমন্বিত এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন স্থানে কর্ণ, শকুনি ও সকল ভ্রাতার জন্য পৃথক্ পৃথক্ বহুতর বাসভবন নির্ম্মাণ করিল ॥২—৩॥

দদর্শ স তদা গাবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অঙ্কৈল'ক্ষৈশ্চ তাঃ সর্ব্বা লক্ষয়ামাস পার্থিবঃ ॥৪॥
অঙ্কয়ামাস বৎসাংশ্চ জজ্ঞে চোপস্থতাংস্ত্বপি।
বালবৎসাশ্চ যা গাবঃ কালয়ামাস তা অপি ॥৫॥
অথ স স্মারণাং কৃত্বা লক্ষয়িত্বা ত্রিহায়ণান্।
বৃতো গোপালকৈঃ প্রীতো ব্যহরৎ কুরুনন্দনঃ ॥৬॥
স চ পৌরজনঃ সর্ব্বঃ সৈনিকাশ্চ সহস্রশঃ।
যথোপজোষং চিক্রীড়ুর্বনে তস্মিন্ যথামরাঃ ॥৭॥
ততো গোপাঃ প্রগাতারঃ কুশলা নৃত্যবাদনে।
ধার্ত্তরাষ্ট্রমুপাতিষ্ঠন্ কন্যাশ্চৈব স্বলঙ্কৃতাঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

দদর্শেতি। গাব ইতি আকারাদেশাভাব আর্ষঃ। অঙ্কৈশ্চিহ্নৈঃ, লক্ষৈঃ সংখ্যাভিঃ ॥৪॥
অঙ্কয়েতি। জজ্ঞে জ্ঞাতবান্, উপস্থতান্ শিক্ষাযোগ্যান্। কালয়ামাস সংখ্যাতবান্ ॥৫॥
অথেতি। স্মারণাম্ উক্তরূপং সংখ্যাদিকম্। ত্রিহায়ণান্ ত্রিবর্ষবয়স্কান্ ॥৬॥
স ইতি। যথোপজোষং যথাসুখম্, "তূষ্ণীমর্থে সুখে জোষম্" ইত্যমরঃ ॥৭॥
তত ইতি। প্রগাতারঃ প্রকৃষ্টগানকর্ত্তারঃ। উপাতিষ্ঠন্ অসেবন্ত ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

অথেতি। চক্রে কৃতবান্ ॥১—৩॥ অঙ্কৈশ্চিহ্নৈঃ, লক্ষৈঃ সংখ্যানৈঃ। "লক্ষা নপুংসি সংখ্যায়াম্" ইতি মেদিনী ॥৪॥ জজ্ঞে জ্ঞাতবান্, উপস্থতান্ দমনার্হান্, বৎসতরান্ সমীপাগতান্ বা কালয়ামাস সংখ্যাতবান্ ॥৫॥ ত্রিহায়ণাংস্ত্রিবর্ষান্ বৃধান্, ব্যহরৎ বিজহার ॥৬॥ যথোপ-

তাহার পর রাজা দুর্য্যোধন শত শত ও সহস্র সহস্র গরু দর্শন করিলেন এবং সেই সকলগুলিকে চিহ্নিত করিলেন ও গণনা করিলেন ॥৪॥

বৎসগুলিকেও চিহ্নিত করিলেন, শিক্ষার যোগ্য গরুগুলিকে চিনিয়া লইলেন এবং যে গরুগুলির বৎসসকল শিশু ছিল, সেগুলিরও সংখ্যা করিলেন ॥৫॥

এইভাবে দুর্য্যোধন গোসমূহের সংখ্যাপ্রভৃতি করিয়া এবং ত্রিবর্ষবয়স্ক গোসমূহকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গোপগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আনন্দিতচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৬॥

এবং সেই পুরবাসীরা ও সহস্র সহস্র সৈন্যেরা দেবতার ন্যায় সেই বনে যথাসুখে ক্রীড়া করিতে লাগিল ॥৭॥

তাহার পর নৃত্য, গীত ও বাদ্যে নিপুণ গোপগণ এবং সুন্দর অলঙ্কৃত গোপ-কন্যাগণ (নৃত্য-গীতাদিদ্বারা) দুর্য্যোধনের সেবা করিতে লাগিল ॥৮॥

স স্ত্রীগণাবৃতো রাজা প্রহৃষ্টঃ প্রদদৌ বসু।
তেভ্যো যথার্হমন্নানি পানানি বিবিধানি চ ॥৯॥
ততস্তে সহিতাঃ সর্ব্বে তরক্ষূন্ মহিষান্ মৃগান্।
গবয়র্ক্ষবরাহাংশ্চ সমন্তাৎ পর্য্যকালয়ন্ ॥১০॥
স তান্ শরৈর্বিনির্ভিদ্য গজাংশ্চ সুবহূন্ বনে।
রমণীয়েষু দেশেষু গ্রাহয়ামাস বৈ মৃগান্ ॥১১॥
গোরসানুপযুঞ্জান উপভোগাংশ্চ ভারত!।
পশ্যন্ স রমণীয়ানি বনান্যুপবনানি চ।
মত্তভ্রমরজুষ্টানি বর্হিণাভিরুতানি চ ॥১২॥
অগচ্ছদানুপূর্ব্ব্যেণ পুণ্যং দ্বৈতবনং সরঃ।
ঋদ্ধ্যা পরময়া যুক্তো মহেন্দ্র ইব বজ্রভৃৎ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

স ইতি। বসু ধনম্। যথার্হং যথাযোগ্যম্ ॥৯॥

তত ইতি। সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ। তরক্ষূন্ ব্যাঘ্রবিশেষান্। ঋক্ষা ভল্লুকাঃ ॥১০॥

স ইতি। গ্রাহয়ামাস অনুচরৈর্ধারয়ামাস ॥১১॥

গবিতি। গোরসান্ দুগ্ধানি, উপযুঞ্জানঃ পিবন্, নানাসুখানামুপভোগাংশ্চ কুর্ব্বন্নিতি শেষঃ। বর্হিণাভিরুতানি ময়ূরশব্দিতানি। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ। আনুপূর্ব্ব্যেণ ক্রমেণ। ঋদ্ধ্যা সম্পদা সম্পদনুরূপাড়ম্বরেণেত্যর্থঃ ॥১২—১৩॥

তখন স্ত্রীগণবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন আনন্দিত হইয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য ধন, অন্ন ও নানাবিধ পানীয় দান করিলেন ॥৯॥

তদনন্তর তাঁহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া সকল দিক্ হইতে ব্যাঘ্র, মহিষ, মৃগ, গবয়, ভল্লুক ও শূকর বধ করিলেন ॥১০॥

দুর্য্যোধনও বাণদ্বারা বনের ভিতরে সেই সকল পশুকে ও বহুতর হস্তীকে বিদীর্ণ-করিয়া অনুচরগণদ্বারা মনোহর স্থানে হরিণ ধরাইতে লাগিলেন ॥১১॥

ভরতনন্দন! ইন্দ্রের ন্যায় মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন মহারাজ দুর্য্যোধন গোদুগ্ধপান ও নানাবিধ উপভোগ করিতে থাকিয়া, মত্ত-ভ্রমর-সেবিত ও ময়ূরশব্দিত মনোহর বন ও উপবন সকল দর্শন করতঃ, ক্রমে পবিত্র দ্বৈতবনে গমন করিলেন ॥১২—১৩॥

(১৩, শ্লোকস্য পূর্ব্বার্দ্ধাৎ পরম্—'মত্তভ্রমরসংজুষ্টং নীলকণ্ঠরবাকুলম্। সপ্তচ্ছদসমাকীর্ণং পুন্নাগকুলৈর্যুতম্॥' ইতি পাদচতুষ্টয়ং বা ব কা নি।

যদৃচ্ছয়া চ তত্রস্থো ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ঈজে রাজর্ষিযজ্ঞেন সাদ্যস্কেন বিশাংপতে!।
দিব্যেন বিধিনা চৈব বন্যেন কুরুসত্তম! ॥১৪॥
কৃত্বা নিবেশমভিতঃ সরসস্তস্য কৌরব!।
দ্রৌপদ্যা সহিতো ধীমান্ ধর্ম্মপত্ন্যা নরাধিপঃ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
ততো দুর্য্যোধনঃ প্রেষ্যানাদিদেশ সহস্রশঃ।
আক্রীড়াবসথাঃ ক্ষিপ্রং ক্রিয়ন্তামিতি ভারত! ॥১৬॥
তে তথেত্যেব কৌরব্যমুক্ত্বা বচনকারিণঃ।
চিকীর্ষন্তস্তদাক্রীড়ান্ জগ্মুর্দ্বৈতবনং সরঃ ॥১৭॥
প্রবিশন্তং বনদ্বারং গন্ধর্ব্বাঃ সমবারয়ন্।
সেনাগ্রং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য প্রাপ্তং দ্বৈতবনং সরঃ ॥১৮॥
তত্র গন্ধর্ব্বরাজো বৈ পূর্ব্বমেব বিশাংপতে!।
কুবেরভবনাদ্রাজন্! আজগাম গণাবৃতঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া বিশেষোদ্দেশাভাবেন। সাদ্যস্কেন তদাখ্যেন। বন্যেন ফলাদিনা। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ। নিবেশং ভবনম্, অভিতঃ সমীপে, তস্য দ্বৈতবনাখ্যস্য ॥১৪—১৫॥

তত ইতি। প্রেষ্যান্ ভৃত্যান্। আক্রীড়াবসথাঃ ক্রীড়াগৃহাণি ॥১৬॥

ত ইতি। কৌরব্যং দুর্য্যোধনম্। চিকীর্ষন্তঃ কর্ত্তুমিচ্ছন্তঃ, আক্রীড়ান্ ক্রীড়াগৃহান্ ॥১৭॥

প্রেতি। সেনায়া অগ্রং সম্মুখভাগম্। প্রাপ্তমাগতম্ ॥১৮।

কুরুশ্রেষ্ঠ নরনাথ! এদিকে ধর্ম্মপুত্র ও জ্ঞানী রাজা যুধিষ্ঠির সেখানে থাকিয়া সেই দ্বৈতবননামক সরোবরের নিকটে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীর সহিত মিলিত হইয়া, নিষ্কামভাবে উত্তম বিধানে বন্য ফলমূলাদিদ্বারা তখন 'সাদ্যস্ক'-নামক রাজর্ষিযজ্ঞ করিতেছিলেন ॥১৪—১৫॥

ভরতনন্দন! তদনন্তর দুর্য্যোধন সহস্র সহস্র ভৃত্যকে আদেশ করিলেন যে, "তোমরা সত্বর বহুতর ক্রীড়াগৃহ নির্ম্মাণ কর" ॥১৬॥

'তাহাই হউক' এই কথা দুর্য্যোধনকে বলিয়া সেই আজ্ঞাবাহী ভৃত্যেরা সেই ক্রীড়াগৃহ নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছায় দ্বৈতবনে গমন করিতে লাগিল ॥১৭॥

দুর্য্যোধনসৈন্যের সম্মুখভাগ দ্বৈতবনের নিকটে যাইয়া বনদ্বারে প্রবেশ করিবামাত্র গন্ধর্ব্বেরা তাহাদিগকে বারণ করিল ॥১৮॥

---

(১৪)…সাদ্যকেন বিশাংপতে!—পি। (১৮)…বনদ্বারি…সেনাগ্রাম্—কা নি।

গণৈরপ্সরসাঞ্চৈব ত্রিদশানাং তথাত্মজৈঃ।
বিহারশীলঃ ক্রীড়ার্থং তেন তৎ সংবৃতং সরঃ ॥২০॥ (যুগ্মকম্)
তেন তৎ সংবৃতং দৃষ্ট্বা তে রাজপরিচারকাঃ।
প্রতিজগ্মুস্ততো রাজন্! যত্র দুর্য্যোধনো নৃপঃ ॥২১॥
স তু তেষাং বচঃ শ্রুত্বা সৈনিকান্ যুদ্ধদুর্ম্মদান্।
প্রেষয়ামাস কৌরব্য! উৎসারয়ত তানিতি ॥২২॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজ্ঞঃ সেনাগ্রযায়িনঃ।
সরো দ্বৈতবনং গত্বা গন্ধর্ব্বানিদমব্রুবন্ ॥২৩॥
রাজা দুর্য্যোধনো নাম ধৃতরাষ্ট্রসুতো বলী।
বিজিহীর্ষুর্বিহায়াতি তদর্থমপসর্পত ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

অথ তত্র গন্ধর্ব্বাঃ কুত ইত্যাহ—তত্রেতি। গণৈরনুচরসমূহৈরাবৃতঃ। তেন গণেন ॥১৯—২০॥
তেনেতি। তেন গন্ধর্ব্বগণেন, তৎ সরঃ, সংবৃতং পরিবেষ্টিতম্ ॥২১॥
স ইতি। উৎসারয়ত দ্বৈতবনাদপসারয়ত, তান্ গন্ধর্ব্বান্ ॥২২॥
তস্যেতি। সেনাগ্রযায়িনঃ প্রধানসৈনিকাঃ ॥২৩॥
রাজেতি। বিজিহীর্ষুর্বিহর্ত্তুমিচ্ছুঃ। অপসর্পত ইতো গচ্ছত ॥২৪॥

নরনাথ রাজা! বিহারশীল গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন আপন সৈন্যগণ, অপ্সরোগণ ও দেবপুত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রীড়া করিবার জন্য পূর্ব্বেই কুবেরভবন হইতে সেখানে আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের দ্বারাই সেই সরোবর পরিবেষ্টিত ছিল ॥১৯—২০॥

রাজা! তাহার পর দুর্য্যোধনের অনুচরেরা সেই সরোবরটাকে গন্ধর্ব্বগণে পরিবেষ্টিত দেখিয়া যেখানে দুর্য্যোধন ছিলেন, সেইখানে ফিরিয়া গেল ॥২১॥

দুর্য্যোধন তাহাদের কথা শুনিয়া যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ কতকগুলি সৈন্যকে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, "তোমরা যাইয়া গন্ধর্ব্বগণকে সরাইয়া দাও" ॥২২॥

দুর্য্যোধনের সেই কথা শুনিয়া তাঁহার সেনার অগ্রগামী সৈন্যেরা দ্বৈতবনে যাইয়া গন্ধর্ব্বগণকে এই কথা বলিল—॥২৩॥

"ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বলবান্ 'দুর্য্যোধন'-নামক রাজা বিহার করিবার ইচ্ছায় এখানে আসিতেছেন; সেইজন্য তোমরা এখান হইতে সরিয়া যাও" ॥২৪॥

---

(২৪)…তদর্থমুপসর্পত—বা ব কা।

এবমুক্তাস্তু গন্ধর্ব্বাঃ প্রহসন্তো বিশাংপতে ! ।
প্রত্যব্রুবংস্তান্ পুরুষানিদং হি পরুষং বচঃ ॥২৫॥
ন চেতয়তি বো রাজা মন্দবুদ্ধিঃ সুযোধনঃ ।
যোঽস্মানাজ্ঞাপয়ত্যেবং বশ্যানিব দিবৌকসঃ ॥২৬॥
যূয়ং মুমূর্ষবশ্চাপি মন্দপ্রজ্ঞা ন সংশয়ঃ ।
যে তস্য বচনাদেবমস্মান্ ব্রূত বিচেতসঃ ॥২৭॥
গচ্ছধ্বং ত্বরিতাঃ সর্ব্বে যত্র রাজা স কৌরবঃ ।
ন চেদদ্যৈব গচ্ছধ্বং ধর্ম্মরাজনিবেশনম্ ॥২৮॥
এবমুক্তাস্তু গন্ধর্ব্বৈর্ব রাজ্ঞঃ সেনাগ্রযায়িনঃ ।
সংপ্রাদ্রবন্ যতো রাজা ধৃতরাষ্ট্রসুতোঽভবৎ ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং গন্ধর্ব্বদুর্য্যোধনসেনাসংবাদে ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। তান্ দুর্য্যোধনপক্ষগতান্। পরুষং নিষ্ঠুরম্ ॥২৫॥
নেতি। চেতয়তি স্বশক্তিং বুধ্যতে, বো যুষ্মাকম্। দিবৌকসো গন্ধর্ব্বান্ ॥২৬॥
যূয়মিতি। মন্দপ্রজ্ঞা অল্পবুদ্ধয়ঃ। বিচেতসো বিকৃতচিত্তাঃ ॥২৭॥
গচ্ছধ্বমিতি। ধর্ম্মরাজনিবেশনং যমভবনম্ ॥২৮॥

নবনাথ। সৈন্যেরাঃ এইরূপ বলিলে, গন্ধর্ব্বেরা হাস্য করিয়া সেই লোকগুলিকে এই নিষ্ঠুর কথা বলিল—॥২৫॥

"ওহে! আমরা স্বর্গবাসী গন্ধর্ব্ব; সুতরাং তোমাদের রাজা অল্পবুদ্ধি দুর্য্যোধন বুঝিতে পারিতেছেন না, যিনি বশীভূত লোকের ন্যায় আমাদিগকে এইরূপ আদেশ করিতেছেন ॥২৬॥

আর, তোমরাও অল্পবুদ্ধি এবং মুমূর্ষু; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে তোমরা বিকৃতচিত্ত হইয়া তাঁহার আদেশ অনুসারে আমাদিগকে এইরূপ বলিতেছ ॥২৭॥

যেখানে সেই কুরুরাজ রহিয়াছেন, তোমরা সকলে সত্বর সেইখানে চলিয়া যাও; না হইলে আজই তোমরা যমালয়ে যাইবে" ॥২৮॥

গন্ধর্ব্বেরা এইরূপ বলিলে, দুর্য্যোধনের সৈন্যেরা—যেখানে দুর্য্যোধন ছিলেন, সেইখানে সত্বর চলিয়া গেল ॥২৯॥

---

* '...ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে সহিতাঃ সর্ব্বে দুর্য্যোধনমুপাগমন্।
অব্রুবংশ্চ মহারাজ! যদূচুঃ কৌরবং প্রতি ॥১॥
গন্ধর্ব্বৈর্ব্বারিতে সৈন্যে ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ প্রতাপবান্।
অমর্ষপূর্ণঃ সৈন্যানি প্রত্যভাষত ভারত! ॥২॥
শাসতৈতানধর্ম্মজ্ঞান্ মম বিপ্রিয়কারিণঃ।
যদি প্রক্রীড়তে সর্ব্বৈর্দেবৈঃ সহ শতক্রতুঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। সংপ্রাদ্রবন্ দ্রুতমগচ্ছন্। অভবৎ অতিষ্ঠৎ ॥২৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তত ইতি। সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ। কৌরবং দুর্য্যোধনং প্রতি। গন্ধর্ব্বা যদূচুঃ ॥১॥

গন্ধর্ব্বৈরিতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রো দুর্য্যোধনঃ। অমর্ষপূর্ণঃ অতীবক্রুদ্ধঃ ॥২॥

শাসতেতি। শাসত শিষ্ট। প্রক্রীড়তে বিহরতি ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

জোষং যথারুচি ॥৭—১৩॥ সাদ্যন্তেন একাহসাধ্যেন ॥১৪—১৯॥ আত্মজৈর্জয়ন্তাদিভিঃ সহেতি শেষঃ ॥২২—২৩॥ বিজিহীর্ষুর্বিহর্ত্তুমিচ্ছুঃ, উপসর্পত তৎসমীপং গচ্ছত ॥২৪—২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! তাহার পর সেই সৈন্যেরা সকলে সম্মিলিত হইয়া দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইল এবং গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার প্রতি যাহা বলিয়াছিল, তাহা বলিল ॥১॥

ভরতনন্দন! গন্ধর্ব্বেরা আপন সৈন্যগণকে বারণ করিলে, প্রতাপশালী দুর্য্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যগণকে বলিলেন—॥২॥

"সমস্ত দেবতার সহিত মিলিত হইয়া স্বয়ং ইন্দ্রও যদি বিহার করিতে থাকেন, তথাপি তোমরা অধর্ম্মজ্ঞ ও আমার অপ্রিয়কারী এই গন্ধর্ব্বদিগকে শাসন কর" ॥৩॥

---

(৩)...যদি প্রক্রীড়িতঃ সর্ব্বৈঃ—পি।

দুর্য্যোধনবচঃ শ্রুত্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রা মহাবলাঃ।
সর্ব্ব এবাভিসন্নদ্ধা যোধাশ্চাপি সহস্রশঃ ॥৪॥
ততঃ প্রমথ্য সর্ব্বাংস্তাংস্তদ্বনং বিবিশুর্বলাৎ।
সিংহনাদেন মহতা পূরয়ন্তো দিশো-দশ ॥৫॥
ততোঽপরৈরবার্য্যন্ত গন্ধর্ব্বৈঃ কুরুসৈনিকাঃ।
তে বার্য্যমাণা গন্ধর্ব্বৈঃ সাম্নৈব বসুধাধিপ!।
তাননাদৃত্য গন্ধর্ব্বাংস্তদ্বনং বিবিশুর্মহৎ ॥৬॥
যদা বাচা ন তিষ্ঠন্তি ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ সরাজকাঃ।
ততস্তে খেচরাঃ সর্ব্বে চিত্রসেনে ন্যবেদয়ন্ ॥৭॥
গন্ধর্ব্বরাজস্তান্ সর্ব্বানব্রবীৎ কৌরবান্ প্রতি।
অনার্য্যান্ শাসতেত্যেতাংশ্চিত্রসেনোঽত্যমর্ষণঃ ॥৮॥
অনুজ্ঞাতাশ্চ গন্ধর্ব্বাশ্চিত্রসেনেন ভারত!।
প্রগৃহীতায়ুধাঃ সর্ব্বে ধার্ত্তরাষ্ট্রানুপাদ্রবন্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

দুর্য্যোধনেতি। অভিসন্নদ্ধা সর্ব্বতোভাবেন যুদ্ধসজ্জিতা অভবন্ ॥৪॥
তত ইতি। প্রমথ্য পরাভূয়, সর্ব্বান্ গন্ধর্ব্বান্ ॥৫॥
তত ইতি। সাম্নৈব সান্ত্ববাদেনৈব বার্য্যমাণাঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥
যদেতি। ন তিষ্ঠন্তি ন নিবর্ত্তন্তে। রাজ্ঞা দুর্য্যোধনেন সহেতি সরাজকাঃ। ততস্তদা ॥৭॥
গন্ধর্ব্বেতি। কৌরবান্ প্রতি অত্যমর্ষণঃ। ইত্যব্রবীদিতি সম্বন্ধঃ ॥৮॥

দুর্য্যোধনের কথা শুনিয়া মহাবল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ও সহস্র সহস্র যোদ্ধা যুদ্ধের জন্য সর্ব্বপ্রকারে সজ্জিত হইল ॥৪॥

তাহার পর তাহারা বিশাল সিংহনাদে দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিতে থাকিয়া সেই সমস্ত গন্ধর্ব্বকে পরাভূত করিয়া বলপূর্ব্বক বনে প্রবেশ করিল ॥৫॥

রাজা! তদনন্তর অপর গন্ধর্ব্বেরা কুরুসৈন্যদিগকে বারণ করিল; সে গন্ধর্ব্বেরা কিন্তু সান্ত্ববাক্যেই বারণ করিতেছিল; তথাপি কুরুসৈন্যেরা সেই গন্ধর্ব্বদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া সেই মহাবনে প্রবেশ করিল ॥৬॥

দুর্য্যোধন ও অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যখন গন্ধর্ব্বগণের নিষেধবাক্যে নিবৃত্তি পাইলেন না, তখন সেই গন্ধর্ব্বেরা সকলে যাইয়া তাহাদের রাজা চিত্রসেনকে সে বিষয় জানাইল ॥৭॥

তখন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন কৌরবগণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সকল গন্ধর্ব্বকে বলিলেন—"তোমরা এই অসভ্যগুলিকে শাসন কর" ॥৮॥

(৯)...ধার্ত্তরাষ্ট্রানভিদ্রবন—বা ব নি পি।

তান্ দৃষ্ট্বাপততঃ শীঘ্রান্ গন্ধর্ব্বানুদ্যতায়ুধান্।
প্রাদ্রবংস্তে দিশঃ সর্ব্বে ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য পশ্যতঃ ॥১০॥
তান্ দৃষ্ট্বা দ্রবতঃ সর্ব্বান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ পরাঙ্মুখান্।
রাধেয়স্তু তদা বীরো নাসীত্তত্র পরাঙ্মুখঃ ॥১১॥
আপতন্তীস্তু সংপ্রেক্ষ্য গন্ধর্ব্বাণাং মহাচমূম্।
মহতা শরবর্ষেণ রাধেয়ঃ প্রত্যবারয়ৎ ॥১২॥
ক্ষুরপ্রৈর্বিশিখৈর্ভল্লৈর্বৎসদন্তৈস্তথায়সৈঃ।
গন্ধর্ব্বান্ শতশোঽভিঘ্নন্ লঘুত্বাৎ সূতনন্দনঃ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
পাতয়ন্নুত্তমাঙ্গানি গন্ধর্ব্বাণাং মহারথঃ।
ক্ষণেন ব্যধমৎ সর্ব্বাং চিত্রসেনস্য বাহিনীম্ ॥১৪॥
তে বধ্যমানা গন্ধর্ব্বাঃ সূতপুত্রেণ ধীমতা।
ভূয় এবাভ্যবর্ত্তন্ত শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

অন্বিতি। উপ লক্ষ্যীকৃত্য, অদ্রবন্ অধাবন্ ॥৯॥
তানিতি। পশ্যতো ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য পশ্যন্তং দুর্য্যোধনমনাদৃত্যেত্যর্থঃ ॥১০॥
তানিতি। দ্রবতঃ পলায়মানান্। রাধেয়ঃ কর্ণঃ, নাসীৎ নাভবৎ ॥১১॥
আপতন্তীমিতি। আপতন্তীমাগচ্ছন্তীম্। আয়সৈর্লৌহময়ৈঃ। লঘুত্বাল্লঘুহস্তত্বাৎ ॥১২—১৩॥
পাতয়ন্নিতি। উত্তমাঙ্গানি শিরাংসি। মহারথঃ কর্ণঃ। ব্যধমৎ ব্যদালয়ৎ ॥১৪॥
ত ইতি। ভূয়ঃ পুনরেব, অভ্যবর্ত্তন্ত অভিমুখমাগচ্ছন্ত ॥১৫॥

ভরতনন্দন! চিত্রসেনের আদেশ পাইয়া গন্ধর্ব্বেরা সকলে অস্ত্র ধারণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের প্রতি ধাবিত হইল ॥৯॥

অস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বগণকে সত্বর আসিতে দেখিয়া কুরুসৈন্যেরা সকলে দুর্য্যোধনের সমক্ষে সকল দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥১০॥

তখন ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্রকে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়াও মহাবীর কর্ণ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন না ॥১১॥

লঘুহস্ত সূতনন্দন কর্ণ গন্ধর্ব্বগণের বিশাল বাহিনীকে আসিতে দেখিয়া গুরুতর বাণবর্ষণ এবং লৌহময় ক্ষুরপ্র, শর, ভল্ল ও বৎসদন্ত বর্ষণ করিয়া শত শত গন্ধর্ব্বকে আহত করিতে থাকিয়া সে বাহিনীকে বারণ করিলেন ॥১২—১৩॥

মহারথ কর্ণ ক্রমে গন্ধর্ব্বগণের মস্তকচ্ছেদন করিতে থাকিয়া ক্ষণকালমধ্যেই চিত্রসেনের সমস্ত সৈন্যকে বিদলিত করিলেন ॥১৪॥

গন্ধর্ব্বভূতা পৃথিবী ক্ষণেন সমপদ্যত।
আপতদ্ভির্মহাবেগৈশ্চিত্রসেনস্য সৈনিকৈঃ ॥১৬॥
অথ দুর্য্যোধনো রাজা শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
দুঃশাসনো বিকর্ণশ্চ যে চান্যে ধৃতরাষ্ট্রজাঃ ॥১৭॥
ন্যহনংস্তত্তদা সৈন্যং রথৈর্গরুড়নিস্বনৈঃ।
ভূয়শ্চ যোধয়ামাসুঃ কৃত্বা কর্ণমথাগ্রতঃ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)
মহতা রথসংঘেন রথচারেণ চাপ্যুত।
বৈকর্ত্তনং পরীপ্সন্তো গন্ধর্ব্বান্ সমবাকিরন্ ॥১৯॥
ততঃ সংন্যপতন্ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বাঃ কৌরবৈঃ সহ।
তদা সুতুমুলং যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্ ॥২০॥
ততস্তে মৃদবোঽভূবন্ গন্ধর্ব্বাঃ শবপীড়িতাঃ।
উচ্চুক্রুশুশ্চ কৌরব্যা গন্ধর্ব্বান্ প্রেক্ষ্য পীড়িতান্ ॥২১॥

ভাবতকৌমুদী

গন্ধর্ব্বেতি। গন্ধর্ব্বভূতা গন্ধর্ব্বময়ী। সমপদ্যত সমজায়ত ॥১৬॥
অথেতি। সৌবলঃ সুবলপুত্রঃ। যোধয়ামাসুঃ গন্ধর্ব্বান প্রহৃতবন্তঃ ॥১৭—১৮॥
মহতেতি। বথানাং চাবেণ ঘূর্ণনেন। বৈকর্ত্তনং কর্ণম্, পরীপ্সন্তঃ পরিবেষ্টমানাঃ ॥১৯॥
তত ইতি। সংন্যপতন্ সম্মিলিতা অভবন্। সুতুমুলম্ অতীবসঙ্কুলম্ ॥২০॥
তত ইতি। মৃদবঃ কোমলা দুর্ব্বলা ইত্যর্থঃ। উচ্চুক্রুশুঃ আনন্দকোলাহলং চক্রুঃ ॥২১॥

বুদ্ধিমান্ কর্ণ বধ কবিতে থাকিলেও শত শত ও সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব পুনরায় তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল ॥১৫॥

চিত্রসেনের সৈন্যেরা মহাবেগে আসিতে লাগিলে, ক্ষণকালমধ্যেই পৃথিবী গন্ধর্ব্বময়ী হইয়া পড়িল ॥১৬॥

তাহার পর রাজা দুর্য্যোধন, সুবলপুত্র শকুনি, দুঃশাসন, বিকর্ণ এবং অন্য যে সকল ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ছিলেন, তাঁহারা—গরুড়তুল্য গম্ভীর শব্দকারী রথে আরোহণ করিয়া সেই গন্ধর্ব্বসৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন এবং কর্ণকে সম্মুখে রাখিয়া অনবরত প্রহার করিতে থাকিলেন ॥১৭—১৮॥

এবং তাঁহারা বিশাল রথসমূহে আরোহণ করিয়া সেগুলিকে ভ্রমণ করাইতে থাকিয়া কর্ণকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বগণের উপরে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

তাহার পর সমস্ত গন্ধর্ব্ব আসিয়া কৌরবগণের সহিত মিলিত হইল; তখন রোমাঞ্চজনক অতিতুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥২০॥

গন্ধর্ব্বাংস্ত্রাসিতান্ দৃষ্ট্বা চিত্রসেনো হ্যমর্ষণঃ।
উৎপপাতাসনাৎ ক্রুদ্ধো বধে তেষাং সমাহিতঃ ॥২২॥
ততো মায়াস্ত্রমাস্থায় যুযুধে চিত্রমার্গবিৎ।
তয়াঽমুহ্যন্ত কৌরব্যাশ্চিত্রসেনস্য মায়য়া ॥২৩॥
একৈকো হি তদা যোধো ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য ভারত!।
পর্য্যবর্ত্তত গন্ধর্ব্বৈর্দশভির্দশভিঃ সহ ॥২৪॥
ততঃ সম্পীড্যমানাস্তে বলেন মহতা তদা।
প্রাদ্রবন্ত রণে ভীতা যে চ রাজন্! জিজীষবঃ ॥২৫॥
ভজ্যমানেষ্বনীকেষু ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু সর্ব্বশঃ।
কর্ণো বৈকর্ত্তনো রাজংস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

গন্ধর্ব্বানিতি। অমর্ষণঃ অসহিষ্ণুঃ। সমাহিতঃ কৃতমনোযোগঃ ॥২২॥
তত ইতি। মায়ৈবাস্ত্রং মায়াস্ত্রম্। চিত্রমার্গবিৎ বিচিত্ররণকৌশলজ্ঞঃ ॥২৩॥
একৈক ইতি। যোধো যোদ্ধা। পর্য্যবর্ত্তত যুদ্ধে প্রাবর্ত্তত ॥২৪॥
তত ইতি। বলেন গন্ধর্ব্বসৈন্যেন। জিজীষবো জেতুমিচ্ছবঃ। গীরূপাভাব আর্ষঃ ॥২৫॥
ভজ্যেতি। ভজ্যমানেষু পরাজীয়মানেষু, অনীকেষু সৈন্যেষু। বৈকর্ত্তনঃ সূর্য্যপুত্রঃ ॥২৬॥

তদনন্তর সেই গন্ধর্ব্বেরা বাণপীড়িত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তখন গন্ধর্ব্বগণকে পীড়িত দেখিয়া কৌরবগণ আনন্দকোলাহল করিয়া উঠিলেন ॥২১॥

এদিকে অসহিষ্ণু চিত্রসেন, গন্ধর্ব্বগণকে ভীত দেখিয়া ক্রুদ্ধ ও কৌরবসৈন্যবধে মনোযোগী হইয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ॥২২॥

তাহার পর বিচিত্র-রণ-কৌশলাভিজ্ঞ চিত্রসেন মায়া অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার সেই মায়ায় কৌরবগণ মোহিত হইয়া পড়িলেন ॥২৩॥

ভরতনন্দন! তখন দুর্য্যোধনের এক এক জন যোদ্ধা দশ দশ জন গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ॥২৪॥

রাজা! পূর্ব্বে যে সকল কৌরবসৈন্য গন্ধর্ব্বদিগকে জয় করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহারা তখন বিশাল গন্ধর্ব্বসৈন্যকর্ত্তৃক যুদ্ধে পীড়িত ও ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥২৫॥

রাজা! দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্য পরাজিত হইলেও সূর্য্যপুত্র কর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় অচল হইয়া রহিলেন ॥২৬॥

---

(২৪) একৈকস্য তদা যোধঃ—বা ব কা। (২৫)…ভীতা যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ—নি পি।

দুর্য্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
গন্ধর্ব্বান্ যোধয়ামাসুঃ সমরে ভৃশবিক্ষতাঃ ॥২৭॥
সর্ব্ব এব তু গন্ধর্ব্বাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
জিঘাংসমানাঃ সহিতাঃ কর্ণমভ্যদ্রবন্ রণে ॥২৮॥
অসিভিঃ পট্টিশৈঃ শূলৈর্গদাভিশ্চ মহাবলাঃ।
সূতপুত্রং জিঘাংসন্তঃ সমন্তাৎ পর্য্যবাকিরন্ ॥২৯॥
অন্যেঽস্য যুগমচ্ছিন্দন্ ধ্বজমন্যে ন্যপাতয়ন্।
ঈশামন্যে হয়ানন্যে সূতমন্যে ন্যপাতয়ন্ ॥৩০॥
অন্যে চ্ছত্রং বরূথঞ্চ বন্ধুরঞ্চ তথাঽপরে।
গন্ধর্ব্বা বহুসাহস্রাস্তিলশো ব্যধমন্ রথম্ ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

দুর্য্যোধন ইতি। যোধয়ামাসুঃ প্রজহ্রুঃ। ভৃশবিক্ষতা অপি ॥২৭॥

সর্ব্ব ইতি। জিঘাংসমানা হন্তুমিচ্ছন্তঃ, সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ ॥২৮॥

অসিভিরিতি। মহাবলা গন্ধর্ব্বাঃ। পর্য্যবাকিরন্ বিক্ষেপেণ ব্যাপ্তবন্তঃ ॥২৯॥

অন্য ইতি। যুগং রথদারুবিশেষম্। ঈশাং দীর্ঘদণ্ডম্। বরূথং রথাবরণম্, বন্ধুরং রথস্য সন্ধিসমূহম্। ব্যধমন্ ব্যনাশয়ন্ ॥৩০—৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

ততস্তে সহিতা ইতি ॥১—২৩॥ একৈকস্য যোধাঃ একৈকং যোধা, পর্য্যবর্ত্তন্ত পরীতবন্তঃ ॥২৪॥ জিজীষবঃ অত্রার্ষো লোপো র্ব্যোবলীতি লোপঃ জিজীবিষবঃ ॥২৫॥ রাজন্! হে জনমেজয়! ॥২৬—৩০॥ বরূথং রথগুপ্তিম্, বন্ধুরং রথবন্ধনানি ॥৩১—৩২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৪॥

এবং দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনি যুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও গন্ধর্ব্বগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

তাহার পর শত শত ও সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব সম্মিলিত হইয়া কর্ণকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া যুদ্ধে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল ॥২৮॥

ক্রমে মহাবল গন্ধর্ব্বেরা কর্ণকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া সকল দিক্ হইতে অসি, পট্টিশ, শূল ও গদা নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে আবৃত করিল ॥২৯॥

কোন কোন গন্ধর্ব্ব কর্ণরথের যুগকাষ্ঠ ছেদন করিল, কেহ কেহ ধ্বজ নিপাতিত করিল, অন্য গন্ধর্ব্বেরা দণ্ড, অপরেরা অশ্বগুলিকে এবং আর একদল সারথিকে ছেদন করিল; ক্রমে অন্য দল ছত্র ও আবরণ এবং অপর গন্ধর্ব্বগণ রথের সন্ধিস্থানগুলিকে ছেদন করিল। এইভাবে বহুসংখ্যক গন্ধর্ব্ব কর্ণের রথখানাকে তিল তিল করিয়া নষ্ট করিল ॥৩০—৩১॥

ততো রথাদবপ্লুত্য সূতপুত্রোঽসিচর্ম্মভৃৎ।
বিকর্ণরথমাস্থায় মোক্ষায়াশ্বানচোদয়ৎ ॥৩২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং কর্ণরণভঙ্গে চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গন্ধর্ব্বৈস্তু মহারাজ! ভগ্নে কর্ণে মহারথে।
সংপ্রাদ্রবচ্চমূঃ সর্ব্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য পশ্যতঃ ॥১॥
তান্ দৃষ্ট্বা দ্রবতঃ সর্ব্বান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ পরাঙ্মুখান্।
দুর্য্যোধনো মহারাজ! নাসীত্তত্র পরাঙ্মুখঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। মোক্ষায় গন্ধর্ব্বেভ্য আত্মমোচনায়, অচোদয়দ্বহিরচালয়ৎ ॥৩২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

গন্ধর্ব্বৈরিতি। ভগ্নে পরাজিতে। সংপ্রাদ্রবৎ পলায়ত, ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য ॥১॥

তানিতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রসৈন্যান্। নাসীৎ, গর্ব্বাতিরেকাদিতি ভাবঃ ॥২॥

তখন কর্ণ অসি-চর্ম্ম ধারণ করিয়া আপন রথ হইতে লাফ দিয়া বিকর্ণের রথে উঠিয়া আত্মরক্ষার জন্য ঘোড়াগুলিকে বাহিরের দিকে চালাইয়া দিলেন ॥৩২॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! গন্ধর্ব্বেরা মহারথ কর্ণকে পরাভূত করিলে, সমগ্র কৌরবসৈন্য দুর্য্যোধনের সমক্ষেই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ॥১॥

মহারাজ! সমগ্র কৌরবসৈন্যকে পরাঙ্মুখ এবং পলায়মান দেখিয়াও দুর্য্যোধন সে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন না ॥২॥

* '...সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, ...একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

(২)...দুর্য্যোধনো মহারাজঃ—বা ব কা নি।

তামাপতন্তীং সংপ্রেক্ষ্য গন্ধর্ব্বাণাং মহাচমূম্ ।
মহতা শরবর্ষেণ সোঽভ্যবর্ষদরিন্দমঃ ॥৩॥
অচিন্ত্য শরবর্ষন্তু গন্ধর্ব্বাস্তস্য তং রথম্ ।
দুর্য্যোধনং জিঘাংসন্তঃ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥৪॥
যুগমীশাং বরূথঞ্চ তথৈব ধ্বজসারথী ।
অশ্বাংস্ত্রিবেণুং তল্পঞ্চ তিলশো ব্যধমন্ শরৈঃ ॥৫॥
দুর্য্যোধনং চিত্রসেনো বিরথং পতিতং ভুবি ।
অভিদ্রুত্য মহাবাহুর্জীবগ্রাহমথাগ্রহীৎ ॥৬॥
তস্মিন্ গৃহীতে রাজেন্দ্রে স্থিতং দুঃশাসনং রথে ।
পর্য্যগৃহ্নন্ত গন্ধর্ব্বাঃ পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥৭॥
বিবিংশতিচিত্রসেনাবাদায়ান্যে বিদুদ্রুবুঃ ।
বিন্দানুবিন্দাবপরে রাজদারাংশ্চ সর্ব্বশঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তামিতি। আপতন্তীমাগচ্ছন্তীম্। স দুর্য্যোধনঃ ॥৩॥
অচিন্ত্যেতি। অচিন্ত্য অবজ্ঞায়েত্যর্থঃ। পর্য্যবারয়ন্ পর্য্যবেষ্টন্ত ॥৪॥
যুগমিতি। ত্রিবেণুম্ ঊর্দ্ধবংশদণ্ডত্রয়ম্, তল্পং রথস্থাং শয্যাম ॥৫॥
দুর্য্যোধনমিতি। জীবং জীবন্তমেব গৃহীত্বেতি জীবগ্রাহম্, "জীবে গ্রহেঃ" ইতি ণম্ ॥৬॥
তস্মিন্নিতি। পর্য্যগৃহ্নন্ত জীবন্তমেবাধারয়ন্ত, পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য ॥৭॥
বিবিংশতীতি। বিবিংশত্যাদয়ো দুর্য্যোধনভ্রাতরঃ। সর্ব্বশঃ সর্ব্বান্ ॥৮॥

কিন্তু মহারাজ! অরিন্দম দুর্য্যোধন বিশাল গন্ধর্ব্বসৈন্যকে আসিতে দেখিয়া তাহার উপরে বিশাল বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৩॥

তখন গন্ধর্ব্বেরা দুর্য্যোধনের শরবর্ষণকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় সকল দিক্ হইতে তাঁহার রথখানাকে বেষ্টন করিল ॥৪॥

এবং তাহারা বাণদ্বারা দুর্য্যোধনরথের যুগ, ঈশা, বরূথ, ধ্বজ, সারথি, অশ্ব, ত্রিবেণু ও শয্যাকে তিল তিল করিয়া কাটিয়া ফেলিল ॥৫॥

তখন মহাবাহু চিত্রসেন দ্রুত গমন করিয়া রথহীন ও ভূতলস্থিত দুর্য্যোধনকে জীবিত অবস্থায়ই গ্রহণ করিলেন ॥৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন ধৃত হইলে, গন্ধর্ব্বেরা সকল দিক্ হইতে বেষ্টন করিয়া রথস্থিত দুঃশাসনকে ধারণ করিল ॥৭॥

অন্য কতকগুলি গন্ধর্ব্ব বিবিংশতি ও চিত্রসেনকে লইয়া এবং অপর

---

(৭) তস্মিন্ গৃহীতে রাজেন্দ্র!—বা ব কা।

যোধাশ্চ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য গন্ধর্ব্বৈঃ সমভিদ্রুতাঃ।
পূর্ব্বপ্রভগ্নৈঃ সহিতাঃ পাণ্ডবানভ্যয়ুস্তদা ॥৯॥
শকটাপণবেশাশ্চ যানযুগ্যঞ্চ সর্ব্বশঃ।
শরণং পাণ্ডবান্ জগ্মুর্হ্রিয়মাণে মহীপতৌ ॥১০॥

সৈনিকা ঊচুঃ।

প্রিয়দর্শী মহাবাহুর্ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহাবলঃ।
গন্ধর্ব্বৈর্হ্রিয়তে রাজা পার্থাস্তমনুধাবত ॥১১॥
দুঃশাসনো দুর্বিষহো দুর্ম্মুখো দুর্জ্জয়স্তথা।
বদ্ধা হ্রিয়ন্তে গন্ধর্ব্বৈ রাজদারাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥১২॥
ইতি দুর্য্যোধনামাত্যাঃ ক্রোশন্তো রাজগৃদ্ধিনঃ।
আর্ত্তা দীনাস্ততঃ সর্ব্বে যুধিষ্ঠিরমুপাগমন্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

যোধা ইতি। সমভিদ্রুতা হন্তুমনুসৃতাঃ। পূর্ব্বপ্রভগ্নৈঃ পূর্ব্বং পরাজিতৈঃ ॥৯॥

শকটেতি। শকটানি ভারবাহীনি যানানি, আপণাঃ ক্রয়বিক্রয়পটগৃহাঃ, বেশা বেশ্যাজনাঃ, যানযুগ্যং শকটবাহিবৃষভাদিবাহনম্। মহীপতৌ দুর্য্যোধনে ॥১০॥

প্রিয়েতি। হে পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ! তং দুর্য্যোধনম্, অনুধাবত উদ্ধর্ত্তুমনুসরত ॥১১॥

দুঃশাসন ইতি। দুর্বিষহাদয়োঽপি দুর্য্যোধনভ্রাতরঃ। সর্ব্বশঃ সর্ব্বে ॥১২॥

ইতীতি। ক্রোশন্তো যুধিষ্ঠিরাদীনাহ্বয়ন্তঃ, রাজগৃদ্ধিনো দুর্য্যোধনোদ্ধারাকাঙ্ক্ষিণঃ ॥১৩॥

কতকগুলি গন্ধর্ব্ব—বিন্দ, অনুবিন্দ ও সমস্ত রাজভার্য্যাকে নিয়া দ্রুত প্রস্থান করিতে লাগিল ॥৮॥

পূর্ব্বে যে সকল গন্ধর্ব্ব পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল, এইক্ষণে তাহারাও আসিয়া দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল; তখন তাহারা মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের নিকট গেল ॥৯॥

এবং গন্ধর্ব্বেরা দুর্য্যোধনকে হরণ করিয়া লইয়া চলিলে, গাড়ী, দোকান, বেশ্যাগণ এবং অন্যান্য বাহন সকল যাইয়া পাণ্ডবগণের শরণাপন্ন হইল ॥১০॥

সৈন্যেরা বলিল—"প্রিয়দর্শন, মহাবাহু ও মহাবল রাজা দুর্য্যোধনকে গন্ধর্ব্বেরা হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে; অতএব পাণ্ডবগণ! আপনারা তাঁহার অনুসরণ করুন ॥১১॥

এবং দুঃশাসন, দুর্বিষহ, দুর্ম্মুখ, দুর্জ্জয় ও সমস্ত রাজভার্য্যাকে বন্ধন করিয়া গন্ধর্ব্বেরা হরণ করিয়া নিয়া চলিয়াছে" ॥১২॥

(৯) সৈন্যং তদ্ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য গন্ধর্ব্বৈঃ সমভিদ্রুতম্—পি।

তাংস্তথা ব্যথিতান্ দীনান্ ভিক্ষমাণান্ যুধিষ্ঠিরম্ ।
বৃদ্ধান্ দুর্য্যোধনামাত্যান্ ভীমসেনোঽভ্যভাষত ॥১৪॥
মহতা হি প্রযত্নেন সন্নহ্য গজবাজিভিঃ ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্ ॥১৫॥
অন্যথা বর্ত্তমানানামর্থো জাতোঽয়মন্যথা ।
দুর্ম্মন্ত্রিতমিদং তাবদ্রাজ্ঞো দুর্দ্যূতদেবিনঃ ॥১৬॥
দ্বেষ্টারমন্যে ক্লীবস্য পাতয়ন্তীতি নঃ শ্রুতম্ ।
ইদং কৃতং নঃ প্রত্যক্ষং গন্ধর্ব্বৈরতিমানুষম্ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি। দীনান্ কাতরান্, ভিক্ষমাণান্ দুর্য্যোধনাদ্যুদ্ধারং যাচমানান্ ॥১৪॥

মহতেতি। সন্নহ্য যুদ্ধসজ্জাং কৃত্বা। মহানেবায়মস্মাকমানন্দবিষয় ইতি ভাবঃ ॥১৫॥

অন্যথেতি। অন্যথা অন্যোদ্দেশেন অস্মাসু স্বসমৃদ্ধিপ্রদর্শনোদ্দেশেনেত্যর্থঃ, বর্ত্তমানানাং প্রবৃত্তানাং দুর্য্যোধনাদীনাম্, অয়ম্ অন্যথা অন্যপ্রকার এব অর্থো বিষয়ঃ অপূর্ব্বঃ পরাভবো জাতঃ, দৈবাদিত্যাশয়ঃ। তথা চ ইদং তাবৎ, দুর্দ্যূতদেবিনো দুষ্টভাবেন দ্যূতক্রীড়াকারিণঃ, রাজ্ঞো দুর্য্যোধনস্য, দুর্ম্মন্ত্রিতং দুষ্টমন্ত্রণাফলম্ ॥১৬॥

দ্বেষ্টারমিতি। অন্যে ক্লীবাসম্বন্ধিনো জনাঃ, ক্লীবস্য অশক্তস্য জনস্য, দ্বেষ্টারং জনং পাতয়ন্তি অভিভবন্তি, ইতি নোঽস্মাকং শ্রুতমাসীৎ। কিন্তু অতিমানুষং মানুষৈরসাধ্যম্, তদিদং কর্ম্ম, গন্ধর্ব্বৈঃ, নঃ অস্মাকং প্রত্যক্ষং কৃতম্। তথা চ সর্ব্বথা ন্যায়ধর্ম্মপ্রবৃত্ততয়া বয়ং ক্লীবপ্রায়া অশক্তাঃ : তাংশ্চাস্মান্ দুর্য্যোধনাদয়ো দ্বিষন্তি ; তে চ গন্ধর্ব্বৈরপূর্ব্বমেবাভিভূতা ইত্যহো মহানেবাস্মাকমানন্দবিষয়ঃ সঞ্জাত ইত্যাশয়ঃ ॥১৭॥

দুর্য্যোধনের মন্ত্রীরাও তাঁহার উদ্ধার কামনা করিয়া ব্যথিত ও কাতর হইয়া এইভাবে পাণ্ডবগণকে ডাকিতে থাকিয়া সকলেই যাইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১৩॥

দুর্য্যোধনের সেই বৃদ্ধ মন্ত্রীরা ব্যথিত ও কাতর হইয়া সেইভাবে যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্য্যোধনের মুক্তি ভিক্ষা করিতে লাগিলে, ভীম তাঁহাদিগকে বলিলেন—॥১৪॥

"আমরা যুদ্ধের জন্য হস্তী ও অশ্বপ্রভৃতি সুসজ্জিত করিয়া গুরুতর চেষ্টায় যাহা করিতাম, গন্ধর্ব্বেরা আজ তাহা করিয়াছে ! ॥১৫॥

দুর্য্যোধনপ্রভৃতি অন্য উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ; কিন্তু এ ঘটনাটা অন্যপ্রকার হইয়া গিয়াছে ! । (সুতরাং অবশ্যই বলিতে হইবে যে,) ইহা—দুষ্টভাবে দ্যূতক্রীড়াকারী সেই দুর্য্যোধনেরই কুমন্ত্রণার ফল ॥১৬॥

দিষ্ট্যা লোকে পুমানস্তি কশ্চিদস্মৎপ্রিয়ে স্থিতঃ।
যেনাস্মাকং হৃতো ভার আসীনানাং সুখাবহঃ ॥১৮॥
শীতবাতাতপসহাংস্তপসা চৈব কর্ষিতান্।
সমস্থো বিষমস্থান্ হি দ্রষ্টুমিচ্ছতি দুর্ম্মতিঃ ॥১৯॥
অধর্ম্মচারিণস্তস্য কৌরব্যস্য দুরাত্মনঃ।
যে শীলমনুবর্ত্তন্তে তে পশ্যন্তি পরাভবম্ ॥২০॥
অধর্ম্মো হি কৃতস্তেন যেনৈতদুপশিক্ষিতম্।
অনৃশংসাস্তু কৌন্তেয়াস্তৎ প্রত্যক্ষং ব্রবীমি বঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন। আসীনানাং নিরুদ্যোগেন স্থিতানামস্মাকং সুখাবহো ভারঃ দুর্য্যোধনাদিপরাভবরূপঃ, হৃতঃ স্বয়ং গৃহীতঃ। গন্ধর্ব্বঃ খল্বস্মাকমতীবপ্রিয় ইতি ভাবঃ ॥১৮॥

শীতেতি। সমস্থো নিরুপদ্রবস্থঃ, বিষমস্থান্ দুর্গতানস্মান্। দুর্ম্মতির্দুর্য্যোধনঃ ॥১৯॥

অধর্ম্মেতি। যে কর্ণশকুন্যাদয়ঃ, অনুবর্ত্তন্তে অনুসরন্তি ॥২০॥

অধর্ম্ম ইতি। যেন জনেন, এতৎ দ্বৈতবনাগমনম্, উপশিক্ষিতং দুর্য্যোধনায়োপদিষ্টম্, তেনাধর্ম্ম এব কৃতঃ, কৌন্তেয়ৈরপি পরাভবসম্ভবাদিত্যাশয়ঃ। কথং কৌন্তেয়ৈঃ পরাভবো ন কৃত ইত্যাহ—কৌন্তেয়া অনৃশংসাঃ, তচ্চ বো যুষ্মাকং মন্ত্রিপ্রভৃতীনাং প্রত্যক্ষমিতি ব্রবীমি। অন্যথা কৌন্তেয়া এবামুনভিভবেয়ুরিতি ভাবঃ ॥২১॥

আমাদের শুনা আছে যে, অসমর্থ লোকের উপরে যে লোক বিদ্বেষ করে, তাহাকে অন্য লোকে পরাভূত করে। গন্ধর্ব্বেরা আজ মানুষের অসাধ্য কর্ম্ম করিয়া সেই প্রবাদের এই উদাহরণ আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছে ॥১৭॥

আমাদের প্রিয়কার্য্য করে, এমন কোন লোকও ভাগ্যবশতঃ জগতে আছে। কেন না, আমরা নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া আছি, এই অবস্থায় যিনি আমাদের সুখকর ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন ॥১৮॥

দুর্য্যোধন অতি সমৃদ্ধ অবস্থায় আছে; আর আমরা অতি দুরবস্থায় রহিয়াছি এবং আমরা শীত, বায়ু ও রৌদ্র সহ্য করিতেছি, তা'র পর তপস্যার ক্লেশও ভোগ করিতেছি। তাই দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল ॥১৯॥

যাহারা সেই পাপকারী দুরাত্মা দুর্য্যোধনের স্বভাবের অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহারা এখন তাহার পরাভব দেখিতেছে ॥২০॥

যে লোক দুর্য্যোধনকে এই কার্য্যের উপদেশ দিয়াছে; সে লোক নিশ্চয়ই পাপ করিয়াছে। তবে, আমি বলিতেছি—কুন্তীর পুত্রেরা নৃশংস নহেন, তাহা আপনারা প্রত্যক্ষ করিতেছেন" ॥২১॥

এবং ব্রুবাণং কৌন্তেয়ং ভীমসেনমপস্বরম্।
ন কালঃ পরুষস্যায়মিতি রাজাভ্যভাষত ॥২২॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অস্মানভিগতাংস্তাত! ভয়ার্ত্তান্ শরণৈষিণঃ।
কৌরবান্ বিষমপ্রাপ্তান্ কথং ব্রূয়াস্ত্বমীদৃশম্ ॥২৩॥
ভবন্তি ভেদা জ্ঞাতীনাং কলহাশ্চ বৃকোদর!।
প্রসক্তানি চ বৈরাণি কুলধর্ম্মো ন নশ্যতি ॥২৪॥
যদা তু কশ্চিজ্জ্ঞাতীনাং বাহ্যঃ প্রার্থয়তে কুলম্।
ন মর্ষয়ন্তি তৎ সন্তো বাহ্যেনাভিপ্রধর্ষণম্ ॥২৫॥
জানাত্যেব হি দুর্বুদ্ধিরস্মানিহ চিরোষিতান্।
স এবং পরিভূয়াস্মানকার্ষীদিদমপ্রিয়ম্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। অপকৃষ্টং স্বরো যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্‌যথা তথা। রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২২॥
অস্মানিতি। অভিগতান্ উপস্থিতান্। বিষমপ্রাপ্তান্ অতীববিপন্নান্ ॥২৩॥
ভবন্তীতি। কুলধর্ম্মো ন নশ্যতি, ভেদাদিসত্ত্বেঽপি তেষাং জ্ঞাতীনামেব চেষ্টয়েতি ভাবঃ ॥২৪॥
যদেতি। বাহ্যঃ অসম্বন্ধী জনঃ, প্রার্থয়তে নাশয়িতুমিচ্ছতি। বাহ্যেন জনেন ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

গন্ধর্ব্বৈরিতি ॥১—৫॥ জীবগ্রাহং জীবন্তমেব গৃহীত্বেতি ণমূলন্তং কথাদিত্বাদগ্রহীদিত্যনুপ্রয়োগঃ ॥৬—১৫॥ রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্য ॥১৬॥ ক্লীবস্য অশক্তত্বাৎ ॥১৭—২১॥ অপস্বরং

কুন্তীনন্দন ভীমসেন বিকৃতস্বরে এইরূপ বলিতেছিলেন; এমন সময়ে যুধিষ্ঠির বলিলেন—"এটা নিষ্ঠুর কথা বলিবার সময় নহে" ॥২২॥

যুধিষ্ঠির আবার বলিলেন—"বৎস! ভীমসেন! কৌরবপক্ষীয়েরা অত্যন্ত বিপন্ন, ভয়ার্ত্ত ও শরণার্থী হইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছে; তাহাতে তুমি কি করিয়া এরূপ বলিতে পার? ॥২৩॥

বৃকোদর! জ্ঞাতিদের মধ্যে পরস্পর ভেদ হয়, বিবাদ হয় এবং শত্রুতাও হয়; কিন্তু তথাপি কুলধর্ম্ম নষ্ট হয় না ॥২৪॥

যখন বাহিরের কোন লোক জ্ঞাতিদের কুল নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তখন সেই বাহ্য লোককর্ত্তৃক ধর্ষণটাকে সজ্জনেরা উপেক্ষা করেন না ॥২৫॥

(২২)…ভীমসেনমমর্ষণম্—পি। ইতঃ পরম্ '…অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ…'—বা, '…একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ…'—ব, '…দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ…'—কা, '…ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ…'—নি।

দুর্য্যোধনস্য গ্রহণাদ্‌গন্ধর্ব্বৈঃ বলাৎ প্রভো!।
স্ত্রীণাং বাহ্যাভিমর্ষাচ্চ হতং ভবতি নঃ কুলম্ ॥২৭॥
শরণঞ্চ প্রপন্নানাং ত্রাণার্থঞ্চ কুলস্য চ।
উত্তিষ্ঠধ্বং নরব্যাঘ্রাঃ! সজ্জীভবত মা চিরম্ ॥২৮॥
অর্জ্জুনশ্চ যমৌ চৈব ত্বঞ্চ বীরাপরাজিতঃ।
মোক্ষয়ধ্বং নরব্যাঘ্রাঃ! হ্রিয়মাণং সুযোধনম্ ॥২৯॥
এতে রথা নরব্যাঘ্রাঃ! সর্ব্বশস্ত্রসমন্বিতাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাণাং বিমলাঃ কাঞ্চনধ্বজাঃ ॥৩০॥
সম্বনানধিরোহধ্বং নিত্যসজ্জানিমান্ রথান্।
ইন্দ্রসেনাদিভিঃ সূতৈঃ কৃতশস্ত্রৈরধিষ্ঠিতান্ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

জানাতীতি। দুর্বুদ্ধির্গন্ধর্ব্বরাজঃ। ইদং দুর্য্যোধনাদিহরণরূপং কার্য্যম্ ॥২৬॥

দুর্য্যোধনস্যেতি। হে প্রভো! বলপ্রভাবসম্পন্ন!। বাহ্যাভিমর্ষাৎ পরধর্ষণাৎ ॥২৭॥

অথ ধৃতরাষ্ট্রকুলস্ত্রীধর্ষণে পাণ্ডুকুলস্য কা ক্ষতিরিত্যাহ—শরণমিতি। প্রপন্নানাং প্রাপ্তানাম্। শরণাগতরক্ষণং বীরধর্ম্ম ইত্যাশয়ঃ। মা চিরং বিলম্বং মা কার্ষীঃ ॥২৮॥

অর্জ্জুন ইতি। যমৌ নকুলসহদেবৌ। এতে নরব্যাঘ্রা যূয়ং মোক্ষয়ধ্বম্ ॥২৯॥

এত ইতি। এতে রথা দৃশ্যন্ত ইতি শেষঃ ॥৩০॥

সম্বনানিতি। সম্বনান্ গম্ভীরশব্দযুক্তান্। কৃতশস্ত্রৈঃ শিক্ষিতাস্ত্রৈঃ ॥৩১॥

দুর্বুদ্ধি গন্ধর্ব্বরাজ ত জানেই যে, আমরা এখানে দীর্ঘকাল বাস করিতেছি, তথাপি সে এইরূপে আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া এই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে ॥২৬॥

শক্তিশালী ভীম! গন্ধর্ব্বেরা বলপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে গ্রহণ করায় এবং বাহিরের লোকে কুরুকুলললনাগণকে হরণ করায় আমাদের কুল নষ্ট হইতে বসিয়াছে ॥২৭॥

অতএব নরশ্রেষ্ঠগণ! শরণাগতরক্ষা ও কুলরক্ষার জন্য তোমরা উঠ এবং সজ্জীভূত হও, বিলম্ব করিও না ॥২৮॥

বীর! অপরাজিত অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব এবং তুমি—তোমরা এই চারি জন নরশ্রেষ্ঠ মিলিত হইয়া হ্রিয়মাণ দুর্য্যোধনকে মুক্ত কর ॥২৯॥

নরশ্রেষ্ঠগণ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের এই নির্ম্মল রথগুলি দেখা যাইতেছে; এই-গুলিতে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র এবং স্বর্ণময় ধ্বজ আছে ॥৩০॥

আর, অস্ত্রে সুশিক্ষিত ইন্দ্রসেনপ্রভৃতি সারথিরা এই রথগুলিতে রহিয়াছে

এতানাস্থায় বৈ যত্তা গন্ধর্ব্বান্ যোদ্ধুমাহবে।
সুযোধনস্য মোক্ষায় প্রযতধ্বমতন্দ্রিতাঃ ॥৩২॥
য এব কশ্চিদ্রাজন্যঃ শরণার্থমিহাগতম্।
পরং শক্ত্যাভিরক্ষেত কিং পুনস্ত্বং বৃকোদর! ॥৩৩॥
ক ইহার্য্যো ভবেত্রাণমভিধাবেতি চোদিতঃ।
প্রাঞ্জলিং শরণাপন্নং দৃষ্ট্বা শত্রুমপি ধ্রুবম্ ॥৩৪॥
বরপ্রদানং রাজ্যঞ্চ পুত্রজন্ম চ পাণ্ডবাঃ!।
শত্রোশ্চ মোক্ষণং ক্লেশাত্রীণি চৈকঞ্চ তৎ সমম্ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

এতানিতি। সুযোধনস্য মোক্ষয়, এতান্ রথান্, আস্থায় আরুহ্য, আহবে যুদ্ধে, গন্ধর্ব্বান্ যোদ্ধুং প্রহর্ত্তুম্, যত্তাঃ স্বভাবত এব যত্নবন্তোঽপি অতন্দ্রিতা প্রযতধ্বম্ ॥৩২॥

য ইতি। যঃ কশ্চিৎ সাধারণ ইত্যর্থঃ, রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়ঃ। পরমন্যং জনম্ ॥৩৩॥

ক ইতি। মাং রক্ষিতুমভিধাব, ইতি চোদিতো রক্ষণায় প্রণোদিতঃ, ক আর্য্যঃ সজ্জনঃ, শত্রুমপি প্রাঞ্জলিং শরণাগতঞ্চ দৃষ্ট্বা ইহ তস্য ত্রাণং কর্ত্তুং বিমুখো ভবেৎ, অপি তু কোঽপি নেতি ধ্রুবম্। বক্তুর্ব্যস্ততয়া নাত্র ন্যূনপদত্বদোষঃ ॥৩৪॥

বরেতি। আত্মনে দেবাদিনা বরপ্রদানং বরলাভ ইত্যর্থঃ, রাজ্যং রাজ্যলাভঃ। ত্রীণি বরলাভরাজ্যলাভপুত্রজন্মানি, একং তৎ ক্লেশাৎ শত্রোর্মোক্ষণঞ্চ, সমং তুল্যম্ ॥৩৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্রোধেন বিকলবর্ণং যথা স্যাত্তথা ব্রুবাণম্ ॥২২—৩৩॥ অভিধাব যাহীতি চোদিত আর্য্যঃ প্রাণরক্ষকঃ শরণাগতস্য কঃ ভবেৎ য আর্য্যো মহান্ স এব ভবেৎ, শরণাগতরক্ষণসমর্থো দুর্লভ ইতি ভাবঃ ॥৩৪—৪৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৫॥

এবং এই রথগুলি গম্ভীর শব্দ করে ও সর্ব্বদা সজ্জিত থাকে; সুতরাং তোমরা এই রথগুলিতে আরোহণ কর ॥৩১॥

তোমরা স্বভাবতঃ যত্নশীল হইলেও, দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিবার জন্য এই রথগুলিতে আরোহণ করিয়া বিশেষ সতর্ক হইয়া গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধে অধিক যত্ন কর ॥৩২॥

বৃকোদর! এই জগতে যে কোন ক্ষত্রিয়ই শরণাগত অন্য ব্যক্তিকে শক্তি অনুসারে রক্ষা করিয়া থাকেন; তাহাতে তোমার কথা আর কি বলিব ॥৩৩॥

'আমাকে রক্ষা করিবার জন্য ধাবিত হউন' এইরূপে প্রণোদিত হইয়া কোন্ সজ্জন শত্রুকেও শরণাগত ও কৃতাঞ্জলি দেখিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে বিমুখ হন? কেহই নহে, ইহা নিশ্চয় ॥৩৪॥

কিঞ্চাভ্যধিকমেতস্মাদ্‌যদাপন্নঃ সুযোধনঃ।
ত্বদ্বাহুবলমাশ্রিত্য জীবিতং পরিমার্গতে ॥৩৬॥
স্বয়মেব প্রধাবেয়ং যদি ন স্যাদ্‌বৃকোদর!।
বিততো মে ক্রতুর্বীর! নহি মেঽত্র বিচারণা ॥৩৭॥
সাম্নৈব তু যথা ভীম! মোক্ষয়েথাঃ সুযোধনম্।
তথা সর্ব্বৈরুপায়ৈস্ত্বং যতেথাঃ কুরুনন্দন! ॥৩৮॥
ন সাম্না প্রতিপদ্যেত যদি গন্ধর্ব্বরাড়সৌ।
পরাক্রমেণ মৃদুনা মোক্ষয়েথাঃ সুযোধনম্ ॥৩৯॥
অথাসৌ মৃদুযুদ্ধেন ন মুঞ্চেদ্ভীম! কৌরবান্।
সর্ব্বোপায়ৈর্বিমোচ্যাস্তে নিগৃহ্য পরিপন্থিনঃ ॥৪০॥
এতাবদ্ধি ময়া শক্যং সন্দেষ্টুং বৈ বৃকোদর!।
বৈতানে কর্ম্মণি ততে বর্ত্তমানে চ ভারত! ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। আপন্ন আপৎপ্রাপ্তঃ। জীবিতং জীবনম, পরিমার্গতে যাচতে ॥৩৬॥
স্বয়মিতি। প্রধাবেয়ং দুর্য্যোধনাদীন্ মোক্তুং দ্রুতং গচ্ছেয়ম্। বিতত আরব্ধঃ ॥৩৭॥
সাম্নেতি। সাম্নৈব সান্ত্ববাদেনৈব। মোক্ষয়েথা মোক্তুং শক্নুয়াঃ ॥৩৮॥
নেতি। ন প্রতিপদ্যেত দুর্য্যোধনাদীন্ মোক্তুং নাঙ্গীকুর্য্যাৎ। মৃদুনা কোমলেন ॥৩৯॥
অথেতি। অসৌ গন্ধর্ব্বরাট্। নিগৃহ্য অভিভূয়, পরিপন্থিনঃ শত্রূন্ গন্ধর্ব্বান্ ॥৪০॥

পাণ্ডবগণ! বরলাভ, রাজ্যলাভ, পুত্রজন্ম এবং বিপদ হইতে শত্রুকে উদ্ধার করা—এই চারিটী বিষয়ের মধ্যে পরের একটীই পূর্ব্বোক্ত তিনটীর সমান ॥৩৫॥

ভীম! দুর্য্যোধন বিপন্ন হইয়া তোমারই বাহুবল অবলম্বন করিয়া যে জীবন প্রার্থনা করিতেছে, ইহা অপেক্ষা তোমার পক্ষে অধিক গৌরবের বিষয় আর কি আছে? ॥৩৬॥

বীর! বৃকোদর! আমি যদি যজ্ঞে ব্রতী না থাকিতাম, তবে আমি নিজেই দৌড়াইতাম; এ বিষয়ে আমি কোন বিবেচনা করিতাম না ॥৩৭॥

কুরুনন্দন ভীম! তুমি যাহাতে মধুরবাক্যে দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিতে পার, প্রথমে সেই ভাবেই সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিবে ॥৩৮॥

ঐ গন্ধর্ব্বরাজ তোমার মধুরবাক্যে যদি দুর্য্যোধনপ্রভৃতিকে মুক্ত করিতে স্বীকার না পান, তবে কোমল পরাক্রমে তাহাদিগকে মুক্ত করিবে ॥৩৯॥

ভীম! তা'র পর কোমল পরাক্রমেও যদি ঐ গন্ধর্ব্বরাজ কৌরবগণকে মুক্ত না করেন, তবে সমস্ত উপায়ে শত্রুগণকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিবে ॥৪০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অজাতশত্রোর্বচনং তচ্ছ্রুত্বা তু ধনঞ্জয়ঃ।
প্রতিজজ্ঞে গুরোর্বাক্যং কৌরবাণাং বিমোক্ষণে ॥৪২॥

অর্জ্জুন উবাচ।

যদি সাম্না ন মোক্ষ্যন্তি গন্ধর্ব্বা ধৃতরাষ্ট্রজান্।
অদ্য গন্ধর্ব্বরাজস্য ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্ ॥৪৩॥
অর্জ্জুনস্য তু তাং শ্রুত্বা প্রতিজ্ঞাং সত্যবাদিনঃ।
কৌরবাণাং তদা রাজন্! পুনঃ প্রত্যাগতং মনঃ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং দুর্য্যোধনমোক্ষণানুজ্ঞায়াং পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

এতাবদিতি। হে ভারত! বৃকোদর! বৈতানং শ্রৌতো হোমস্তদাত্মকে যজ্ঞে কর্ম্মণি, বিততে আরব্ধপূর্ব্বে, বর্ত্তমানে অসমাপ্তে চ সতি, ময়া এতাবৎ সন্দেষ্টুম উপদেষ্টুমেব শক্যম্, ন পুনর্যুদ্ধায় যুষ্মাভিঃ সহ গন্তুম্, যজ্ঞব্যাঘাতাদিতি ভাবঃ ॥৪১॥

অজাতেতি। গুরোর্জ্যেষ্ঠভ্রাতুর্যুধিষ্ঠিরস্য বাক্যমনুসৃত্যেতি শেষঃ ॥৪২॥

যদীতি। সাম্না অস্মাকং সানুনয়বাক্যেন। পাস্যতি, শিরশ্ছেদনাদিত্যাশয়ঃ ॥৪৩॥

অর্জ্জুনস্যেতি। উদ্বেগান্নির্গতপ্রায়ং মনঃ পুনঃ প্রত্যাগতম্, মুক্ত্যাশয়েতি ভাবঃ ॥৪৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভরতনন্দন বৃকোদর! আমি যে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা এখনও সমাপ্ত হয় নাই; সুতরাং আমি তোমাদিগকে এই উপদেশটুকুমাত্রই দিতে পারি; কিন্তু তোমাদের সঙ্গে যাইতে পারি না" ॥৪১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের সেই কথা শুনিয়া তদনুসারে কৌরবগণের মুক্তির বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন ॥৪২॥

অর্জ্জুন বলিলেন—"গন্ধর্ব্বেরা যদি আমাদের সানুনয় বাক্যে কৌরবগণকে মুক্ত না করে, তাহা হইলে আজ ভূমি গন্ধর্ব্বরাজের রক্ত পান করিবে" ॥৪৩॥

রাজা! জনমেজয়! সত্যবাদী অর্জ্জুনের সেই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া তখন কৌরবপক্ষীয় সেই লোকগুলির মন ফিরিয়া আসিল ॥৪৪॥

---

* '...উনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যুধিষ্ঠিরবচঃ শ্রুত্বা ভীমসেনপুরোগমাঃ।
প্রহৃষ্টবদনাঃ সর্ব্বে সমুত্তস্থুর্নরর্ষভাঃ ॥১॥
অভেদ্যানি ততঃ সর্ব্বে সমনহ্যন্ত ভারত!।
জাম্বূনদবিচিত্রাণি কবচানি মহারথাঃ।
আয়ুধানি চ দিব্যানি বিবিধানি সমাদধুঃ ॥২॥
তে দংশিতা রথৈঃ সর্ব্বে ধ্বজিনঃ সশরাসনাঃ।
পাণ্ডবাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত জ্বলিতা ইব পাবকাঃ ॥৩॥
তান্ রথান্ সাধুসম্পন্নান্ সংযুক্তান্ জবনৈর্হয়ৈঃ।
আস্থায় রথিশার্দ্দূলাঃ শীঘ্রমেব যযুস্ততঃ ॥৪॥
ততঃ কৌরবসৈন্যানাং প্রাদুরাসীন্মহাস্বনঃ।
প্রয়াতান্ সহিতান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডুপুত্রান্ মহারথান্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

যুধীতি। প্রহৃষ্টবদনাঃ, বীরাণাং যুদ্ধলাভে আনন্দোদয়স্য স্বাভাবিকত্বাদিতি ভাবঃ ॥১॥
অভেদ্যানীতি। সমনহ্যন্ত ধৃতবন্তঃ। জাম্বূনদবিচিত্রাণি স্বর্ণখচিতানি। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২॥
ত ইতি। দংশিতা বদ্ধবর্ম্মাণঃ। ধ্বজিনো যুদ্ধসূচকধ্বজধারিণঃ ॥৩॥
তানিতি। সাধুসম্পন্নান্ সুসজ্জিতান্। জবনৈর্বেগবদ্ভিঃ, হয়ৈরশ্বৈঃ ॥৪॥
তত ইতি। মহাস্বন আনন্দকোলাহলঃ। প্রয়াতান্ যুদ্ধায় প্রস্থিতান্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া ভীমসেনপ্রভৃতি নরশ্রেষ্ঠগণ প্রফুল্লবদন হইয়া সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন ॥১॥

ভরতনন্দন! তাহার পর মহারথ পাণ্ডবেরা সকলেই স্বর্ণখচিত অভেদ্য কবচ পরিধান করিলেন এবং নানাবিধ অলৌকিক অস্ত্র ধারণ করিলেন ॥২॥

পাণ্ডবেরা সকলে বর্ম্ম, ধ্বজ ও ধনু ধারণ করিয়া রথে আরোহণ করিলে, তাঁহাদিগকে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল ॥৩॥

ক্রমে রথিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা সুসজ্জিত ও দ্রুতগামি-ঘোটকযুক্ত সেই সকল রথে আরোহণ করিয়া সত্বরই সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ॥৪॥

তাহার পর মহারথ পাণ্ডবগণকে সম্মিলিত হইয়া প্রস্থান করিতে দেখিয়া কৌরবসৈন্যগণের বিশাল আনন্দকোলাহল উত্থিত হইল ॥৫॥

জিতকাশিনশ্চ খচরাস্ত্বরিতাশ্চ মহারথাঃ।
ক্ষণেনৈব বনে তস্মিন্ সমাজগ্মুরভীতবৎ ॥৬॥
ন্যবর্ত্তন্ত ততঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বা জিতকাশিনঃ।
দৃষ্ট্বা রথগতান্ বীরান্ পাণ্ডবাংশ্চতুরো রণে ॥৭॥
তাংস্তু বিভ্রাজিতান্ দৃষ্ট্বা লোকপালানিবোদ্যতান্।
ব্যূঢ়ানীকা ব্যতিষ্ঠন্ত গন্ধমাদনবাসিনঃ ॥৮॥
রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা ধর্ম্মপুত্রস্য ধীমতঃ।
ক্রমেণ মৃদুনা যুদ্ধমুপক্রান্তঞ্চ ভারত! ॥৯॥
ন তু গন্ধর্ব্বরাজস্য সৈনিকা মন্দচেতসঃ।
শক্যন্তে মৃদুনা শ্রেয়ঃ প্রতিপাদয়িতুং যদা ॥১০॥
ততস্তান্ যুধি দুর্দ্ধর্ষান্ সব্যসাচী পরন্তপঃ।
সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বাক্যমুবাচ খচরান্ রণে।
বিসর্জ্জয়ত রাজানং ভ্রাতরং মে সুযোধনম্ ॥১১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

জিতেতি। জিতেন জয়েন কাশন্তে দীপ্যন্ত ইতি তে, খচরা গন্ধর্ব্বাঃ। অক্ষরাধিক্যমার্ষম্ ॥৬॥

ন্যবর্ত্তন্তেতি। ন্যবর্ত্তন্ত, তেষামপি বীরতয়া যুদ্ধৌৎসুক্যাদিতি ভাবঃ ॥৭॥

তানিতি। ব্যূঢ়ানীকা রচিতসৈন্যব্যূহাঃ সন্তঃ, গন্ধমাদনবাসিনো গন্ধর্ব্বাঃ ॥৮॥

রাজ্ঞ ইতি। মৃদুনা ক্রমেণ সামপূর্ব্বকতয়া, উপক্রান্তমুপক্রমিতুমিষ্টম্ ॥৯॥

নেতি। মৃদুনা সানুনয়বাক্যেন, শ্রেয়ো মঙ্গলং দুর্য্যোধনাদিমোচনমিত্যর্থঃ, প্রতিপাদয়িতুং কারয়িতুম্। সব্যসাচী অর্জ্জুনঃ। খচরান্ গন্ধর্ব্বান্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১০—১১॥

ওদিকে বিজয়শোভী ও ত্বরান্বিত সেই মহারথ গন্ধর্ব্বেরা নির্ভয়ের ন্যায় সেই বনের ভিতরে গমন করিতেছিল ॥৬॥

ক্রমে বিজয়শোভী সেই গন্ধর্ব্বেরা সকলে চারি জন মহাবীর পাণ্ডবকে রথারূঢ় দেখিয়া যুদ্ধের জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল ॥৭॥

লোকপালগণের ন্যায় সুশোভিত এবং যুদ্ধোদ্যত পাণ্ডবগণকে দেখিয়া গন্ধর্ব্বেরা ব্যূহ রচনা করিয়া দাঁড়াইল ॥৮॥

ভরতনন্দন! তখন পাণ্ডবেরা বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠিরের উপদেশ অনুসারে কোমল ভাবে (সানুনয় বাক্য বলিয়া পরে) যুদ্ধ আরম্ভ করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৯॥

পাণ্ডবেরা যখন গন্ধর্ব্বরাজের নির্ব্বোধ সৈন্যগণকে সানুনয় বাক্যে মঙ্গল-

ত এবমুক্তা গন্ধর্ব্বা পাণ্ডবেন যশস্বিনা।
উৎস্ময়ন্তস্তদা পার্থমিদং বচনমব্রুবন্ ॥১২॥
একস্যৈব বয়ং তাত! কুর্য্যাম বচনং ভুবি।
যস্য শাসনমাজ্ঞায় চরামো বিগতজ্বরাঃ ॥১৩॥
তেনৈকেন যথাদিষ্টং তথা বর্ত্তাম ভারত!।
ন শাস্তা বিদ্যতেঽস্মাকমন্যস্তস্মাৎ সুরেশ্বরাৎ ॥১৪॥
এবমুক্তঃ স গন্ধর্ব্বৈঃ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
গন্ধর্ব্বান্ পুনরেবেদং বচনং প্রত্যভাষত ॥১৫॥
যদি সাম্না ন মুঞ্চধ্বং গন্ধর্ব্বা! ধৃতরাষ্ট্রজান্।
মোক্ষয়িষ্যামি বিক্রম্য স্বয়মেব সুযোধনম্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। উৎস্ময়ন্ত উত্তমং স্ময়মানাঃ সুন্দরমীষদ্ধসন্ত ইতি যাবৎ ॥১২॥

একস্যেতি। শাসনমাদেশম্, আজ্ঞায় শ্রুত্বা, বিগতজ্বরাস্তিরোহিতসন্তাপাঃ ॥১৩॥

তেনেতি। "ভ্রাতরং মে সুযোধনম্" ইত্যনেন পরিচয়লাভাৎ ভারতেতি সম্বোধনমুপপদ্যতে ॥১৪॥

এবমিতি। ধনঞ্জয়ঃ অর্জ্জুনঃ ॥১৫॥

লাভ করাইতে পারিলেন না, তখন পরন্তপ অর্জ্জুন যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ গন্ধর্ব্বগণকে কোমল স্বরে এই কথা বলিলেন—"গন্ধর্ব্বগণ! আপনারা—আমার ভ্রাতা রাজা দুর্য্যোধনকে ছাড়িয়া দিন" ॥১০—১১॥

যশস্বী অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে, তখন গন্ধর্ব্বেরা ঈষৎ হাস্য করিয়া অর্জ্জুনকে এই কথা বলিল—॥১২॥

"বৎস! আমরা জগতের মধ্যে একজনেরই আদেশ পালন করিয়া থাকি, যাঁহার আদেশ শুনিয়া আমরা নিরুৎপাতে বিচরণ করি ॥১৩॥

ভরতনন্দন! সেই একজন যেমন আদেশ করিয়াছেন, তেমন ভাবেই আমরা চলিব। সেই এক দেবরাজ ব্যতীত অন্য কেহই আমাদের শাসনকর্ত্তা নাই" ॥১৪॥

গন্ধর্ব্বেরা এইরূপ বলিলে, কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন পুনরায় গন্ধর্ব্বদিগকে এই কথা বলিলেন—॥১৫॥

(১৫) শ্লোকাৎ পরম্—'ন তদ্গন্ধর্ব্বরাজস্য যুক্তং কর্ম্ম জুগুপ্সিতম্। পরদারাভিমর্ষশ্চ মানুষৈশ্চ সমাগমঃ॥ উৎসৃজধ্বং মহাবীর্য্যান্ ধৃতরাষ্ট্রসুতানিমান্। দারাংশ্চৈষাং বিমুঞ্চধ্বং ধর্ম্মরাজস্য শাসনাৎ॥' ইতি শ্লোকদ্বয়মধিকং বা ব কা পি, 'একস্যৈব বয়ং তাত!' ইত্যাদিগন্ধর্ব্বোক্তেঃ পরং 'ধর্ম্মরাজস্য শাসনাৎ' ইত্যুক্তেরসামঞ্জস্যাৎ।

এবমুক্ত্বা ততঃ পার্থঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ।
সসর্জ্জ নিশিতান্ বাণান্ খচরান্ খচরান্ প্রতি ॥১৭॥
তথৈব শরবর্ষেণ গন্ধর্ব্বাস্তে বলোৎকটাঃ।
পাণ্ডবানভ্যবর্ত্তন্ত পাণ্ডবাশ্চ দিবৌকসঃ ॥১৮॥
ততঃ সুতুমুলং যুদ্ধং গন্ধর্ব্বাণাং তরস্বিনাম্।
বভূব ভীমবেগানাং পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত! ॥১৯॥
ততো দিব্যাস্ত্রসম্পন্না গন্ধর্ব্বা হেমমালিনঃ।
বিসৃজন্তঃ শরান্ দীপ্তান্ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥২০॥
চত্বারঃ পাণ্ডবা বীরা গন্ধর্ব্বাশ্চ সহস্রশঃ।
রণে সংন্যপতন্ রাজংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি। সাম্না সানুনয়বচনেন। স্বয়মহমেব ॥১৬॥
এবমিতি। খচরান্ আকাশগামিনঃ, খচরান্ গন্ধর্ব্বান্ ॥১৭॥
তথেতি। বলেন উৎকটা উদ্ধতাঃ। দিবৌকসো গন্ধর্ব্বান্ ॥১৮॥
তত ইতি। তরস্বিনাং বেগবতাম্ ॥১৯॥
তত ইতি। হেমমালিনঃ স্বর্ণমালাধারিণঃ। পর্য্যবারয়ন্ পাণ্ডবানবেষ্টন্ত ॥২০॥
চত্বার ইতি। সংন্যপতন্ সম্মিলিতা অভবন্ ॥২১॥

"গন্ধর্ব্বগণ! তোমরা যদি সানুনয় বাক্যে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রপ্রভৃতিকে মুক্ত না কর, তবে আমি বিক্রম প্রকাশ করিয়া নিজেই উঁহাদিগকে মুক্ত করিব" ॥১৬॥

এই কথা বলিয়া তখনই পৃথাপুত্র সব্যসাচী অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বগণের প্রতি নিশিত ও আকাশগামী বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

বলমত্ত গন্ধর্ব্বেরাও বাণবর্ষণপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবিত হইল; পাণ্ডবেরাও গন্ধর্ব্বদের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥১৮॥

ভরতনন্দন! তাহার পর বেগবান্ গন্ধর্ব্বগণ ও ভীষণবেগশালী পাণ্ডবগণের অতিতুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥১৯॥

তদনন্তর অলৌকিক অস্ত্রশালী ও স্বর্ণমালাধারী গন্ধর্ব্বেরা সকল দিক্ হইতে উজ্জ্বল বাণ নিক্ষেপ করিতে থাকিয়া পাণ্ডবগণকে পরিবেষ্টন করিল ॥২০॥

(১৯) শ্লোকাৎ পরম্ '...চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।' বৈশম্পায়ন উবাচ'—পি, অপরপুস্তকেঽপিকচিত্তথা।

যথা কর্ণস্য চ রথো ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য চোভয়োঃ।
গন্ধর্ব্বৈঃ শতশশ্ছিন্নৌ তথা তেষাং প্রচক্রিরে ॥২২॥
তান্ সমাপততো রাজন্! গন্ধর্ব্বান্ শতশো রণে।
প্রত্যগৃহ্নন্ নরব্যাঘ্রাঃ শরবর্ষৈরনেকশঃ ॥২৩॥
তে কীর্য্যমাণাঃ খগমাঃ শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ।
ন শেকুঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং সমীপে পরিবর্ত্তিতুম্ ॥২৪॥
অতিক্রুদ্ধানতিক্রুদ্ধো গন্ধর্ব্বানর্জ্জুনস্তদা।
লক্ষয়িত্বাথ দিব্যানি মহাস্ত্রাণ্যুপচক্রমে ॥২৫॥
সহস্রাণাং সহস্রাণি প্রাহিণোদ্‌যমসাদনম্।
আগ্নেয়েনার্জ্জুনঃ সংখ্যে গন্ধর্ব্বাণাং বলোৎকটঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

যথেতি। তেষাং পাণ্ডবানাম্, তথা প্রচক্রিরে রথান্ চিচ্ছিদুঃ ॥২২॥
তানিতি। সমাপততঃ সমাগচ্ছতঃ। নরব্যাঘ্রাঃ পাণ্ডবাঃ ॥২৩॥
ত ইতি। কীর্য্যমাণা ব্যাপ্যমানাঃ, খগমা গন্ধর্ব্বাঃ ॥২৪॥
অতীতি। উপচক্রমে প্রয়োক্তুমারেভে ॥২৫॥
সহস্রাণামিতি। সহস্রাণাং মধ্যে সহস্রাণ্যেব। আগ্নেয়েনাস্ত্রেণ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

যুধিষ্ঠিরেতি ॥১—২॥ দংশিতাঃ সন্নদ্ধাঃ ॥৩—৯॥ শ্রেয়ঃ কল্যাণম্, প্রতিপাদয়িতুং প্রাপয়িতুম্ ॥১০—১৬॥ খচরান্ গগনগমনান্, খচরান্ গন্ধর্ব্বান্ ॥১৭—২১॥ তথা তেষাং

রাজা! একদিকে চারিজনমাত্র পাণ্ডব, অপর দিকে সহস্র সহস্র বীর গন্ধর্ব্ব যুদ্ধে সম্মিলিত হইলেন; তাহা যেন অদ্ভুতের ন্যায় হইল ॥২১॥

গন্ধর্ব্বেরা পূর্ব্বে যেমন কর্ণ ও দুর্য্যোধনের রথ দুইখানাকে শত শত খণ্ডে ছেদন করিয়াছিল, তেমন পাণ্ডবদের রথ চারিখানাকেও ছেদন করিল ॥২২॥

রাজা! ক্রমে শত শত গন্ধর্ব্ব পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবিত হইল; তখন পাণ্ডবেরা অসংখ্য বাণবর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন ॥২৩॥

পাণ্ডবেরা বাণ বর্ষণ করিয়া গন্ধর্ব্বগণকে ব্যাপ্ত করিলে, গন্ধর্ব্বেরা কোন দিক্ হইতেই পাণ্ডবদের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিল না ॥২৪॥

তখন অর্জ্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অতি ক্রুদ্ধ গন্ধর্ব্বদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বর্গীয় মহাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥২৫॥

ক্রমে বলমত্ত অর্জ্জুন যুদ্ধে আগ্নেয় অস্ত্রদ্বারা সহস্র গন্ধর্ব্বের মধ্যে সহস্র গন্ধর্ব্বকেই যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥২৬॥

তথা ভীমো মহেষ্বাসঃ সংযুগে বলিনাং বরঃ।
গন্ধর্ব্বান্ শতশো রাজন্! জঘান নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥২৭॥
মাদ্রীপুত্রাবপি তথা যুধ্যমানৌ বলোৎকটৌ।
পরিগৃহ্যাগ্রতো রাজন্! জঘ্নতুঃ শতশঃ পরান্ ॥২৮॥
তে বধ্যমানা গন্ধর্ব্বা দিব্যৈরস্ত্রৈর্মহারথৈঃ।
উৎপেতুঃ খমুপাদায় ধৃতরাষ্ট্রসুতাংস্ততঃ ॥২৯॥
স তানুৎপতিতান্ দৃষ্ট্বা কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
মহতা শরজালেন সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ৎ ॥৩০॥
তে রুদ্ধাঃ শরজালেন শকুন্তা ইব পঞ্জরে।
ববর্ষুরর্জ্জুনং ক্রোধাদ্গদাশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ ॥৩১॥
গদাশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টীস্তা নিহত্য পরমাস্ত্রবিৎ।
গাত্রাণি চাহনদ্ভল্লৈর্গন্ধর্ব্বাণাং ধনঞ্জয়ঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। ইষূন্ বাণানস্যতি ক্ষিপত্যনেনেতি ইষ্বাসো ধনুঃ মহানিষ্বাসো যস্য সঃ ॥২৭॥
মাদ্রীতি। অগ্রতঃ গন্ধর্ব্বসেনায়াঃ সম্মুখভাগং পরিগৃহ্য ॥২৮॥
ত ইতি। মহারথৈঃ পাণ্ডবৈঃ। গন্ধর্ব্বাস্ততো ধৃতরাষ্ট্রসুতানুপাদায় খমুৎপেতুঃ ॥২৯॥
স ইতি। উৎপতিতান্ আকাশোত্থিতান্। সমন্তাৎ সর্ব্বাসু দিক্ষু ॥৩০॥
ত ইতি। তে গন্ধর্ব্বাঃ। শকুন্তাঃ পক্ষিণঃ। শক্ত্যৃষ্টী তদানীন্তনাবস্ত্রবিশেষৌ ॥৩১॥
গদেতি। অহনৎ অচ্ছিনৎ। বিকরণলোপাভাব আর্ষঃ ॥৩২॥

রাজা! মহাধনুর্দ্ধর ও বলিশ্রেষ্ঠ ভীমসেনও সেইরূপ নিশিত বাণসমূহদ্বারা যুদ্ধে শত শত গন্ধর্ব্বকে বধ করিলেন ॥২৭॥

এবং বলমত্ত নকুল-সহদেবও যুদ্ধ করিতে থাকিয়া গন্ধর্ব্বসৈন্যের সম্মুখভাগ গ্রহণ করিয়া শত শত শত্রু সংহার করিলেন ॥২৮॥

মহারথ পাণ্ডবেরা যখন দিব্য অস্ত্রসমূহদ্বারা গন্ধর্ব্বগণকে বধ করিতে লাগিলেন, তখন তাহারা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে লইয়া সে স্থান হইতে আকাশে উঠিল ॥২৯॥

তখন কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বগণকে আকাশে উত্থিত দেখিয়া বিশাল শরজাল-দ্বারা তাহাদিগকে সকল দিকে রুদ্ধ করিলেন ॥৩০॥

পক্ষিগণ যেমন পঞ্জরের ভিতরে রুদ্ধ হয়, তেমন গন্ধর্ব্বগণ অর্জ্জুনের শরজালের ভিতরে রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপরে গদা, শক্তি ও ঋষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥৩১॥

শিরোভিঃ প্রপতদ্ভিশ্চ চরণৈর্বাহুভিস্তথা।
অশ্মবৃষ্টিরিবাভাতি পরেষামভবদ্ভয়ম্ ॥৩৩॥
তে বধ্যমানা গন্ধর্ব্বাঃ পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
ভূমিষ্ঠমন্তরীক্ষস্থা শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥৩৪॥
তেষান্তু শরবর্ষাণি সব্যসাচী পরন্তপঃ।
অস্ত্রৈঃ সংবার্য্য তেজস্বী গন্ধর্ব্বান্ প্রত্যবিধ্যত ॥৩৫॥
স্থূণাকর্ণেন্দ্রজালঞ্চ সৌরঞ্চাপি তথার্জ্জুনঃ।
আগ্নেয়ঞ্চাপি সৌম্যঞ্চ সসর্জ্জ কুরুনন্দনঃ ॥৩৬॥
তে দহ্যমানা গন্ধর্ব্বাঃ কুন্তীপুত্রস্য সায়কৈঃ।
দৈতেয়া ইব শক্রেণ বিষাদমগমন্ পরম্ ॥৩৭॥
ঊর্দ্ধমাক্রমমাণাশ্চ শরজালেন বারিতাঃ।
বিসর্পমাণা ভল্লৈশ্চ বার্য্যন্তে সব্যসাচিনা ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

শিরোভিরিতি। অশ্মবৃষ্টিঃ প্রস্তরবৃষ্টিঃ। পরেষাং গন্ধর্ব্বাণাম্ ॥৩৩॥
ত ইতি। পাণ্ডবেন অর্জ্জুনেন। ভূমিষ্ঠমিত্যাদিনা গন্ধর্ব্বাণাং সুবিধা ব্যজ্যতে ॥৩৪॥
তেষামিতি। সব্যসাচী পূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যানাৎ করদ্বয়েনাপি অস্ত্রক্ষেপী ॥৩৫॥
স্থূণেতি। স্থূণাকর্ণমস্ত্রবিশেষঃ। সৌরম্ আগ্নেয়ং সৌম্যঞ্চাস্ত্রম্ ॥৩৬॥
ত ইতি। অগমন্ প্রাপ্নুবন্, পরম্ অত্যন্তম্ ॥৩৭॥
ঊর্দ্ধমিতি। আক্রমমাণা গচ্ছন্তঃ। বিসর্পমাণাঃ পার্শ্বয়োরপসরন্তঃ ॥৩৮॥

তখন মহাস্ত্রবিৎ অর্জ্জুন সেই গদা, শক্তি ও ঋষ্টিবৃষ্টি প্রতিহত করিয়া ভল্লদ্বারা গন্ধর্ব্বগণের অঙ্গ সকল ছেদন করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

সেই সময়ে গন্ধর্ব্বগণের মস্তক, চরণ ও বাহু পতিত হইতে থাকায় প্রস্তরবৃষ্টির ন্যায় প্রকাশ পাইল; তাহাতে গন্ধর্ব্বগণের ভয় উপস্থিত হইল ॥৩৩॥

মহাত্মা অর্জ্জুন ভূতলে থাকিয়া গন্ধর্ব্বগণকে বধ করিতে লাগিলেন; আর তাহারা আকাশে থাকিয়া তাঁহার উপরে শরবর্ষণ করিতে থাকিল ॥৩৪॥

তেজস্বী ও পরন্তপ অর্জ্জুন আপন অস্ত্রে গন্ধর্ব্বগণের অস্ত্র নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

এবং, অর্জ্জুন—স্থূণাকর্ণ, ইন্দ্রজাল, সৌর, আগ্নেয় ও সৌম্য অস্ত্র ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৬॥

পূর্ব্বকালে ইন্দ্রের বাণে দৈত্যগণ যেমন দগ্ধ হইতেছিল, সেইরূপ গন্ধর্ব্বগণ অর্জ্জুনের বাণে দগ্ধ হইতে থাকিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িল ॥৩৭॥

গন্ধর্ব্বাংস্ত্রাসিতান্ দৃষ্ট্বা কুন্তীপুত্রেণ ভারত ! ।
চিত্রসেনো গদাং গৃহ্য সব্যসাচিনমাদ্রবৎ ॥৩৯॥
তস্যাভিপততস্তূর্ণং গদাহস্তস্য সংযুগে ।
গদাং সর্ব্বায়সীং পার্থঃ শরৈশ্চিচ্ছেদ সপ্তধা ॥৪০॥
স গদাং বহুধা দৃষ্ট্বা কৃত্তাং বাণৈস্তরস্বিনা ।
সংবৃত্য বিদ্যয়াত্মানং যোধয়ামাস পাণ্ডবম্ ॥৪১॥
অস্ত্রাণি তস্য দিব্যানি সম্প্রযুক্তানি সর্ব্বশঃ ।
দিব্যৈরস্ত্রৈস্তদা বীরঃ পর্য্যবারয়দর্জ্জুনঃ ॥৪২॥
স বার্য্যমাণস্তৈর্বস্ত্রৈরর্জ্জুনেন মহাত্মনা ।
গন্ধর্ব্বরাজো বলবান্ মায়য়ান্তর্হিতস্তদা ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

গন্ধর্ব্বানিতি। চিত্রসেনো নাম গন্ধর্ব্বরাজঃ, গৃহ্য গৃহীত্বা ॥৩৯॥
তস্যেতি। সংযুগে যুদ্ধে। সর্ব্বায়সীং লৌহময়সর্ব্বাবয়বাম্ ॥৪০॥
স ইতি। কৃত্তাং ছিন্নাম্। তরস্বিনা বলবতা অর্জ্জুনেন। বিদ্যয়া অদর্শনশক্ত্যা ॥৪১॥
অস্ত্রাণীতি। সম্প্রযুক্তানি নিক্ষিপ্তানি। পর্য্যবারয়ৎ ন্যবারয়ৎ ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

চতুর্ণামপি রথান্ ছন্নান্, প্রচক্রিরে গন্ধর্ব্বাঃ ॥২২—৩৮॥ গৃহ্য গৃহীত্বা ॥৩৯—৪০॥ সংবৃত্যাচ্ছাদ্য, বিদ্যয়াঽদর্শনশক্ত্যা ॥৪১—৪৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৬॥

গন্ধর্ব্বেরা যখন উপরে উঠিবার চেষ্টা করে, তখন অর্জ্জুন শরজালদ্বারা বারণ করেন; আবার যখন পার্শ্বে সরিবার ইচ্ছা করে, অমনি অর্জ্জুন ভল্লদ্বারা রুদ্ধ করেন ॥৩৮॥

ভরতনন্দন! অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বদিগকে ভয়ার্ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহা দেখিয়া গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন গদা ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩৯॥

চিত্রসেন গদাহস্তে যুদ্ধে ধাবিত হইলে, অর্জ্জুন বাণদ্বারা তাঁহার সেই লৌহময়ী গদাটাকে সাত খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন ॥৪০॥

বলবান্ অর্জ্জুন বাণদ্বারা গদাটাকে সাত খণ্ডে ছেদন করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া চিত্রসেন বিদ্যাবলে আপনাকে আবৃত করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৪১॥

সেই অবস্থায় চিত্রসেন যে সকল দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, মহাবীর অর্জ্জুনও দিব্য অস্ত্রদ্বারাই সেগুলিকে নিবারণ করিলেন ॥৪২॥

অন্তর্হিতং তমালক্ষ্য প্রহরন্তমথার্জ্জুনঃ।
তাড়য়ামাস খচরৈর্দিব্যাস্ত্রপ্রতিমন্ত্রিতৈঃ ॥৪৪॥
অন্তর্দ্ধানবধঞ্চাস্য চক্রে ক্রুদ্ধোঽর্জ্জুনস্তদা।
শব্দবেধং সমাশ্রিত্য বহুরূপো ধনঞ্জয়ঃ ॥৪৫॥
স বধ্যমানস্তৈরস্ত্রৈরর্জ্জুনেন মহাত্মনা।
ততোঽস্য দর্শয়ামাস তদাত্মানং প্রিয়ঃ সখা।
চিত্রসেনস্তথোবাচ সখায়ং যুধি বিদ্ধি মাম্ ॥৪৬॥
চিত্রসেনমথালক্ষ্য সখায়ং যুধি দুর্ব্বলম্।
সংজহারাস্ত্রমথ তৎ প্রসৃষ্টং পাণ্ডবর্ষভঃ ॥৪৭॥
দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে সংহৃতাস্ত্রং ধনঞ্জয়ম্।
সংজহ্রুঃ প্রদ্রুতানশ্বান্ শরবেগান্ ধনূংষি চ ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। বার্য্যমাণো নিরুধ্যমানঃ। মায়য়া অদর্শনবিদ্যয়া ॥৪৩॥
অন্তরিতি। খচরৈর্বাণৈঃ, দিব্যাস্ত্রপ্রতিমন্ত্রিতৈঃ দিব্যাস্ত্রমন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতৈঃ ॥৪৪॥
অন্তরিতি। অন্তর্দ্ধানেঽপি বধোঽন্তর্দ্ধানবধস্তম্, চক্রে কর্ত্তুমিয়েষ। শব্দবেধং বাণম্ ॥৪৫॥
স ইতি। সখ্যঞ্চার্জ্জুনস্বর্গবাসকালে জাতম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৬॥
চিত্রেতি। প্রসৃষ্টং প্রসৃজ্যমানং নিক্ষিপ্যমাণমিত্যর্থঃ, পাণ্ডবর্ষভোঽর্জ্জুনঃ ॥৪৭॥

মহাত্মা অর্জ্জুন দিব্য অস্ত্রদ্বারা বারণ করিতে লাগিলে, তখন বলবান্ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন মায়াবলে অন্তর্হিত হইলেন ॥৪৩॥

তিনি অন্তর্হিত হইয়াও অর্জ্জুনকে প্রহার করিতে লাগিলেন; তখন অর্জ্জুন স্বর্গীয় অস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই বাণদ্বারা তাড়ন করিতে থাকিলেন ॥৪৪॥

অবস্থানুসারে নানাবিধ স্বভাবশালী ধনঞ্জয় অর্জ্জুন ক্রমে ক্রুদ্ধ হইয়া শব্দবেধ বাণ লইয়া অন্তর্হিত অবস্থাতেই চিত্রসেনকে বধ করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৪৫॥

মহাত্মা অর্জ্জুন সেই অস্ত্রদ্বারা চিত্রসেনকে বধ করিবার উদ্‌যোগ করিলে, অর্জ্জুনেরই প্রিয়সখা চিত্রসেন অর্জ্জুনকে আত্মদর্শন করাইলেন এবং বলিলেন—"সখে! যুদ্ধে আমাকে সখা বলিয়া ধারণা কর" ॥৪৬॥

সখা চিত্রসেনকে দেখিয়া এবং তিনি যুদ্ধে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন ইহা বুঝিয়া অর্জ্জুন সেই অস্ত্রের উপসংহার করিলেন ॥৪৭॥

চিত্রসেনশ্চ ভীমশ্চ সব্যসাচী যমাবপি।
পৃষ্ট্বা কৌশল্যমন্যোন্যং রথেষ্বেবাবতস্থিরে ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং গন্ধর্ব্বপরাভবে ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽর্জ্জুনশ্চিত্রসেনং প্রহসন্নিদমব্রবীৎ।
মধ্যে গন্ধর্ব্বসৈন্যানাং মহেষ্বাসো মহাদ্যুতিঃ ॥১॥
কিং তে ব্যবসিতং বীর! কৌরবাণাং বিনিগ্রহে।
কিমর্থঞ্চ সদারোঽয়ং নিগৃহীতঃ সুযোধনঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্ট্বেতি। প্রদ্রুতান্ ধাবিতান্, শরবেগান্ বেগবচ্ছরনিক্ষেপান্ ॥৪৮॥

চিত্রেতি। কৌশল্যং কুশলম্, চাতুর্বর্ণ্যমিত্যাদিবৎ স্বার্থে যণ্। পূর্ব্বমেব পাণ্ডবরথানাং গন্ধর্ব্বৈর্নাশিতত্বাৎ তেষাং রথান্তরগ্রহণং বেদিতব্যম্ ॥৪৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তত ইতি। মহেষ্বাসো মহাধনুর্দ্ধরঃ, মহাদ্যুতির্মহাতেজাঃ ॥১॥

কিমিতি। তে ত্বয়া, ব্যবসিতং প্রবৃত্তম্। নিগৃহীতো বদ্ধঃ ॥২॥

অর্জ্জুন অস্ত্রের উপসংহার করিলেন—ইহা দেখিয়া অপর পাণ্ডবেরা সকলেও ঘোড়াগুলিকে থামাইলেন এবং ধনু ও বাণ উপসংহৃত করিলেন ॥৪৮॥

তখন চিত্রসেন, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব পরস্পর মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া রথেই অবস্থান করিলেন ॥৪৯॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন কহিলেন—তাহার পর মহাধনুর্দ্ধর ও মহাতেজা অর্জ্জুন গন্ধর্ব্ব-সৈন্যগণের মধ্যেই হাসিতে হাসিতে চিত্রসেনকে এই কথা বলিলেন—॥১॥

(৪৯ ...পৃষ্ট্বা কৌশলম—নি।

* '...একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

চিত্রসেন উবাচ।

বিদিতোঽয়মভিপ্রায়স্তত্রস্থেন দুরাত্মনঃ।
দুর্য্যোধনস্য পাপস্য কর্ণস্য চ ধনঞ্জয়! ॥৩॥
বনস্থান্ ভবতো জ্ঞাত্বা ক্লিশ্যমাননাথবৎ।
ইমেঽবহসিতুং প্রাপ্তা দ্রৌপদীঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥৪॥
জ্ঞাত্বা চিকীর্ষিতঞ্চৈষাং মামুবাচ সুরেশ্বরঃ।
গচ্ছ দুর্য্যোধনং বদ্ধা সহামাত্যমিহানয় ॥৫॥
ধনঞ্জয়শ্চ তে রক্ষ্যঃ সহ ভ্রাতৃভিরাহবে।
স চ প্রিয়সখা তুভ্যং শিষ্যশ্চ তব পাণ্ডবঃ ॥৬॥
বচনাদ্দেবরাজস্য ততোঽস্মীহাগতো দ্রুতম্।
অয়ং দুরাত্মা বদ্ধশ্চ গমিষ্যামি সুরালয়ম্।
নেষ্যাম্যেনং দুরাত্মানং পাকশাসনশাসনাৎ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

বিদিত ইতি। বিদিতঃ চারমুখেনাবগতঃ। তত্রস্থেন স্বর্গস্থেনৈব সুরেশ্বরেণ ॥৩॥

অথ কোঽভিপ্রায় ইত্যাহ—বনস্থানিতি। অবহসিতুম্ অবজ্ঞয়া হসিতুম্ ॥৪॥

জ্ঞাত্বেতি। চিকীর্ষিতং কর্ত্তুমিষ্টম্, এষাং দুর্য্যোধনাদীনাম্ ॥৫॥

নন্থ দুর্য্যোধনবন্ধনপ্রবৃত্তৌ জ্ঞাতিত্বাদ্যদি পাণ্ডবাস্তৎপক্ষমবলম্বেরন্নিত্যাহ—ধনেতি। আহবে যুদ্ধে। তুভ্যং তব। শিষ্যো নৃত্যগীতাদৌ। সখ্যং শিষ্যত্বঞ্চার্জ্জুনস্বর্গবাসে প্রাগুক্তম্ ॥৬॥

"বীর! তুমি কি জন্য কৌরবগণের নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছ এবং কি জন্যই বা ভার্য্যাবর্গের সহিত দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়াছ?" ॥২॥

চিত্রসেন বলিলেন—"ধনঞ্জয়! দেবরাজ স্বর্গে থাকিয়াই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের ও পাপাত্মা কর্ণের এই অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছিলেন ॥৩॥

(যে,) তোমরা যশস্বিনী দ্রৌপদীর সহিত বনে থাকিয়া অনাথের ন্যায় কষ্ট পাইতেছ, ইহা জানিয়া ইহারা অবহাস (ঠাট্টা) করিবার জন্য দ্বৈতবনে আসিতেছে ॥৪॥

তখন দেবরাজ ইহাদের অভিপ্রেত বিষয় বুঝিয়া আমাকে বলিলেন—"যাও, মন্ত্রিগণের সহিত দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া এইস্থানে আনয়ন কর ॥৫॥

কিন্তু তুমি যুদ্ধের সময়ে ভ্রাতৃবর্গের সহিত অর্জ্জুনকে রক্ষা করিও। কারণ, অর্জ্জুন তোমার প্রিয়সখা ও শিষ্য" ॥৬॥

(৩)…তত্রস্থেন মহাত্মনা—পি। (৪) পূর্ব্বার্দ্ধাৎ পরম্ 'সমস্থো বিষমস্থাংস্তান্ দ্রক্ষ্যামীত্যনবস্থিতান্' ইত্যর্দ্ধমধিকং—বা ব কা নি।

অর্জ্জুন উবাচ।

উৎসৃজ্যতাং চিত্রসেন! ভ্রাতাঽস্মাকং সুযোধনঃ।
ধর্ম্মরাজস্য সন্দেশান্মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্ ॥৮॥

চিত্রসেন উবাচ।

পাপোঽয়ং নিত্যসংদুষ্টো ন বিমোক্ষণমর্হতি।
প্রলব্ধা ধর্ম্মরাজস্য কৃষ্ণায়াশ্চ ধনঞ্জয়! ॥৯॥
নেদং চিকীর্ষিতং ত্বস্য কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
জানাতি ধর্ম্মরাজো হি শ্রুত্বা কুরু যথেচ্ছসি ॥১০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে সর্ব্ব এব রাজানমভিজগ্মুর্যুধিষ্ঠিরম্।
অভিগম্য চ তৎ সর্ব্বং শশংসুস্তস্য চেষ্টিতম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

বচনাদিতি। পাকশাসনশাসনাৎ দেবরাজাদেশাৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭॥
উৎসৃজ্যতামিতি। ভ্রাতেত্যনেন সখ্যুর্ভ্রাতৃত্বাত্তবাপি ভ্রাতেতি সূচিতম্ ॥৮॥
পাপ ইতি। নিত্যসংদুষ্টঃ সর্ব্বদা দোষী। প্রবব্ধা বঞ্চয়িতা ॥৯॥
নেতি। অস্য দুর্য্যোধনস্য, চিকীর্ষিতম্ ইদং যুষ্মদবহসনং ন জানাতি ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

ততোঽর্জ্জুন ইতি ॥১—২॥ তত্রস্থেন ময়েতি শেষঃ ॥৩—৮॥ নিত্যং সন্তুষ্টো মত্ত ইত্যর্থঃ, সন্তুষ্টত্বাদ্ধর্ম্ম্য ইতি। "হৃষ্টো দৃপ্যতি দৃপ্তো ধর্ম্মমতিক্রামতি" ইত্যাপস্তম্বচনাৎ। প্রলব্ধা বঞ্চকঃ

আমি দেবরাজের সেই আদেশ অনুসারে এখানে আসিয়াছিলাম এবং এই দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে বন্ধনও করিয়াছি। এখন স্বর্গে যাইব এবং ইন্দ্রের আদেশেই ইহাকে সঙ্গে লইয়া যাইব" ॥৭॥

অর্জ্জুন বলিলেন—"চিত্রসেন! তুমি যদি আমার প্রীতিকর কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তবে ধর্ম্মরাজের আদেশে আমাদের ভ্রাতা দুর্য্যোধনকে ছাড়িয়া দাও" ॥৮॥

চিত্রসেন কহিলেন—"অর্জ্জুন! এই পাপাত্মা সর্ব্বদাই গুরুতর দোষে দোষী এবং ধর্ম্মরাজ ও দ্রৌপদীর প্রতারণাকারী; সুতরাং এ, মুক্তি পাইবার যোগ্য নহে ॥৯॥

তা'র পর, কুন্তীনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহার এই অভিপ্রেত বিষয় জানেন না; সুতরাং তাঁহার কথা শুনিয়া যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা কর" ॥১০॥

---

(৯) পাপোঽয়ং নিত্যসন্তুষ্টঃ—বা ব কা, পাপোঽয়ং নিত্যসংদৃপ্তঃ—পি।

অজাতশত্রুস্তচ্ছ্রুত্বা গন্ধর্ব্বস্য বচস্তদা।
মোক্ষয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ গন্ধর্ব্বান্ প্রশশংস চ ॥১২॥

যুধিষ্ঠির উবাচ। †

দিষ্ট্যা ভবদ্ভির্বলিভিঃ শক্তৈঃ সর্ব্বৈর্ন হিংসিতঃ।
দুর্বৃত্তো ধার্ত্তরাষ্ট্রোঽয়ং সামাত্যজ্ঞাতিবান্ধবঃ ॥১৩॥
উপকারো মহাংস্তাত! কৃতোঽয়ং মম খেচরৈঃ।
কুলং ন পরিভূতং মে মোক্ষণেঽস্য দুরাত্মনঃ ॥১৪॥
আজ্ঞাপয়ধ্বমিষ্টানি প্রীয়ামো দর্শনেন বঃ।
প্রাপ্য সর্ব্বানভিপ্রায়াংস্ততো ব্রজত মা চিরম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। তস্য দুর্য্যোধনস্য, চেষ্টিতং পাণ্ডবাবহাসাদিকমভিপ্রেতম্ ॥১১॥

অজাতেতি। অজাতশত্রুর্যুধিষ্ঠিরঃ। তান্ দুর্য্যোধনাদীন্ ॥১২॥

দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন। শক্তৈর্হিংসিতুং সমর্থৈরপি ॥১৩॥

উপেতি। হে তাত! বৎস! অর্জ্জুনসখত্বাত্তৎস্থানীয়তয়েদং সম্বোধনম্। খেচরৈর্গন্ধর্ব্বৈঃ। পরিভূতমপমানিতম্। মোক্ষণে কৃতে সতি, অস্য দুর্য্যোধনস্য ॥১৪॥

আজ্ঞাপয়ধ্বমিতি। ইষ্টানি অস্মৎকর্ত্তব্যানি। মা চিরং ন বিলম্বধ্বম্ ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর তাঁহারা সকলেই রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন এবং যাইয়া দুর্য্যোধনের সেই সমস্ত অভিপ্রেত বিষয়ই বলিলেন ॥১১॥

তখন যুধিষ্ঠির গন্ধর্ব্বরাজের সেই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধনপ্রভৃতি সকলকেই মুক্ত করাইয়া দিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণের প্রশংসা করিলেন ॥১২॥

তা'র পর যুধিষ্ঠির বলিলেন—"গন্ধর্ব্বগণ! আপনারা সকলেই বলবান এবং ইহাকে বধ করিতে সমর্থ ছিলেন, তথাপি ভাগ্যবশতই মন্ত্রী, জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গের সহিত এই দুর্বৃত্ত দুর্য্যোধনকে বধ করেন নাই ॥১৩॥

বৎস চিত্রসেন! গন্ধর্ব্বেরা এইটাই আমার গুরুতর উপকার করিয়াছেন যে, এই দুরাত্মাকে মুক্ত করিয়া দেওয়ায় আমার বংশের অপমান করেন নাই ॥১৪॥

আপনাদের দর্শনেই আমরা আনন্দিত হইয়াছি; এখন আপনাদের অভীষ্ট বিষয়ের আদেশ করুন; তাহার পর সমস্ত অভীষ্ট লাভ করিয়া গমন করুন, বিলম্ব করিবেন না" ॥১৫॥

---

† অয়ং পাঠঃ বা ব কা নি নাস্তি।

অনুজ্ঞাতাস্তু গন্ধর্ব্বাঃ পাণ্ডুপুত্রেণ ধীমতা।
সহাপ্সরোভিঃ সংহৃষ্টাশ্চিত্রসেনমুখা যযুঃ ॥১৬॥
দেবরাড়পি গন্ধর্ব্বান্ মৃতাংস্তান্ সমজীবয়ৎ।
দিব্যেনামৃতবর্ষেণ যে হতাঃ কৌরবৈর্যুধি ॥১৭॥
জ্ঞাতীংস্তানবমুচ্যাথ রাজদারাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
কৃত্বা চ দুষ্করং কর্ম্ম প্রীতিযুক্তাশ্চ পাণ্ডবাঃ ॥১৮॥
সস্ত্রীকুমারৈঃ কুরুভিঃ পূজ্যমানা মহারথাঃ।
বভ্রাজিরে মহাত্মানঃ ক্রতুমধ্যে যথাগ্নয়ঃ ॥১৯॥
ততো দুর্য্যোধনং মুক্তং ভ্রাতৃভিঃ সহিতং তদা।
যুধিষ্ঠিরস্তু প্রণয়াদিদং বচনমব্রবীৎ ॥২০॥
মাস্ম তাত! পুনঃ কার্ষীরীদৃশং সাহসং ক্বচিৎ।
ন হি সাহসকর্ত্তারঃ সুখমেধন্তি ভারত! ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

অন্বিতি। সংহৃষ্টাঃ কৌরবজয়েন পাণ্ডবানন্দজননেন চেতি ভাবঃ ॥১৬॥
দেবেতি। কৌরবাণাং ক্ষতিস্তু যথাতথমেব স্থিতেত্যাশয়ঃ ॥১৭॥
জ্ঞাতীনিতি। দুষ্করং গন্ধর্ব্বজয়রূপম্, প্রীতিযুক্তা অভবন্ ॥১৮॥
সেতি। মহারথাঃ পাণ্ডবাঃ। বভ্রাজিরে শুশুভিরে ॥১৯॥
তত ইতি। প্রণয়াৎ সৌহার্দ্দাৎ। ইদমেব যুধিষ্ঠিরমাহাত্ম্যম্ ॥২০॥
মাস্মেতি। সুখমনায়াসং যথা স্যাত্তথা, এধন্তি এধন্তে উন্নতিভাজো ভবন্তি ॥২১॥

বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির অনুমতি করিলে, চিত্রসেনপ্রভৃতি গন্ধর্ব্বেরা আনন্দিত হইয়া অপ্সরাদের সহিত চলিয়া গেলেন ॥১৬॥

ওদিকে কৌরবেরা যুদ্ধে যাহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন, সেই মৃত গন্ধর্ব্বদিগকে ইন্দ্র দিব্য অমৃত বর্ষণ করিয়া সঞ্জীবিত করিলেন ॥১৭॥

এদিকে পাণ্ডবেরা দুষ্কর কার্য্য করিয়া সমস্ত জ্ঞাতি ও রাজভার্য্যাগণকে মুক্ত করিতে পারায় বিশেষ আনন্দিত হইলেন ॥১৮॥

এবং কৌরবেরা স্ত্রী ও কুমারগণের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের গৌরব করিতে লাগিলে, তাঁহারা যজ্ঞীয় অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৯॥

তাহার পর যুধিষ্ঠির প্রণয়বশতঃ ভ্রাতৃগণের সহিত মুক্ত দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন—॥২০॥

"বৎস ভরতনন্দন! তুমি আর কখনও এরূপ সাহস করিও না। কারণ, সাহসকারী লোকেরা অনায়াসে উন্নতি লাভ করিতে পারে না ॥২১॥

(২০)…ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তদা—বা ব কা নি।

স্বস্তিমান্ সহিতঃ সর্ব্বৈর্ভ্রাতৃভিঃ কুরুনন্দন!।
গৃহান্ ব্রজ যথাকামং বৈমনস্যঞ্চ মা কৃথাঃ ॥২২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পাণ্ডবেনাভ্যনুজ্ঞাতো রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
অভিবাদ্য ধর্ম্মপুত্রং গতেন্দ্রিয় ইবাতুরঃ।
বিদীর্য্যমাণো ব্রীড়াবান্ জগাম নগরং প্রতি ॥২৩॥
তস্মিন্ গতে কৌরবেয়ে কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ ॥২৪॥
তপোধনৈশ্চ তৈঃ সর্ব্বৈর্বৃতঃ শক্র ইবামরৈঃ।
তথা দ্বৈতবনে তস্মিন্ বিজহার মুদা যুতঃ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং দুর্য্যোধনাদিমোক্ষণে সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

স্বস্তীতি। স্বস্তিমান্ মঙ্গলবান্। বৈমনস্যম্ এতৎপরাজয়াদিনিবন্ধনং দুঃখম্ ॥২২॥
পাণ্ডবেনেতি। গতেন্দ্রিয়ো নষ্টপুরুষত্বঃ। বিদীর্য্যমাণো দুঃখেন। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৩॥
তস্মিন্নিতি। পূজ্যমান ঔদার্য্যাতিশয়াদিত্যাশয়ঃ। মুদা আনন্দেন ॥২৪—২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৯॥ ইদং মদুক্তং বিষমস্থো বিষমস্থাংস্তান্ দ্রক্ষ্যামীতি ॥১০—১৪॥ ইষ্টানি বস্ত্রালঙ্কারাদীন্যা-জ্ঞাপয়ধ্বং ভবদর্থং নান্যো নেষ্যতীতি ॥১৫—২০॥ সুখং সুখেন, এধন্তি এধন্তে বর্দ্ধন্তে ॥২১॥ বৈমনস্যং বৈরম্, কেনচিৎ সহ মা কৃথাঃ মা কুরু ॥২২—২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৭॥

কুরুনন্দন! তুমি এখন সকল ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া ইচ্ছানুসারে ও কুশলে গৃহে গমন কর; এজন্য দুঃখ করিও না" ॥২২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন - যুধিষ্ঠির অনুমতি করিলে, রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে নমস্কার করিয়া নষ্টপুরুষত্বের ন্যায় আর্ত্ত, লজ্জিত ও দুঃখে যেন বিদীর্ণ হইতে থাকিয়া হস্তিনার দিকে প্রস্থান করিলেন ॥২৩॥

দুর্য্যোধন প্রস্থান করিলে, ব্রাহ্মণেরা ভ্রাতাদের সহিত কুন্তীনন্দন বীর

* '...একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

জনমেজয় উবাচ।

শক্রভির্জিতবদ্ধস্য পাণ্ডবৈশ্চ মহাত্মভিঃ।
মোক্ষিতস্য যুধা পশ্চান্মানিনঃ সুদুরাত্মনঃ ॥১॥
কত্থনস্যাবলিপ্তস্য গর্ব্বিতস্য চ নিত্যশঃ।
সদা চ পৌরুষৌদার্য্যৈঃ পাণ্ডবানবমন্যতঃ ॥২॥
দুর্য্যোধনস্য পাপস্য নিত্যাহঙ্কারবাদিনঃ।
প্রবেশো হাস্তিনপুরে দুষ্করঃ প্রতিভাতি মে ॥৩॥ (বিশেষকম্)
তস্য লজ্জান্বিতস্যৈব শোকব্যাকুলচেতসঃ।
প্রবেশং বিস্তরেণ ত্বং বৈশম্পায়ন! কীর্ত্তয় ॥৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধর্ম্মরাজনিসৃষ্টস্তু ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ সুযোধনঃ।
লজ্জয়াধোমুখঃ সীদন্নপাসর্পৎ সুদুঃখিতঃ ॥৫॥

ভাবতকৌমুদী

শক্রভিরিতি। শক্রভির্গন্ধর্ব্বৈঃ, আদৌ জিতঃ পশ্চাদ্বদ্ধস্তস্য। কত্থনস্য আত্মশ্লাঘাকারিণঃ, অবলিপ্তস্য পাপসংসৃষ্টস্য। প্রতিভাতি বুদ্ধিবিষয়ো ভবতি ॥১—৩॥

তস্যেতি। শোকঃ অতীবগৌরবস্মরণং তেন ব্যাকুলং চেতো যস্য তস্য ॥৪॥

যুধিষ্ঠিরের সম্মান করিতে থাকিলেন; এই অবস্থায় যুধিষ্ঠির—দেবগণে পরিবেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায় সকল তপস্বিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই দ্বৈতবনে আনন্দে বিহার করিতে লাগিলেন ॥২৭—২৫॥

—ঃ*ঃ—

জনমেজয় বলিলেন—"দুর্য্যোধন অভিমানী, অতিদুরাত্মা, আত্মশ্লাঘানিরত, পাপলিপ্ত, সর্ব্বদা গর্ব্বিত, সর্ব্বদা পুরুষকার ও উদারতা দেখাইয়া পাণ্ডবগণের অবমাননাকারী, পাপমতি ও সর্ব্বদা অহঙ্কারী ছিলেন; অথচ তাঁহাকেই গন্ধর্ব্বেরা প্রথমে জয় করিয়া বন্ধন করিয়াছিল; পরে আবার মহাত্মা পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করিয়া মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন; এ অবস্থায় তাঁহার হস্তিনানগরে প্রবেশ করা দুষ্কর হইয়াছিল বলিয়াই আমার ধারণা হইতেছে ॥১—৩॥

অতএব মহর্ষি বৈশম্পায়ন! সেই লজ্জিত ও শোকাকুলচিত্ত দুর্য্যোধনের হস্তিনাপ্রবেশটাই আপনি বিস্তরক্রমে বলুন" ॥৪॥

স্বপুরং প্রযযৌ রাজা চতুরঙ্গবলানুগঃ।
শোকোপহতয়া বুদ্ধ্যা চিন্তয়ানঃ পরাভবম্ ॥৬॥
বিমুচ্য পথি যানানি দেশে সুযবসোদকে।
সন্নিবিষ্টঃ শুভে রম্যে ভূমিভাগে যথেপ্সিতম্।
হস্ত্যশ্বরথপাদাতং যথাস্থানং ন্যবেশয়ৎ ॥৭॥
অথোপবিষ্টং রাজানং পর্য্যঙ্কে জ্বলনপ্রভে।
উপপ্লুতং যথা সোমং রাহুণা রাত্রিসংক্ষয়ে।
উপগম্যাব্রবীৎ কর্ণো দুর্য্যোধনমিদং তদা ॥৮॥
দিষ্ট্যা জীবসি গান্ধারে! দিষ্ট্যা নঃ সঙ্গমঃ পুনঃ।
দিষ্ট্যা ত্বয়া জিতাশ্চৈব গন্ধর্ব্বাঃ কামরূপিণঃ ॥৯॥
দিষ্ট্যা সমগ্রান্ পশ্যামি ভ্রাতৄংস্তে কুরুনন্দন!।
বিজিগীষূন্ রণে যুক্তান্ নির্জ্জিতারীন্ মহারথান্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

ধর্ম্মেতি। ধর্ম্মরাজেন নিসৃষ্টস্ত্যক্তঃ। উপাসর্পৎ পন্থানমগচ্ছৎ ॥৫॥
স্বেতি। চতুরঙ্গবলস্য অনুগঃ পশ্চাদ্গামী, লজ্জয়ৈবেতি ভাবঃ ॥৬॥
বিমুচ্যেতি। শোভনানি যবসা ঘাসা উদকানি চ যত্র তস্মিন্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭॥
অথেতি। জ্বলনপ্রভে অগ্নিবদুজ্জ্বলে। উপপ্লুতং গ্রস্তম্। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৮॥
দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন। হে গান্ধারে! পূর্ব্ববদণ্প্রত্যয়াদ্গান্ধারীপুত্র! ॥৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির বিদায় করিলে পর ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধন লজ্জায় অধোবদন, অবসন্ন ও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥৫॥

তিনি শোকাকুলচিত্তে পরাভবের বিষয় চিন্তা করিতে থাকিয়া চতুরঙ্গসৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া আপন নগরে যাইতে লাগিলেন ॥৬॥

তাহার পর তিনি পথে যান-বাহন পরিত্যাগ করিয়া ঘাস ও জলপূর্ণস্থানে থাকিয়া নিরুপদ্রব ও মনোহর ভূমিতে যথাস্থানে ইচ্ছানুসারে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সকল স্থাপন করিলেন ॥৭॥

তদনন্তর রাত্রিশেষে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় (মলিন বদন) রাজা দুর্য্যোধন অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল পর্য্যঙ্কের উপরে উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময়ে কর্ণ উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন—॥৮॥

"গান্ধারীনন্দন! ভাগ্যবশতঃ তুমি জীবিত রহিয়াছ, ভাগ্যবশতঃ পুনরায় আমাদের সম্মেলন হইল এবং ভাগ্যবশতই তুমি কামরূপী গন্ধর্ব্বগণকে জয় করিয়াছ ॥৯॥

অহং ত্বভিদ্রুতঃ সর্ব্বৈর্গন্ধর্ব্বৈঃ পশ্যতস্তব।
নাশক্নুবং স্থাপয়িতুং দীর্য্যমাণাঞ্চ বাহিনীম্।
শরক্ষতাঙ্গশ্চ ভৃশং ব্যপযাতোঽতিপীড়িতঃ ॥১১॥
ইদং ত্বত্যদ্ভুতং মন্যে যদ্‌যুষ্মানিহ ভারত!।
অরিষ্টানক্ষতাংশ্চাপি সদারবলবাহনান্।
বিমুক্তান্ সম্প্রপশ্যামি যুদ্ধাত্তস্মাদমানুষাৎ ॥১২॥
নৈতস্য কর্ত্তা লোকেঽস্মিন্ পুমান্ বিদ্যতি ভারত!।
যৎ কৃতং তে মহারাজ! সহ ভ্রাতৃভিরাহবে ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু কর্ণেন রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
উবাচাবাক্‌শিরা রাজন্! বাষ্পগদ্‌গদয়া গিরা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

দিষ্ট্যেতি। সমগ্রান্ সর্ব্বানেব। রণে যুক্তান্ প্রবৃত্তান্ ॥১০॥
অহমিতি; অভিদ্রুতঃ অনুসৃতঃ। দীর্য্যমাণাং ভজ্যমানাম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥
ইদমিতি। অরিষ্টান্ নির্ব্বিঘ্নান্। বিমুক্তান্ নির্গতান্। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১২॥
নেতি। এতস্য এতাদৃশস্য যুদ্ধস্য। পুমান্ ত্বদন্যঃ। তে ত্বয়া ॥১৩॥

জয় করিয়াছেন; এই অবস্থায় আমি ভাগ্যবশতই তাঁহাদের সকলকে দেখিতেছি ॥১০॥

কিন্তু রাজা! তোমার সাক্ষাতেই তোমার সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়াছিল, তাহার পর আমি তাহাদিগকে স্থাপন করিতে পারি নাই এবং গন্ধর্ব্বেরা সকলেই আমার পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিল, আমিও শত্রুর শরে অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ এবং অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলাম; এই সকল কারণে আমি পলায়ন করিয়াছিলাম ॥১১॥

কিন্তু ভরতনন্দন! আমি এইটাকেই অত্যন্ত আশ্চর্য্য মনে করিতেছি যে, তোমরা বল, বাহন ও ভার্য্যাদের সহিত সেই অলৌকিক যুদ্ধ হইতে নির্ব্বিঘ্নে ও অক্ষতদেহে মুক্ত হইতে পারিয়াছ, তাহাই আমি দেখিতেছি ॥১২॥

ভরতনন্দন মহারাজ! তুমি ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধে যে কার্য্য করিয়াছ, এরূপ কার্য্য করে এমন লোক এই জগতে আর কেহ নাই" ॥১৩॥

---

(১৪) উবাচ চাঙ্গরাজানম্—বা ব কা, উবাচাধঃশিরা বাক্যম্—পি। ইতঃ পরম্ '...দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

দুর্য্যোধন উবাচ।

অজানতস্তে রাধেয়! নাভ্যসূয়ামি তে বচঃ।
জানাসি ত্বং জিতান্ শত্রূন্ গন্ধর্ব্বাংস্তেজসা ময়া ॥১৫॥
আযোধিতাস্তু গন্ধর্ব্বাঃ সুচিরং সোদরৈর্মম।
ময়া সহ মহাবাহো! কৃতশ্চোভয়তঃ ক্ষয়ঃ ॥১৬॥
মায়াধিকাস্ত্বযুধ্যন্ত যদা শূরা বিয়দ্গতাঃ।
তদা নো ন সমং যুদ্ধমভবৎ খেচরৈঃ সহ ॥১৭॥
পরাজয়ঞ্চ প্রাপ্তাঃ স্মো রণে বন্ধনমেব চ।
সভৃত্যামাত্যপুত্রাশ্চ সদারবলবাহনাঃ।
উচ্চৈরাকাশমার্গেণ হ্রিয়ামস্তৈঃ সুদুঃখিতাঃ ॥ ৮॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। অবাক্‌শিরা লজ্জাদুঃখাভ্যতিশয়াদধোবদনঃ ॥১৪॥
অজানত ইতি। নাভ্যসূয়ামি ন দূষয়ামি। তেজসা বলেন ॥১৫॥
আযোধিতা ইতি। উভয়তঃ গন্ধর্ব্বসৈন্যানামুভয়পার্শ্বয়োঃ ॥১৬॥
মায়েতি। নঃ অস্মাকম্। সমং যুদ্ধং নাভবৎ, ভূতলস্থানামসুবিধাধিক্যাৎ ॥১৭॥
পরেতি। স্মো বয়ম্। হ্রিয়ামঃ হ্রিয়ামহে। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

শত্রুভিরিতি ॥১॥ কথনস্যাত্মস্তুতিপরস্য, অবলিপ্তস্য পাপাশয়স্য, গর্ব্বিতস্যাত্যভিমানিনঃ অতএব পাণ্ডবানবমন্যতঃ ॥২॥ অহঙ্কারং গর্ব্বং বদতীতি তথা ॥৩—১৪॥ নাভ্যসূয়ামি

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! কর্ণ এইরূপ বলিলে, তখন রাজা দুর্য্যোধন অধোবদন হইয়া বাষ্পগদ্‌গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥১৪॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—"কর্ণ! তুমি যথার্থ ঘটনা জান না বলিয়া তোমার কথায় আমি দোষ দিতেছি না। তুমি ত ধারণা করিয়াছ যে, আমিই বলপূর্ব্বক শত্রু গন্ধর্ব্বগণকে জয় করিয়াছি ॥১৫॥

কিন্তু মহাবাহু! আমার ভ্রাতারা আমার সহিত মিলিত হইয়া গন্ধর্ব্বদের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং গন্ধর্ব্বসৈন্যের দুই পার্শ্বের ক্ষয়ও করিয়াছিলেন ॥১৬॥

তাহার পর অত্যন্ত মায়াবী ও বীর গন্ধর্ব্বেরা যখন আকাশে উঠিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, তখন সেই আকাশচারীদের সহিত ভূতলচারী আমাদের সমান যুদ্ধ হইতে লাগিল না ॥১৭॥

ক্রমে আমরা পরাজিত হইলাম এবং বল, বাহন, ভৃত্য, অমাত্য, স্ত্রী ও

---

(১৫)…নাভ্যসূয়াম্যহং বচঃ—বা ব কা।

অথ নঃ সৈনিকাঃ কেচিদমাত্যাশ্চ মহারথাঃ।
উপগম্যাব্রুবন্ দীনাঃ পাণ্ডবান্ শরণপ্রদান্ ॥১৯॥
এষ দুর্য্যোধনো রাজা ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ সহানুজঃ।
সামাত্যদারো হ্রিয়তে গন্ধর্ব্বৈর্দিবমাশ্রিতৈঃ ॥২০॥
তং মোক্ষয়ত ভদ্রং বঃ সহদারং নরাধিপম্।
পরামর্শো মা ভবিষ্যৎ কুরুদারেষু সর্ব্বশঃ ॥২১॥
এবমুক্তে তু ধর্ম্মাত্মা জ্যেষ্ঠঃ পাণ্ডুসুতস্তদা।
প্রসাদ্য পাণ্ডবান্ সর্ব্বান্ আজ্ঞাপয়ত মোক্ষণে ॥২২॥
অথাগম্য তমুদ্দেশং পাণ্ডবাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
সান্ত্বপূর্ব্বমযাচন্ত শক্তাঃ সন্তো মহারথাঃ ॥২৩॥
যদা চাস্মান্ ন মুমুচুর্গন্ধর্ব্বাঃ সান্ত্বিতা অপি।
ততোঽর্জ্জুনশ্চ ভীমশ্চ যমজৌ চ বলোৎকটৌ।
মুমুচুঃ শরবর্ষাণি গন্ধর্ব্বান্ প্রত্যনেকশঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। দীনাঃ কাতরাঃ সন্তঃ। শরণপ্রদান্ শরণাগতাশ্রয়দাতৄন্ ॥১৯॥
কিমব্রুবন্নিত্যাহ—এষ ইতি। দিবমাকাশম্ ॥২০॥
তমিতি। পরামর্শো ধর্ষণম্, মা ভবিষ্যৎ মা ভূৎ ॥২১॥
এবমিতি। প্রসাদ্য অনুনীয়। মোক্ষণে অস্মাকমিতি শেষঃ ॥২২॥
অথেতি। উদ্দেশং স্থানম্। অযাচন্ত অস্মাকং মোচনম্। শক্তাঃ সমর্থাঃ ॥২৩॥

পুত্রগণের সহিত বদ্ধ হইলাম; পরে সেই দারুণ দুঃখিত অবস্থায় গন্ধর্ব্বেরা আমাদিগকে উচ্চ আকাশপথ দিয়া হরণ করিয়া লইয়া চলিল ॥১৮॥

তাহার পর আমাদের কতকগুলি সৈন্য ও কতিপয় মহারথ মন্ত্রী যাইয়া কাতর হইয়া শরণাগতরক্ষক পাণ্ডবগণকে বলিলেন—॥১৯॥

"ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্য্যোধনকে ভ্রাতা, মন্ত্রী ও ভার্য্যাদের সহিত গন্ধর্ব্বেরা আকাশপথ দিয়া এই হরণ করিয়া নিয়া যাইতেছে ॥২০॥

অতএব আপনারা ভার্য্যাদের সহিত সেই রাজাকে মুক্ত করুন, আপনাদের মঙ্গল হইবে এবং কুরুকুলবধূগণেরও সর্ব্বপ্রকারে ধর্ষণ হইবে না" ॥২১॥

তাঁহারা এইরূপ বলিলে, তখনই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সমস্ত পাণ্ডবকে প্রসন্ন করিয়া আমাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য আদেশ করিলেন ॥২২॥

তাহার পর পুরুষশ্রেষ্ঠ ও মহারথ পাণ্ডবেরা সেই স্থানে আসিয়া শক্তিশালী হইয়াও গন্ধর্ব্বগণের নিকটে মধুরবাক্যে আমাদের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন ॥২৩॥

অথ সর্ব্বে রণং মুক্ত্বা প্রযাতাঃ খেচরা দিবম্।
অস্মানেবাভিকর্ষন্তো দীনান্ মুদিতমানসাঃ ॥২৫॥
ততঃ সমন্তাৎ পশ্যামঃ শরজালেন বেষ্টিতম্।
অমানুষাণি চাস্ত্রাণি প্রমুঞ্চন্তং ধনঞ্জয়ম্ ॥২৬॥
সমাবৃতা দিশো দৃষ্ট্বা পাণ্ডবেন শিতৈঃ শরৈঃ।
ধনঞ্জয়সখাত্মানং দর্শয়ামাস বৈ তদা ॥২৭॥
চিত্রসেনঃ পাণ্ডবেন সমাশ্লিষ্য পরস্পরম্।
কুশলং পরিপপ্রচ্ছ তৈঃ পৃষ্টশ্চাপ্যনাময়ম্ ॥২৮॥
তে সমেত্য তথান্যোন্যং সন্নাহান্ বিপ্রমুচ্য চ।
একীভূতাস্ততো বীরা গন্ধর্ব্বাঃ সহ পাণ্ডবৈঃ।
অপূজয়েতামন্যোন্যং চিত্রসেনধনঞ্জয়ৌ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

যদেতি। যমজৌ নকুলসহদেবৌ, বলেন উৎকটৌ মত্তৌ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৪॥
অথেতি। মুক্ত্বা বিহায়, খেচরা গন্ধর্ব্বাঃ। দীনান্ কাতরান্ ॥২৫॥
তত ইতি। সমন্তাৎ সর্ব্বং দিঙ্মণ্ডলম্। প্রমুঞ্চন্তং গন্ধর্ব্বান্ প্রতি নিক্ষিপন্তম্ ॥২৬॥
সমিতি। পাণ্ডবেন অর্জ্জুনেন। ধনঞ্জয়ঃ সখা যস্য স চিত্রসেনঃ ॥২৭॥
চিত্রেতি। তৈঃ পাণ্ডবৈশ্চ চিত্রসেনোঽপি অনাময়মারোগ্যং পৃষ্টঃ ॥২৮॥

যখন অনুনীত হইয়াও গন্ধর্ব্বেরা আমাদিগকে মুক্ত করিল না, তখন ভীম, অর্জ্জুন এবং বলমত্ত নকুল ও সহদেব গন্ধর্ব্বগণের প্রতি অনেক বাণবর্ষণ করিলেন ॥২৪॥

তাহার পর হৃষ্টচিত্ত গন্ধর্ব্বেরা সকলেই যুদ্ধ না করিয়া দীনমূর্ত্তি আমাদিগকেই আকর্ষণ করিতে থাকিয়া আকাশপথ দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল ॥২৫॥

কর্ণ! তাহার পর দেখিলাম—সমস্ত দিক্ শরজালে বেষ্টিত হইয়াছে এবং অর্জ্জুন অলৌকিক অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতেছেন। ॥২৬॥

অর্জ্জুন নিশিত বাণদ্বারা সমস্ত দিক্ আবৃত করিয়া ফেলিয়াছেন দেখিয়া তখন তাঁহার সখা চিত্রসেন দেখা দিলেন ॥২৭॥

ক্রমে চিত্রসেন অর্জ্জুনের সহিত পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন; পাণ্ডবেরাও চিত্রসেনের নিকট তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রশ্ন করিলেন ॥২৮॥

---

(২৯) শ্লোকাৎ পরম্ '...ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...একোনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

চিত্রসেনং সমাগম্য প্রহসন্নর্জ্জুনস্তদা।
ইদং বচনমক্লীবমব্রবীৎ পরবীরহা ॥৩০॥
ভ্রাতৄনর্হসি মে বীর! মোক্তুং গন্ধর্ব্বসত্তম!।
অনর্হধর্ষণা হীমে জীবমানেষু পাণ্ডুষু ॥৩১॥
এবমুক্তস্তু গন্ধর্ব্বঃ পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
উবাচ যৎ কর্ণ। বয়ং মন্ত্রযন্তো বিনির্গতাঃ।
দ্রষ্টাবঃ স্ম সুখাদ্ধীনান্ সদাবান্ পাণ্ডবানিতি ॥৩২॥
তস্মিন্নুচার্য্যমাণে তু গন্ধর্ব্বেণ বচস্যথ।
ভূমের্বিবরমন্বৈচ্ছং প্রবেষ্টুং ব্রীড়য়ান্বিতঃ ॥৩৩॥
যুধিষ্ঠিরমথাগম্য গন্ধর্ব্বাঃ সহ পাণ্ডবৈঃ।
অস্মদ্দুর্মন্ত্রিতং তস্মৈ বদ্ধাংশ্চাস্মান্ ন্যবেদয়ন্ ॥৩৪॥

ভাবতকৌমুদী

ত ইতি। সমেত্য মিলিত্বা, সন্নাহান্ যুদ্ধসজ্জাঃ, বিপ্রমুচ্য বিহায। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৯॥
চিত্রেতি। অক্লীবম্ অকাতবং যথা স্যাত্তথা। পরবীরহা শত্রুবীবহন্তা ॥৩০॥
ভ্রাতৄনিতি। অনর্হম্ অযোগ্যং ধর্ষণং বলাদ্গ্রহণং যেষাং তে ॥৩১॥
এবমিতি। বিনির্গতা হস্তিনাতঃ। সুখাদ্ধীনান্ দুঃখিতান্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩২॥
তস্মিন্নিতি। অন্বৈচ্ছম্ হৃষ্টবানহম, অস্মাকং গুপ্তাভিপ্রাযপ্রকাশাদিতি ভাবঃ ॥৩৩॥
যুধীতি। অস্মাকং দুর্মন্ত্রিতং কুমন্ত্রণাপূর্ব্বকদ্বৈতবনাগমনম্ ॥৩৪॥

তাহাব পর সেই মহাবীর গন্ধর্ব্বেবা পবস্পর মিলিত হইয়া যুদ্ধসজ্জা পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদেব সহিত এক হইয়া গেল। পরে চিত্রসেন ও অর্জ্জুন পরস্পর পরস্পবেব গৌবব কবিলেন ॥২৯॥

তখন শত্রুবীরহন্তা অর্জ্জুন নিকটে যাইয়া হাসিতে হাসিতে অকাতরভাবে চিত্রসেনকে এই কথা বলিলেন—॥৩০॥

"বীর গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার ভ্রাতৃগণকে মুক্ত করিয়া দাও। কারণ, পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিতে বলপূর্ব্বক ইঁহাদের গ্রহণ হইতে পারিবে না" ॥৩১॥

কর্ণ! মহাত্মা অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে, 'দ্রৌপদীর সহিত দুঃখিত পাণ্ডবগণকে দেখিব' এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া আমরা যে হস্তিনা হইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছি, সেই কথা চিত্রসেন বলিলেন ॥৩২॥

চিত্রসেন সেই কথা বলিতে লাগিলে, লজ্জায় ভূগর্ভে আমার প্রবেশ করিবার ইচ্ছা হইতেছিল ॥৩৩॥

তাহার পর গন্ধর্ব্বেরা পাণ্ডবদের সহিত মিলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট

স্ত্রীসমক্ষমহং দীনো বদ্ধঃ শত্রুবশং গতঃ।
যুধিষ্ঠিরস্যোপহৃতঃ কিন্নু দুঃখমতঃ পরম্ ॥৩৫॥
যে মে নিরাকৃতা নিত্যং রিপুর্যেষামহং সদা।
তৈর্মোক্ষিতোঽহং দুর্বুদ্ধির্দত্তং তৈরেব জীবিতম্ ॥৩৬॥
প্রাপ্তঃ স্যাং যদ্যহং বীর! বধং তস্মিন্ মহারণে।
শ্রেয়স্তদ্ভবিতা মহ্যং নৈবম্ভূতস্য জীবিতম্ ॥৩৭॥
ভবেদ্‌যশঃ পৃথিব্যাং মে খ্যাতং গন্ধর্ব্বতো বধাৎ।
প্রাপ্তাশ্চ পুণ্যলোকাঃ স্যুর্মহেন্দ্রসদনেঽক্ষয়াঃ ॥৩৮॥
যত্ত্বদ্য মে ব্যবসিতং তচ্ছৃণুধ্বং নরর্ষভাঃ!।
ইহ প্রায়মুপাসিষ্যে যূয়ং ব্রজত বৈ গৃহান্।
ভ্রাতরশ্চৈব মে সর্ব্বে যান্ত্বদ্য স্বপুরং প্রতি ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

স্ত্রীতি। দীনঃ কাতরীভূতঃ। উপহৃতো গন্ধর্ব্বৈঃ ॥৩৫॥

য ইতি। মে ময়া, নিরাকৃতা অপমানিতাঃ। জীবিতং জীবনম্ ॥৩৬॥

প্রাপ্ত ইতি। মহ্যং মম। এবম্ভূতস্য ঈদৃশদুঃখান্বিতস্য, জীবিতং ন শ্রেয়ঃ ॥৩৭॥

ভবেদিতি। প্রাপ্তা ময়েতি শেষঃ। মহেন্দ্রস্য সদনং যত্র তস্মিন্ স্বর্গে ॥৩৮॥

যদিতি। ব্যবসিতমভিপ্রেতম্। প্রায়মনশনম্, উপ লক্ষ্যীকৃত্য আশ্রিত্যেত্যর্থঃ, আসিষ্যে স্থাস্যামি। "প্রায়ঃ পুমাননশনে মৃত্যৌ বাহুল্যতুল্যয়োঃ" ইতি মেদিনী। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৯॥

যাইয়া আমাদের কুমন্ত্রণার বিষয় এবং আমাদের বন্ধনের বিষয় যুধিষ্ঠিরকে জানাইল ॥৩৪॥

আমি স্ত্রীলোকদের সমক্ষে কাতর, বদ্ধ এবং শত্রুদের বশীভূত হইলাম; তাহার পর শত্রুরাই নিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে আমাকে উপহার দিল; ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে! ॥৩৫॥

আমি দুর্বুদ্ধিবশতঃ সর্ব্বদাই যাহাদের অপমান করিয়াছি এবং সর্ব্বদাই যাহাদের শত্রু, তাহারাই আমাকে মুক্তি করিল এবং তাহারাই আমার জীবন দান করিল! ॥৩৬॥

বীর কর্ণ! আমি যদি সেই মহাযুদ্ধে নিহত হইতাম, তবে আমার পক্ষে ভাল হইত; কিন্তু এ অবস্থায় আমার জীবিত থাকা ভাল হয় নাই ॥৩৭॥

কেন না, গন্ধর্ব্বদের হাতে আমার মৃত্যু হইলে আমার যশ পৃথিবীতে বিখ্যাত হইত এবং আমি স্বর্গলোকে অক্ষয় পুণ্যস্থান লাভ করিতাম ॥৩৮॥

(৩৯) ইহ প্রায়মুপাশিষ্যে—বা ব কা পি।

কর্ণপ্রভৃতয়শ্চৈব সুহৃদো বান্ধবাশ্চ যে।
দুঃশাসনং পুরস্কৃত্য প্রযান্ত্বদ্য পুরং প্রতি ॥৪০॥
নহ্যহং সম্প্রযাস্যামি পুরং শত্রুনিরাকৃতঃ।
শত্রুমানাপহো ভূত্বা সুহৃদাং মানকৃত্তথা ॥৪১॥
স সুহৃচ্ছোককৃজ্জাতঃ শত্রূণাং হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বারণাহ্বয়মাসাদ্য কিং বক্ষ্যামি জনাধিপম্ ॥৪২॥
ভীষ্মদ্রোণৌ কৃপদ্রৌণী বিদুরঃ সঞ্জয়স্তথা।
বাহ্লিকঃ সৌমদত্তিশ্চ যে চান্যে বৃদ্ধসম্মতাঃ ॥৪৩॥
ব্রাহ্মণাঃ শ্রেণিমুখ্যাশ্চ তথোদাসীনবৃত্তয়ঃ।
কিং মাং বক্ষ্যন্তি কিঞ্চাপি প্রতিবক্ষ্যামি তানহম্ ॥৪৪॥ (যুগ্মকম্)
রিপূণাং শিরসি স্থিত্বা তথা বিক্রম্য চোরসি।
আত্মদোষাৎ পরিভ্রষ্টঃ কথং বক্ষ্যামি তানহম্ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

কর্ণেতি। এতেনান্যস্যাত্মসাহিত্যনিরাসঃ সূচিতঃ ॥৪০॥
নহীতি। শত্রুভির্গন্ধর্ব্বৈঃ নিরাকৃতঃ অপমানিতঃ। তথা ভূত্বা ॥৪১॥
স ইতি। বারণাহ্বয়ং হস্তিনানগরম্। জনাধিপং রাজানং ধৃতরাষ্ট্রম্ ॥৪২॥
ভীষ্মেতি। দ্রৌণিরশ্বত্থামা। শ্রেণিমুখ্যা ধনিশ্রেণ্যাদৌ শ্রেষ্ঠা বৈশ্যাদয়ঃ ॥৪৩—৪৪॥

অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি আজ যাহা ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা আপনারা শ্রবণ করুন—আমি এইখানেই প্রায়োপবেশন করিব, আপনারা গৃহে গমন করুন এবং আমার ভ্রাতারা সকলেও আজ আপন নগরে গমন করুন ॥৩৯॥

আর, কর্ণপ্রভৃতি যে সকল সুহৃদ্ ও বান্ধব আছেন, তাঁহারাও দুঃশাসনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আজ রাজধানীতে গমন করুন ॥৪০॥

কিন্তু আমি শত্রুগণের মাননাশক এবং মিত্রগণের মানকারক হইয়া আজ শত্রুকৃত অপমান লইয়া রাজধানীতে আর যাইব না ॥৪১॥

আমি আজ মিত্রগণের শোককারক এবং শত্রুগণের হর্ষবর্দ্ধক হইয়া হস্তিনায় যাইয়া রাজাকে কি বলিব ॥৪২॥

আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, সঞ্জয়, বাহ্লিক, ভূরিশ্রবা এবং অন্য যে সকল বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, শ্রেণিপ্রধান ও নিরপেক্ষ লোক আছেন, তাঁহারা আমাকে কি বলিবেন, আমিই বা তাঁহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর করিব ॥৪৩—৪৪॥

---

(৪২) স সুহৃচ্ছোকদো জাতঃ—বা ব কা নি।

দুর্বিনীতাঃ শ্রিয়ং প্রাপ্য বিদ্যামৈশ্বর্য্যমেব বা।
তিষ্ঠন্তি ন চিরং ভদ্রে যথাহং মদগর্ব্বিতঃ ॥৪৬॥
অহো নার্হমিদং কর্ম্ম কষ্টং দুশ্চরিতং কৃতম্।
স্বয়ং দুর্বুদ্ধিনা মোহাদ্যেন প্রাপ্তোঽস্মি সংশয়ম্ ॥৪৭॥
তস্মাৎ প্রায়মুপাসিষ্যে ন হি শক্ষ্যামি জীবিতুম্।
চেতয়ানো হি কো জীবেৎ কৃচ্ছ্রাচ্ছত্রুভিরুদ্ধৃতঃ ॥৪৮॥
শত্রুভিশ্চাবহসিতো মানী পৌরুষবর্জ্জিতঃ।
পাণ্ডবৈর্বিক্রমাঢ্যৈশ্চ সাবমানমবেক্ষিতঃ ॥৪৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং চিন্তাপরিগতো দুঃশাসনমথাব্রবীৎ।
দুঃশাসন! নিবোধেদং বচনং মম ভারত। ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

রিপূণামিতি। উরসি রিপূণামেব বক্ষসি। কথং কিম্, তান্ ভীষ্মাদীন্ ॥৪৫॥
দুরিতি। ঐশ্বর্য্যং প্রভুত্বম্। ভদ্রে মঙ্গলে। আত্মদোষাদেব ভ্রশ্যন্তীত্যাশয়ঃ ॥৪৬॥
অহো ইতি। নার্হম্ অযোগ্যম্, কষ্টং কষ্টকরম্, দুশ্চরিতং দুষ্টলোকাচরিতম্ ॥৪৭॥
তস্মাদিতি। প্রায়মিতি পূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যানম্। চেতয়ানশ্চৈতন্যবান্ ॥৪৮॥
শত্রুভিরিতি। পৌরুষবর্জ্জিতো গন্ধর্ব্বৈঃ পরাজিতত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৪৯॥

আমি শত্রুদের মস্তকে থাকিয়া এবং তাহাদের বুকের উপরে বিক্রম প্রকাশ করিয়া এখন নিজের দোষেই তথা হইতে বিচ্যুত হইয়া তাঁহাদিগকে (ভীষ্মপ্রভৃতিকে) কি বলিব ॥৪৫॥

দুর্বিনীত লোকেরা সম্পদ্, বিদ্যা কিংবা প্রভুত্ব লাভ করিয়া চিরকাল মঙ্গলে থাকিতে পারে না; যেমন মদগর্ব্বিত আমি ॥৪৬॥

হায়! আমি দুর্বুদ্ধির দোষে মোহবশতঃ এই অযোগ্য, কষ্টকর ও দুর্জ্জনাচরিত কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছি, যাহাতে আজ জীবন সংশয় প্রাপ্ত হইয়াছি ॥৪৭॥

অতএব আমি প্রায়োপবেশনই করিব; কিন্তু জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। কারণ, কোন্ চৈতন্যশালী লোক কষ্ট হইতে শত্রুকর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়া জীবিত থাকিতে পারে? ॥৪৮॥

আমি অভিমানী ছিলাম; কিন্তু এখন পুরুষকারবিহীন হইয়া পড়িয়াছি, তাই শত্রুরাও আমাকে উপহাস করিয়াছে এবং বিক্রমশালী পাণ্ডবেরাও অবজ্ঞার সহিতই দেখিয়াছে" ॥৪৯॥

---

(৪৮) তস্মাৎ প্রায়মুপাশিষ্যে—বা ব কা পি।

প্রতীচ্ছ ত্বং ময়া দত্তমভিষেকং নৃপো ভব।
প্রশাধি পৃথিবীং স্ফীতাং কর্ণসৌবলপালিতাম্ ॥৫১॥
ভ্রাতৄন্ পালয় বিশ্রব্ধং মরুতো বৃত্রহা যথা।
বান্ধবাস্ত্বোপজীবন্তু দেবা ইব শতক্রতুম্ ॥৫২॥
ব্রাহ্মণেষু সদা বৃত্তিং কুর্ব্বীথাশ্চাপ্রমাদতঃ।
বন্ধূনাং সুহৃদাঞ্চৈব ভবেথাস্ত্বং গতিঃ সদা ॥৫৩॥
জ্ঞাতীংশ্চাপ্যনুপশ্যেথা বিষ্ণুর্দেবগণান্ যথা।
গুরবঃ পালনীয়াস্তে গচ্ছ পালয় মেদিনীম্ ॥৫৪॥
নন্দয়ন্ সুহৃদঃ সর্ব্বান্ শাত্রবাংশ্চাবভৎর্সয়ন্।
কণ্ঠে চৈনং পরিষ্বজ্য গম্যতামিত্যুবাচ হ ॥৫৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। চিন্তাং পরিগতঃ প্রাপ্তঃ। অব্রবীৎ দুর্য্যোধন ইতি শেষঃ ॥৫০॥

প্রতীতি। প্রতীচ্ছ গৃহাণ। স্ফীতাং বৃদ্ধিপ্রাপ্তাম্ ॥৫১॥

ভ্রাতৄনিতি। বিশ্রব্ধং সবিশ্বাসম্। মরুতো দেবান্, বৃত্রহা ইন্দ্রঃ। ত্বা ত্বাম্ ॥৫২॥

ব্রাহ্মণেষ্বিতি। বৃত্তিং ব্যবহারম্। অপ্রমাদতঃ সাবধানত্বয়া। গতিরাশ্রয়ঃ ॥৫৩॥

জ্ঞাতীনিতি। অনুপশ্যেথা অভাবাভিযোগসমাধানায় পর্য্যবেক্ষেথাঃ। অবভৎর্সয়ন্ অভিভূয় তিরস্কুর্ব্বন্। এনং দুঃশাসনম্। উবাচ দুর্য্যোধনঃ ॥৫৪—৫৫॥

ভারতভাবদীপঃ

দোষবদিতি ন মন্যে ॥১৫—৩৬॥ এবম্ভূতস্য জীবিতং ন শ্রেয় ইতি সম্বন্ধঃ ॥৩৭—৪৩॥ শ্রেণিমুখ্যাঃ শিল্পিসঙ্ঘাতমুখ্যাঃ প্রকৃতয় ইত্যর্থঃ ॥৪৪—৫১॥ বিশ্রব্ধং সবিশ্বাসং

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ চিন্তান্বিত হইয়া দুঃশাসনকে কহিলেন—"ভরতনন্দন দুঃশাসন! তুমি আমার এই কথা শোন ॥৫০॥

আমি তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছি, তুমি তাহা স্বীকার কর, রাজা হও এবং কর্ণ ও শকুনির সাহায্যে এই বিশাল পৃথিবী শাসন কর ॥৫১॥

ইন্দ্র যেমন দেবগণকে পালন করেন, তুমিও সেইরূপ ভ্রাতৃগণকে বিশ্বস্তভাবে পালন কর এবং দেবতারা যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করেন, বন্ধুগণও তেমন তোমাকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করুন ॥৫২॥

তুমি সর্ব্বদাই সাবধানে ব্রাহ্মণদের সহিত ব্যবহার করিবে এবং সর্ব্বদাই বন্ধুগণ ও মিত্রগণের অবলম্বন হইবে ॥৫৩॥

আর, বিষ্ণু যেমন দেবগণের পর্য্যবেক্ষণ করেন, তুমিও তেমন জ্ঞাতিগণের পর্য্যবেক্ষণ করিবে এবং গুরুজনবর্গকে রক্ষা করিবে। যাও, যাইয়া বন্ধুগণকে

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দীনো দুঃশাসনোঽব্রবীৎ।
অশ্রুকণ্ঠঃ সুদুঃখার্ত্তঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রণিপত্য চ ॥৫৬॥
সগদ্গদমিদং বাক্যং ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমাত্মনঃ।
প্রসীদেত্যপতদ্ভূমৌ দূয়মানেন চেতসা ॥৫৭॥ (যুগ্মকম্)
দুঃখিতঃ পাদয়োস্তস্য নেত্রজং জলমুৎসৃজন্।
উক্তবাংশ্চ নরব্যাঘ্রো নৈতদেবং ভবিষ্যতি ॥৫৮॥
বিদীর্য্যেৎ সকলা ভূমির্দ্যৌশ্চাপি শকলীভবেৎ।
রবিরাত্মপ্রভাং জহ্যাৎ সোমঃ শীতাংশুতাং ত্যজেৎ ॥৫৯॥
বায়ুঃ শৈঘ্রমথো জহ্যাদ্ধিমবাংশ্চ পরিব্রজেৎ।
শুষ্যেত্তোয়ং সমুদ্রেষু বহ্নিরপ্যুষ্ণতাং ত্যজেৎ ॥৬০॥
ন ত্বহং ত্বদৃতে রাজন্! প্রশাসেয়ং বসুন্ধরাম্।
পুনঃ পুনঃ প্রসীদেতি বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ ॥৬১॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। দীনঃ কাতরঃ। অপতৎ পাদমূলে, দূয়মানেন সন্তপ্যমানেন ॥৫৬—৫৭॥
দুঃখিত ইতি। নরব্যাঘ্রো দুঃশাসনঃ, এতৎ তব প্রায়োপবেশনম্ ॥৫৮॥
বিদীর্য্যেদিতি। দ্যৌরাকাশম, শকলীভবেৎ খণ্ডীভবেৎ। জহ্যাৎ ত্যজেৎ ॥৫৯॥
বায়ুরিতি। শৈঘ্রং শীঘ্রগামিত্বম্। পরিব্রজেৎ বিচলেৎ ॥৬০॥
নেতি। ত্বদৃতে ত্বাং বিনা। প্রশাসেয়ং প্রশিষ্যাম্। উবাচ দুঃশাসনঃ ॥৬১॥

আনন্দিত এবং শত্রুগণকে তিরস্কৃত করিতে থাকিয়া পৃথিবী পালন কর"। এই কথা বলিয়া দুর্য্যোধন দুঃশাসনের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"যাও" ॥৫৪—৫৫॥

দুর্য্যোধনের সেই কথা শুনিয়া দুঃশাসন—কাতর, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ, অতি দুঃখিত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণিপাত করিয়া আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুর্য্যোধনকে গদ্গদভাবে এই কথা বলিলেন—"প্রসন্ন হউন" ইহা বলিয়া সন্তপ্তচিত্তে (দুর্য্যোধনের পাদমূলে) ভূতলে পতিত হইলেন ॥৫৬—৫৭॥

তৎপরে নরশ্রেষ্ঠ দুঃশাসন দুঃখিত হইয়া দুর্য্যোধনের চরণের উপর নয়নজল বর্ষণ করিতে থাকিয়া বলিলেন—"এ ঘটনা এরূপ হইতে পারিবে না ॥৫৮॥

যদি সমগ্র পৃথিবী বিদীর্ণ হয়, আকাশ খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়, সূর্য্য নিজের প্রভা পরিত্যাগ করেন এবং চন্দ্রও শীতল কিরণ বর্জ্জন করেন ॥৫৯॥

আর যদি বায়ু দ্রুত গমন ত্যাগ করেন, হিমালয় বিচলিত হয়, সমুদ্রের জল শুকাইয়া যায় এবং অগ্নিও উষ্ণতা ত্যাগ করেন ॥৬০॥

ত্বমেব নঃ কুলে রাজা ভবিষ্যসি শতং সমাঃ।
এবমুক্ত্বা স রাজানং সুস্বরং প্ররুরোদ হ।
পাদৌ সংস্পৃশ্য মানার্হৌ ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভারত! ॥৬২॥
তথা তৌ দুঃখিতৌ দৃষ্ট্বা দুঃশাসনসুযোধনৌ।
অভিগম্য ব্যথাবিষ্টঃ কর্ণস্তৌ প্রত্যভাষত ॥৬৩॥
বিষীদথঃ কিং কৌরব্যৌ! বালিশ্যাৎ প্রাকৃতাবিব।
ন শোকঃ শোচমানস্য বিনিবর্ত্তেত কর্হিচিৎ ॥৬৪॥
যদা চ শোচতঃ শোকো ব্যসনং নাপকর্ষতি।
সামর্থ্যং কিন্নু তঃ শোকে শোচমানৌ প্রপশ্যথঃ।
ধৃতিং গৃহ্লীতং মা শত্রূন্ শোচন্তৌ নন্দয়িষ্যথঃ ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

ত্বমিতি। সমা বৎসরান্। সুস্বরম্ উচ্চৈঃস্বরং যথা স্যাত্তথা। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬২॥

তথেতি। ব্যথাবিষ্টৌ দুঃখিতচিত্তঃ সন্ ॥৬৩॥

বীতি। বালিশ্যাৎ মূর্খত্বাৎ, প্রাকৃতৌ সাধারণলোকাবিব ॥৬৪॥

যদেতি। যদা যতঃ, শোকঃ, শোচতো জনস্য, ব্যসনং বিপদম্, নাপকর্ষতি ন নাশয়তি; অতঃ শোচমানৌ যুবাম্, শোকে কিং নু সামর্থ্যং শক্তিং তৎকরণকারণমিত্যর্থঃ প্রপশ্যথঃ। ধৃতিং ধৈর্য্যং গৃহ্লীতম, শোচন্তৌ যুবাং শত্রূন্ মা নন্দয়িষ্যথঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬৫॥

ভারতভাবদীপঃ

যথা স্যাত্তথ ॥৫২—৬৪॥ যদা চেতি। যদি শোকেন ব্যসনং নশ্যেত্তর্হি স কর্ত্তব্যো ন তু তত্তথা অস্তি অতঃ শোকো ন কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥৬৫—৮০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৮॥

তথাপি আমি আপনাকে ভিন্ন রাজ্য শাসন করিব না"। "আপনি প্রসন্ন হউন" এই কথাও দুঃশাসন বার বার বলিলেন—॥৬১॥

"আপনিই আমাদের বংশে শতবৎসরপর্য্যন্ত রাজা থাকিবেন"। এই কথা বলিয়া দুঃশাসন পূজনীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতার চরণযুগল ধারণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন ॥৬২॥

তখন কর্ণ—দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনকে সেইরূপ দুঃখিত দেখিয়া, তাঁহাদের নিকটে যাইয়া, নিজেও ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—॥৬৩॥

"কুরুনন্দনদ্বয়! তোমরা সাধারণ লোকের ন্যায় মূর্খতাবশতঃ কি জন্য বিষণ্ণ হইতেছ। শোক করিতে থাকিলে কখনও শোক নিবৃত্তি পায় না ॥৬৪॥

শোক যখন শোককারী লোকের বিপদ নষ্ট করিতে পারে না, তখন তোমরা

কর্ত্তব্যং হি কৃতং রাজন্! পাণ্ডবৈস্তব মোক্ষণম্।
নিত্যমেব প্রিয়ং কার্য্যং রাজ্ঞো বিষয়বাসিভিঃ ॥৬৬॥
পাল্যমানাস্ত্বয়া তে হি নিবসন্তি গতজ্বরাঃ।
নার্হস্যেবং গতে মন্যুং কর্ত্তুং প্রাকৃতবৎ স্বয়ম্ ॥৬৭॥
বিষণ্ণাস্তব সোদর্য্যাস্ত্বয়ি প্রায়ং সমাস্থিতে।
উত্তিষ্ঠ ব্রজ ভদ্রং তে সমাশ্বাসয় সোদরান্ ॥৬৮॥
রাজন্নদ্যাবগচ্ছামি তবেহ লঘুসত্ত্বতাম্।
কিমত্র চিত্রং যদ্বীর! মোক্ষিতঃ পাণ্ডবৈরসি।
সদ্যো বশং সমাপন্নঃ শত্রূণাং শত্রুকর্ষণ! ॥৬৯॥

ভারতকৌমুদী

পাণ্ডবকর্ত্তৃকরক্ষণমেব শোককারণমিতি মন্যমান আহ—কর্ত্তব্যমিতি। বিষয়বাসিভিঃ স্বরাজ্যবাসিভির্জনৈঃ। অতস্ত্বদ্রাজ্যবাসিত্বাদেব পাণ্ডবৈস্ত্বৎপ্রিয়ং কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥৬৬॥

পাল্যেতি। তে পাণ্ডবাঃ। গতজ্বরা নষ্টসন্তাপাঃ। গতে স্থিতে, মন্যুং দৈন্যম্ ॥৬৭॥

বিষণ্ণা ইতি। প্রায়ম্ অনশনব্রতম্, সমাস্থিতে আশ্রিতে তচ্ছ্রবণে সতি ॥৬৮॥

রাজন্নিতি। লঘুসত্ত্বতাং দুর্ব্বলপ্রাণতাম্। শত্রূণাং সদ্যো বশং সমাপন্নঃ প্রাপ্তঃ। এতেন দীর্ঘকালং বশতাপন্নত্বে স্বয়মেবাত্মমোচনং কর্ত্তুং শক্নুয়া ইতি সূচিতম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬৯॥

শোক করার কি কারণ দেখিতেছ? ধৈর্য্য অবলম্বন কর, শোক করিতে থাকিয়া শত্রুগণকে আনন্দিত করিও না ॥৬৫॥

রাজা! পাণ্ডবেরা যে তোমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে, সেটা তাহারা কর্ত্তব্য কার্য্যই করিয়াছে। কারণ, রাজ্যবাসী লোকেদের সর্ব্বদাই রাজার প্রিয়কার্য্য করা উচিত ॥৬৬॥

বিশেষতঃ, তুমি রক্ষা করিতেছ বলিয়াই তাহারা নিরুপদ্রবে বাস করিতেছে। এইরূপ হইলে তুমি নিজে সাধারণ লোকের ন্যায় দৈন্য প্রকাশ করিতে পার না ॥৬৭॥

তুমি প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প করায় তোমার সহোদরেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছেন; অতএব তুমি উঠ, সহোদরগণকে আশ্বস্ত কর এবং চল; তোমার মঙ্গল হইবে ॥৬৮॥

রাজা! এই জীবনে আজ তোমার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিলাম।

(৬৭)...কর্ত্তুং প্রাকৃতবদ্‌যথা—বা ব কা পি। (৬৮) শ্লোকাৎ পরম্ '...চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, ...ঊনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—নি। তত্রৎপরমেষু—'কর্ণ উবাচ'।

সেনাজীবৈশ্চ কৌরব্য! তথা বিষয়বাসিভিঃ।
অজ্ঞাতৈর্যদি বা জ্ঞাতৈঃ কর্ত্তব্যং নৃপতেঃ প্রিয়ম্ ॥৭০॥
প্রায়ঃ প্রধানাঃ পুরুষাঃ মোক্ষয়ন্ত্যরিবাহিনীম্।
নিগৃহ্যন্তে চ যুদ্ধেষু মোক্ষ্যন্তে চৈব সৈনিকৈঃ ॥৭১॥
সেনাজীবাশ্চ যে রাজ্ঞাং বিষয়ে সন্তি মানবাঃ।
তৈঃ সঙ্গম্য নৃপার্থায় যতিতব্যং যথাতথম্ ॥৭২॥
যদ্যেবং পাণ্ডবৈ রাজন্! ভবদ্বিষয়বাসিভিঃ।
যদৃচ্ছয়া মোক্ষিতোঽসি তত্র কা পরিদেবনা ॥৭৩॥
ন চৈতৎ সাধু যদ্রাজন্! পাণ্ডবাস্ত্বাং নৃপোত্তম!।
স্বসেনয়া সম্প্রয়ান্তং নানুযান্তি স্ম পৃষ্ঠতঃ ॥৭৪॥

ভারতকৌমুদী

কথং ন চিত্রমিত্যাহ—সেনেতি। সেনাজীবৈঃ সৈন্যব্যবসায়িভির্জনৈঃ ॥৭০॥
প্রায় ইতি। অরিভ্যো বাহিনীং স্বসেনাম্। নিগৃহ্যন্তে শত্রুভিরিতি শেষঃ ॥৭১॥
সেনেতি। বিষয়ে দেশে রাজ্য ইতি যাবৎ। সঙ্গম্য মিলিত্বা ॥৭২॥
যদীতি। যদি এবং রীতিরস্তি তদেতি শেষঃ। যদৃচ্ছয়া সঙ্কল্পবিশেষাভাবেন ॥৭৩॥

সে যাহা হউক, শত্রুদমনকারী বীর! তুমি সত্যই শত্রুগণের বশীভূত হইয়াছিলে; এই অবস্থায় পাণ্ডবেরা যে তোমাকে মুক্ত করিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইয়াছে? ॥৬৯॥

কারণ, কুরুনন্দন! সৈন্যব্যবসায়ী লোকেরা বা রাজ্যবাসী লোকেরা পরিচিতই হউক বা অপরিচিতই হউক, অবশ্যই রাজার প্রিয়কার্য্য করা তাহাদের উচিত ॥৭০॥

তা'র পর প্রায় প্রধান লোকেরাই যুদ্ধে শত্রুহস্ত হইতে আপন সৈন্যকে রক্ষা করেন, নিজেরাও শত্রুকর্ত্তৃক নিগৃহীত হন এবং সৈন্যেরাও তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া থাকে ॥৭১॥

এবং যাহারা সৈন্যব্যবসায়ী কিংবা যে সকল লোক রাজার রাজ্যে বাস করে, তাহারা মিলিত হইয়া যথাযথভাবে রাজার উপকারের জন্য চেষ্টা করিবে, (ইহাই জগতের রীতি) ॥৭২॥

রাজা! যদি এমন রীতিই থাকিল, তবে তোমার রাজ্যবাসী পাণ্ডবেরা যদৃচ্ছাক্রমে তোমাকে যে মুক্ত করিয়াছে, তাহাতে বিলাপের কারণ কি আছে? ॥৭৩॥

(৭৪)...সম্প্রয়ান্তি স্ম পৃষ্ঠতঃ—বা ব কা।

শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ সংযুগেষ্বপলায়িনঃ।
ভবতস্তে সহায়া বৈ প্রেষ্যতাং পূর্ব্বমাগতাঃ ॥৭৫॥
পাণ্ডবেয়ানি রত্নানি ত্বমদ্যাপ্যুপভুঞ্জসে।
সত্ত্বস্থান্ পাণ্ডবান্ পশ্য ন তে প্রায়মুপাবিশন্।
উত্তিষ্ঠ রাজন্! ভদ্রং তে ন চিরং কর্ত্তুমর্হসি ॥৭৬॥
অবশ্যমেব নৃপতে! রাজ্ঞো বিষয়বাসিভিঃ।
প্রিয়াণ্যাচরিতব্যানি তত্র কা পরিদেবনা ॥৭৭॥
মদ্বাক্যমেতদ্রাজেন্দ্র! যদ্যেবং ন করিষ্যসি।
স্থাস্যামীহ ভবৎপাদৌ শুশ্রূষন্নরিমর্দ্দন! ॥৭৮॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। এতৎ সাধু ন কৃতং পাণ্ডবৈঃ। সম্প্রয়ান্তং গন্ধর্ব্বান্ প্রতি গচ্ছন্তম্ ॥৭৪॥

শূরা ইতি। সংযুগেষু যুদ্ধেষু। প্রেষ্যতাং দাসত্বম্, পূর্ব্বং দ্যূতক্রীড়াকালে ॥৭৫॥

পাণ্ডবেয়ানীতি। উপভুঞ্জসে উপভুনক্ষি। তথাপি সত্ত্বস্থান্ ধৈর্য্যস্থান্। ত্বমিব মনোদুঃখেন তে ন প্রায়মুপাবিশন্; অতস্তেষাং দৃষ্টান্তেন ত্বমপি সত্ত্বস্থো ভব। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭৬॥

উক্তমপ্যর্থং দার্ঢ্যার্থং পুনরাহ—অবশ্যমিতি। পরিদেবনা বিলাপঃ ॥৭৭॥

মদিতি। ন করিষ্যসি ন রক্ষিষ্যসি। ইহ অত্রৈব স্থানে। শুশ্রূষন্ পরিচরন্। জ্যেষ্ঠত্বেঽপি সূতত্বাভিমানাদিয়মুক্তিঃ সঙ্গচ্ছতে ॥৭৮॥

বরং রাজা! তুমি যখন নিজের সৈন্য লইয়া গন্ধর্ব্বগণকে আক্রমণ করিতে যাইতেছিলে, তখন পাণ্ডবেরা যে তোমার পিছনে যায় নাই, এইটাই তাহারা ভাল করে নাই ॥৭৪॥

বিশেষতঃ বীর, বলবান্ ও যুদ্ধে অপলায়ী সেই পাণ্ডবেরা পূর্ব্বেই তোমার দাস হইয়া সহায় হইয়া রহিয়াছে ॥৭৫॥

(আর এক কথা,) তুমি অদ্যাপি পাণ্ডবদের সমস্ত রত্ন ভোগ করিতেছ, তথাপি দেখ—পাণ্ডবেরা ধৈর্য্য ধারণ করিয়াই রহিয়াছে; কিন্তু তাহারা (তোমার মত) প্রায়োপবেশন করে নাই। অতএব রাজা! তুমি উঠ, বিলম্ব করিও না; তোমার মঙ্গল হইবে ॥৭৬॥

রাজা! (এই নিয়ম আছে যে,) রাজ্যবাসী লোকেরা অবশ্যই রাজার প্রিয়কার্য্য করিবে; অতএব ও বিষয়ে বিলাপ করিবার কারণ কি আছে? ॥৭৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তুমি যদি আমার এই কথা না রাখ, তবে আমিও তোমার চরণ-যুগলের শুশ্রূষা করিতে থাকিয়া এইখানেই থাকিব ॥৭৮॥

নোৎসহে জীবিতুমহং ত্বদ্বিহীনো নরর্ষভ ! ।
প্রায়োপবিষ্টস্তু নৃপ ! রাজ্ঞাং হাস্যো ভবিষ্যসি ॥৭৯॥
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
এবমুক্তস্তু কর্ণেন রাজা দুর্য্যোধনস্তদা ।
নৈবোত্থাতুং মনশ্চক্রে স্বর্গায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৮০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং কর্ণদুর্য্যোধনসংবাদে অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
প্রায়োপবিষ্টং রাজানং দুর্য্যোধনমমর্ষণম্ ।
উবাচ সান্ত্বয়ন্ রাজন্ ! শকুনিঃ সৌবলস্তদা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। নোৎসহে ন শক্নোমি, সৌহার্দ্দাতিশয়াদিতি ভাবঃ ॥৭৯॥

এবমিতি। স্বর্গায় কৃতনিশ্চয়ঃ, প্রায়োপবেশনেন মরণাদিত্যাশয়ঃ ॥৮০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়ামষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

প্রায়েতি। অমর্ষণং দুঃখাসহিষ্ণুম্। সৌবলঃ সুবলপুত্রঃ ॥১॥

কারণ, নরশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাব্যতীত জীবন ধারণ করিতেই সমর্থ হইব না। (আর এক কথা—) রাজা ! তুমি প্রায়োপবিষ্ট হইয়া রাজাদের নিকট হাস্যাস্পদ হইবে" ॥৭৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কর্ণ এইরূপ বলিলে, রাজা দুর্য্যোধন তখনও উঠিতে ইচ্ছা করিলেন না, স্বর্গলাভের জন্যই কৃতনিশ্চয় হইয়া রহিলেন ॥৮০॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা জনমেজয় ! অসহিষ্ণু রাজা দুর্য্যোধন

---

* '· পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…একোনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, '.. পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ…'—কা, '…একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ…'—নি।

(১) শ্লোকাৎ পরম্ 'শকুনিরুবাচ'—বা ব কা পি।

সম্যগুক্তং হি কর্ণেন তচ্ছ্রুতং কৌরব! ত্বয়া।
ময়াহৃতাং শ্রিয়ং স্ফীতাং তাং মোহাদপহায় কিম্ ॥২॥
ত্বমবুদ্ধ্যাদ্য নৃপতে! প্রাণানুৎস্রষ্টুমিচ্ছসি।
অথবাপ্যবগচ্ছামি ন বৃদ্ধাঃ সেবিতাস্ত্বয়া ॥৩॥ (যুগ্মকম্)
যঃ সমুৎপতিতং হর্ষং দৈন্যং বা ন নিয়চ্ছতি।
স নশ্যতি শ্রিয়ং প্রাপ্য পাত্রমামমিবাম্ভসি ॥৪॥
অতিভীরুমতিক্লীবং দীর্ঘসূত্রং প্রমাদিনম্।
ব্যসনাদ্বিষয়াক্রান্তং ন ভজন্তি নৃপং প্রজাঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

সম্যগিতি। আহৃতাং দ্যূতক্রীড়য়া পাণ্ডবেভ্য আনীতাম্, স্ফীতাং বিপুলাম্। অবুদ্ধ্যা নির্বুদ্ধিতয়েত্যর্থঃ। বৃদ্ধা ন সেবিতাস্তেভ্য উপদেশা ন গৃহীতা ইতি তাৎপর্য্যম্ ॥২—৩॥

য ইতি। সমুৎপতিতম্ উপস্থিতম্। আমম্ অপক্বম্, মৃন্ময়ং পাত্রম্ ॥৪॥

অতীতি। অতিক্লীবং সর্ব্বথা নিস্তেজস্কম্, দীর্ঘসূত্রং চিরেণ সর্ব্বকার্য্যকারকম্। ব্যসনাদাসক্তিবশাৎ বিষয়ৈঃ স্রক্‌চন্দনবনিতাদিভিরাক্রান্তম্ ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রায়োপবিষ্টমিতি ॥১—৩॥ পাত্রং মৃৎপাত্রম্, আমমপক্বম্ ॥৪॥ ভীরুমাত্মনাশশঙ্কাকুলম্। ক্লীবং সামর্থ্যহীনম্। দীর্ঘসূত্রং চিরকারিণম্। প্রমাদিনমনবহিতম্। ব্যসনাৎ দ্যূতপানমৃগয়াদিরূপাৎ। বিষয়ৈঃ স্ত্র্যাদিভিরাক্রান্তম্। ত্বন্তু তেষাং মধ্যে প্রমাদী বিষয়াক্রান্ত-

---

প্রায়োপবেশনেরই সঙ্কল্প করিলে, তখন সুবলনন্দন শকুনি উঁহাকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বলিতে লাগিলেন—॥১॥

"কুরুনন্দন! কর্ণ উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন, তুমিও তাহা শুনিয়াছ। ত'ার পর, আমি দ্যূতক্রীড়া করিয়া তোমাকে বিশাল সম্পদ আনিয়া দিয়াছি; কিন্তু তুমি মোহ ও নির্বুদ্ধিতাবশতঃ তাহা পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য আজ প্রাণ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিতেছ। অথবা বুঝিলাম যে, তুমি বৃদ্ধের উপদেশ গ্রহণ কর নাই ॥২—৩॥

যে লোক উপস্থিত হর্ষ বা বিষাদকে নিরুদ্ধ করিতে না পারে, সে লোক সম্পদ লাভ করিয়াও—জলে অপক্ব মৃৎপাত্রের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায় ॥৪॥

অত্যন্ত ভীরু, অত্যন্ত নিস্তেজা, দীর্ঘসূত্র, অসাবধান ও অত্যন্ত বিষয়াসক্ত রাজার প্রতি প্রজারা ভক্তি করে না ॥৫॥

---

(৩)…প্রাণানুৎস্রষ্টুমর্হসি— বা ব কা।

সৎকৃতস্য হি তে শোকো বিপরীতে কথং ভবেৎ।
মা কৃতং শোভনং পার্থৈঃ শোকমালম্ব্য নাশয় ॥৬॥
যত্র হর্ষস্ত্বয়া কার্য্যঃ সৎকর্ত্তব্যাশ্চ পাণ্ডবাঃ।
তত্র শোচসি রাজেন্দ্র! বিপরীতমিদং তব ॥৭॥
প্রসীদ মা ত্যজাত্মানং তুষ্টশ্চ সুকৃতং স্মর।
প্রয়চ্ছ রাজ্যং পার্থানাং যশো ধর্ম্মমবাপ্নুহি।
ক্রিয়ামেতাং সমাজ্ঞায় কৃতজ্ঞস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥৮॥
সৌভ্রাত্রং পাণ্ডবৈঃ কৃত্বা সমবস্থাপ্য চৈব তান্।
পিত্র্যং রাজ্যং প্রয়চ্ছৈষাং ততঃ সুখমবাপ্স্যসি ॥৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শকুনেস্তু:বচঃ শ্রুত্বা দুঃশাসনমবেক্ষ্য চ।
পাদয়োঃ পতিতং বীরং:বিকৃতং ভ্রাতৃসৌহৃদাৎ ॥১০॥
বাহুভ্যাং সাধুজাতাভ্যাং দুঃশাসনমরিন্দমম্।
উত্থাপ্য সংপরিষ্বজ্য প্রীত্যাঽজিঘ্রত মূর্দ্ধনি ॥১১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সদিতি। বিপরীতে হর্ষস্থানে। শোকমালম্ব্য পার্থৈঃ কৃতং শোভনং মা নাশয় ॥৬॥
যত্রেতি। সৎকর্ত্তব্যা আদর্ত্তব্যা উপকারিত্বাদিতি ভাবঃ ॥৭॥
প্রসীদেতি। সুকৃতং পাণ্ডবকৃতমুপকারম্। সমাজ্ঞায় কর্ত্তুং বাদিশ্য। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৮॥
সৌভ্রাত্রমিতি। শকুনেরীদৃশ উপদেশো বিস্ময়বিষয় এবেতি ভাবঃ ॥৯॥
শকুনেরিতি। বিকৃতং বিহ্বলম্। সাধুজাতাভ্যাং মনোহরাভ্যাম্ ॥১০—১১॥

পাণ্ডবেরা তোমার গৌরব করিয়াছে; সুতরাং হর্ষস্থানে তোমার শোক হয় কি প্রকারে?। পাণ্ডবেরা যে ভাল কাজটা করিয়াছে, তুমি শোক করিয়া সেটাকে নষ্ট করিও না ॥৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ! যে বিষয়ে তোমার আনন্দ করা উচিত এবং পাণ্ডবদেরও গৌরব করা সঙ্গত, সেই বিষয়েই তুমি শোক করিতেছ; এটা তোমার বিপরীত ব্যবহার ॥৭॥

অতএব প্রসন্ন হও, প্রাণত্যাগ করিও না, সন্তুষ্ট হইয়া পাণ্ডবদের উপকার স্মরণ কর, তাহাদের রাজ্য তাহাদিগকে দাও এবং যশ ও ধর্ম্ম লাভ কর। অথবা এই কার্য্য করিবার আদেশ দিয়াই তুমি কৃতজ্ঞ হইবে ॥৮॥

পাণ্ডবদের সহিত ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ স্থাপন এবং উহাদিগকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া উহাদের পৈতৃক রাজ্য উহাদিগকে দাও; তাহা হইলেই সুখ পাইবে" ॥৯॥

কর্ণসৌবলয়োশ্চাপি সংশ্রুত্য বচনান্যসৌ।
নির্ব্বেদং পরমং গত্বা রাজা দুর্য্যোধনস্তদা ॥১২॥
ব্রীড়য়াভিপরীতাত্মা নৈরাশ্যমগমৎ পরম্।
তচ্ছ্রুত্বা সুহৃদশ্চৈব সমন্যুরিদমব্রবীৎ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
ন ধর্ম্মধনসৌখ্যেন নৈশ্বর্য্যেণ ন চাজ্ঞয়া।
নৈব ভোগৈশ্চ মে কার্য্যং মা বিহন্যত গচ্ছত ॥১৪॥
নিশ্চিতেয়ং মম মতিঃ স্থিতা প্রায়োপবেশনে।
গচ্ছধ্বং নগরং সর্ব্বে পূজ্যাশ্চ গুরবো মম ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

কর্ণেতি। নির্ব্বেদমাত্মগ্লানিম্। সমন্যুঃ অতীবদৈন্যযুক্তঃ ॥১২—১৩॥
নেতি। কার্য্যং প্রয়োজনম। মা বিহন্যত মৎসঙ্কল্পং মা হত, আর্ষো যন্ ॥১৪॥
নিশ্চিতেতি। পূজ্যাঃ সগৌরবং দ্রষ্টব্যাঃ, গুরবঃ পিত্রাদয়ঃ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্চেতি ভাবঃ ॥৫॥ পার্থৈঃ কৃতং শোকমালম্ব্য মা নাশয়েতি সম্বন্ধঃ ॥৬—৭॥ আত্মানং শরীরম, মা ত্যজ ॥৮—৯॥ বিকৃতং ম্লানম্, ভ্রাতৃসৌহৃদং ভ্রাতরি সৌহৃদং বাৎসল্যমস্যাস্তীতি ভ্রাতৃসৌহৃদস্তম্ ॥১০—১১॥ নির্ব্বেদং জীবিতে বৈরাগ্যম্ ॥১২॥ নৈরাশ্যং রাজ্যলাভে ইতি শেষঃ, সমন্যুঃ দৈন্যবান্ ॥১৩॥ ধর্ম্মেণ ধনেন সৌখ্যেন বা ন মম কার্য্যমিতি সম্বন্ধঃ, ধর্ম্মধনাভ্যাং যৎ সৌখ্যং তেন বা আজ্ঞয়া আজ্ঞাফলেন রাজ্যেনেত্যর্থঃ। মা বিহন্যত আত্মানং মা ঘাতয়ত, মম সঙ্কল্পং বা মা নাশয়ত ॥১৪॥ পূজ্যা ভবদ্ভিরিতি শেষঃ, গুরবো ধৃতরাষ্ট্রাদয়ঃ

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দুর্য্যোধন শকুনির কথা শুনিয়া, ভ্রাতৃসৌহার্দ্দে আকুল ও পাদপতিত বীর দুঃশাসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এবং অরিন্দম সেই দুঃশাসনকে উঠাইয়া মনোহর বাহুযুগলদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহবশতঃ তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন ॥১০—১১॥

আর দুর্য্যোধন—কর্ণ ও শকুনির কথাগুলি শুনিয়া, অত্যন্ত আত্মগ্লানিযুক্ত ও লজ্জায় আকুল হইয়া জীবনের প্রতি একেবারে নিরাশ হইলেন এবং সেই সকল উক্তি শুনিবার পরে কাতর হইয়া বন্ধুগণের প্রতি এই কথা বলিলেন—॥১২—১৩॥

"বন্ধুগণ! ধর্ম্ম, ধন, সুখ, প্রভুত্ব, আদেশ বা ভোগদ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই; আপনারা আমার সঙ্কল্প নষ্ট করিবেন না, চলিয়া যান ॥১৪॥

প্রায়োপবেশন করিবার বিষয়েই আমার বুদ্ধি স্থির করিয়াছি; অতএব আপনারা সকলে হস্তিনায় গমন করুন; আমার গুরুজনবর্গকে গৌরবের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিবেন" ॥১৫॥

ত এবমুক্ত্বা প্রত্যূচু রাজানমরিমর্দ্দনম্।
যা গতিস্তব রাজেন্দ্র! সাঽস্মাকমপি ভারত!।
কথং বা সম্প্রবেক্ষ্যামস্ত্বদ্বিহীনাঃ পুরং বয়ম্ ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স সুহৃদ্ভিরমাত্যৈশ্চ ভ্রাতৃভিঃ স্বজনেন চ।
বহুপ্রকারমপ্যুক্তো নিশ্চয়ান্ন ব্যচাল্যত ॥১৭॥
দর্ভাস্তরণমাস্তীর্য্য নিশ্চয়াদ্ধৃতরাষ্ট্রজঃ।
সংস্পৃশ্যাপঃ শুচির্ভূত্বা ভূতলে সমুপস্থিতঃ ॥১৮॥
কুশচীরাম্বরধরঃ পরং নিয়মমাস্থিতঃ।
বাগ্‌যতো রাজশার্দ্দূলঃ স স্বর্গগতিকাম্যয়া।
মনসোঽপচিতিং কৃত্বা নিরস্য চ বহিস্ক্রিয়া ॥১৯॥ (যুগ্মকম্

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। তে সুহৃদঃ। গতিরবস্থা। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥

স ইতি। স্বজনেন জ্ঞাতিবর্গেণ। নিশ্চয়াৎ প্রায়োপবেশননির্দ্ধারণাৎ ॥১৭॥

দর্ভেতি। সমুপস্থিতঃ তৎসমীপ এবাবস্থিতঃ। কুশচীরং কুশময়কৌপীনমেবাম্বরং ধরতীতি সঃ। অপচিতিম্ ইষ্টদেবতাপূজাম্, নিরস্য ত্যক্ত্বা, বহিস্ক্রিয়াঃ স্নানাদীঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৮—১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১৫—১৬॥ সুহৃদ্ভিঃ কর্ণাদ্যৈঃ, অমাত্যৈঃ শকুনিপ্রভৃতিভিঃ, ভ্রাতৃভির্দ্দুঃশাসনাদিভিঃ, স্বজনৈঃ সম্বন্ধিভিঃ ॥১৭—১৮॥ বাগ্‌যতো মৌনী, স্বর্গগতির্মরণম্, তৎকাম্যয়া তদিচ্ছয়া। মনসা উপ সমীপে, চিতিং দাহার্থং কাষ্ঠসঞ্চয়ম্, কৃত্বা সঙ্কল্প্য অবশ্যং কর্ত্তব্যমিতি নিশ্চিত্যেত্যর্থঃ।

দুর্য্যোধন এইরূপ বলিলে, সেই বন্ধুগণ শত্রুবিজয়ী দুর্য্যোধনকে বলিলেন—"রাজশ্রেষ্ঠ ভরতনন্দন! আপনার যেরূপ অবস্থা, আমাদেরও সেইরূপ অবস্থাই হইবে। কারণ, আমরা আপনাকে ছাড়িয়া কি করিয়া হস্তিনায় প্রবেশ করিব?" ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সুহৃদ্‌গণ, মন্ত্রিগণ, ভ্রাতৃগণ ও জ্ঞাতিগণ বহুপ্রকার বলিয়াও দুর্য্যোধনকে তাঁহার নিশ্চিত সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিলেন না ॥১৭॥

তখন রাজশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন স্বর্গলাভ করিবার ইচ্ছায় পবিত্র, কুশময়কৌপীনধারী ও মৌনী হইয়া, স্নানপ্রভৃতি বাহিরের ক্রিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে

(১৭)…নিশ্চয়ান্ন বিচাল্যতে—বা ব কা পি।

অথ তং নিশ্চয়ং তস্য বুদ্ধা দৈতেয়দানবাঃ।
পাতালবাসিনো রৌদ্রাঃ পূর্ব্বং দেবৈর্বিনির্জ্জিতাঃ ॥২০॥
তে স্বপক্ষক্ষয়ং তস্তু জ্ঞাত্বা দুর্য্যোধনস্য বৈ।
আহ্বানায় তদা চক্রুঃ কর্ম্ম বৈতানসম্ভবম্ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
বৃহস্পত্যুশনোক্তৈশ্চ মন্ত্রৈর্মন্ত্রবিশারদাঃ।
অথর্ব্ববেদপ্রোক্তৈশ্চ যাশ্চোপনিষদি ক্রিয়াঃ।
মন্ত্রজপ্যসমাযুক্তাস্তাস্তদা সমবর্ত্তয়ন্ ॥২২॥
জুহ্বত্যগ্নৌ হবিঃ ক্ষীরং মন্ত্রবৎ সুসমাহিতাঃ।
ব্রাহ্মণা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ সুদৃঢ়ব্রতাঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। রৌদ্রা ভীষণাঃ। দুর্য্যোধনস্য আহ্বানায়েতি সম্বন্ধঃ। বৈতানং শ্রৌতো হোমস্তেন সম্ভবতীতি তৎ শ্রৌতহোমপ্রধানমিত্যর্থঃ ॥২০—২১॥

বৃহস্পতীতি। উশনা শুক্রঃ। মন্ত্রবিশারদা যাজ্ঞিকাঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২২॥

জুহ্বতীতি। জুহ্বতি হুতবন্তঃ। সুসমাহিতাঃ চিত্তৈকাগ্রতাসম্পন্নাঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

বহিষ্ক্রিয়াঃ স্নানপানাদ্যাঃ ॥১৯—২০॥ বৈতানসম্ভবমগ্নিবিস্তারসাধ্যং নবকুণ্ড্যাদিবিধানম্ ॥২১॥ আথর্ব্বণিকং ন তু ত্রয়ীকৃপম্। উপনিষদি আরণ্যকে প্রোক্তাঃ ক্রিয়াঃ—"সর্ব্বং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য শিরোভিবৃঞ্জ ধমনীঃপ্রব্রজে"ত্যাদিমন্ত্রপ্রকাশিতাঃ শত্রুমারণার্থা এতন্মন্ত্রজপ-

---

ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া, বিশেষ নিয়ম ধারণপূর্ব্বক আচমন করিয়া ভূতলে কুশময় আস্তরণ পাতিয়া, তাহার উপরে উপবেশন করিলেন ॥১৮—১৯॥

তাহার পর পূর্ব্বে দেবগণকর্ত্তৃক পরাজিত পাতালবাসী রৌদ্রমূর্ত্তি দৈত্য ও দানবগণ দুর্য্যোধনের সেই প্রায়োপবেশনের বিষয় জানিতে পারিয়া, সেটা আপন পক্ষেরই ক্ষতি ইহা বুঝিয়া দুর্য্যোধনকে আনিবার জন্য বেদোক্ত কোন যজ্ঞ আরম্ভ করিল ॥২০—২১॥

মন্ত্রবিশারদ যাজ্ঞিকেরা তখন বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যপ্রোক্ত মন্ত্র এবং অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা—মন্ত্র ও জপযুক্ত যে সকল ক্রিয়া উপনিষদে উক্ত আছে, সেই সকল ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিলেন ॥২২॥

আর দৃঢ়ব্রতপরায়ণ ও বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ব্রাহ্মণেরা বিশেষভাবে একাগ্রচিত্ত হইয়া অগ্নিতে দুগ্ধ ও হবিদ্বারা হোম করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

---

(২২)…তাস্তদা সম্প্রবর্ত্তয়ন্—বা ব কা।

কর্ম্মসিদ্ধৌ তদা তত্র জৃম্ভমাণা মহাদ্ভুতা।
কৃত্যা সমুত্থিতা রাজন্! কিং করোমীতি চাব্রবীৎ ॥২৪॥
আহুর্দৈত্যাশ্চ তাং তত্র সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা।
প্রায়োপবিষ্টং রাজানং ধার্ত্তরাষ্ট্রমিহানয় ॥২৫॥
তথেতি চ প্রতিশ্রুত্য সা কৃত্যা প্রযযৌ তদা।
নিমেষাদগমচ্চাপি যত্র রাজা সুযোধনঃ ॥২৬॥
সমাদায় চ রাজানং প্রবিবেশ রসাতলম্।
দানবানাং মুহূর্ত্তাচ্চ তমানীতং ন্যবেদয়ৎ ॥২৭॥
তমানীতং নৃপং দৃষ্ট্বা রাত্রৌ সঙ্গত্য দানবাঃ।
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে কিঞ্চিদুৎফুল্ললোচনাঃ।
সাভিমানমিদং বাক্যং দুর্য্যোধনমথাব্রুবন্ ॥২৮॥

ভাবতকৌমুদী

কর্ম্মেতি। জৃম্ভমাণা মুখং ব্যাদদানা, কৃত্যা কাচিদাভিচারিকী দেবতা ॥২৪॥
অ হুরিতি। চকারাদ্দানবাশ্চ। সুপ্রীতেন, আশায়াঃ সাফল্যসম্ভবাদিত্যাশয়ঃ।২৫॥
তথেতি। প্রযযৌ যাত্রাং চকারেতি ন পুনরুক্তিঃ ॥২৬॥
সমিতি। রাজানং নিদ্রিতং দুর্য্যোধনম্। দানবানামন্তিকে ন্যবেদয়ৎ সা কৃত্যা ॥২৭॥
তমিতি। সঙ্গত্য মিলিত্বা। সাভিমানং সগর্ব্বম্। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৮॥

রাজা! এইভাবে সেই কার্য্য সমাপ্ত হইলে, অত্যন্ত আশ্চর্য্য এক কৃত্যা (আভিচারিকী দেবতা) মুখব্যাদান করিয়া উত্থিত হইল এবং বলিল—"আমি কি করিব?" ॥২৪॥

তখন দৈত্য ও দানবেরা সন্তুষ্টচিত্তে বলিল—"তুমি—প্রায়োপবিষ্ট রাজা দুর্য্যোধনকে এইখানে আনয়ন কর" ॥২৫॥

'তাহাই হইবে' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই কৃত্যা তখনই যাত্রা করিল এবং নিমেষের মধ্যে—যেখানে দুর্য্যোধন ছিলেন, সেইখানে গেল ॥২৬॥

এবং দুর্য্যোধনকে লইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে পাতালে প্রবেশ করিল এবং দানবগণের নিকটে তাঁহার আনয়নের কথা জানাইল ॥২৭॥

সেই রাজা দুর্য্যোধনকে আনীত দেখিয়া দানবেরা সকলে সেই রাত্রিতেই মিলিত হইয়া, আনন্দিতচিত্তে এবং ঈষদুৎফুল্লনয়নে গর্ব্বের সহিত দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিল—॥২৮॥

---

(২৮) শ্লোকাৎ পরম্—'...ষট্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ ..'—কা, '...দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...' —নি।

দানবা উচুঃ।

ভোঃ সুযোধন! রাজেন্দ্র! ভরতানাং কুলোদ্বহ!।
শূরৈঃ পরিবৃতো নিত্যং তথৈব চ মহাত্মভিঃ ॥২৯॥
অকার্ষীঃ সাহসমিদং কস্মাৎ প্রায়োপবেশনম্।
আত্মত্যাগী হ্যধো যাতি বাচ্যতাঞ্চাযশস্করীম্ ॥৩০॥
নহি কার্য্যবিরুদ্ধেষু বহুপাপেষু কর্ম্মসু।
মূলঘাতিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ ॥৩১॥
নিয়চ্ছৈনাং মতিং রাজন্! ধর্ম্মার্থসুখনাশিনীম্।
যশঃপ্রতাপবীর্য্যঘ্নীং শত্রূণাং হর্ষবর্দ্ধিনীম্ ॥৩২॥
শ্রূয়তাঞ্চ প্রভো! তত্ত্বং দিব্যতা চাত্মনো নৃপ!।
নির্ম্মাণঞ্চ শরীরস্য ততো ধৈর্য্যমবাপ্নুহি ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

ভো ইতি। শূরৈঃ পরিবৃত ইতি পাণ্ডববিজয়স্তে সুকর এবেতি ভাবঃ ॥২৯॥
অকার্ষীরিতি। আত্মত্যাগী আত্মনৈব দেহত্যাগী। বাচ্যতাং লোকবাদম্ ॥৩০॥
নহীতি। কার্য্যবিরুদ্ধেষু কর্ত্তব্যবিপরীতেষু। সজ্জন্তে প্রবর্ত্তন্তে ॥৩১॥
নিযচ্ছেতি। এনাং প্রায়োপবেশনেনাত্মত্যাগবিষয়াম্ ॥৩২॥
শ্রূয়তামিতি। তত্ত্বং যাথার্থ্যম্, দিব্যতা স্বর্গীয়তা ॥৩৩॥

ভারতভাবদীপঃ

হোমাদিরূপাঃ সমবর্ত্তয়ন্, সংপ্রাবর্ত্তয়ন্ দৈতেয়দানবা ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥২২—২৩॥ কৃত্যা আজ্ঞাকরী দেবতা ॥২৪—৩০॥ কার্য্যবিরুদ্ধেষু শত্রুজয়বিরুদ্ধেষু, পাপেষু আত্মহত্যাদিষু ॥৩১॥

দানবগণ বলিল—"হে ভরতকুলধুরন্ধর রাজশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন! আপনি সর্ব্বদাই বীরগণে ও মহাত্মগণে পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন ॥২৯॥

অতএব কি জন্য আপনি এই প্রায়োপবেশনরূপ সাহসের কার্য্য করিয়াছেন?। আত্মহত্যাকারী লোকের অধোগতি ও লোকনিন্দা হইয়া থাকে ॥৩০॥

আপনার তুল্য বুদ্ধিমান্ লোকেরা কর্ত্তব্যের বিপরীত, বহু পাপজনক এবং মূল-নাশক কার্য্যে কখনও প্রবৃত্ত হন না ॥৩১॥

অতএব রাজা! ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ, যশ, প্রতাপ ও শক্তির নাশকারী এবং শত্রু-দিগের আনন্দজনক এই সঙ্কল্প ত্যাগ করুন ॥৩২॥

প্রভু! রাজা! আপনি যথার্থ ঘটনা শ্রবণ করুন এবং নিজের স্বর্গীয়তা ও শরীরনির্ম্মাণের বিষয় অবগত হউন; তাহার পর ধৈর্য্য ধারণ করুন ॥৩৩॥

---

(৩৩)…দিব্যতাঞ্চাত্মনো নৃপ!—বা ব.কা নি।

পুরা ত্বং তপসাস্মাভির্লব্ধো রাজন্! মহেশ্বরাৎ।
পূর্ব্বকায়শ্চ সর্ব্বস্তে নির্ম্মিতো বজ্রসঞ্চয়ৈঃ ॥৩৪॥
অস্ত্রৈরভেদ্যঃ শস্ত্রৈশ্চাপ্যধঃকায়শ্চ তেঽনঘ!।
কৃতঃ পুষ্পময়ো দেব্যা রূপতঃ স্ত্রীমনোহরঃ ॥৩৫॥ (যুগ্মকম্)
এবমীশ্বরসংযুক্তস্তব দেহো নৃপোত্তম!।
দেব্যা চ রাজশার্দ্দূল! দিব্যস্ত্বং হি ন মানুষঃ ॥৩৬॥
ক্ষত্রিয়াশ্চ মহাবীর্য্যা ভগদত্তপুরোগমাঃ।
দিব্যাস্ত্রবিদুষঃ শূরাঃ ক্ষপয়িষ্যন্তি তে রিপূন্ ॥৩৭॥
তদলং তে বিষাদেন ভয়ং তব ন বিদ্যতে।
সাহায্যার্থঞ্চ তে বীরাঃ সম্ভূতা ভুবি দানবাঃ ॥৩৮॥

ভাবতকৌমুদী

পুরেতি। পূর্ব্বকায়ো নাভেরুপরিভাগঃ, বজ্রসঞ্চয়ৈর্বজ্রবদ্দৃঢোপকরণৈর্মহেশ্বরেণ নির্ম্মিতঃ, অতএবাসৌ অস্ত্রৈঃ শস্ত্রৈরপি চাভেদ্যঃ। অস্যন্ত ইত্যস্ত্রাণি দূরক্ষেপযোগ্যানি বাণাদীনি, শস্যন্ত এভিরিতি শস্ত্রাণি সন্নিধিমারণসাধনানি কৃপাণাদীনি। অধঃকায়ো নাভেরধোভাগঃ। পুষ্পময়স্তদ্বৎ কোমলঃ, দেব্যা পর্ব্বত্যা ॥৩৪—৩৫॥

এবমিতি। ঈশ্বরসংযুক্তঃ শিবসৃষ্টিযুক্তঃ। দেব্যা পার্ব্বত্যা চ সৃষ্ট ইতি শেষঃ ॥৩৬॥

ক্ষত্রিয়া ইতি। দিব্যাস্ত্রবিদুষোঽপি রিপূন্ ক্ষপয়িষ্যন্তীতি সম্বন্ধঃ ॥৩৭॥

তদিতি। দানবানাং ভুবি সম্ভবশ্চ আদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণ্যুক্তো দ্রষ্টব্যঃ ॥৩৮॥

রাজা! আমরা পূর্ব্বে তপস্যা করিয়া মহাদেবের নিকট হইতে আপনাকে লাভ করিয়াছি; তিনি বজ্রতুল্য দৃঢ় উপকরণদ্বারা আপনার দেহের নাভির উপরের সমস্ত অংশ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; সুতরাং ঐ অংশ অস্ত্র-শস্ত্রের অভেদ্য। আর দেবী পার্ব্বতী আপনার নাভির নিম্নভাগটাকে পুষ্পের ন্যায় কোমল এবং রূপে স্ত্রীদিগের মনোহর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ॥৩৪—৩৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ! এইরূপে আপনার দেহটী শিব ও পার্ব্বতীর নির্ম্মিত; সুতরাং আপনি স্বর্গীয় লোকই বটেন; কিন্তু মানুষ নহেন ॥৩৬॥

তা'র পর আপনার শত্রুরা স্বর্গীয় অস্ত্র জানিলেও, ভগদত্তপ্রভৃতি মহাবীর ক্ষত্রিয়েরা তাহাদিগকে সংহার করিবেন ॥৩৭॥

অতএব আপনি বিষণ্ণ হইবেন না এবং আপনার কোন ভয়ও নাই। বিশেষতঃ মহাবীর দানবেরা আপনার সাহায্য করিবার জন্য ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥৩৮॥

---

(৩৭)...ক্ষয়িষ্যন্তি তে রিপূন্—বা ব কা পি।

ভীষ্মদ্রোণকৃপাদীংশ্চ প্রবেক্ষ্যন্ত্যপরেঽসুরাঃ।
যৈরাবিষ্টা ঘৃণাং ত্যক্ত্বা যোৎস্যন্তে তব বৈরিভিঃ ॥৩৯॥
নৈব পুত্রান্ ন চ ভ্রাতৄন্ ন পিতৄন্ ন চ বান্ধবান্।
নৈব শিষ্যান্ ন চ জ্ঞাতীন্ ন বালান্ স্থবিরান্ ন চ ॥৪০॥
যুধি সম্প্রহরিষ্যন্তো মোক্ষ্যন্তি কুরুসত্তম!।
নিঃস্নেহা দানবাবিষ্টাঃ সমাক্রান্তেঽন্তরাত্মনি ॥৪১॥ (যুগ্মকম্)
প্রহরিষ্যন্তি বন্ধুভ্যঃ স্নেহমুৎসৃজ্য দূরতঃ।
হৃষ্টাঃ পুরুষশার্দ্দূলাঃ কলুষীকৃতমানসাঃ ॥৪২॥
অনভিজ্ঞাতমূলাশ্চ দৈবাচ্চ বিধিনির্ম্মিতাৎ।
ব্যাভাষমাণাশ্চান্যোন্যং ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে ॥৪৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ভীষ্মেতি। ঘৃণাং দয়াম্। যোৎস্যন্তে তে ভীষ্মদ্রোণকৃপাদয়ঃ ॥৩৯॥

নেতি। পিতৄন্ পিতৃপর্য্যায়গতান্। অন্তরাত্মনি মনসি, সমাক্রান্তে দানবৈরেব ॥৪০—৪১॥

প্রেতি। কলুষীকৃতমানসা দানবৈরেব। বিধিনির্ম্মিতাৎ বিধাতৃনিয়মিতাৎ, দৈবাৎ পূর্ব্বজন্মকর্ম্মতঃ, অনভিজ্ঞাতমূলা অস্মৃতসম্বন্ধাঃ, জীবন্ মে ন বিমোক্ষ্যস ইত্যন্যোন্যং ব্যাভাষমাণাঃ ॥৪২-৪৩॥

ভারতভাবদীপঃ

নিয়চ্ছ ত্যজেত্যর্থঃ ॥৩২—৩৩॥ পূর্ব্বকায়ঃ নাভেরুপরি ॥৩৪—৩৮॥ অসুরা ইতি চ্ছেদঃ। ঘৃণাং কৃপাম্ ॥৩৯—৪০॥ অন্তরাত্মনি চিত্তে, সমাক্রান্তে দানবৈরেব ॥৪২॥ অবিজ্ঞানং কার্য্যাকার্য্যবিজ্ঞানাভাবস্তেন মূঢ়াঃ, দৈবাদদৃষ্টাৎ, বিধিনির্ম্মিতাৎ পূর্ব্বকর্ম্মকৃতাৎ ॥৪৩॥

তা'র পর, অন্যান্য অসুরেরাও ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপপ্রভৃতির দেহে প্রবেশ করিবেন; যাঁহাদের প্রবেশে ঐ ভীষ্মপ্রভৃতি দয়া বিসর্জ্জন দিয়া আপনার শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন ॥৩৯॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ! দানবেরা দেহে প্রবেশ করিয়া মন আক্রমণ করিলে, ঐ ভীষ্মদ্রোণপ্রভৃতি স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া যুদ্ধে পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, শিষ্য, জ্ঞাতি, বালক বা বৃদ্ধকেও প্রহার করিতে ছাড়িবেন না ॥৪০—৪১॥

দানবেরা চিত্ত বিকৃত করিয়া দিলে ঐ সকল শ্রেষ্ঠ পুরুষ বিধিনিয়মিত দৈব অনুসারে সমস্ত সম্বন্ধ বিস্মৃত ও আনন্দিত হইয়া 'তুমি জীবিত অবস্থায় আমার হাত হইতে মুক্তি পাইবে না' এইরূপ পরস্পর বলিতে থাকিয়া, দূরে স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া বন্ধুদিগকেও প্রহার করিবেন ॥৪২—৪৩॥

---

(৪৩) অবিজ্ঞানবিমূঢ়াশ্চ—বা ব কা পি।

সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রমোক্ষেণ পৌরুষে সমবস্থিতাঃ।
শ্লাঘমানাঃ কুরুশ্রেষ্ঠ! করিষ্যন্তি জনক্ষয়ম্ ॥৪৪॥
তেঽপি পঞ্চ মহাত্মানঃ প্রতিযোৎস্যন্তি পাণ্ডবাঃ।
বধঞ্চৈষাং করিষ্যন্তি দৈবযুক্তা মহাবলাঃ ॥৪৫॥
দৈত্যরক্ষোগণাশ্চৈব সম্ভূতাঃ ক্ষত্রযোনিষু।
যোৎস্যন্তি যুধি বিক্রম্য শত্রুভিস্তব পার্থিব!।
গদাভির্মুষলৈঃ শূলৈঃ শস্ত্রৈরুচ্চাবচৈস্তথা ॥৪৬॥
যচ্চ তেঽন্তর্গতং বীর! ভয়মর্জ্জুনসম্ভবম্।
তত্রাপি বিহিতোঽস্মাভির্বধোপায়োঽর্জ্জুনস্য বৈ ॥৪৭॥
হতস্য নরকস্যাত্মা কর্ণমূর্ত্তিমুপাশ্রিতঃ।
তদ্বৈরং সংস্মরন্ বীর! যোৎস্যতে কেশবার্জ্জুনৌ ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

সর্ব্বেতি। শ্লাঘমানাঃ পরস্পরমাত্মপ্রশংসাং কুর্ব্বাণাঃ ॥৪৪॥
ত ইতি। দৈবযুক্তা ইত্যনেন দৈবং বিনা পাণ্ডবানাং বধঃ অসম্ভব এবেতি সূচিতম্ ॥৭৫॥
দৈত্যেতি। উচ্চাবচৈর্নানাবিধৈরপবৈশ্চ শস্ত্রৈঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৬॥
যদিতি। সর্ব্বাপেক্ষয়া অর্জ্জুনস্য দৃষ্টাধিকবীর্য্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥৪৭॥
হতস্যেতি। নরকস্য তদাখ্যস্য অসুরস্য। কেশবার্জ্জুনৌ প্রাপ্যেতি শেষঃ ॥৪৮॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ! পুরুষকারশালী বীরগণ পরস্পর আত্মশ্লাঘা করিতে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া লোকক্ষয় করিবেন ॥৪৪॥

সেই মহাত্মা পঞ্চ পাণ্ডবও যুদ্ধ করিবেন বটে, তবে দৈবশালী মহাবীরেরা উঁহাদিগকেও বধ করিবেন ॥৪৫॥

রাজা! দৈত্যগণ ও রাক্ষসগণ যাইয়া ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারাও যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিয়া গদা, মুষল, শূল এবং অন্য নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা আপনার শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিবেন ॥৪৬॥

বীর! আপনার মনে যে অর্জ্জুনের ভয় রহিয়াছে, সে বিষয়েও আমরা অর্জ্জুনের বধের উপায় করিয়া রাখিয়াছি ॥৪৭॥

বীর! নিহত নরকাসুরের আত্মা যাইয়া কর্ণের দেহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; সুতরাং সেই আত্মাই সেই শত্রুতা স্মরণ করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবে ॥৪৮॥

(৪৬)...গদাভির্মুষলৈঃ খড়্গৈঃ—পি।

স তে বিক্রমশৌটীরো রণে পার্থং বিজেষ্যতি।
কর্ণঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বাংশ্চারীন্ মহারথঃ ॥৪৯॥
জ্ঞাত্বৈতচ্ছদ্মনা বজ্রী রক্ষার্থং সব্যসাচিনঃ।
কুণ্ডলে কবচঞ্চৈব কর্ণস্যাপহরিষ্যতি ॥৫০॥
তস্মাদস্মাভিরপ্যত্র দৈত্যাঃ শতসহস্রশঃ।
নিযুক্তা রাক্ষসাশ্চৈব যে তে সংশপ্তকা ইতি ॥৫১॥
প্রখ্যাতাস্তেঽর্জ্জুনং বীরং নিহনিষ্যন্তি মা শুচঃ।
অসপত্না ত্বয়া হীয়ং ভোক্তব্যা বসুধা নৃপ! ॥৫২॥
মা বিষাদং গমস্তস্মান্নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
বিনষ্টে ত্বয়ি চাস্মাকং পক্ষো হীযেত কৌরব! ॥৫৩॥
গচ্ছ বীর! ন তে বুদ্ধিরন্যা কার্য্যা কথঞ্চন।
ত্বমস্মাকং গতির্নিত্যং দেবতানাঞ্চ পাণ্ডবাঃ ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। বিক্রমেণ শৌটীরো গর্ব্বিতঃ। প্রহরতাং যোদ্ধৃণাম্ ॥৪৯॥
জ্ঞাত্বেতি। এতৎ কর্ণকর্ত্তৃকার্জ্জুনহননম, ছদ্মনা ছলেন, বজ্রী ইন্দ্রঃ ॥৫০॥
তস্মাদিতি। অত্র অর্জ্জুনবধবিষয়ে ॥৫১॥
প্রেতি। প্রখ্যাতা বীরত্বেন প্রসিদ্ধাঃ, তে সংশপ্তকাঃ। অসপত্না শত্রুশূন্যা ॥৫২॥
মেতি। এতৎ প্রায়োপবেশনম্, উপপদ্যতে সঙ্গচ্ছতে। হীয়েত ন্যূনো ভবেৎ ॥৫৩॥

অতএব বিক্রমগর্ব্বিত, যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ ও মহারথ কর্ণই যুদ্ধে অর্জ্জুনকে এবং আপনার সমস্ত শত্রুকে জয় করিবেন ॥৪৯॥

ইহা বুঝিতে পারিয়া ইন্দ্র অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবার জন্য ছল করিয়া কর্ণের দুইটী কুণ্ডল ও কবচ অপহরণ করিবেন ॥৫০॥

অতএব আমরাও এবিষয়ে শত শত ও সহস্র সহস্র দৈত্য ও রাক্ষসকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি, যাহারা সেই 'সংশপ্তক'-নামে প্রসিদ্ধ ॥৫১॥

বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ সেই সংশপ্তকেরা বীর অর্জ্জুনকে বধ করিবে; অতএব আপনি শোক করিবেন না। কেন না, আপনি এই নিষ্কণ্টক পৃথিবী ভোগ করিবেন ॥৫২॥

কুরুনন্দন! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না, এ প্রায়োপবেশন আপনার পক্ষে সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ, আপনি বিনষ্ট হইলে আমাদের পক্ষটাই হীন হইয়া পড়ে ॥৫৩॥

(৫২) প্রখ্যাতাস্তেঽর্জ্জুনং বীর।—বা ব কা নি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা পরিষ্বজ্য দৈত্যাস্তং রাজকুঞ্জরম্।
সমাশ্বাস্য চ দুর্দ্ধর্ষং প্রাদ্রবন্ দানবর্ষভাঃ ॥৫৫॥
স্থিরাং কৃত্বা বুদ্ধিমস্য প্রিয়াণ্যুক্ত্বা চ ভারত!।
গম্যতামিত্যনুজ্ঞায় জয়মাপ্নুহি চেত্যথ ॥৫৬॥ (যুগ্মকম্)
তৈর্বিসৃষ্টং মহাবাহুং কৃত্যা সৈবানয়ৎ পুনঃ।
তমেব দেশং যত্রাসৌ তদা প্রায়মুপাবিশৎ ॥৫৭॥
প্রতিনিক্ষিপ্য তং বীরং কৃত্যা সমভিপূজ্য চ।
অনুজ্ঞাতা চ রাজ্ঞা সা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

গচ্ছেতি। গতিববলম্বনম্। পাণ্ডবাশ্চ দেবতানাং গতিবিতি সম্বন্ধঃ ॥৫৪॥
এবমিতি। রাজকুঞ্জরং রাজশ্রেষ্ঠম্। প্রাদ্রবন প্রাতিষ্ঠন্ত। হতি চানুজ্ঞায ॥৫৫—৫৬॥
তৈরিতি। কৃত্যা আভিচারিকী দেবতা। অসৌ দুর্য্যোধনঃ ॥৫৭॥
প্রতীতি। প্রতিনিক্ষিপ্য সংস্থাপ্য, তং দুর্য্যোধনম্ ॥৫৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ব্যাভাষমাণাঃ বিরুদ্ধমাভাষন্তঃ ॥৪৩—৪৮॥ বিক্রমে শত্রুজয়ে, শৌটীরঃ সমর্থঃ ॥৪৯—৫৩॥ তে ত্বয়া, অন্যা মরণার্থা। বৈরশান্ত্যর্থা বা বুদ্ধির্ন কার্য্যা ॥৫৪—৫৫॥ জয়মাপ্নুহি চেত্যুক্ত-

---

অতএব বীর! আপনি হস্তিনায় যান; আপনি অন্য কোন প্রকার বুদ্ধি করিবেন না। কারণ, আপনি সর্ব্বদাই আমাদের অবলম্বন, আর পাণ্ডবেরা দেবতাদের অবলম্বন" ॥৫৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতনন্দন! দৈত্য ও দানবশ্রেষ্ঠগণ এইরূপ বলিয়া রাজশ্রেষ্ঠ ও দুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আশ্বস্ত করিয়া, উঁহার স্থিরবুদ্ধি জন্মাইয়া, নানাবিধ প্রিয় বাক্য বলিয়া এবং 'চলিয়া যান ও জয়লাভ করুন' এইরূপ অনুমোদন করিয়া চলিয়া গেল ॥৫৫—৫৬॥

অসুরেরা বিদায় করিলে, সেই কৃত্যাই (আভিচারিকী দেবতাই) পুনরায় মহাবাহু দুর্য্যোধনকে সেই স্থানে আনয়ন করিল, যে স্থানে দুর্য্যোধন তখন প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন ॥৫৭॥

কৃত্যা দুর্য্যোধনকে সেইখানে স্থাপন করিয়া, সম্মান জানাইয়া, তাঁহার অনুমতিক্রমে সেইখানেই অন্তর্হিত হইল ॥৫৮॥

---

(৫৫)…পুত্রবদ্দানবর্ষভাঃ— বা ব কা নি।

গতায়ামথ তস্যাস্তু রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
স্বপ্নভূতমিদং সর্ব্বমচিন্তয়ত ভারত!।
বিজেষ্যামি রণে পাণ্ডূনিতি চাস্যাভবন্মতিঃ ॥৫৯॥
কর্ণং সংশপ্তকাংশ্চৈব পার্থস্যামিত্রঘাতিনঃ।
অমন্যত বধে যুক্তান্ সমর্থাংশ্চ সুযোধনঃ ॥৬০॥
এবমাশা দৃঢ়া তস্য ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ম্মতেঃ।
বিনির্জ্জয়ে পাণ্ডবানামভবদ্ভরতর্ষভ! ॥৬১॥
কর্ণোঽপ্যাবিষ্টচিত্তাত্মা নরকস্যান্তরাত্মনা।
অর্জ্জুনস্য বধে ক্রূরাং করোতি স্ম তদা মতিম্ ॥৬২॥
সংশপ্তকাশ্চ তে বীরা রাক্ষসাবিষ্টচেতসঃ।
রজস্তমোভ্যামাক্রান্তাঃ ফাল্গুনস্য বধৈষিণঃ ॥৬৩॥
ভীষ্মদ্রোণকৃপাদ্যাশ্চ দানবাক্রান্তচেতসঃ।
ন তথা পাণ্ডুপুত্রাণাং স্নেহবন্তো বিশাংপতে! ॥৬৪॥

ভারতকৌমুদী

গতায়ামিতি। স্বপ্নভূতং স্বপ্নস্বরূপম্। অচিন্তয়ত জাগরণাৎ পরম্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫৯॥
কর্ণমিতি। পার্থস্য অর্জ্জুনস্য। যুক্তান্ প্রবৃত্তানিব ॥৬০॥
এবমিতি। এবম্ অনেন স্বপ্নদর্শনেন ॥৬১॥
কর্ণ ইতি। আবিষ্টৌ চিত্তাত্মানৌ মনোবুদ্ধী যস্য সঃ, নরকস্য অসুরস্য ॥৬২॥
দ্বাভ্যাং তদানীন্তনীমবস্থামাহ—রজস্তমোভ্যামিতি। ফাল্গুনস্যার্জ্জুনস্য, বধৈষিণঃ অভবন্ ॥৬৩॥
ভীষ্মেতি। তথা পূর্ব্ববৎ, স্নেহবন্ত আসন্নিতি শেষঃ ॥৬৪॥

কৃত্যা অন্তর্হিত হইলে, রাজা দুর্য্যোধন তখন এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত সকল ভাবিলেন এবং যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে জয় করিব—এইরূপই তাঁহার ধারণা হইল ॥৫৯॥

এবং কর্ণ ও সংশপ্তকগণ যেন শত্রুহন্তা অর্জ্জুনের বধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আর যেন তাহাতে তাঁহারা সমর্থও হইয়াছেন, ইহাও দুর্য্যোধন ধারণা করিলেন ॥৬০॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করায় পাণ্ডবগণকে জয় করিবার বিষয়ে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের দৃঢ় আশা জন্মিল ॥৬১॥

নরকাসুরের আত্মা যাইয়া কর্ণের অন্তঃকরণে আবিষ্ট হওয়ায় কর্ণও তখন অর্জ্জুনবধে ক্রূর বুদ্ধি স্থির করিলেন ॥৬২॥

এবং রাক্ষসেরা যাইয়া সংশপ্তকদের চিত্তে আবিষ্ট হওয়ায় রজোগুণ ও তমোগুণাক্রান্ত সেই বীর সংশপ্তকেরাও অর্জ্জুনের বধাভিলাষী হইল ॥৬৩॥

ন চাচচক্ষে কস্মৈচিদেতদ্রাজা সুযোধনঃ।
দুর্য্যোধনং নিশান্তে চ কর্ণো বৈকর্ত্তনোঽব্রবীৎ।
স্ময়ন্নিবাঞ্জলিং কৃত্বা পার্থিবং হেতুমদ্বচঃ ॥৬৫॥
ন মৃতো জয়তে শত্রূন্ জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি।
মৃতস্য ভদ্রাণি কুতঃ কৌরবেয়! কুতো জয়ঃ ॥৬৬॥
ন কালোঽদ্য বিষাদস্য ভয়স্য মরণস্য বা।
পরিষ্বজ্যাব্রবীচ্চৈনং ভুজাভ্যাং স মহাভুজঃ ॥৬৭॥
উত্তিষ্ঠ রাজন্! কিং শেষে কস্মাচ্ছোচসি শত্রুহন্!।
শত্রূন্ প্রতাপ্য বীর্য্যেণ স কথং মৃত্যুমিচ্ছসি ॥৬৮॥
অথবা তে ভয়ং জাতং দৃষ্ট্বার্জ্জুনপরাক্রমম্।
সত্যং তে প্রতিজানামি বধিষ্যামি রণেঽর্জ্জুনম্ ॥৬৯॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। এতৎ স্বপ্নবিবরণম্। বৈকর্ত্তনঃ সূর্য্যপুত্রঃ। স্ময়ন্নীষদ্ধসন্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৬৫॥
নেতি। ভদ্রাণি নানাবিধমঙ্গলানি ॥৬৬॥
নেতি। পরিষ্বজ্য আলিঙ্গ্য, এনং দুর্য্যোধনম্, স কর্ণঃ ॥৬৭॥
উত্তিষ্ঠেতি। শেষে স্বপিষি। যঃ খলু বীর্য্যেণ শত্রূন্ প্রতাপ্য স্থিতঃ, স ত্বম্ ॥৬৮॥
অথবেতি। দৃষ্ট্বা—গন্ধর্ব্বৈঃ সহ যুদ্ধকালে ইতি ভাবঃ ॥৬৯॥

আর, নরনাথ! ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপপ্রভৃতিও দানবাক্রান্তচিত্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আর পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহশালী থাকিলেন না ॥৬৪॥

এদিকে রাজা দুর্য্যোধনও এই স্বপ্নবৃত্তান্ত কাহাকেও বলিলেন না। পরে রাত্রিশেষে সূর্য্যপুত্র কর্ণ যাইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে এই সকল যুক্তিযুক্ত কথা বলিলেন—॥৬৫॥

"মানুষ মরিয়া শত্রু জয় করিতে পারে না, জীবিত থাকিয়াই নানাবিধ মঙ্গল দেখিতে পায়। মৃত ব্যক্তির মঙ্গল বা জয় হইবে কোথা হইতে? ॥৬৬॥

তা'র পর এটা তোমার বিষাদ, ভয় বা মরণের সময় নহে"। ইহা বলিয়া মহাবাহু কর্ণ বাহুযুগলদ্বারা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় বলিলেন—॥৬৭॥

"শত্রুহন্তা রাজা! গাত্রোত্থান কর, কেন শয়ন করিয়া রহিয়াছ, কি জন্যই বা শোক করিতেছ; তুমি এতকাল যাবৎ বাহুবলে শত্রুদিগকে সন্তপ্ত করিয়া এখন কেন মৃত্যু কামনা করিতেছ? ॥৬৮॥

অথবা অর্জ্জুনের পরাক্রম দেখিয়া তোমার ভয় জন্মিয়াছে; সুতরাং

গতে ত্রয়োদশে বর্ষে সত্যেনায়ুধমালভে।
আনয়িষ্যাম্যহং পার্থান্ বশং তব জনাধিপ! ॥৭০॥
এবমুক্তস্তু কর্ণেন দৈত্যানাং বচনাত্তথা।
প্রণিপাতেন চাপ্যেষামুদতিষ্ঠৎ সুযোধনঃ ॥৭১॥
দৈত্যানাং তদ্বচঃ স্মৃত্বা হৃদি কৃত্বা স্থিরাং মতিম্।
ততো মনুজশার্দ্দূলো যোজয়ামাস বাহিনীম্ ॥৭২॥
রথনাগাশ্বকলিলা পদাতিজনসঙ্কুলা।
গঙ্গৌঘপ্রতিমা রাজন্! প্রয়াতা সা মহাচমূঃ ॥৭৩॥
শ্বেতচ্ছত্রৈঃ পতাকাভিশ্চামরৈশ্চ সুপাণ্ডুরৈঃ।
রথৈর্নাগৈঃ পদাতৈশ্চ শুশুভেঽতীব সঙ্কুলা।
ব্যপেতাভ্রঘনে কালে দ্যৌরিবাব্যক্তশারদী ॥৭৪॥

ভারতকৌমুদী

গত ইতি। আলভে স্পৃশামি। আনয়িষ্যামি আনেষ্যামি ॥৭০॥
এবমিতি। বচনাৎ বচনস্মরণাৎ। এষাং দুঃশাসনাদীনাম্ ॥৭১॥
দৈত্যানামিতি। মতিং জয়বিষয়ে। যোজয়ামাস হস্তিনায়াং গমনায় ॥৭২॥
রথেতি। রথনাগাশ্বকলিলা রথহস্ত্যশ্বব্যাপ্তা। প্রয়াতা প্রস্থিতা ॥৭৩॥

ভারতভাবদীপঃ

মিতি শেষঃ ॥৫৯॥ অথ তৈর্বিসৃষ্টমিতি সম্বন্ধঃ ॥৫৯—৬১॥ অন্তরাত্মনা মনসা ॥৬২—৬৩॥ পাণ্ডুপুত্রাণামুপরীতি শেষঃ ॥৬৪—৭০॥ এষাং দুঃশাসনাদীনাম্ ॥৭১—৭৩॥ পদাতৈঃ

আমি তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যুদ্ধে অর্জ্জুনকে বধ করিব ॥৬৯॥

নরনাথ! আমি অস্ত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে আমি পাণ্ডবগণকে তোমার বশে আনয়ন করিব" ॥৭০॥

কর্ণ এইরূপ বলায়, দৈত্যগণের বচন স্মরণ করায় এবং দুঃশাসনপ্রভৃতির প্রণিপাতে দুর্য্যোধন গাত্রোত্থান করিলেন ॥৭১॥

তাহার পর নরশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন দৈত্যগণের সেই সকল বাক্য স্মরণ করিয়া এবং হৃদয়ে স্থির ধারণা করিয়া হস্তিনায় যাইবার জন্য সৈন্য যোজনা করিলেন ॥৭২॥

রাজা! ক্রমে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসমূহে পরিপূর্ণ এবং গঙ্গাপ্রবাহসদৃশী সেই মহাবাহিনী তথা হইতে প্রস্থান করিল ॥৭৩॥

(৭২) দৈত্যানাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা—বা ব কা নি। (৭৩) রথনাগাশ্বকলিলাং পদাতিজনা সঙ্কুলাম্—কা পি নি।

জয়াশীর্ভির্দ্বিজেন্দ্রৈঃ স স্তূয়মানোঽধিরাজবৎ।
গৃহ্ণন্নঞ্জলিমালাশ্চ ধার্ত্তরাষ্ট্রো জনাধিপঃ।
সুযোধনো যযাবগ্রে শ্রিয়া পরময়া জ্বলন্ ॥৭৫॥
কর্ণেন সার্দ্ধং রাজেন্দ্র! সৌবলেন চ দেবিনা।
দুঃশাসনাদয়শ্চাস্য ভ্রাতরঃ সর্ব্ব এব তে ॥৭৬॥
ভূরিশ্রবাঃ সোমদত্তো মহারাজশ্চ বাহ্লিকঃ।
রথৈর্নানাবিধাকারৈর্হয়ৈর্গজবরৈস্তথা ॥৭৭॥
প্রয়ান্তং নৃপসিংহং তমনুজগ্মুঃ কুরূদ্বহাঃ।
কালেনাল্পেন রাজেন্দ্র! স্বপুরং বিবিশুস্তদা ॥৭৮॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং দুর্য্যোধনপুরপ্রবেশে নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

শ্বেতেতি। পদাতৈঃ পদাতিভিঃ। ব্যপেতং দূরীভূতম্ অভ্রঘনং মেঘসমূহো যস্মাত্তস্মিন্ কালে শরদি। "ঘনং সংঘঃ" ইত্যনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী। অব্যক্তা উদয়ারম্ভাদস্পষ্টা শারদী জ্যোৎস্না যস্যাং সা, শ্বেতচ্ছত্রাদিসাম্যার্থমেতৎ। দ্যৌরাকাশমিব অতীব শুশুভে। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭৪॥

জয়েতি। অধিরাজবৎ যুবরাজোঽপি মহারাজবৎ। গৃহ্ণন্নঙ্গীকুর্ব্বন্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭৫॥

কর্ণেনেতি। দেবিনা দ্যূতনিপুণেন। ভ্রাতরো যযুরিতি শেষঃ ॥৭৬॥

ভূরীতি। হয়ৈরশ্বৈঃ। তং দুর্য্যোধনম্। স্বপুরং হস্তিনাম্ ॥৭৭—৭৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য্য মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

তখন শ্বেতবর্ণ ছত্র, পতাকা ও চামরে সমাকীর্ণ এবং হস্তী, পদাতি ও রথে পরিপূর্ণ সেই মহাবাহিনী মেঘবিহীন শরৎকালে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নাযুক্ত আকাশের ন্যায় অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল ॥৭৪॥

ব্রাহ্মণেরা জয়ধ্বনি ও আশীর্ব্বাদদ্বারা সংবর্দ্ধিত করিতে লাগিলে, নরনাথ দুর্য্যোধন যুবরাজ হইয়াও মহারাজের ন্যায় পরম শোভায় শোভিত হইয়া উপস্থিত লোকদিগের অঞ্জলিবন্ধন গ্রহণ করিতে থাকিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন ॥৭৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! তখন দুঃশাসনপ্রভৃতি সকল ভ্রাতারাও কর্ণ ও দ্যূতনিপুণ শকুনির সহিত যাইতে থাকিলেন ॥৭৬॥

* '...সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'- কা, '...ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

জনমেজয় উবাচ।

বসমানেষু পার্থেষু বনে তস্মিন্ মহাত্মসু।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা মহেষ্বাসাঃ কিমকুর্ব্বত সত্তম! ॥১॥
কর্ণো বৈকর্ত্তনশ্চৈব শকুনিশ্চ মহাবলঃ।
ভীষ্মদ্রোণকৃপাশ্চৈব তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥২॥

ভারতকৌমুদী

বসেতি। পার্থেষু পাণ্ডবেষু, তস্মিন্ দ্বৈতবনাখ্যে। মহেষ্বাসা মহাধনুর্দ্ধরাঃ ॥১॥
কর্ণ ইতি। বৈকর্ত্তনঃ সূর্য্যপুত্রঃ। ভীষ্মদ্রোণকৃপাশ্চ কিমকুর্ব্বতেত্যনুবৃত্তিঃ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

পদাতিভিঃ, সা চমূর্দ্যৌরিব শুশুভে ইতি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ। ব্যপেতঃ অভ্রঘনঃ মেঘবিস্তারো যস্মিন্ "ঘনং স্যা"দিত্যুপক্রম্য "বিস্তারো লোহমুদ্গরে" ইতি মেদিনী। শরদীত্যর্থঃ, অব্যক্তা ঈষদ্ব্যক্তা, শারদী শরজ্জাতপুণ্ডরীককাশকুসুমাদ্যাকারচ্ছত্রচামরাদিরূপা শোভা যস্যাং সাব্যক্তশারদী ॥৭৪॥ অধিরাজা সার্ব্বভৌমো যুধিষ্ঠিরস্তদ্বৎ। গৃহ্নন্ দৃকপ্রসারাদিনানুগৃহ্নন্। অঞ্জলিমালাঃ নমস্কারাঞ্জলি-পঙ্ক্তীঃ, বদ্ধাঞ্জলীনিত্যর্থঃ ॥৭৫॥ দেবিনা দ্যূতরতেন ॥৭৬ - ৭৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৯॥

—:*:—

এবং ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, মহারাজ বাহ্লিক ও অন্যান্য কুরুবংশীয়েরা নানাবিধ রথ, অশ্ব ও হস্তীতে আরোহণ করিয়া রাজশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। রাজশ্রেষ্ঠ! এইভাবে তাঁহারা অল্পকালের মধ্যেই যাইয়া হস্তিনায় প্রবেশ করিলেন ॥৭৭—৭৮॥

—:*:—

জনমেজয় বলিলেন—"সাধুশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা পাণ্ডবেরা সেই দ্বৈতবনে বাস করিতে থাকিলে, মহাধনুর্দ্ধর ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা (হস্তিনায় আসিয়া) কি করিলেন? ॥১॥

এবং মহাবল সূর্য্যপুত্র কর্ণ, শকুনি, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ—ইঁহারাই বা কি করিলেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন" ॥২॥

(১)…কিমকুর্ব্বত সত্তমাঃ!—বা ব কা নি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং গতেষু পার্থেষু বিসৃষ্টে চ সুযোধনে।
আগতে হাস্তিনপুরং মোক্ষিতে পাণ্ডুনন্দনৈঃ।
ভীষ্মোঽব্রবীন্মহারাজ! ধার্ত্তরাষ্ট্রমিদং বচঃ ॥৩॥
উক্তং তাত! ময়া পূর্ব্বং গচ্ছতস্তে তপোবনম্।
গমনং যে ন রুচিতং তব তত্র কৃতঞ্চ তে ॥৪॥
ততঃ প্রাপ্তং ত্বয়া বীর! গ্রহণং শত্রুভির্বলাৎ।
মোক্ষিতশ্চাপি ধর্ম্মজ্ঞৈঃ পাণ্ডবৈর্ন চ লজ্জসে ॥৫॥
প্রত্যক্ষং তব গান্ধারে! সসৈন্যস্য বিশাংপতে!।
সূতপুত্রোঽপয়াদ্ভীতো গন্ধর্ব্বাণাং তদা রণাৎ।
ক্রোশতস্তব রাজেন্দ্র! সসৈন্যস্য নৃপাত্মজ! ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। গতেষু দ্বৈতবনস্থিতিং প্রাপ্তেষু। ধার্ত্তরাষ্ট্রং সুযোধনমেব। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩॥

উক্তমিতি। তপোবনং দ্বৈতবনম। তব তত্র গমনং যে ন রুচিতম্, তথাপি তে ত্বয়া তৎ কৃতঞ্চ। পূর্ব্বং ভীষ্মোদিতমেব ধৃতরাষ্ট্রেণানূদিতমিতি নানুপপত্তিঃ ॥৪॥

তত ইতি। ধর্ম্মজ্ঞত্বাভাবে পাণ্ডবা নৃশংসান্ যুষ্মান্ ন মোচয়েয়ুরিতি ভাবঃ ॥৫॥

প্রত্যক্ষমিতি। গান্ধারে। গান্ধারীপুত্র!। গান্ধারীশব্দাৎ "বাহ্বাদেশ্চ বিধীয়তে" ইত্যণ্-প্রত্যয়েন সিদ্ধমিদম্। অপয়াৎ অপায়াৎ পলায়ত। অড়াগমাভাব আর্ষঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! পাণ্ডবেরা ঐভাবে দ্বৈতবনে বাস করিতে থাকিলে এবং তাঁহারা গন্ধর্ব্বদের হাত হইতে দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিয়া বিদায় দিলে, পরে দুর্য্যোধন হস্তিনায় আসিলে, ভীষ্ম তাঁহাকে এই কথা কহিলেন—॥৩॥

"বৎস! পূর্ব্বে দ্বৈতবনে যাইবার সময়ে তোমাকে আমি বলিয়াছিলাম যে, তোমার সেখানে গমনটা আমার অভিপ্রেত নহে; তথাপি তুমি তাহা করিয়াছিলে ॥৪॥

বীর! তাহার পর গন্ধর্ব্বেরা বলপূর্ব্বক তোমাকে ধরিয়াছিল এবং ধর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডবেরা মুক্ত করিয়া দিয়াছে; তথাপি তোমার লজ্জা হইতেছে না! ॥৫॥

গান্ধারীনন্দন! তখন সৈন্যগণের সহিত তোমার সমক্ষে এবং সৈন্যগণের সহিত তুমি ডাকিতেছিলে—এই অবস্থাতেই সূতপুত্র কর্ণ ভীত হইয়া গন্ধর্ব্বদের যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়াছিল ॥৬॥

দৃষ্টস্তে বিক্রমশ্চৈব পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
কর্ণস্য চ মহাবাহো! সূতপুত্রস্য দুর্ম্মতেঃ ॥৭॥
ন চাপি পাদভাক্ কর্ণঃ পাণ্ডবানাং নৃপোত্তম!।
ধনুর্ব্বেদে চ শৌর্য্যে চ ধর্ম্মে বা ধর্ম্মবৎসল! ॥৮॥
তস্মাদহং ক্ষমং মন্যে পাণ্ডবৈস্তৈর্মহাত্মভিঃ।
সন্ধিং সন্ধিবিদাং শ্রেষ্ঠ! কুলস্যাস্য বিবৃদ্ধয়ে ॥৯॥
এবমুক্তস্তু ভীষ্মেণ ধার্ত্তরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
প্রহস্য সহসা রাজন্! বিপ্রতস্থে সসৌবলঃ ॥১০॥
তং তু প্রস্থিতমাজ্ঞায় কর্ণদুঃশাসনাদয়ঃ।
অনুজগ্মুর্মহেষ্বাসা ধার্ত্তরাষ্ট্রং মহাবলম্ ॥১১॥
তাংস্তু সংপ্রস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ভীষ্মঃ কুরুপিতামহঃ।
লজ্জয়া ব্রীড়িতো রাজন্! জগাম স্বং নিবেশনম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্ট ইতি। তে ত্বয়া। যেভ্যো ভয়েন কর্ণঃ পলায়িতস্ত এব গন্ধর্ব্বাঃ পাণ্ডবৈর্বিজিতা ইতি ভাবঃ। মহাত্মদুর্ম্মতিবিশেষণাভ্যাং হৃদয়বৈধর্ম্ম্যমপি দর্শিতম্ ॥৭॥

নেতি। পাদভাক্ ক্ষমতায়া একচতুর্থাংশভাক্। শৌর্য্যে দৈহিকবলে ॥৮॥

তস্মাদিতি। ক্ষমমুচিতম্। তাদৃশং কর্ণং প্রতি তবাশ্বাসস্যানৌচিত্যাদিতি ভাবঃ ॥৯॥

এবমিতি। প্রহস্য, স্থবিরং ভীষ্মং প্রতি অবজ্ঞাবশাদিত্যাশয়ঃ ॥১০॥

তমিতি। আজ্ঞায় দৃষ্ট্বা। মহেষ্বাসা মহাধানুষ্কাঃ ॥১১॥

সুতরাং মহাবাহু! তুমি নিজেই মহাত্মা পাণ্ডবদের ও দুর্ম্মতি সূতপুত্র কর্ণের বিক্রম প্রত্যক্ষ করিয়াছ ॥৭॥

ধর্ম্মবৎসল রাজশ্রেষ্ঠ! কর্ণ ধনুর্ব্বেদে, বীরত্বে বা ধর্ম্মে পাণ্ডবদের ক্ষমতার এক চতুর্থাংশেরও অধিকারী নহে ॥৮॥

অতএব হে সন্ধিজ্ঞশ্রেষ্ঠ! আমি মনে করি—এই বংশের উন্নতির জন্য সেই মহাত্মা পাণ্ডবদের সহিত তোমার সন্ধি করাই উচিত" ॥৯॥

রাজা! ভীষ্ম এইরূপ বলিলে, রাজা দুর্য্যোধন একটু হাস্য করিয়া তৎক্ষণাৎ শকুনির সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥১০॥

তিনি প্রস্থান করিলেন দেখিয়া কর্ণ ও দুঃশাসনপ্রভৃতি ধনুর্দ্ধরেরাও সেই মহাবল দুর্য্যোধনের অনুগমন করিলেন ॥১১॥

তাঁহারা প্রস্থান করিলেন দেখিয়া কুরুপিতামহ ভীষ্ম লজ্জায় আকুল হইয়া আপন ভবনে চলিয়া গেলেন ॥১২॥

গতে ভীষ্মে মহারাজ। ধার্ত্তরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
পুনরাগম্য তং দেশমমন্ত্রয়ত মন্ত্রিভিঃ ॥১৩॥
কিমস্মাকং ভবেচ্ছ্রেয়ঃ কিং কার্য্যমবশিষ্যতে।
কথঞ্চ সুকৃতং তৎ স্যান্মন্ত্রয়ামোঽদ্য যদ্ধিতম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি। ব্রীড়িতঃ প্রস্থাতুং প্রণোদিতঃ, অপমানাতিশয়াদিতি ভাবঃ ॥১২॥
গত ইতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রো দুর্য্যোধনঃ। মন্ত্রিভিঃ কর্ণাদিভিঃ সহ ॥১৩॥
কিমিতি। যৎ হিতম্, তচ্চ কথং সুকৃতং সুষ্ঠু কৃতং স্যাৎ ॥১৪॥

মহারাজ জনমেজয়! ভীষ্ম চলিয়া গেলে, রাজা দুর্য্যোধন পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

'বর্ত্তমান সময়ে কোন কার্য্য আমাদের পক্ষে ভাল হয়, কোন্ কার্য্য অবশিষ্ট আছে এবং আমার যাহা হিত, তাহা কোন্ প্রকারে সুসম্পাদিত হয়, সেই সকল বিষয়ে এখন আমরা মন্ত্রণা করিব' ॥১৪॥

(১৪) কথঞ্চ সুকৃতং মে স্যাৎ—পি। হতঃ পরং কর্ণদিগ্বিজয়বর্ণনাত্মকঃ সার্দ্ধোঽধ্যায়ঃ বা ব কা পুস্তকেষু দৃশ্যতে। স চাধিকঃ, পিতামহলিখিতপুস্তকে অলিখিতত্বাৎ দাক্ষিণাত্যনির্ণয়সাগরযন্ত্রমুদ্রিতপুস্তকে 'এতদাদিঃ সার্দ্ধোঽধ্যায়ঃ ঝ—পুস্তক এব দৃশ্যতে' ইতি কৃত্বা বঙ্গনীমধ্যে লিখিতত্বাৎ পূর্ব্বাপরভাবাবৈষম্যাৎ একাকিনঃ কর্ণস্য দিগ্বিজয়ে 'একাকিনা ত্বয়া কর্ণ। কিং নামেহ কৃতং পুরা" ইতি বিরাটপর্ব্বোক্তিবিরোধাৎ আদিপর্ব্বণি পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে বনপর্ব্বণো বৃত্তান্তকথনপ্রকরণে কর্ণদিগ্বিজয়াত্মকবৃহদ্বৃত্তান্তস্যাকথনাচ্চ। অতশ্চ নীলকণ্ঠটীকা প্রক্ষেপাৎ পরমেব সঞ্চরতেতি প্রতীয়তে। স চ সার্দ্ধোঽধ্যায়ো যথা—

কর্ণ উবাচ।

দুর্য্যোধন। নিবোধেদং যত্ত্বাং বক্ষ্যামি কৌরব।। ভীষ্মোঽস্মান্নিন্দতি সদা পাণ্ডবাংশ্চ প্রশংসতি ॥১॥
দ্বেষাচ্চ মহাবাহো। মমাপি দ্বেষ্টুমর্হতি। বিগর্হতে চ মাং নিত্যং তৎসমীপে নরেশ্বর। ॥২॥
সোঽহং ভীষ্মবচস্তদ্বৈ ন মৃষ্যামীহ ভারত!। ত্বৎসমক্ষং যদুক্তঞ্চ ভীষ্মেণামিত্রকর্ষণ। ॥৩॥
পাণ্ডবানাং যশো রাজংস্তব নিন্দাঞ্চ ভারত।। অনুজানীহি মাং রাজন্! সভৃত্যবলবাহনম ॥৪॥
জেষ্যামি পৃথিবীং রাজন্। সশৈলবনকাননাম্। জিতা চ পাণ্ডবৈর্ভূমিশ্চতুর্ভির্বলশালিভিঃ ॥৫॥
তামহং তে বিজেষ্যামি এক এব ন সংশয়ঃ। সম্পশ্যতু সুদুর্বুদ্ধির্ভীষ্মঃ কুরুকুলাধমঃ ॥৬॥
অনিন্দ্যং নিন্দতে যো হি অপ্রশংস্যং প্রশংসতি। স পশ্যতু বলং মেঽদ্য আত্মানস্তু বিগর্হতু ॥৭॥
অনুজানীহি মাং রাজন! ধ্রুবো হি বিজয়স্তব। প্রতিজানামি তে সত্যং রাজন্নায়ুধমালভে ॥৮॥
তচ্ছ্রুত্বা তু বচো রাজন্। কর্ণস্য ভরতর্ষভ।। প্রীত্যা পরময়া যুক্তঃ কর্ণমাহ নরাধিপঃ ॥৯॥
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে ত্বং মহাবলঃ। হিতেষু বর্ত্তসে নিত্যং সফলং জন্ম চাদ্য মে ॥১০॥
যদা চ মন্যসে বীর। সর্ব্বশত্রুনিবর্হণম্। তদা নির্গচ্ছ ভদ্রং তে হ্যনুশাধি চ মামিতি ॥১১॥
এবমুক্তস্তদা কর্ণো ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ ধীমতা। সর্ব্বমাজ্ঞাপয়ামাস প্রাযাত্রিকমরিন্দম। ॥১২॥
নির্যযৌ চ মহেষ্বাসো নক্ষত্রে শুভদৈবতে। শুভে তিথৌ মুহূর্ত্তে চ পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ ॥১৩॥

মঙ্গলৈশ্চ শুভৈঃ স্নাতো বাগ্‌ভিশ্চাপি প্রপূজিতঃ। নাদয়ন্ রথঘোষেণ ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥১৪॥
ইতি মহাভারতে বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫২॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কর্ণো মহেষ্বাসো বলেন মহতা বৃতঃ। দ্রুপদস্য পুরং রম্যং রুরোধ ভরতর্ষভ! ॥১॥
যুদ্ধেন মহতা চৈনং চক্রে বীরং বশানুগম্। সুবর্ণং রজতঞ্চাপি রত্নানি বিবিধানি চ ॥২॥
করঞ্চ দাপয়ামাস দ্রুপদং নৃপসত্তম!। তং বিনির্জ্জিত্য রাজেন্দ্র! রাজানস্তস্য যেঽনুগাঃ ॥৩॥
তান্ সর্ব্বান্ বশগাংশ্চক্রে করং চৈনানদাপয়ৎ। অথোত্তরাং দিশং গত্বা বশে চক্রে নরাধিপান্ ॥৪॥
ভগদত্তঞ্চ নির্জ্জিত্য রাধেয়ো গিরিমারুহৎ। হিমবন্তং মহাশৈলং যুধ্যমানশ্চ শক্রভিঃ ॥৫॥
প্রযযৌ চ দিশঃ সর্ব্বান্ নৃপতীন্ বশমানয়ৎ। স হৈমবতিকান্ জিত্বা করং সর্ব্বানদাপয়ৎ ॥৬॥
নেপালবিষয়ে যে চ রাজানস্তানবাজয়ৎ। অবতীর্য্য ততঃ শৈলাৎ পূর্ব্বাং দিশমভিদ্রুতঃ ॥৭॥
অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গাংশ্চ শুণ্ডিকান্মিথিলানথ। মাগধান্ কর্কখণ্ডাংশ্চ নিবেশ্য বিষয়েত্মনঃ ॥৮॥
আবশীরাংশ্চ যোধ্যাংশ্চ অহিক্ষত্রঞ্চ নির্জ্জয়ৎ। পূর্ব্বাং দিশং বিনির্জ্জিত্য বৎসভূমিং তথাগমৎ ॥৯॥
বৎসভূমিং বিনির্জ্জিত্য কেরলাং মৃত্তিকাবতীম্। মোহনং পত্তনং চৈব ত্রিপুরীং কোশলাং তথা ॥১০॥
এতান্ সর্ব্বান্ বিনির্জ্জিত্য করমাদায় সর্ব্বশঃ। দক্ষিণাং দিশমাস্থায় কর্ণো জিত্বা মহারথান্ ॥১১॥
রুক্মিণং দাক্ষিণাত্যেষু যোধয়ামাস সূতজঃ। স যুদ্ধং তুমুলং কৃত্বা রুক্মী প্রোবাচ সূতজম্ ॥১ ॥
প্রীতোঽস্মি তব রাজেন্দ্র! বিক্রমেণ বলেন চ। ন তে বিঘ্নং করিষ্যামি প্রতিজ্ঞাং সমপালয়ম্ ॥১৩॥
প্রীত্যা চাহং প্রযচ্ছামি হিরণ্যং যাবদিচ্ছসি। সমেত্য রুক্মিণা কর্ণঃ পাণ্ড্যং শৈলঞ্চ সোঽগমৎ ॥১৪॥
স কেরলং রণে চৈব নীলঞ্চাপি মহীপতিম্। বেণুদারিতকং চৈব যে চান্যে নৃপসত্তমাঃ ॥১৫॥
দক্ষিণস্যাং দিশি নৃপান্ করান্ সর্ব্বানদাপয়ৎ। শৈশুপালিং ততো গত্বা বিজিগ্যে সূতনন্দনঃ ॥১৬॥
পার্শ্বস্থাংশ্চাপি নৃপতীন্ বশে চক্রে মহাবলঃ। আবন্ত্যাংশ্চ বশে কৃত্বা সাম্না চ ভরতর্ষভ!। বৃষ্ণিভিঃ সহ সঙ্গম্য পশ্চিমামপি নির্জ্জয়ৎ ॥১৭॥
বারুণীং দিশমাগম্য যাবনান্ বর্ব্বরাংস্তথা। নৃপান্ পশ্চিমভূমিস্থান্ দাপয়ামাস বৈ করান্ ॥১৮॥
বিজিত্য পৃথিবীং সর্ব্বাং সপূর্ব্বাপরদক্ষিণাম্। সম্লেচ্ছাটবিকাম্ বীরঃ সপর্ব্বতনিবাসিনঃ ॥১৯॥
ভদ্রান্ রোহিতকাংশ্চৈব আগ্রেয়ান্ মালবানপি। গণান্ সর্ব্বান্ বিনির্জ্জিত্য নীতিকৃৎ প্রহসন্নিব ॥২০॥
শশকান্ যবনাংশ্চৈব বিজিগ্যে সূতনন্দনঃ। নগ্নজিৎ প্রমুখাংশ্চৈব গণান্ জিত্বা মহারথান্ ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

মমাপি মামপি ॥২—১১॥ প্রায়াত্রিকং প্রয়াতুং রাজ্ঞোঽপেক্ষিতং শকটাপণবীথ্যাদি ॥১২—১৩॥
মঙ্গলৈর্মঙ্গলদ্রব্যৈঃ সুগন্ধতৈলাদিভিঃ, স্নাতঃ শুভৈর্নীরাজনাদিভিঃ প্রযযাবিতি সম্বন্ধঃ ॥১৪॥
ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫২॥

—:*:—

তত ইতি ॥১—৭॥ নিবেশ্য বিষয়েত্মনঃ আত্মনো গোচরে কৃত্বেত্যর্থঃ। বিষয়ে আত্মন ইতি আকারপূর্ব্বরূপং লোপো বা আর্ষঃ ॥৮॥ নির্জ্জয়জ্জিতবান্, অড়ভাবঃ আর্ষঃ ॥৯—১২॥ প্রতিজ্ঞাং ক্ষত্রধর্ম্মং সমপালয়ং পালিতবানস্মি ক্ষত্রধর্ম্মাবেক্ষয়ৈব ত্বয়া সহ যুদ্ধং কৃতং ন ত্বজ্জিগীষয়েতি

কর্ণ উবাচ।

দুর্য্যোধন! নিবোধেদং যত্ত্বাং বক্ষ্যামি কৌরব!।
শ্রুত্বা চ তত্তথা সর্ব্বং কর্ত্তুমর্হস্যরিন্দম! ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

দুর্য্যোধনেতি। নিবোধ শৃণু। অধিকসম্বোধনপদবিন্যাসো মুনীনাং স্বভাবঃ ॥১৫॥

কর্ণ বলিলেন—"কুরুনন্দন অরিন্দম দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর; শ্রবণ করিয়া সেই সমস্ত কার্য্য কর ॥১৫॥

এবং স পৃথিবীং সর্ব্বাং বশে কৃত্বা মহারথঃ। বিজিত্য পুরুষব্যাঘ্রো নাগসাহ্বয়মাগমৎ ॥২২॥
তমাগতং মহেষ্বাসং ধার্ত্তরাষ্ট্রো জনাধিপঃ। প্রত্যুদ্গম্য মহারাজ! সভ্রাতৃপিতৃবান্ধবঃ ॥২৩॥
অর্চ্চয়ামাস বিধিনা কর্ণমাহবশোভিনম্। আশ্রাবয়চ্চ তৎকর্ম্ম প্রীয়মাণো জনেশ্বরঃ ॥২৪॥
যন্ন ভীষ্মান্ন চ দ্রোণান্ন কৃপান্ন চ বাহ্লিকাৎ। প্রাপ্তবানস্মি ভদ্রং তে ত্বত্তঃ প্রাপ্তং ময়াহি তৎ ॥২৫॥
বহুনা চ কিমুক্তেন শৃণু কর্ণ! বচো মম। সনাথোঽস্মি মহাবাহো! ত্বয়া নাথেন সত্তম! ॥২৬॥
ন হি তে পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে কলামর্হন্তি ষোড়শীম্। অন্যে বা পুরুষব্যাঘ্র! রাজানোঽভ্যুদিতোদিতাঃ ॥
স ভবান্ ধৃতরাষ্ট্রং তং গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্। পশ্য কর্ণ! মহেষ্বাস! অদিতিং বজ্রভৃদ্যথা ॥২৮॥
ততো হলহলাশব্দঃ প্রাদুরাসীদ্বিশাংপতে!। হাহাকারাশ্চ বহবো নগরে নাগসাহ্বয়ে ॥২৯॥
কেচিদেনং প্রশংসন্তি নিন্দন্তি স্ম তথাপরে। তূষ্ণীমাসংস্তথা চান্যে নৃপাস্তত্র জনাধিপ! ॥৩০॥
এবং বিজিত্য রাজেন্দ্র! কর্ণঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ। সপর্ব্বতবনাকাশাং সসমুদ্রাং সনিষ্কুটাম্ ॥৩১॥
দেশৈরুচ্চাবচৈঃ পূর্ণাং পত্তনৈর্নগরৈরপি। দ্বীপৈশ্চানূপসম্পূর্ণৈঃ পৃথিবীং পৃথিবীপতে! ॥৩২॥
কালেন নাতিদীর্ঘেণ বশে কৃত্বা তু পার্থিবান্। অক্ষয়ং ধনমাদায় সূতজো নৃপমভ্যযাৎ ॥৩৩॥
প্রবিশ্য চ গৃহং রাজন্নভ্যন্তরমরিন্দম!। গান্ধারীসহিতং বীরো ধৃতরাষ্ট্রং দদর্শ সঃ ॥৩৪॥
পুত্রবচ্চ নরব্যাঘ্র! পাদৌ জগ্রাহ ধর্ম্মবিৎ। ধৃতরাষ্ট্রেণ চাশ্লিষ্য প্রেম্ণা চাপি বিসর্জ্জিতঃ ॥৩৫॥
তদাপ্রভৃতি রাজা চ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ। জানতে নির্জ্জিতান্ পার্থান্ কর্ণেন যুধি ভারত! ॥৩৬॥

ইতি মহাভারতে বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৩॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জিত্বা তু পৃথিবীং রাজন্! সূতপুত্রো জনাধিপ!। অব্রবীৎ পরবীরঘ্নো দুর্য্যোধনমিদং বচঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

ভাবঃ ॥১৩॥ শৈলং শ্রীশৈলম্ ॥১৪—২৩॥ তৎকর্ম্ম কর্ণবিজয়ং পুরে উদ্ঘোষয়ামাস ॥২৪—২৬॥ অভ্যুদিতেভ্যোঽপ্যুদিতাঃ শ্রেষ্ঠতমাঃ ॥২৭—২৮॥ হলহলাশব্দং হাহাকারং কর্ণনিন্দাঞ্চ পাণ্ডবপক্ষপাতিনশ্চক্রুরিত্যর্থঃ ॥২৯—৩০॥ আকাশঃ পর্ব্বতবনয়োরন্তরালং শস্যাদ্যুৎপত্তিভূমিমিত্যর্থঃ ॥৩১॥ অনূপং সর্ব্বতো জলম্, তেন সম্পূর্ণৈঃ ॥৩২—৩৬॥

ইতি বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৩॥

—:*:—

তবাদ্য পৃথিবী বীর! নিঃসপত্না নৃপোত্তম!।
তাং পালয় যথা শক্রো হতশত্রুর্মহামনাঃ ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু কর্ণেন কর্ণং রাজাঽব্রবীৎ পুনঃ।
ন কিঞ্চিদ্দুর্ল্লভং তস্য যস্য ত্বং পুরুষর্ষভ! ॥১৭॥
সহায়শ্চানুরক্তশ্চ মদর্থঞ্চ সমুদ্যতঃ।
অভিপ্রায়শ্চ মে কশ্চিত্তং বৈ শৃণু যথাতথম্ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)
রাজসূয়ং পাণ্ডবস্য দৃষ্ট্বা ক্রতুবরং তদা।
মম স্পৃহা সমুৎপন্না তাং সম্পাদয় সূতজ! ॥১৯॥
এবমুক্তস্ততঃ কর্ণো রাজানমিদমব্রবীৎ।
তবাদ্য পৃথিবীপালা বশ্যাঃ সর্ব্বে নৃপোত্তম! ॥২০॥
আহূয়ন্তাং দ্বিজবরাঃ সম্ভারাশ্চ যথাবিধি।
সম্ভ্রিয়ন্তাং কুরুশ্রেষ্ঠ! যজ্ঞোপকরণানি চ ॥২১॥

ভাবতকৌমুদী

তবেতি। নিঃসপত্না শত্রুশূন্যা। তদ্বিশেষমন্ত্রণং নিষ্প্রয়োজনমিতি ভাবঃ ॥১৬॥
এবমিতি। তস্য মম। অভিপ্রায়ো বর্ত্তত ইতি শেষঃ ॥১৭—১৮॥
রাজেতি। যুধিষ্ঠিরস্পর্দ্ধামূলৈবেয়ং দুর্য্যোধনস্য স্পৃহেতি সমালোচনীয়ম্ ॥১৯॥
এবমিতি। সর্ব্বপৃথিবীপালানাং বশ্যত্বাৎ সুকর এবায়ং যজ্ঞ ইতি ভাবঃ ॥২০॥
আহূয়ন্তামিতি। সম্ভারাঃ সামগ্র্যঃ। সম্ভ্রিয়ন্তামাযোজ্যন্তাম্ ॥২১॥

বাব রাজশ্রেষ্ঠ! তোমার রাজ্য এখন নিষ্কণ্টক; সুতরাং উদারচিত্তে ইন্দ্রের ন্যায় সেই রাজ্যই পালন করিতে থাক" ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কর্ণ এইরূপ বলিলে, পুনরায় দুর্য্যোধন কর্ণকে বলিলেন—"পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি যাহার সহায় এবং যাহার প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছ, তাহার পক্ষে কিছুই দুর্ল্লভ নহে। বিশেষতঃ, তুমি আমার হিতসাধনে সর্ব্বদাই উদ্‌যোগী আছ। সে যাহা হউক, আমার কোন অভিপ্রায় আছে, তাহা তুমি যথাযথভাবে শ্রবণ কর ॥১৭—১৮॥

কর্ণ! সেই সময়ে যুধিষ্ঠিরের মহাযজ্ঞ রাজসূয় দর্শন করিয়া আমারও তাহা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, সুতরাং তুমি তাহা সম্পন্ন কর" ॥১৯॥

দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পর কর্ণ আবার তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—"রাজশ্রেষ্ঠ! এখন সকল রাজাই তোমার বশীভূত আছেন ॥২০॥

---

(১৭)...কর্ণং রাজাঽব্রবীদ্বচঃ—পি। (১৯)...দৃষ্ট্বা ক্রতুবরং মহৎ—বা ব কা পি।

ঋত্বিজশ্চ সমাহূতা যথোক্তা বেদপারগাঃ।
ক্রিয়াং কুর্ব্বন্তু তে রাজন্! যথাশাস্ত্রমরিন্দম! ॥২২॥
বহ্বন্নপানসংযুক্তঃ সুসমৃদ্ধগুণান্বিতঃ।
প্রবর্ত্ততাং মহাযজ্ঞস্তবাপি ভরতর্ষভ! ॥২৩॥
এবমুক্তস্তু কর্ণেন ধার্ত্তরাষ্ট্রো বিশাংপতে!।
পুরোহিতং সমানায্য বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥২৪॥
রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠং সমাপ্তবরদক্ষিণম্।
আহর ত্বং মম কৃতে যথান্যায়ং যথাক্রমম্ ॥২৫॥
স এবমুক্তো নৃপতিমুবাচ দ্বিজসত্তমঃ।
ন স শক্যঃ ক্রতুশ্রেষ্ঠো জীবমানে যুধিষ্ঠিরে।
আহর্ত্তুং কৌরবশ্রেষ্ঠ! কুলে তব নৃপোত্তম! ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

ঋত্বিজ ইতি। যথোক্তা বিধানজ্ঞত্বাদিগুণযুক্তাঃ ॥২২॥

বহ্বিতি। সুসমৃদ্ধং মহাডম্বরমেব গুণস্তেনান্বিতঃ ॥২৩॥

এবমিতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রো দুর্য্যোধনঃ। বিশাংপতে ইতি জনমেজয়সম্বোধনম্ ॥২৪॥

রাজেতি। সমাপ্তা যাজ্ঞিকৈঃ সম্যক্ প্রাপ্তা বরা উত্তমা দক্ষিণা যস্মিন্ তম্ ॥২৫॥

স ইতি। জীবমানে জীবতি। যুধিষ্ঠিরস্য জয়াসম্ভবাৎ একস্মিন্নপি রাজনি অবিজিতে তিষ্ঠতি এতদ্‌যজ্ঞানধিকারাদিত্যাশয়ঃ। আহর্ত্তুমনুষ্ঠাতুম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

বসমানেষ্বিতি ॥১—৩॥ তব গমনং ন রুচিতং নানুমোদিতম, মে ময়া, তে ত্বয়া চ তন্ন কৃতম্ ॥৪—৫॥ অপয়াৎ অপায়াৎ পলায়িতঃ ॥৬—৮॥ সন্ধিং ক্ষমং যুক্তং মন্যে ॥৯—২৫॥ জীবমানে ইত্যেকস্মিন্ কুলে দ্বৌ রাজসূয়ৌ ন ভবত ইতি বা তস্মিন্নজিত ইতি বা ভাবঃ ॥২৬॥

অতএব কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান কর এবং যথাবিধানে সেই যজ্ঞের সামগ্রী ও উপকরণ সংগ্রহ কর ॥২১॥

অরিন্দম রাজা! বেদপারদর্শী যথোক্ত পুরোহিতেরা আহূত হইয়া শাস্ত্র অনুসারে তোমার কার্য্য করিতে থাকুন ॥২২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রচুর খাদ্য-পেয়যুক্ত এবং মহাড়ম্বরপূর্ণ তোমার মহাযজ্ঞও আরব্ধ হউক" ॥২৩॥

নরনাথ! কর্ণ এইরূপ বলিলে, দুর্য্যোধন পুরোহিতকে আনাইয়া এই কথা বলিলেন—॥২৪॥

"আর্য্য! আপনি আমার জন্য যথানিয়মে এবং যথাক্রমে যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করুন; তাহাতে যাজ্ঞিকেরা উত্তম দক্ষিণা পাইবেন" ॥২৫॥

দীর্ঘায়ুর্জীবতি চ তে ধৃতরাষ্ট্রঃ পিতা নৃপঃ।
অতশ্চাপি বিরুদ্ধস্তে ক্রতুরেষ নৃপোত্তম! ॥২৭॥
অস্তি ত্বন্যন্মহাসত্রঃ রাজসূয়সমং প্রভো!।
তেন ত্বং যজ রাজেন্দ্র! শৃণু চেদং বচো মম ॥২৮॥
য ইমে পৃথিবীপালাঃ করদাস্তব পার্থিব!।
তে করান্ সম্প্রয়চ্ছন্তু সুবর্ণঞ্চ কৃতাকৃতম্ ॥২৯॥
তেন তে ক্রিয়তামগ্র্য লাঙ্গলং নৃপসত্তম!।
যজ্ঞবাটস্য তে ভূমিঃ কৃষ্যতাং তেন ভারত! ॥৩০॥
তত্র যজ্ঞো নৃপশ্রেষ্ঠ! প্রভূতান্নঃ সুসংস্কৃতঃ।
প্রবর্ত্ততাং যথান্যায়ং সর্ব্বতো হ্যনিবারিতঃ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

উক্তাশয়েনৈব পুনরাহ দীর্ঘেতি। নৃপ ইত্যনেন স এব রাজা ত্বন্তু যুবরাজ ইতি সূচিতম্ ॥২৭॥
তর্হি কিং মম যজ্ঞকরণসম্ভাবনৈব নাস্তীত্যাহ—অস্তীতি। সত্রং যজ্ঞঃ ॥২৮॥
য ইতি। কৃতং কটকাদিরূপেণ পরিণমিতঞ্চ তৎ অকৃতং মূলঞ্চেতি কৃতাকৃতম্ ॥২৯॥
তেনেতি। তেন সুবর্ণেন। যজ্ঞবাটস্য যজ্ঞস্থানস্য, তেন লাঙ্গলেন ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

স চ শত্রুর্ন তৎপ্রতিবাদ্যস্মাকং কশ্চিদস্তি দ্যূতেন চ জিতোঽস্ত্যেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—দীর্ঘায়ুরিতি। পিতর্যুক্তবাজসূয়ে জীবতি সতি স্বয়ং তং ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। অন্ধস্য পিতুরনধিকারাত্তৎ সত্ত্বং যদ্যপ্যধিকারপ্রতিবন্ধকং ন ভবতি কিন্তু যুধিষ্ঠিরজয়াসামর্থ্যমেব, তথাপি তৎকীর্ত্তয়িতুমশক্যমিত্যেতদুদাহৃতম্। তথা চ বক্ষ্যতি—"হতেষু যুধি পার্থেষু রাজসূয়ে তথা ত্বয়া। আহৃতে-

দুর্য্যোধন এইরূপ বলিলে, সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন—"কৌরবশ্রেষ্ঠ! নৃপতিপ্রধান! যুধিষ্ঠির জীবিত থাকিতে আপনার বংশে আর কেহই সেই মহাযজ্ঞ করিতে পারিবেন না ॥২৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ! বিশেষতঃ আপনার পিতা রাজা ধৃতরাষ্ট্র জীবিত আছেন এবং তিনি দীর্ঘায়ু। এজন্যও আপনার পক্ষে এ যজ্ঞ করা বিরুদ্ধ ॥২৭॥

প্রভু রাজশ্রেষ্ঠ! তবে রাজসূয়যজ্ঞেরই তুল্য আর একটী মহাযজ্ঞ আছে; আপনি সেই যজ্ঞ করুন এবং আমার এই কথা শুনুন—॥২৮॥

রাজা! আপনার অধীনে এই যে সকল করদ রাজা আছেন, তাঁহারা কর দান করুন এবং স্বর্ণনির্ম্মিত বস্তু ও মূল স্বর্ণ দান করুন ॥২৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ ভরতনন্দন! আপনার লোক সেই স্বর্ণদ্বারা একখানা লাঙ্গল নির্ম্মাণ করুক এবং সেই লাঙ্গলদ্বারা আপনার যজ্ঞবাটীর ভূমি কর্ষণ করুক ॥৩০॥

(২৮) অস্তি ত্বন্যন্মহৎ সত্রম্—বা ব কা নি।

এষ তে বৈষ্ণবো নাম যজ্ঞঃ সৎপুরুষোচিতঃ।
এতেন নেষ্টবান্ কশ্চিদৃতে বিষ্ণুং পুরাতনম্ ॥৩২॥
রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠং স্পর্দ্ধত্যেষ মহাক্রতুঃ।
অস্মাকং রোচতে চৈব শ্রেয়শ্চ তব ভারত!।
নির্বিঘ্নশ্চ ভবত্যেষ সফলা স্যাৎ স্পৃহা তব ॥৩৩॥
এবমুক্তস্তু তৈর্বিপ্রৈর্ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
কর্ণঞ্চ সৌবলঞ্চৈব ভ্রাতৄংশ্চৈবেদমব্রবীৎ ॥৩৪॥
রোচতে মে বচঃ কৃৎস্নং ব্রাহ্মণানাং ন সংশয়ঃ।
রোচতে যদি যুষ্মাকং তস্মাৎ প্রক্রত মা চিরম্ ॥৩৫॥
এবমুক্তাস্তু তে সর্ব্বে তথেত্যূচুর্নরাধিপম্।
আদিদেশ ততো রাজা ব্যাপারস্থান্ যথাক্রমম্ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। সুসংস্কৃতঃ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নতয়া সুসম্পাদিতঃ। অনিবারিতঃ অরুদ্ধব্যয়ঃ ॥৩১॥

এষ ইতি। এতেন নেষ্টবান্ ইমং যজ্ঞং ন কৃতবানিত্যর্থঃ, ঋতে বিনা ॥৩২॥

রাজেতি। যজ্ঞেষ নির্বিঘ্নঃ সন্ সমাপ্তো ভবতি, তদা তব স্পৃহা সফলা স্যাৎ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৩॥

এবমিতি। কর্ণাদীনাং সম্মতিলাভার্থং তানব্রবীদিত্যাশয়ঃ ॥৩৪॥

রোচত ইতি। মা চিরং ন বিলম্বং কুরুত ॥৩৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ! সেই স্থানে যথানিয়মে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন যজ্ঞ আরব্ধ হউক, তাহাতে প্রচুর অন্ন থাকিবে এবং কোন দিকে ব্যয়সঙ্কোচ করা হইবে না ॥৩১॥

ইহার নাম—'বৈষ্ণবযজ্ঞ' এবং ইহা সৎপুরুষগণেরই করার যোগ্য, বিশেষতঃ পূর্ব্বে বিষ্ণু ব্যতীত এ যজ্ঞ আর কেহ করেন নাই ॥৩২॥

ভরতনন্দন! এই মহাযজ্ঞ, যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ের সহিত স্পর্দ্ধা করে (অর্থাৎ রাজসূয়যজ্ঞের তুল্য), আমাদেরও এই যজ্ঞ করাই অভিপ্রেত, আপনারও ইহাতে মঙ্গল হইবে এবং এই যজ্ঞ যদি নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়, তবে আপনার অভিলাষ সফল হইবে" ॥৩৩॥

সেই ব্রাহ্মণেরা এইরূপ বলিলে, রাজা দুর্য্যোধন—কর্ণ, শকুনি ও ভ্রাতৃগণের নিকট এই কথা বলিলেন ॥৩৪॥

"ব্রাহ্মণদের কথিত সমস্ত বিষয়েই আমার মত আছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তোমাদের যদি মত হয়, তবে বল, বিলম্ব করিও না" ॥৩৫॥

---

(৩৫) তস্মাৎ প্রক্রত মা চিরম্—বা ব কা নি। (৩৬) সন্দিদেশ ততো রাজা—বা ব কা নি।

হলস্য করণে চাপি ব্যাদিষ্টাঃ সর্ব্বশিল্পিনঃ।
যথোক্তঞ্চ নৃপশ্রেষ্ঠ! কৃতং সর্ব্বং যথাক্রমম্ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং দুর্য্যোধনযজ্ঞারম্ভে দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

একাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততস্তু শিল্পিনঃ সর্ব্বে কৃতমূচুর্নরাধিপম্।
বিদুরশ্চ মহাপ্রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রে ন্যবেদয়ৎ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। ব্যাপারস্থান্ যজ্ঞভূমিপরিষ্করণাদিকার্য্যনিযুক্তান্ ভৃত্যান্ ॥৩৬॥

হলস্যেতি। হলস্য লাঙ্গলস্য, করণে নির্ম্মাণে, ব্যাদিষ্টা দুর্য্যোধনেন ॥৩৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

হহং নরশ্রেষ্ঠ! ত্বাং সভাজয়িতা পুনঃ" ইতি ॥২৭—২৮॥ কৃতং ঘটিতমলঙ্কারাদিরূপম্, অকৃতমন্যৎ ॥২৯—৩৫॥ ব্যাপারস্থান্ শিল্পিনঃ ॥৩৬—৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১০॥

—:*:—

দুর্য্যোধন এইরূপ বলিলে, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে বলিলেন যে, "তাহাই হউক"। তাহার পর দুর্য্যোধন যথাক্রমে কার্য্য করিতে ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন ॥৩৬॥

এবং তিনি সকল শিল্পীকে লাঙ্গল নির্ম্মাণ করিতেও আদেশ করিলেন, আর যথাক্রমে যথোক্ত অন্য সকল কার্য্যও করিলেন" ॥৩৭॥

—:*:—

* '...অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...ষট্পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

(১)...সর্ব্বে অমাত্যপ্রবরাশ্চ যে...ধার্ত্তরাষ্ট্রে ন্যবেদয়ৎ—বা ব কা।

সজ্জং ক্রতুবরং রাজন্! কালপ্রাপ্তঞ্চ ভারত!।
সৌবর্ণঞ্চ কৃতং দিব্যং লাঙ্গলঞ্চ মহাধনম্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
এতচ্ছ্রুত্বা নৃপশ্রেষ্ঠো ধৃতরাষ্ট্রো বিশাংপতে!।
আজ্ঞাপয়ামাস নৃপঃ ক্রতুরাজপ্রবর্ত্তনম্ ॥৩॥
ততঃ প্রববৃতে যজ্ঞঃ প্রভূতার্থঃ সুসংস্কৃতঃ।
দীক্ষিতশ্চাপি গান্ধারির্যথাশাস্ত্রং যথাক্রমম্ ॥৪॥
প্রহৃষ্টো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ বিদুরশ্চ মহাযশাঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো গান্ধারী চ যশস্বিনী ॥৫॥
নিমন্ত্রণার্থং দূতাংশ্চ প্রেষয়ামাস শীঘ্রগান্।
পার্থিবানাঞ্চ রাজেন্দ্র! ব্রাহ্মণানাং তথৈব চ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
তে প্রয়াতা যথোদ্দিষ্টা দূতাস্ত্বরিতবাহনাঃ।
তত্র কঞ্চিৎ প্রয়াতন্তু দূতং দুঃশাসনোঽব্রবীৎ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। কৃতং সর্ব্বং কার্য্যং সম্পাদিতম্। কালপ্রাপ্তম্ উপস্থিতকালম্ ॥১—২॥
এতদিতি। ক্রতুরাজপ্রবর্ত্তনং সঙ্কল্পিতবৈষ্ণবযজ্ঞারম্ভম্ ॥৩॥
তত ইতি। প্রভূতার্থঃ প্রচুরধনব্যয়যুক্তঃ, সুসংস্কৃতঃ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নঃ। গান্ধারির্দুর্য্যোধনঃ ॥৪॥
প্রহৃষ্ট ইতি। একস্য বিস্মৃতিসম্ভবে প্রত্যেকেন প্রেষণম্। পার্থিবানাং রাজ্ঞাম্ ॥৫—৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর শিল্পীরা সকলে যাইয়া দুর্য্যোধনের নিকট বলিল যে, 'সমস্ত কার্য্যই সম্পাদিত হইয়াছে"। তৎপরে মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর যাইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইলেন যে, "ভরতনন্দন রাজা! 'বৈষ্ণব'-নামক মহাযজ্ঞের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে এবং তাহা আরম্ভ করিবার সময়ও উপস্থিত হইয়াছে, আর মহামূল্য স্বর্ণলাঙ্গলও প্রস্তুত হইয়াছে" ॥১—২॥

নরনাথ! এই কথা শুনিয়া রাজশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিবার আদেশ করিলেন ॥৩॥

তাহার পর সেই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইল; দুর্য্যোধনও যথাবিধানে ও যথাক্রমে দীক্ষিত হইলেন; ক্রমে প্রচুর অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল ॥৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তখন আনন্দিতচিত্ত ধৃতরাষ্ট্র, মহাযশা বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও যশস্বিনী গান্ধারীদেবী রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য দ্রুতগামী দূতগণকে প্রেরণ করিলেন ॥৫—৬॥

---

(২)…সৌবর্ণঞ্চ কৃতং সর্ব্বম্—বা ব কা নি। (৩)…ধার্ত্তরাষ্ট্রো বিশাংপতে!—বা ব কা।

গচ্ছ দ্বৈতবনং শীঘ্রং পাণ্ডবান্ পাপপূরুষান্।
নিমন্ত্রয় যথান্যায়ং বিপ্রাংস্তস্মিন্ বনে তথা ॥৮॥
স গত্বা পাণ্ডবান্ সর্ব্বানুবাচাভিপ্রণম্য চ।
দুর্য্যোধনো মহারাজ! যজতে নৃপসত্তমঃ ॥৯॥
স্ববীর্য্যার্জ্জিতমর্থৌঘমবাপ্য কুরুসত্তমঃ।
তত্র গচ্ছন্তি রাজানো ব্রাহ্মণাশ্চ ততস্ততঃ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
অহন্তু প্রেষিতো রাজন্! কৌরবেণ মহাত্মনা।
আমন্ত্রয়তি বো রাজা ধার্ত্তরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ ॥১১॥
মনোঽভিলষিতং রাজ্ঞস্তং ক্রতুং দ্রষ্টুমর্হথ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা তচ্ছ্রুত্বা দূতভাষিতম্ ॥১২॥
অব্রবীন্নৃপশার্দ্দূলো দিষ্ট্যা রাজা সুযোধনঃ।
যজতে ক্রতুমুখ্যেন পূর্ব্বেষাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। যথোদ্দিষ্টা ধৃতরাষ্ট্রাদীনামুদ্দেশক্রমেণ প্রবৃত্তাঃ। প্রয়াতং প্রস্থিতম্ ॥৭॥
গচ্ছেতি। পাপপুরুষানিত্যাক্রোশাদুক্তম্। তস্মিন্ বনে স্থিতানিতি শেষঃ ॥৮॥
স ইতি। স দূতঃ। অর্থৌঘং ধনসমূহম্। ততস্ততঃ স্থানাৎ ॥৯—১০॥
অহমিতি। কৌরবেণ দুর্য্যোধনেন। বো যুষ্মান্ ॥১১॥
মন ইতি। রাজ্ঞো দুর্য্যোধনস্য। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন ॥১২—১৩॥

ক্রমে সেই দূতগণ দ্রুতগামী বাহনে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের উপদেশক্রমে প্রস্থান করিল। তখন দুঃশাসন প্রস্থানকালে কোন দূতকে বলিলেন—॥৭॥

"দূত! সত্বর দ্বৈতবনে গমন কর এবং পাপিষ্ঠ পাণ্ডবগণকে ও তত্রত্য ব্রাহ্মণগণকে যথানিয়মে নিমন্ত্রণ কর" ॥৮॥

তাহার পর সেই দূত দ্বৈতবনে যাইয়া পাণ্ডবদের সকলকে প্রণাম করিয়া বলিল—"মহারাজ! রাজশ্রেষ্ঠ ও কৌরবপ্রধান দুর্য্যোধন আপন বাহুবলার্জ্জিত ধনরাশি লাভ করিয়া যজ্ঞ করিতেছেন। সেখানে রাজারা ও ব্রাহ্মণেরা নানাস্থান হইতে যাইতেছেন ॥৯—১০॥

রাজা! মহাত্মা কুরুরাজ দুর্য্যোধন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনি আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন ॥১১॥

অতএব আপনারা যাইয়া রাজা দুর্য্যোধনের অভিলষিত সেই যজ্ঞ দর্শন করিবেন"। তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দূতের সেই কথা শুনিয়া বলিলেন—"পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধক রাজশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন ভাগ্যবশতঃ প্রধান যজ্ঞ করিতেছেন ॥১২—১৩॥

বয়মপ্যুপযাস্যামো ন ত্বিদানীং কথঞ্চন।
সময়ঃ প্রতিপাল্যো নো যাবদ্বর্ষং ত্রয়োদশম্ ॥১৪॥
শ্রুত্বৈতদ্ধর্ম্মরাজস্য ভীমো বচনমব্রবীৎ।
তদা তু নৃপতির্গন্তা ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৫॥
অস্ত্রশস্ত্রপ্রদীপ্তেঽগ্নৌ যদা তং পাতয়িষ্যতি।
বর্ষাত্রয়োদশাদূর্দ্ধং রণসত্রে নরাধিপঃ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)
যদা ক্রোধহবির্মোক্তা ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু পাণ্ডবঃ।
আগন্তাহং তদাস্মীতি বাচ্যস্তে স সুযোধনঃ ॥১৭॥
শেষাস্তু পাণ্ডবা রাজন্! নৈবোচুঃ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্।
দূতশ্চাপি যথাবৃত্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রে ন্যবেদয়ৎ ॥১৮॥
অথাজগ্মুর্নরশ্রেষ্ঠা নানাজনপদেশ্বরাঃ।
ব্রাহ্মণাশ্চ মহাভাগা ধার্ত্তরাষ্ট্রপুরং প্রতি ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

বয়মিতি। উপযাস্যামো হস্তিনায়ামিতি শেষঃ। প্রতিপাল্যঃ প্রতীক্ষণীয়ঃ ॥১৪॥
শ্রুত্বেতি। গন্তা গমিষ্যতি। তং দুর্য্যোধনম্। রণসত্রে যুদ্ধযজ্ঞে ॥১৫—১৬॥
যদেতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু কাষ্ঠভূতেষু অস্ত্রশস্ত্রাগ্নিনা দহ্যমানেষ্বিত্যাশয়ঃ ॥১৭॥
শেষা ইতি। শেষা অবশিষ্টা অর্জ্জুননকুলসহদেবাঃ। দূতশ্চাপি গত্বেতি শেষঃ ॥১৮॥
অথেতি। আজগ্মুর্দুর্য্যোধনযজ্ঞদর্শনায়েতি ভাবঃ ॥১৯॥

সেখানে আমরাও যাইব বটে, তবে এক্ষণে কোন প্রকারেই নহে। কেন না, ত্রয়োদশবৎসর কাল আমাদের প্রতীক্ষা করিতে হইবে" ॥১৪॥

যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া ভীম বলিলেন—"ত্রয়োদশবৎসর পরে রাজা যুধিষ্ঠির যখন যুদ্ধযজ্ঞে অস্ত্রশস্ত্রপ্রজ্বলিত অগ্নিতে সেই দুর্য্যোধনকে নিক্ষেপ করিবেন, তখনই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাইবেন ॥১৫—১৬॥

আর, ধার্ত্তরাষ্ট্ররূপ কাষ্ঠ সকল অস্ত্রশস্ত্ররূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইতে থাকিলে, তাহাতে পাণ্ডবেরা যখন ক্রোধরূপ হবি নিক্ষেপ করিতে পারিবেন, তখন আমি যাইব। দূত! এই কথাগুলি তুমি সেই দুর্য্যোধনকে বলিও" ॥১৭॥

রাজা জনমেজয়! অবশিষ্ট পাণ্ডবেরা কোন অপ্রিয় কথাই বলিলেন না; দূতও যাইয়া যথাবৎ বৃত্তান্ত দুর্য্যোধনকে জানাইল ॥১৮॥

তাহার পর নানা দেশের অধিপতি রাজারা এবং মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা দুর্য্যোধনের যজ্ঞস্থানে আগমন করিলেন ॥১৯॥

তে ত্বর্চ্চিতা যথাশাস্ত্রং যথাবিধি যথাক্রমম্।
মুদা পরময়া যুক্তাঃ প্রীতাশ্চাপি নরেশ্বরাঃ ॥২০॥
ধৃতরাষ্ট্রোঽপি রাজেন্দ্র! সংবৃতঃ সর্ব্বকৌরবৈঃ।
হর্ষেণ মহতা যুক্তো বিদুরং প্রত্যভাষত ॥২১॥
যথা সুখী জনঃ সর্ব্বঃ ক্ষত্তঃ! স্যাদন্নসংযুতঃ।
তুষ্যেচ্চ যজ্ঞসদনে তথা ক্ষিপ্রং বিধীয়তাম্ ॥২২॥
বিদুরস্তু তদাজ্ঞায় সর্ব্ববর্ণানরিন্দম!।
যথাপ্রমাণতো বিদ্বান্ পূজয়ামাস ধর্ম্মবিৎ ॥২৩॥
ভক্ষ্যপেয়ান্নপানেন মাল্যৈশ্চাপি সুগন্ধিভিঃ।
বাসোভির্বিবিধৈশ্চৈব যোজয়ামাস হৃষ্টবৎ ॥২৪॥
কৃত্বা হ্যাবসথান্ বীরো যথাশাস্ত্রং যথাক্রমম্।
সান্ত্বয়িত্বা চ রাজেন্দ্রো দত্ত্বা চ বিবিধং বসু।
বিসর্জ্জয়ামাস নৃপান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ সহস্রশঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। অর্চ্চিতা দানমানাদিভির্গৌরবাস্পদীকৃতাঃ। প্রীতাঃ প্রসন্না বভূবুঃ ॥২০॥
ধৃতেতি। মহতা হর্ষেণ যুক্তঃ, পুত্রযজ্ঞস্য মহাড়ম্বরাবগমাদিত্যাশয়ঃ ॥২১॥
যথেতি। হে ক্ষত্তঃ! বিদুর! অন্নসংযুতঃ অন্নপ্রাপ্তঃ। ক্ষিপ্রং শীঘ্রম্ ॥২২॥
বিদুর ইতি। প্রমাণং বর্ণানামুচ্চনীচত্বমনতিক্রম্যেতি যথাপ্রমাণতঃ ॥২৩॥
ভক্ষ্যেতি। ভক্ষ্যং চর্ব্ব্যং লড্ডুকাদি পেয়ং পানযোগ্যং মধ্বাদি অন্নমোদনং পানং জলঞ্চ তেন। যোজয়ামাস আগতেভ্যো দদাবিত্যর্থঃ, হৃষ্টবৎ আনন্দিত ইব ॥২৪॥

তখন দান-মানদ্বারা শাস্ত্র অনুসারে যথাবিধানে ও যথাক্রমে গৌরব করিলে, সেই রাজারা পরম আনন্দিত ও প্রসন্ন হইলেন ॥২০॥

রাজশ্রেষ্ঠ! ধৃতরাষ্ট্রও পরমানন্দিত ও সকল কৌরবে পরিবেষ্টিত হইয়া বিদুরকে বলিলেন—॥২১॥

"বিদুর! যজ্ঞভবনের সকল লোকই যাহাতে অন্ন লাভ করিয়া সুখী ও সন্তুষ্ট হয়, তাহা তুমি সত্বর কর" ॥২২॥

অরিন্দম জনমেজয়! জ্ঞানী ও ধর্ম্মজ্ঞ বিদুর সেই কথা শুনিয়া তারতম্য অনুসারে সকল বর্ণেরই সম্মান করিলেন ॥২৩॥

এবং বিদুর আনন্দিত হইয়া আগন্তুক ব্যক্তিমাত্রকেই চর্ব্ব্য, পেয়, অন্ন, জল, সুগন্ধি মাল্য ও নানাবিধ বস্ত্র দান করিলেন ॥২৪॥

এদিকে বীর ও রাজশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন নগরের বাহিরে যথাবিধানে ও যথা-

বিসৃজ্য চ নৃপান্ সর্ব্বান্ ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
বিবেশ হাস্তিনপুরং সহিতঃ কর্ণসৌবলৈঃ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং দুর্য্যোধনযজ্ঞসমাপ্তাবেকাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রবিশন্তং মহারাজ। সূতাস্তুষ্টুবুরচ্যুতম্।
জনাশ্চাপি মহেষ্বাসং তুষ্টুবু রাজসত্তমম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

কৃত্বেতি। আবসথান্ নগরাদ্বহির্বাসভবনানি। সান্ত্বয়িত্বা অনুনীয়। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ।২৫॥

বিসৃজ্যেতি। পরিবারিতো রাজেন্দ্র ইত্যনুবৃত্তিঃ। কর্ণসৌবলৈরিতি বহুবচনাদ্গণগ্রহণম্ ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়ামেকাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

প্রোচ্চ। সূতা বন্দিনঃ, অচ্যুতং ব্যবসায়াদভ্রষ্টম্। মহেষ্বাসং মহাধনুর্দ্ধরম্ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—১৪॥ ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু স্বয়ং ক্রোধেন জ্বলৎসু, ক্রোধহবিঃ ক্রোধরূপং সর্পিস্তেষামত্যন্তোদ্দীপকং মোক্ষ্যতি তদাহমাগন্তা আগমিষ্যামি ॥১৫—২৫॥ কর্ণসৌবলৈঃ সৌবলাদ্যৈঃ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১১॥

—:*:—

ক্রমে বাসভবন সকল নির্ম্মাণ করিয়া এবং নানাবিধ ধনদানপূর্ব্বক মধুর বাক্য বলিয়া সহস্র সহস্র রাজা ও ব্রাহ্মণকে বিদায় করিলেন ॥২৫॥

এইভাবে তিনি সকল রাজাকে বিদায় দিয়া ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কর্ণ ও শকুনিপ্রভৃতির সহিত হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন ॥২৬॥

---

* '...উনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—পি. '...পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...ষট্পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

লাজৈশ্চন্দনচূর্ণৈশ্চ বিকীর্য্য চ জনাস্ততঃ।
ঊচুর্দিষ্ট্যা নৃপাবিঘ্নঃ সমাপ্তোঽয়ং ক্রতুস্তব ॥২॥
অপরে ত্বব্রুবংস্তত্র বাতিকাস্তং মহীপতিম্।
যুধিষ্ঠিরস্য যজ্ঞেন ন সমো হ্যেষ তে ক্রতুঃ ॥৩॥
নৈব তস্য ক্রতোরেষ কলামর্হতি ষোড়শীম্।
এবং তত্রাব্রুবন্ কেচিদ্বাতিকাস্তং জনেশ্বরম্ ॥৪॥
সুহৃদস্ত্বব্রুবংস্তত্র অতি সর্ব্বানয়ং ক্রতুঃ।
যযাতির্নহুষশ্চাপি মান্ধাতা ভরতস্তথা।
ক্রতুমেনং সমাহৃত্য পূতাঃ সর্ব্বে দিবং গতাঃ ॥৫॥
এতা বাচঃ শুভাঃ শৃণ্বন্ সুহৃদাং ভরতর্ষভ!।
প্রবিবেশ পুরং হৃষ্টঃ স্ববেশ্ম চ নরাধিপঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

লাজৈরিতি। হে নৃপ! দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, অয়ং তব ক্রতুঃ অবিঘ্নঃ সমাপ্তঃ ॥২॥
অপর ইতি। বাতিকা বাতরোগগ্রস্তাঃ। অতএব রাজবিদ্বিষ্টমূচুরিতি ভাবঃ ॥৩॥
নেতি। তস্য যুধিষ্ঠিরস্য, ক্রতোঃ রাজসূয়যজ্ঞস্য, কলাং ভাগম্ ॥৪॥
সুহৃদ ইতি। সর্ব্বান্ অতি অতিক্রামতি। সমাহৃত্য অনুষ্ঠায়। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫॥
এতা ইতি। শুভত্বাৎ শৃণ্বন্, বাতিকানাং বাচস্তু অশুভত্বাদশৃণ্বন্নিত্যাশয়ঃ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ জনমেজয়! অসাধারণ অধ্যবসায়ী মহাধনুর্দ্ধর ও রাজশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন যখন হস্তিনায় প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তখন স্তুতিপাঠকগণ ও অন্যান্য লোকসকল তাঁহার স্তব করিতে লাগিল ॥১॥

তদনন্তর সন্নিহিত লোকেরা লাজ (খই) ও চন্দনচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল যে, "রাজা! ভাগ্যবশতই আপনার এই যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়াছে" ॥২॥

অন্য বায়ুরোগগ্রস্ত (বিকৃত মস্তিষ্ক) লোকেরা সেই রাজাকে বলিল যে, "আপনার এ যজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের সমান হয় নাই" ॥৩॥

অন্য কতকগুলি বায়ুরোগগ্রস্ত লোক দুর্য্যোধনকে এইরূপ বলিল যে, "এ যজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের ষোল ভাগের একভাগের সমানও হয় নাই" ॥৪॥

তখন বন্ধুবর্গ বলিল যে, "এ যজ্ঞ সকল যজ্ঞকেই অতিক্রম করিয়াছে। কারণ, যযাতি, নহুষ, মান্ধাতা ও ভরত এই যজ্ঞ করিয়াই পবিত্র হইয়া স্বর্গে গিয়াছেন" ॥৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজা দুর্য্যোধন বন্ধুবর্গের এই সকল মনোহর বাক্য শ্রবণ

অভিবাদ্য ততঃ পাদৌ মাতাপিত্রোর্বিশাংপতে ! ।
ভীষ্মদ্রোণকৃপাদীনাং বিদুরস্য চ ধীমতঃ ॥৭॥
অভিবাদিতঃ কনীয়োভির্ভ্রাতৃভির্ভ্রাতৃনন্দনঃ ।
নিষসাদাসনে মুখ্যে ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)
তমুত্থায় মহারাজ ! সূতপুত্রোঽব্রবীদ্বচঃ ।
দিষ্ট্যা তে ভরতশ্রেষ্ঠ ! সমাপ্তোঽয়ং মহাক্রতুঃ ॥৯॥
হতেষু যুধি পার্থেষু রাজসূয়ে তথা ত্বয়া ।
আহৃতেঽহং নরশ্রেষ্ঠ ! ত্বাং সভাজয়িতা পুনঃ ॥১০॥
তমব্রবীন্মহারাজো ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহাযশাঃ ।
সত্যমেতত্ত্বয়োক্তং হি পাণ্ডবেষু দুরাত্মসু ॥১১॥
নিহতেষু নরশ্রেষ্ঠ ! প্রাপ্তে চাপি মহাক্রতৌ ।
রাজসূয়ে পুনর্বীর ! ত্বমেবং বর্দ্ধয়িষ্যসি ॥১২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অভীতি। বিশাং প্রজানাম্। নিষসাদ উপবিবেশ। প্রথমপাদে অক্ষরাধিক্যমার্ষম্ ॥৭—৮॥
তমিতি। সূতপুত্রঃ কর্ণঃ। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন। অয়ং বৈষ্ণবো নাম ॥৯॥
হতেষ্বিতি। আহৃতে অনুষ্ঠিতে। সভাজয়িতা অভিনন্দয়িতা ॥১০॥
তমিতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রো দুর্য্যোধনঃ। প্রাপ্তে অনুষ্ঠিতে ॥১১—১২॥

করিতে করিতে হৃষ্টচিত্ত হইয়া রাজধানীতে এবং আপন গৃহে যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥৬॥

তাহার পর দুর্য্যোধন—মাতা, পিতা, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপপ্রভৃতির এবং জ্ঞানী বিদুরের চরণযুগলে প্রণাম করিলেন ; পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও তাঁহাকে প্রণাম করিল। তদনন্তর ভ্রাতৃবৎসল দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন ॥৭—৮॥

মহারাজ জনমেজয় ! তখন কর্ণ গাত্রোত্থান করিয়া দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন "ভরতশ্রেষ্ঠ ! ভাগ্যবশতঃ তোমার এই যজ্ঞ সমাপ্ত হইল ॥৯॥

নরশ্রেষ্ঠ ! পাণ্ডবেরা যুদ্ধে নিহত হইলে এবং তুমি রাজসূয়যজ্ঞ করিলে, আমি পুনরায় তোমার অভিনন্দন করিব" ॥১০॥

তখন মহারাজ ও মহাযশা দুর্য্যোধন কর্ণকে কহিলেন—"নরশ্রেষ্ঠ বীর ! তুমি একথা সত্য বলিয়াছ যে, দুরাত্মা পাণ্ডবেরা নিহত হইলে এবং আমি রাজসূয়মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, তুমি পুনরায় আমার এইরূপ অভিনন্দন করিবে" ॥১১—১২॥

এবমুক্ত্বা মহারাজ! কর্ণমাশ্লিষ্য ভারত!।
রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠং চিন্তয়ামাস কৌরবঃ ॥১৩॥
সোঽব্রবীৎ কৌরবাংশ্চাপি পার্শ্বস্থান্ নৃপসত্তমঃ।
কদা নু তং ক্রতুবরং রাজসূয়ং মহাধনম্।
নিহত্য পাণ্ডবান্ সর্ব্বানাহরিষ্যামি কৌরবাঃ! ॥১৪॥
তমব্রবীত্তদা কর্ণঃ শৃণু মে রাজকুঞ্জর!।
পাদৌ ন ধাবয়ে তাবদ্‌যাবন্ন নিহতোঽর্জ্জুনঃ ॥১৫॥
কীলালজং ন খাদেয়ং চরিষ্যে চাসুরব্রতম্।
নাস্তীতি নৈব বক্ষ্যামি যাচিতো যেন কেনচিৎ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। আশ্লিষ্য আলিঙ্গ্য। কৌরবো দুর্য্যোধনঃ ॥১৩॥

স ইতি। মহাধনং প্রচুরধনব্যয়সাধ্যম্। আহরিষ্যামি করিষ্যামি। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥

তমিতি। হে রাজকুঞ্জর! রাজশ্রেষ্ঠ!। ন ধাবয়ে অন্যেন ন শোধয়ে ॥১৫॥

কীলালেতি। কীলালাৎ রুধিরাৎ জায়ত ইতি কীলালজং মাংসম্। "ভুক্তাদ্রসো রসাদ্রক্তং রক্তান্মাংসং প্রজায়তে" ইত্যুক্তের্মাংসং রুধিরজাতমেব। "শোণিতেঽম্ভসি কীলালম্" ইত্যমরঃ। ন বিদ্যতে সুরা মদ্যসামান্যং যত্র তৎ তাদৃশং ব্রতম্, সর্ব্ববিধমদ্যপানং বর্জ্জয়িষ্যামীত্যর্থঃ। "কামতোঽপি হি রাজন্যো বৈশ্যো বাপি কথঞ্চন। মদ্যং পীত্বাঽসুরাসংজ্ঞং ন কঞ্চিদ্দোষমর্হতি॥" ইতি মনুনানুমোদিতমপি গৌড়ীপ্রভৃতিমদ্যপানং বর্জ্জয়িষ্যামীতি ভাবঃ। ব্রতস্য কষ্টকরত্বাবশ্যকত্বাদন্যেষামন্যথা ব্যাখ্যানমসমঞ্জসম্ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রবিশন্তমিতি ॥১—২॥ বাতিকা বাতরোগোপহতচেতস উচিতভাষণানভিজ্ঞাঃ ॥৩—৯॥ সভাজয়িতা পূজয়িষ্যামি ॥১০—১৪॥ ধাবয়ে পরেণেতি শেষঃ ॥১৫॥ কীলালজং মাংসম্,

ভরতনন্দন মহারাজ! দুর্য্যোধন এইরূপ বলিয়া এবং কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া রাজসূয়মহাযজ্ঞের বিষয় চিন্তা করিলেন ॥১৩॥

তাহার পর তিনি পার্শ্ববর্ত্তী কৌরবগণকে বলিলেন—"কৌরবগণ! কবে আমি সমস্ত পাণ্ডবকে নিহত করিয়া যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করিব" ॥১৪॥

তখন কর্ণ তাঁহাকে কহিলেন—"রাজশ্রেষ্ঠ! আমার কথা শ্রবণ কর—যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুন নিহত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমি অন্যলোকদ্বারা পাদপ্রক্ষালন করাইব না ॥১৫॥

এবং মাংস খাইব না, সর্ব্ববিধ মদ্যপান বর্জ্জন করিব, আর যে কোন ব্যক্তিই কেন প্রার্থনা করুক না, আমি 'নাই' একথা বলিব না" ॥১৬॥

অথোৎক্রুষ্টং মহেষ্বাসৈর্ধার্ত্তরাষ্ট্রৈর্মহারথৈঃ।
প্রতিজ্ঞাতে ফাল্গুনস্য বধে কর্ণেন সংযুগে।
বিজিতাংশ্চাপ্যমন্যন্ত পাণ্ডবান্ ধৃতরাষ্ট্রজাঃ ॥১৭॥
দুর্য্যোধনোঽপি রাজেন্দ্রো বিসৃজ্য নরপুঙ্গবান্।
প্রবিবেশ গৃহং শ্রীমান্ যথা চৈত্ররথং প্রভুঃ।
তেঽপি সর্ব্বে মহেষ্বাসা জগ্মুর্বেশ্মানি ভারত! ॥১৮॥
পাণ্ডবাশ্চ মহেষ্বাসা দূতবাক্যপ্রচোদিতাঃ।
চিন্তয়ন্তস্তমেবার্থং নালভন্ত সুখং ক্বচিৎ ॥১৯॥
ভূয়শ্চ চারৈ রাজেন্দ্র! প্রবৃত্তিরুপপাদিতা।
প্রতিজ্ঞা সূতপুত্রস্য বিজয়স্য বধং প্রতি ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। উৎক্রুষ্টম্ আনন্দকোলাহলঃ কৃতঃ। ফাল্গুনস্যার্জ্জুনস্য। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥

দুর্য্যোধন ইতি। চৈত্ররথং তদাখ্যমুদ্যানম্, প্রভুঃ তৎস্বামী কুবেরঃ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৮॥

পাণ্ডবা ইতি দূতবাক্যেন সর্ব্বরাজানুগত্যাদিবোধকেন প্রচোদিতা উদ্বেলিতাঃ ॥১৯॥

ভূয় ইতি। প্রবৃত্তির্বৃত্তান্তঃ, উপপাদিতা জ্ঞাপিতা, প্রতিজ্ঞা তদ্বিষয়া, বিজয়স্যার্জ্জুনস্য ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

তদ্ধি ঘনীভূতং রুধিরমেব। "কীলালং রুধিরে তোয়ে" ইতি মেদিনী। অসুরং সুরারহিতঞ্চ ব্রতং স্বনিয়মং করিষ্যে, মদ্যং মাংসঞ্চ ত্যক্ষে ইত্যর্থঃ ॥১৬॥ উৎক্রুষ্টমুচ্চৈঃ শব্দঃ কৃতঃ ॥১৭—২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১২॥

কর্ণ যুদ্ধে অর্জ্জুনের বধপ্রতিজ্ঞা করিলে, মহাধনুর্দ্ধর ও মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আনন্দকোলাহল করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহারা পাণ্ডবগণকে বিজিত বলিয়া মনে করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর, কান্তিমান্ রাজশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনও প্রধান লোকদিগকে বিদায় দিয়া কুবের যেমন 'চৈত্ররথ'-নামক উদ্যানভবনে প্রবেশ করেন, তেমন আপন উদ্যানভবনে যাইয়া প্রবেশ করিলেন এবং সেই সকল ধনুর্দ্ধরেরাও আপন আপন ভবনে চলিয়া গেলেন ॥১৮॥

তা'র পর, পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনের কোন দূতের মুখে তাঁহার যজ্ঞসমাপ্তির বিষয় ও তৎকালীন রাজাদের আনুগত্যের বিষয় শুনিয়া উদ্বেলিত হইয়া সেই বিষয়ই ভাবিতে থাকিয়া কোথাও সুখ পাইতে থাকিলেন না ॥১৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ! আবার যুধিষ্ঠিরের গুপ্তচরেরা যাইয়া—কর্ণ যে অর্জ্জুনবধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই বৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতিকে জানাইল ॥২০॥

এতচ্ছ্রুত্বা ধর্ম্মসুতঃ সমুদ্বিগ্নো নরাধিপ !।
অভেদ্যকবচং মত্বা কর্ণমদ্ভুতবিক্রমম্।
অনুস্মরংশ্চ সংক্লেশান্ন শান্তিমুপযাতি সঃ ॥২১॥
তস্য চিন্তাপরীতস্য বুদ্ধির্জজ্ঞে মহাত্মনঃ।
বহুব্যালমৃগাকীর্ণং ত্যক্তুং দ্বৈতবনং বনম্ ॥২২॥
ধার্ত্তরাষ্ট্রোঽপি নৃপতিঃ প্রশশাস বসুন্ধরাম্।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরৈর্ভীষ্মদ্রোণকৃপৈস্তথা।
সঙ্গম্য সূতপুত্রেণ কর্ণেনাহবশোভিনা ॥২৩॥
দুর্য্যোধনঃ প্রিয়ে নিত্যং বর্ত্তমানো মহীভৃতাম্।
পূজয়ামাস বিপ্রেন্দ্রান্ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥২৪॥
ভ্রাতৄণাঞ্চ প্রিয়ং রাজন্ ! স চকার পরন্তপঃ।
নিশ্চিত্য মনসা বীরো দত্তভুক্তফলং ধনম্ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং যুধিষ্ঠিরচিন্তায়াং দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

এতদিতি। কর্ণমভেদ্যকবচং মত্বা অদ্ভুতবিক্রমঞ্চানুস্মরন্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥
তস্যেতি। চিন্তয়া পরীতস্য ব্যাপ্তচিত্তস্য। বহুভির্ব্যালমৃগৈর্হিংস্রজন্তুভিরাকীর্ণম্ ॥২২॥
ধার্ত্তেতি। সঙ্গম্য মিলিত্বা, আহবশোভিনা যুদ্ধশোভিনা। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৩॥
দুর্য্যোধন ইতি। প্রিয়ে প্রীতিজনককার্য্যে। ক্রতুভির্বিবিধযজ্ঞৈঃ ॥২৪॥

নরনাথ জনমেজয়! ইহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং কর্ণের কবচটা অভেদ্য ইহা মনে করিয়া, আর তাঁহার বিক্রমও অদ্ভুত ইহা স্মরণ করিয়া মনের কষ্টে শান্তিই পাইতে লাগিলেন না ॥২১॥

ক্রমে অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের চিত্তে বহু হিংস্রজন্তুপূর্ণ দ্বৈতবন ত্যাগ করিবার ইচ্ছা জন্মিল ॥২২॥

এদিকে রাজা দুর্য্যোধনও—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বীর ভ্রাতৃগণ এবং যুদ্ধশোভী সূতপুত্র কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

এবং দুর্য্যোধন সর্ব্বদাই রাজগণের প্রীতিজনক কার্য্য করিতে থাকিয়া প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত নানাবিধ যজ্ঞদ্বারা ব্রাহ্মণগণের সম্মান করিতে থাকিলেন ॥২৪॥

আর, মহাবীর ও শত্রুসন্তাপকারী দুর্য্যোধন 'ধনের ফল—দান ও ভোগ'

* '...পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...ষট্পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

জনমেজয় উবাচ।

দুর্য্যোধনং মোক্ষয়িত্বা পাণ্ডুপুত্রা মহাবলাঃ।
কিমকার্ষুর্বনে তস্মিংস্তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শয়ানং কৌন্তেয়ং রাত্রৌ দ্বৈতবনে মৃগাঃ।
স্বপ্নান্তে দর্শয়ামাসুর্বাষ্পকণ্ঠা যুধিষ্ঠিরম্ ॥২॥
তানব্রবীৎ স রাজেন্দ্রো বেপমানান্ কৃতাঞ্জলীন্।
ব্রূত যদ্বক্তুকামাঃ স্থ কে ভবন্তঃ কিমিষ্যতে ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

ভ্রাতৄণামিতি। প্রিয়ং ভোগসম্পাদনদ্বারা। দত্তং দানং ভুক্তং ভোগশ্চ ফলং যস্য তৎ ॥২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রায়াং দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

দুর্য্যোধনমিতি। তস্মিন্ দ্বৈতবনাখ্যে, আখ্যাতুং বক্তুম্ ॥১॥

তত ইতি। ততো যুধিষ্ঠিরস্য দ্বৈতবনত্যাগেচ্ছানন্তরম্। দর্শয়ামাসুঃ স্বস্বমূর্ত্তীঃ ॥২॥

তানিতি। অব্রবীৎ স্বপ্নান্ত এব। বেপমানান্ ভয়েন কম্পমানান্ ॥৩॥

ইহা মনে মনে নিশ্চয় করিয়া নানাবিধ ভোগ সম্পাদন দ্বারা ভ্রাতৃগণের প্রিয়কার্য্য করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

—:*:—

জনমেজয় বলিলেন—"মহাবল পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনপ্রভৃতিকে মুক্ত করিয়া দিয়া সেই দ্বৈতবনে কি করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বলুন" ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর সেই দ্বৈতবনে একদা রাত্রিতে যুধিষ্ঠির শয়ন করিয়াছিলেন, এমন সময়ে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হরিণগণ আসিয়া স্বপ্নমধ্যে তাঁহাকে দেখা দিল ॥২॥

তাহারা কম্পিত কলেবরে ও কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইলে, যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে

এবমুক্তাঃ পাণ্ডবেন কৌন্তেয়েন যশস্বিনা।
প্রত্যব্রুবন্ মৃগাস্তত্র হতশেষা যুধিষ্ঠিরম্ ॥৪॥
বয়ং মৃগা দ্বৈতবনে হতশিষ্টাস্তু ভারত!।
নোৎসীদেম মহারাজ! ক্রিয়তাং বাসপর্য্যয়ঃ ॥৫॥
ভবতো ভ্রাতরঃ শূরাঃ সর্ব্ব এবাস্ত্রকোবিদাঃ।
কুলান্যল্পাবশিষ্টানি কৃতবন্তো বনৌকসাম্ ॥৬॥
বীজভূতা বয়ং কেচিদবশিষ্টা মহামতে!।
বিবর্দ্ধেমহি রাজেন্দ্র! প্রসাদাত্তে যুধিষ্ঠির! ॥৭॥
তান্ বেপমানান্ বিত্রস্তান্ বীজমাত্রাবশেষিতান্।
মৃগান্ দৃষ্ট্বা সুদুঃখার্ত্তো ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৮॥
তাংস্তথেত্যব্রবীদ্রজা সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
যথা ভবন্তো ব্রুবতে করিষ্যামি চ তত্তথা ॥৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। পাণ্ডবেন যুধিষ্ঠিরেণ। অধিকপদপ্রয়োগো মুনীনাং স্বভাবঃ ॥৪॥
বয়মিতি। নোৎসীদেম ভবন্তিরুৎসন্না ন ভবেম। বাসস্য পর্য্যায়ঃ পরিবর্ত্তনম্ ॥৫॥
ভবত ইতি। কুলানি বংশান্। বনৌকসাং বনবাসিনামস্মাকং মৃগাণাম্ ॥৬॥
বীজেতি। বীজভূতা ভাবিহরিণকারণীভূতাঃ। প্রসাদাৎ এতদ্বনত্যাগরূপাদনুগ্রহাৎ ॥৭॥
তানিতি। বীজমাত্রাবশেষিতান্ স্বৈরেব। তথেত্যস্যার্থং বিবৃণোতি যথেত্যাদিনা ॥৮—৯॥

বলিলেন—"তোমরা যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা বল; তোমরা কাহারা? কি ইচ্ছা কর?" ॥৩॥

যশস্বী যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, হতাবশিষ্ট হরিণগণ তখন তাঁহাকে বলিতে লাগিল—॥৪॥

"মহারাজ ভরতনন্দন! আমরা হতাবশিষ্ট দ্বৈতবনবাসী হরিণ; আমরা যেন উৎসন্ন না হই; সুতরাং আপনারা বাস পরিবর্ত্তন করুন ॥৫॥

আপনার ভ্রাতারা সকলেই বীর এবং অস্ত্রাভিজ্ঞ; সুতরাং তাঁহারা আমাদের বংশের অল্পই অবশিষ্ট রাখিয়াছেন ॥৬॥

মহামতি রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ভাবী হরিণবংশের বীজস্বরূপ আমরা কয়েকটীমাত্র হরিণ অবশিষ্ট আছি; সুতরাং আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন বৃদ্ধি পাইতে পারি" ॥৭॥

সকল প্রাণীর হিতে নিরত ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির বীজমাত্রাবশেষিত সেই হরিণগণকে ভীত ও কম্পিত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া তাহাদিগকে বলি-

ইত্যেবং প্রতিবুদ্ধঃ স রাত্র্যন্তে রাজসত্তমঃ।
অব্রবীৎ সহিতান্ ভ্রাতৄন্ দয়াপন্নো মৃগান্ প্রতি ॥১০॥
উক্তো রাত্রৌ মৃগৈরস্মিন্ স্বপ্নান্তে হতশেষিতৈঃ।
তন্তুভূতাঃ স্ম ভদ্রং তে দয়া নঃ ক্রিয়তামিতি ॥১১॥
তে সত্যমাহুঃ কর্ত্তব্যা দয়াস্মাভির্বনৌকসাম্।
সাষ্টমাসং হি নো বর্ষং যদেনানুপযুঞ্জ্মহে ॥১২॥
পুনর্বহুমৃগং রম্যং কাম্যকং কাননোত্তমম্।
মরুভূমেঃ শিরঃ স্থানং তৃণবিন্দুসরঃ প্রতি ॥১৩॥
তত্রেমাং বসতিং শিষ্টাং বিহরন্তো রমেমহি।
ততস্তে পাণ্ডবাঃ শীঘ্রং প্রযযুর্ধর্ম্মকোবিদাঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। ইত্যেবং বক্ষ্যমাণপ্রকারমব্রবীৎ। প্রতিবুদ্ধো জাগরিতঃ। সহিতান্ মিলিতান্ ॥১০॥

উক্ত ইতি। উক্তঃ অহমিতি শেষঃ। তন্তুভূতা ভাবিমৃগগ্রথনসূত্রভূতাঃ ॥১১॥

ত ইতি। তে মৃগাঃ। বর্ষমবশিষ্যত ইতি শেষঃ। উপযুঞ্জ্মহে অশ্নীমঃ ॥১২॥

পুনরিতি। বহবো মৃগা যত্র তৎ। শির উপরিভাগভূতম্, তৃণবিন্দুর্নাম সরঃ তৎ

ভাবতভাবদীপঃ

দুর্য্যোধনমিতি ॥১—৪॥ বাসস্য পর্য্যয়ো বৈপরীত্যং নাত্র বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥৫—১১॥ একং বর্ষং বৎসরম্, উপযুঞ্জ্মহে ভক্ষয়ামঃ ॥১২—১৭॥

ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৩॥

লেন—"তাহাই হইবে" অর্থাৎ তোমবা যাহা বলিলে, আমি তাহা সেই রূপই করিব" ॥৮—৯॥

তাহার পর রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির রাত্রিশেষে জাগরিত এবং হরিণগণের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া সমবেত ভ্রাতৃগণকে এইরূপ বলিলেন—॥১০॥

"অদ্য রাত্রিতে স্বপ্নের মধ্যে হতাবশিষ্ট হবিণেরা আমাকে বলিয়াছে যে, আমরা হরিণকুলের তন্তুস্বরূপ রহিয়াছি; অতএব আপনি আমাদের উপরে দয়া করুন; আপনার মঙ্গল হইবে" ॥১১॥

তাহারা সত্যই বলিয়াছে; সুতরাং তাহাদের প্রতি আমাদের দয়া করা উচিত। যেহেতু এখনও একবৎসর আট মাস যাবৎ ইহাদিগকে আমাদের ভোজন করিতে হইবে ॥১২॥

অতএব মরুভূমির উপরিভাগে 'তৃণবিন্দু'-নামক সরোবরের নিকটে বহুতর মৃগে পরিপূর্ণ ও মনোহর 'কাম্যক'-নামে যে উত্তম বন আছে, তাহাতে এই

ব্রাহ্মণৈঃ সহিতা রাজন্! যে চ তত্র সহোষিতাঃ।
ইন্দ্রসেনাদিভিশ্চৈব প্রেষ্যৈরনুগতাস্তদা ॥১৫॥ (বিশেষকম্)
তে যাত্বা সুসুখৈর্মার্গৈঃ স্বন্নৈঃ শুচিজলান্বিতৈঃ।
দদৃশুঃ কাম্যকং পুণ্যমাশ্রমং তাপসান্বিতম্ ॥১৬॥
বিবিশুস্তে স্ম কৌরব্যা বৃতা বিপ্রর্ষভৈস্তদা।
তদ্বনং ভরতশ্রেষ্ঠাঃ স্বর্গং সুকৃতিনো যথা ॥১৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মৃগস্বপ্নোদ্ভবে কাম্যকবনপ্রবেশে ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

প্রতি তৎ সন্নিহিতম্, কাম্যকং নাম বম্যং কাননোত্তমং বর্ত্তত ইতি শেষঃ। পুনর্বিচরন্ত ইতি সম্বন্ধঃ। বসতিং বাসম্, শিষ্টামবশিষ্টাম্, বিহরন্তো বিহারভাবেন কুর্ব্বন্তঃ। প্রেষ্যৈ-র্ভৃত্যৈঃ ॥১৩—১৫॥

ত ইতি। সুসুখৈরতীবসুখজনকৈঃ, স্বন্নৈঃ শোভনানি অন্নানি যেষু তৈঃ ॥১৬॥

বিবিশুরিতি। স্মেতি পাদপূরণে। তদ্বনং কাম্যকবনম্, সুকৃতিনঃ পুণ্যবন্তো জনাঃ ॥১৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি পদ্মভূষণ শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি মৃগস্বপ্নোদ্ভবে ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

বনবাসের অবশিষ্ট সময়টা পুনরায় বিচরণ করিতে থাকিয়া চিত্তবিনোদন করিব"। রাজা! তাহার পর সেই ধর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডবেরা সহচর ব্রাহ্মণগণ ও ইন্দ্রসেনপ্রভৃতি ভৃত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া সত্বর কাম্যকবনে প্রস্থান করিলেন ॥১৩—১৫॥

ক্রমে যে সকল পথে উত্তম খাদ্য ও নির্ম্মল জল পাওয়া যাইত, সেই সকল পথ দিয়া যাইয়া তাঁহারা তপস্বিযুক্ত ও পবিত্র কাম্যকবন দর্শন করিলেন ॥১৬॥

তাহার পর পুণ্যবান্ লোকেরা যেমন স্বর্গে প্রবেশ করেন, সেইরূপ ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই কাম্যকবনে যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥১৭॥

—:*:—

---

(১৬) তে যাত্বাসুসুখৈর্মার্গৈঃ…তপসা যুতম্—বা ব কা, …আশ্রমং যশসা যুতাঃ—পি।

* '…একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, '.. অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ…'—কা, '…একোনষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ…'—নি।

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বনে তেষাং নিবসতাং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
বর্ষাণ্যেকাদশাতীয়ুঃ কৃচ্ছ্রেণ ভরতর্ষভ। ॥১॥
ফলমূলাশনাস্তে হি সুখার্হা দুঃখমুত্তমম্।
প্রাপ্তকালমনুধ্যান্তঃ সেহিরে বরপূরুষাঃ ॥২॥
যুধিষ্ঠিরস্তু রাজর্ষিরাত্মকর্ম্মাপরাধজম্।
চিন্তয়ন্ স মহাবাহুর্ভ্রাতৄণাং দুঃখমুত্তমম্ ॥৩॥
ন সুষ্বাপ সুখং রাজা হৃদি শল্যৈরিবার্পিতৈঃ।
দৌরাত্ম্যমনুপশ্যংস্তৎ কালে দ্যূতোদ্ভবস্য হি ॥৪॥
সংস্মরন্ পরুষা বাচঃ সূতপুত্রস্য পাণ্ডবঃ।
নিশ্বাসপরমো দীনো বিভ্রৎ কোপবিষং মহৎ ॥৫॥ (বিশেষকম্)

ভাবতকৌমুদী

বন ইতি। অতীয়ুঃ অতীতানি, কৃচ্ছ্রেণ কষ্টেন ॥১॥

ফলেতি। প্রাপ্তকালং যুদ্ধস্য যোগ্যসময়ম্, অনুধ্যান্তঃ অনুধ্যায়ন্তঃ ॥২॥

যুধীতি। আত্মকর্ম্মাপরাধজং নিজদ্যূতক্রীড়াদোষজাতম্। দৌরাত্ম্যং দুর্য্যোধনাদীনাম্, অনুপশ্যন্ প্রত্যক্ষং কুর্ব্বন্নিব। নিশ্বাসঃ পরমো যস্য স তাদৃশোঽভবৎ ॥৩—৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! কাম্যকবনে বাস করিবার সময়ে সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণের অতিকষ্টে একাদশ বৎসর অতীত হইল ॥১॥

কারণ, সেই প্রধান পুরুষ পাণ্ডবেরা সুখভোগের যোগ্য হইয়াও ফল-মূল ভোজন করিতেন এবং উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে থাকিয়া গুরুতর দুঃখ ভোগ করিতেন ॥২॥

রাজর্ষি মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির আপন কর্ম্মদোষজাত ভ্রাতৃগণের দারুণ দুঃখ স্মরণ করিয়া হৃদয়ে শল্য প্রবিষ্ট হওয়ায়ই যেন সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না এবং সেই দ্যূতক্রীড়ার সময়ে দুর্য্যোধনপ্রভৃতির সেই দৌরাত্ম্য যেন প্রত্যক্ষ করিতে থাকিয়া ও কর্ণের সেই সকল নিষ্ঠুর বাক্য স্মরণ করিয়া কখনও কাতর হইয়া, আবার কখনও দারুণ ক্রোধবিষ বহন করিয়া কেবল নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন ॥৩—৫॥

অর্জ্জুনো যমজৌ চোভৌ দ্রৌপদী চ যশস্বিনী।
স চ ভীমো মহাতেজাঃ সর্ব্বেষামুত্তমো বলী ॥৬॥
যুধিষ্ঠিরমুদীক্ষন্তঃ সেহুর্দুঃখমনুত্তমম্।
অবশিষ্টমল্পকালং মন্বানাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
বপুরন্যদিবাকার্ষুরুৎসাহামর্ষচেষ্টিতৈঃ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
আজগাম মহাযোগী পাণ্ডবানবলোককঃ ॥৮॥
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
প্রত্যুদ্গম্য মহাত্মানং প্রত্যগৃহ্লাদ্‌যথাবিধি ॥৯॥
তমাসীনমুপাসীনঃ শুশ্রূষুর্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
তোষয়ন্ প্রণিপাতেন ব্যাসং পাণ্ডবনন্দনঃ ॥১০॥
তানবেক্ষ্য কৃশান্ পৌত্রান্ বনে বন্যেন জীবতঃ।
মহর্ষিরনুকম্পার্থমব্রবীদ্বাষ্পগদ্‌গদম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

অর্জ্জুন ইতি। যমজৌ নকুলসহদেবৌ। সেহুঃ সেহিরে। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬—৭॥
কস্যচিদিতি। কস্যচিৎ কালস্য অতিক্রমে সতীতি শেষঃ। অবলোককো দর্শনার্থী ॥৮॥
তমিতি। যথাবিধি মহাদরপ্রদর্শনাদিনেত্যর্থঃ ॥৯॥
তমিতি। আসীনমুপবিষ্টং তম্, উপ লক্ষ্যীকৃত্য আসীনোঽভবদিতি শেষঃ ॥১০॥
তানিতি। পৌত্রান্ পুত্রস্য পাণ্ডোঃ পুত্রত্বাৎ। বন্যেন ফলমূলাদিনা ॥১১॥

আর মহাতেজা ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলবান্ ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও যশস্বিনী দ্রৌপদী—ইঁহারা যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং অল্পকালই অবশিষ্ট আছে ইহা মনে করিয়া সেই গুরুতর দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন এবং সেই পুরুষশ্রেষ্ঠেরা তৎকালে উৎসাহ ও ক্রোধের অনুরূপ কার্য্য করিতে থাকায় আপন আপন শরীরকে যেন অন্যরূপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন ॥৬—৭॥

তাহার পর কিছুকাল অতীত হইলে, একদা মহাযোগী সত্যবতীনন্দন বেদব্যাস পাণ্ডবগণকে দেখিবার জন্য আগমন করিলেন ॥৮॥

তিনি আসিয়াছেন দেখিয়া কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির প্রত্যুদ্গমন করিয়া যথাবিধানে সেই মহাত্মাকে গ্রহণ করিলেন ॥৯॥

তৎপরে বেদব্যাস উপবেশন করিলে, সংযতচিত্ত ও গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ যুধিষ্ঠির নমস্কারদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকটে উপবেশন করিলেন ॥১০॥

যুধিষ্ঠির ! মহাবাহো ! শৃণু ধর্ম্মভৃতাং বর ! ।
নাতপ্ততপসো লোকে প্রাপ্নুবন্তি মহৎ সুখম্ ॥১২॥
সুখদুঃখে হি পুরুষঃ পর্য্যায়েণোপসেবতে ।
নহ্যনন্তং সুখং কশ্চিৎ প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ ! ॥১৩॥
প্রজ্ঞাবাংস্ত্বেব পুরুষঃ সংযুক্তঃ পরয়া ধিয়া ।
উদয়াস্তমনজ্ঞো হি ন হৃষ্যতি ন শোচতি ॥১৪॥
সুখমাপতিতং সেবেদ্দুঃখমাপতিতং সহেৎ ।
কালপ্রাপ্তমুপাসীত শস্যানামিব কর্ষকঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

যুধীতি। অতপ্ততপসঃ অকৃততপস্যা জনাঃ ॥১২॥

সুখেতি। পর্য্যায়েণ ক্রমেণ। অনন্তম্ অসীমং কেবলমেবেত্যর্থঃ ॥১৩॥

প্রজ্ঞেতি। পরয়া ধিয়া তত্ত্বজ্ঞানেন। উদয়াস্তমনজ্ঞঃ সুখস্যাবির্ভাবতিরোভাবজ্ঞঃ ॥১৪॥

সুখমিতি। আপতিতমুপস্থিতম্। শস্যানাং মধ্যে কালপ্রাপ্তং শস্যং কর্ষক ইব কালপ্রাপ্তং সুখং দুঃখং বা উপাসীত সেবেত ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

বনে ইতি ॥১॥ ধ্যান্তঃ ধ্যায়ন্তঃ ॥২—৩॥ তৎকালে তস্মিন্ কালে, দ্যূতোদ্ভবস্য দ্যূত-হেতোঃ শকুন্যাদেঃ ॥৪—৭॥ অবলোককোঽবলোকিতুকামঃ ॥৮—১২॥ অনন্তং সুখং ন প্রাপ্নোতি, কশ্চিৎ পৃথগ্জনঃ ॥১৩॥ কস্তর্হি তৎপ্রাপ্নোতীত্যাহ—প্রজ্ঞাবানিতি। পরয়া ধিয়া ব্রহ্মবিদ্যয়া। উদয়াস্তমনং জগত উৎপত্তিস্থিতিলয়কারণম্, ব্রহ্ম তজ্জ্ঞো ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। মিথ্যাভূতে জগতি প্রিয়স্য সুখস্যাভাবাত্তদ্বিয়োগজঃ শোকো বা তদ্বিচ্ছা বা তস্য ন জায়ত ইত্যর্থঃ ॥১৪॥ প্রারব্ধকর্ম্মোপস্থাপিতং সুখদুঃখাদ্যপরিহার্য্যমিত্যাহ—সুখমিতি ॥১৫॥

তখন মহর্ষি বেদব্যাস সেই পৌত্রগণকে বন্য-ফল-মূলভোজী ও কৃশদেহ দেখিয়া দয়া প্রকাশপূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদভাবে বলিলেন—॥১১॥

"যুধিষ্ঠির ! মহাবাহু ! ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ! শ্রবণ কর – তপস্যা না করিয়া মানুষ জগতে মহাসুখ লাভ করে না ॥১২॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! মানুষ ক্রমিক সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিতে পারে না ॥১৩॥

বুদ্ধিমান মানুষই তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সুখের আবির্ভাব ও তিরোভাবের কারণ জানিয়া সুখের আবির্ভাবেও আনন্দিত হন না এবং তাহার তিরোভাবেও শোক করেন না ॥১৪॥

সুখ উপস্থিত হইলে তাহা ভোগ করিবে, আবার দুঃখ উপস্থিত হইলেও তাহা সহ্য করিবে ; সুতরাং কৃষক যেমন শস্যের মধ্যে যে কালে যাহা পায়,

তপসো হি পরং নাস্তি তপসা বিন্দতে মহৎ।
নাসাধ্যং তপসঃ কিঞ্চিদিতি বুধ্যস্ব ভারত! ॥১৬॥
সত্যমার্জ্জবমক্রোধঃ সংবিভাগো দমঃ শমঃ।
অনসূয়াঽবিহিংসা চ শৌচমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
পাবনানি মহারাজ! নরাণাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥১৭॥
অধর্ম্মরুচয়ো মূঢ়াস্তির্য্যগ্‌গতিপরায়ণাঃ।
কৃচ্ছ্রাং যোনিমনুপ্রাপ্তা ন সুখং বিন্দতে জনাঃ ॥১৮॥
ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎ পরত্রোপভুজ্যতে।
তস্মাচ্ছরীরং যুঞ্জীত তপসা নিয়মেন চ ॥১৯॥
যথাশক্তি প্রয়চ্ছেত সংপূজ্যাভিপ্রণম্য চ।
কালে পাত্রে চ হৃষ্টাত্মা রাজন্! বিগতমৎসরঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তপস ইতি। পরমুত্তমং সাধনম্। বিন্দতে লভতে, মহৎ ফলম্ ॥১৬॥

সত্যমিতি। আর্জ্জবং সরলতা, সংবিভাগঃ অতিথিপ্রভৃতিভ্যঃ সংবিভজ্যান্নাদিদানম্, দমঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ, শমো জ্ঞানেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ, ইন্দ্রিয়সংযমশ্চিত্তনিগ্রহঃ। ষট্‌পাদোঽযং শ্লোকঃ ॥১৭॥

অধর্ম্মেতি। বিন্দতে বিন্দন্তে লভন্তে। নকারলোপ আর্ষঃ ॥১৮॥

ইহেতি। তৎ তৎফলম্। তপসা বৈধোপবাসাদিনা, নিয়মেন নিত্যস্নানাদিনা ॥১৯॥

সেই কালে তাহাই ভোগ করে, মানুষও তেমন যখন যে অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন তাহাই ভোগ করিবে ॥.৫॥

ভরতনন্দন! তপস্যা অপেক্ষা উত্তম কার্য্যসাধক আর নাই; তপস্যাদ্বারা গুরুতর ফল লাভ করা যায় এবং তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই, ইহা বুঝিয়া রাখ ॥১৬॥

মহারাজ! সত্য, সরলতা, ক্রোধ না করা, বিভাগপূর্ব্বক অন্নপ্রভৃতি দান, কর্ম্মেন্দ্রিয়দমন, জ্ঞানেন্দ্রিয়দমন, অসূয়া না করা, হিংসা না করা, পবিত্রতা ও চিত্তসংযম—এইগুলি ধার্ম্মিক লোকদের চিত্তশুদ্ধিকারক গুণ ॥১৭॥

পাপমতি, মূঢ় ও পশু-পক্ষীর স্বভাবাপন্ন লোকেরা কষ্টকর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কখনও সুখ লাভ করে না ॥১৮॥

মানুষ ইহলোকে যে কার্য্য করে, পরলোকে তাহার ফলভোগ করে; অতএব শরীরটাকে তপস্যাতে ও শাস্ত্রোক্ত নিয়মে নিযুক্ত করিবে ॥১৯॥

রাজা! সাধুলোক দানের পাত্রকে সম্মান ও প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্ত ও বিদ্বেষবিহীন হইয়া শক্তি অনুসারে পুণ্যকালে দান করিবে ॥২০॥

সত্যবাদী লভেতায়ুরনায়াসমথার্জ্জবম্ ।
অক্রোধনোঽনসূয়শ্চ নির্বৃতিং লভতে পরাম্ ॥২১॥
দান্তঃ শমপরঃ শশ্বৎ পরিক্লেশং ন বিন্দতি ।
ন চ তপ্যতি দান্তাত্মা দৃষ্ট্বা পরগতাং শ্রিয়ম্ ॥২২॥
সংবিভক্তা চ দাতা চ ভোগবান্ সুখবান্ নরঃ ।
ভবত্যহিংসকশ্চৈব পরমারোগ্যমশ্নুতে ॥২৩॥
মান্যমানয়িতা জন্ম কুলে মহতি বিন্দতি ।
ব্যসনৈর্ন তু সংযোগং প্রাপ্নোতি বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২৪॥
শুভানুশয়বুদ্ধির্হি সংযুক্তঃ কালধর্ম্মণা ।
প্রাদুর্ভবতি তদ্‌যোগাৎ কল্যাণমতিবেব সঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

যথেতি। সংপূজ্যাভিপ্রণম্য পাত্রমেব। কালে সংক্রান্ত্যাদৌ, পাত্রে সতি ॥২০॥

সত্যাদীনাং ফলমাহ—সত্যেতি। সত্যবাদী অনায়াসমায়ুর্লভেত, অক্রোধন আর্জ্জবম্, অনসূয়শ্চ নির্বৃতিং সুখং লভতে ॥২১॥

দান্ত ইতি। দান্ত উক্তদমগুণান্বিতঃ। দান্তাত্ম সংযতচিত্তঃ ॥২২॥

সমিতি। সংবিভক্তা অতিথ্যাদিভ্যঃ সংবিভজ্যান্নাদিদাতা, ধনাদীনাং দাতা চ ॥২৩॥

মান্যেতি। মান্যমানয়িতা পূজ্যপূজকঃ। ব্যসনৈর্দ্যূতাদিভিঃ, সংযোগং সম্বন্ধম্ ॥২৪॥

শুভেতি। শুভমনুশেতে অধিতিষ্ঠতীতি শুভানুশয়া ধর্ম্মবিষয়া বুদ্ধির্যস্য স তাদৃশো জনঃ,

ভারতভাবদীপঃ

তপসা জ্ঞানেন, মহদ্‌ব্রহ্ম ॥১৬—১৯॥ কালে দানকালে ॥২০॥ অনায়াসং ক্লেশপরিহারম্, নির্বৃতিং সুখম, পরাং মোক্ষাখ্যাম্ ॥২১॥ দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ, দান্তত্বপ্রতিপত্তিযোগ্যতামাপাদিত আত্মা মনো যস্য জিতচিত্ত ইত্যর্থঃ ॥২১॥ সংবিভক্তা অন্নাদের্বিভাগকর্ত্তা, দাতা ধনাদেঃ ॥২৩॥ ইন্দ্রিয়জয়ফলমাহ—মান্যেতি। ব্যসনৈঃ স্ত্রীমদ্যদ্যূতাদ্যৈঃ ॥২৪॥ শুভমেবানুশেতে

সত্যবাদী লোক বিনা কষ্টে দীর্ঘায়ু লাভ করে, ক্রোধবিহীন লোক সরলতা প্রাপ্ত হয় এবং অসূয়াশূন্য লোক পরম শান্তি পায় ॥২১॥

শান্ত ও দান্ত লোক কখনও সর্ব্বতোভাবে কষ্টভোগ করে না এবং সংযতচিত্ত লোক পরশ্রী দেখিয়া সন্তপ্ত হয় না ॥২২॥

অতিথিসেবক ও দাতা লোক সুখী ও ভোগী হয় এবং হিংসাশূন্য লোক অত্যন্ত স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করে ॥২৩॥

পূজ্যপূজক লোক উচ্চবংশে জন্মলাভ করে এবং জিতেন্দ্রিয় লোক ব্যসনে লিপ্ত হয় না ॥২৪॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্! দানধর্ম্মাণাং তপসো বা মহামুনে!।
কিংস্বিদ্বহুগুণং প্রেত্য কিংবা দুষ্করমুচ্যতে ॥২৬॥

ব্যাস উবাচ।

দানান্ন দুষ্করং তাত! পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন।
অর্থে চ মহতী তৃষ্ণা স চ দুঃখেন লভ্যতে ॥২৭॥
পরিত্যজ্য প্রিয়ান্ প্রাণান্ ধনার্থং হি মহামতে!।
প্রবিশন্তি নরা ধীরাঃ সমুদ্রমটবীং তথা ॥২৮॥
কৃষিগোরক্ষমিত্যেকে প্রতিপদ্যন্তি মানবাঃ।
পুরুষাঃ প্রেষ্যতামেকে নির্গচ্ছন্তি ধনার্থিনঃ ॥২৯॥

ভাবতকৌমুদী

কালধর্ম্মণা মরণেন সংযুক্তো মৃতঃ সন্, তদ্‌যোগাৎ পূর্ব্বশুভানুশয়বুদ্ধিসম্বন্ধাৎ, কল্যাণমতিরেব ধর্ম্মবুদ্ধিরেব, প্রাদুর্ভবতি পরজন্মন্যাবির্ভবতি ॥২৫॥

ভগবন্নিতি। প্রেত্য পরলোকে, বহবো গুণা উৎকর্ষা যস্মাত্তৎ অধিকফলজনকমিত্যর্থঃ ॥২৬॥

দানাদিতি। দানাদ্দুষ্করং কিঞ্চনাপি কার্য্যং পৃথিব্যাং নাস্তি। অতো দানমেব বহুগুণম্ ॥২৭॥

পরীতি। পরিত্যজ্য পরিত্যক্তুং সম্ভাব্য। ধীরা বুদ্ধিমন্তোঽপি, অটবীং বনম্ ॥২৮॥

কৃষীতি। প্রতিপদ্যন্তি অবলম্বন্তে। প্রেষ্যতাং দাসত্বম্, নির্গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

শুভপক্ষপাতিনীবুদ্ধির্যস্য কালধর্ম্মেণ মরণেন তদ্‌যোগাচ্ছুভানুশয়াৎ যাগাৎ স কল্যাণমতিরেব প্রাদুর্ভবতি জায়তে ॥২৬॥ দানজানাং ধর্ম্মাণাম্, তপসঃ কায়ক্লেশকৃতস্য কৃচ্ছ্রাদেঃ, এতয়োর্মধ্যে

ধার্ম্মিক লোক মৃত্যুর পরে পূর্ব্ব ধর্ম্মবুদ্ধির বলেই ধার্ম্মিক হইয়া জন্মগ্রহণ করে" ॥২৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"ভগবন্ মহামুনে! দান ও তপস্যা—এই দুইটার মধ্যে কোন্‌টা পরলোকে অধিক ফলজনক এবং কোন্‌টাই বা দুষ্কর?" ॥২৬॥

বেদব্যাস বলিলেন—"বৎস! দান অপেক্ষা দুষ্কর কার্য্য পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। কারণ, ধনে গুরুতর স্পৃহা থাকে এবং তাহা কষ্টেই লাভ করা হয় ॥২৭॥

মহামতি যুধিষ্ঠির! বুদ্ধিমান্ লোকেরাও ধনের জন্য প্রিয়তম প্রাণ পরিত্যাগের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত করিয়া সমুদ্রে ও বনে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥২৮॥

একশ্রেণীর লোকেরা ধনের জন্য কৃষি ও গোপালনব্যবসায় অবলম্বন করে এবং অপরশ্রেণীর লোকেরা ধনের জন্য দাসত্বস্বীকার করে ॥২৯॥

তস্মাদ্দুঃখার্জ্জিতস্যৈব পরিত্যাগঃ সুদুষ্করঃ।
ন দুষ্করতরং দানাত্তস্মাদ্দানং মতং মম ॥৩০॥
বিশেষস্ত্বত্র বিজ্ঞেয়ো ন্যায়েনোপার্জ্জিতং ধনম্।
পাত্রে কালে চ দেশে চ প্রয়তঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥৩১॥
অন্যায়াৎ সমুপাত্তেন দানধর্ম্মো ধনেন যঃ।
ক্রিয়তে ন স কর্ত্তারং ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৩২॥
পাত্রে দানং স্বল্পমপি কালে দত্তং যুধিষ্ঠির!।
মনসা হি বিশুদ্ধেন প্রেত্যানন্তফলং স্মৃতম্ ॥৩৩॥
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
ব্রীহিদ্রোণপরিত্যাগাদ্যৎ ফলং প্রাপ মুদ্গলঃ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ব্রীহিদ্রোণিকে দানদুষ্করত্বকথনে চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি। দুঃখার্জ্জিতস্য ধনস্য। দুষ্করতরং কার্য্যম্। মতং প্রাধান্যেনাভিপ্রেতম্ ॥৩০॥
বিশেষ ইতি। পাত্রে শ্রোত্রিয়াদৌ, কালে সংক্রান্ত্যাদৌ, দেশে গঙ্গাতীরাদৌ ॥৩১॥
অন্যায়াদিতি। অন্যায়াচ্চৌর্য্যাদিতঃ, সমুপাত্তেনার্জ্জিতেন। মহতো ভয়ান্নরকাৎ ॥৩২॥
পাত্র ইতি। দত্তং কৃতম্। প্রেত্য পরলোকে, অনন্তফলম্ অনন্তফলজনকম্ ॥৩৩॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রেত্য মৃত্বা, কিং বহুগুণং কিং পরলোকে শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ ॥২৬—২৯॥ দুঃখার্জ্জিতস্য ধনস্যেতি শেষঃ, মতং শ্রেষ্ঠত্বেন ॥৩০—৩৩॥ দ্রোণো মানবিশেষস্তন্মিতা ব্রীহয়স্তেষাং দানাৎ ॥৩৪॥
ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৪॥

অতএব দুঃখার্জ্জিত ধনের পরিত্যাগ করাটাই অতি দুষ্কর; সুতরাং দান অপেক্ষা অতি দুষ্কর কার্য্য নাই। সেই জন্যই আমার মতে দানই প্রধান ॥৩০॥

এবিষয়ে বিশেষ জানিবে যে, মানুষ পবিত্র হইয়া পুণ্যকালে পবিত্র স্থানে সৎপাত্রে ন্যায়ার্জ্জিত ধন দান করিবে ॥৩১॥

অন্যায়ার্জ্জিত ধনদ্বারা যে দানধর্ম্ম করা হয়, সে দানধর্ম্ম কর্ত্তাকে নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারে না ॥৩২॥

যুধিষ্ঠির! বিশুদ্ধচিত্তে প্রশস্তকালে সৎপাত্রে অল্পমাত্রও যে দান করা হয়, তাহা পরলোকে অনন্ত ফল উৎপাদন করে ॥৩৩॥

---

(৩১)…সাধুভ্যঃ প্রতিপাদয়েৎ—বা ব কা পি। * '…দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, '…ঊনষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ…'—কা, '…ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ…'—নি।